প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন

(১ম খন্ড)

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ

গ্রন্থনা ও সংকলনে

মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ বাহাদুর

"প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন"

السيوف المسلولة على اعناق من جعل
الاحاديث الصحيحه موضوعة

বা

"সহিহ হাদিস সমূহকে জাল বানানোকারীদের ঘাড়ে খোলা তরবারী"

(প্রথম খন্ড)

গ্রন্থনা ও সংকলনে

মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বাহাদুর

সম্পাদনায়

মুফতি আল্লামা কাযি আব্দুল ওয়াজেদ (মু.জি.আ)

ফকিহ,জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া,চট্টগ্রাম

সার্বিক তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায়

আল্লামা মুফতি আলী আকবার (মু.জি.আ.)

বহু গ্রন্থ প্রনেতা,ও সভাপতি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, নারায়নগঞ্জ ।

পরিবেশনায় :

ইমাম আযম (রহ.) রিসার্চ সেন্টার, বাংলাদেশ।

sahihaqeedah.com

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

PDF by (Masum Billah Sunny)

"প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন"

বা

السيوف المسلولة على اعناق من جعل الاحاديث الصحيحه موضوعة

"সহিহ হাদিস সমূহকে জাল বানানোকারীদের ঘাড়ে খোলা তরবারী"

(প্রথম খন্ড)

লেখক :

মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ বাহাদুর

গ্রাম- খন্দকার চর, পোঃ- জয়পুর, উপজেলা- হোমনা, জেলা- কুমিল্লা।

মোবাইল : ০১৭২৩-৯৩৩৩৯৬

সম্পাদক :

মুফতি আল্লামা কাযি আব্দুল ওয়াজেদ (মু.জি.আ)

ফকিহ, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

তত্ত্বাবধায়ক :

আল্লামা মুফতি আলী আকবার (মু.জি.আ.)

বহুগ্রন্থ প্রনেতা ও সভাপতি,আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, নারায়নগঞ্জ।

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত।

প্রথম প্রকাশ :

১২ রবিউল আউয়াল, ১৪৩৬ হিজরি

৪ জানুয়ারী, ২০১৫ ইংরেজী

কম্পিউটার কম্পোজ ও বর্ণ বিন্যাস :

এম. এন. আনোয়ার

মোবাইল : ০১৮৩৬-১২৪০৯৫

শুভেচ্ছা হাদিয়া : (মূলত কিতাবটি খিদমতের জন্য বের করা হয়েছে)

এক দাম ঃ ২৬০/- টাকা

যে সব পুস্তকের দাঁতভাঙ্গা জবাব

১। আহলে হাদীস শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী'র সিলসিলাতুল আহাদিসুদ্-দ্বঈফাহ সহ তার বিভিন্ন পুস্তকের।

২। ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রচিত হাদীসের নামে জালিয়াতি (৩য় প্রকাশ, সেপ্টেম্বর, ২০০৮ ঈসায়ী) আস্-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ঝিনাঈদাহ, বাংলাদেশ।

৩। মাওলানা মুতীউর রহমান ও নির্দেশনায় মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মালেক এর প্রচলিত জাল হাদিস (প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর, ২০০৩ ঈসায়ী) মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া, ঢাকা।

৪। মাওলানা মুহাম্মদ জাকারিয়া হাসনাবাদী ও মাওলানা জুনায়েদ বাবুনগরী তত্ত্বাবধানে "প্রচলিত জাল হাদিস" (তৃতীয় প্রকাশ ১৭ ফেব্রুয়ারী ২০১২ ঈসায়ী) থানভী লাইব্রেরী, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

-ঃ উৎসর্গ ঃ-

সিরাজুল উম্মাত ইমাম আযম আবু হানিফা (রহঃ)

বানীয়ে জামেয়া শাহেনশাহ সিরিকোট সৈয়দ আহমদ শাহ সিরকোটি (রহঃ)

মাছিয়াতা দরবার শরীফের পীরে মুকাম্মেল মুরশীদে কামেল আ'লা হযরত মাওলানা শাহ সৈয়দ কুতুবুর রহমান (রহ.)

ও

আমার শ্রদ্ধেয় দাদা ও নানার মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে।

sahihaqeedah.com

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

PDF by (Masum Billah Sunny)

কৃতজ্ঞতায়

১। পীরে ত্বরিকত আলহাজ্ব জামালুদ্দীন মমিন (মু.জি.আ.)
পীর সাহেব,কুতুবীয়া দরবার শরীফ,বন্দর, নারায়নগঞ্জ

২। আলহাজ্ব মাওলানা আবুল আসাদ মুহাম্মদ জোবাইর রজভী
খতিব,জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া জামে মসজিদ।

৩। আল্লামা আলহাজ্ব মুফতি বখতিয়ার উদ্দিন
মুফাসৃসির,জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া,চট্টগ্রাম।

৪। আল্লামা আলহাজ্ব মুহাম্মদ আমিনুল করীম (মু.জি.আ)
সিনিয়র আরবী প্রভাষক,জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া,চট্টগ্রাম।

৪ অধ্যক্ষ মাওলানা আবদুল হাই, ঢাকা

৬। মাওলানা হাফেয ক্বারী মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া
চেয়ারম্যান,আল-ফালাহ ইসলামী সংস্থা।

৭। মাওলানা গোলাম মোস্তফা মুহাম্মদ নুরুন্নবী আল-কাদেরী
সহকারী অধ্যাপক,জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া,চট্টগ্রাম।

৮। আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ ওলী উল্লাহ আশেকী,ঢাকা

৯। অন্তপুর হাজী মাজেদুল ইসলাম দাখিল মাদরাসার অধ্যক্ষ সহ সকল শিক্ষকবৃন্দের। (হোমনা,কুমিল্লা)

সহযোগীতায়

১। ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ আতাউর খোকন,ঢাকা।
চেয়ারম্যান,ইমাম হাসান হোসাইন (রা:) [illegible]।

২। আবদুল্লাহ আল মামুন, নারায়নগঞ্জ

৩। মুহাম্মদ আবদুল আজিজ রজভী,চট্টগ্রাম

যারা আমাকে আর্থিকভাবে সহযোগিতার হাত [illegible] করেছেন অথচ নাম উল্লেখ করতে [illegible] আন্তরিক শুভকামনা জানবেন।

আমি..
....

কে

উপহার

নাম : ....

ঠিকানা : ....

....

দিলাম

প্রারম্ভিকা

اَلحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى خُصُوصاً عَلٰى سَيِّدِنَا
وَحَبِيْبِنَا وَشَفِيْعِنَا مُحَمَّدِنِ الْمُصْطَفٰى وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اُولِى الصِّدْقِ وَالصَّفَا
فَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহ পাকের অমিয়বাণী মহাগ্রন্থ কুরআনুল করিম মানব জাতির একমাত্র পূর্ণাঙ্গ সংবিধান। এ রকম পরিপূর্ণ কোন গ্রন্থ পৃথিবীতে আর নেই। এইগ্রন্থের প্রতিটি কথা অত্যন্ত মুল্যবান ও অতিব মর্যাদা সম্পন্ন। মহান রবের নৈকট্য অর্জনের জন্য কুরআনের উপর আমল খুবই জরুরি। মনে রাখতে হবে, কোরআন পূর্ণাঙ্গ বিধান হওয়া সত্বেও তা সাধারন ভাবে বুঝা একেবারে সহজ নয়। কেননা কিতাবুল্লাতে এমন কিছু আয়াতে কারিমা রয়েছে, যার অর্থ অস্পষ্ট। সেসব জটিলতা নিরসনের জন্য মহান রাব্বুল আলামিনের প্রিয়তম বন্ধু রাসুল ﷺ'র হাদিসের গুরুত্ব অপরিসীম। সহজ কথায়, কুরআন অনুধাবন করে বাস্তব জীবনে তাঁর প্রতিফলনের জন্য একমাত্র অবলম্বন পবিত্র হাদিসে নববি ﷺ।

প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ﷺ'র পুস্পঝরা হাদিসগুলো মুলত আল্লাহর মর্যাদা সম্পন্ন কালামের অংশবিশেষ। এ ব্যাপারে খোদ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করছেন, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى (এবং তিনি কোন কথা নিজ প্রবৃত্তি থেকে বলেন না)।

সুরা নজম শরিফের দুই নাম্বার আয়াতে কারিমার শাব্দিক অর্থই সুস্পষ্ট প্রমাণ করে, নবিজি ﷺ'র কথামালা, আচার আচরন সবকিছু আল্লাহর মর্যাদাপূর্ণ নির্দেশনা। তাঁর কথামালা মহান প্রভুর কথামালা। হুযুর ﷺ নিজ থেকে কোন কথা বলেননি, এটার জলন্ত স্বাক্ষী কুরআনের এই আয়াতে মুকাদ্দাসা।

মহানবী ﷺ'র সকল ধরনের আচরন বিধিকে ধারন করার জন্য, তাঁর নিষিদ্ধ সবকিছু থেকে বিরত থাকতে খোদ রব তা'আলা আদেশ করেছেন। মহাগ্রন্থ কুরআনুল কারিমে সুরা হাশরের ৭ নাম্বার আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا 'এবং রাসুল তোমাদেরকে যা কিছু দানকরেন তা তোমরা গ্রহন করো; আর যা থেকে নিষেধ করেন তা তোমরা বর্জন করো'।

উল্লেখিত আয়াত প্রমাণ করে রাসুলে মাকবুল ﷺ'র আদেশ নিষেধ মান্য করা প্রত্যেক বান্দার জন্য ফরজ। কুরআনের পরপর যে হাদিসের গ্রহন যোগ্যতা তা এই আয়াত স্পষ্ট করে দেয়। অন্যত্রে ইরশাদ হচ্ছে, يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ 'হে ইমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য করো'।

সুরা নিসার ৫৯ নম্বার আয়াতে মুকাদ্দাসার এই অনুবাদও প্রমান করে আল্লাহর পরে রাসুল ﷺ'র অনুসরন বা আনুগত্য। আনুগত্য করতে হলে নির্ঘাত হাদিসেপাকের উপর আমল অপরিহার্য। হাদিস শরিফ বাদ দিয়ে হুযুরের অনুকরন কিছুতেই সম্ভব নই। কেবল হাদিসেপাকের উপর নিরেট আমলের মাধ্যমে তা সম্ভব।

যারা হাদিসের অনুসরনের মাধ্যমে নবীজি ﷺ'র আনুগত্য করবে প্রকৃত পক্ষে তারা আল্লাহরই আনুগত্য করলো, এমর্মে সুরা নিসার ৮০ নম্বার আয়াতে বর্ণিত হচ্ছে, مَنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ 'যে রাসুলের আনুগত্য করলো, যেন সে আল্লাহর আনুগত্য করলো'।

উলেস্নখিত আয়াত ছাড়া কুরআনের অসংখ্য স্থানে রাসুলে কারিম রাউফুর রাহিম ﷺ'র আনুগত্যের কথা বর্ণিত হয়েছে। এসব মুলত হাদিসেপাকের সম্মান ও শৌকর্ষ প্রমান করে।

আয়াতগুলির বাস্তবতার নিরিখে যখন আল্লাহর পূণ্যবান বান্দারা দিনদিন ধাবিত হয়ে মহান রবের মহিমায় নির্দেশনার প্রতি শ্রদ্ধাভরা ভক্তি নিয়ে স্বর্গমুখি হচ্ছিলো; ঠিক তখন থেকে শয়তানের অনুচররা হাদিসে রাসুলের বিরুদ্ধে নানান ষড়যন্ত্রের সুচনা করলো। সেসব নরকের কীটরা মনগড়া কথা সাজিয়ে নবিজি ﷺ'র হাদিস আখ্যাদিয়ে চালিয়ে দিতো বহুযুগ আগ থেকে।

পরবর্তীতে অসংখ্য হযরতে বুযর্গানেদ্বিনদের গবেষণার বদান্যতায় তারা আটকে পড়ে ভ্রান্তির বেড়াজালে। এবার শুরু হলো তাদের নবপ্ররোচনা, যেখানে নবীজি ﷺ'র শান ও মর্যাদা সম্পর্কিত হাদিস দেখতো, সেটাকেই তারা বানোয়াট বা জাল বলে অহেতুক বিভ্রান্ত ছড়াতো। এসব বিষয় নিয়ে পূর্ববর্তী হাদিস বিশারদ ওলামায়ে কেরাম অসংখ্য কিতাবাদি রচনা করেছিলেন। তবু তাদের তৎপরতা থামেনি মোটেই। তারা যুগেযুগে স্বীয় নাম বদলিয়ে শয়তানের সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে তার সে খেদমত আঞ্জাম দিতো। তাদের সেই অপতৎপরতা এখনো থামেনি। আজকাল লাইব্রেরির তাকগুলি সাজানো তাদের লিখিত ছোটবড় পঁচা সব বই দিয়ে। এসমস্ত পুস্তক সমূহ অধ্যায়ন করে প্রতারিত হচ্ছে সরলমনা মানুষগুলো।

যারা হাদিসের নামে জালিয়াতি করে, যারা সহিহ হাদিসগুলোকে জাল বা বানোয়াট আখ্যায়িত করে মানুষকে ধোঁকা দেয় তাদের জন্য রচিত আমার এই কিতাব। মনেরাখা দরকার! রাসুল ﷺ'র নাম ব্যবহার করে হাদিস বানানো যেমন চরম মিথ্যাচার, হুযুরের সহিহ হাদিসগুলিকে জাল বা বানোয়াট বলে প্রচার করাও আরেক জঘন্য মিথ্যাচার। বুখারি ও মুসলিম শরিফ সহ অসংখ্য হাদিসের কিতাবে বর্ণিত আছে; রাসুল কারিম ﷺ ইরশাদ করছেন, مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ 'যে আমার উপর মিথ্যারোপ করে সে যেন স্বীয় ঠিকানা জাহান্নামে খুঁজে নেয়'।

এই গ্রন্থ রচনার পেছনে অনেক কারন নিহিত রয়েছে। তম্মধ্যে একটি কারন এই, একদিন রাসুল ﷺ'র মহত্ব ও আভিজাত্য নিয়ে কথা বলতে বলতে একজন সাধারন মানুষের সাথে আমার তর্ক লেগে যায়। নবিজি ﷺ'র সৃষ্টি নুর নাকি মাটি দ্বারা এই বিষয়ে। আমি অনেক বুঝিয়ে বললাম, কোরআন হাদিস ইজমা কিয়াস দ্বারাতো প্রমানিত, হুযুর ﷺ নুরের সৃষ্টি। এক পর্যায়ে যখন হযরত জাবের ﷺ'র নুরের বরকতময় হাদিসটি উপস্থাপন করলাম, ভদ্রলোক ভ্রুকুচকে বিজ্ঞলোকের মতো বললো, এটিতো জাল হাদিস! আমি বললাম, আপনি একজন সাধারন মানুষ হাদিসের জাল ভেজাল নিয়ে আপনি কী বুঝবেন। বললো, হ্যাঁ তার প্রমান আছে আমার নিকট। সে আমাকে একটি বইয়ের তথ্যদেয়; বইটি মাওলানা মতিউর রহমান বিরচিত আবদুল মালেক সম্পাদিত, প্রচলিত জাল হাদিস।

পরে অনুসন্ধান করে এরকম অসংখ্য বই আমি পেয়েছি, যেগুলি সাধারন মানুষকে বিভ্রান্ত করার চরম কৌশলমাত্র। বইগুলিতে যা দেখলাম, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সমস্ত আকিদা ও আমল বিষয়ক হাদিসকেগুলিকে তারা জাল বা বানোয়াট বলে জঘন্য মিথ্যাচার করেছে।

নামলাম এবার গবেষণায়। দেখি! সুন্নিদের সকল আকিদা আমলের হাদিসগুলির পক্ষে অসংখ্য সহিহ বর্ণনা রয়েছে। কয়েকজন সম্মানিত শিক্ষাগুরুদের বিনয়ে বললাম, এসব মিথ্যাচারের জবাব লিখার জন্য। তাঁরা স্বস্ব ব্যস্ততা দেখিয়ে আমার জন্য দোয়া করলেন। সেই মহিমান্বিত দোয়ার বদন্যতায় আমার কাঁচা হাতে কলম ধরি। আল্লাহর মেহেরবানি ও মদিনা ওয়ালা রাসুল ﷺ'র ফয়েজ বরকতে আমি সকল হাদিস চুলছেরা বিশ্লেষন করতে সক্ষম হই।

প্রত্যেকটা হাদিসের উপর গবেষণালব্ধ প্রথমদিকের লিখাগুলি নিরক্ষণ করে যাঁর চরনে তলে আমাকে ঠাঁই দিয়েছেন, আমার পরম শিক্ষাগুরু, লক্ষ লক্ষ আলেমদের বরেণ্য শিক্ষক, চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার প্রাক্তন শায়খুল হাদিস, মুহাদ্দিসে জামান হযরতুলহাজ্ব আল্লামা শাহসুফি মুহাম্মদ আবদুল হক নক্সবন্দি (মাঃজিঃআঃ)। গ্রন্থাকারে রূপদেয়ার পর বইজুড়ে অনুপম নজর দিয়ে আমাকে চিরদিনের জন্য কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করে রেখেছেন, জামানার মুফতিয়ে আযম আমার পরম শ্রদ্ধেয় উস্তাদ হযরতুলহাজ্ব আল্লামা মুফতি আবদুল ওয়াজেদ আ কাদেরি ও আল্লামা মুফতি আলী আকবর (মাঃজিঃআ)। বইয়ের বাংলা বানানাস সবক্ষেত্রে যার অবদান আমাকে কৃতার্থ করেছে, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া ফিকহ বিভাগের ছাত্র, শায়ের মুহাম্মদ আবদুল আজিজ রজভী। এছাড়াও আরে অনেকে ভিন্নভিন্ন আঙ্গিকে কেউবা বইটিপড়ে চমৎকার অভিমত ব্যক্তকরে কিতাবে গ্রহন যোগ্যতা বৃদ্ধিরলক্ষ্যে আমার জন্য সহায়তার হাত প্রসারিত করেছেন, আ সেসব মহান ব্যক্তিদের নিকটও চিরকৃতজ্ঞ।

প্রিয়পাঠক! আমার রচিত এই কিতাবের নাম দিয়েছি *'প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন'*। গ্রন্থটিতে আমি ভিন্নমতাবলম্বিদের অনেক বইয়ে দৃষ্টি গোচর হওয়া বিষয়ের একেক করে জবাব দেয়ার অসম্ভব চেষ্টা করেছি। বিশেষকরে সাম্প্রতিক ব্যপকহারে গজিয়ে উঠা তথাকথিত আহলে হাদিস ফেরকার ইমাম নাসির উদ্দিন আলবানির কিছু পুস্তকে রচিত আপত্তিকর উক্তির যথাযত উত্তর প্রদান করেছি। এছাড়া আহলে হাদিস তথা লা মাযহাবি সহ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ব্যতিত সমস্ত বাতিলদের সাথে আমাদের যেসব আকিদা নিয়ে দ্বন্দ্ব, সেসকল বিষয় নিয়ে বইয়ের দ্বিতীয় খন্ডে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। ইনশাআল্লাহ!

গ্রন্থটি রচনাকরে আমি কারো ব্যক্তিগত মানহানি অথবা শুধুমাত্র কারো বাস্তব স্বরূপ উন্মোচন করা মূখ্য উদ্দেশ্য নয়। সমাজ থেকে হারিয়ে যাওয়া বাস্তব আর নিরেট সব সত্যতার ভিত্তিকে আরো শক্তিশালী করাই আমার মুল লক্ষ্য।

বিনিত আরজ থাকবে, সম্মানিত পাঠক মহলের নিকট, কেবল দোষ অন্বেষণের উদ্দেশ্যে নয় নবিজির প্রতি হৃদয়ভরা সত্যিকার অনুরাগ নিয়ে কিতাবটি অধ্যয়ন করুন; আপনার অন্তর্চক্ষু খোলে যাবে, ইনশা আল্লাহ! সফল হবে অধমের শ্রম। পাথেয় হবে পরকালীন মুক্তির।

এ গ্রন্থে আনুমানিক একহাজার কিতাবের রেফারেন্স দেয়া হয়েছে। সে সকল কিতাবের একটি তালিকা গ্রন্থের শেষতকে বিজ্ঞপাঠক মহলের সুবিধার্থে দেয়া হয়েছে। আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ! কোন ভুয়া তথ্য এখানে নেই। প্রায়সব কিতাব আমার ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে সংগ্রহ আছে। গোচরে যা নেই, তা আমি জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার বিখ্যাত গ্রন্থাগার থেকে নিজেই সংগ্রহ করেছি। জামেয়ার প্রসিদ্ধ বইঘরে যা পাইনি সে ক্ষেত্রে মাকতাবায়ে শামেলার সহায়তা অবশ্যয় নিয়েছি। তবু যদি কোন ক্ষেত্রে তথ্যপঞ্জি বিষয়ক কোন ত্রুটি কারো নজরে পড়ে, তাহলে বুঝবেন এটা অনিচ্ছাকৃত। তার সঠিক তথ্য যদি আপনার সংগ্রহে থাকে, আমার ই-মেইল ঠিকানায় জানিয়ে বাধিত করবেন। মহাপ্রলয়দিনে তার উত্তম প্রতিদান আপনি পাবেন।

দীর্ঘ আড়াই বছর যাবত এই কিতাবের পেছনে কঠোর শ্রম দেয়ার পরও ভাষাগত ত্রুটির কারনে বইটি বাজারজাত করনের ক্ষেত্রে আমি বারবার হিমসিম খেয়েছি। তবু ভাষাগত বহুভুল থাকতেই পারে, সবকিছু দেখে পাঠকদের নিপুন পরামর্শের ভিত্তিতে আগামি সংস্করনে নির্ভুলভাবে কিতাবটি প্রকাশ করার প্রবল বাসনাও রাখলাম মনে। হে খোদা দয়াময়! তুমি রহম করো আমাদের প্রতি, ক্ষমাকরো সকল মার্জনা। আমিন বিহুরমাতি সৈয়্যদিল মুরসালিন ﷺ!

অধম রচয়িতা

মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ বাহাদুর

স ম্পা দ কী য়

আল্লাহ তা'য়ালার মহান দরবারে নতশিরে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে, অগণিত দরূদ ও সালাম জানাই নবি আকরাম (দ.)'র জ্যোতির্ময় চরণযুগলে। সমস্ত আহলে বাইয়েতে রাসুল (দ.) ও সাহাবায়ে কিরাম, মুজতাহিদ ইমাম, মুহাদ্দিসীন, সুফিয়ায়েকেরাম এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মাশায়েখগনের প্রতিও প্রেরণ করছি দরূদ সালামের নাযরানা।

প্রিয়পাঠকবন্দ! মুসলমানদের মাঝে বিভ্রান্ত ছড়ানোর জন্য ইমানদারের লেবাস নিয়ে তথাকথিত কিছু আলেম প্রিয়তম রাসুল (দ.) ও আল্লাহর প্রিয়ভাজন আওলিয়াকেরামগণের মর্যাদাকে হেয়প্রতিপন্ন করার মানসে বিভিন্নভাবে ধর্মিয় অনুভুতিতে আঘাত হানছে সর্বদা। মনে রাখবেন, তারা আদৌ মুসলমান নয়; শয়তানের অনুচর; মুসলমানদের চিরশত্রু ইহুদিদের দুসর; এজিদের উত্তরসূরী।

সে নরাধমগণ কিছু বইপুস্তক রচনা করে সাধারন পাঠকমহলকে প্রতারিত করছে প্রতিনিয়ত। বিশেষ করে, আলবানির সিলসিলাতুল দ্বায়িফা, আবদুল্লাহ জাহাঙ্গিরের হাদিসের নামে জালিয়াতি, আবদুল মালেকের প্রচলিত জাল হাদিস, জঙ্গিসংগঠন হেফাজতের নেতা জুনায়েদ বাবুনগরীর প্রচলিত জাল হাদিস এসব পঁচাপুস্তকগুলি সমাজে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে প্রবলবেগে। সেসব পুস্তকগুলির জবাব অনেক আগ থেকে লিখার কথা ভাবছিলাম। সময়ের স্বল্পতা ও কাজের ব্যস্ততার দরুন যথাসময়ে লিখতে পারিনি।

স্নেহের ছাত্র মাওলানা মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ বাহাদুরকে লিখার জন্যে উদ্দিপনা যোগিয়ে ছিলাম। কৃতজ্ঞ মহান রবদ্বারে ***'প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন'*** নামে অনেক গবেষণালব্ধ একটি অনবদ্য গ্রন্থ রচনা করে মাওলানা শহিদুল্লাহ বাহাদুর আমাদের হাতে অর্পণ করে।

আশা করি, বইটি পড়ে বিজ্ঞপাঠক মহল সহজে অবগত হবেন জগতে কারা মিথ্যাবাদী, সেই সাথে নতুন করে আবারো জানবেন, সুন্নিদের যাবতিয় আমল কুরআন সুন্নাহ ইজমা ও কিয়াস ফিক্হ ভিত্তিক। শরিয়ত অসমর্থিত কোন আমল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বিদায় নেই। আরো জানবেন, গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডে।

আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ

সার্বিক তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনাকারীর বাণী

নাহমাদুহু ওয়ানুছাল্লী ওয়া নুছাল্লিমু আ'লা রাসূলিহিল কারীম। আম্মা বা'দ সমস্ত প্রশংসা ঐ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের যিনি তাঁর প্রিয় হাবীব (ﷺ)কে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন। অসংখ্য দরুদ ও সালাম সে মহান রাসূল (ﷺ)'র উপর যার মুহাব্বত বা ভালবাসা ঈমানের মূল।

রাসূলে কারীম (ﷺ) সৃষ্টি না হলে আল্লাহ তা'য়ালা কিছুই সৃষ্টি করতেন না। আল্লাহ তাঁর বন্ধুর ভালবাসাই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি শুধু তাঁর হাবীব (ﷺ) কে ভালবেসেই ক্ষান্ত হননি বরং আমাদেরকেও হুকুম করেছেন তাঁর বন্ধুকে ভালবাসতে। আর রাসূল (ﷺ) 'র ভালবাসার অন্যতম নিদর্শন হলো তাঁর হাদিস সমূহকে সম্মান করা এবং সে অনুযায়ী আমল করে নিজের জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলা। রাসূল (ﷺ) 'র বাণী সবগুলো একই মর্যাদার। কিন্তু রাবী বা বর্ণনাকারীদের কারণে তার মধ্যে কোনটিই সবল আবার কোনটিই দুর্বল হিসেবে গন্য হয়। কোন হাদিসের সনদের মধ্যে কোন রুপ দুর্বলতা পাওয়া গেলই তা মওদ্বু বা জাল হাদিস হয়ে যায় না। দুর্বল হাদীস আর জাল হাদিস এ দু'টি এক কথা নয়। এ দু'টির মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। কিন্তু বড় পরিতাপের বিষয় বর্তমানে এমন কিছু কথিত আলেমের আর্ভিভাব হয়েছে, যারা তাদের আক্বীদা ও আমলের বিরোধী কোন হাদিস পেলেই তাকে মওদ্বু বা জাল হাদিস বানানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্র শুরু করে। এরই ধারাবাহিকতায় 'প্রচলিত জাল হাদিস (একই নামে দু'টি পুস্তক), 'হাদিসের নামে জালিয়াতি' ইত্যাদি নামে কিছু বই বাজারে বের হয়। যা দ্বারা সাধারন ব্যক্তিবর্গ বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যায়। এ বিভ্রান্তি থেকে সর্বসাধারনের মুক্তি দিয়ে তাদের নিকট সঠিক বিষয়টি তুলে ধরার জন্য আমার স্নেহের ছাত্র মাওলানা মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ বাহাদুর ঐ ধরনের কিছু বই আমার নিকট নিয়ে আসে। আমি ঐ বইগুলোতে দেখতে পেলাম আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের স্বীকৃত অনেক আক্বীদা ও আমলের ব্যাপারে দলিল হিসেবে ব্যবহৃত হাদিস সমূহকে জাল বা বানোয়াট হাদিস হিসেবে প্রমান করার জন্য অনেক অপচেষ্টা ও ষড়যন্ত্র করেছে। তখন আমি তাকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সংগ্রহ করার জন্য নির্দেশ করি। অতঃপর সে অনেক পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করে *"প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানের স্বরূপ উন্মোচন"* নামে এ বিষয়ে একটি পান্ডলিপি তৈরী করে । তারপর এটি কম্পিউটার কম্পোজ করে তার কপিগুলো আমাকে দেয় যেন আমি ঐ কপিগুলো দেখে ভুলত্রুটি গুলো সংশোধন করে দেই। সে নতুন লেখক এবং বড়কলবরে এ কিতাবটি তার প্রথম রচনা সে কারনে এর মধ্যে ভাষাগত তরজমাগত ও সাজানোর দিক দিয়ে অনেক ভুল ত্রুটি আমার নজরে পড়ে, আমিও সেগুলো সংশোধন করে দেয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। কিন্তু কম্পিউটারের মাধ্যমে তার কতটুকু সংশোধন করা হয়েছে তা সময় সল্পতার কারনে পুনরায় আমার দেখার সুযোগ হয়নি। সে কারনে হয়তো কিছু ভুলত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। তা আগামী সংস্করনে সংশোধন করে দিব। ইনশাআল্লাহ!

একজন ব্যক্তিও যদি এ কিতাবটি পড়ে সঠিক জ্ঞান অর্জন করে সে অনুযায়ী আমল করেন তাহলে আমি মনে করবো আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস স্বার্থক হয়েছে। আল্লাহ পাক আগামীতে লেখককে আরো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এর আক্বীদা ভিত্তিক সুন্দর সুন্দর কিতাব রচনা করার তৌফিক দান করুন।

২৬/১২/১৪২২

মুফতি মুহাম্মদ আলী আকবর

অভিমত

চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার প্রধান ফকিহ, মাসিক তরজুমান এর প্রশ্নোত্তর বিভাগের সম্মানিত উত্তরপ্রদানকারি মুনাজেরে আহলে সুন্নাত **হযরতুলহাজ্ব আল্লামা মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ অসিয়র রহমান আলকাদেরী মু.জি.র)**'র অভিমত

নাহমাদুহু ওয়ানুসাল্লি আলা রাসুলিহিল কারিম। আম্মাবাদ!

আল্লাহর মনোনিত ধর্ম ইসলামের সঠিক অনুসারিদের বিভ্রান্ত করার জন্য শয়তানের অনুচররা পৃথিবী সুচনার পর থেকে নানান ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। আল্লাহর নামে মিথ্যাচার, রাসুলের সাথে দুশমনি, মহান রবের প্রিয়ভাজন ওলিদের বিরোদ্ধে বিদ্বেষ যেন তাদের নিত্যকর্ম।

আগেকার দিনে সেসব নরাধমদের চেনা যেতো খুব সহজে, এখন চেনা যায় না। তাদের রূপ বদলে গেছে নিরলে। তারা দ্বীনের চমৎকার আকৃতি নিয়ে মুখে নিকাশকালো ঘোমটা পড়ে সমগ্রবিশ্বের সরলমনা মুসলমানদের বিভিন্নভাবে ধোঁকা দিচ্ছে। ফলে তাদের প্রতারনা বুঝতে অক্ষম হয়ে, গোটা দুনিয়ার প্রায়সব মানুষ আজ প্রতারিত।

সাম্প্রতিক তারা ইসলামের সঠিক আক্বিদাগুলিকে ভুল প্রমানিত করার অভিনব পদ্ধতি হিসাবে, হাদিসের নামে জালিয়াতি, প্রচলিত জাল হাদিস ও আলবানির সিলসিলাতুল যায়িফাহ নামকগ্রন্থ সমূহে ইসলামের সঠিক আক্বিদার পক্ষে যেসব গ্রহনযোগ্য হাদিসরয়েছে, সবগুলিকে তারা জাল হাদিস বলে জঘণ্য মিথ্যাচার করছে।

আমার স্নেহের ছাত্র মাওলানা শহিদুল্লাহ বাহাদুর তাদের সেসব মিথ্যাচারের দাঁতভাঙ্গা জবাব প্রদান করেছে তার রচিত *'প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন* গ্রন্থটিতে।

যারা আল্লাহ, রাসুল ও ওলিদের বিরোদ্ধে চরম লিখনির মাধ্যমে জঘণ্য মিথ্যাচার করে এদেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করছে, সে সমস্ত মিথ্যাবাদী! নরকের কীট! নামধারী লিখকদের স্বরূপ জাতির সম্মুখে গ্রন্থটি প্রকাশের মাধ্যমে যথাযত উন্মোচন হবে, ইনশা আল্লাহ!

আমার জানামতে, এইকিতাবটি মানানসয়ী ও গ্রহণযোগ্য করার জন্য লিখক শহিদের ঘামঝরা চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিলো না। ইলমে হাদিসের উপর গবেষণা ব্যতিত চুলছেড়া বিশ্লেষণ মুলক এরকম অনবদ্য গ্রন্থ রচনা করা কোনদিন সম্ভব না।

বইয়ের পাতায়পাতায় দুরাচারদের চরম আপত্তির কুরআন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াস ভিত্তিক মনোমুগ্ধকর সামধান দিয়েছে। কোন কিতাব থেকে নেয়া কোন বর্ণনা, সে তথ্যপঞ্জি পৃষ্ঠা নাম্বার সহকারে উল্লেখ করেছে; যা বর্তমান সচেতন পাঠক মহলকে বেশ ফায়দা দিবে।

আমি মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ বাহাদুরের জন্য হৃদয় খুলে দোয়া ও গ্রন্থটির প্রচার প্রসারের ব্যপকতা কামনা করছি আল্লাহপাকের মহান দরবারে।

০৭/১২/২০১৪ ইং

সৈয়দ মুহাম্মদ অসিয়র রহমান

অভিমত

ঢাকা মুহাম্মদপুর কাদেরিয়া তৈয়বিয়া আলিয়া ও চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার সম্মানিত শায়খুল হাদিস, উস্তাজুল ওলামা **হযরতুলহাজ্ব আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল হক নকশবন্দি (মু.জি.আ)**'র অভিমত

আমার স্নেহধন্য ছাত্র মাওলানা মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ বাহাদুরের রচিত ***'প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন'*** গ্রন্থটি আমি দেখেছি। অনেক হাদিস সনদের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে আমি তাকে সাহায্যও করেছি। তার এই কিতাবটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সময় উপযোগি এক অনবদ্য রচনা সম্ভার। বর্তমান লাইব্রেরীতে যেসব বিভ্রান্তকর পুস্তক রয়েছে এবং যেসকল বইপুস্তকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের যাবতিয় আক্বিদার প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয়া হয়েছে সেসব বিষয়ের যথাযত জওয়াব প্রদান করা হয়েছে উক্ত গ্রন্থটিতে। শুনেছি বইয়ের দ্বিতীয় খন্ডও শিঘ্রাই বের হবে, তার জন্য শুভকামনা রইল। আমি মাওলানা মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ বাহাদুরের জন্য দোয়ার পাশাপাশি তার বইয়ের সফল প্রচারনা কামনা করছি।

০৭/১২/২০১৪ ইং

মুহাম্মদ আবদুল হক নকশবন্দি

অভিমত

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব বিশ্বনন্দিত মুফাসসির পীরে তরিক্বত হযরতুলহাজ্ব **আল্লামা আবু সুফিয়ান খাঁন আবেদী আলকাদেরী (মু.জি.আ)**'র অভিমত

যুগের ফ্যতনাবাজ দুরাচার লা মাযহাবি আহলে হাদিস, মওদুদির অনুচর ও ওহাবিদের অপতৎপরতা বেড়ে চলছে অনর্গল। ইসলামের সঠিক রূপরেখা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সঠিক আক্বিদা বিশ্বাসের উপর জাল হাদিসের দোহায় দিয়ে চরমভাবে আঘাত হানছে। এমনকি তাদের জঘণ্যতার কবল থেকে মুক্ত রাখেনি খোদ আল্লাহর বাণী ও রাসুলপাক (দ.)'র মুক্তাঝরা অসংখ্য হাদিস শরিফকেও।

বিশেষ করে আলবানির সিলসিলাতুল আহাদিসুদ্-দ্বঈফাহ, হাদিসের নামে জালিয়াতি ও প্রচলিত জাল হাদিস নামক দু'টি বই বাজারে বিক্রি করা হচ্ছে। এসব বস্তাপঁচা পুস্তকের দুর্গন্ধের শিকার হয়ে অনেকটা বিপন্ন আজ সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়।

আমার অতিস্নেহের মাওলানা শহিদুল্লাহ বাহাদুরের রচিত ***'প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন'*** এইগ্রন্থটিতে সেসব দুরাচারদের অপবাদের চিত্র অত্যন্ত চমৎকার ভাবে চিত্রায়িত হয়েছে।

আমি পুরো বইটি চোখ বুলিয়ে এখন নির্দ্বিধায় বলতে পারি, এই কিতাবটি অত্যন্ত সময় উপযোগি অনবদ্য এক অপূর্ব রচনাশৈলী। গ্রন্থটি যুঁকের মুখে লবণের মতো ভুমিকা পালন করবে। ইনশা আল্লাহ! এটি যেন মিথ্যাবাদীদের জন্য অভিনব ককটেল, যার বিস্ফোরনে জ্বালিয়ে ভাস্ম করে দিবে তাদের জঘণ্য জ্ঞান আস্তানা।

আমি মাওলানা শহিদুল্লাহ'র জন্য মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করছি,লিখনি জগতের মুক্ত নিলীমায় তার দক্ষরচনা যেন পাখি হয়ে উড়ে জনম জনম।

২১-১২-১৪ইং

মুহাম্মদ আবু সুফিয়ান খাঁন আবেদী আলকাদেরী

অভিমত

চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার সম্মানিত অধ্যক্ষ, উস্তাজুল ওলামা হযরতুলহাজ্ব **আল্লামা মুহাম্মদ ছগীর ওসমানী (মু.জি.আ)**'র অভিমত

আল্লাহ তা'য়ালার মহান দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি, অসংখ্য দরূদ ও সালাম জানাই মানবতার মুক্তির দূত নবি রাহমাতুল্লিল আলামিন (দ)'র জ্যোতির্ময় চরনে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সকল আক্বিদা কুরআন সুন্নাহ ইজমা ও কিয়াস ভিত্তিক। যা পূর্ণাঙ্গ শরিয়ত সমর্থিত। সাম্প্রতিক সুন্নিয়তের সেসব প্রমাণিত আকায়েদের উপর মিথ্যা অপবাদ বেড়ে চলেছে প্রতিনিয়ত। তথাকথিত সালাফি, মওদুদি, ওহাবি এবং আহলে হাদিসের জঘন্য ইমাম আলবানি ও তার প্রেতাত্মারা দিনদিন বেপরোয়া হয়ে লিখনির মাধ্যমে ইলমে হাদিসের উপর চরম মিথ্যাচার করে বই লিখে বাজারজাত করেছে। এ রকম কিছু আপত্তিকর বইয়ের যথাযথ জবাব প্রদান করে আমাদের স্নেহের ছাত্র মাওলানা মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ বাহাদুর।

তার বইয়ের নাম দেয়া হয়েছে ***'প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন'*** একফাঁকে বইটিতে আমি চোখ বুলিয়েছি। এখানে বানানো কোন গল্প-গুজব নেই, দূর্বল বর্ণনার কোন কথাও নেই বরং সবগুলি ইলমে হাদিসের উপর গবেষণালব্ধ আলোচনা। প্রমান্যপঞ্জিতে পৃষ্ঠা নাম্বার ও কিতাব প্রকাশনার নাম পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে। আশাকরি বিজ্ঞপাঠক মহল নতুন করে আবারো বুঝতে পারবেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারিরা সত্যের পথে নির্ভীক আর তাদের সব বিরোধিতাকারি শয়তানের যোগ্য অনুসারি ও চরম মিথ্যাবাদী।

০৮/১২/১৪

ছগীর মুহাম্মদ ওসমানী

অভিমত

চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া'র শায়খুল হাদিস, **উস্তাজুল ওলামা হযরতুলহাজ্ব আল্লামা মুহাম্মদ সোলাইমান আনসারী (মু.জি.আ)** দোয়া ও অভিমত

পবিত্র কুরআনের পরপরই হাদিসে নববি (দ.)'র স্থান। যারা হাদিসের নামে মিথ্যাচার করে তারা মহান রবের নিকট জঘণ্য অপরাধি হিসাবে বিবেচিত। কেননা প্রিয়তম রাসুলে মাকবুল (দ.)'র জ্যোতির্ময় মুখনিসৃত প্রতিটি বাণী আলস্নাহর কালামপাকের অর্ন্তভুক্ত। তাই হাদিসের সাথে প্রতারণা মানে মহান পরওয়ার দিগার আলমের সাথে প্রতারণার নামান্তর। জাহান্নামের স্থায়ী বাসিন্দা ব্যতিত খোদ রব তা'য়ালার সাথে কেউ এ ধরনের ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা করতে পারে না।

সাম্প্রতিক দেখা যায়, কিছু পেশাদার ব্যবসায়ী লিখকসেজে ব্যবসাকে রমরমা করার প্রত্যয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সঠিক আক্বিদাভিত্তিক চিরসত্য ও সহিহ হাদিসগুলি নিয়ে সরলমনা মুসলমানদের সাথে প্রতিনিয়ত ধোঁকাবাজি করছে।

আমার স্নেহের ছাত্র মাওলানা মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ বাহাদুরের রচিত ***'প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন'*** এইগ্রন্থে এমন জাহান্নামি দুরাচার লিখকদের অসংখ্য পুস্তকের খন্ডন করা হয়েছে। যা পাঠ করলে বিজ্ঞপাঠক মহল সহজে অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন।

আমি কিতাবটি দেখে অত্যন্ত খুশি হয়েছি। আমার ধারনা মতে, এইগ্রন্থ একটি সময় উপযোগিপ্রমাণ ভিত্তিক অনবদ্য রচনা। লিখক ও তার লিখিত বইটির সার্বিক সফতালতার জন্য মহান রব সমিপে দোয়া করছি।

মুহাম্মদ সোলাইমান আনসারী

অভিমত

চট্টগ্রাম সোবহানিয়া আলিয়া মাদরাসার সম্মানিত শায়খুল হাদিস, বিশিষ্ট লিখক ও গবেষক, পীরে তরিক্বত হযরতুলহাজ্ব **আল্লামা কাযী মুহাম্মদ মুঈন উদ্দিন আশরাফী** (মু.জি.আ)'র অভিমত

নবি কারিম (দ.)'র নামে জাল হাদিস বানানো যেমন ভয়াবহ অপরাধ, সহিহ,হাসান, প্রমানিত হাদিসের ব্যাপারে মিথ্যাচার করাও জঘণ্য অপরাধ। এ ধরনের চরম অপরাধগুলি একমাত্র আল্লাহ ও নবিদ্রোহী ব্যতিত অন্যকেউ করার দুঃসাহস করে না। ইদানিং একশ্রেণির পেশাদার তথাকথিত আলেম দেখা যায়, যারা রাসুলুল্লাহ (দ.)'র হাদিসের প্রেমিকবেশে সূর্যের আলোর ন্যায় পরিস্কার অসংখ্য সহিহ,হাসান,প্রমানিত হাদিসকে জাল বা বানোয়াট বলে বিভিন্ন মাধ্যমে সাধাসিধে মুসলিম সম্প্রদায়ের নিকট বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে।

তাদের চিন্তা কেবল একটাই, মানুষকে নবি ওলিদের পদর্শিত সঠিকপথ থেকে যেকোন ভাবে বিচ্যুত করা। এলক্ষ্যে ইতিমধ্যে তারা বহু সভা, সেমিনার এমনকি মিডিয়া জগতকে পুরো দখল করে বসে রয়েছে। ইহুদি নাসারাদের মদদে ছোট বড় অনেক বইপুস্তকও বাজারজাত করে সাধারন মানুষদের ঘরে ঘরে পৌঁছিয়ে দিচ্ছে তাদের নরকিয় পয়গাম।

সেরকম কিছু বিভ্রান্তিকর পুস্তক যেমন, আলবানির সিলসিলাতু দ্বায়িফা, আবদুল্লাহ জাহাঙ্গিরের হাদিসের নামে জালিয়াতি, আবদুল মালেকের প্রচলিত জাল হাদিস ও একই নামে ওহাবী সংগঠন জুনায়েদ বাবুনগরীর বই সমাজে সরলপ্রাণ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করছে চরমভাবে।

আমি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি, আমার স্নেহভাজন মাওলানা মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ বাহাদুর ***'প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন'*** নামক গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে উল্লেখিত সব বইগুলির দাঁতভাঙা জবাব লিখেছে। আলহামদুলিল্লাহ!

এটি খুবই প্রয়োজনিয় একটি গ্রন্থ। এধরনের কিতাব প্রত্যেক ইমানদার মুসলমাদের অধ্যায়ন করা দরকার। ইলমে হাদিসের উপর এ ধরনের কোন কিতাব বাংলা ভাষায় ইতিপূর্বে রচিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

আমি লিখকের কষ্টের ফসল 'প্রমানিত হাদিসকে জাল বানানোর সরূপ উন্মোচন' এই অনবদ্য গ্রন্থটির ধারনাতীত প্রচার প্রসার কামনা করছি। সেই সাথে স্নেহের লিখকের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে শুভপ্রার্থনা রইল। সর্বাঙ্গীন মঙ্গল ও সাফল্য কামনা করি।

১৫ই সফর ১৪৪৬ হি:

কাযী মুহাম্মদ মুঈন উদ্দিন আশরাফী

সুচিপত্র

১. মূল লিখকের ভূমিকা

২. ক.সম্পাদকের বাণী

খ.সার্বিক তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনাকারীর বাণী

৩. উলামা মাশায়েখে কেরামের বাণী

৪. **হাদিস শাস্ত্রের কিছু গুরুত্বপুর্ণ নীতিমালা পর্যালোচনা ঃ**

১.হাদিসটি 'সহিহ নয়' বলতে মুহাদ্দিসগনের দৃষ্টিতে কি বুঝায়?/৩০

২.দ্বঈফ সনদের হাদিসের উপর আমল করা মুস্তাহাব/৩৯-৪৮

৩.দুর্বল সনদের হাদিস একাধিক সূত্রে বর্ণিত হলো তা 'হাসান' এ পৌছে যায়/৫০

৪.একজন রাবি (সাধারন) দ্বঈফ হওয়াতে হাদিস বাতিল বা অগ্রহনযোগ্য হওয়া শর্ত নয়/৫৭-৬১

৫.বর্তমান আহলে হাদিসদের দৃষ্টিতে দ্বঈফ হাদিস বলতে কী বুঝায়?/২৯

৬.কোন হাদিসের সনদ জাল হলে মতন জাল হওয়া অপরিহার্য নয়।/৪৯

৭. দ্বঈফ সনদের হাদিকের অবহেলা করার পরিনিতির /৫৪

৮. সিকাহ বা বিশ্বস্ত রাবির মুরসাল হাদিস গ্রহণযোগ্য / ৬২

৫. **কিছু মুহাদ্দীসগণের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে আলোকপাত**

১. গাউছে পাক ও ইমাম গায্যালী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর হাদীস জাল বর্ণনার মিথ্যা অভিযোগ/৬৬-৬৯

২. ইমাম তিরমিযী কী জাল হাদিস চিনতেন না ?/৬৯-৭০

৩. ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) কী শিয়া ছিলেন ?/৩৫৩

৪.পৃথিবীর সবচেয়ে ভূয়া তাহক্বীককারী শায়খ আলবানীর পরিচয়/৬৩-৬৬

৬. **আল্লাহ সম্পর্কিত হাদিসের আলোচনা**

১. আমি ছিলাম গুপ্ত ভান্ডার, ইচ্ছা হল পরিচিত হওয়ার, অতঃপর আমি সমগ্র জগত সৃষ্টি করলাম হাদিস প্রসঙ্গ/৭০-৭৪

২. 'মু'মিনের কলব আল্লাহর আরশ' এ হাদিসটির বিস্তারিত পর্যালোচনা/৭৬-৮০

৩. মিরাজে নব্বই হাজার কালাম লাভ/ ৭৪

৭. **রাসুল (ﷺ) এর নাম মোবারক শুনে চুমু খাওয়ার তাত্বিক দীর্ঘ আলোচনা**

১. এ আমল করে বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তির ২০০ বছর পাপ মাফের হাদিস/৮১

২. হযরত আবূ বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদিস প্রসঙ্গে আলোকপাত/৮৩-৮৮

৩. হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) এর আমল এর বর্ণনার হাদিস/৮১

৪. হযরত আবূ বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদিসের সনদের ব্যাপারে দীর্ঘ পর্যালোচনা/৮২-৮৭

৫. ফুকাহায়ে কেরামের আমল/৮৮-৯৪
৬. এ হাদিসের ব্যাপারে আহলে হাদীস আলবানীর অভিমত/৯৫
৭. হযরত খিযির (আলাইহিস সালাম) এর আমল/৮২-৮৩
৮. **যে ব্যক্তি মসজিদে দুনিয়াবী কথা বলবে তার ৪০ বছরের ইবাদাত নষ্ট হয়ে যাবে/৯৫-৯৮**
১. মসজিদে দুনিয়াবি কথা বলা নিষেধের ব্যাপারে কিছু হাদিস/৯৬
২. বিখ্যাত ফকীহ ও উসূলবিদ এবং মুহাদ্দিস আল্লামা মোল্লা জিওন (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর বর্ণনা/৯৭-৯৮
৯. **নামাযে পাগড়ী বাঁধার ফযিলত প্রসঙ্গে/৯৮**
১. এ প্রসঙ্গে কিছু হাদিস/৯৯-১০০
২. এ ব্যাপারে হযরত যাবের (রা.) এর হাদিস/১০০
১০. **খতমে তাহলীলের বা কালিমায়ে তৈয়্যবা ৭০ হাজার বারের খতম করার হুকুম/১০১**
১১. **মুহাম্মদ নাম রাখার ফযীলত সম্পর্কিত হাদিস/১০২**
১. যে ব্যক্তি নবজাতকের নাম মুহাম্মদ রাখবে পিতাপুত্র উভয়ে জান্নাতে যাবে।/১০২
২. হাশরের মাঠে মুহাম্মদ নামের ব্যক্তিদের আল্লাহর আহবান/১০৪
১২. **আহমদ ও মুহাম্মদ নাম রাখার কারণে দু ধরণের ব্যক্তিদেরকে জান্নাতি হওয়ার সুসংবাদ/১০৩**
৪. আমার ইজ্জতের কসম আপনার নামে নামকরনকারীদের জাহান্নামে দিব না/১০৫
১৩. **'রাসূল (ﷺ) কে সৃষ্টি না করা হলে কিছুই সৃষ্টি হত না' হাদিসের দীর্ঘ আলোচনা**
১. নবীজীর ওসিলায় আদম (আলাইহিস সালাম) এর সৃষ্টি/১০৬
২. নবীজী না হলে জান্নাত, জাহান্নাম সৃষ্টি হত না এ বিষয়ে ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর হাদিস/১০৯-১১০/৪৮৬
৩. এ ব্যাপারে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর হাদিস/১১০/৪৮৫
৪. এ ব্যাপারে হযরত সালমান ফারসী (রা.) এর হাদিস/১১১/১১৫
৫. এ ব্যাপারে হযরত কাবুল আহবার (রহ.) এর এবং আদম (আলাইহিস সালাম) এর হাদিস/১১১-১১২
৬. এ ব্যাপারে হযরত আলী (রা.) এর দুটি হাদিস/১১২
৭. শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) এর বর্ণনার হাদিস/১১৩/১১৬/১১৭
৮. ইমাম শরফুদ্দীন বুছূরীর কাসিদা ও তাঁর এ গ্রন্থের শরাহ এর দলিল/১১৩
৯. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এর বর্ণিত হাদিস/১১৪
১০. ইমাম কুস্তালানী (রহ.) এর একক বর্ণনার হাদিস/১১৪
১১. হযরত সালমান ফারসী (রা.) এর আরেকটি বর্ণনা/
১২. মুহাদ্দিসীনে কেরামের অভিমত/১১৬
১৩. لولاك শব্দের ব্যাখ্যা/১১৬
১৪. মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) ও আজলূনী (রহ.) -এর অভিমত
১৫. শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.)-এর বক্তব্য
১৬. শাহ আব্দুর রহিম মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.)-এর ব্যাখ্যা/১১৭-১১৮
১৭. এ প্রসঙ্গে ইমাম আযম (রহ.) এর একটি কাসিদা মোবারক/১১৮
১৮. ইমাম ফার্সী (রহ.) এর অভিমত/১১৮-১১৯
১৯. আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী (রহ.) এর বর্ণনা/১২০
২০. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) এর সহিহ বলা বক্তব্য
২১. শায়খ ইউসূফ নাবহানী (রহ.)-এর অনেক বর্ণনা
২২. হযরত মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রহ.)-এর বক্তব্য/১২০
২৩. এ ব্যাপারে আরও অনেক ইমামের বক্তব্য/১২১-১২৪
২৪. দেওবন্দীদের শাইখুল হাদিস হুসাইন আহমদ মাদানীর বর্ণনা/১২১
২৫. আল্লামা আলাউদ্দিন মুত্তাকী হিন্দী (রহ.)-এর বর্ণনা/১২২
২৬. ইমাম যওজী (রহ.)-এর বর্ণনা/১২২
২৭. আওলাদে রাসূল (ﷺ) আলভী আল-মালেকী(রহ.)-এর বর্ণনা/১২৩
২৮. আহলে হাদীসদের ইমাম ইবনে তাইমিয়া-এর বর্ণনা/১২৬
২৯. এ বিষয়ে হেফাজতের নেতা আহমদ শফির বক্তব্য/১২৬
১৪. **মি'রাযের রজনীতে তাশাহুদ পাওয়ার ঘটনা/১২৭**
১৫. **রাসূল (ﷺ) জুতা মোবারক নিয়ে আরশে গমন/১২৮**
১. রাসূল (ﷺ)'র মি'রাজে আল্লাহর দিদার হওয়া প্রসঙ্গ/১২৯
২. এ প্রসঙ্গে অনেক সাহাবায়ে কেরামের হাদিস/১২৯-১৩৭
৩. এ ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকায়েদের ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী (রহ.)-এর বক্তব্য/১৩৭-১৩৮
৪. এ ব্যাপারে ইমাম কাযী আয়ায (রহ.)-এর বক্তব্য/১৩৯
৫. ইমাম গাযযালী (রহ.) ও ইমাম নাওয়াভী (রহ.)-এর বক্তব্য/১৩৮
৬. হযরত আয়েশা (রা.) এর হাদিসের ব্যাখ্যা/১৩৯
৭.এ বিষয়ে সর্বমোট ৭৪টি দলিল/১৩৭
১৬. **রাসূল (দ.) এর নূরানী চেহারার আলোতে হযরত আয়েশা (রা.) এর হারানো সুই ফিরে পাওয়া প্রসঙ্গ/১৩৯**
১. এ বিষয়ে জাল বর্ণনার জালিয়াতির জবাব/১৩৯-১৪০
২. ইমাম সুয়ুতি (রহ.) ও ইমাম ইবনে আসাকীরের বর্ণনার হাদিস/১৪০

৩. আল্লামা ইবনে হাজার মক্কী (রহ.) এর বর্ণনা/১৪১
৪. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) এর বর্ণনা/১৪২
৫. আল্লামা আলাউদ্দিন মুত্তাকী হিন্দী (রহ.) এর বর্ণনা/১৪১
৬. রাসূল (ﷺ) এর চেহারা নূরানী আলোময় হওয়ার আরও কিছু হাদিস/১৪২-১৪৪

১৭. রাসূল (ﷺ) এর নূরানী দাঁত থেকে নূর প্রকাশের হাদিস/১৪৪
১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদিসের বর্ণনা/১৪৫
২. হযরত আবু কুরছাপা (রা.)-এর হাদিসের বর্ণনা/১৪৬
৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদিসের বর্ণনা/১৪৬
৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদিসের আরেক বর্ণনা/১৪৬
৫. হযরত ইমাম হাসান (রা.)-এর স্বীকৃতি/১৪৭
৬. হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) এর বর্ণনা

১৮. মিলাদ মাহফিলে হুযুর (ﷺ) উপস্থিতির ধারনা রাখা প্রসঙ্গে/১৪৮
১. এ বিষয়ে কিছু দলিল ভিত্তিক বর্ণনা/১৪৯
২. এ ব্যাপারে হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.) এর স্বীকৃতি/১৫৮

১৯. রাসূল (ﷺ) প্রত্যেক দুরুদ পাঠকারীকে চিনেন ও তাদের আওয়াজ শুনেন/১৫৯-১৬৮

২০. মিলাদুন্নবী (ﷺ) এর ফযীলত সম্পর্কিত চার খলিফা সহ বিভিন্ন হাদিসের আলোচনা/১৬৯-১৭২

২১. চাঁদ সূর্যের আলোতে রাসূল (ﷺ)-এর ছায়া পড়তো না প্রসঙ্গ/১৭৩
১. এ ব্যাপারে হযরত যাকওয়ান (রা.) এর হাদিসের আলোচনা/১৭৩-১৭৪
২. এ ব্যাপারে ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহ.) এর সমর্থিত ইবনে আব্বাস (রা.)'র বর্ণনা/১৭৯-১৮০
৩. রাসূল (ﷺ)-এর ছায়া না থাকা নিয়ে তাদের কিছু আপত্তি ও তার জবাব/১৭৪
৪. রাসূল (ﷺ)-এর ছায়া না থাকার বিষয়ের আরও কিছু গ্রহণযোগ্য প্রমান/১৮০
৫. এ ব্যাপারে রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী এর বক্তব্য/১৮৬

২২. রাসূল (ﷺ)-এর ইলমে গায়ব সম্পর্কিত হাদিসের আলোচনা/১৮৬
১. রাসূল (ﷺ)-এর কিয়ামত পর্যন্ত কী হবে সকল কিছুর জ্ঞান সম্পর্কে হাদিস/১৮৭-১৯০
২. এ বিষয়ে অনেক সাহাবীর বর্ণনা এবং যার দ্বারা মুতাওয়াতির হাদিস প্রমাণ হয়/১৯০

২৩. প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী ১২ই রবিউল আউয়াল রাসূল (ﷺ)-এর শুভাগমন/১৯০
১.এ বিষয়ে ৩টি হাদিস/১৯০-১৯১
১. এ ব্যাপারে ১৭ জনেরও বেশী সিরাতবিদদের বক্তব্য/১৯১-১৯৫
২. আহলে হাদিস সিদ্দিক হাসান খান ভূপালী এর অভিমত/১৯৫

২৪. হযরত জিবরাঈল (আ.) থেকে আল্লাহর দুরুত্ব ৭০ হাজার বা ৭০টি পর্দা সম্পর্কিত হাদিস/১৯৬
১. প্রথম ৭০ হাজার পর্দার বর্ণনার হাদিস/১৯৬
২. দ্বিতীয় ৭০টি পর্দা বর্ণনা সম্বলিত হাদিস/১৯৭
৩. এ বিষয়ে সর্বমোট সনদ সংখ্যা/১৯৮-১৯৯

২৫. ক্বদরীয়া ও মুর্জিয়া দু'টি বাতিল ফিরকা আর্বিভাব সম্পর্কে রাসূল(ﷺ)-এর বানী/১৯৯

২৬. 'আমি ইলমের শহর আর আলী হচ্ছে তাঁর দরজা' হাদিস প্রসঙ্গে দীর্ঘ পর্যালোচনা/২০১
১. হযরত আলী (রা.) সনদের গ্রহণযোগ্যতা/২০২
২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদিস/২০৩-২০৭
৩. এ বিষয়ে মুহাদ্দিসে কেরামের অভিমত/২০৫
৪. এ ব্যাপারে সর্বমোট ৮টির বেশী সনদ; যার দ্বারা মুতাওয়াতিরের নিকটবর্তী প্রমান হয়/২০৭-২০৮

২৭. আল্লাহওয়ালাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাত সবই হারাম/২০৮

২৮. যার কোন পীর নেই তার পীর শয়তান/২০৯-২১৩

২৯. একটি হরিণী বাঁধার বিস্ময়কর ঘটনা/২১৩
১. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) এর বর্ণনা/২১৩
২. হযরত উম্মে সালমা (রা.) এর বর্ণনা/২১৪-২১৫
৩. হযরত আনাস (রা.) এর বর্ণনা/২১৬-২১৭
৪. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) এর আরেকটি বর্ণনা/২১৭
৫. হযরত যায়েদ বিন আরকাম (রা.) এর বর্ণনা/২১৭-২১৮
৬. ইমাম আবু হানিফা (রা.) এর স্বীকার উক্তি/২১৮
৭. সাখাভী ও আজলূনী (রহ.) এর বক্তব্য/২১৯
৮. আল্লামা ইবনে কাসীর ও ইমাম সুয়ূতির বক্তব্য/২১৫

৩০. রাসূল (ﷺ) কুরআন পড়তে জানা এবং লিখতে জানা প্রসঙ্গে/২১৯-২২৫

৩১. রাসূল (ﷺ) এর ইন্তিকালের সময় মালাকুল মাওতের আগমন ও তাঁর সাথে কথাবার্তার হাদিস প্রসঙ্গ/২২৫-২২৭

৩২. জ্ঞান অর্জনের জন্য সুদুর চীন দেশে হলেও যাও হাদিস প্রসঙ্গে/২২৭-২৩১

৩৩. হযরত বিলাল (রা.) এর মদীনা পরিত্যাগ ও রাসূল (ﷺ)-এর স্বপ্নে প্রাপ্ত আদেশে মদিনায় আগমনের হাদিস/২৩১-২৩৪

৩. আল্লামা ইবনে হাজার মক্কী (রহ.) এর বর্ণনা/১৪১
৪. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) এর বর্ণনা/১৪২
৫. আল্লামা আলাউদ্দিন মুত্তাকী হিন্দী (রহ.) এর বর্ণনা/১৪১
৬. রাসূল (ﷺ) এর চেহারা নূরানী আলোময় হওয়ার আরও কিছু হাদিস/১৪২-১৪৪

১৭. রাসূল (ﷺ) এর নূরানী দাঁত থেকে নূর প্রকাশের হাদিস/১৪৪
১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদিসের বর্ণনা/১৪৫
২. হযরত আবু কুরছাপা (রা.)-এর হাদিসের বর্ণনা/১৪৬
৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদিসের বর্ণনা/১৪৬
৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদিসের আরেক বর্ণনা/১৪৬
৫. হযরত ইমাম হাসান (রা.)-এর স্বীকৃতি/১৪৭
৬. হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) এর বর্ণনা

১৮. মিলাদ মাহফিলে হুযুর (ﷺ) উপস্থিতির ধারনা রাখা প্রসঙ্গে/১৪৮
১. এ বিষয়ে কিছু দলিল ভিত্তিক বর্ণনা/১৪৯
২. এ ব্যাপারে হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.) এর স্বীকৃতি/১৫৮

১৯. রাসূল (ﷺ) প্রত্যেক দুরুদ পাঠকারীকে চিনেন ও তাদের আওয়াজ শুনেন/১৫৯-১৬৮

২০. মিলাদুন্নবী (ﷺ) এর ফযীলত সম্পর্কিত চার খলিফা সহ বিভিন্ন হাদিসের আলোচনা/১৬৯-১৭২

২১. চাঁদ সূর্যের আলোতে রাসূল (ﷺ)-এর ছায়া পড়তো না প্রসঙ্গ/১৭৩
১. এ ব্যাপারে হযরত যাকওয়ান (রা.) এর হাদিসের আলোচনা/১৭৩-১৭৪
২. এ ব্যাপারে ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহ.) এর সমর্থিত ইবনে আব্বাস (রা.)'র বর্ণনা/১৭৯-১৮০
৩. রাসূল (ﷺ)-এর ছায়া না থাকা নিয়ে তাদের কিছু আপত্তি ও তার জবাব/১৭৪
৪. রাসূল (ﷺ)-এর ছায়া না থাকার বিষয়ের আরও কিছু গ্রহণযোগ্য প্রমান/১৮০
৫. এ ব্যাপারে রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী এর বক্তব্য/১৮৬

২২. রাসূল (ﷺ)-এর ইলমে গায়ব সম্পর্কিত হাদিসের আলোচনা/১৮৬
১. রাসূল (ﷺ)-এর কিয়ামত পর্যন্ত কী হবে সকল কিছুর জ্ঞান সম্পর্কে হাদিস/১৮৭-১৯০
২. এ বিষয়ে অনেক সাহাবীর বর্ণনা এবং যার দ্বারা মুতাওয়াতির হাদিস প্রমাণ হয়/১৯০

২৩. প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী ১২ই রবিউল আউয়াল রাসূল (ﷺ)-এর শুভাগমন/১৯০
১.এ বিষয়ে ৩টি হাদিস/১৯০-১৯১
১. এ ব্যাপারে ১৭ জনেরও বেশী সিরাতবিদদের বক্তব্য/১৯১-১৯৫
২. আহলে হাদিস সিদ্দিক হাসান খান ভূপালী এর অভিমত/১৯৫

২৪. হযরত জিবরাঈল (আঃ) থেকে আল্লাহর দুরুত্ব ৭০ হাজার বা ৭০টি পর্দা সম্পর্কিত হাদিস/১৯৬
১. প্রথম ৭০ হাজার পর্দার বর্ণনার হাদিস/১৯৬
২. দ্বিতীয় ৭০টি পর্দা বর্ণনা সম্বলিত হাদিস/১৯৭
৩. এ বিষয়ে সর্বমোট সনদ সংখ্যা/১৯৮-১৯৯

২৫. ক্বদরীয়া ও মুর্জিয়া দু'টি বাতিল ফিরকা আর্বিভাব সম্পর্কে রাসূল(ﷺ)-এর বানী/১৯৯

২৬. 'আমি ইলমের শহর আর আলী হচ্ছে তাঁর দরজা' হাদিস প্রসঙ্গে দীর্ঘ পর্যালোচনা/২০১
১. হযরত আলী (রা.) সনদের গ্রহণযোগ্যতা/২০২
২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদিস/২০৩-২০৭
৩. এ বিষয়ে মুহাদ্দিসে কেরামের অভিমত/২০৫
৪. এ ব্যাপারে সর্বমোট ৮টির বেশী সনদ; যার দ্বারা মুতাওয়াতিরের নিকটবর্তী প্রমান হয়/২০৭-২০৮

২৭. আল্লাহওয়ালাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাত সবই হারাম/২০৮

২৮. যার কোন পীর নেই তার পীর শয়তান/২০৯-২১৩

২৯. একটি হরিণী বাঁধার বিস্ময়কর ঘটনা/২১৩
১. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) এর বর্ণনা/২১৩
২. হযরত উম্মে সালমা (রা.) এর বর্ণনা/২১৪-২১৫
৩. হযরত আনাস (রা.) এর বর্ণনা/২১৬-২১৭
৪. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) এর আরেকটি বর্ণনা/২১৭
৫. হযরত যায়েদ বিন আরকাম (রা.) এর বর্ণনা/২১৭-২১৮
৬. ইমাম আবু হানিফা (রা.) এর স্বীকার উক্তি/২১৮
৭. সাখাভী ও আজলূনী (রহ.) এর বক্তব্য/২১৯
৮. আল্লামা ইবনে কাসীর ও ইমাম সুয়ূতির বক্তব্য/২১৫

৩০. রাসূল (ﷺ) কুরআন পড়তে জানা এবং লিখতে জানা প্রসঙ্গে/২১৯-২২৫

৩১. রাসূল (ﷺ) এর ইন্তিকালের সময় মালাকুল মাওতের আগমন ও তাঁর সাথে কথাবার্তার হাদিস প্রসঙ্গ/২২৫-২২৭

৩২. জ্ঞান অর্জনের জন্য সুদুর চীন দেশে হলেও যাও হাদিস প্রসঙ্গে/২২৭-২৩১

৩৩. হযরত বিলাল (রা.) এর মদীনা পরিত্যাগ ও রাসূল (ﷺ)-এর স্বপ্নে প্রাপ্ত আদেশে মদিনায় আগমনের হাদিস/২৩১-২৩৪

৩৪. আমার সাহাবীগণ তারকাতুল্য হাদিসের ব্যাপারে দীর্ঘ পর্যালোচনা/২৩৪-২৪১
৩৫. আল্লাহর সাথে আমার এক বিশেষ মুহূর্ত রয়েছে হাদিস প্রসঙ্গ/২৪১-২৪৬
৩৬. হযরত আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ) এর বিবাহের মোহরানা প্রসঙ্গ/২৪৬-২৪৭
৩৭. আমি সৃষ্টিতে প্রথম, প্রেরনের দিক দিয়ে সর্বশেষ/২৪৮-২৫১
৩৮. ১২ই রবিউল আউয়াল মিলাদুন্নবীই, ওফাতুন্নবী নয়/২৫১-২৫৭
৩৯. ওলীদের কারামত বা অলৌকিক ক্ষমতা সত্য/২৫৭-২৫৯
৪০. হযরত জাবের (রাঃ) এর মৃত দুই সন্তানদের জীবিত করার ঘটনা/২৫৯
৪১. নেককার লোকের পাশে মৃত ব্যক্তিকে কবর দেয়া প্রসঙ্গ/২৬১
৪২. লোকটি কেমন ছিল বলা বা মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করা প্রসঙ্গ/২৬৩
৪৩. পবিত্র মি'রাজ শরীফ সম্পর্কিত আলোচনা/২৬৬-২৭০
৪৪. পবিত্র শবেই বরাত প্রসঙ্গ/২৭০
১. কুরআন ও মুফাস্সিরদের আলোকে শবেই বরাত/২৭১-২৭৬
২. হযরত আলী (রাঃ) এর হাদিসের গ্রহণযোগ্যতা/২৭৬
৩. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) এর হাদিস/২৭৮
৪. হযরত উসমান বিন আবি আ'স (রাঃ) এর হাদিস/২৭৮
৫. হযরত আয়েশা (রাঃ) এর প্রথম বর্ণনার হাদিস/২৭৯
৬. হযরত মুয়াজ বিন জাবাল (রাঃ) এর র্বনার হাদিস/২৮১
৭. ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর বর্ণিত হাদিস/২৮২
৮. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) এর বর্ণনা/২৮৩
৯. হযরত আবূ মূসা আশআ'রী (রাঃ) এর হাদিস/২৮৫
১০. হযরত আবি ছা'লাবা (রাঃ) এর হাদিস/২৮৬
১১. হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এর হাদিস/২৮৭
১২. হযরত আওফ বিন মালিক আশজারী (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদিস/২৮৮
১৩. হযরত কাসীর ইবনে হাদ্বরামী (রাঃ) এর হাদিস/২৮৯
১৪. হযরত আতা বিন ইয়াসীর (রাঃ) এর হাদিস/২৯০
১৫. শবেই বরাতের বা শা'বান মাসের রোযা/২৯০
ক. হযরত আয়েশা (রাঃ) এর হাদিস/২৯০
খ. হযরত আয়েশা (রাঃ) এর আরেকটি সূত্র/২৯১
গ. হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) এর আরেকটি সূত্র/২৯১
১৬. মুহাদ্দীসীনে কেরাম ও ফকীহগণের দৃষ্টিতে শবেই বরাত/২৯১
ক. আহলে হাদীস মোবারকপুরীর বক্তব্য/২৯১-২৯২
খ. আহলে হাদীস শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানীর বক্তব্য/২৮১
গ. অন্যান্য ফকীহগণের বক্তব্য/২৯২-২৯৩
৪৫. রাসূল (ﷺ)'র সৃষ্টি বিষয়ক হাদিসের আলোচনা/২৯৩
১. সূরা মায়েদার ১৫ নং আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা/২৯৩-৩০৫
২. সর্বপ্রথম আল্লাহ নবীজীর নূর সৃষ্টি করেছেন এ ব্যাপারে ১০২টি দলিল/৩০৫-৩৩৯
৩. সর্বপ্রথম কি কলম সৃষ্টি করা হয়েছিল?/৩৩৯-৩৪৩
৪. হযরত জাবের (রাঃ) এর নূরের হাদিস সম্পর্কে দীর্ঘ আলোকপাত/৩৪৩
৫. মূল হাদিসের বর্ণনা/৩৪৬
৬. হাদিসটি বর্ণনাকারীদের তালিকা/৩৪৭
৭. ইমাম আব্দুর রাজ্জাক (রহঃ) কি শিয়া ছিলেন?/৩৫৩
৮. এ ব্যাপারে বাতিল পন্থীদের ধোকাবাজির জবাব/৩৫৪
৯. তাঁর বিশ্বস্ততা সম্পর্কে জানতে কিছু রিজাল গ্রন্থের তালিকা/৩৫৮
১০. হযরত জাবের (রাঃ) এর হাদিসের সনদ পর্যালোচনা/৩৫৯-৩৬৩
১১. এ হাদিসের দ্বিতীয় রাবি মা'মার ইবনে রাশাদ (রহঃ) সম্পর্কে আলোকপাত/৩৬০
১২. এ হাদিসের তৃতীয় রাবি ইবনে মুনকাদার (রহঃ) সম্পর্কে আলোকপাত/৩৬২
১৩. জাবের (রাঃ) এর হাদিসের বাকী অংশ/৩৬৩
১৪. জাবের (রাঃ) এর হাদিসের ব্যাপারে বাতিল পন্থীদের বিভিন্ন আপত্তি ও তার জবাব/৩৬৫-৩৭১
১৫. আমি আদম (আঃ) এর সৃষ্টির চৌদ্দ হাজার বছর পূর্বে আল্লাহর দরবারে নূর হিসেবে বিদ্যমান ছিলাম/৩৭১-৩৭৬
১৬. আমি আল্লাহর নূর হতে সৃষ্টি আমার নূর হতে সবকিছু সৃষ্টি/৩৭৬-৩৮১
১৭. রাসূল (ﷺ) তারকারূপে থাকার হাদিস প্রসঙ্গ/৩৮২
১৮. নূরে মুহাম্মদী (ﷺ) ময়ূর রূপে থাকার হাদিস প্রসঙ্গ/৩৮৫
১৯. কাবুল আ'হবারের রাসূল (ﷺ) রওজা মোবারকের নূরানী মাটির সৃষ্টির হাদিসের গ্রহণযোগ্যতা/৫৭৪
২০. আ'লা হযরত (রহঃ)'র রচিত ফতোয়ায়ে আফ্রিকায় রাসূল (ﷺ) ও আবু বকর(রাঃ)এবং উমর (রাঃ) একই মাটি দ্বারা সৃষ্টির হাদিস প্রসঙ্গে বিভ্রান্তির অবসান/৪৫৮
৪৬. যে কাজ মুসলমানগণ ভাল মনে করে তা আল্লাহর নিকট ভাল হাদিস প্রসঙ্গ/৩৮৭
৪৭. পাঁচ রাতের দোয়া বিফল হয় না প্রসঙ্গ/৩৯১
৪৮. 'আমার সাহাবীদের মতভেদ রহমত স্বরূপ' হাদিসের গ্রহণযোগ্যতা/৩৯২
৪৯. তোমরা এমনভাবে যিকির কর যাতে মানুষ তোমাদেরকে পাগল বলে/৩৯৩

৫০. হে আবু বকর আমার হাকীকত আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না/৩৯৫
৫১. যে মুসলমানকে কষ্ট দিল সে যেন আমাকে কষ্ট দিল/৩৯৬
৫২. যে ব্যক্তি রামাদ্বানের শেষ দশদিন ই'তিকাফ করবে, সে দুটি হজ্জ ও উমরার সাওয়াব লাভ করবে/৩৯৭
৫৩. মিসওয়াক করে নামাজ পড়লে ৭০ গুণ বেশি সাওয়াব হাদিস প্রসঙ্গ/৩৯৮
৫৪. তোমরা মু'মিনের অন্তর দৃষ্টিকে ভয় কর, কেননা তারা আল্লাহর নূর দ্বারা দেখে হাদিস প্রসঙ্গ/৪০১
১.এ বিষয়ে প্রথম হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) এর হাদিস/৪০১-৪০২
২.এ বিষয়ে আরও মোট ১৭জন সাহাবীর হাদিস/৪০৩-৪০৪
৫৫. দোয়া হল ইবাদাতের মগজ হাদিস প্রসঙ্গ/৪০৪
৫৬. নবিদের যিকির ইবাদাত ও সলিহীনিদের বা ওলীদের যিকির গুনাহের কাফ্ফারা/৪০৫
৫৭. যারা জ্ঞান অর্জন করে তাদের জন্য ফিরিশতারা পাখা বিছিয়ে দেন/৪০৬
৫৮. 'সমস্ত নবীরা তাদের কবরে জীবিত সেখানে তাঁরা নামাযও পড়েন' এ বিষয়ে কিছু হাদিসের পর্যালোচনা/৪০৭
৫৯. যে জ্ঞান অর্জনে যায়, সে জ্ঞান অন্বেষণণ কারীর পেছনের গুনাহ মাফ/৪১২
৬০. দুনিয়ার ভালবাসা সকল পাপের মূল/৪১৪
৬১. পাঁচ রাতের দোয়া বিফল হয় না এ ব্যাপারে আরেকটি হাদিস/৪১৪
৬২. হযরত আলী (রা.) এর যিকির (আলোচনা) ইবাদাত/৪১৫
৬৩. যে ব্যক্তি দুই ঈদের রাতে জাগরণ করে ইবাদাত করবে তাঁর কলব মৃত্যুর পরেও অমর/৪১৫
৬৪. পিতা মাতার দিকে নেক নজরে তাকালে কবুল হজ্জের সাওয়াব/৪১৯
১.এ বিষয়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস(রা.)এর প্রথম বর্ণনা/৪২০
২. এ বিষয়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস(রা.)এর দ্বিতীয় বর্ণনা/৪২১
৬৫. যুমার দিন রাসূল (সা.) -এর প্রতি নির্দিষ্ট দরুদ পড়া প্রসঙ্গ/৪২২
৬৬. রাসূল (সা.) এর রওযা যিয়ারত সম্পর্কিত হাদিস প্রসঙ্গ/৪২৩
১. ১ম হাদিস/৪২৪-৪২৮
২. ২য় হাদিস/৪২৮
৩. ৩য় হাদিস/৪২৯
৪. ৪র্থ হাদিস/৪৩১
৫. ৫ম হাদিস/৪৩২
৬. ৬ষ্ঠ হাদিস/৪৩৪
৭. ৭ম হাদিস/৪৩৬
৮. ৮ম হাদিস/৪৩৭
৯. ৯ম হাদিস/৪৩৮
১০. ১০তম হাদিস/৪৪০
৬৭. অস্তযাওয়া সূর্য রাসূল (সা.) এর হুকুমে পুনরায় উদিত হওয়া/৪৪১-৪৪৪
৬৮. একজন পীর তাঁর মুরিদের কাছে তেমন, যেমনি নবি তার উম্মতের কাছে হাদিস প্রসঙ্গ/৪৪৪-৪৪৬
১.এ বিষয়ে প্রথম হাদিস
২.এ বিষয়ে দ্বিতীয় হাদিস
৩.এ বিষয়ে তৃতীয় হাদিস
৬৯. আমি তখনও নবি ছিলাম আদম (আলাইহিস সালাম) যখন মাটি ও পানির সাথে মিশ্রিত/৪৪৬
৭০. যে নিজকে চিনেছে সে রবকে চিনেছে হাদিস প্রসঙ্গ/৪৫১
৭১. পিতামাতা বা বুযুর্গানে কিরামের হাতে পায়ে চুমু দেয়া প্রসঙ্গে/৪৫৩-৪৫৮
৭২. পিতা-মাতার কবরের নিকট সূরা ইয়াসিন পাঠ করা সংক্রান্ত হাদিস প্রসঙ্গ/৪৬৪
৭৩. সূরা ইখলাস তিনবার পড়লে সম্পূর্ণ কোরআনের সাওয়াব/৪৬৭
৭৪. মু'মিনগণকে যে নূর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে তা দ্বারা সে দেখে/৪৭১
৭৫. আলেমের কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়ে পবিত্র হাদিস প্রসঙ্গে/৪৭২-৪৭৬
৭৬. আগে সালাম তারপর কথা হাদিস প্রসঙ্গ/৪৭৬
৭৭. নামাজ বেহেস্তের চাবি হাদিস প্রসঙ্গ/৪৭৯
৭৮. আযানের দোয়ায় "শাফায়াতাহ" যোগে পড়ার হাদিস প্রসঙ্গে/৪৮০
৭৯. তারাবীহ নামায বিশ রাকাআত সংক্রান্ত ইবনে আব্বাস (রা.) এর হাদিস প্রসঙ্গ/৪৮৮
৮০. ওযু থেকেও ওযু করা নূরের উপরে নূর হাদিসের গ্রহণযোগ্যতা/৪৯১
৮১. তোমরা তিনটি কারণে আরবিকে ভালবাসবে হাদিসের তাত্ত্বিক আলোচনা/৪৯২
৮২. আমার উম্মতের আলেমগণ বনী ইসরাঈলের নবি তুল্য হাদিসের গ্রহনযোগ্যতা/৪৯৪
৮৩. জানাযার নামাযের পর দোয়া করা প্রসঙ্গে হাদিস/৪৯৫
১. এ ব্যাপারে ১৯টি সনদের হাদিস বর্ণনা/৪৯৬-৫০৪
২. এ ব্যাপারে বাতিল পন্থীদের দলিলবিহীন ভূয়া যুক্তির খন্ডন/৫০৫
৮৪. ফরয নামাযের পর দোয়া করার বিষয়ে একটি হাদিসের গ্রহণযোগ্যতা/৫০৫
৮৫. রাসূল (সা.) এর ইলমে গায়েব সংক্রান্ত প্রথম হাদিসের গ্রহণযোগ্যতা/৫০৭
৮৬. রাসূল (সা.) এর ইলমে গায়েব সংক্রান্ত দ্বিতীয় হাদিসের গ্রহণযোগ্যতা/৫০৮
৮৭. মূর্খের ইবাদাতের চেয়ে আলিমের ঘুম উত্তম/৫০৯
৮৮. ওযুর পরে রুমাল দ্বারা আর্দ্র অঙ্গগুলি মুছা প্রসঙ্গ/৫১১
৮৯. হযরত আমের আনসারী (রা.) এর বাড়ীতে মিলাদ অনুষ্ঠিত হওয়ার হাদিস আলোচনা/৫১২
৯০. মিলাদ সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এর বর্ণনা/৫১৭
৯১. রাতের কিছু সময় ইলম চর্চা সারা রাত জেগে ইবাদাতের চেয়ে উত্তম হাদিস পর্যালোচনা/৫১৮
৯২. রাসূল (সা.) পাঁচ কুল্লি টুপি পড়তেন বলে জাল হাদিস প্রচারের মুখোশ উন্মোচন/৫১৯
৯৩. কেয়ামতে ঐ ব্যক্তিই আমার সবচেয়ে নিকট থাকবে যে আমার উপর বেশী দরুদ পড়বে হাদিস প্রসঙ্গে/৫২১

৯৪. সর্বপ্রথম আকল সৃষ্টি করা হয়েছে হাদিসের গ্রহণযোগ্যতা/৫২৪
৯৫. মুমূর্ষ ব্যক্তির পাশে সুরা ইয়াসিন তিলাওয়াত করা প্রসঙ্গ/৫২৫
৯৬. গীবত যিনার চেয়েও জঘন্য পাপ প্রসঙ্গ/৫২৭
৯৭. 'যে নামায তরক করল সে যেন কুফুরীর ন্যায় কাজ করল' হাদিসের গ্রহণযোগ্যতা/৫২৭
৯৮. যে বস্তুর প্রতি যার ভালবাসা সে তাকেই বেশি স্মরণ করে/৫২৮
৯৯. কৃপণ ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না/৫২৯
১০০. তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই উত্তম যে মানুষের উপকার করে/৫৩০
১০১. জুম'আ হলো নিঃস্বদের জন্য হজ্জ প্রসঙ্গ/৫৩১
১০২. লাশ দাফনের পর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে তলকীন দেয়া প্রসঙ্গ/৫৩২
১০৩. মাগরিবের পর আওয়াবীন নামাযের ফযিলত প্রসঙ্গ/৫৩৫
১০৪. হুযুরের প্রতি দরুদ পড়লে তা ফিরিশতারা পৌছে দেয়া প্রসঙ্গে/৫৩৬
১০৫. কবর জিয়ারতের দোয়া প্রসঙ্গ/৫৩৮
১০৬. আমার যে উম্মত চল্লিশটি হাদিস মুখস্ত করবে তার জন্য আমি কিয়ামতে সাক্ষী ও সুপারিশকারী হব/৫৩৯
১০৭. দাঁড়ি এক মুষ্টির অতিরিক্ত অংশ কেটে ফেলার হাদিস প্রসঙ্গ/৫৪২
১০৮. ওলীগণ স্বীয় কবরে জীবিত থাকা প্রসঙ্গ/৫৪৪-৫৫০
১০৯. ইকামাতের মধ্যে সালাতের জন্য উঠার সময়ের হাদিস প্রসঙ্গ/৫৫৫
১১০. হাত উঠিয়ে দোয়ার পরে মুখমন্ডল মাসেহ করা প্রসঙ্গ/৫৫৭
১১১. হাত উঠিয়ে দোয়ার পরে মুখমন্ডল মাসেহ করার দ্বিতীয় হাদিস/৫৫৯
১১২. রাসূল (ﷺ) সাদা টুপি পড়া প্রসঙ্গ বর্ণিত বিষয়ে হাদিসের বর্ণনা/৫৬৩
১. এ ব্যাপারে প্রথম সনদের গ্রহণযোগ্যতা/৫৬৪
২. এ ব্যাপারে আরও কিছু সনদের হাদিস/৫৬৫
১১৩. ওযুতে ঘাড় মাসেহ করা প্রসঙ্গে হাদিস নিয়ে বিভ্রান্তির অবসান/৫৬৬
১১৪. রযব আল্লাহর মাস, শাবান আমার মাস, আর রমাদ্বান আমার উম্মতের মাস/৫৬৮
১১৫. আমার পরে কেউ নবি হলে সে হযরত উমর (রা.)'ই হতো/৫৬৯
১১৬. যখন সালেহীনদের যিকির করা হয় তখন রহমত বর্ষণ হয়/৫৭০
১১৭. কবরে বাতি জ্বালানোর হাদিস প্রসঙ্গ/৬৭১
১১৮. হাশরের ময়দানে তিন ধরনের ব্যক্তি সুপারিশ করবে হাদিস প্রসঙ্গ/৫৭২
১১৯. যে রাসূল (ﷺ) কে দেখবে তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না/৫৭৩
১২০. আমার সাহাবীগণকে গালি দাতার ক্ষমা নেই/৫৭৪
১২১. সালাতুল তাসবীহ নামায বিষয়ক হাদিসের গ্রহনযোগ্যতা/৫৫০-৫৫৩
১২২. রাসূল (ﷺ) বিদায় হজ্জের ভাষণে দুটি বস্তু রেখে যাওয়া দু ধরনের বর্ণনার সমাধান/৫৫৭
১২৩. নামায মুমিনের মি'রাজ স্বরূপ হাদিস প্রসঙ্গ/৫৬৩

বর্তমান আহলে হাদিসদের দৃষ্টিতে দ্বঈফ হাদিস বলতে কী বুঝায়?

১. বর্তমান আহলে হাদিস তথা সালাফিদের নিকট দ্বঈফ হাদিস হলো এক প্রকার জাল হাদিস হিসেবে গন্য, যেমনটি আলবানীর অনেক পুস্তকে দৃষ্টি দিলে তা অনুধাবন করা যায়।[১] পাঠকবৃন্দ! সকল মুহাদ্দীসিনে কেরাম একমত যে, দ্বঈফ সনদের হাদিসও হাদিসের এক প্রকারের অর্ন্তভুক্ত; সনদের রাবির আদালতের ক্ষেত্রে সহিহ, হাসান দ্বঈফ হয়ে থাকে। কিন্তু আলবানী ও তার উত্তরসূরীরা সকল ইমাম ও মুহাদ্দীসিনে কেরামের নীতিমালাকে উপেক্ষা করে, তারাই এক উসূলে হাদিসের নতুন পদ্ধতি আবিস্কার করেছে।

২. অপরদিকে দ্বঈফ হাদিস যখন একাধিক সনদে বর্ণিত হবে তা আর দ্বঈফ থাকে না। এ মুহাদ্দিসীনে কিরামের নীতিমালাটি আহলে হাদিস সম্প্রদায় নিজেদের মতের পক্ষে যখন একটি দ্বঈফ সনদের হাদিসও আসবে তখন এটিকে 'হাসান' বলতে একটুও চিন্তা করবে না। আর নিজেদের মত ও পথের বিরোদ্ধে যখন একাধিক সনদ নয় বরং ১৭জন সাহাবি বর্ণনা করলেও তা তাদের নিকট দ্বঈফ সনদই থেকে যায়।[২]

৩. অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, আলবানী ও তার উত্তরসূরীদের কোন সনদের একজন রাবি মজহুল (অপরিচিত) থাকলে তখন তাদের মওদ্বু বা জাল হাদিস বলতে একটও চিন্তা ভাবনা করে না। আমার এ পুস্তকের অনেক স্থানে আলবানী ও তার অনুসারীদের খন্ডন করেছি, এ কিতাবের বিভিন্ন স্থানে আলবানীর জবাব পাবেন, ইনশা আল্লাহ!

১ এ ব্যাপারে আপনাদের হাতের নাগালে একটি পুস্তক পাবেন, বইটির মূল লিখক হলো শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী যার অনুবাদ ও সম্পাদনা করেছেন বাংলাদেশের তথা কথিত আহলে হাদিস আবুল কালাম আযাদ। পুস্তকটির বাংলা নামকরন করা হয়েছে "ছহীহ হাদীছের পরিচয় ও হাদীছ বর্ণনার মূলনীতি " যা আযাদ বুক ডিপু, ১৯, শাহী জামে মসজিদ মার্কেট,আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম হতে প্রকাশিত। এ বিষয়ে বইটির ২৩পৃ.২৫পৃ ২৭পৃ.দেখতে পারেন।

২ এ বিষয়ে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খাঁন বেরলবী (রহ.) এর সংকলিত 'ফতোওয়ায়ে আফ্রিকায়' রাসূল (দ.) আবু বকর, উমর একই মাটির সৃষ্টির হাদিসের আলোচনায় দেখতে পাবেন যে একটি জাল হাদিসকেও আবদুল্লাহ জাঙ্গীর তার হাদিসের নামে জালিয়াতি বইয়ে আলবানীর দলিলের ভিত্তিতে 'হাসান' বলতে একটুও চিন্তা বা দ্বিধাবোধ করেননি। আবার আহলে হাদিস শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী আলেমের কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়ে প্রবিত্র ও যে সুরা ইখলাস তিনবার পড়বে সে যেন সর্ম্পন্ন কুরআন পড়লো এবং 'তোমরা মু'মিনের অন্তর দৃষ্টিকে ভয় কর, কেননা তারা আল্লাহর নূর দ্বারা দেখে এ হাদিসটি দ্বারা ওলীদের কাশ্‌ফ প্রমানিত হয় বিধায় মোট দশ থেকে বেশী সাহাবি হতে বর্ণিত হওয়ার হওয়ার পরেও হাদিসটিকে সে দ্বঈফ বলে উড়িয়ে দিয়েছে। অনুরুপ বহু উদাহারন আমার এ পুস্তকে পাবেন এবং আলবানীর জবাবে আমি অচিরেই "শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী হাদিস শাস্ত্রেরের ভূয়া তাহক্বীককারী" বইটি প্রকাশের পথে সেখানে তার বিস্তারিত জবাব পাবেন ।

হাদিসটি "সহিহ নয়" বলতে মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে কী বুঝায়?

'হাদিসের নামে জালিয়াতি' বইয়ের ১৭৪ পৃষ্ঠায় লেখক ড.আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর কোন প্রমান ছাড়াই মুহাদ্দিসদের উক্তি 'হাদিসটি সহিহ নয়' বলতে জাল হাদিস বুঝায় বলে, উল্লেখ করেছে। তার কাছে আমার প্রশ্ন যে,হাদিস শাস্ত্রের ভূয়া এই নীতিমালা কোন মুহাদ্দীসের? অবশ্যই কোন মুহাদ্দিসের নয়। তা না হলে সে কেন একটি দলীলও উল্লেখ করতে পারেনি। এটা দ্বারাই প্রমানিত হয় যে,এটা কোন হক্কানী মুহাদ্দীসের মন্তব্য নয়; বরং তার নিজের মনগড়া বক্তব্য। অপরদিকে মাওলানা জুনাইদ বাবুনগরী লিখিত আরেকটি বিভ্রান্তিকর বই 'প্রচলিত জাল হাদিস'' এর ৪৯ পৃষ্ঠায় প্রমানহীনভাবে কোন মুহাদ্দিসদের উক্তি 'হাদিসটি সহিহ নয়' বলতে জাল হাদিস বুঝায় বলে বুঝানোর অপচেষ্টা চালিয়েছেন। তাই আমি উক্ত হাদীসের নীতিমালার জন্য অনেক কষ্ট করে তথ্য সংগ্রহ করলাম এবং নিম্নে উপস্থাপন করলাম।

হাদিস তিন প্রকার। ১. সহিহ, ২. হাসান, ও ৩. দ্বঈফ। এগুলো হাদীসেরই অন্ত র্ভূক্ত। বর্ণনার সূত্রানুসারে এভাবে হাদিস-বিশারদগণ হাদীসের প্রকারভেদ করেছেন। আমাদের দেশে বা বিভিন্ন অঞ্চলে এক শ্রেণীর নামধারী আলিম মনগড়াভাবে হাদিস শাস্ত্রের মূলনীতিকে সম্পূর্ণরুপে উপেক্ষা করে হাদিস-ই-দ্বঈফকে হাদিস বলেই স্বীকার করতে রাজি নয়।

অথবা দলীল হিসেবে এ পর্যায়ের হাদিসকে অগ্রহণযোগ্য বলার অপপ্রয়াস চালায়। অথচ হাদিস বিশারদদের মতে দ্বঈফও হাদিস হিসেবে গন্য। সনদের দিক দিয়ে দুর্বল হবার কারণে, এ পর্যায়ের হাদিস দিয়ে কোন আমল ওয়াজিব বা সুন্নাত প্রমাণ করা না গেলেও, এমন হাদিস দ্বারা প্রমাণিত বাক্য সাওয়াবদায়ক হওয়াতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। যা সামনে বিস্তারিত আলোকপাত করা হবে। অনুরূপ কোন হাদীসের ব্যাপারে যদি কোন মুহাদ্দিস এ 'হাদিস সহিহ নয়' বলে মন্তব্য করেন, তবে এতদভিত্তিতে ওই হাদিসকে অসত্য ও বানোয়াট হাদিস হিসেবে বিবেচনা করার সুযোগ নেই। কারণ সহিহ না হলে হাসান বা দ্বঈফ পর্যায়েরও হতে পারে।

হাদিস-ই-সহিহ হল হাদীসের বচন ও সূত্রের মধ্যে কোনরূপ ত্রুটিবিচ্যুতির উর্ধ্বে, এমন হাদিস। সুতরাং কোন হাদিস সহিহ নয় বলে মন্তব্যকে পুঁজি করে, ওই হাদিসকে মিথ্যা হাদিস (মাওদ্বু) বলার সুযোগ নেই।

জবাবে আমি গ্রহণযোগ্য মুহাদ্দিসদের ভাষ্য নিম্নে তুলে ধরলাম, পাঠকবৃন্দ! আপনারাই বিবেচনা করুন, কাদের বক্তব্য সঠিক।

দলীল নং- ১

বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম হাফেয ইবনে হাজর আসকালানীর (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) রচিত "আল ক্বওলুল মুসাদ্দাদ ফিয যুব্বি আন মুসনাদি আহমদ" নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে,

وَلا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الحَدِيثِ لَمْ يَصِحَّ أَنْ يَكُونَ مَوْضُوعًا -الحديث السابع

-"হাদিসটি সহিহ নয় বললে, সেটা মাওদ্বু বা বানোয়াট হাদিস হওয়া অপরিহার্য নয়।" (১/ ৩৭ পৃষ্ঠা,মাকতাবায়ে ইবনে তাইমিয়া,কাহেরা,মিশর)

দলীল নং-২

বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস হাফেয আল্লামা ইমাম আবদুর রহমান জালালুদ্দীন সূয়ূতী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার লিখিত "তা'কিবাত আলাল মওদ্বুআত" গ্রন্থে বলেন

اكثر ما حكم الذهبى على هذا الحديث انه قال متن ليس بصحيح وهذا صادق بضعفه-التعقبات على الموضوعات باب: بدء الخلق والانبياء.

-"এ হাদিস সম্পর্কে ইমাম শামসুদ্দীন যাহাবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সর্বোপরি এ মন্তব্য করেছেন যে, হাদীসের বচনগুলো বা (মতন) সহিহ নয়। এ কথা দ্বারা বুঝা যায়, হাদিসটি দ্বঈফ বা দুর্বল পর্যায়ের (সূত্রের বা বচনের দিক দিয়ে)।"[১]

দলীল নং- ৩

বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এ প্রসঙ্গে বলেন-

– لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ صِحَّتِهِ نَفْيُ وُجُودِ حُسْنِهِ وَضَعْفِهِ

-"এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই কোন মুহাদ্দিস 'হাদিসটি সহিহ নয়' বললে সেটার দ্বারা হাদিসটি বানোওয়াট হওয়া অপরিহার্য হবে।"[২]

দলীল নং- ৪

উক্ত কিতাবে মোল্লা আলী ক্বারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তিনি আশুরার দিন সুরমা লাগানোর বিষয়ে একটি বর্ণিত হাদিস সম্পর্কে হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর উক্তি لا يصح هذا الحديث (এ হাদিস সহিহ নয়) বলে মন্তব্য করার পর লিখেছেন-

لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ صِحَّتِهِ ثُبُوتُ وَضْعِهِ وَغَايَتُهُ أَنَّهُ ضَعِيفٌ -

-"আমার (মোল্লা আলী ক্বারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) কথা হল এ হাদিসটি 'সহিহ নয়' মানে বানোয়াট বা মাওদ্বু নয়। সর্বশেষ দ্বঈফ বলা যায় মাত্র।"[৩]

১ আল্লামা ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ূতী: তা'কিবাত আলাল মওদ্বুআত, পৃ-২৪৫
২ মোল্লা আলী ক্বারী,আসরারুল মারফূআত,পৃ-১/১০৮পৃ. হাদিস:৮৫, মুয়াস্সাতুর রিসালা,বয়রুত,লেবানন।
৩ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : আসরারুল মারফূআত,: ১/৪৭৪পৃ. মুয়াস্সাতুর রিসালা,বয়রুত,লেবানন।

দলীল নং- ৫

বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম হাফেয ইবনে হাজর আসকালানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

ان لفظ لا يثبت لا يلزم منه ان يكون موضوعات فإن الثابت يشمل الصحيح فقط والضعيف دونه كذا فى تذكرة الموضوعات –المبحث: الثانى فى اقسام الواضعين.

-"কোন হাদিসের ব্যাপারে মুহাদ্দিসদের বক্তব্য (এ হাদিসটি সুদৃঢ় নয়) বললে, হাদিসটি মাওদ্বু বা বানোওয়াট বলে প্রমাণিত হয় না। কারণ সাবিত বা প্রমাণিত শব্দ দ্বারা শুধু সহিহ হাদিসই বুঝায় এর নিম্ন পর্যায়ের হাদিসের মধ্যে দ্বঈফও রয়েছে।"[১]

দলীল নং- ৬-৭

শুধু তাই নয় দেওবন্দীদের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি মাওলানা আব্দুল হাই লাক্ষনৌভি বলেনঃ

لا يلزم من قول أحمد فِي حَدِيث التَّوسعَة أنه لا يَصح أن يكون بَاطِلا

-"ইমাম আহমদের উক্তি হাদিসটি 'সহিহ নয়' বলার দ্বারা হাদিসটি বাতিল বা জাল হওয়া অপরিহার্য নয়।" [২]

শুধু তাই নয় দেওবন্দের অনুসারী পাকিস্তানের মাওলানা সরফরায খাঁন নূর আওর বাশারের ৫৪ পৃষ্ঠায়ও তাঁর এ ইবারতটি সংকলন করেছেন।

দলীল নং- ৮

একটি হাদিস শরীফ এও রয়েছে যে,

البِطِّيخُ قَبْلَ الطَّعَامِ يَغْسِلُ البَطْنَ غَسْلًا وَيَذْهَبُ بِالدَّاءِ أَصْلًا-

-"খাওয়ার পূর্বে তরমুজ খেলে তা পেটকে একেবারেই পরিষ্কার করে দেয় এবং রোগ ব্যাধিকে সমূলে দূরীভূত করে দেয়।" এ হাদীসের ব্যাপারে ইমাম ইবনে আসাকীর (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন, شَاذٌّ لَا يَصِحُّ (এটির শায বিরল পর্যায়ের সহিহ নয়) আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) আলোচ্য হাদিস সম্পর্কে উপরোক্ত মন্তব্য সম্পর্কে লিখেছেন,

وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّهُ غَيْرُ مَوْضُوعٍ كَمَا لَا يَخْفَى–

-"এ কথা স্পষ্ট যে, ইবনে আসাকিরের উল্লিখিত মন্তব্য দ্বারা হাদিসটি মাওদ্বু বা বানোওয়াট নয় বলে বুঝা যায়।"[১]

১ আল্লামা তাহের পাটনী : তাযকিরাতুল মওদ্বুআত, ৭৫ পৃষ্ঠা
২ আব্দুল হাই লাক্ষনৌভি : আসারুল মারফূ'আ, ১/পৃ-১০১

দলীল নং- ৯

وَقَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: وَقَوْلُ مَنْ يَقُولُ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ إِنْ سَلِمَ لَمْ يَقْدَحْ ; لِأَنَّ الْحُجَّةَ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى الصِّحَّةِ، بَلِ الْحَسَنُ كَافٍ– فصل الثانى من باب: ما يجوز من العمل فى الصلاة.

-"ইমাম কামালুদ্দীন মুহাম্মদ বিন হুমাম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন : কোন হাদিস সম্পর্কে কোন মুহাদ্দিস বলেছেন যে এ হাদিসটি সহিহ (বিশুদ্ধ) নয়, তাদের কথা সত্য বলে মান্য করা হলেও কোন অসুবিধা নেই, যেহেতু (শরীয়তের) দলীল বা প্রমাণ হিসেবে সাব্যস্ত হওয়ার জন্য শুধু (হাদিস) সহিহ বা বিশুদ্ধ হওয়া নির্ভরশীল নয়। সনদ বা সূত্রের দিক দিয়ে 'হাসান' হলেও (হাদিসটি শরীয়তের দলীল হিসেবে সাব্যস্ত হওয়ার জন্য) যথেষ্ট।"[২]

দলীল নং- ১০

قال ابن حجر مكى رحمة الله عليه وَقَول أَحْمد إِنَّه حَدِيث لَا يَصح

أي لذاته فَلَا يَنْفِي كَونه حسنا لغيره وَالْحسن لغيره يحْتَج بِهِ كَمَا بَين فِي علم الحَدِيث- (الصواعق المحرقه : خاتمة الفصل الاول من الباب: الحادى عشر:228)

-"ইমাম ইবনে হাজর মক্কী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের বক্তব্য হাদিসটি لا يصح বিশুদ্ধ নয় এর অর্থ হবে সহিহ লিজাতিহী তথা জাতি বা প্রকৃত অর্থে সহিহ নয় উক্ত হাদিসটি (সনদের দিক দিয়ে) হাসান লিজাতিহী বা অন্য সনদে হাসান লিগায়রিহী (জাতিগত সহিহ না হওয়া; সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সহিহ'র কারনে নিজে সহিহ হওয়া।) হওয়াকে মানা (নিষেধ) করে না। আর হাসান লিগায়রিহীও (শরিয়তের) প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা যায়। যা ইলমে হাদিস তথা হাদিস শাস্ত্র হতে জানা যায়।"[৩]

দলীল নং- ১১

وهذا القِسمُ مِنَ الحَسَنِ مشارِكٌ للصحيح في الاحتجاج به، وإنْ كان دُونَهُ، -

১ ক. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : আসরারুল মারফূআত,: ১/৪৮৬পৃ.পৃষ্ঠা
খ. আলামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ১/২৫৬ পৃ. হাদিস : ৯০৮
২ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : মিরকাত: ৩/৭৭পৃ, হাদিস : ১০৮
৩ ইবনে হাজার মক্কী : আস সাওয়ায়েকুল মুহরিকা, ২য় খন্ড, পৃ-৫৩৬,মুয়াস্সাসুর রিসালা,বয়রুত,লেবানন।

-"ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী (রহ.) বলেন, হাদিসে 'হাসান' পরিভাষার দলিল রূপে গ্রহণযোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে ছহিহ হাদীসের সাদৃশ্য, যদিও মরতবায় (কিছুটা) কম। [১]

দলীল নং- ১২

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) বলেন,

قَوْلُ السَّخَاوِيِّ لَا يَصِحُّ لَا يُنَافِي الضَّعْفَ وَالْحُسْنَ .

"ইমাম সাখাভী(রহ.)'র বক্তব্য হাদিসটি 'সহিহ নয়' নিষেধ দ্বারা হাদিসটি 'হাসান' ও দ্বঈফ হওয়াকে নিষেধ করে না।" [২]

দলীল নং- ১৩

শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) বলেন,

حکم عدم صحت کردن بحسب اصطلاح محدثين غرابت ندارد چه صحت در حديث چنانچه در مقدمه معلوم شد در جهه اعلى ست دائره آن تنگ تر جميع احاديث كه در كتب مذكوراست حتى درين شش كتاب كه انرا صحاح سته گويندهم باصطلاح ايشان صحيح نيست بلكه تسميه انها صحاح باعتبار تغليب است (الطريق القويم شرح صراط مستقيم : ۲۰-الخاتمة الكتاب)

-"মুহাদ্দিসীনদের পরিভাষায় عدم صحيح বলতে হাদিস গরীব হওয়াকে বুঝায় না। বরং হাদিস সহিহ হওয়া তার উচ্চ স্তরের দরজাকে বুঝায়। যেমন আমি আমার মুকাদ্দামায় উল্লেখ করেছি এবং তাহার পরিধি অত্যন্ত সংকীর্ণ। সমস্ত হাদিসের কিতাবে উল্লেখ আছে এমনকি ছয় কিতাব যাহাকে صحاح ست (সিহাহ সিত্তাহ) নামে অভিহিত করা হয়েছে মুহাদ্দিসিনদের পরিভাষায় সহিহ নয়; বরং প্রাধান্য তার দিক দিয়ে সহিহ বলা হয়েছে। মুহাদ্দিসিনদের বিস্তারিত বর্ণনায় এই কথাটি দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়েছে এই হাদিস সহিহ নয় এই কথা বলার উদ্দেশ্য উচ্চ স্তরের সহিহ নয়। [৩]

দলীল নং- ১৪

একটি হাদিস রয়েছে-

مَنْ لَعِبَ بِالشَّطْرَنْجِ فَهُوَ مَلْعُونٌ

১ ইবনে হাজার আসকালানী : নুযহাতুল নযর ফি তাওদিহে নুখবাতিল ফিকির, প্রথম খন্ড,পৃ ৭৮,মাতবাআতে সাফির বিল রিয়াদ,সৌদি আরব।
২ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : আসরারুল মারফূআ-১/৩৪৯পৃ.হাদিস,৫০২
৩ আল্লামা আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী. শরহে সিরাতুম মুস্তাকিম, ৫০২ পৃষ্ঠা।

-"যে দাবা খেলে সে অভিশপ্ত। উক্ত হাদিসটিকে ইমাম নাওয়াবী (রহ.) বলেন, উক্ত হাদিসটি لا يصح অর্থাৎ- উক্ত হাদিসটি সহিহ পর্যায়ের নয়। ইমাম সাখাভী (রহ.) বলেন, لم يثبت অর্থাৎ- হাদিসটি দৃঢ় পর্যায়ের নয়। উক্ত দুই ইমামের রায়কে ইমাম সুয়ূতি (রহ.) ব্যাখ্যা করে বলেন যে, وغايته أن سنده ضعيف অর্থাৎ- পরিশেষে উক্ত রায় দ্বারা সনদে দুর্বলতাই বুঝায় (জাল নয়)। [১]

দলীল নং- ১৫

আল্লামা ইমাম সানাভী, ইমাম দায়লামী, ইমাম আদি একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন যে,

من لم يكن عنده صدقة فليلعن اليهود .

উক্ত হাদিসটি সম্পর্কে আল্লামা ইবনে হাযার মক্কী (রহ.) ফতওয়ায়ে হাদীসিয়্যাহ গ্রন্থে হাদিসটি সম্পর্কে লিখেন.

غير ثابت

-"হাদিসটি বর্ণনাযোগ্য নয় (দুর্বল সনদ হলে এই হুকুম হয়ে থাকে)। আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) ইবনে হাযার মক্কীর রায়কে ব্যাখ্যা করে তার প্রমাণ করেন, لا يصح অর্থাৎ- (ইবনে হাযার) হাদিসটি সহিহ পর্যায়ের নয় এটাই বুঝিয়েছেন।" [২]

আমি ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি মোল্লা আলী ক্বারীর দৃষ্টিতে "সহিহ নয়" বলতে "হাসান" হাদিস বুঝায় দেখে নেয়ার অনুরোধ রইলো।

দলীল নং- ১৬

আল্লামা ইমাম ইবনে যওযী (রহ.) একটি হাদিস বর্ণনা করেন সনদে একজন রাবী দুর্বল থাকায় ইমাম যওজী তার কিতাবুল ইলাল-এ বলেন, قال ابن الجوزى فى العلل لا يصح ليس بجيد-

অর্থাৎ- উক্ত হাদিসটি পূর্ণ সহিহ পর্যায়ের নয়, বা সনদটি শক্তিশালী নয়। আল্লামা আযলূনী (রহ.) উক্ত হাদীসের রায়ের ইতি টেনে বলেন যে, وغايته أنه ضعيف لا موضوع

-"পরিশেষে তার রায় দ্বারা এটাই বুঝা যায় যে,সনদে দুর্বলতা আছে কিন্তু তাই বলে জাল বা বানোয়াট নয়।" [৩]

১ (ক.)আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/২৪৬ : হাদিস : ২৫৯৬
(খ.)মোল্লা আলী ক্বারী,আসারুল মারফূআ,১/৩৫৮পৃ.হাদিস:৫২৪
২ আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/২৪৭ : হাদিস : ২৬০৫
৩ আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/১১০ : হাদিস : ১৯৬৬

দলীল নং- ১৭-১৮

প্রসিদ্ধ একটি হাদিস আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত,

أَنَا مَدِينَةُ العِلمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا-

-"আমি ইলমের শহর আর আলী তার দরজা।

উক্ত হাদিসটি সম্পর্কে আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন,

وَسُئِلَ عَنْهُ الحَافِظُ العَسْقَلَانِيُّ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ حَسَنٌ لَا صَحِيحٌ كَمَا قَالَ الحَاكِمُ وَلَا مَوْضُوعٌ-

-"ইমাম ইবনে হাযার আসকালানী (রহঃ) কে উক্ত হাদিস সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, উক্ত হাদিসটি সহিহ নয়,'হাসান' পর্যায়ের হাদিস। ইমাম হাকিম (রহঃ) বলেন হাদিসটি জাল বা বানোওয়াট নয়।"[১] তাই সুস্পষ্ট বুঝা যায় হাদিসটি সহিহ নয় বলতে "হাসান" হওয়াকে বুঝায়।

দলীল নং- ১৯

একটি হাদিস -أَنَا مَدِينَةُ العِلمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا উক্ত হাদিস সম্পর্কে ইমাম আযলূনী ও মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বর্ণনা করেন-

السُّيُوطِيُّ وَقَالَ الحَافِظُ أَبُو سَعِيدٍ العَلَائِيُّ الصَّوَابُ أَنَّهُ حَسَنٌ بِاعْتِبَارِ طُرُقِهِ لَا صَحِيحٌ وَلَا ضَعِيفٌ-

-"তবে ইমাম সুয়ূতি (রহঃ) তার রিযাল গ্রন্থ 'আদ দুররুল মানসুর' এ হযরত আবুল সাঈদ আ'লায়ী (রহঃ) এর কওল বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- উক্ত হাদিসটি একাধিক তরীকায় বর্ণিত হওয়ার কারণে "হাসান" হাদিস, তাই হাদিসটি সহিহও নয় এবং দ্বঈফও নয়।"[২]

দিবালোকের ন্যায় পরিস্কার হয়ে গেল হাদিসটি সহিহ নয় বলতে "হাসান" পর্যায়ের হাদিস বুঝায়, মওদ্বু নয়।

দলীল নং- ২০

১ ক. মোল্লা আলী ক্বারী : আসরারুল মারফূআহ : ১/১১৮ পৃ.হাদিস:৭১,মুয়াসৃসাতুর রিসালা,বয়রুত।
খ. মোবারকপুরী : তুহফাতুল আহওয়াজি : ১০/২২৬, হাদিস নং : ৩৭২৩
গ.আযলূনী : কাশফুল খাফা : ১/১৮৪-৮৫ : হাদিস : ৬১৮
ঘ. ইমাম সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ১২১ পৃ. হাদিস নং : ১৮৯
ঙ. মোল্লা আলী ক্বারী : মিরকাতুল মাফাতিহ : ১১/২৫৩, হাদিস নং : ৬০৯৬

২ (ক)আল্লামা আযলূনী :কাশফুল খাফা : ১/১৮৫ : হাদিস : ৬১৮
(খ) মোল্লা আলী ক্বারী : আসরারুল মারফূআহ : ১/১১৯ পৃ.হাদিস:৭১,মুয়াসৃসাতুর রিসালা,বয়রুত।

শুধু তা-ই নয়, আহলে হাদীসের কথিত মুহাদ্দিস নাসিরুদ্দীন আলবানী তার "সিলসিলাতুল আহাদিসুদ্-দ্বঈফা" গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ১০২ পৃষ্ঠার ৭৩ নং হাদীসে রাসূল (ﷺ) এর নাম মোবারক শুনে চুমু খাওয়া হযরত আবু বকর (রাঃ) এর বর্ণিত হাদিস প্রসঙ্গে বলেন, لا يصح অর্থাৎ, হাদিসটি সহিহ পর্যায়ের নয়। বুঝা গেল, হাদিসটি জাল বা বানোয়াট নয়। কারণ আলবানী জাল হাদিসকে সরাসরি موضوع বলে উল্লেখ করে। কিন্তু এখানে তিনি এই শব্দ ব্যবহার করেছেন, অপরদিকে দলীল পেশ করে,

رواه الديلمي في " مسند الفردوس " عن أبي بكر رضي الله عنه مرفوعا. قال ابن طاهر في " التذكرة ": لا يصح، كذا في " الأحاديث الموضوعة " للشوكاني (ص 9) وكذلك قال السخاوي في " المقاصد

-"আল্লামা তাহের পাটনী তার "তাযকিরাতুল মাওদ্বুআত" এর বলেন, হাদিসটি সহিহ পর্যায়ের নয়, যেমনিভাবে আল্লামা শাওকানী "ফাওয়াহিদুল মাওদ্বুআত" এর ৯ পৃষ্ঠায় এবং ইমাম সাখাভী (রহঃ) "মাকাসিদুল হাসানা" গ্রন্থে বর্ণনা করেন হাদিসটি সহিহ পর্যায়ের নয়।"

দলীল নং- ২১

আহলে হাদিসদের অন্যতম আলেম মাওলানা মুহাম্মদ শামসুল হক আযীমাবাদী (মৃত্যু ১৩২৯হি.) বলেন,

لا يلزم من نفى الثبوت ثبوت الضعف لاحتمال ان يراد بالثبوت الصحة فلا ينتفى الحسن وعلى التنزل لا يلزم من نفى الثبوت عن كل فرد (اى عن صحيح والحسن) نيه عن المجموع (اى الصحيح والحسن والضعيف) انتهى كلامه – رسالة غنية الالمعى مع طبرانى ١٥٨/٢ مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت-

-"হাদিসটি দৃঢ় নয় বা সহিহ নয় বক্তব্য দ্বারা হাদিসটি দুর্বল হওয়া অপরিহার্য নয়। তাই হাদিসটি ثبت বা দৃঢ় এর দ্বারা সহিহ (উচ্চ পর্যায়ের বিশুদ্ধ) বুঝানো হয়েছে। তাই বলে "হাসান" হওয়াকে নিষেধ করে না। তারপর আর একটু নিচে গেলেও ثبت নয় শব্দ দ্বারা একক সহিহ অথবা হাসান হওয়াকে নিষেধ করা হয় বলে, সহিহ, হাসান, দ্বঈফ (সবগুলোকে) নিষেধ করা হয় নি।"

দলীল নং- ২২

দেওবন্দীদের শাইখুল হাদিস তকী উদ্দিন নদভী সাহবে তার 'ফান্ন আসমাউর রিযাল' গ্রন্থে বলেন-

جب کسی حدیث کے بارے میں "لا یصح" یا "لا یثبت" کہا جاتی تو اس سے یہ لازم نہیں اتا کہ وہ حدیث موضوع ہے یا ضعیف ہے ، ملا علی

قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عدم ثبوت سے حدیث کا موضوع ہونا لازم نہیں آتا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث کو "لا یصح" کہنے سے اس کا موضوع ہونا لازم نہیں آتا۔ ممکن ہے وہ حدیث حسن یا حسن لغیرہ ہو۔ کذا فی اسماء الرجال۔ صفحۃ76

-"কোন মুহাদ্দিসের বক্তব্য হাদিসটি 'সহিহ নয়' অথবা দৃঢ় নয় বক্তব্য দ্বারা হাদিসটি মওজু বা জাল অথবা দ্বঈফ হওয়া অপরিহার্য নয়। কমপক্ষে সর্বনিম্ন দুর্বল বলা যেতে পারে। আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) বলেন হাদিসটি সহিহ নয় (সহিহ হওয়াকে নিষেধ) বলতে মওজু বা জাল হওয়া অপরিহার্য নয়। আল্লামা ইবনে হাযার আসকালানী (রহ.) বলেন, হাদিসটি لا يصح অর্থাৎ 'সহিহ নয়' কারও বক্তব্য দ্বারা মওজু বা জাল হওয়া অপরিহার্য নয়। কমপক্ষে "হাসান" লিগাইরিহী হাদিস বলা যেতে পারে।"(৭৬পৃ.)

দলিল নং- ২৩

আল্লামা ইবনে হাযার আসকালানী (রহ.)বলেন-

لا يلزم من نفي الثبوت الضعيف لاحتمال ان يراد بالثبوت الصحة فلا ينتفي الحسن۔ سماع الموتى : 234-235

-"হাদিসটি ثبت নয় বা দৃঢ় নয় দ্বারা দ্বঈফ হওয়া অপরিহার্য নয়। হাদিসটি ثبت বা দৃঢ় নয় শব্দ দ্বারা সহিহ (উচ্চ পর্যায়ের বিশুদ্ধ) নয় বুঝানো হয়েছে। তাই বলে 'হাসান' হওয়াকে নিষেধ বা অসুবিধা করে না।"(সিমাউল মাওতা,পৃ.২৩৪-২৩৫)

মোটকথা, হাদিস মাওজু বা বানোয়াট বুঝানোর জন্য তারা হাদিসটি باطل (বাতিল), كذب (মিথ্যা), موضوع (বানোয়াট), مفترى (সত্যায়নযোগ্য নয় ও مختلق (মনগড়া বানানো) ইত্যাদি শব্দ বলতেন। সহিহ হওয়াকে অস্বীকার করা মানে বিশুদ্ধ সনদ হিসেবে শীর্ষ পর্যায়ের নয় বরং কিছুটা ত্রুটিপূর্ণ পন্থায় বর্ণিত হাদিস।

আলোচ্য বক্তব্য থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়েছে, হাদিস বুঝাতে হলে শুধু বাহ্যিক শব্দ ও অনুবাদ বুঝা যথেষ্ট নয়, এক্ষেত্রে হাদিস বিশারদগণের পরিভাষা, তাঁদের উপস্থাপনা পদ্ধতি বাচনভঙ্গি,সূত্র বর্ণনার নিয়ম-কানুন,গ্রহণীয়-বর্জনীয় হওয়ার হুকুম ব্যক্তকরন পদ্ধতি ইত্যাদি বুঝাও পূর্বশর্ত। কিতাব থেকে অনুবাদ পড়ে হাদিস বুঝা আদৌ সম্ভব নয়।

শুধু অনুবাদ বুঝা নয়, হাদীসের মর্মার্থ বুঝাই হল মূল জিনিস। কোন হাদিস *সহিহ নয়* মানে মাথা গরম করে জাল বলা যাবে না। হাদিস ছহীহ নয় মানে হাদিস *বিশারদগণের* পরিভাষায়, তিন প্রকারের হাদীসের মধ্যে ছহীহ ছাড়া তো হাসান ও

দ্বঈফ পর্যায়ের দুটি প্রকারের মধ্যে যে কোন একটিও তো হতে পারে। ন্যূনতম দ্বঈফ বা দুর্বল সনদ বিশিষ্ট হতে পারে।

মওজু বা বানোয়াট হলে সরাসরি বলা হতো موضوع هذا حديث তথা উক্ত হাদিসটি মাওজু বা জাল।

মুহাদ্দিসগণের মন্তব্য কোন হাদিস প্রসঙ্গে "সহিহ নয়" বললে, তার অর্থ এটা নয় যে,হাদিসটি ভুল বা বাতিল। বরং তাদের পরিভাষা মোতাবেক এর অর্থ হলো, হাদিসটি সহিহ পর্যায়ের হাদীসের মতো সনদ বিশিষ্ট নয়। কারণ "সহিহ" হাদীসের কতিপয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে, ঐ বৈশিষ্ট্য গুলো যাতে বিদ্যমান তা-ই "সহিহ"। সে পর্যায়ের হাদিস খুঁজতে গেলে "সিহাহ সিত্তাহ" বা হাদীসের বিখ্যাত ছয়টি হাদীসের কিতাব ইত্যাদি থেকে খুঁজতে হয়। তবে ছয়টি ব্যতীত আরো সহিহ হাদীসের অনেক কিতাব রয়েছে।

এগুলোর মধ্যেও কোন কোন গ্রন্থে কিছু কিছু হাদিসকে সহিহ বলার ক্ষেত্রে দ্বিমত দেখা যায়। কারণ, যারা বিরোধীতা করেন তারা কোন কোন হাদিসকে "হাসান" পর্যায়ের কিংবা স্থান বিশেষে "দ্বঈফ"ও বলেছেন। স্বয়ং গ্রন্থকারও ঐ মুষ্টিমেয় কিছু হাদিসকে চিহ্নিত করে দিয়েছেন। ঐ কিছু বাদ দিয়ে বাকী সব হাদিস "সহিহ" হবার কারণে ঐ গ্রন্থগুলোকে "সহিহ" বলা হয়। তবে এ কথা নিশ্চিত যে, ঐ সব কিতাবে কোন মওজু বা বানোয়াট হাদিস নেই। তাই বলে দ্বঈফ বা দুর্বল হাদিসকে হাদিস নয় বলার কোন সুযোগ নেই। সে অনুসারে আমল করলে নিঃসন্দেহে সাওয়াব পাওয়া যাবে।

দ্বঈফ হাদীসের উপরে আমল করা মুস্তাহাব

দ্বঈফ বা দুর্বল হাদিস ফাযায়েল আমলের জন্য গ্রহণযোগ্য তাতে মুহাদ্দিসীনগন ঐকমত্য পোষণ করেছেন। ইলমে হাদিসের এ নীতিমালাটি এখানে এ জন্য উল্লেখ করলাম বর্তমান আহলে হাদিসগন দ্বঈফ সনদের হাদিসের উপর আমল করা বৈধ নয় বলে উল্লেখ করেন।[১]

দলীল নং- ১-২

দ্বঈফ হাদিস আমল যোগ্য তার ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের অন্যতম ইমাম কামালুদ্দীন ইবনে হুমাম (রহ.) বলেন,

১ এ বিষয়ে আহলে হাদিসের ইমাম নাসিরুদ্দীন আলবানীর একটি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য, এটি বাংলায় প্রকাশ করা হয়েছে এবং নাম রাখা হয়েছে "ছহীহ হাদীছের পরিচয় ও হাদীছ বর্ণনার মূলনীতি" এটি চট্টগ্রাম, আশরফিয়া, আযাদ প্রকাশন থেকে প্রকাশিত। বইটির ২৩ পৃষ্ঠায়, ও ২৫ পৃষ্ঠায়, এবং ২৭ পৃষ্ঠায় আলবানী লিখেছেন যে দ্বঈফ সনদের হাদিসের উপর ভিত্তি করে কোন ক্রমেই আমল করা যাবে না। নাউযুবিল্লাহ

وَرَوَى الحَاكِمُ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إِنْ سَرَّكُمْ أَنْ تُقْبَلَ صَلَاتُكُمْ فَلْيَؤُمَّكُمْ خِيَارُكُمْ» فَإِنْ صَحَّ وَإِلَّا فَالضَّعِيفُ غَيْرُ المَوْضُوعِ يُعْمَلُ بِهِ فِي فَضَائِلِ الأَعْمَالِ، -

-"হাকিম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) স্বীয় কিতাব (মুস্তাদরাক) হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, "যদি তোমাদের অন্তর চায় যে, তোমাদের নামায কবুল করা হোক, তবে তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তিই যেন ইমাম হন। আলোচ্য হাদিস সহিহ হলে তো ভাল, অন্যথায় হাদিসটি দ্বঈফ বানোওয়াট নয়, আর দ্বঈফ হাদিস অনুযায়ী আমল করা যাবে, আমল বা ফজিলত প্রমাণের ক্ষেত্রে এমন হাদিস অবশ্যই দলীল। [১]

দলীল নং- ৩

ইমাম সৈয়দ আবু তালেব মক্কী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) রচিত গ্রন্থ 'কুউয়াতুল কুলূব' কিতাবে লিখেন,

بعض ما يضعف به رواة الحديث وتعلل به أحاديثهم لا يكون تعليلاً ولا جرحاً عند الفقهاء ولا عند العلماء بالله تعالى مثل أن يكون الراوي مجهولاً لإيثاره الخمول، وقد ندب إليه أو لقلة الأتباع له إذ لم يقم لهم الأثرة عنه -

-"এমন কিছু বিষয়, যেগুলোর কারণে হাদিস বর্ণনাকারীকে দুর্বল এবং তাঁদের বর্ণিত হাদিস সমূহকে সহিহ নয় বলে ঘোষণা দেয়া হয়। সম্মানিত ফিক্বহ বিশারদগণ ও ওলামা-ই-কেরাম সেগুলোকে দ্বঈফ বলার যোগ্য কিংবা ক্রটিযুক্ত হিসেবে বিবেচনা করেন না। যেমন বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ না থাকা বা অপরিচিত হওয়া। কারণ,এমনও হতে পারে যে, বর্ণনাকারী নিজেই তার নাম গোপন করেছেন। নিজেকে প্রকাশ ও প্রচারে উৎসুক না হওয়ার বিষয়ে শরীয়াতে প্রমানিক দলীল রয়েছে। অথবা এ জন্যই তিনি অপরিচিত হয়েছেন যে, তাঁর ছাত্র সংখ্যা কিংবা অনুসারী সংখ্যা একেবারে নগন্য। ফলে ব্যাপক হারে মানুষ তাঁর থেকে হাদিস বর্ণনা করার সুযোগ পায়নি।" (কুউয়াতুল কুলুব-প্রথম খন্ড,পৃ.৩০০, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত)

দলীল নং- ৪

আল্লামা মুফতী আমীমুল ইহসান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

والضعيف غير الموضوع بانفراده يعمل عليه فى الفضائل استحبابا ولا يحتج به فى الاحكام نعم يكفى للاعتضاد الا اذا كان فيه الاحتياط-

আল্লামা কামাল উদ্দীন ইবনে হুমাম : ফতহুল কাদীর, ১/৩৪৯পৃ, অধ্যায়, ইমামত, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

-"দূর্বল হাদিস যদি কাল্পনিক না হয় যদিও তা একক রাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়ে থাকে, তবু ফযীলতর বেলায় তার উপর আমল করা মুস্তাহাব। তবে শরীয়তের বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে এ হাদিস কার্যকর হবে না। হ্যাঁ, তবে সতর্কতার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত জোর প্রকাশের জন্য দুর্বল হাদিসকেও দলীল হিসেবে পেশ করা যেতে পারে।"[১]

দলীল নং- ৫-৬

ইমাম আযম আবু হানিফা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) মত সর্ম্পকে বলা হয়ে থাকে,

وقد ذهب ابو حنيفة رضى الله تعالى عنه ان ضعيف الحديث عنده اولى من الرأى-

-"ইমাম আবু হানিফা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এ মত দৃঢ়ভাবে পোষণ করেছেন যে, দুর্বল হাদিস কিয়াসী রায় অর্থাৎ নিজস্ব মতামত থেকে অনেক উত্তম।"[২]

দলীল নং- ৭

বিশ্ববিখ্যাত ফতোয়াবিদ এবং মুহাদ্দিস ইমাম ইবনে আবেদীন শামী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ফতোয়ায়ে শামীর ১ম খন্ড باب الاذان এ লিখেন,

وَالعَارِفِ الشَّعْرَانِيِّ عَنْ كُلٍّ مِنْ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي، عَلَى أَنَّهُ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ يَجُوزُ الْعَمَلُ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ كَمَا مَرَّ أَوَّلَ كِتَابِ الطَّهَارَةِ،-

-"আরিফ কুল সম্রাট ইমাম শা'রানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, নিশ্চয় চার মাযহাবের ইমামগণ বলেছেন সহিহ হাদিস হলো আমাদের মাযহাব। কিন্তু ফাযায়েল আমলের জন্য দ্বঈফ বা দুর্বল হাদিস আমল করা যায়েজ। যা আমি কিতাবুত ত্বাহারাত অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।"[৩]

দলীল নং- ৮

বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারীর মুকাদ্দামায় দ্বঈফ হাদীসের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

وقد جوز العلماء التساهل فى الضعيف من غير بيان ضعفه فى المواعظ والقصص وفضائل الاعمال- عمدة القارى شرح البخارى: ٩/١

১ আল্লামা মুফতী আমিমুল ইহসান : মিযানুল আখবার, পৃ-১৫
২ ক.মুফতি আমিমুল ইহসান : মিযানুল আখবার, পৃ-১৫
খ.ইবনে হাজার মক্কী, আল খায়রাতুল হিসান, ২৭পৃ.মিশর হতে প্রকাশিত।
৩ ইমাম ইবনে আবেদীন শামী : ফতোয়ায়ে শামী, পৃ-১/৩৮৫ পৃ, কিতাবুল আযান, দারুল ফিকর, ইলমিয়্যাহ, বয়রুত,লেবানন।

-"ওলামায়ে কেরামের নিকট দ্বঈফ হাদিস ওয়াজ ও কাহিনীর জন্য এবং ফাযায়েলে আমলের জন্য গ্রহণযোগ্য।"[১]

দলীল নং- ৯-১০

বিশ্ববিখ্যাত মুফাস্সির, মুহাদ্দিস, ফকিহ আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) "তাফসীরে রুহুল বায়ানে" বলেন,

لكن المحدثين اتفقوا على ان الحديث الضعيف يجوز العمل به فى الترغيب والترهيب-

-"তবে মুহাদ্দিসীনে কিরাম এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, আকর্ষণ সৃষ্টি ও ভীতি সঞ্চারের বেলায় দ্বঈফ হাদিস অনুযায়ী আমল করা যায়েয।"[২]

তিনি কিতাবের অন্যস্থানে বলেন ,

يقول الفقير قد صح عن العلماء تجويز الاخذ بالحديث الضعيف فى العمليات فكون الحديث-

-"এই অধম আরজ করছি যে, ওলামায়ে কেরাম থেকে আমলের ব্যাপারে দ্বঈফ হাদিস গ্রহণযোগ্য। ব্যাপারটি বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত আছে।"[৩]

দলীল- ১১

আল্লামা ইমাম আবু তালিব মক্কী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

الاحاديث وفي فضائل الأعمال وتفضيل الأصحاب متقبلة محتملة على كل حال مقاطيعها ومراسيلها لا تعارض ولا ترد،..... كذلك كان السلف يفعلون-

-"ফাযায়েলে আমল এবং সাহাবাদের বা কারও ফযীলত বর্ণনার ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণ একমত এই যে, তা যে প্রকারের হোক না কেন সেটা গ্রহণযোগ্য ও গৃহীত। যদিও তা সনদ অসংযুক্ত অথবা মুরসাল হয়, তার বিরোধীতা করা বা খন্ডন করা যাবে না। এমনকি পূর্ব যুগের ইমামগণ এরুপই করেছেন।"[৪]

দলীল নং- ১২

আল্লামা ইমাম নববী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

قد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف فى فضائل الاعمال:مقدمة المؤلف

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী : উমদাতুল ক্বারী, শরহে বুখারী : ১/৯ পৃ
আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী : রুহুল বায়ান, ২/৪১০ পৃ.
আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী : তাফসীরে রুহুল বায়ান, ৭/ পৃ-২২৯
আল্লামা আবু তালিব মক্কী : কুউয়াতুল কুলুব : ১/৩০১ পৃ.

-"ওলামায়ে কেরাম এই বিষয়ে সবাই ঐকমত্য পোষণ কচ্ছেন দুর্বল হাদিস ফাযায়েলে আমলের জন্য গ্রহণযোগ্য।"[১]

দলীল নং- ১৩

আল্লামা ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

(وَيَجُوزُ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ وَغَيْرِهِمُ التَّسَاهُلُ فِي الْأَسَانِيدِ) الضَّعِيفَةِ (وَرِوَايَةُ مَا سِوَى المَوْضُوعِ مِنَ الضَّعِيفِ وَالعَمَلُ بِهِ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ ضَعْفِهِ وَفَضَائِلِ الْأَعْمَالِ وغيرها (مِمَّا لَا تَعَلَّقَ لَهُ بِالعَقَائِدِ وَالْأَحْكَامِ)وَمَنْ نُقِلَ عَنْهُ ذَلِكَ: ابْنُ حَنْبَلٍ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالُوا: إِذَا رُوِّينَا فِي الحَلَالِ وَالحَرَامِ شَدَّدْنَا، وَإِذَا رُوِّينَا فِي الْفَضَائِلِ وَنَحْوِهَا تَسَاهَلْنَا.-

-"মুহাদ্দিস ও অন্যান্য ওলামাদের বক্তব্য হলো দুর্বল সনদ সম্পর্কে অথবা কিছু ছাড় দেওয়া এভাবে যে মওদ্বু বা বানোয়াট না হয়, তা ফাযায়েল আমল এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আমল করা বৈধ আছে। যদি তা আহকাম ও আকায়েদের সাথে সম্পর্ক না হয়, যে ইমামগণ এ মত পোষণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম ইবনে মাহদী, ইমাম ইবনুল মোবারক সংযুক্ত আছেন। তাঁরা বলেন যে, আমরা হালাল হারামের মধ্যে হাদিস বর্ণনা করতে গিয়ে কঠিনতা অবলম্বন করেছি এবং ফাযায়েল বর্ণনার ক্ষেত্রে নম্রতা অবলম্বন করেছি।"[২]

দলীল নং- ১৪

আল্লামা ইমাম নাওয়াবী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

قال العلماءُ من المحدّثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويُستحبّ العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعاً-مقدمة المؤلف:فصل فى الامر بالاخلاق

-"মুহাদ্দিসীনে কেরাম ও ফুকাহায়ে কেরাম এবং অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম বলেছেন ফাযায়েল বা উৎসাহিত করা ও ভয়ভীতি প্রমাণ বা গ্রহণ করা হাদীসে দ্বঈফ দ্বারা জায়েজ আছে যদি তা জাল বর্ণনা বা জাল হাদিস না হয়।"[৩]

দলীল নং- ১৫

আল্লামা ইমাম বুরহানুদ্দিন ইবরাহিম হালবী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

১ আল্লামা ইমাম নাওয়াবী : আরবাঈন : ১/৪২ পৃষ্ঠা
২ আল্লামা ইমাম আব্দুর রহমান জালালুদ্দীন সুয়ুতী : তাদরীবুর রাবী, ১/৩৫১ পৃ.
৩ আল্লামা ইমাম নাওয়াবী : কিতাবুল আযকার, ১/৮ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

يستحب ان يمسح بدنه بمنديل بعد الغسل لما روت عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِرْقَةٌ يُنَشِّفُ بِهَا بَعْدَ الوُضُوءِ-وراه الترمذى هو ضعيف ولكن يجوز العمل بالضعيف فى الفضائل-

-"গোসল বা ওজুর পরে রুমাল দ্বারা শরীর মুছাহ মুস্তাহাব। হযরত আয়েশা (ﷺ) বর্ণনা করেন, হুযুর (ﷺ) এর একটি কাপড়ের টুকরা ছিল যা দ্বারা ওযুর পরে অঙ্গ মোবারক মাসেহ করিতেন। উক্ত হাদিস ইমাম তিরমিযী দুর্বল বলেছেন। এরপরেও উহার আমল বিদ্যমান আছে।"[১]

দলীল নং- ১৬

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

وَالضَّعِيفُ يُعْمَلُ بِهِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ اتِّفَاقًا وَلِذَا قَالَ أَئِمَّتُنَا إِنَّ مَسْحَ الرَّقَبَةِ مُسْتَحَبٌّ أَوْ سُنَّةٌ-

-"দ্বঈফ হাদিস ফাযায়েলে আমলের মধ্যে আমল করার ব্যাপারে ইমামগণের ঐকমত্য হইয়াছে।এই জন্য আমাদের ইমামগন বলেছেন গর্দান মাসেহ করা মুস্তাহাব অথবা সুন্নাত প্রমাণিত হয়েছে।"[২]

দলীল নং- ১৭

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) অন্যস্থানে বলেন-

إِنَّمَا يُعْمَلُ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ

-" দ্বঈফ সনদের হাদিস (মওদ্বু বা জাল নয়) ফাযায়েলে আমলের জন্য গ্রহণযোগ্য।"[৩]

দলীল নং- ১৮

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) অন্যত্র বলেন,

اعْلَمْ أَنَّ الْحَدِيثَ الضَّعِيفَ يُعْمَلُ بِهِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ

-"নিশ্চয় জেনে রাখুন! দুর্বল সনদের হাদিস ফাযায়েলে আমলের জন্য গ্রহণযোগ্য।[৪]

দলীল নং- ১৯

১ আল্লামা ইমাম ইব্রাহীম হালবী হানাফি : গুনিয়াতুল মুসল্লী, ৫২ পৃ.
২ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : মওজু আতুল কবীর : ১/৩১৫ পৃ.৪৩৩
৩ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : মেরকাত : ২/২০৬ পৃ. হাদিস : ৫২১
৪ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : মেরকাত : ৩/৪৯ কিতাবুস সালাত : হাদিস : ৯৭৪

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) আরও বলেন-

أَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِ الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ

-"সমস্ত ইমাম মুহাদ্দিস ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, ফাযায়েলে আমলের জন্য দ্বঈফ বা দুর্বল হাদিস দ্বারা আমল করা বৈধ।"[১]

দলীল নং- ২০

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) আরও বলেন-

ضَعْفُهُ يُعْمَلُ بِهِمَا فِي الْفَضَائِلِ. اهـ. وَهَذَا فِي مَذْهَبِهِ،

-"হাদিসটি দুর্বল, তবে ফাজায়েলের জন্য এবং আমলের জন্য গ্রহণযোগ্য।"[২]

দলীল নং- ২১

আল্লামা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

ان الحديث الضعيف معتبر فى الفضائل الأعمال لا فى غيرها المراد مفرداته لا مجموعها لانه داخل فى الحسن لا فى الضعيف-

-"দ্বঈফ হাদিস ফাযায়েলে আমলের জন্য গ্রহণযোগ্য , তা ব্যতিত অন্য বিষয়ের জন্য নয়। এই কথার মর্ম হচ্ছে তার বর্ণনা যদি একক হয়, একাধিক সনদে বর্ণিত যে হাদিস তা হাসানের অন্তর্ভূক্ত, তা তখন দ্বঈফের অন্তর্ভূক্ত নয়।"[৩]

দলীল নং- ২২-২৩

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

لَكِنْ يَعْمَلُ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ،

-"সমস্ত ওলামায়ে কেরাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে দ্বঈফ হাদিস ফযিলতপূর্ন আমল এর ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য।"[৪] আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) অন্য জায়গায় আরো বলেন ,

يَجُوزُ الْعَمَلُ بِالْخَبَرِ الضَّعِيفِ،

-"দ্বঈফ হাদীসের উপর আমল করা জায়েয বা বৈধ।"[৫]

দলীল নং- ২৪

১ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : মেরকাত : ৩/৪৯ কিতাবুস সালাত : হাদিস : ১১৭৩
২ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : মিরকাত : ৩/৮৯৯পৃ. কিতাবুস সালাত : হাদিস : ১১৮৪
৩ আল্লামা শায়খ আ: হক মুহাদ্দিস দেহলভী : মুকাদ্দামাতুশ্ শায়খ, ২৩ পৃ.
৪ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : মিরকাত, ৩/৩৪০ বাব : সাহরী কিয়ামে রামাদ্ধান : হাদিস নং - ১৩২৯
৫ আল্লামা মোল্লা ক্বারী : মিরকাত : ৩/৩৫০, হাদিস ঃ ১৩০৮

আল্লামা ড.মাহমুদ আত্-ত্বহান বলেন,

اختلف العلماء في العمل بالحديث الضعيف، الذي عليه جمهور العلماء أنه يستحب العمل به في فضائل الأعمال،-

-"দুর্বল হাদিসের উপর আমলের ব্যাপারে ইখতিলাফ (মত পার্থক্য) রয়েছে, তবে জমহুর (অধিকাংশ) ইমাম ও ওলামার মতে দ্বঈফ হাদিস ফাযাে লে আমলের ক্ষেত্রে আমল করা মুস্তাহাব। "[১]

দলীল নং- ২৫

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন ,

جهالة بعض الرواة لاتقتضى كون الحديث موضوعا و كذا نكارة الالفاظ فينبغى ان يحكم عليه بانه ضعيف ثم يعمل بالضعيف فى فضائل الاعمال-

-"হাদীসের সনদে কোন বর্ণনাকারী অজানা বা অচেনা হওয়া অথবা হাদীসের কোথাও স্পষ্ট না হওয়া দ্বারা হাদিসটি মওদ্বু বা বানোয়াট বিবেচিত হয় না। তবে হ্যাঁ, দ্বঈফ বলা যেতে পারে। অতএব দ্বঈফ হাদিস অনুসারে ফযিলত বর্ণনার ক্ষেত্রে এবং আমল করা যাবে।"[২]

দলীল নং- ২৬

আল্লামা আযলূনী (রাহিমাহুল্লাহ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণিত ঘাড় মাসেহ এর হাদিস প্রসঙ্গে বলেন-

بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ..... مَسْحَ الرَّقَبَةِ مُسْتَحَبٌّ أَوْ سُنَّةٌ

-"উক্ত হাদিসটির সনদ দুর্বল ..... তবে হাদিসটি দ্বারা প্রমণিত হলো ঘাড় মাসেহ করা মুস্তাহাব অথবা সুন্নাত।"[৩]

দলীল নং- ২৭

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) বলেন

وَهِيَ يُعْمَلُ فِيهَا بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ وَالْمُرْسَلِ وَالْمُنْقَطِعِ بِالِاتِّفَاقِ، كَمَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ،

১ আল্লামা ড. মাহমুদ জাহান : তাইসীরুল মাত্তালিউল হাদিস : ৪৪ পৃ
২ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : ফাযায়েলে নিসফিস শা'বান : ৪৪ পৃ.
৩ আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/১৮৬ পৃ. হাদিস : ২২৯৮

-"এ হাদিসের উপর আমল করা বৈধ, কেননা হাদিসের সনদ দুর্বল, মুরসাল, মুনকাতে হলেও আমল করা বৈধ,আর এ ব্যাপারে সবাই একমত হয়েছেন,যেমনটি ইমাম নাওয়াবী বলেছেন।"[১]

দলীল নং- ২৮

তিনি এ কিতাবে আরও উল্লেখ করেন

فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الحَدِيثَ الضَّعِيفَ لَا يُعْمَلُ بِهِ إِلَّا فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ،

-"এ হাদিসটি শাফেয়ী মাযহাবের অনূকুলে,তবে হাদিসটি দ্বঈফ। তবে তা শুধু ফাযায়েলে আমালের জন্যই গ্রহনযোগ্য।"[২]

দলীল নং- ২৯

তিনি আরও বলেন-

أَنَّ الحَدِيثَ الضَّعِيفَ يُعْمَلُ بِهِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ،

-"নিশ্চয় এ হাদিসটি দ্বঈফ,আর যা ফাযায়েলে আমালের জন্য গ্রহনযোগ্য।"[৩]

দলীল নং- ৩০

তিনি তাঁর এ কিতাবে অন্যস্থানে তাকিদ দিয়ে বলেন

اعْلَمْ أَنَّ الحَدِيثَ الضَّعِيفَ يُعْمَلُ بِهِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ

-'জেনে রাখুন নিশ্চয় দ্বঈফ সনদের হাদিস ফাযায়েলে আমালের জন্য গ্রহনযোগ্য।"[৪]

দলীল নং- ৩১

হুবহু তিনি এ কিতাবের অন্যস্থানে বলেন এ রুপ বলেছেন।"[৫]

দলীল নং- ৩২

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী এ কিতাবে আরও বলেন

أَنَّ الحَدِيثَ الضَّعِيفَ يُعْمَلُ بِهِ فِي الفَضَائِلِ

১ আল্লাম মোল্লা আলী ক্বারী, মিরকাত, ২/৪৭৭পৃ. হাদিস,৫২১, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।
২ আল্লাম মোল্লা আলী ক্বারী, মিরকাত, ৩/১২২৩পৃ. হাদিস,১৭০৮
৩ আল্লাম মোল্লা আলী ক্বারী,মেরকাত,১/২৮২পৃ.
৪ আল্লাম মোল্লা আলী ক্বারী,মেরকাত,২/৭৭৩পৃ.
৫ আল্লাম মোল্লা আলী ক্বারী,মেরকাত,৩/১২২৭পৃ.হাদিস,১৭১৬

-"যখন বুঝা গেল হাদিসটি দ্বঈফ,তাই তা শুধু ফাযায়েলে আমলের জন্য গ্রহনযোগ্য। "[১]

দলীল নং- ৩৩

তিনি আরও বলেন

أَنَّ الحَدِيثَ الضَّعِيفَ يُعْمَلُ بِهِ فِي فَضَائِلِ الأَعْمَالِ اتِّفَاقًا،

-"সবাই এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে,দ্বঈফ সনদের হাদিস ফাযায়েলে আমালের জন্য গ্রহনযোগ্য। "[২]

দলীল নং- ৩৪

তিনি আরও লিখেন

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: مَعَ هَذَا لَا يَضُرُّ لِأَنَّ الحَدِيثَ الضَّعِيفَ يُعْمَلُ بِهِ فِي الفَضَائِلِ.

-"ইমাম ইবনে হাযার মক্কী (রহ.) বলেন নিশ্চয় দ্বঈফ সনদের হাদিস ফাযায়েলে আমালের জন্য গ্রহনযোগ্য। "[৩]

দলীল নং- ৩৫

তিনি এ কিতাবে আরও বলেন

فَإِنَّ فَضَائِلَ الأَعْمَالِ يَكْفِيهَا الحَدِيثُ الضَّعِيفُ لِلعَمَلِ،

-"ফাযায়েলে আমালের জন্য দ্বঈফ সনদের হাদিসই যথেষ্ট। "[৪]

দলীল নং- ৩৬

তিনি অন্যস্থানে বলেন

إِنَّهُ ضَعِيفٌ لَكِنَّهُ يُعْمَلُ بِهِ فِي فَضَائِلِ الأَعْمَالِ،

-"নিশ্চয় এ সনদটি দুর্বল,তবে এটি ফাযায়েলে আমালের জন্য গ্রহনযোগ্য। "[৫]

দলীল নং- ৩৭

আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী (রহ.) বলেন

حديثه ضعيف باتفاق جمهور المحدثين والحديث الضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال

-"দ্বঈফ সনদের উপর আমালের ব্যাপারে জমহুর মুহাদ্দিসগন বলেছেন যে,দ্বঈফ হাদিস ফাযায়েলে আমালের জন্য গ্রহনযোগ্য।"[১]

দলীল নং- ৩৮

আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী (রহ.) বলেন

ان الحديث الضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال

-"নিশ্চয় দ্বঈফ হাদিস ফাযায়েলে আমলের জন্য গ্রহনযোগ্য।"[২] সর্বশেষ বলতে চাই উপরের আলোচনা থেকে বুঝলাম যে সকল ইমাম ও মুহাদ্দিসগন একমত পোষন করেছেন দ্বঈফ হাদিস ফাযায়েলে আমালের জন্য গ্রহনীয় এবং মুস্তাহাব।

হাদিসের একটি সনদ জাল হলে মতনটি (মূল বিষয়) জাল হওয়া অপরিহার্য নয়

বর্তমান বাতিলপন্থি বিশেষকরে আহলে হাদিসদের দেখা যায় যে কোন বিষয়ে হাদিসের একটি সনদ জাল হলে হাদিসটির মতন তথা বিষয় বস্তুকেও জাল বলতে ধিদ্বাবোধ করেন না। তাই এটা যে কত বড় ধোঁকা এবং তারা যে হাদিস পন্ডিতের নামে সাধারন মুসলমানদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে তার কিছু নমুনা মুহাদ্দিসদের ভাষ্য দ্বারা দিতে চাই। ইমাম যাহাবী (রহ.) একটি মিথ্যাবাদি রাবির জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে লেখেন,

روى ابراهيم بن موسى المروزى عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث طلب العلم فريضة قال احمد بن حنبل هذا كذاب يعنى بهذا الاسناد والا فالمتن له طرق ضعيفة

"রাবি ইবরাহিম বিন মূসা" ইমাম মালেক (রহ.) থেকে তিনি তাবেয়ী না'ফে (রহ.) থেকে তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ননা করেন রাসূল (দ.) ইরশাদ করেন, প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ইলম অর্জন করা ফরজ। ইমাম আহমদ (রহ.) বলেন, মূসা মিথ্যাবাদী। ইমাম যাহাবি বলেন,ইমাম আহমদের উক্ত বক্তব্যেও সমার্থ হলো সনদের ব্যাপারে তবে মতনের (বিষয় বস্তুর) ব্যাপারে নয় কেননা এই হাদিসটির অনেক দুর্বল সনদ রয়েছে। [৩] ইমাম ইবনুল বার্ তার বিখ্যাত হাদিস গ্রন্থ

'আত-তামহীদ' কিতাবে একটি হাদিস বর্ননা করেছেন- صلاة بسواك خير من سبعون صلاة بغير سواك -"মেসওয়াক করে নামাজ মেসওয়াক ছাড়া হতে ৭০ গুন উত্তম।" এই সনদটি সর্ম্পকে ইমাম ইবনে মুঈন (রহ.) বলেন, انه حديث باطل এই হাদিসের এই সনদটি বাতিল। তাঁর এই বক্তব্যের পর ইমাম সাখাভী বলেন, তার বক্তব্যটি সনদের ব্যাপারে কেননা এই হাদিসটি মিথ্যাবাদী রাবী রয়েছেন কিন্তু হাদিসটির অনেক সনদ বর্নিত আছে।[১] একটি হাদিসে রয়েছে ان رجلا اتى النبى صلى الله عليه وسلم.....فقال ان امراتى لايدفع يدلامس قال طلقها قال انى احبها قال استمتع بها জনৈক এক ব্যক্তি রাসূল (দ.) কে বললেন আমার বিবি যাকে পায় তাকেই স্পর্ষকরে তার উত্তরে দয়াল নবিজী (দ.) বললেন,তুমি তাকে তালাক দাও,সে বলল আমি তাকে ভালবাসি। নবিজী (দ.) আবার বললেন তাহলে তুমি তাকে রেখে দাও।[২] এই হাদিসের ব্যাপারে ইমাম নাসাঈ বলেন, এ হাদিসের কোন ভিত্তি নেই। তার জবাবে ইমাম জওজী বলেন, এই সনদটিরই এ অবস্থা কিন্তু এ হাদিসটির আরও অনেক সনদ রয়েছে।[৩] তাই এ রকম অনেক উদাহারন আমার এ কিতাবে বিভিন্ন হাদিসের আলোচনায় তা পাবেন যে একটি সনদ জাল বলে এ বিষয়টিই হাদিস জাল তা বলা ধোকাবাজি ছাড়া আর কিছু নয়।

দুর্বল হাদিস একাধিক সূত্রে বর্ণিত হলে হাসান-এ পৌঁছে যায়

ইলমে হাদিসের এ নীতিমালাটি এখানে এ জন্য উল্লেখ করলাম বর্তমান আহলে হাদিসগন দ্বঈফ সনদের হাদিস একাধিক সনদে বর্ণিত হলেও সেটি নাকি দ্বঈফই থাকবে। কিন্তু নিজেদের স্বার্থে আবার পুরো উল্টো। নিজেদের স্ব পক্ষে কোন অত্যন্ত দুর্বল হাদিস থাকলেও তাকে 'হাসান' বলতে একটু দ্বিধাবোধ করেন না। এ উসূলে হাদিসের এ নীতিমালাটি বিভিন্ন হাদিস সম্পর্কে আলোকপাতকালে অনেক প্রয়োজন পড়বে তাই বারবার যাতে উল্লেখ করতে না হয় সেজন্য এখানে তা উল্লেখ করলাম। এ প্রসঙ্গে আমি কিছু মুহাদ্দিস ও ফকিহগনের মতামত নিম্নে উল্লেখ করলাম-

দলীল নং- ১

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) বলেন,

وَتَعَدُّدُ الطُّرُقِ يُبْلِغُ الحَدِيثَ الضَّعِيفَ إِلَى حَدِّ الحَسَنِ،

[১] সাখাভী,মাকাসিদুল হাসানা,পৃ-৩০৮ হাদিস নং:৬২৩,এ হাদিসটির ব্যাপারে আমি এ কিতাবের শেষের দিকে বিস্তারিত আলোকপাত করেছি,দেখে নেয়ার অনুরোধ রইলো।

[২] আবূ দাউদ,আস্-সুনান,৩/৮পৃ.হাদিস:২০৪২,নাসাঈ,আস্-সুনান,৬/৩৭৫পৃ.হাদিস:৩২৩০ ই.ফা.বা।

[৩] জওজী,কিতাবুল মওযুআত,২/১৭৬পৃ.

-"দ্বঈফ হাদিসও একাধিক সনদে বর্ণিত হলে "হাসান" হাদিস এর পর্যায়ে পৌঁছে যায়।"[১]

দলীল নং- ২

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.)অন্য স্থানে বলেন,

وَتَعَدُّدُ الطُّرُقِ وَلَوْ ضَعُفَتْ يُرَقِّي الحَدِيثَ إِلَى الحسن

-"একাধিক সনদে যদিও দ্বঈফ হাদিস বর্ণিত হয় তবে বর্ণিত ঐ হাদিস "হাসান" বলে গণ্য হবে বা উপনীত হবে।"[২]

দলীল নং- ৩

আল্লামা কামালুদ্দীন ইবনে হুমাম (রহ.) বলেন,

وَلَوْ تَمَّ تَضْعِيفُ كُلِّهَا كَانَتْ حَسَنَةً لِتَعَدُّدِ الطُّرُقِ وَكَثْرَتِهَا.

-"হাদীসের সমস্ত রাবী দুর্বল প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন তরিকায় বর্ণিত হওয়ার কারণে তা 'হাসানে' পরিণত হয়ে যায়।"[৩]

দলীল নং- ৪

আল্লামা কামালুদ্দীন ইবনে হুমাম (রহ.) বলেন,

جَازَ فِي الحَسَنِ أَنْ يَرْتَفِعَ إِلَى الصِّحَّةِ إِذَا كَثُرَتْ طُرُقُهُ، وَالضَّعِيفُ يَصِيرُ حُجَّةً بِذَلِكَ لِأَنَّ تَعَدُّدَهُ قَرِينَةٌ عَلَى ثُبُوتِهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ

-"যখন হাসান হাদিস অনেক সনদ দ্বারা বর্ণিত হয়, তখন তা সহিহ পর্যন্ত উন্নীত করা জায়েজ আছে, এবং দুর্বল সনদের হাদিস এই পদ্ধতিতে (একাধিক তরিকায় বর্ণনায়) দলীল হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। যখন বিভিন্ন সনদে হাদিস বর্ণিত হয়, তা দৃঢ় দলীল হওয়ার ও আদেশ প্রয়োগের যোগ্যতা রাখে।[৪]

দলীল নং- ৫

আল্লামা ইমাম শা'রানী (রহ.) বলেন,

قد احتج جمهور المحدثين بالحديث الضعيف اذا كثرت طرقه واحقوه بالصحيح تارة وبالحسن اخرى- وهذا النوع من الضعيف يوجد كثيرا فى كتاب السنن الكبرى للبيهقى التى الفها بقصد الاحتجاج لاقوال الائمة واقوال صحابهم-

১ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী, মিরকাত : ৩/৭৭, হাদিস : ১০০৮

২ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : আসারুল মারফূ আঃ পৃ-৪৮১

৩ আল্লামা ইমাম ইবনে হুমাম : ফতহুল কাদির : ১/৩০৬ পৃ.

৪ আল্লামা ইমাম ইবনে হুমাম: ফতহুল কাদির, ১/৪৪৬পৃষ্ঠা

-"নি:সন্দেহে জমহুর মুহাদ্দিসীনগণ দুর্বল হাদিসকে অধিক সনদে বর্ণিত হওয়ার কারণে দলীল হওয়ার যোগ্যতা রূপে মেনে নিয়েছেন এবং সেটিকে কোন সময় সহিহ আবার কোন সময় 'হাসান'র সহিত মিলিয়েছেন। এই প্রকারের দুর্বল হাদিস সমূহ ইমাম বায়হাকীর 'সুনানে কোবরা' মধ্যে অধিক পাওয়া যায়, যাকে ইমাম মুজতাহিদীন এবং আসহাবে আইয়াম্মা দলীল হিসেবে গ্রহণের জন্য ইচ্ছাপোষন করেন।"[১]

দলীল নং- ৬

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

المتروك او المنكر اذا تعددت طرقه ارتقى الى درجة الضعيف لغريب بل ربما ارتقى الى الحسن-

-"মাতরুক ও মুনকার হাদিস বিভিন্ন তরিকায় বর্ণিত হওয়ার কারণে দ্বঈফ হাদীসের মর্যাদায় উপনীত হয়। আবার কখনো হাদীসে "হাসানের" মর্যাদায় উপনীত হয়ে থাকে।"[২]

দলীল নং- ৭

আল্লামা জাফর আহমদ উসমানী বলেন,

والحديث الضعيف اذا تعددت طرقه ولو طريقا واحدا اخر ارتقى بمجموع ذالك الى درجة الحسن وكان محتجا به-

-"দ্বঈফ হাদিস একাধিক তরিকায় বর্ণিত হওয়ার কারণে, যদিও তা এক সনদে বর্ণিত ছিল, তা সমষ্টিগত ভাবে হাসানের দরজায় উন্নীত হয় এবং এটি দলীল হিসেবে প্রয়োগ করা যায়। [৩]

দলীল নং- ৮

আল্লামা আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

والضعيف ان تعددت طرقه وانجبر ضعفه يسمى حسنا لغيره-

-"আর দ্বঈফ হাদিস যদি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয় এবং তার দুর্বলতা দূরীভূত হয়, তাহলে তাকে "হাসান লিগাইরিহি" নামে নামকরণ করা হয়।"[৪]

দলীল নং- ৯

আল্লামা মুফতী আমিমুল ইহসান (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

১ আল্লামা ইমাম শারানী, মিযানুল কোবরা, ১/৬৮ পৃ.
২ আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতি : তাআকিবাত আলা মওজুআত : ৭৫ পৃ. : কিতাবুল মানাকিব :
৩ আল্লামা জাফর আহমদ ওসমানী : কাওয়াইদুল উলূমুল হাদিস- ৭৮ পৃ.
৪ আল্লামা শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী : মুকাদ্দামাতুশ শায়খ: পৃ. ১০

الضعيف ان تعددت طرقه او تايد بما يرجح قويه فهو حسن لغيره-

-"আর দ্বঈফ হাদিস যদি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়, গ্রহণীয় হওয়ার প্রমাণ দ্বারা শক্তিশালী হয়, তবে তা 'হাসান লিগাইরিহী' হয়ে যাবে।"[১]

দলীল নং- ১০

আল্লামা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন :

الضعيف الذى بلغ بتعدد الطرق مرتبة الحسن لغيره ايضا مجمع وَمَا اشتهرَ (مقدمة للشيخ : فصل العاشر : ٢٥)

-"আর দ্বঈফ হাদিস যদি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হওয়ার দরুন "হাসান লিগাইরিহী" হওয়ার মর্যাদায় উপনীত হয়, তা দলীল হওয়া সম্পর্কে আলিমগণ একমত হয়েছেন।"[২]

দলীল নং- ১১

আল্লামা বদরুদ্দিন আইনী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন :

وَإذَا قوى الضَّعِيفُ بِطَرى اَخر أو اسانِيدُ اخر حاد حَسَن لغيره

-"যখন দ্বঈফ হাদিস অন্য কোন সনদ বা বর্ণনা দ্বারা শক্তিশালী হয় অর্থাৎ দুর্বলতা দূর হয়ে যায়, তখন তা হাসান লিগাইরিহী রূপে গৃহিত হবে।"[৩]

দলীল নং- ১২

দুররুল মুখতার গ্রন্থের প্রথম খন্ড مستحبات الوضوء শীর্ষক অধ্যায়ে ওযুর বিভিন্ন অংশের দু'আ প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে,

وَقَد رَوَاه اِبنُ حِبَّانَ وَغَيرُه عَنه عَلَيهِ السَّلَامُ مِن طُرُقٍ

-"এ হাদিসটি ইমাম ইবনে হিব্বানর প্রমুখের কয়েকটি সনদ দ্বারা মারফূ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।"

উক্ত রেওয়ায়েতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে আবেদীন শামী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন :

أيْ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا فارْتَقى إلى مَرْتَبَةِ الحَسَن –

-"কতেক সনদ কতেক সনদকে শক্তি জোগায়। তাই এ হাদিস "হাসান" পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।"[৪]

১ মুফতি আমিমুল ইহসান : মিযানুল আখবার: ৭ পৃ.
২ আল্লামা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী : মুকাদ্দামতুশ্ শায়খ, পৃ-২৫
৩ আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী : উমদাদুল ক্বারী শরহে বুখারী : ১/৯ দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রূত।
৪ আল্লামা ইমাম ইবনে আবেদীন শামী : ফতোয়ায়ে শামী : ১/৪২৮

তাই প্রমাণিত হলো যে, দ্বঈফ হাদিসে একাধিক সূত্রে বর্ণিত হলে তা আর দ্বঈফ থাকে না; বরং হাসান হাদিস হয়ে যায়।

দ্বঈফ সনদের হাদিসকে অবহেলা করার পরিণতি

নবীর হাদিসকে দ্বঈফ হাদিস বললে ঈমান থাকবে না,হ্যাঁ, তবে রাবির কারনে সনদ সহিহ,হাসান, দ্বঈফ হতে পারে। তাই বলতে হবে সনদ দ্বঈফ; হাদিস নয়। বর্তমান আহলে হাদিসগন দ্বঈফ সনদের হাদিসকে হাদিস হিসেবে মানতেই রাজি নয়,অথচ দ্বঈফও রাসুল (দ.)এর হাদিস। তবে রাবি শক্তিশালী,দুর্বল হওয়া নিয়ে মতানৈক্য থাকতে পারে। তাই দ্বঈফ সনদকে হাদিস নয় বলা যাবে না।আর আমি নিম্মে দ্বঈফ সনদকে অবহেলার শাস্তির কিছু ঘটনা উল্লেখ করলাম।

এক হাদীসে বর্ণিত আছে,

من احتجم يوم الاربعاء ويوم السبت فاصابه برص فلايلو من الا نفسه-

-"যে ব্যক্তি বুধবার কিংবা শনিবার নিজ শরীরে শিঙ্গা প্রয়োগ করে দুষিত রক্ত অপসারণ করবে, তার শরীরে কুষ্ট রোগ (সাদা রোগ) হবে। আর সে তখন নিজেকেই দোষারোপ করবে।

একজন বিজ্ঞব্যক্তি, যার নাম মুহাম্মদ ইবনে জাফর নিশাপুরী তার শিঙ্গা প্রয়োগের প্রয়োজন হয়েছিল। সেদিন ছিল বুধবার। তিনি মনে করেছিলেন যেহেতু উল্লেখিত হাদিসটি 'সহিহ পর্যায়ের নয়' সেহেতু শিঙ্গা প্রয়োগে কোন দোষ নেই।

ওই দিন তিনি স্বীয় দূষিত রক্ত অপসারণের কাজ সম্পন্ন করলেন কিন্তু এর সাথে সাথে কুষ্ট রোগ তার শরীরে ছড়িয়ে পড়ল যখন রাতে ঘুমালেন তখন স্বপ্নযোগে হুযুর করীম (ﷺ) দীদার লাভ করলেন। আর তিনি তাঁর নিকট রোগের ব্যাপারে আরয করলেন, তখন হুযুর (ﷺ) ইরশাদ করলেন, اياك والاهانة بحديثى অর্থাৎ সাবধান! আমার হাদিসকে হালকা (তুচ্ছ) মনে করবে না। তাৎক্ষণিকভাবে তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! (ﷺ) আমি তওবা করে নিচ্ছি এরপর জেগে ওঠে দেখেন তিনি সুস্থ হয়ে গেছেন। ইমাম ইবনে আসাকির (রহ.) বর্ণনা করেন,

, وَاخرج ابْن عَسَاكِر فِي تَارِيخه من طَرِيق أبي عَليّ مِهْرَان بْن هرون الحَافِظ الهازي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا معِين الحُسَيْن بْن الحَسَن الطَّبَرِيّ يَقُولُ: أردْت الحجامَة يَوْم السبت فَقلت للغلام: ادْع لي الحجام فلمَّا وُلّي الغُلَام ذكرت خبر النَّبِي: مَن احتَجَمَ يَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الأَرْبِعَاء فَأَصَابَهُ وَضَحٌ فَلا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفسه

قَالَ: فدعوت الغُلَام ثُمَّ تفكرت فَقلت هَذَا حَدِيث فِي إِسْنَادُه بعض الضعْف فَقلت للغلام ادْع الحجام لي فَدَعَاهُ فاحتجمت فَأَصَابَنِي البرص فَرَأَيْت رَسُول الله فِي النّوم فشكوت إِلَيْهِ

حَالي فَقَالَ إِيَاك وَالاستهانة بحديثي ونذرت لله نذرا لئِن أذهب الله مَا بِي مِنَ البرص لَمْ أتهاون فِي خبر النَّبِي صَحِيحا كَانَ أو سقيمًا فَأذهب الله عني ذَلِكَ البرص

-"ইমাম ইবনে আসাকির (রহ.) হাফিস রাযী আলী ইবনে মিহরান ইবনে হারুন থেকে স্বীয় 'তারিখে দামেস্ক' এ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি হযরত আবু মুঈন হুসাইন ইবনে হাসান তাবরীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন- আমি একবার শনিবার শিঙ্গা লাগাতে মনস্থ করেছি। সুতরাং আমি আমার ক্রীতদাসকে হাজ্জাম (ক্ষৌরকার) কে শিঙ্গা লাগানোর জন্য ডাকতে নির্দেশ দিলাম। ক্রীতদাস তাকে ডাকতে চলে যাবার এবং বুধবার আমার মনে পড়ল নবী করীম (ﷺ) ওই হাদিস যাতে শনিবার শিঙ্গা লাগালে শ্বেত রোগ হবে বলে বর্ণিত হয়েছে। তারপর কিছু চিন্তা ভাবনা করে বললাম, এ হাদীসের সনদে মধ্যে তো কিছু দুর্বলতা আছে। শেষ পর্যন্ত আমি শিঙ্গা প্রয়োগ করলাম। ফলে আমার শ্বেত রোগ হয়ে গেল। অত:পর স্বপ্নযোগে নবী করীম (ﷺ) এর সাথে স্বপ্নে সাক্ষাত হল। তখন আমি স্বীয় অবস্থা সম্পর্কে হুযুর (ﷺ) এর মহান দরবারে ফরিয়াদ করলাম। ইরশাদ করেন,সাবধান! আমার হাদিসকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে না অতঃপর আমি আল্লাহর ওয়াস্তে মানত করলাম, আল্লাহ পাক যদি আমার শ্বেত রোগ থেকে মুক্তি দেন, তবে আমি আর কখনো নবী করিম (ﷺ) এর হাদিসকে তুচ্ছ জ্ঞান করব না, ওই হাদিস সনদ অনুযায়ী সহিহ (বিশুদ্ধ) হোক কিংবা দ্বঈফ (দুর্বল) হোক। সুতরাং আল্লাহ পাক আমার শ্বেত রোগ থেকে মুক্তি দান করলেন।[১]

এভাবে আল্লামা শিহাবুউদ্দীন খিফ্ফাযি হানাফী (রহ.) এর রচিত "নাসিমুর রিয়াদ্ব শরহে শিফা" গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে,

قص الاظفار وتقليمها سنة وورد النهى عنه فى يوم الاربعاء وانه يورث البرص وحكى عن بعض العلماء انه فعله فنهى عنه فقال لم يثبت هذا فلحقه البرص من ساعته فراى النبى صلى الله عليه وسلم فى منامه فشكى اليه فقال له الم تسمع نهى عنه فقال لم يصح عندى فقال صلى الله عليه وسلم يكفيك انه يسمع ثم مسح بدنه بيده الشريعة فذهب ما به فتاب عن مخالفة ما سمع كذا-نسيم الريض شرح الشفا:القسم الاول فى تعظيم العلى الا على لقدر النبى صلى الله عليه وسلم-

-"নখ কাটা বা ছেঁড়ে ফেলা সুন্নাত। তবে বুধবার এটা সম্পর্কে নিষেধ বলে বর্ণিত আছে এবং এটাও যে, এতে শ্বেত রোগ হয়। জনৈক আলিম সম্পর্কে কথিত আছে যে, তিনি বুধবার নখ কেটেছেন। উপস্থিত লোকেরা তাকে (হাদীসের ভিত্তিতে নিষেধ হওয়ার কারণে) নিষেধ করলেন। উত্তরে তিনি বললেন, হাদিসটি সহিহ নয়।

১ ইমাম ইবনে আসাকিরঃ তারিখে দামেস্ক, ১/৭৫ পৃ.

তখনই তাঁর শ্বেত রোগ ছড়িয়ে পড়ল।একদা তিনি হুযুর (ﷺ) কে স্বপ্নে দেখলেন এবং তার নিকট স্বীয় রোগ সম্পর্কে আবেদন করলেন। হুযুর করীম (ﷺ) তাকে উত্তরে ইরশাদ করলেন, তুমি কি শোননি যে সেটা নিষিদ্ধ ? আরয করলেন, হাদিসটি সহিহ হিসেবে আমার কাছে পৌঁছেনি তখন ইরশাদ হল, তোমার জন্য তো এতটুকুই যথেষ্ট ছিল যে, হাদিসটি আমারই নামে উদ্ধৃত হয়ে তোমার কানে পৌঁছেছে। এটা ইরশাদ করার পর হুযুর (ﷺ) স্বীয় পবিত্র হাত তার শরীরে বুলিয়ে দিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি সুস্থ হয়ে গেলেন এবং হাদিস শরীফ শুনে আর বিরোধ পোষণ করবেন না মর্মে তাওবা করে নিলেন।"[1]

উলামায়ে কেরামের বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং আওলিয়ায়ে কেরামের কাশফ দ্বারা দ্বঈফ বা দুর্বল হাদিস ও মজবুত হাদিস হিসেবে পরিগণিত হয়। হযরত শায়খ মুহিউদ্দিন ইবনে আরাবী (رحمه الله) একটি হাদিস শুনে ছিলেন যে, যে ব্যক্তি ৭০০০০ বার কালেমা তায়্যেবাহ পড়বে, তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। একদা একজন কাশফের অধিকারী যুবক বললেন, আমার মৃত মাকে স্বপ্নে জাহান্নামে দেখতেছি। তা শুনে হযরত শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী (رحمه الله) ইতিপূর্বে যে সত্তর হাজার বার কালেমায়ে তাইয়্যেবাহ পড়ে ছিলেন সেগুলো সাওয়াব মনে মনে ঐ যুবকের মায়ের জন্য বখশিশ করে দেওয়া মাত্রই যুবক হেঁসে দিলেন এবং বললেন, এখন আমার মাকে জান্নাতে স্বপ্নে দেখছি। শায়খ মুহিউদ্দীন (رحمه الله) বলেন, আমি এ হাদিসখানার বিশুদ্ধতা উক্ত যুবক (ওলীর) কাশফের দ্বারা জানতে পারলাম।

উক্ত ঘটনাটি মাজমাউল বিহারে আল্লামা তাহের হানাফী (رحمه الله) বর্ণনা করেছে এবং দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা কাসেম নানুতবী 'তাহজিরুন্নাস' গ্রন্থে ঘটনাটি হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (رحمه الله)'র সূত্রে বর্ণনা করেছেন। (জা'আল হক, বাংলা,৩/১০ পৃ.মুহাম্মাদী কুতুবখানা)

ইমাম তিরমিযী (رحمه الله) অনেক হাদীসে বলেছেন,

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ،

-"এই হাদিসটি হাসান, সহিহ গরীবও বটে। (সুনানে তিরমিযী, ১/১২৮পৃ. হাদিস :৭২, ও ১/২৬২পৃ. হাদিস : ১৯০ এবং ১/৫৫৪পৃ. হাদিস : ৪২৮) ইমাম তিরমিযী বক্তব্যের মর্ম হলো, এই হাদিসখানা কয়েক রকম সনদের দ্বারা বর্ণিত। এক সনদে দ্বারা হাসান আবার এক সনদ দ্বারা সহিহ আবার এক সনদ দ্বারা গরীব বা দুর্বল। তাই শুধু গরীব দুর্বল নিয়ে বসে থাকা যাবে না। দ্বঈফ সনদের হাদিসের অবহেলাকারীদের শাস্তির ব্যাপারে আ'লা হযরত (রহ.) এর খলিফা আল্লামা

১ খিফ্ফাযী, নাসীমুর রিয়াদ্ব শরহে শিফা, পৃ- ১/১২০

জুফারুদ্দীন বিহারী (রহ.) রচিত 'সহিহুল বিহারী' প্রথম খন্ড বিষদ আকারে দেখতে পারেন।

একজন রাবি (সাধারন) দ্বঈফ হওয়াতে হাদিস বাতিল হওয়া শর্ত নয়

হাদিস শাস্ত্রে একজন রাবী সাধারন দ্বঈফ হলে বর্তমান আহলে হাদিসগন ফিতনা ছড়াচ্ছে যে, সে হাদিসটির সনদ নাকি অত্যন্ত দুর্বল বলে বিবেচিত হবে, তারা কোন ক্ষেত্রে জাল বা বানোয়াট বলে বেড়িয়ে সমাজে ফিতনা ছড়াচ্ছে। তবে এটির ব্যাপারে সকল মুহাদ্দিসগন একমত রাবির দুর্বলতা যদি কঠিন পর্যায়ের হয় (যেমন তার ব্যাপারে কোন মুহাদ্দিস যদি মুনকারুল হাদিস,মাতরুকুল হাদিস ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার থাকলে) তাহলে সনদটি দুর্বল তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাই রাবীর সামান্ন দুর্বলতায় হাদিসের সনদ জাল বা অত্যন্ত দুর্বল হবে না। এ প্রসঙ্গে সংক্ষেপে কিছু লিখার জন্য প্রয়োজন মনে করলাম এবং কিছু মুহাদ্দিসের সনদ তাহক্বীক উদাহরণ স্বরূপ পেশ করলাম।

আল্লামা ইবনে হাযার হাইসামী (رحمه الله) এক হাদীসের বর্ণনা করতে গিয়ে একজন রাবী দ্বঈফ হওয়ার কথা এভাবে বর্ণনা করেন,

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ.

-"উক্ত হাদিসে ইবনে লাহিয়া বিদ্যমান। তিনি দুর্বল বর্ণনাকারী, তারপরও হাদিসটি হাসান।"[1]

তাঁর বক্তব্য দ্বারা বুঝা গেল একজন রাবী দ্বঈফ হওয়ার কারণেও হাদিসটি নি:সন্দেহে হাসান লিগাইরিহী।

শুধু তাই নয় নাসিরুদ্দীন আলবানীও উক্ত হাদিসটি সম্পর্কে বলেছেন, ইবনে লাহিয়াহ দূর্বল রাবী তারপরও বলেন, فالحديث حسن অত:পর হাদিসটি "হাসান" বলে বিবেচিত হবে।[2] হযরত যাবের (রা.) হতে বর্ণিত, রাসুল (দ.) সবাইকে একথাটি জানানোর জন্য বলেছিলেন

لا يَدْخُلَ الجَنَّةَ إلَّا مُؤْمِنٌ»

-"মু'মিন ব্যতিত কেউ জান্নাতে যাবে না। এ হাদিসটি হাইসামী সংকলন করে বলেন,

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

১ আল্লামা ইবনে হাজর হায়সামী : মাযমাউদ যাওয়াইদ : ৮/১০২ এবং ১০/১৭০ পৃ.

২ নাসিরুদ্দীন আলবানী : সিলসিলাতুল আহাদিসুস সহীহাহ : ৩/১৩৬ পৃ.হাদিস:১১৪৪

হাদিসটি ইমাম আহমাদ বর্ননা করেছেন,আর সনদে 'ইবনে লাহিয়াহ' রাবি বিদ্যমান তারপরেও হাদিসটি 'হাসান'।"[১] এ ইবনে লাহিয়াহ রাবির হাদিসকে ইবনে হাযার তাঁর এ গ্রন্থের মোট ২৪টি স্থানে অনূরুপ বলেছেন। [২]

শুধু তাই নয় ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (রহ.) এর সুনানে তিরমিযীর ৫ম খন্ডে কিতাবুল আদাব অধ্যায়ে হযরত যাবের (রা.) হতে বর্ণিত আছে-

السلام قبل الكلام-

-"আগে সালাম তারপর কথাবার্তা।" উক্ত হাদিসটি ইমাম তিরমিযী (রহ.) বর্ণনার করে বলেন উক্ত হাদীসের দুজন রাবী রয়েছেন আম্বাসা ইবনে আব্দুর রহমান দুর্বল এবং মুহাম্মদ ইবনে যাযান মুনকার (পরিত্যক্ত) বর্ণনাকারী। দুইজন রাবী দোষী হওয়ার পরেও হাদীসের ইমামগণ উক্ত হাদিসটি সনদের ব্যাপারে দ্বঈফ বলেছেন। [৩]

বুঝা গেল, একজন রাবী মুনকার এবং দুর্বল রাবী হওয়ার পরও উক্ত হাদিসকে শুধু দুর্বল বলেছেন,জাল নয়।

আল্লামা ইবনে হাযার হাইসামী (রহ.) এক হাদীসের সনদ সর্ম্পকে বলেন,

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ

-"উক্ত হাদিসটি ইমাম তাবরানী তাঁর মু'জামুল কবীর ও আওসাত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, উক্ত হাদীসে ইবনে লাহিআহ দুর্বল রাবী হলেও হাদিসটি হাসান অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য।"[৪]

শুধু তাই নয়, আল্লামা ইমাম ইবনে যওজী (রহ.) তার جامع المسانيد গ্রন্থে একটি হাদিস উল্লেখ করে বলেন-

هو الصحيح لغيره ' اسناد لضعف ابن لهيعة -

১ আল্লামা ইবনে হাজর হায়সামী : মাযমাউদ যাওয়াইদ, ১/৫৩পৃ. হাদিস:১৬২,ইসলাম ও ঈমান অধ্যায়।
২ আল্লামা ইবনে হাজর হায়সামী : মাযমাউদ যাওয়াইদ, ৪/১৯৬পৃ. হাদিস,৭০০৯, ৫/১১৫পৃ. হাদিস,৮৪৬৯, ৪/২০পৃ. হাদিস,৫৯৫৪, ৫/২৪৩পৃ. হাদিস,৯২৪২, ৫/২৫৯পৃ. হাদিস, ৯৩২৯, ৫/৩২৫পৃ. হাদিস, ৯৬৬৪, ৫/৩৪০পৃ.হাদিস, ৯৭৪৯, ৬/৭পৃ. হাদিস,৯৭৭৮, ৬/৪২পৃ. হাদিস,৯৮৭৬, ৬/৫১পৃ. হাদিস, ৯৮৯৯, ৬/৭১পৃ. হাদিস,৯৯৪৭, ৬/৭২পৃ. হাদিস, ৯৯৪৮, ৬/১৫৪পৃ. হাদিস,১০২০৯, ৬/১৫৫পৃ. হাদিস,১০২১১, ৬/১৯০পৃ. হাদিস, ১০৩০৩, ৬/২১২পৃ. হাদিস, ১০৩৬৭, ৬/২৩১পৃ. হাদিস,১০৪২১, ৭/৭৭পৃ. হাদিস, ১১১৯৭, ৭/৮৮পৃ. হাদিস,১১২৫১, ৭/১০০পৃ. হাদিস,১১৩১৩, ৭/১১৭পৃ. হাদিস,১১৩৮৬, ৭/৩০০পৃ. হাদিস, ১২৩২৪, ৮/১০২পৃ. হাদিস, ১৩১৯২
৩ আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতি : জামেউস সগীর : ২/৩৬১ হাদিস : ৪৮৪২
৪ আল্লামা ইবনে হাজর হায়সামী : মাযমাউদ যাওয়াইদ, ৪/১৯৬;৭০০৯

-"ইমাম ইবনে যওজী (রহ.) বলেন, উক্ত হাদিসটি صحيح لغيره 'সহিহ লিগাইরিহী' (সহিহ লি জাতিহী নয় তার কারণ) উক্ত হাদীসে একজন দুর্বল রাবী ইবনে লাহিআহ রয়েছে।"[১]

যেমন প্রসিদ্ধ একটি হাদিস রয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) ইরশাদ ফরমান :

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ القُبُور، وَالمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا المَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ

-"আল্লাহ কবর জিয়ারতকারীনী মহিলাদের উপর অভিসম্পাত করেন।"

উক্ত হাদিসটি ইমাম তিরমিযী, নাসায়ী, হাকিম, ইমাম আবু দাউদ (রহ.) বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদীসের একজন রাবী আবু ছালেহ বাযাম তার সম্পর্কে ইমাম ইবনে মাহদী (রহ.) বলেন, তার হাদিস পরিত্যাগযোগ্য।

ইমাম আবু আহমদ (রহ.) ও ইমাম নাসায়ী বলেন, ليس بالقوى অর্থাৎ- তিনি শক্তিশালী রাবী নয়, অনুরূপভাবে ইমাম যাহাবী ও বলেছেন।"[২] অথচ ইমাম তিরমিযী হাদিসটিকে 'হাসান'বলেছেন।

আল্লামা হাইসামী (রহ.) একটি হাদিসের সনদ সম্পর্কে বলেন-

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ ابْنِ لَهِيعَةَ وَهُوَ حَسَنُ الحَدِيثِ وَفِيهِ ضَعْفٌ.

-"উক্ত হাদিসটি ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন, উক্ত হাদিসের সমস্ত রাবী বিশ্বস্ত শুধু "ইবনে লাহিআহ" ব্যতীত,কেননা তিনি দুর্বল রাবি। তাই উক্ত হাদিসটি "হাসান" পর্যায়ের।"[৩]

দেখুন ইবনে লাহি'আহ (রহ.) হলেন একজন দুর্বল রাবী। তারপরও হাদিসটি দুর্বল বলেন নি।

তিনি অন্যস্থানে উক্ত দুর্বল রাবী সম্পর্কে লিখেন-

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا ابْنَ لَهِيعَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ.

-"উক্ত হাদিসটি ইমাম আহমদ (রহ.) বর্ণনা করেছেন, উক্ত হাদিসের সমস্ত রাবী সহিহ বা বিশুদ্ধ শুধুমাত্র ইবনে লাহি'আহ ছাড়া। তবে তার হাদিসটি "হাসান" পর্যায়ের।"[৪]

১ আল্লামা ইমাম ইবনে জওজী : জামিউল মাসানিদ : ২/১৩৩, হাদিস : ১১২৩
২ আল্লামা ইমাম যাহাবী : মিযানুল ইতিদাল : ৪/৫৩৮ : রাবী নং : ১০৩০২
৩ ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউদ-যাওয়াহিদ : ৬ / ২৯৫ পৃ.হাদিস:১০৭৬১
৪ ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউদ-যাওয়াইদ : ৪/৩৩৬ পৃ.

তিনি অন্যস্থানে উক্ত রাবী সর্ম্পকে বলেন-

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

-"উক্ত হাদিসটি ইমাম তাবরানী সংকলন করেছেন, উক্ত সনদে ইবনে লাহি'আহ বিদ্যমান, তারপরও তার কারণে হাদিসটি "হাসান"। আর বাকী রাবীগুলো সহিহ বা বিশুদ্ধ।"[১]

শুধু তাই নয়, তিনি অন্যত্র হুবহু বলেন-

رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

-"উক্ত হাদিসটি ইমাম বায্যার (রাহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন, উক্ত সনদে ইবনে লাহি'আহ রয়েছে, তারপরও তার সনদটি "হাসান", আর বাকী সকল রাবী বিশুদ্ধ।"[২]

আল্লামা হাইসামী অন্যস্থানে অন্য রাবী সম্পর্কে লিখেন-

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ وَفِيهِ ضَعْفٌ لِسُوءِ حِفْظِهِ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

-"হাদিসটি ইমাম আবু ই'য়ালা (রাহিমাহুল্লাহ) ও ইমাম তাবরানী (রাহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন, উক্ত সনদে সমালোচিত রাবী "মুহাম্মদ বিন আমর বিন আলকামা" রয়েছেন, তারপরও হাদিসটি "হাসান"। আর বাকী সমস্ত রাবী সিকাহ বা বিশ্বস্ত।"[৩] ইমাম হাইসামী এ রাবির ব্যাপারে অনুরুপ তার এ গ্রন্থের ১৮ স্থানে বলেছেন।[৪]

তিনি অন্যস্থানে অন্য এক রাবী সম্পর্কে লিখেন-

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ.

-"উক্ত হাদিসটি ইমাম আহমদ সংকলন করেছেন, উক্ত সনদে "আলী বিন যিয়াদ" রয়েছেন, আর তিনি দুর্বল, তারপরও হাদিসটি "হাসান"।"[৫] আল্লামা ইবনে হাযার হাইসামী এক হাদিস প্রসঙ্গে বলেন,

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ ابْنِ لَهِيعَةَ، وَهُوَ حَسَنُ الْحَدِيثِ

১ ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউদ-যাওয়াইদ : ৪/৩৩৫ পৃ.
২ ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউদ-যাওয়াইদ : ৪/৩২৯ পৃ.
৩ ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউদ-যাওয়াইদ : ৭/১৪২ পৃ.১১৫১৭
৪ ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউদ-যাওয়াইদ : ১/২২১পৃ. হাদিস,১১১৮,ও ২/৩৩পৃ. হাদিস, ২১০৩, ৪/৩১৬পৃ. হাদিস, ৭৬৮৩, ৪/৩২৩পৃ. হাদিস,৯৮১৩, ৬/১৩৮পৃ. হাদিস,১০১৫৫, ৬/২১৮পৃ. হাদিস,১০৩৮৩, ৬/২৭৩পৃ. হাদিস.১০৬৪১, ৭/১৪২পৃ. হাদিস,১১৫১৭, ৮/১০১পৃ. হাদিস,১৩১৮৭, ৮/২৩৮পৃ. হাদিস,১৩৮৯৬, ৯/২২৫পৃ. হাদিস, ১৫৭৮৫, ৯/২২৭পৃ. হাদিস,১৫২৮৬, ৯/৪১৮পৃ. হাদিস,১৬১৮২, ১০/৩০৮পৃ. হাদিস,১৮২০১, ১০/৩৯৮পৃ. হাদিস, ১৮৬৫২
৫ ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউদ-যাওয়াইদ : ৪/৩২২ পৃ.

-"হাদিসটি তাবরানী বর্ণনা করেছেন,হাদিসের সমস্ত রাবি বিশ্বস্ত,তবে ইবনে লাহিয়াহ ব্যতিত, তারপরও হাদিসটি হাসান।" (মাযমাউদ যাওয়াইদ : ১০/১৫৯ পৃ. হাদিস,১৭২৭২) তিনি অনুরুপ নিম্নের আরেকটি হাদিস প্রসঙ্গে বলেন,

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَقَالَ: الْهَنْبَاطُ بِالرُّومِيَّةِ: صَاحِبُ الْجَيْشِ. وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ ابْنِ لَهِيعَةَ، وَهُوَ حَسَنُ الْحَدِيثِ.

-"হাদিসের সমস্ত রাবি বিশ্বস্ত, শুধু ইবনে লাহি'আহ ব্যতিত। তারপরেও হাদিসটি হাসান।" (মাযমাউদ যাওয়াইদ,১০/১৭০পৃ.হাদিস:১৭৩৪৭)

শুধু তাই নয় প্রসিদ্ধ একটি হাদিস হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন

أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً.

-"রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন : কিয়ামতের ময়দানে আমার সবচেয়ে নিকটে থাকবে সেই ব্যক্তি যে আমার প্রতি অধিক দুরূদ শরীফ পাঠ করবে।"

উক্ত হাদীসে পাকটি ইমাম তিরমিযী ইমাম ইবনে হিব্বান (রাহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদীসে একজন রাবী 'মুসাবিন ইয়াকুব জামাঈ আল মাদানী' সম্পর্কে ইমাম নাসায়ী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, উক্ত রাবী ليس بالقوى অর্থাৎ- সে মজবুত বা শক্তিশালী রাবী নয়।

তারপরও ইমাম তিরমিযী (রাহিমাহুল্লাহ) উক্ত হাদিসটিকে 'হাসান' বলেছেন, তাই প্রমাণিত হলো একজন রাবী সাধারণত দুর্বল হলে হাদিস 'হাসান' বা গ্রহণযোগ্য।[১]

সুতরাংতার বক্তব্য দ্বারা বুঝা গেল একজন রাবি দ্বঈফ হওয়াতে হাদিসের সনটি দ্বঈফ হওয়া শর্ত নয় তবে রাবির ব্যাপারে যদি মুহাদ্দিসগন বেশী দুর্বলতার শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করে যেমন মুনকার, বাতিল, মাতরুক হলে নিশ্চয় দ্বঈফ হবে।

একজন রাবি মুনকার,মুদ্তুরাব,মাতরুক ইত্যাদি হলে হাদিসের সনদটি জাল নয়, বরং দ্বঈফ বলা যেতে পারে

বর্তমান আহলে হাদিসগন খুবই ফিতনা ছড়াচ্ছে যে হাদিসের সনদে কোন রাবির ব্যাপারে যদি মুনকার ..ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয় তাহলে তা তাদের দৃষ্টিতে

১ ক. ইমাম তিরমিযী : আস সুনান : ১/২৪১ : হাদিস : ৪৮৪
খ. ইমাম যাহাবী : মিযানুল ইতিদাল : ৪/২০৯ : রাবী : ৯৪৪০
গ. আল্লামা ইমাম সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ১৬০ পৃ: হাদিস : ২৬৮
ঘ. আল্লামা ইমাম আযলুনী : কাশফুল খাফা : ১/২৩৯ : হাদিস : ৮৩৫

হাদিস হিসেবে গন্য। অথচ এটি হচ্ছে তাদের মনগড়া নীতিমালা। সকল মুহাদ্দিসগনই বলেছেন সনদের একজন রাবির প্রতি উপরের বর্নিত দুর্বলতার ইঙ্গিত দ্বারা সনদটি দ্বঈফ হবে কিন্তু জাল নয়। এ বিষয়ে ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহ.) বলেন

المنكر نوع اخر غير الموضوع وهو قسم الضعيف-التعقبات:٦٣- باب :الاطعمة تحت حديث عائسة كلوا الثلج بالتمر

-"সর্বসম্মত অভিমত হলো মুনকার সনদ জাল হাদিসের প্রকার নয়,বরং দ্বঈফ হাদিসের প্রকার।"(সুয়ূতি, তা'আকিবাত, ৩৭পৃ.অধ্যায় ঃ ইত'আম)

ইমাম সুয়ূতি (রহ.) তার এ কিতাবের অন্যস্থানে বলেন

صرح ابن عدى بأن الحديث منكر فليس بموضوع-التعقبات:٦٢

-"এটা সুস্পষ্ট কথা ইমাম আদি (রহ.) বলেছেন মুনকার সনদের হাদিস জাল নয়।"(সুয়ূতি, তা'কিবাত,৬২পৃষ্ঠা) তিনি এ কিতাবের অন্যস্থানে বলেছেন যে

المنكر من قسم الضعيف وهو محتمل فى الفضائل-التعقبات:باب المناقب

-"সনদ মুনকার হওয়া এটা দ্বঈফ হাদিসের প্রকার (জাল নয়) যা আমলের ফযিলত সম্ভবনা রাখে। (তা'কিবাত,কিতাবুল মানাকিব)

অপরদিকে মুদত্বরাব সনদ সম্পর্কে তিনি বলেন

المضطرب من قسم الضعيف لا الموضوع:٢٧:باب الجنائز

-"সনদ মুদত্বরাব হলো দ্বঈফ সনদের প্রকার, জাল হাদিসের প্রকার নয়।"(সুয়ূতি, তা'কিবাত,২৭পৃষ্ঠা)

সিকাহ বা বিশ্বস্ত রাবির মুরসাল হাদিস গ্রহনযোগ্য

বর্তমান আহলে হাদিসগনের দৃষ্টিতে মুরসাল হাদিস দ্বঈফ হিসেবে গন্য তাই তা গ্রহনযোগ্য নয়। অথচ এটি হচ্ছে তাদের মনগড়া নীতিমালা। বিশেষ করে আলবানী এ বিষয়টি নিয়ে খুবই বেশী বাড়াবাড়ি করছে। অথচ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) একটি হাদিসের সনদ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন

وَقَالَ أَبُو دَاوُدُ: هَذَا مُرْسَلٌ) : أَيْ: نَوْعٌ مُرْسَلٌ وَهُوَ الْمُنْقَطِعُ لَكِنَّ الْمُرْسَلَ حُجَّةٌ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ

-"ইমাম আবু দাউদ বলেন সনদটি মুরসাল, আর মুরসাল হলো মুনকাতে'ঈ এর প্রকার। তবে জমহুর মুহাদ্দিসীনে কেরামের নিকট মুরসাল হুজ্জাত বা দলিলের উপযুক্ত। (মিরকাতুল মাফাতিহ,১/৩৬৮পৃ. হাদিস,৩২৩, কিতাবুল,ত্বহারাত) উক্ত

গ্রন্থকার তার এ গ্রন্থের ১৫ স্থানে বলেছেন যে, জমহুর মুহাদ্দিসীনেকেরামের নিকট মুরসাল হাদিস গ্রহনযোগ্য ও হুজ্জাত।[১] এ ব্যাপারে ইমাম ইবনে আমিরুল হাজ্জ (রহ.) তার হুলিয়া গ্রন্থেও বলেছেন যে সিকাহ রাবির মুরসাল গ্রহনযোগ্য (হুলিয়া,২/৮৯পৃ. অধায়, সিফাতুস্-সলাত) আল্লামা বরুদ্দীন মাহমুদ আইনী (রহ.) ও বলেছেন মুরসাল হাদিস হুজ্জাত অধিকাংশ মুহাদ্দিসগনের নিকট গ্রহনযোগ্য।[২] অনূরুপ অভিমত আহলে হাদিসদের কিছু ইমাম শাওকানী, মোবারকপুরী,আযিমাবাদী ও তাদের গ্রন্থে বলেছেন।[৩]

পৃথিবীর সবচেয়ে ভূয়া তাহক্বীক কারী শায়খ আলবানীর পরিচয় ঃ

আমি আমার এ পুস্তকে যাদের খন্ডন করেছি তাদের মধ্যে অন্যতম একজন হলো আহলে হাদিসের তথাকথিত ইমাম নাসিরুদ্দীন আলবানী (মৃত.১৯৯৯ খৃ.)। এ লোকটি ১৯১৪ ঈসায়ী সালে ইউরোপের একটি দেশ আলবেনিয়ায়র রাজধানী কুদরাহ্তে জন্ম গ্রহন করেন। আলবেনিয়ায় জন্ম গ্রহন করার কারনে তাকে আলবানী বলা হয়। তার পুরো নাম হলো আবু 'আবদুর রাহমান মুহাম্মদ নাছির উদ্দিন আলবানী'। তার পিতার নাম নূহ নাতাজী আলবানী আল-হানাফী। তিনি ছিলেন তৎকালিন সময়ের একজন প্রসিদ্ধ হানাফী আলেম। আলবানীও প্রাথমিক যুগে হানাফী ছিলেন এবং তার সম্মানিত পিতার বন্ধু শায়খ সায়ীদ আল-বুরহানীর নিকট সে হানাফি মাযহাবের অনেক ফিক্হের গ্রন্থ অধ্যায়ন করেন।[৪] পরে সে নিজে পথভ্রষ্ট হয়ে সকল মাযহাবকেই অস্বিকার করে বসে, এবং মাযহাব মানাকে হারাম ,শিরক পর্যন্ত ঘোষনা করে বসে। অথচ তার সম্মানিত পিতা ও সে নিজেও হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিল।

১ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী, মিরকাতুল মাফাতিহ, ২/৭৯৫পৃ. হাদিস,১০০৬, ৩/৯৪০পৃ. হাদিস,১২৫৪, ৩/৯৪৮পৃ. হাদিস,১২৬৮, ৪/১২৯২পৃ. হাদিস,১৮০৪, ৫/১৯৬০পৃ. হাদিস, ২৯১৭, ৫/১৯৮৪পৃ. হাদিস,২৯৬৯, ৫/২১৪৫পৃ. হাদিস,৩২৯১, ৬/২২২পৃ. হাদিস, ৩৩৯২, ৬/২৪২০পৃ. হাদিস,৩৭২০, ৭/২৭৫৪পৃ. হাদিস,৪২৮২, ৭/২৮৭৭পৃ. হাদিস ঃ৪৫৫০, ৭/২৮৮পৃ. হাদিস,৪৫৫৬, ৭/২৯৪পৃ. হাদিস,৪৬৫১, এবং ৭/৩০২৩পৃ. হাদিস,৪৮০৮

২ আল্লামা বদরুদ্দীন মাহমুদ আইনী,শরহে সুনানে আবু দাউদ,৪/৫৯পৃ.উমদাতুল ক্বারী,২/১৬২পৃ.৫/২২০পৃ. ৬/২৩২পৃ. ৯/৪পৃ. ১২/২৪১পৃ.

৩ আল্লামা শাওকানী,নায়লুল আউতার,৭/৩০৭পৃ.মোবারকপুরী,তুহফাতুল আহওয়াজী,২/৮১পৃ. ৩/২৯পৃ. মের'আত,৩/২৪পৃ. হাদিস,৮০৯, আযিমাবাদী, আওনুন মা'আবুদ,৮/৭৮পৃ.

৪ যা আমি লিখলাম সেগুলো হুবহু আহলে হাদিস আবুল কালাম আযাদ আলবানীর জীবনীতে এবং তার একটি আরাবী পুস্তকের বাংলা অনুবাদ "ছহিহ হাদিসের পরিচয় ও হাদীছ বর্ণনার মূলনীতি" বইয়ের ৭-৮পৃষ্ঠায় তা লিখেছেন। (আযাদ প্রকাশন ,আন্দরকিল্লা,চট্টগ্রাম) এ ছাড়া সৌদি আরব থেকে তাঁর আরাবীতে বিশাল জীবনী গ্রন্থ "সাবাতু মুয়ালাফাতিল আলবানী" (যা লিখেছেন আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আশ্-শামরানী) বের হয়েছে সেখানেও লিখা হয়েছে তিনি প্রথমে হানাফি মাযহাবের অনুসারী ছিলেন পরে মুজতাহিদ হয়ে গেছেন। (পৃ.২ ও ১৬)

আলবানী এমন কোন হাদিস গভেষক নয়, তার অধিকাংশ সময় কেটেছে ঘড়ি মেরামত করে।[১] আহলে হাদিসগন ঘড়ির ডাক্তার, দাঁতের ডাক্তার জাকির নায়েকের কথা মানতে তাদের কোন অসুবিধা হয় না, কিন্তু আমরা একজন তাবেয়ী ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর কথা মানলে তাদের এত অসুবিধা। অথচ তার অনুসারীরা তার প্রশংসায় লিখেছে যে "পৃথিবীর মুসলিমদের সম্মুখে বিশুদ্ধ সুন্নাহ উপস্থাপন কারার তাওফীক যে কয়জন বান্দাকে দিয়েছেন তাদের মধ্যে হাফিয যাহাবী (রহ.),ও হাফিয ইবনে হাযার আসকালানী (রহ.)-এর পর আল্লামা মুহাম্মদ নাছির উদ্দিন (রহ.)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।"[২] সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! তাদের কাছে হাফেযুল হাদিস ইমাম সুয়ূতি (রহ.) সহ অনেক বিজ্ঞ হাদিস বিশারদ যারা ইলমে হাদিসের জন্য নিজের জীবনকে অতিবাহিত করে দিয়েছেন সে মুহাদ্দীসদের কোন নাম তাদের মুখে আসলো না, আসলো পৃথিবীর সবচেয়ে ভূয়া তাহক্বীক কারী আলবানী নাম। অথচ সে ইমাম যাহাবী (রহ.)'র সমালোচনা করেছে, যা নিম্নে আলোচনা করা হবে।

আলবানী অসংখ্য মুতাওয়াতির পর্যায়ের হাদিসকেও দ্বঈফ ও মওদু বা জাল বলে তার বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। সেগুলো আমি এখানে দ্বিতীয় বার আলোচনা করতে চাই না কারন এই কিতাবের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন হাদিসের আলোচনায় তার এ ভূয়া তাহক্বীকের জবাবে আলোচনা হবে।

এ আলবানী নামক লোকটির সমালোচনা থেকে পৃথিবীর বিজ্ঞবিজ্ঞ ইমামগনও মুক্ত ছিলেন না। সে তার সিলসিলাতুল আহাদিসুদ্ দ্বঈফাহ গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে ইমাম তিরমিযীর ব্যাপারে লিখেছেন "ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনানে কত জাল হাদিসকে যে হাসান, সহিহ বলে ফেলেছেন তার কোন হিসাব নেই।"[৩] এ বিষয়ের জবাব আমি ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। আলবানী নামক এ লোকটির দৃষ্টিতে একটি হাদিস সহিহ নয়, অথচ অন্যান্য মুহাদ্দিস তাকে সহিহ বলায় তিনি হাদিসের বিখ্যাত তিন জন ইমাম হাকিম নিশাপুরী, ইমাম যাহাবী, ইমাম মুনযিরী (রহ.) সম্পর্কে বলেছেন-

১ আবুল কালাম আযাদ আলবানীর জীবনীতে এবং তার একটি আরাবী পুস্তকের বাংলা অনুবাদ "ছহিহ হাদিসের পরিচয় ও হাদীছ বর্ণনার মূলনীতি" বইয়ের ৭ পৃষ্ঠায় তা লিখেছেন। (আযাদ প্রকাশন ,শাহী জামে মসজিদ,আন্দরকিল্লা,চট্টগ্রাম)

২ আবুল কালাম আযাদ আলবানীর জীবনীতে এবং তার একটি আরাবী পুস্তকের বাংলা অনুবাদ "ছহিহ হাদিসের পরিচয় ও হাদীছ বর্ণনার মূলনীতি" বইয়ের ৭ পৃষ্ঠায় তা লিখেছেন। (আযাদ প্রকাশন ,আন্দরকিল্লা,চট্টগ্রাম)

আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুদ্-দ্বঈফাহ ওয়াল মাওদুআহ, অপরদিকে ইমাম তিরমিযীর উপর আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীরের অনুরুপ আপত্তি মূলত আলবানীরই বুলি।

قال الحاكم صحيح الاسناد ووافقه الذهبي!واقره المنذرى فى الترغيب:وكل ذلك من اهمال التحقيق والاستسلام للتقليد والا فكيف يمكن للمحقيق ان يصح مثل هذا الاسناد

-"হাকিম বলেছেন, হাদিসটির সনদ সহিহ। ইমাম যাহাবী তাঁর সাথে একত্মাতা পোষন করেছেন। ইমাম মুনযিরী (রহ.) 'তারগীব ও তারহীব' নামক কিতাবে তার স্বীকৃতি দিয়েছেন। আর এটি হয়েছে,তত্ত্ব-বিশ্লেষনের প্রতি উদাসীনতা, তাক্বলীদের প্রতি আত্মসমর্পণ (অন্ধানুকরণ),নতুবা একজন বিশ্লেষনধর্মী আলেম কিভাবে একে সহিহ বলতে পারেন।"(সিলসিলাতুল আহাদিসুদ্-দ্বঈফাহ ওয়াল মাওদুআহ,৩/৪৭৯পৃ.) সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আলবানী এমন মহান তিনজন ইমামের কিভাবে সমালোচনা করতে পারলো? অথচ এ সমস্ত আলেমদের পশমের তুল্য হবে না। তার এ গ্রন্থের আরেক স্থানে হাফেযুল হাদিস ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহ.)'র সমালোচনা করতে গিয়ে লিখেন যে-

فيا عجبا للسيوطى كيف لم يخجل من تسويد كتابه الجامع الصغير بهذا الحديث

-"কী আশ্চর্য! জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহ.) তাঁর জামেউস সগীরে কিভাবে এ হাদিস উল্লেখ করতে একটু লজ্জাবোধ করলেন না! (সিলসিলাতুল আহাদিসুদ্-দ্বঈফা,৩/৪৭৯পৃ.) নাউযুবিল্লাহ! তিনি তার এ পুস্তকে ইমাম সুয়ূতির গ্রহনযোগ্যতা সম্পর্কে বলেন- وجعجع حوله السيوطى -"জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহ.) হাকডাক (কোলাহলপূর্ন, হট্ট গোলপূর্ন) ছেড়ে থাকেন। (আলবানী,সিলসিলাতুল আহাদিসুদ্-দ্বঈফা,৪/১৮৯পৃ.) দেখুন ইমাম সুয়ূতি (রহ.)'র মত একজন মুজাদ্দিদের তাহক্বীক তাঁর কাছে নাকি হট্টগোল করার মত। সে ইমাম তাজুদ্দীন সুবকী (রহ.) যিনি ইমাম তকি উদ্দিন সুবকী (রহ.)'র ছেলে এবং বিজ্ঞ হাদিস বিশারদ,আলেম ছিলেন; তাঁর সমালোচনা করতে গিয়ে লিখেন-

لكنه دافع عنه بوازع من التعصب المذهبى لا فائدة كبرى من نقل كلامه وبيان مافيه من التعصب

-"মাযহাব অনুসরণের গোঁড়ামী তাকে প্ররোচিত করেছে। তাঁর কথা উল্লেখ করে এবং তাঁর গোঁড়ামির কথা আলোচনা করার মধ্যে তেমন উল্লেযোগ্য কোনো উপকারিতা নেই। (সিলসিলাতুল আহাদিসুদ্-দ্বঈফাহ,২/২৮৫পৃ.) সে আরও অসংখ্য হক্কানী ইমামের সমালোচনা করেছে; তার অসংখ্য কুফুরী আক্বীদা, এবং তার ভূয়া তাহক্বীকের জবাবে আমি ইনশা আল্লাহ! শীঘ্রই বিস্তারিতভাবে বই প্রকাশ করবো। বিখ্যাত হাদিস বিশারদ আল্লামা শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ.) সম্পর্কে আলবানী বলেন

اشل الله يدك وقطع لسانك يدعو على العلامة الشيخ عبد غدة ويقول عنه:انه غدة كغدة البعير ثم يقول مستهزئا ضاحكا:اتعرفون غدة

-"আল্লাহ তোমার হাত অবশ করে দিক এবং তোমার জিহ্বাকে কর্তন করুক। (কাশফুন নিকাব,পৃষ্ঠা-৫২) এ রকম শতশত পূর্বের ও সমসাময়িক মুহাদ্দিসের সে ব্যাপারে কঠিন মন্তব্য করেছে। শুধু মাত্র আহলে হাদিস ছাড়া। এ বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে আমার এ পুস্তকটি আরও দীর্ঘয়িত হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। আলবানীর ব্যাপারে আমি শেষে একটি কথাই বলবো যে, সেই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যে রাসূল (দ.) এর রওযা মোবারককে অপসারনের জন্য পুস্তক লিখেছেন ও প্রস্তাব দিয়েছেন।[১] সে যে ঈমাএটারা তাতে কোন সন্দেহ নেই। তার তাহক্বীক ইসলামী শরীয়তে কোন মূল্য নেই।

শায়খ আবদুল কাদের (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ও ইমাম গায্যালী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর হাদিস জাল বর্ণনার মিথ্যা অভিযোগ

"প্রচলিত জাল হাদিস" যা মাওলানা মতিউর রহমান এর লিখিত ৬৮-৭২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী এবং পাকিস্তানের মৌলভী সরফরায খাঁনের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে,লিখেছে, বড় পীর শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী (رضي الله عنه) এর প্রসিদ্ধ কিতাব 'গুনিয়াতুত ত্বালিবিন' এবং ইমাম গায্যালী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) রচিত শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ 'ইহইয়াউল উলুমুদ্দীন'র মধ্যে অসংখ্য জাল হাদিস রয়েছে।

লিখেছে, এতগুলো জাল হাদিস রয়েছে গ্রন্থদ্বয়ে যা গণনা করা অসম্ভব। অপরদিকে আবার 'প্রচলিত জাল হাদিস' গ্রন্থে উভয় বুযুর্গের প্রশংসা করেছেন এবং কারামত বিশিষ্ট বুযুর্গ ওলী আখ্যিায়িত করে।

যেমন উক্ত বইয়ের ৬৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 'নিঃসন্দেহে হযরত শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর যুগের বড় বুযুর্গ, কারামত বিশিষ্ট ওলী, ইসলাহের পাঠদানকারী এবং একজন সুবক্তা ছিলেন। তবে তিনি রিযাল শাস্ত্রে (হাদীসে) বিজ্ঞ ছিলেন না। হাদীসের সহিহ, দ্বয়ীফকে মুহাদ্দিসীনে কেরামের ন্যায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন না।[২]

১ আলবানী এ কুফুরী বাক্যটি তাঁর তিনটি গ্রন্থে বলেছেন। আলামা শায়খ সৈয়দ ইউসুফ হাশেম আর-রেফায়ী "নসীহত লি ইখওয়ানিনা উলামায়ে নজদ" যা বাংলায় (সনজরী,প্রকাশনা ,আন্দরকিল্লা,চট্রগ্রাম থেকে প্রকাশিত) প্রকাশিত হয়েছে তার বাংলা নাম 'নজদি উলামা ভাইদের প্রতি নছীহত' বইয়ের ১৩৯পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। সে তার 'আহকামুল জানায়েয' গ্রন্থে,ও তাহযিরুল মাজেদ গ্রন্থে বারবার ইল্লেখ করেছেন (তাহযিরুল মাজিদ-৬৮-৬৯পৃ.) এবং সে তার 'হুজ্জাতুন্নবী' গ্রন্থে আরও অতি বাড়াবাড়ি করেছে (উক্ত বই-১৩৭পৃষ্ঠা) সে রাসূল (দ.) রওযা শরীফের গম্বজকে মদিনা মনোওয়ারার অন্যতম বিদআত বলে অভিহিত করেছেন।

২ মাওলানা মতিউর রহমানঃ প্রচলিত জাল হাদিস, পৃ-৬৮

ড.আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর তার "হাদিসের নামে জালিয়াতি" বইয়ে উপরের লেখকের কথার সমর্থন করেছে।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আপনারা দেখলেন, তারা তাকিদ দিয়ে লিখেছে গাউছে পাক (رضي الله عنه) নিঃসন্দেহে বড় বুযুর্গ ও ওলীয়ে কামেল ছিলেন। তাদের কাছে প্রশ্ন হলো তারা যদি তাদের কিতাবে জাল হাদিস লিখে থাকে, তাহলে কিভাবে এত বড় বুযুর্গ হয়? অথচ তিনি উক্ত গ্রন্থের ৪৩ পৃষ্ঠায় লিখেছে জাল রেওয়ায়েত বর্ণনা করা কবীরা গুনাহ। কবীরা গুনাহগার সকলের মতে ফাসেক এবং আর এই ব্যক্তি জাহান্নামে শাস্তি র উপযুক্ত।

তাহলে গাউছে পাক ও ইমাম গায্যালী (رَحِمَهُمَاالله) তারা উভয়ই জাহান্নামী হলেন তাদের ফতোয়ায়? আবার তারা কিভাবে কারামত বিশিষ্ট ওলী হন। এটা কী একমুখে দু'কথা নয়? তারাই হাদিস উল্লেখ করেছে রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন,

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ-"যে ব্যক্তি আমার উপর মিথ্যারোপ করবে, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা খুঁজে নেয়।"[১]

সুতরাং তারা একমুখে দুধরনের ফতোয়া দেয়ার মাধ্যমে জাহান্নামের ঠিকানা বানিয়ে নিলো। উক্ত পুস্তকে আরও লিখেছে যে, শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী (رضي الله عنه) শুধু তাঁর যুগের বড় বুযুর্গ ছিলেন। নাউযুবিল্লাহ! অথচ বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ "নুযহাতুল খাওয়াতির" গ্রন্থে লিখেন-

لقد بلغنى عن الاكابر ان الامام الحسن بن سيدنا على رضى الله تعالى عنهما لما ترك الخلافة لما فيه الفتنة والأفة عوضه الله سبحانه وتعالى القطبية الكبرى فيه وفى نسله وكان رضى الله تعالى القطب الأكبر وسيدنا السيد عبد القادر هو القطب الأوسط والمهدى خاتمة الأقطاب-

-"নিশ্চয় আকাবির ওলামা থেকে আমার কাছে এ খবর পৌঁছেছে যে, হযরত ইমাম হাসান ইবনে আলী (رضي الله عنه) ফিতনা ফ্যাসাদের কারণে যখন খিলাফতের দাবি ছেড়ে দিলেন, তখন আল্লাহ তা'য়ালা এর পরিবর্তে তাঁর ও তাঁর পরবর্তী সন্তানদের মধ্যে কুতবিয়্যাত-ই-কোবরা (গাউছিয়াত-ই-উয্মা) এর মর্যাদা দান করেছেন। প্রথম কুতুব হলেন সায়্যিদুনা ইমাম হাসান (رضي الله عنه) মধ্যখানে শুধুমাত্র কুতুব হন, হযরত শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী (رضي الله عنه) আর সর্বশেষ কুতুব হবেন ইমাম মাহদী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)।"[২]

১ সহীহ বুখারী, ১/৩৩, হাদিস-১০৭, এবং ২/৮০পৃ.হাদিসঃ১২৯১,হযরত মুগীরা (রা.) হতে,মুসলিম ১/১০পৃ. হাদিস : ৩,হাদিসটি মুতাওয়াতির পর্যায়ের।

২ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : নুযহাতুল খাওয়াতির, পৃ-১৪২

অতএব প্রমাণ হয়ে গেল, গাউছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ) তাঁর যুগের নয় বরং কিয়ামতের পূর্বে ইমাম মাহদী (আঃ) আগমনের পূর্ব পর্যন্ত সর্বশ্রেষ্ঠ কুতুবুল আকতাব এবং গাউসুল আযম।

শুধু তাই নয়, গাউসে পাক এবং ইমাম গায্যালী (রহঃ) এর জ্ঞান সম্পর্কে স্বয়ং আশরাফ আলী থানবী এবং পাকিস্তানের সরফরায খাঁন কী পরিমাপ জ্ঞানের বর্ণনা দিবেন ,আসুন তাদের মুখে শুনি।

বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) লিখেন : গাউছে পাক (রাঃ) বলেন,

وعزة ربى ان السعداء والاشقياء يعرضون علىّ وان ربوعينى فى اللوح المحفوظ انا حجة الله عليكم جميعا انا نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووارثه فى الارض ويقول: الانس لهم مشائخ والجن لهم مشائخ والملائكة لهم مشائخ وانا شيخ الكل رضى الله تعالى عنه ونفعنا به -

-"আমার রবের ইজ্জতের শপথ। নিশ্চয় ভাগ্যবান ও হতভাগ্য সকলকে আমার নিকট উপনীত করা হয়। নিশ্চয় আমার চোখের মণি লাওহ-ই-মাহফূযের উপর রয়েছে। আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর দলীল। আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর না'ইব বা প্রতিনিধি এবং পৃথিবীতে তাঁর উত্তরাধিকারী। তিনি আরো বলতেন, মানবজাতি, জ্বীন জাতি এমনকি ফিরিশতাদেরও পীর রয়েছে, আর আমি হলাম সকলেরই পীর (শায়খুল কুল)।' [১]

হুজ্জাতুল ইসলাম,ইমাম গায্যালী (রহঃ) 'মিএটাজুল আবেদীনে'র ভূমিকায় লিখেছেন 'আল্লাহ তায়ালা এই গ্রন্থ লিখার পূর্বে আমাকে স্বপ্নে (কাশ্‌ফে) তথ্য এবং নির্দেশনা দিয়েছেন তা অনুসরণ করে আমি যাতে কিতাব লিখি।

তাই আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের ব্যাপারে কিছু বলতে হলে বুঝে শুনে বলা উচিত।। আল্লাহর সাথে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে চিন্তা করুন। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত , মহান আল্লাহ বলেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ-

১ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : নুযহাতুল খাওয়াতির, পৃ-১৩২

-"যে ব্যক্তি আমার ওলীরে সাথে শত্রুতা করলো, সে আমাকে যুদ্ধ ঘোষণার চ্যালেঞ্জ করেছে।" [১] তাই এ সমস্ত লোকেরা এ দুই মহান ওলীর পশমের তুল্য নয়,তাই তাদের কথা আমাদের কাছে এক পয়সার মূল্যও নেই।

ইমাম তিরমিযী (রহ.) কী জাল হাদিস চিনতেন না ?

"হাদিসের নামে জালিয়াতি" বইয়ের ১৮৪-১৮৫পৃষ্ঠায় একটি হাদিস পর্যালোচনা করে প্রমান করার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন যে, ইমাম তিরমিযী অনেক জাল হাদিসকে নাকি 'হাসান' বা সহিহ বলেছেনন। নাউযুবিল্লাহ অপরদিকে আরও উল্লেখ করা হয়েছে,"ইমাম তিরমিযীর এগুলো ঢিলেমীজাত ভূলের উদাহারন।" নাউযুবিল্লাহ! দেখুন এত বড় একজন ইমাম যিনি কোন হাদিসটি সহিহ,হাসান,গরীব হবে তা সাথে সাথে সমাধান দিয়েছেন। তাই তার দ্বারাই বুঝা যায়,তিনি হাদিস শাস্ত্রের উপর কত বেশী পরিশ্রম করেছেন। আর তিনি ইমাম তিরমিযীর সারা জীবনের সাধনার ভূল ধরতে এসেছেন। তাও শতশত বছর পরে তবে হ্যাঁ, ইজতেহাদি দুই একটি হাদিসের ক্ষেত্রে এ রূপ হযেই থাকে। কোন রাবির কারনে এমনওতো হতে পারে,যে তার নিকট সিকাহ অন্য মুহাদ্দীসের নিকট দ্বঈফ বা পরিত্যাজ্য। তাই বলে তিনি দোষী নন। তাই আমি সর্বশেষ বলতে চাই,ইমাম তিরমিযী নিজের গ্রন্থেও মতামত নিজেই পেশ করেন এভাবে-

صنفت هذا الكتاب و عرضته على علماء الحجاز و العراق و خراسان , فرضوابه و من كان هذا الكتاب يعنى الجامع فى بيته فكان فى بيته نبى يتكلم -

-"আমি এ কিতাবটি হিযাজ,ইরাক এবং খুরাসানের আলিমগনের নিকট পেশ করি। তারা সকলেই এ গ্রন্থেও উপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং এটিকে উত্তম গ্রন্থ বলে অভিহিত করেন। তারপর বলেন,যার গৃহে আমার এ "আল-জামি" গ্রন্থটি রয়েছে তার গৃহে যেন স্বয়ং নবি করীম (ﷺ) অবস্থান করছেন এবং কথা বলছেন।" [২] ইমাম তিরমিযীর প্রশংসায় মুহাদ্দিসকুল শিরমনি ইমাম বুখারী(রহঃ)বলেন-

انتفعت بك اكثر مما انتفعت بى

১ সহিহ বুখারী : ৮/১০৫পৃ., হাদিস নং- ৬৫০২।
২ ক) আবু ঈসা তিরমিযী,আল-জা'মে,১/৩পৃ.দারুল ফিকর ইসলামিয়্যাহ,বয়রুত,লেবানন।
খ) যাহাবী,সিয়ারু আলামিন আন-নুবালা,১৩/২৭৪পৃ.
গ) ইমাম যাহাবী,তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায,২/৬৩৪
ঘ) ইমাম ইবনুল আসির,জামেউল উসুল,১/১৮৯পৃ.
ঙ) আল্লামা তাশ কোবরা, মিফতাহুস সা'আদাহ,২/১২২-১২৩পৃ.

-"আপনি (তিরমিযী) আমার দ্বারা যতটুকু উপকৃত হয়েছেন আমি আপনার দ্বারা তার চাইতেও বেশী উপকৃত হয়েছি।"[১] শুধু তাই নয় ইমাম বুখারী(রহ.)কিছু হাদিস ইমাম তিরমিযী কিছু(রহ.)এর থেকেও রেওয়ায়েত করেছেন।[২] অপরদিকে ইমাম হাকিম নিশাপুরী (রহ.) ইমাম তিরমিযী (রহ.) এর সম্পর্কে বলেন,

سمعت عمر بن علك يقول : مات البخارى فلم يخلف بخراسان مثل ابي عيسي فى العلم و الحفظ و الورع و الزهد بكى حتى عمى و بقى ضريرا سنين-

-"হাকিম নিশাপুরী (রহ.) তিনি ওমর ইবনে আলাক (রহ.) থেকে শুনে বলেন ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর ইন্তেকালের পর (খুরাসানে) জ্ঞান, পরহেযগারী এবং দুনিয়া বিমুখতার ক্ষেত্রে ইমাম আবু ঈসা (রহ.)-এর অনুরুপ আর কাউকে রেখে যাননি। তিনি অধিক কান্নার কান্নার জন্য শেষ বয়সে অন্ধ হয়ে গিয়েছেন এবং কয়েক বছর পর্যন্ত অন্ধাবস্থায় জীবন-যাপন করেন।"[৩] ইমাম শামসুদ্দীন যাহাবী (রহ.) বলেন-

الحافظ العالم صاحب الجامع و ثقة مجمع عليه -

-"তিনি ছিলেন হাফিয,আলিম,জামি গ্রন্থের সংকলক সিকাহ এবং বিশ্বস্ততার ব্যাপারে সকলেই একমত।"[৪] কিন্তু আমার বড় আফসুস যে আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, শায়খ নাসিরুদ্দীনর আলবানী মত লোকদের জন্য যে সকল ইমাম ,মুহাদ্দিস তিরমিযির বিশ্বস্ততার উপর একমত হয়েছেন, তাতে তারা সকলে হতে পারেনি।

শুধু তাই নয়, বিখ্যাত মুহাদ্দীস আবু ই'য়ালা (রহ.) বলেন-

ثقة متفق عليه و مشهور بالامانه و العلم

-"তিনি যে সিকাহ বা বিশ্বস্ত ছিলেন তার উপর ইমাম ও আলেমগন একমত পোষন করেছেন। তিনি আমানতদারী ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে ছিলেন প্রসিদ্ধ।"[৫] সম্মানিত পাঠকগন! আপনারাই বলুন,আমরা কি গ্রহনযোগ্য ইমামদের অভিমত শুনব নাকি গণ্ড মূর্খ লেখকদেও কথা শুনব?

আমি ছিলাম গুপ্ত ভান্ডার, ইচ্ছা হল পরিচিত হওয়ার, অত:পর আমি সমগ্র জগত সৃষ্টি করলাম

১ ইবনে হাজার আসকালানী,তাহযীবুত তাহযীব, ৭/৫৬৫পৃ.
২ আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযীবুত তাহযীব,৭/৩৬৫পৃ.
৩ ক) ইমাম যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ২/২৩৪পৃ.
খ) যাহাবী, সিয়ারু আলামিন আন্-নুবালা,১৩/২৭৩পৃ.
৪ ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল,৩/৬৭৮পৃ.
৫ ইবনে কাছির,জামিউল মাসানীদ, আল-মুকাদ্দামা,১/১০৯পৃ.

প্রচলিত জাল হাদীসের ৮১ পৃষ্ঠায় মাওলানা মতিউর রহমান এবং হাদীসের নামে জালিয়াতি বইয়ের ২২৪ পৃষ্ঠায় দুই এ বইয়ের লেখক উক্ত হাদিসকে জাল বলে প্রমাণের অনেক অপচেষ্টা চালিয়েছেন।

তারা উক্ত হাদীসের মূল শব্দ পরিবর্তন করেছে। মূল হাদীসের কিতাবে আমি জগতকে সৃষ্টি করলাম অনুরূপ কোথাও নেই। হাদীসে আছে, রাসূল (ﷺ) এর নূর মোবারক সৃষ্টি করলাম তার নূর মোবারক হতে সবকিছু সৃষ্টি করলাম। যেমন হাদিসগুলো নিম্নে দেওয়া হলঃ

দলীল নং- ১

বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা আব্দুর রহমান শাফূরী শাফেয়ী (রহ.) তাঁর বিখ্যাত কিতাব নুযহাতুল মাযালিসের ১/৪২২ পৃষ্ঠায় হযরত কাআবুল আহ্বার (রহ.) বর্ণনা করেন

لما اراد الله تعالى ان يخلق المخلوقات بسط الارض و رفع السماء و قبض قبضة من نوره و قال لها كونى محمدا فصار عمودا من نوره فعلا حتى انتهى الى حجب العظمة فسجد و قال فى سجوده الحمد لله فقال الله سبحانه و تعالى لهذا خلقتك محمدا منك ابدأ الخلق وبك اختم الرسل-

-"যখন আল্লাহ তা'য়ালা সমস্ত বিশ্ব জগত সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করলেন, তিনি যমীনকে সম্প্রসারিত করলেন ও আসমানকে বুলন্দ করলেন এবং তিনি গ্রহণ করলেন নিজ নূর হতে মুষ্টি নূর এবং এটাকে খেতাব করে বললেন, তুমি মুহাম্মদ (ﷺ) হয়ে যাও। তখন তাঁর নূরের একটি স্তম্ভ হয়ে গেল। অনন্তর তা উর্ধ্বদিকে চলল, তা আযমতের পর্দা সমূহে গিয়ে পৌঁছল। তারপর তা সিজদায় পতিত হল তা নিজ সিজদায় বললো, সমুদয় প্রশংসা আল্লাহর। তখন আল্লাহ সুবহানাহুও তা'য়ালা বললেন, এজন্যই আমি তোমাকে সৃষ্টি করলাম এবং তোমার নাম রাখলাম মুহাম্মদ। তোমার হতেই আমি সৃষ্টির সূচনা করব এবং তোমাকে দিয়ে রাসূলগণের বা রিসালাতের পরিসমাপ্তি ঘটাব।" [১]

দলীল নং- ২

নুযহাতুল মাযালিস কিতাবে উপরে উল্লেখিত হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আরেকটি হাদিস উল্লেখ করেন এভাবে,

وقال ابن عباس رضي لله عنهما لما أراد الله تعالى خلق المخلوقات وخفض الأرض ورفع السموات قبض قبضة من نوره ثم قال لها كوني حبيبي محمد فطاف

১ আল্লামা আব্দুর রহমান ছাফুরী শাফেয়ী : নুযহাতুল মাযালিস ১/৪২২ পৃ,

نور محمد صلى الله عليه وسلم بالعرش قبل آدم بخمسمائة عام وهو يقول الحمد لله فقال الله تعالى من أجل ذلك سميتك محمدا– (نزهة المجالس)

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'য়ালা যখন মাখলুকাতের সৃজন করতে ইচ্ছা করলেন, তখন পৃথিবীকে নিম্নে স্থাপন ও আসমান সমূহের উচ্চে স্থাপন ইচ্ছা করলেন, তখন তিনি নিজ নূর হতে এক মুষ্ঠি নূর গ্রহণ করে ঐ মুষ্টিবদ্ধ নূরকে বললেন, তুমি আমার হাবীব মুহাম্মদ (সাঃ) হয়ে যাও। অত:পর সে নূর-ই-মুহাম্মদ (সাঃ) আদম সৃষ্টির পাঁচশ বছর পূর্বে আরশ তাওয়াফ করেছিল। তাওয়াফকালে তিনি বলেছিলন الحمد لله (সমুদয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য)। তখন আল্লাহ তায়ালা বললেন, এ হেতু আমি তোমার নামকরণ করলাম- মুহাম্মদ (সাঃ)।"[১]

দলীল নং- ৩

বিশ্ববিখ্যাত দার্শনীক ইমাম গায্যালী (রহঃ) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'কানজুদ্দা কায়েক'র ১৫ পৃষ্ঠায় কিতাবের শুরুতে এভাবে বর্ণনা করেছেন-

অনাদি ও অনন্ত সত্ত্বা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যখন একা ও অপ্রকাশিত ছিলেন, তখন তাঁর আত্মপ্রকাশের সাধ ও ইচ্ছা জাগরিত হলো, তখন তিনি একক সৃষ্টি হিসেবে নবী করিম (সাঃ) এর নূর মোবারক পয়দা করলেন এবং নাম রাখলেন মুহাম্মদ (সাঃ)।[২]

দলীল নং- ৪

১ নং দলীলের ন্যায় হুবহু হাদিস দিয়ে দলীল পেশ করেছেন ইমাম ইবনুল যওযী (রহঃ) তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ মাওলিদুল আরুস (যা আল মাকতাবাতু সাকাফিয়্যাহ, বয়রুত থেকে মুদ্রিত) ১৬ নং পৃষ্ঠায় কাবুল আহবার (রহঃ) হতে হাদিসটি বর্ণনা করেন।

দলীল নং- ৫

আল্লামা আলূসী বাগদাদী (রহঃ) তাঁর তাফসীরে রুহুল মা'য়ানীতে লিখেছেন আল্লাহর বাণী রাসূল (সাঃ) এর মাধ্যমে বলেন-

كنت كنزا مخنيا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لاعرف

১ আল্লামা আব্দুর রহমান ছাফুরী শাফেয়ী : নুযহাতুল মাযালিস ২/৭৪পৃ.,মাকতাবাতুল আল-কাসতালিয়্যাহ,মিশর।

২ অধ্যক্ষ, হাফেজ এম.এ.জলীল নূর নবী, পৃ-১

-"আমি অজ্ঞাত গুপ্তভান্ডার ছিলাম। আমি পরিচিত হতে পছন্দ করলাম। তখন আমি সৃষ্টি জগত সৃষ্টি করলাম যেন আমি পরিচিত হই।"[১]

আল্লামা আলূসী (রহঃ) উক্ত বর্ণনার পর বলেন -

انه ثابت كشفا و قد نص على ذالك الشيخ الاكبر قدس سره فى الباب المذكور-

-"নিশ্চয় এই বক্তব্যটি কাশ্ফের দ্বারা দৃঢ় বা শক্তিশালীভাবে প্রমাণিত। তা স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন আল্লামা শায়খ মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবী (রহঃ) তার ফতুহাতে মক্কীয়াহ গ্রন্থের এক অধ্যায়ে।"[২]

অপরদিকে আল্লাহ পরিচিত হওয়ার জন্য সৃষ্টি জগত সৃষ্টির ব্যাপারে আরও কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়। আহলে হাদীসের অন্যতম আলেম ও শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব আল্লামা শাওকানী - সূরা যারিয়াত, আয়াত নং-৫৬, এর ليعبدون الا ব্যাখ্যায় লিখেন-

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: إِنَّ الْمَعْنَى: إِلَّا لِيَعْرِفُونِي. قَالَ الثَّعْلَبِيُّ: وَهَذَا قَوْلٌ حَسَنٌ

-" (আমি মানুষ এবং জ্বিনকে সৃষ্টি করেছি আমার ইবাদতের জন্য) ইমাম মুযাহিদ (রহঃ)إِلَّا لِيَعْبُدُون এর ব্যাখ্যায় বলেন,আল্লাহর পরিচয়ের জন্য সৃষ্টি করেছেন সব কিছু। ইমাম ছা'লাবী (রহঃ) বলেন ইহা হযরত হাসান বসরী (রহঃ)'র অনরূপ বক্তব্য।"[৩]

আবার এক জামাত ইমামগন শধু একক অনুরূপভাবে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে এ আয়াতের ব্যাখ্যা সংকলন করেছেন যে - إِلَّا لِيَعْرِفُونِي অর্থাৎ- আল্লাহর তার পরিচয়ের জন্য সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন।[৪]

আল্লামা শায়খ মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবী (রহঃ) এ রেওয়াতটি এভাবে বর্ণনা করেন-

১ ক. আল্লামা আলূসী : তাফসীরে রুহুল মায়ানী : ২৭ পারা ২২ পৃষ্ঠা
খ. আল্লামা সা'দ উদ্দিন মাসউদ তাফতাযানী : মুনতাহিল মাদারিক : ১৪২ পৃষ্ঠা
গ. আল্লামা মহিউদ্দিন ইবনুল আরবী : ফতুহাতে মক্কিয়া : অধ্যায় নং -১৯৮, পৃ- ১৪২

২ আল্লামা আলূসী আল বাগদাদী : তাফসীরে রুহুল মায়ানী : ২২ পারা , ২২ পৃষ্ঠা

৩ শাওকানী : ফতহুল কাদীর : ৫/৯২ পৃ.

৪ ক. ইমাম আলূসী : তাফসীরে রুহুল মা'য়ানী : ১৫/৫০ পৃ.
খ. ইমাম বগভী : তাফসীরে মা'আলিমুত তানযীল : ৪/২৩৫ পৃ.
গ. ইমাম ছা'লাভী : তাফসীরে ছা'লাভী : ৪/২১২ পৃ.
ঘ. ইমাম কুরতুবী : তাফসীরে আহকামুল কোরআন : ১৭/৫৫ পৃ.
ঙ. আল্লামা শাওকানী : ফতহুল কাদীর : ৫/৯২ পৃ.

كنت كنزا لم اعرف فاحببت ان اعرف فخلقت خلق و تعرفت اليهم فعرفونى
_ الفتوحات المكية: 43\4 ، باب: ১৯৮

আল্লামা ইমাম আলূসী (রহ.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে আল্লামা ইমাম সাখাভী (রহ.) এর কওল মাকাসিদুল হাসান হতে নকল করে বর্ণনা করেছেন-

كنت كنزا لا اعرف فخلقت خلقا فعرفتهم بى فعرفونى – تفسير روح المعانى: ২৫\27

আল্লামা আজলূনী (রহ.) তাঁর 'কাশফুল খাফা''র মধ্যে আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.)'র নিম্নোক্ত কথা উল্লেখ করেছেন-

قال القارى لكن معناه صحيح يستفاد {وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنْس إِلَّا لِيعبدون} أيْ لِيَعْرِفُون كَمَا فَسَّرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا و المشهور على الالسنة كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف فخلقت خلقا فبى عرفونى وهو و عشرون كثيرا فى كلام الصوفية و اعتمدوا و بنوا عليه اصولا لهم-

-"আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) বলেন এ হাদিসটির মমার্থ সহিহ, আর তা বুঝা যায়, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) সূরা জারিয়াতের ৫৬ নং আয়াতের الا ليعبدون এর ব্যাখ্যায় বলেন, الا ليعرفون অর্থাৎ- আমার পরিচয়ের জন্য আমি মানুষ ও জ্বিনকে সৃষ্টি করেছি। [১]

অপরদিকে আল্লামা ইমাম বাগভী (রহ.) হযরত ইবনে আব্বাসের (রা.) বক্তব্য এভাবে বর্ণনা الا ليعرفونى অর্থাৎ- আমার পরিচয়ের জন্য সৃষ্টি করলাম মানুষ ও জ্বিন জাতি। [২]

অপরদিকে আল্লামা আবু সাউদ উমাদি (রহ.) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,

{وَمَا خَلَقْتُ الجن والإنس إلاَّ لِيَعْبُدُون} اي ليعرفون كما أعرَب عنه قوله عليه الصَّلاة والسلام يقول الله تعالى كُنتُ كنزاً مخفيا فاحببتُ أنْ أعْرَفَ فخلقتُ الخلقَ لأعرف _ كذا تفسير ابى السعود: ১৩০\২

মিরাজে নব্বই হাজার কালাম সম্পর্কিত রাসূল (ﷺ) এর সাথে আল্লাহর কথাবার্তা হওয়া প্রসঙ্গ

১ ক. আল্লামা আলূসী বাগদাদী : তাফসীরে রুহুল মায়ানী : ১৫ পারা: ৫০ পৃষ্ঠা
খ. আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/১২১ পৃ.হাদিস : ২০১৪
২ আল্লামা ইমাম বগভী : তাফসীরে মুআলিমুত তানযীল : ৪/২৩৫ পৃ

প্রচলিত জাল হাদিস (যা মাওলানা মতিউর রহমান কৃত লিখিত) গ্রন্থের ৮৫ পৃষ্ঠায় লিখা হয়েছে উক্ত বক্তব্যটি তো হাদিস নয়ই বরং জাল বা বানোয়াট কথা।

উক্ত ভিত্তিহীন বক্তব্যের জবাব ঃ

বিশ্ববিখ্যাত তাফসীরকারক ইমাম সাভী তাফসীরে সাভীতে সূরা নিসা ১১৩ নং আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, মিরাজে আল্লাহর সঙ্গে নব্বই হাজার কালামের বর্ননা পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ত্রিশ হাজার কালাম হাদিস আকারে সবার জন্য ত্রিশ হাজার কালাম নির্দিষ্ট লোকদের জন্য এবং অবশিষ্ট ত্রিশ হাজার সম্পূর্ন স্বীয় রাসূল (ﷺ) এর কাছে গোপন রাখার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা নির্দেশ দিয়েছিলেন। (কাসাসুল আম্বিয়া (উর্দূ), ৪৪২ পৃষ্ঠা দিল্লী হতে প্রকাশিত) এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে পড়ুন অধ্যক্ষ হাফেয এম.এ জলীল (রহ.)রচিত নূর নবী-১০২-১০৪)

মাওলানা মতিউর রহমান তার বইয়ে উল্লেখ করেছেন যে রাসূল (দ.) এ খাস ইলম শুধু হযরত আলী (রা.) কেই মাত্র বলেছিলেন। আমি বলবো তার এ বর্ণনাটিই ভূয়া বানোয়াটি। তাই বুঝতে পারলাম সে নিজেই জাল বা বানোয়াট তৈরী করে আবার নিজেই জাল বলে ফাত্ওয়া দেয়। রাসুল (দ.)একক শুধু হযরত আলী (রা.)-এর কাছেই প্রকাশ করেননি। বরং বিশিষ্ট অগনিত তাঁর সাহাবী বিদ্যমান,যাদের কাছেও তিনি দ্বিতীয় ত্রিশ হাজার কালাম প্রকাশ করেছেন। তার প্রমাণ অনেক সাহাবীদের থেকে প্রকাশ পাওয়া যায়। যেমন মিশকাত শরীফে مناقب على অধ্যায়ে হযরত আলী(রা.)'র নিকট প্রকাশের কথা পাওআ যায়-

جَابِرٍ قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا يَوْمَ الطَّائِفِ فَانْتَجَاهُ فَقَالَ النَّاسُ: لَقَدْ طَالَ نَجْوَاهُ مَعَ ابْنِ عَمِّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا انْتَجَيْتُهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ انْتَجَاهُ».رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ

-"হযরত যাবের (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, তায়েফের যুদ্ধের দিন হুযুরে পাক (ﷺ) হযরত আলী (রা.) কে ডেকে অনেকক্ষণ পর্যন্ত চুপে চুপে যেন কি কথা বললেন। তখন লোকগণ বলল, হুযুর পাক (ﷺ) যে তাঁর চাচাতো ভাইয়ের সাথে গোপন কথা বলেই চলেছেন। কথা শুনে হুযুর (ﷺ) বললেন, গোপন কথা আমি বলিনি বরং আল্লাহ পাকই তাঁর সাথে (আমার মাধ্যমে) গোপন কথা বলেছেন।" [১]

সুবহানাল্লাহ! তাই প্রমাণিত হলো হযরত আলী (রা.) ছাড়াও অনেকের কাছে খাস ইলম প্রকাশ করেছেন তার প্রমাণ স্বরূপ পাওয়া যায় মিশকাত শরীফে باب العلم অধ্যায়ে রয়েছে যে-

১ ক. ইমাম তিরমিযী : আস্-সুনান : ৫/৫৯৭ পৃ. হাদিস : ৩৭২৬
খ. ইমাম খতিব তিবরিযী : মেশকাত : ৪/৪২৯ পৃ. হাদিস : ৬০৯৭

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: «حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِعَاءَيْنِ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهُ فِيكُمْ وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ يَعْنِي مَجْرَى الطَّعَامِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيّ

-"হযরত আবু হুরায়রা (ﷺ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযুর পাক (ﷺ) হতে আমি দুই পাত্র (বাটি) ইলম হিফ্য বা সংরক্ষন করেছি তার মধ্যকার একপাত্র তোমাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছি, কিন্তু অপর পাত্রের ইলম যদি আমি তোমাদের নিকট প্রচার করি, তাহলে আমার গলদেশ বা কেঠে ফেলবে। হইবে (অর্থাৎ- আমাকে হত্যা করা হবে)।"[১]

নব্বই হাজার কালাম মিরাজ রজনীতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল(ﷺ)মধ্যে হয়েছে তার প্রমাণে প্রসিদ্ধ উসূলবিদ আল্লামা মোল্লা জিওন (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাফসীরাতে আহমদিয়ায় ৩৩১ পৃষ্ঠা সূরা নজমের তাফসীর করতে গিয়ে উল্লেখ করেন-

و فی روایة تکلم معه تسعین الف حکایة اسرار و اخبارا و احکاما و قد امره الله تعالی بخمسین صلوة

"বর্ণনায় রয়েছে আল্লাহ তায়ালা মিরাজের রজনীতে রাসূলে খোদা (ﷺ) এর **সাথে ৯০ হাজার (বিষয়ে) কালাম বা কথাবার্তা বলেছেন,** গোপনীয় বিষয় সংবাদ দিয়েছেন, অনেক আহকাম দিয়েছেন এবং তাঁর সাথে ৫০ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছিলেন।"[২]

মুমিনের ক্বলবে আল্লাহর অবস্থান হাদিস প্রসঙ্গে আলোকপাত

প্রচলিত জাল হাদিস (যা মাওলানা মতিউর রহমান লিখিত) ৮৯ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ের একটি- مَا وَسِعَنِي أَرْضِي وَلَا سَمَائِي وَلَكِنْ وَسِعَنِي قَلْبُ عَبْدِي الْمُؤْمِن

-"আসমান ও যমীন আমাকে সংকুলান করে না, কিন্তু একমাত্র আমার মুমিন বান্দার কলব আমাকে সংকুলান করে।" উক্ত হাদিসকে অন্য আরেক হাদিসের বক্তব্যের সাথে মিলিয়ে জাল প্রমাণ করার অপচেষ্টা চালিয়েছেন। আমাদের বক্তব্য হলো কোন হক্কানী মুহাদ্দিসগণের মতামত দিয়ে প্রমাণ করতে হবে হাদিসটি জাল বা বানোয়াট, তা না হলে তো কারও মুখের বক্তব্যের দ্বারা বা চাপাবাজির দ্বারা জাল প্রমাণ হবে না।

১ ক. ইমাম খতিব তিবরিযী : মেশকাত : ১/৭০ পৃ. হাদিস ২৭১
খ. ইমাম বুখারী : আস্-সহীহ : ১/২১৬ পৃ. হাদিস : ১২০
২ আল্লামা মোল্লা জিওন : তাফসীরে আহমদিয়্যাহ : পৃ-৩৩১

হাদীসের নামে জালিয়াতি বইয়ের ২২৩ পৃষ্ঠায়ও উক্ত হাদিসটিকে অন্য দুটি রেওয়ায়েতের সাথে সংযুক্ত করে অন্য হাদীসের ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণের মতামতকে এ হাদীসের সাথে মিলিয়ে জাল প্রমাণ করার অপচেষ্টার বা প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছেন।

বিশ্ববিখ্যাত সূফী সম্রাট হুজ্জাতুল ইসলাম আবু হামেদ গায্যালী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ইহইয়াউল উলুমুদ্দীন গ্রন্থের প্রথম খন্ডে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আর তার সাথে সমর্থন জানিয়েছেন ও স্বীকার করেছেন অনেক ইমামগণ।

শুধুমাত্র ওহাবী ও আহলে হাদিসদের ইমাম ইবনে তাইমিয়া উক্ত হাদিস সম্পর্কে বলেন,

وَقَالَ ابْنُ تَيْمِيَّة هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْإِسْرَائِيلِيات وَلَيْسَ لَهُ إِسْنَادٌ مَعْرُوفٌ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

-"এটি ইসরাঈলী রেওয়াতে হিসেবে উল্লেখ করা হয়, উক্ত হাদিস কোন সনদ রাসূল (ﷺ) পর্যন্ত পৌঁছেছে এ সম্পর্কে আমি পরিচিত নই।"[১]

উক্ত রেওয়ায়েতটি শুধু ইমাম গায্যালী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সনদ বিহীন উল্লেখ করেছেন, কিন্তু ইমাম গায্যালী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর নিকট অবশ্যই সনদ জানা রয়েছে। উক্ত রেওয়ায়েতের সমর্থনে তিনটি গ্রহণযোগ্য হাদিস রয়েছে সনদ সহ যা ইমাম সাখাভী তাঁর কিতাবে এবং ইমাম আযলূনী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার 'কাশফুল খাফায়' বর্ণনা করেছেন।

দলীল নং- ১-১০

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এ সমর্থনে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন-

أخرجه أحمد في الزهد عن وهب بن منبه قال: إن الله فتح السماوات لحزقيل حتى نظر إلى العرش فقال حزقيل: سبحانك ما أعظمك يا رب، فقال الله تعالى: إن السماوات والعرش ضعفن عن أن يسعني، ووسعني قلب المؤمن الوادع اللين.– رواه احمد

-'ইমাম আহমদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর 'যুহুদ' নামক কিতাবে বর্ণনা করেন, হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্বাহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা আসমান সমূহকে খুলে দিলেন হিযকিল নামক ফেরেশতার জন্য। তিনি আরশ পর্যন্ত দেখতে পেলেন এবং বললেন আল্লাহ তুমি পাক পবিত্র, তোমার শান কত মহান। অত:পর আল্লাহ তায়ালা বললেন নিশ্চয় আসমান সমূহ ও আরশ দূর্বলতা প্রকাশ করেছে

১ আল্লামা ইমাম সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা, ৪২৯ পৃ. হাদিস : ৯৮৮, আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/১৯৫ হাদিস

আমাকে স্থান দিতে কিন্তু মুমিনের দিল বা অন্তর নম্রতা প্রকাশ করে আমাকে গ্রহণ করেছে।"[১]

উক্ত হাদিসটি সম্পর্কে সাখাভী, আযলূনী ও আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী প্রমুখ মুহাদ্দিস নীরবতা পালন করেছেন দ্বারা সহিহ বলেই গ্রহণ করেছেন বুঝা যায়।

দলীল নং- ১১

আল্লামা ইমাম শায়খ আব্দুল করীম জালিলী আশ্-শাফেয়ী (রহ.) তাঁর الانسان الكامل (ইনসানে কামিল) গ্রন্থে বলেন-

فانه صاحب القلب المشار اليه بقوله تعالى : ما وسعنى الارض و لا سمائى و وسعنى قلب عبدى المؤمن-

-"আল্লাহ তায়ালা বলেন, আসমান ও জমিন আমাকে সংকুলান করে না, কিন্তু একমাত্র আমার মুমিন বান্দার কলব আমাকে সংকুলান করে।"[২]

দলীল নং- ১২-১৭

মুমিন বান্দার কলবে আল্লাহ থাকেন সে সম্পর্কে বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা জালালুদ্দীন সূয়ূতী (রহ.) তাঁর সুবিখ্যাত হাদিসের গ্রন্থে হাদিস উল্লেখ করেন এভাবে

عَنْ أَبِي عِنَبَةَ الخَوْلَانِيِّ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ لِلَّهِ آنِيَةً مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ وَآنِيَةُ رَبِّكُمْ قُلُوبُ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ , وَأَحَبُّهَا إِلَيْهِ أَلْيَنُهَا وَأَرَقُّهَا»-

-"হযরত আবি ইনাবাতাল খোলানী (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলে খোদা (সা.) বলেন, যমিনবাসী থেকে অবস্থানের পাত্র রয়েছে তোমাদের প্রভুর ঐ পাত্র হল তাহার নেককার বান্দাগনের অন্তর সমূহ। আল্লাহ বলেন, আমাকে ধারণ করেছেন **আমার প্রিয় পূণ্যবান বান্দাদের অন্তর বা কলব** আর তার এ ধারণ ক্ষমতাকে এবং সুক্ষ্মতাকে আমি ভাল বেসেছি।"[৩]

১ ক. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল : কিতাবুত যুহুদ যুহুদে ইউসুফ (আ.) অধ্যায়, ১/৬৯ পৃষ্ঠা
খ. আল্লামা ইমাম সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ৪২৯ পৃ. হাদিস : ৯৮৮
গ. আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/১৯৫ হাদিস
ঘ. আল্লামা ইমাম মানাবী : ফয়জুল কাদীর ১/২৮২ পৃ. হাদিস
ঙ. আল্লামা তাহের পাটনী : তাযকিরাতুল মওযুআত : ১/১৩০ পৃ.
চ. আল্লামা আব্দুল হাই লাক্ষনৌভি : আসারুল মারফূ'আ : ৩১০
ছ. কিরমানী, ফাওয়াইদুল মাওদুআত,৭৮পৃ.
জ. ইবনুল ইরাক,তানযিহুশ শরীয়াহ,১/১৪৮পৃ.
ঝ. সুয়ূতি,লা-আলিল মাসনূ,২৯৩পৃ.
ঞ মোল্লা আলী ক্বারী,আসারুল মারফূআ,৩১০পৃ.
২ আল্লামা শায়খ ইউসুফ বিন নাবহানী, যাওয়াহিরুল বিহার : ১/২৮৩ পৃষ্ঠা
৩ ক. আল্লামা ইমাম তাবরানী : মুসনাদে ছামীন : ২/১৯ পৃ, হাদিস-৮৪০

নাসিরুদ্দীন আলবাণী, হাদিসটি বর্ণনা করে বলেন, হাদিস "হাসান" পর্যায়ের। উক্ত হাদিসটি সহিহ যদিও আলবানী "হাসান" বলেছেন উক্ত হাদীসের একজন রাবী যার উপর ভিত্তি করে আলবানী "হাসান" বলেছেন। সে রাবিটি হল বাকীয়্যাতু বিন ওয়ালিদ বিন ছয়ীদ (রহ.) উক্ত রাবী সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনুল মোবারক (রহ.) বলেছেন, صدوق অর্থাৎ তিনি সত্যবাদী ছিলেন।

২. ইমাম আদী (রহ.) বলেন : শাম দেশের মধ্যে তৎকালীন মুহাদ্দিসদের মধ্যে তাঁর হাদিস বর্ণনা ثبت অর্থাৎ অত্যন্ত দৃঢ় (শক্তিশালী) ছিল।

৩. ইমাম নাসায়ী (রহ.) সহ অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ বলেন : তিনি যখন হাদিস বর্ণনা করতেন বিশ্বস্ততা সহকারেই করতেন,তবে তিনি হাদিসে তাদলীস করতেন।

৪. ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) বলেন, তিনি বিশ্বস্ত ছিলেন তবে তিনি তাদলীস করতেন।

৫. আব্দুল্লাহ বিন আহমদ (রা.) বলেন :

رجل صالح لم يكن بالشام يشبهه رحمة الله

-"তিনি একজন সৎ ব্যক্তি ছিলেন, শাম দেশে তার সাদৃশ্য কেউ ছিল না, আল্লাহর রহমত তার উপর বর্ষিত হোক।

৬. ইমাম আবু ইসহাক জুরজানী বলেন : নিশ্চয় তিনি যখন হাদিস বর্ণনা করতেন الثقات তথা বিশ্বস্ত সহকারে বর্ণনা করতেন।[১]

আল্লামা আযলূনী (রহ.) ও আল্লামা ইমাম সাখাভী (রহ.) বলেন, তিনি তাদলীস করতেন। কিন্তু তার বর্ণনা হাদিস শুদ্ধ।[২]

খ. আল্লামা ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি : জামেউস সগীর, ১/৩৬৪ পৃ : হাদিস নং - ২৩৭৫
গ. আল্লামা ইমাম আবদুর রহমান সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : পৃষ্ঠা নং ৩৮০, হাদিস : ৯৯০
ঘ. আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/১৭৫ পৃষ্ঠা, হাদিস : ২২৫৪
ঙ.আলবানী : সিলসিলাতুল আহাদিসুস সহীহা :হাদিস ঃ ১৬৯১,সহিহুল জামে,হাদিস ঃ ২১৬৩
চ. আল্লামা ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি : জামেউল আহাদিস : ৯/১৯৬পৃ.হাদিস:৮২৩৩
জ.ইউসুফ নাবহানী,ফতহুল কাবীর,১/৩৭৭পৃ.হাদিস,৪০৯১
ঝ.নাবিল সাদুদ্দীন সালিম জাররার,ইমাঈ ইলা যাওয়াইদ,৬/২১১পৃ. হাদিস,৫৫০৩
ঞ. ইরাকী, তাখরীজে ইহইয়া,১/৮৯০পৃ.
ট. মানাভী, ফয়যুল কাদীর,২/৬২৯পৃ.
ঠ.ছুয়াইব আব্দুল জাব্বার,আল-জামেউস সহিহ লিল সহিহ লিল সুনান ওয়াল মাসানীদ, ২/৭৮৬পৃ.ও ৩/১৬২পৃ.

১ ক. আল্লামা ইমাম যাহাবী : মিযানুল ইতিদাল : ১/৩৪২-৩৪৩ পৃ, রাবী নং- ১৪৪৩
খ. ইমাম আদি : কামিল ২/৭২ পৃ
২ ক. আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/১৭৫ : হাদিস : ২২৫৪

দলীল নং- ১৯

আল্লামা ইমাম আব্দুর রউফ মানাবী (রহ.) তাঁর সংকলিত হাদীসে কুদসী এর ৯৯ নং হাদিস হিসেবে একটি হাদিস উল্লেখ করেন এভাবে যে,

ان السموات والارض ضعفت عن ان تسعنى و وسعنى قلب المؤمنين- رواه احمد عن وهب بن منبه-

-"হযরত ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ (রহ.) হতে বর্ণিত আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, আকাশ ও জমিন সমূহ আমাকে ধারণ করতে দুর্বলতা প্রকাশ করল। অবশেষে মুমিনের কলবই আমাকে ধারণ করতে সক্ষম হইল। উক্ত হাদিসটি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) তার কিতাবুদ-যুহুদ গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।[১] ইমাম গায্যালী (রহ.) একটি হাদিস সংকলন করেন-

حَدِيث ابْن عمر: قيل لرَسُول الله، يَا رَسُول الله أيْن الله فِي الأرْض أو فِي السَّمَاء. «قالَ فِي قُلوب عباده المُؤمنِينَ-

-"হযরত ইবনে উমর (রা.) হতে বর্নিত তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূল (সা.)কে জিজ্ঞাসা করলেন আল্লাহ কী আসমানে না যমিনে? তিনি বললেন আল্লাহর মু'মিন বান্দাদের কলবে।"[২] তাই প্রমানিত হলো প্রথমে তারা যে হাদিসটি উল্লেখ করে তা জাল বলেছে তাদের সে বক্তব্য সঠিক হলেও আমাদের কোন অসুবিধা নেই, কেননা এ বিষয়ে যেহেতু আরও অনেক সনদ রয়েছে।

রাসূল (সা.) এর নাম শুনে চুমু খাওয়ার হাদিস সম্পর্কে তাত্ত্বিক দীর্ঘ আলোচনা ঃ

হাদীসের নামে জালিয়াতি বইয়ের ৩৬৬ পৃষ্ঠায় এবং প্রচলিত জাল হাদিস যা জুনায়েদ বাবু নগরী লিখেছেন তার বইয়ের ১১৭ পৃষ্ঠায় হযরত আবু বকর (রা.) রাসূল (দ.)'র নাম শুনে চুমু খাওয়ার হাদিসকে জাল প্রমাণ করার অনেক অপচেষ্টা চালিয়েছেন। বিভ্রান্তিকর আরেক পুস্তক প্রচলিত জাল হাদিস (যা মাওলানা মতিউর রহমান এর লিখিত) ১২২ পৃষ্ঠায় উক্ত হাদিসটিকে জাল বলে প্রমাণ করার অপ্রচেষ্টা করেছেন। এ হাদিসটিকে ড.আহমদ আলী তার 'বিদআত' পুস্তকের প্রথম খন্ডেও জাল প্রমান করতে অনে অপচেষ্টা করেছেন। এ হাদিসটির বিরোদ্ধে অপপ্রচারের জন্য বাংলা ভাষায় অনেক পুস্তক রচিত হয়েছে তাদের সকলের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি না।

খ. আল্লামা ইমাম সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ৪২৯ পৃ: হাদিস : ৯৮৮

১ আল্লামা ইমাম আব্দুর রউফ মানাবী : হাদীসে কুদসী : হাদিস নং-৯৯

২ ইমাম গায্যালী,ইহইয়াউল উলুমুদ্দীন, ৩/১৫পৃ, দারুল মা'রিফ, বয়রুত,লেবানন।

আমি এ ব্যাপারে লিখার আগে দায়লামীর হযরত আবু বকর (রা.)-এর হাদিস ছাড়াও অন্য হাদিস দ্বারা শুরু করতে চাই। কারণ ভ্রান্তবাদীদের দায়লামীর হাদিসের ব্যাপারে তাদের সকল মাথা ব্যথা এবং কীভাবে সেটাকে জাল বানানো যায় তাদের চিন্তাধারা।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الدَّيْنُورِيُّ الْمُفَسِّرُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ الْعَطَّارُ، ثنا عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ وَهْبٍ قَالَ: " كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ عَصَى اللهَ مِائَتَيْ سَنَةٍ ثُمَّ مَاتَ، فَأَخَذُوا بِرِجْلِهِ فَأَلْقُوهُ عَلَى مِزْبَلَةٍ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنِ اخْرُجْ فَصَلِّ عَلَيْهِ. قَالَ: يَا رَبِّ، بَنُو إِسْرَائِيلَ شَهِدُوا أَنَّهُ عَصَاكَ مِائَتَيْ سَنَةٍ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: هَكَذَا كَانَ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ كُلَّمَا نَشَرَ التَّوْرَاةَ وَنَظَرَ إِلَى اسْمِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَهُ وَوَضَعَهُ عَلَى عَيْنَيْهِ، وَصَلَّى عَلَيْهِ، فَشَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، وَغَفَرْتُ ذُنُوبَهُ، وَزَوَّجْتُهُ سَبْعِينَ حَوْرَاءَ "

-"হযরত ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ (রহ.) বলেন, বনী ইসরাঈলের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল অত্যন্ত পাপী, যে ২০০ বছর পর্যন্ত আল্লাহর নাফরমানী করেছে। যখন সে মৃত্যুবরণ করে মানুষেরা তাকে এমন স্থানে নিক্ষেপ করল, যেখানে আবর্জনা ফেলা হতো। তখন হযরত মুসা (আলায়হিস সালাম) এর প্রতি ওহী এলো যে, লোকটিকে ওখান থেকে তুলে যেন তার ভালভাবে জানাযার নামায পড়ে তাঁকে দাফন করা হয়। হযরত মুসা (আলায়হিস সালাম) আরজ করলেন, হে আল্লাহ! বনী ইসরাঈল সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, লোকটি ২০০ বছর পর্যন্ত তোমার নাফরমানী করেছিল। ইরশাদ হলো, হ্যাঁ, তবে তার একটি ভাল অভ্যাস ছিল। যখন সে **তাওরাত শরীফ তেলাওয়াত করতো, যতবার আমার হাবীব হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর নাম মোবারক দেখত তখন সেটা ততবার চুম্বন করে চোখের উপর রাখত** এবং তার প্রতি দুরূদ পাঠ করত। এজন্য আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি এবং সত্তর জন হুর স্ত্রী স্বরূপ তাকে দান করেছি।"[১]

উক্ত হাদীসের ব্যাপারে কোনো মুহাদ্দিস মন্তব্য করেননি। তাদের নীরবতা পালন দ্বারা বুঝা গেল হাদিসটি সহিহ বা বিশুদ্ধ কারণ তার ব্যাপারে কোন মুহাদ্দিসের বিরোধীতা পাওয়া যায়নি।

* এ ব্যাপারে হযরত আদম (আলায়হিস সালাম) এর আমল ঃ

১ ক. ইমাম আবু নঈম : হুলিয়াতুল আউলিয়া : ৩/১৪২ পৃ.
খ. আল্লামা বুরহানুদ্দীন হালভী : সিরাতে হালবিয়্যাহ ১ম খন্ড পৃষ্ঠা-৮৩
গ. আল্লামা শফী উকাড়ভী : জিকরে জামীল : ৩৫৪ পৃষ্ঠা
ঘ. জালালুদ্দীন সুয়ূতি : খাসায়েসুল কোবরা :১/৩০,হাদিস : ৬৮, মাকতুত-তাওফিকহিয়্যাহ, বয়রুত।
ঙ. আল্লামা আবদুর রহমান ছাফূরী : নুযহাতুল মাযালিস : ২/১৪২ পৃ.
চ. আল্লামা দিয়ার বকরী : আল খামীস ফি আহওয়ালে আনফাসে নাফীস : ১/২৮২ পৃ.

বিখ্যাত মুফাস্‌সির আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর উল্লেখযোগ্য তাফসীর তাফসীরে 'রুহুল বায়ানে' লিখেন,

وفى قصص الأنبياء وغيرها ان آدم عليه السلام اشتاق الى لقاء محمد صلى الله عليه وسلم حين كان فى الجنة فاوحى الله تعالى اليه هو من صلبك ويظهر فى آخر الزمان فسأل لقاء محمد صلى الله عليه وسلم حين كان فى الجنة فاوحى الله تعالى اليه فجعل الله النور المحمدي فى إصبعه المسبحة من يده اليمنى فسبح ذلك النور فلذلك سميت تلك الإصبع مسبحة كما فى الروض الفائق. او اظهر الله تعالى جمال حبيبه فى صفاء ظفرى ابهاميه مثل المرآة فقبل آدم ظفرى ابهاميه ومسح على عينيه فصار أصلا لذريته فلما اخبر جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة قال عليه السلام (من سمع اسمى فى الاذان فقبل ظفرى ابهاميه ومسح على عينيه لم يعم ابدا

-"কাসাসুল আম্বিয়া কিতাবে বর্ণিত আছে যে, হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) জান্নাতে অবস্থানকালে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র সাথে সাক্ষাতের জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করেন। অত:পর আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নিকট ওহী প্রেরণ করেন যে, হে আদম! তিনি তোমার পৃষ্ঠ হতে শেষ যামানায় প্রকাশ হবেন। তা শুনার পর তিনি জান্নাতে অবস্থানকালে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানালেন। বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা ওহী প্রেরণ করলেন, যে নূরে মুহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমার ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুলীর মধ্যে স্থানান্তরিত করেছি, তখন সে অঙ্গ হতে তাসবীহ পাঠ আরম্ভ হলো। এজন্যই এই আঙ্গুলকে তাসবীহ পাঠকারী আঙ্গুল বলা হয়। যেমন 'রওযাতুল ফায়েক' কিতাবেও বর্ণিত আছে, অথবা আরেক বর্ণনায় রয়েছে, আল্লাহ তায়ালা আপন হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সৌন্দর্য প্রকাশ করলেন দুই বৃদ্ধাঙ্গুলীর উপর যেভাবে আয়নাতে দেখা যায়। তখন আদম (আলাইহিস সালাম) দুই বৃদ্ধাঙ্গুলে চুম্বন করে স্বীয় চোখের উপর মালিশ করলেন। এটি দলীল হিসেবে প্রমাণিত হলো যে, তাঁর সন্তানাদীর জন্য। অতঃপর জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) এই ঘটনা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে জানালেন। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, **যেই ব্যক্তি আযানের মধ্যে আমার নাম মোবারক শুনে দুই বৃদ্ধাঙ্গুলী চুম্বন করবে আর চোখে মালিশ করবে, সে কখনো অন্ধ হবে না।"**[১]

হযরত খিযির (আলাইহিস সালাম) কর্তৃক করাসূল (ﷺ) এর নাম শুনে চুমু খাওয়ার আমল বর্ণিত ঃ

১ ক.আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী : তাফসীরে রুহুল বয়ান : ৭/২২৯ : সূরা মায়েদা আয়াত : ৫৭ নং এর ব্যাখ্যা
খ.আবদুর রহমান ছাফুরী, নুযাহাতুল মাযালিস,২/৭৪পৃ.

ما أورده أبو العباس أحمد ابن أبي بكر الرداد اليماني المتصوف في كتابه "موجبات الرحمة وعزائم المغفرة" بسند فيه مجاهيل مع انقطاعه، عن الخضر عليه السلام أنه: من قال حين يسمع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله: مرحبا بحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم يقبل إبهاميه ويجعلهما على عينيه لم يرمد أبدا، -

-"ইমাম আবু আব্বাস আহমদ বিন আবি বকর ইয়ামানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর লিখিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ موجبات الرحمة و عزائم المغفرة এর মধ্যে হযরত খিযির (আলাইহিস সালাম) থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে 'আশহাদু আন্না মুহাম্মদার রাসূলূল্লাহ' শোনে বলবে مرحبا بحبيبى و قرة عينى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم (মারহাবা বি হাবিবি ওয়া কুররাতো আইনী মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)) অতঃপর স্বীয় বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয় চুম্বন করে চোখে লাগাবে, তাহলে তার চোখে কখনও ব্যথা হবে না এবং সে কোন দিন অন্ধ হবে না।"[১]

এখন আলোচ্য বিষয় হলো হযরত আবু বকর (রা.) হাদিস পর্যালোচনা এবং এই হাদিসের ব্যাপারে ইমাম মুহাদ্দিসগণের অভিমত আলোচনা করা।

হযরত আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর আমল এবং সনদ তাত্ত্বিক বিশ্লেষন

حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهُ لَمَّا سَمِعَ قول المؤذن أشهد أن محمد رَسُولُ اللَّه قَالَ هَذَا، وَقَبَّلَ بَاطِنَ الأُنْمُلَتَيْنِ السَّبَّابَتَيْنِ وَمَسَحَ عَيْنَيْهِ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ خَلِيلِي فَقَدْ حَلَّتْ عَلَيْهِ شَفَاعَتِي، " رواه الديلمى المسند الفردوس

-"হযরত আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি মুয়ায্‌যিনকে 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার' রাসূলূল্লাহ বলতে শোনলেন, তখন তিনিও তা বললেন এবং **বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয়ে চুমু খেয়ে তা চোখে বুলিয়ে নিলেন।** তা দেখে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি আমার বন্ধুর ন্যায় আমল করবে, তার জন্য আমার সুপারিশ বৈধ হয়ে গেল।"[২]

১ ক. আল্লামা ইমাম সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ১/৩৮৩ : হাদিস : ১০২১
খ. আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/২৭০ : হাদিস : ২২৯৬
গ. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : মওদ্বুআতুল কবীর : ১০৮ পৃ
ঘ. আল্লামা মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী : জাআল হক : ২/২৪৬ পৃ
২ খ. ইমাম আবদুর রহমান সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ৩৮৩ : হাদিস : ১০২১
গ. আল্লামা ইমাম আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/২৫৯ : হাদিস : ২২৯৬
ঘ. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : আসরারুল মারফূ : ৩১২ পৃষ্ঠা : হাদিস : ৪৫৩
ঙ. আল্লামা ইমাম তাহতাভী : মারাকিল ফালাহ : ১৬৫ পৃ. : কিতাবুল আযান

উক্ত হাদিসটি সম্পর্কে গ্রহণযোগ্য মুহাদ্দিসগণের মতামত আমি তুলে ধরব, যাঁরা হাদিসটি সম্পর্কে বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন।

১. ইমাম সাখাভীর অভিমত ঃ

আল্লামা ইমাম সাখাভী (রহ.) হযরত আবু বকর (রা.) এর বর্ণিত হাদিসটি সংকলন করে বলেন, لا يصح 'হাদিসটি সহিহ নয়।'[১]

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ, দেখুন ইমাম সাখাভী (রহ.) কী বললেন, আর প্রচলিত জাল হাদিস (মাওলানা মতিউর রহমান এর লিখিত) ১২২ পৃষ্ঠায় চরম মিথ্যাবাদী লেখক লিখেছেন যে, ইমাম সাখাভী (রহ.) নাকি বলেছেন, "এটি প্রমাণিত নয়"। দেখুন ইমাম সাখাভীর নামে বাংলা ভাষায় কী ধরনের মিথ্যাচার করেছে। আর মি. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর তার বইয়ের ৩৬৬ পৃষ্ঠায় বাংলায় কিছু ইমামদের নাম দিয়ে হাদিসটিকে জাল বলে চালিয়ে দেবার অহেতুক অপচেষ্টা চালিয়েছেন।

আমি কিতাবের ভূমিকায় আলোচনা করেছি যে, হাদিসটি সহিহ নয় বললে, "হাসান" হাদিস বুঝায়। এমনকি মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) বলেন, لا يصح لا ينافى الحسن-

-"কোন মুহাদ্দিসের বক্তব্য হাদিসটি সহিহ নয়-তা দ্বারা হাদিসটি "হাসান" হওয়াতে কোন অসুবিধা বা নিষেধ করে না।"[২] ইতিপূর্বে আমি ইমাম সাখাভীর বক্তব্যও পেশ করেছি।

বুঝা গেল, হাদিসটি কমপক্ষে "হাসান" হাদিস যা দলীল হিসেবে দাড় করানোর গ্রহণযোগ্যতা রাখে। হাদিসটি 'সহিহ নয়' বলতে কী বুঝায় এ সম্পর্কে হাদীসের নীতিমালায় কিতাবের ভূমিকায় আমি বিস্তারিত আলোচনা করে এসেছি দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল।

২. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) এর অভিমত ঃ

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) তাঁর গ্রন্থে ইমাম সাখাভী (রহ.)'র রায় পেশ করে সমাধানের কথা বলেন যে-

চ. আল্লামা শাওকানী : ফাওয়াহিদুল মওদুআত : ১/৩৯ পৃ.
ছ. আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী : তাফসীরে রুহুল বায়ান : ৭/২২৯ পৃ
জ. আল্লামা তাহের পাটনী : তাযকিরাতুল মওদুআত : ৩৪ পৃ
ঝ. আল্লামা জালালুদ্দীন সূয়তী : লাআলীল মাসনূ আ : ১৬৮-১৭০ পৃ
ঞ. আল্লামা আব্দুল হাই লাক্ষনৌভী : আসারুল মারফূ আ: ১৮২ পৃ
ঠ. আহলে হাদিস নাসিরুদ্দীন আলবানী : সিল..ঘঈফাহ : ১/১০২ পৃ. হাদিস : ৭৩

১ আল্লামা ইমাম সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ১/৩৮৪ : হাদিস : ১০২১
২ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : আসারুল মারফূআ-২৩৬ পৃ

قُلتُ وَإِذَا ثَبَتَ رَفعُهُ عَلَى الصِّدِّيقِ فَيَكْفِي العَمَلُ بِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسِنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مَن بعدى-

-"আমার কথা হলো হাদিসটির সনদ যেহেতু **হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) পর্যন্ত প্রসারিত** (মারফূ হিসেবে প্রমাণিত), সেহেতু আমলের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। কেননা হুযুর (সা.) ইরশাদ [১] করেছেন, তোমরা আমার পর আমার সুন্নাত ও আমার খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আকড়ে ধরো।"[২]

দেখুন! আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) বলেছেন যে, এতটুকুই যথেষ্ট যেহেতু হযরত আবু বকর (রা.) আমলটি করেছেন এবং তিনি পর্যন্ত সনদটি প্রসারিত,তাই বুঝা গেল যারা না করবে এবং আমলটিকে অস্বীকার করে তারা সাহাবীদের বিরোধী ৭২ দলের সদস্য বাতিল ফির্কা হিসেবেই গণ্য। অপরদিকে ধোকবাজ আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর তার বইয়ে মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.)এর বক্তব্যটিকে বিকৃত করে বর্ণনা করেছেন।

দলীল নং- ২৫-২৬

আল্লামা তাহের পাটনী ও শাওকানীর অভিমত ঃ

আহলে হাদিস মাওলানা কাযী শাওকানী তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ফাওয়াহিদুল মওদুআত ১/১৯ পৃষ্ঠায় হযরত আবু বকর (রা.) বর্ণিত হাদিসটি বর্ণনার পর লিখেন,

رواه الديلمى فى مسند الفردوس عن ابى بكر مرفوعا قال ابن طاهر فى التذكرة: لا يصح

-"উক্ত হাদিসটি ইমাম দায়লামী (রহ.) 'মুসনাদিল ফিরদাউস' গ্রন্থে বর্ণনা করেন মারফূ হিসেবে (যার সনদ রাসূল (সা.) পর্যন্ত পৌঁছেছে) উক্ত হাদিস সম্পর্কে আল্লামা তাহের পাটনী (রহ.) তার "তাযকিরাতুল মওদুআত" গ্রন্থে বলেন হাদিসটি সহিহ পর্যায়ের নয়(তবে হাসান)।"

আর আল্লামা তাহের পাটনীর মুল বক্তব্যটি হচ্ছে তার তাযকিরাতুল মওদুআত গ্রন্থের : ১/৩৪ পৃষ্ঠায়। হাদিসটি সহিহ নয় বলতে "হাসান" হাদিস বুঝায় যা আমি

১ ক. ইমাম আবু দাউদ : আস্-সুনান : হাদিস : ৪৬০৭, হযরত উমর (রা.) এর সূত্রে।
খ. ইমাম তিরমিযী : আস্-সুনান : হাদিস : ২৬৭৬
গ. ইমাম ইবনে মাজাহ : আস্-সুনান : হাদিস : ৪২
ঘ. ইমাম ইবনুল বার্ : জামিউল বায়ান ওয়াল ইলমে বি ফাদ্বলিহী : ২/৯০ পৃ
ঙ. ইমাম আহমদ : আল মুসনাদ : ৪/১২৭ পৃষ্ঠা হযরত ইরবায বিন সারিয়া (রা.) এর সূত্রে।
২ ক. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : মওদুআতুল কাবীর : ৩১৬ : হাদিস : ৪৫৩
খ. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : আসারুল মারফূ'আ : ২১০ : হাদিস : ৮২৯,
গ. আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/২৭০ : হাদিস : ২২৯৬

কিতাবের শুরুতে অসংখ্য মুহাদ্দিসের মতামত দিয়ে আলোচনা করে এসেছি। শুধু তাই নয় আল্লামা তাহের পাটনী আরও বলেন, উক্ত হাদিসটিও কয়েক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তাই তার মত অনুসারে হাদিসটি "হাসান" হিসেবে প্রমাণ পাওয়া গেল। তাছাড়া ইমাম সাখাভী মাকাসিদুল হাসানার ৩৯১ পৃষ্ঠায় উক্ত হাদিসটির অনেকগুলো সূত্র ও আমল বর্ণনা করেছেন যেমনটি উল্লেখ করেছেন আল্লামা আযলূনী তার কাশফুল খাফা : ২/১৮৫পৃ.হাদিস : ২২৯৪-এ।

আর দ্বঈফ হাদিসও যখন একাধিক সনদে বর্ণিত হয় তখন হাদিসটি "হাসান" হয়ে যায় যা আমি শুরুতে বিস্তারিত আলোকপাত করেছি। উক্ত প্রচলিত জাল হাদীস গ্রন্থে শুধু মাকাসিদুল হাসানার উদ্ধৃতি দিয়ে ১২২ পৃষ্ঠায় লিখেছে এটি প্রমাণিত নয়। তারা কেমন মিথ্যুক আপনারাই দেখুন অথচ ইমাম সাখাভী বলেছেন হাদিসটি সহিহ এর অন্তর্ভূক্ত নয় অর্থাৎ সহিহর নিম্নে হাসান। তাই আমি মিথ্যাবাদীকে বলতে চাই এমন হক্কানী লেখকের নাম দিয়ে মিথ্যা লেখা বন্ধ করুন। অথচ তাদের দলের আরেকজন মাওলানা বাবুনগরী তার বইয়ের ১১৭ পৃষ্ঠায় লিখেছে ইমাম সাখাভী হাদিসটি সর্ম্পকে বলেছেন হাদিসটি সহিহ নয়। তাদের দুজনের মধ্যে কেমন পার্থক্য দেখুন। সুতারাং মাওলানা মতিউর রহমানের মুনাফিকী স্বয়ং তাদের দলের আলেমই তুলে ধরেছেন।

৫. আল্লামা ইমাম আযলূনী (রহ.) এর অভিমত ঃ

আল্লামা আযলূনী (রহ.) হাদিসটি তার গ্রন্থে বর্ণনা করেন বলেন,

رواه الديلمى فى مسند الفردوس عن ابى بكر مرفوعا ..... قال السخاوى لا يصح

-"উক্ত হাদিসটি ইমাম দায়লামী (রহ.) তার মুসনাদিল ফিরদাউস গ্রন্থে হযরত **আবু বকর (রা.) হতে মারফূ** সূত্রে বর্ণনা করেন ..... আল্লামা ইমাম সাখাভী (রহ.) হাদিসটি সম্পর্কে বলেন, হাদিসটি সহিহ পর্যায়ের নয়।"[১] এ ছাড়া আল্লামা আযলূনী, মোল্লা আলী ক্বারী এর বক্তব্য সহ অনেক ঘটনা বর্ণনা করেছেন যার আলোচনা সামনে আসছে।

ইমাম ইবনে আবেদীন শামী (রহ.) এর অভিমত ঃ

ইমাম শামী (রহ.) উক্ত হাদিসটি সম্পর্কে বলেন, ইমাম ইসমাঈল জারহী (রহ.) বলেন

قَالَ: وَلَمْ يَصِحَّ فِي المَرْفُوعِ مِنْ كُلِّ هَذَا شَيْءٌ. —

১ আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/১৮৫পৃ.হাদিস : ২২৯৪

-"এ ব্যাপারে মারফূ হিসেবে যে ক'টি সনদ বর্ণিত হয়েছে সে সবগুলোর একটিও সহিহ পর্যায়ের নয়।[১]

ইমাম শামী (রহ.) এর বক্তব্য দ্বারা বুঝা যায় হাদিসটি "সহিহ নয়" আর সহিহ নয় বলতে হাদিসটি "হাসান" বুঝায়, যা আমি কিতাবের শুরুতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে এসেছি, পাঠকদের পুনরায় আলোচনাটি আবার দেখার অনুরোধ রইল।

বিশ্ব বিখ্যাত মুফাস্সির, মুহাদ্দিস, ফকিহ আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী (রহ.) এর অদ্বিতীয় তাফসীর গ্রন্থ 'রুহুল বায়ানে' ষষ্ঠ পারার সূরা মায়েদার ৫৭ নং আয়াতের তাফসীরে লিখেন,

وضعف تقبيل ظفرى ابهاميه مع مسبحتيه والمسح على عينيه عند قوله محمد رسول الله لانه لم يثبت فى الحديث المرفوع لكن المحدثين اتفقوا على ان الحديث الضعيف يجوز العمل به فى الترغيب والترهيب

-"আযানে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বলার সময় নিজের শাহাদাতের আঙ্গুলসহ বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয়ের নখে চুমু দেয়ার বিধানটিতে কিছুটা দুর্বলতা বিদ্যমান। কেননা এ বিধানটা মারফূ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয়। কিন্তু মুহাদ্দিসীনে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে আকর্ষণ সৃষ্টি ও ভীতি সঞ্চারের বেলায় দ্বঈফ সনদের হাদিসের উপর আমল করা জায়েয।" আরেকটু সামনে অগ্রসর হয়ে আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী (রহ.) বলেন করেন-

قال الامام السخاوي فى المقاصد الحسنة ان هذا الحديث لم يصح فى المرفوع والمرفوع من الحديث هو ما اخبر الصحابي عن قول رسول الله عليه السلام

-"ইমাম সাখাভী (রহ.) তার আল 'মাকাসিদুল হাসানা' কিতাবে বলেছেন, উক্ত হাদিসটি মারফূ হিসেবে সহিহ পর্যায়ের অন্তর্ভূক্ত নয়। আর মারফূ বলা হয় ঐ হাদিসকে যা সাহাবী রাসূলে পাক (সা.) থেকে বর্ণনা করেন।"[২]

আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী (রহ.) তার এ গ্রন্থে আরও বলেন যে,

يقول الفقير قد صح عن العلماء تجويز الاخذ بالحديث الضعيف فى العمليات فكون الحديث المذكور غير مرفوع لا يستلزم ترك العمل بمضمونه وقد أصاب القهستاني فى القول باستحبابه وكفانا كلام الامام المكي فى كتابه فانه قد شهد الشيخ السهروردي فى عوارف المعارف بوفور علمه وكثرة حفظه وقوة حاله وقبل

১ আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী : রুদ্দুল মুখতার : বাবুল আযান : ১/৩৯৮ পৃ
২ আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী, তাফসীরে রুহুল বায়ান, ১২/২২৯পৃ.দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন

جميع ما أورده فى كتابه قوت القلوب وله در ارباب الحال فى بيان الحق وترك الجدال -

-"এই অধম আরজ করেছি যে, ওলামায়ে কেরাম থেকে বিশুদ্ধ কথা হলো আমলের ব্যাপারে দ্বঈফ সনদের হাদিস গ্রহণযোগ্য। এ ব্যাপারটি সহিহ সূত্রে বর্ণিত আছে। অতএব হাদিস টি মারফূ না হওয়ার দ্বারা এটা আবশ্যক হয় না যে ঐ হাদীসের মর্মানুসারে আমল করা যাবে না। সুতরাং আল্লামা কুহিস্তানী যে এটাকে মুস্তাহাব বলেছেন তাই সঠিক। "কুউয়াতুল কুলুব" কিতাবে ইমাম আবু তালিব মক্কী (রহ.) এর বর্ণনাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তার হিফয, ইলমের ব্যাপারে আল্লামা শায়খ সোহরাওয়ার্দী সাক্ষ্য দিয়েছেন "আওয়ারিফুল মা'আরিফ' গ্রন্থে এবং কূউয়াতুল কুলুব কিতাবের বর্ণিত সকল মাস'আলা তিনি গ্রহণ করেছেন।"[১]

ফকিহগণের দৃষ্টিতে এই হাদিসের ব্যাপারে আমল ঃ

বিশ্ব বিখ্যাত ফকিহ ইমাম ইবনে আবেদীন শামী (রহ.) তাঁর ফতোয়ার কিতাব ফতোয়ায়ে শামীতে باب الاذان লিখেন-

يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَالَ عِنْدَ سَمَاعِ الْأُولَى مِنْ الشَّهَادَةِ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَعِنْدَ الثَّانِيَةِ مِنْهَا: قُرَّتْ عَيْنِي بِك يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ مَتِّعْنِي بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ بَعْدَ وَضْعِ ظُفْرَيْ الْإِبْهَامَيْنِ عَلَى الْعَيْنَيْنِ فَإِنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يَكُونُ قَائِدًا لَهُ إلَى الْجَنَّةِ، كَذَا فِي كَنْزِ الْعِبَادِ. اهـ. فُهُسْتَانِيٌّ، وَنَحْوُهُ فِي الْفَتَاوَى الصُّوفِيَّةِ. وَفِي كِتَابِ الْفِرْدَوْسِ «مَنْ قَبَّلَ ظُفْرَيْ إبْهَامِهِ عِنْدَ سَمَاعِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فِي الْأَذَانِ أَنَا قَائِدُهُ وَمُدْخِلُهُ فِي صُفُوفِ الْجَنَّةِ» وَتَمَامُهُ فِي حَوَاشِي الْبَحْرِ لِلرَّمْلِيِّ عَنْ الْمَقَاصِدِ الْحَسَنَةِ لِلسَّخَاوِيِّ-

-"**মুস্তাহাব হলো আযানের সময়** শাহাদাত বলার মধ্যে صلى الله عليك يا رسول । قرة عينى بك يا رسول الله বলা এবং দ্বিতীয় শাহাদাত বলার সময় বলবে الله অতঃপর নিজের বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয়ের নখে চুমু খেয়ে স্বীয় চোখদ্বয়ের উপর রাখবে এবং এই দোয়াটি اللهم متعنى بالسمع و البصر পড়বে এর ফলে হুযুর (ﷺ) তাকে নিজের পিছনে পিছনে টেনে বেহেশতে নিয়ে যাবেন। অনুরূপ কানযুল ইবাদ ও কুহস্থানী গ্রন্থে বর্ণিত আছে। ফাতাওয়ায়ে সূফিয়াও তদ্রুপ উল্লেখিত আছে। কিতাবুল ফিরদাউসে বর্ণিত আছে, **যে ব্যক্তি আযানে আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ শুনে স্বীয় বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয়ের নখ চুম্বন করে, আমি তাকে আমার পিছনে পিছনে টেনে বেহেশতে**

১ ইসমাঈল হাক্কী,রুহুল বায়ান, ১২/২২৯ পৃষ্ঠা

নিয়ে যাব এবং তাকে বেহেশতদের কাতারে অন্তর্ভূক্ত করবো। এর পরিপূর্ণ আলোচনা বাহারুর রায়েক এর টীকায় ফতোয়ায়ে রমলীতে আছে।"[১]

প্রচলিত জাল হাদিস বইয়ের (মাওলানা মতিউর রহমান)'র ১২৩ পৃষ্ঠায় **আল্লামা আব্দুল হাই লাক্ষনৌভী** এর বক্তব্য উল্লেখ করেছেন অথচ তার অভিমত কী তা ব্যক্ত করেননি, অথচ দেখুন তিনি নিজেই এই হাদিসের উপর আমল করতেন এবং তাঁর উপর ফতোয়া দিয়েছেন। যেমন তার গ্রন্থ "মাজমুআয়ে ফতোয়ায়ে আব্দুল হাই"-এ লিখেন-

اعلم انه يستحب ان يقال عند سماع الاول من الشهادة صلى الله عليك يا رسول الله و عند سماع الثانية قرة عينى بك يا رسول الله ثم قال "اللهم متعنى بالسمع و البصر" بعد وضع ظفر الإبْهَامَيْن على العينين فانه صلى الله عليه و سلم يكون قائدا له الى الجنة كذا فى كنز العباد-

-"জেনে রাখুন! **নিশ্চয় মুস্তাহাব হলো আযানে** যখন প্রথম শাহাদাত বাক্য বলবে, তখন শ্রোতারা বলবে صلى الله عليك يا رسول الله তারপর যখন দ্বিতীয় শাহাদাত বাক্য বলবে তখন শ্রোতারা বলবে যে قرة عينى بك يا رسول الله অতঃপর বলবে যে, তারপর اللهم متعنى بالسمع والبصر দুই বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বয়ের নখের পৃষ্ঠে চুমু দিয়ে চক্ষুদ্বয়ের উপর মুছে দেবে, যে অনুরূপ করবে নিশ্চয় রাসূল (ﷺ) তাকে **বেহেশতের দিকে টেনে নিজের পিছনে** নিবেন, এটা 'কানযুল ইবাদে' আছে।[২]

প্রমান হয়ে গেলো, আব্দুল হাই লাক্ষনৌভি (রহ.) নিজেই এটার উপর আমল করতেন। হানাফী মাযহাবের অন্যতম প্রসিদ্ধ ফকীহ ইমাম তাহতাভী (রহ.) তার ফতোয়ার কিতাবে লিখেছেন,

ذكر القهستاني عن كنز العباد أنه يستحب أن يقول عند سماع الأولى من الشهادتين للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك يا رسول الله وعند سماع الثانية قرت عيني بك يا رسول الله اللهم متعني بالسمع والبصر بعد وضع إبهاميه على عينيه فإنه صلى الله عليه وسلم يكون قائدا له في الجنة كذا طحطاوى حاشيه على مراقى الفلاح شرح نور الايضاح: 1\138

১ ক. ইমাম ইবনে আবেদীন শামী : ফতোয়ায়ে শামী ১/৩৯৮ পৃষ্ঠা কিতাবুল আযান অধ্যায়
খ. মুফতী আমিমুল ইহসান মুজাদ্দেদী : কাওয়াইদুল ফিক্হ : ১/২৩৩ পৃ.
গ. ইমাম আহমদ রেযা খাঁন : আহকামে শরীয়ত : ১/১৭২ পৃ.
ঘ. ইমাম আহমদ রেযা : ফতোয়ায়ে আফ্রিকা : ৭৮ পৃ.
ঙ. মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী : জা'আল হক্ব : ২/২৪৬ পৃ.
চ. আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী : তাফসীরে রুহুল বায়ান : ৭/২২৯ পৃ.

২ আল্লামা আব্দুল হাই লাক্ষনৌভি : মাজমূআয়ে ফতোয়ায়ে : ১/১৮৯ : কিতাবুস সালাত অধ্যায়

-"ইমাম কুহিস্তানী (রহ.) কানযুল ইবাদ কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন **নিশ্চয় মুস্তাহাব হলো** আযানে আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ শুনবে তখন বলবে قرة عيني بك يا رسول الله صلى الله عليك আর যখন দ্বিতীয়বার শুনবে তখন বলবে اللهم متعني بالسمع و البصر পড়ার পর তারপর এই দোয়া পড়বে **নিজের বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয়ের নখে চুমু খেয়ে চক্ষুদ্বয়ে** রাখবেন। যে এরূপ করবে তাকে হুযুর (ﷺ) নিজের পিছনে টেনে টেনে জান্নাতে নিয়ে যাবেন।"[১] আল্লামা ইমাম তাহতাভী (রহ.) আরও একটু সামনে অগ্রসর হয়ে উল্লেখ করেন, وكذا روي عن الخضر عليه السلام وبمثله يعمل في الفضائل "এ ব্যাপারে হযরত খিযির (আ.) থেকে থেকে বর্ণনা রয়েছে,যা ফাযায়েলে আ'মালের জন্য গ্রহনযোগ্য।"[২]

প্রসিদ্ধ কিতাব সালাতে মসউদী কিতাবের দ্বিতীয় খন্ড باب نماز অধ্যায়ে আছে-

روى عن النبى صلى الله عليه و سلم انه قال من سمع اسمى فى الاذان و ودع ابهاميه على عينيه فانا طالبه فى صفوف القيامة و قائده الى الجنة-

-"হুযুর (ﷺ) থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি আযানে আমার নাম শুনে স্বীয় **বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয় চোখের** উপরে রাখে আমি তাকে কিয়ামতের দিন কাতার সমূহের মধ্যে খোঁজ করবো এবং **নিজের পিছে পিছে টেনে বেহেশতে নিয়ে যাব।**" [৩]

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) এর লিখিত ফতোয়ার কিতাব শরহে নেকায়ার প্রথম খন্ডের باب الاذان অধ্যায়ে উল্লেখ আছে -

واعلم انه يستحب ان يقال عند سماع الاولى من الشهادة الثانية صلى الله عليك يا رسول الله و عند الثانية منها قرة عينى بك يا رسول الله بعد وضع ظفرى ابهامين على العينين فانه عليه السلام يكون له قائدا الى الجنة كذا فى كنز العباد-

-"জানা দরকার **যে, মুস্তাহাব হচ্ছে** যিনি দ্বিতীয় শাহাদাতের প্রথম শব্দ শোনে বলবেন قرة عينى بك يا رسول الله صلى الله عليك দ্বিতীয় শব্দ শোনে বলবেন رسول الله এবং নিজের বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয়ের নখে চুমু খেয়ে চক্ষুদ্বয়ে রাখবেন,তাকে হুযুর (ﷺ) (হাশরে) নিজের পিছনে পিছনে টেনে বেহেশতে নিয়ে যাবেন। অনুরূপ কানযুল ইবাদ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।"

الفجر الصادق কিতাবের ৮৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে ঃ

১ ইমাম তাহতাভী : মারাকিল ফালাহ : ১/২০৬ পৃ: কিতাবুল আজান অধ্যায়, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ,বয়রুত,লেবানন।
২ ইমাম তাহতাভী : মারাকিল ফালাহ : ১/২০৬ পৃ: কিতাবুল আযান অধ্যায়, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ ,বয়রুত, লেবানন।
৩ আল্লামা মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী : জাআল হক : ২৪৬ পৃ.

قال شيخ المشائيخ رئيس المحققين سيد العلماء الحنفية بمكة المكرمة مولانا جمال بن عبد الله بن عمر المكى فى الفتوى سئلت عن تقبيل الابهامين و وضعهما على العينين عند ذكر اسمه صلى الله عليه و سلم فى الاذان هل هو جائز. ام لا اجيب بما نصه نعم تقبيل الابهامين و وضع على العينين عند ذكر اسمه صلى الله عليه و سلم فى الاذان جائز بل هو مستحب صرح به مشائخنا-

-"শাইখুল মাশাইখ রঈসুল মুহাক্কিকীন মক্কায়ে মোকাররমার হানাফী উলামায়ে কেরামের নেতা মাওলানা কামালুদ্দীন ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর আল মক্কী (রহ.) তাঁর ফতোয়ায় বলেন, আজানের মধ্যে রাসূলে পাক (ﷺ) এর নাম শুনে বৃদ্ধাঙ্গুলী চুম্বন করে তা উভয় চোখের পাতার উপর রাখার ব্যাপারে আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে এটা জায়েয নাকি নাজায়েয? উত্তরে আমি বলছি,হ্যাঁ, এটা জায়েয বরং মুস্তাহাব। আমাদের মাশায়েখগণ এটা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।"[১]

আল্লামা মুহাদ্দিস তাহের পাটনী হানাফি (রহ.) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ تكمله مجمع بحار الانوار (মাযমাউল বিহারুল আনওয়ার) এ আবু বকর (রা.) এর হাদিস উল্লেখ করে ইমাম সাখাভী(রহ.)'র রায় প্রকাশ করে তার পর লিখেন وروى تجربة ذالك عن كثيرين-"এটি পরিক্ষিত আমল হিসেবে অনেকের থেকেই বর্ণিত হয়েছে।"

*** আল্লামা শামসুদ্দীন বিন আবু নসর বুখারী (রহ.) এর দৃষ্টিতে এ আমল ঃ**

হযরত ইমাম তাউস (রহ.) বলেন, আমি আবু নসর বুখারী (রহ.) কে হাদিস বর্ণনায় শুনেছি যে,

قال الطاوسي: إنه سمع من الشمس محمد ابن أبي نصر البخاري خواجه حديث: من قبل عند سماعه من المؤذن كلمة الشهادة ظفري إبهاميه ومسهما على عينيه وقال عند المس: اللّهم احفظ حدقتي ونورهما ببركة حدقتي محمد رسول اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونورهما لم يعم،

-"কোন ব্যক্তি মুয়ায্যিনকে আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ বলতে শুনে বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয় চুম্বন করে চোখে স্পর্শ করবে এবং এই দোয়া পাঠ করবে, "اللهم احفظ حدقتى و نورهما ببركة حدقتى محمد رسول الله صلى الله عليه و سلم و نورهما" তাহলে সে কখনো অন্ধ হবে না।"[২]

আল্লামা আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মদ (রহ.) এর দৃষ্টিতে এ আমল ঃ

১ আল্লামা আবু হামিদ মারযুক : আল ফাজরুস্ সাদিক্ব পৃষ্ঠা নং-৮৩
২ ক. আল্লামা ইমাম সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ১/২৮৫ পৃ. হাদিস : ১০২১
খ. আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/২৭১ পৃ. হাদিস : ২২৯৬
গ. মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী : জা'আল হক : ২/২৪৬ প

আল্লামা আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

من قال حين يسمع المؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله: مرحبا بحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ويقبل إبهاميه ويجعلهما على عينيه لم يعم ولم يرمد، -

-"যে ব্যক্তি আযানে আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শোনে যদি বলে مرحبا بحبيبى و قرة عينى محمد بن عبد الله صلى الله عليه و سلم তারপর স্বীয় বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয় চুম্বন করে চোখে লাগাবে, সে কোনদিন অন্ধ হবে না এবং তার চোখ কখনও রোগাক্রান্ত হবে না।"[১]

***আল্লামা ইমাম ফকীহ মুহাম্মদ বিন শায়বানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর দৃষ্টিতে এ আমল ঃ**

আল্লামা ইমাম ফকীহ মুহাম্মদ বিন শায়বানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হাদিস নকল করে এটার উপর আমলের ব্যাপারে বলেন,

هبت ريح فوقعت منه حصاة في عينه، فأعياه خروجها، وآلمته أشد الألم، وأنه لما سمع المؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله قال ذلك، فخرجت الحصاة من فوره، قال الرداد: وهذا يسير في جنب فضائل الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، -

-"এক সময় জোরে বাতাস প্রবাহিত হচ্ছিল। তখন তার চোখে একটি পাথরের কণা পড়েছিল যা তিনি বের করতে পারেননি এবং খুবই ব্যথা অনুভব হচ্ছিল। যখন তিনি মুয়ায্যিনের কণ্ঠে আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ শুনলেন, তখন তিনি উপরোক্ত দু'য়াটি পাঠ করলেন এবং অনায়াসে চোখ থেকে পাথর বের হয়ে গেল।"[২]

মিশরের পুরাতন আলেমদের আমল ঃ

আল্লামা ইমাম সাখাভী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর গ্রন্থে আরও উল্লেখ করেন,

وحكى الشمس محمد بن صالح المدني إمامها وخطيبها في تاريخه عن المجد أحد القدماء من المصريين أنه سمعه يقول: من صلى على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا سمع ذكره في الأذان وجمع أصبعيه المسبحة والإبهام وقبلهما ومسح بهما عينيه لم يرمد أبدا -

১ ক. আল্লামা ইমাম সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ১/২৮ : হাদিস : ১০২১
খ. আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/২৭১ : হাদিস : ২২৯৬
গ. মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী : জা'আল হক : ২/২৪৬ পৃ
২ ক. আল্লামা ইমাম সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ১/২৮ : হাদিস : ১০২১
খ. আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/২৭১ : হাদিস : ২২৯৬
গ. মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী : জা'আল হক : ২/২৪৯

-" মসজিদে তৈয়্যবাহ আল মদিনার ইমাম ও খতিব ছিলেন হযরত শামস মুহাম্মদ বিন সালেহ আল মাদানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) স্বীয় ইতিহাস গ্রন্থে লিখেন তিনি মিশরে বুজুর্গ হতে শুনেছেন যে, "আযানে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নাম মোবারক শ্রবণ করিয়া রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি দুরূদ পড়ে তারপর বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয়ে চুমু দিয়ে অতঃপর চোখে মাসেহ করিবে সে কোন দিন চোখের অসুস্থতায় ভোগবে না।"[১]

***আল্লামা ইবনে সালেহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর দৃষ্টিতে আমল ঃ**

আল্লামা ইবনে সালেহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বর্ণনা করেন,

وسمعت ذلك أيضا من الفقيه محمد بن الزرندي عن بعض شيوخ العراق أو العجم أنه يقول عندما يمسح عينيه: صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله يا حبيب قلبي ويا نور بصري ويا قرة عيني، وقال لي كل منهما: منذ فعلته لم ترمد عيني -

-"আমি ফকীহ মুহাম্মদ বিন যারানাদি (রহ.) হতে শ্রবণ করেছি তিনি ইরাক ও আজমের বড় শায়খ হতে বর্ণনা করেছেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নাম মোবারক আযানের মধ্যে শ্রবণ করে বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয়ে চুমু দিয়ে চোখে মালিশ করিবে তারপর বলবে صلى الله عليك يا سيدى يا رسول الله يا حبيب قلبى و يا نور بصرى و يا قرة عينى বলছেন, যখন থেকে আমরা এই আমল করতে লাগলাম তখন থেকে আমাদের চোখ কোনদিন অসুস্থ হয়নি।"[২]

বিশ্ববিখ্যাত সুফী সাধক আল্লামা জালালুদ্দীন রুমী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ মসনবী শরীফে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নামের বরকত ও ফযীলত সম্পর্কে কাব্যের মাধ্যমে এভাবে বর্ণনা করেছেন যার বাংলা অনুবাদ নিম্নে দেয়া হল-

(ক) ইঞ্জিল কিতাবে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাকনাম লিপিবদ্ধ ছিল- যিনি নবীকুল সরদার ও যাঁর জীবন অতি পূতঃ পবিত্র।

(খ) উক্ত ইঞ্জিল কিতাবে হুযুরের শারীরিক গঠন, অবয়ব, স্বভাব-চরিত্র, জিহাদ, রোযা পালন এবং পানাহারের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ ছিল।

১ ক. আল্লামা ইমাম সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ১/৩৮৪ : হাদিস : ১০২১
খ. আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/২৭০ : হাদিস : ২২৯৬
গ. মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী : জা'আল হক : ২/২৪৯
২ ক. আল্লামা ইমাম সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ২৮৪. হাদিস : ১০২১
খ. আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/২৭০ : হাদিস : ২২৯৬
গ. আল্লামা মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী : জা'আল হক : ২/২৪৯ পৃ.

(গ) খৃষ্টানদের একটি সম্প্রদায় যখন এই ইঞ্জিল গ্রন্থে পূত পবিত্র নাম ও সম্বোধনের স্থানে গিয়ে উপনীত হতো, তখন তারা পূণ্য লাভের নিমিত্তে এই পবিত্র নামে চুম্বন দিতো এবং তাঁর পবিত্র আলোচনার প্রতি সশ্রদ্ধ মনোনিবেশ করতো।

(ঘ) এহেন সম্মান প্রদর্শনের কারণে তাদের বংশধর বহুগুনে বৃদ্ধি পেলো এবং হযরত আহমদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নূর মোবারক প্রতি ক্ষেত্রে তাদের সহায় ও সাথী হলো।

(ঙ) অপরদিকে খৃষ্টানদের অপর একটি সম্প্রদায় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামের অবমাননা করতো। তাই তারা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হলো এবং ধ্বংস হলো; আর তাদের মাযহাব তথা ধর্মীয় বিশ্বাস কলুষিত হয়ে পড়লো।

(চ) হযরত আহমদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাম মোবারক যদি এমন সহায় সাহায্যকারী হয়, তাহলে তাঁর পবিত্র নূরের সত্তা কত সাহায্যকারী ও সহায়তাকারী হবে- তা সহজেই অনুমেয়। শুধু আহমদ নাম যদি নিরাপত্তার জন্য সুদৃঢ় দূর্গের ন্যায় হয়, তাহলে স্বয়ং রুহুল আমীন ও আহমদ নামধারী ঐ পবিত্র সত্ত্বার মর্যাদা কতটুকু মহিমময় হবে? [১]

ছারছীনা দরবারের বড় পীর আল্লামা নেছারুদ্দীন আহমদ সাহেবের ফতোয়ার কিতাব 'তরিকুল ইসলাম'এর ১ম খন্ডে ১৯২ পৃষ্ঠায় এ হাদিসের উপর আমলের দীর্ঘ আলোচনা করেছেন।

প্রচলিত জাল হাদিস বইয়ে (মতিউর রহমান লিখিত) আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) নাম দিয়ে দাবী করেছে যে,'তিনি নাকি বলেছেন এ ব্যাপারে যতগুলো হাদিস বর্ণনা এসেছে সবগুলোই জাল।' অথচ ইমাম সুয়ূতি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) আবু বকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদিস প্রসঙ্গে কোন কিছু উল্লেখই করেননি। তিনি শুধু এ ব্যাপারে দুইটি হাদিস উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে আবু বকর (রা.)'র হাদিস নেই। (ইমাদুদ্দীন কৃত : জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) পৃ-১২৩) আর আমি প্রথমে যে হাদিসটি উল্লেখ করেছি সেটা ইমাম সুয়ূতি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) স্বয়ং তার কিতাবে বর্ণনা করেছেন। তারা অন্ধভাবে ভূয়া হাওলা সাধারণ পাঠকের সামনে তুলে তাদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য অপচেষ্টা করতেছেন। মূলত তারা এ ভূয়া হাওলাটি পাকিস্তানের ওহাবী দেওবন্দী সরফরায খাঁনের "রাহে সুন্নাত" থেকে সংগ্রহ করে অন্ধভাবে বর্ণনা করছে। তাদের কাছে খুজে দেখুন এ কিতাবটি তাদের একজনের কাছেও পাবেন না।

আহলে হাদিসদের দৃষ্টিতে এ হাদিসের অবস্থান ঃ

[১] মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী : মসনবী শরীফ : ১ম দপ্তর, ২৪২ পৃ.

শুধু তা-ই নয়, আহলে হাদীসের মুহাদ্দিস নাসিরুদ্দীন আলবানী তার "সিলসিলাতুল আহাদিসুদ্-দ্বঈফাহ" গ্রন্থের ১/১০২ হাদিস নং:৭৩-এ, রাসূল (ﷺ) এর নাম মোবারক শুনে চুমু খাওয়ার হযরত আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণিত হাদিস প্রসঙ্গে বলেন, لا يصح অর্থাৎ, হাদিসটি সহিহ পর্যায়ের নয়। তাই বুঝা গেল, হাদিসটি জাল বা বানোয়াট নয়। কারণ আলবানী জাল হাদিসকে সরাসরি موضوع বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু এখানে সে এই শব্দ ব্যবহার করেননি, অপরদিকে দলীল পেশ করেন,

رواه الديلمى فى مسند الفردوس عن ابى بكر مرفوعًا وقال ابن طاهر فى (التذكرة) لا يصح ، كذا فى (الاحاديث الموضوعات) للشوكانى صفحه: ٩ وكذالك قال السخاوى فى المقاصد-

-"উক্ত হাদিসটি ইমাম দায়লামী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর 'মুসনাদিল ফিরদাউস' গ্রন্থে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আল্লামা তাহের পাটনী তাঁর "তাযকিরাতুল মাওদ্বুআত" গ্রন্থে বলেন, হাদিসটি 'সহিহ' পর্যায়ের নয়, তেমনিভাবে আল্লামা শাওকানী "আহাদিসুল মাওদ্বুআত" এর ৯ পৃষ্ঠায় এবং ইমাম সাখাভী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর "মাকাসিদুল হাসানা" গ্রন্থে অনুরূপ বক্তব্য বর্ণনা করেন।" আর হাদিসটি সহিহ নয় বলতে কী বুঝায় আমি তা বিস্তারিতভাবে কিতাবের শুরুতে আলোচনা করেছি। তাই আমরা সর্বশেষ এই সিদ্বান্তে উপনীত হয়েছি যে হযরত আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদিসটি 'হাসান' পর্যায়ের। আর হযরত মূসা (আ.) এর যুগের হাদিসটির সনদ সহিহ পর্যায়ের। আর খিযির (আ.) এর আমলের বর্ণনাটি মুনকাতি'য় হওয়ার দরুন কিছুটা দ্বঈফ।

মসজিদে দুনিয়াবী কথাবার্তা বললে, চল্লিশ বছরের নেক আমল বরবাদ।

মতিউর রহমান কৃত 'প্রচলিত জাল হাদিস' বইয়ের ১২৬ পৃষ্ঠায় লিখেছে "এটা রাসূল (ﷺ) এর হাদিস নয় বরং লোকমুখে হাদিস।" তাছাড়া হাদীসের নামে জালিয়াতি বইয়ের ২৪০-২৪১পৃষ্ঠায়ও (চতুর্থ প্রকাশ) অনুরূপ বক্তব্যের সমর্থন দিয়েছেন।

মসজিদে বসে দুনিয়াবী ও অপ্রাসঙ্গিক কথাবলা হারাম; এ কথাটি সত্য। বিভিন্ন হাদিসের বর্ণনা দ্বারা এ বিষয়টি সঠিক হিসেবে প্রমাণিত। মসজিদ তৈরীর উদ্দেশ্য সালাত আদায়,আল্লাহর যিকির, ইত্যাদি কাজের জন্য। এ জন্যই হযরত আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)

হতে বর্নিত,রাসুল (ﷺ) বলেন,-এগুলো শুধু আল্লাহর যিকির,সালাত ও কুরআন তিলাওয়াতের জন্য।[১]

উপরক্ত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেল মসজিদ দুনিয়াবী কথা বলার স্থান নয়। মিশকাতুল মাসাবীতে 'বাবুল মাসাজিদ' অধ্যায়ে হযরত হাসান বসরী (রহ.) হতে বর্ণিত রাসূল (দ.) ইরশাদ ফরমান-

وَعَنِ الحَسَنِ مُرْسَلًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ حَدِيثُهُمْ فِي مَسَاجِدِهِمْ فِي أَمْرِ دُنْيَاهُمْ. فَلَا تُجَالِسُوهُمْ فَلَيْسَ لِلّٰهِ فِيهِمْ حَاجَةٌ» . رَوَاهُ البَيْهَقِيّ فِي شعب الإيمَان

-"ওহে লোকেরা, শুন! এমন এক যমানারও আগমন ঘটবে যখন **মানুষেরা মসজিদে তাদের দুনিয়াবী কথাবার্তা বলবে।** যখন এ ধরনের যামানা এসে যাবে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসিও না। মহান আল্লাহ এহেন লোকদের থেকে সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী।"[২]

عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَتَحَلَّقُونَ فِي مَسَاجِدِهِمْ وَلَيْسَ هِمَّتُهُمْ إِلَّا الدُّنْيَا لَيْسَ لِلّٰهِ فِيهِمْ حَاجَةٌ فَلَا تُجَالِسُوهُمْ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "[التعليق - من تلخيص الذهبي] 7916 - صحيح

-"হযরত আনাস (রহ.) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ (ﷺ)বলেছেন **মানুষের মধ্যে এমন এক সময় আসবে,যখন তারা তাদের মসজিদ গুলোতে বৃত্তাকারে বসবে।** তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হবে দুনিয়া। এদের মধ্যে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই। তোমরা এদের সাথে বসবে না। ইমাম হাকিম নিশাপুরী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।"[৩]

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَكُونُ حَدِيثُهُمْ فِي مَسَاجِدِهِمْ لَيْسَ لِلّٰهِ فِيهِمْ حَاجَةٌ»

-"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রহ.) থেকে বর্ণিত। **রাসুলুল্লাহ (ﷺ)বলেছেন,শেষ যামানায় কিছু মানুষ এরূপ হবে যে, তাদের কথাবার্তা তাদের মসজিদ গুলোর মধ্যে হবে।**

১ বায্যার,আল-মুসনাদ, ১৩/৭৮পৃ.হাদিস : ৬৪২৬, মুসলিম,আস্-সহিহ,১/২৩৬পৃ, হাদিস:২৮৫, তাহাভী, শরহে মুশকিলুল আছার, ১২/৫৩২পৃ. ও ১/১৩পৃ. হাদিস:১০, বায়হাকী, সুনানে সুগরা, ৪/১২৬পৃ. হাদিস:৩২৩৬, সুনানে কোবরা,১০/১৭৬পৃ. হাদিস, ২০২৬৪,ও ২/৫৭৮পৃ. হাদিস : ৪১৪২

২ ক. বায়হাকি,শুয়াবুল ঈমান:৪/৩৮৭পৃ.হাদিস:২৭০১
খ.খতিব তিবরিযী : মিশকাত : কিতাবুল মাসাজিদ : ১/১৫৬ পৃ. হাদিস : ৭৪৩
গ. মোল্লা আলী ক্বারী: মিরকাত : কিতাবুল মাসাজিদ : ২/১৪০ পৃ. হাদিস: ৭৪৩

৩ মুফতি আমিমুল ইহসান:ফিকহুস সুনানি ওয়াল আছার:১/২৮৩পৃ.হাদিস:৭৯২, হাকেম নিশাপুরী, আল মুস্তাদরাক, ৪/৩৫৭পৃ. হাদিস,৭৯১৬, ইমাম যাহাবী, তালখিছ গ্রন্থে হাকেমের সাথে সহিহ হওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছে।

এদের মধ্যে আল্লাহর কোন আবশ্যকতা নেই। ইবনে হিব্বান তার আস্- সহিহ গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।[১]

শুধু তাই নয় আল্লামা মোল্লা, আলী ক্বারী বলেন, ইমাম কামালুদ্দীন ইবনুল হুমাম (রহ.) তাঁর শরহে হেদায়ায় বলেন,মসজিদে বৈধ কথাবার্তা বলাও মাকরুহে তাহরীম, আর তা নেক আমল খেয়ে ফেলে বলে উল্লেখ করেছেন।। (মোল্লা আলী ক্বারী,মিরকাত: ২/৪১৮পৃ. হাদিস:৭৪৩) শুধু তাই নয় ইমাম নাওয়াভী বলেন- মসজিদে জোরে ইলম আলোচনা বা অন্যান্য কথা বলা মাকরুহে তাহরীমী (মিরকাত,২/৪১৯পৃ.হাদিস:৭৪৪) আল্লামা ইবনে হাযার আসকালানী উল্লেখ করেছেন,ইমাম মালেক কে প্রশ্ন করা হলো যে মসজিদে জোরে ইলম আলোচনা করা সর্ম্পকে ,অত:পর তিনি বলেন এই ইলম শিক্ষায় এবং অন্যান্য কাজে কোন নেকি নেই। (মিরকাত,২/৪১৯পৃ.হাদিস:৭৪৪)

দেখুন আমাদের দেশে কিছু লোক রয়েছে যারা দ্বীনের দাওয়াতের নাম দিয়ে মসজিদকে নিজের ঘরেরমত বাসস্থান বানিয়ে কথাবার্তা বলার স্থান বানিয়ে নিয়েছে।। এমন লোকদের থেকে দূরে থাকা ওয়াজিব যা উক্ত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়। বিস্তারিত জানার জন্য আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষাগুরু আল্লামা মুফতি আলী আকবার সাহেব (মু.জি.আ.) বিরচিত 'প্রচলিত তাবলীগ জামাতের স্বরূপ উন্মোচন' বইটি পড়ুন। আশা করি বুঝে আসবে। এখন আসুন দেখি চল্লিশ বছরের হাদিস কোথাও আছে কিনা।

আমরা প্রথমে বলবো কোন কিতাবে নেই বলা জ্ঞান শূন্যতার পরিচায়ক এবং একটি হাদিসকে অস্বীকার করার নামান্তর। যেমন উসূলে ফিক্বহের প্রসিদ্ধ কিতাব নুরুল আনওয়ার এর লেখক আল্লামা শায়খ আহমদ মোল্লা জিওন (রহ.) স্বীয় তাফসীরে আহমদিয়াতে ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا الخ- এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেন- মসজিদে দুনিয়াবী কথা বলা অবৈধ। তারপর এ হাদিস শরীফ ব্যক্ত করেন

قال النبى عليه الصلوة و السلام من تكلم بكلام الدنيا فى خمسة مواضع احبط الله تعالى منه عبادة اربعين سنة الاولى فى المسجد و الثانى فى تلاوة القران و الثالث فى وقت الاذان و الرابع فى مجلس العلماء و الخامس فى زيارة القبور-

১ মুফতি আমিমুল ইহসান : ফিকহুস সুনানি কাবির ওয়াল আছার; ১/২৮৩ পৃ.হাদিস :৭৯৩, ইমাম হায়সামী, মাওয়ারিদুয্-যামান : ২/৮-৯পৃ.তাবরানী, মুজামুল কাবীর, ১০/১৯৮পৃ. হাদিস : ১০৪৫২, আবূ নুঈম, হুলিয়াতুল আওলিয়া, ৪/১০৯ পৃ. ইবনে হিব্বান, আস্-সহিহ, ১৫/১৬৩পৃ, আদি, আল-কামিল, ২/৪৯৩পৃ.

-"নবী করীম (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি পাঁচ জায়গায় দুনিয়াবী কথা বলবে **আল্লাহ তা'য়ালা তার চল্লিশ বছরের (নফল) ইবাদত নষ্ট করে দিবেন,** এক. মসজিদ, দুই. কুরানুল কারীম তিলাওয়াতের কালে. তিন. আযানের সময়. চার. জ্ঞানী আলিমদের মজলিসে, পাঁচ. কবরে যিয়ারতকালে।"[১]

অতএব প্রমান হলো এই হাদিস কিতাবে হাদিস হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে। যদিও হাদিস দ্বঈফ হউক তারপরও উক্ত হাদিস হতে তাকওয়া অর্জন করতে হবে। তারা ইবনে তাইমিয়ার অনুসারী কাযি শাওকানীর দলীল গ্রহণ করেছে অথচ তার ফাওয়াইদুল মাওদ্বুআতে ১/২৫ পৃষ্ঠা (দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ,বয়রূত, লেবানন মুদ্রিত) চল্লিশ বছরের ইবাদত নষ্ট হবার কথা উল্লেখ নেই,বরং সারা জিবনের আমল নষ্ট হয়ে যাবে উল্লেখ রয়েছে। যেমন তার বর্ণনার ধরন হলো: من تتكلم فى مسجد بكلام الدنيا احبط الله قال : الصغانى : موضوع- অর্থাৎ- যে ব্যক্তি মসজিদে দুনিয়াবী কথা বলবে আল্লাহ তায়ালা তার সব আমল বরবাদ করে দিবে। ইমাম সাগানী (রহ.) উক্ত হাদিসকে জাল বা বানোওয়াট বলেছেন।[২]

এখানে দুটি বিষয় পাওয়া গেল এক. কাযি শাওকানীর নিজস্ব কোন মতামত নেই। ২. সে ইমাম সাগানীর রায় উল্লেখ করেছেন আর ইমাম সাগানী চল্লিশ বছরের আমল বরবাদ হবে হাদিসকে জাল বলেননি যা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা এবং তার ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ। তিনি সমস্ত ইবাদত নষ্ট হয়ে যাবে তাকে জাল বলেছেন। মোল্লা আলী ক্বারীও সব আমল বরবাদ হবে বলে উক্ত হাদিসকে জাল উল্লেখ করেছেন।[৩]

উক্ত হাদিসটি যেহেতু বিখ্যাত উসূল বিদগণ গ্রহণ করেছেন সেহেতু বলা যায় উসূলবিদগণ মওদ্বু হাদিস বর্ণনা হতে বিরত থাকাই তাদের নীতি। অবশ্যই তার নিকট উক্ত হাদীসের সনদ জানা রয়েছে।

নামাজে পাগড়ী বাঁধার ফযিলত প্রসঙ্গে ঃ

'প্রচলিত জাল হাদিস' বইয়ের ১২৯ পৃষ্ঠায় (মতিউর রহমান কৃত) লিখেছেন ও হাদীসের নামে জালিয়াতি বইয়ের ৫০০ পৃষ্ঠায় এবং 'প্রচলিত জাল হাদিস' (জুনায়েদ বাবু নগরীর) লিখেছেন যে,

পাগড়ীবিশিষ্ট দু'রাকাত নামায, পাগড়ীবিহীন সত্তর রাকাতের চেয়েও উত্তম হাদিসটি জাল। তারপর তারা আরও লিখেছেন এই পাগড়ীকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু

১ আল্লামা মোল্লা জিওন : তাফসীরে আহমদিয়া, পৃ-৭২৪
২ শাওকানী:ফাওয়াইদুল মাওজুআত, ১/২৫ পৃ.
৩ মোল্লা আলী ক্বারী : মওজুআতুল কবীর : ১১৭ পৃষ্ঠা

ফযীলতপূর্ণ হাদীসের উদ্ভব ঘটেছে। তন্মধ্যে উপরোক্ত হাদিসটি অন্যতম। **মূলত তা** রাসূল (ﷺ) এর হাদিস নয়, বরং মিথ্যুকদের বানানো কথা বা বানানো **জাল হাদিস।**

উক্ত হাদিস সম্পর্কে প্রতারণার জবাব ঃ

তারা লিখেছে পাগড়ীকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু হাদীসের উদ্ভব ঘটেছে। দেখুন মাওলানা মতিউর রহমান নিজেই তো হাদিস বলে স্বীকার করেন। আর যা উদ্ভব হয় তাকে হাদিস বলা হয় নাকি? তাহলে কী হাদীসের সংজ্ঞাও তারা জানে না। মূলত পাগড়ী সম্পর্কে ফযীলত বর্ণনার অনেক হাদিস রয়েছে।

ইমাম সাখাভী (রহ.) এবং আল্লামা আযলূনী এ প্রসঙ্গে এর সমর্থনে দুটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। হাদিস দুটি হল ঃ-

رواه الديلمى من حديث ابن عمر مرفوعا بلفظ: صلاة بعمامة تعدل بخمس و عشرين، جُمُعَة بعمامة أفضل من سبعين جُمُعَة بلا عِمَامَة- و من حديث انس مرفوعا: الصَّلاة فِي العِمَامَة عشرَة ألف حَسَنَة

-"ইমাম দায়লামী (রহ.) তার "আল মুসনাদে ফিরদাউস" গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হতে মারফূ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন : পাগড়ী পড়ে নামায পড়া পাগড়ীবিহীন হতে ২৫ গুণ উত্তম, আর পাগড়ী পড়ে এক জুমার জামাতের নামায পাগড়ী ছাড়া ৭০ জুমা হতে উত্তম বা সমতুল্য। হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) হতে মারফূ সূত্রে অন্য আরেকটি বর্ণনা রয়েছে রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, পাগড়ী পড়ে নামায পড়লে দশ হাজার নেকি রয়েছে।"[১]

ইমাম সাখাভী (রহ.) এবং আল্লামা আযলূনী মারফূ সূত্রে বর্ণনা করেছেন কিন্তু দ্বঈফ, হাসান, সহিহ কোন কিছুই তারা উল্লেখ করেন নি। তাই বুঝা গেল হাদিসটির ব্যাপারে কোন মুহাদ্দিস মন্তব্য করেননি। তাঁদের নীরবতা দ্বারা বুঝা গেল কমপক্ষে হাদিসটি দুর্বল হলেও ফাযায়েলে আমলের জন্য গ্রহনযোগ্য। কিন্তু আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর উক্ত হাদিস দুটিকে উল্লেখ করে মিথ্যা হাদিস বলে মন্তব্য করেছে। সে ইমাম সাখাভী এবং মুহাদ্দিস আযলূনী এর নাম দিয়ে দাবী করেছেন যে তারা নাকি হাদিস দুটিকে জাল বলেছেন। মা'যা আল্লাহ!

ইমাম সাখাভী ও ইমাম আযলূনী মওদ্বু বা বানোওয়াট তাদের কিতাবে বলেছেন এমন কোন ইবারত বা কথা তাদের কিতাবে নেই। এজন্যই তারা মূল ইবারত উল্লেখ

১ ক.দায়লামী,মুসনাদিল ফিরদাউস,২/৪০৬পৃ.হাদিস:৩৮০৫,হযরত আনাস (রা.) এর বর্ণনা।
খ.দায়লামী,আল-ফিরদাউস,২/১০৮পৃ.হাদিস:২৫৭১, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) এর সূত্রে।
গ. ইমাম হাফেজ আব্দুর রহমান সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানাহ: ২৭১ পৃষ্ঠা
ঘ. ইমাম আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/২৫ হাদিস : ১৬০১

করেনি, এমন দুই ইমামের নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে মাত্র। অথচ ইমাম সাখাভী ও আল্লামা আযলূনী (রহ.) দুজনই হাদিসটিকে মারফূ বলেছেন।

অপর দিকে আল্লামা ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহ.) পাগড়ীর ফযীলত সম্পর্কে একটি হাদিস বা সনদ বর্ণনা করেন যে হাদিসটি হচ্ছে এভাবে-

عن جابر رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم رَكْعَتَان بِعِمامَةٍ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً بِلا عِمامَةٍ –

-"হযরত যাবের (রা.) হতে বর্ণিত : রাসূল (সা.) ইরশাদ ফরমান : পাগড়ীসহ দুরাকাত নামায, **পাগড়ী ছাড়া ৭০ রাকাতের চেয়ে উত্তম।**"[১]

এটাই বুঝা গেলো, উক্ত হাদীসের একজন রাবী দুর্বল হওয়াতে আমলের ব্যাপারে নিষেধ নেই। যা আমি কিতাবের শুরুতে আলোচনা করে এসেছি। অপরদিকে আল্লামা ইমাম আযলূনী (রহ.) উক্ত যাবের (রা.) এর হাদীসের ব্যাপারে সর্বশেষ রায় পেশ করে বলেন, فهو غير موضوع অর্থাৎ- উক্ত হাদিসটি জাল নয়।[২]

তবে ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহ.) বলেন হাদিসটির একজন রাবী দুর্বল থাকায় সনদটি দুর্বল।[৩] সুতরাং একাধিক তরিকায় বর্ণিত হওয়ার কারণে হাদিসটি বর্ণনায় কমপক্ষে "হাসান" এর মর্যাদা রাখে। এ ব্যাপারেও কিতাবের শুরুতে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তাই বুঝা গেল যে ইমাম দায়লামী (রহ.) উক্ত বিষয়টির তিনটি সূত্র বর্ণনা করেছেন। এ পর্যন্ত আমি অধম তিনটি সূত্র আলোচনা করেছি। আমি অনুসন্ধান করে দেখেছি যে ইমাম ইবনে আসাকির (রহ.) হযরত আব্দুল্লাহ

১ ক. ইমাম দায়লামী : মুসনাদুল ফিরদাউস:২/২৬৫পৃ.হাদিস:৩২৩৩
খ. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি : জামিউস সগীর : ২/১৭ : হাদিস : ৪৪৬৮
গ. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি : জামিউল আহাদিস : ৪/৪২৬ : হাদিস : ১২৫৭৪
ঘ. আল্লামা শায়খ ইউসুফ নাবহানী: ফতহুল কাবির : ২/১৩০ পৃ :হাদিস:৬৬২৫
ঙ. আল্লামা ইমাম আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/২৩ পৃ : হাদিস : ১৬০১
চ. ইমাম সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : পৃ : ২৭১ হাদিস : ২৯৮
ছ. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : নেহায়া :১/১৪৩পৃ.
জ. ইবনে হাজার মক্কী:আল-ফাত্ওয়ায়িল আল ফিকহিয়্যাতুল কোবরা:১/১৭০পৃ.
ঝ. আব্দুল্লাহ সিরাজি,শরহে মুসলিম:২/৩৫পৃ.
ঞ. হাসান আবু ইসাবাহ,শরহে মুসলিম:২৬/২৮পৃ.
ট. মুত্তাকি হিন্দী: কানযুল উম্মাল:১৫/৩০৬পৃ.হাদিস:৪১১৬
ঠ. শাওকানী, ফাওয়াইদুল মওদুআত, ১/১৮৭পৃ. হাদিস:৩, লিবাস অধ্যায়।
ড. দরবেশ হুত, আস্-সুনানিল মুত্তালিব,১/১৭১পৃ.হাদিস:৮২৮
ঢ. আযলূনী, কাশফুল খাফা, ২/৮৬পৃ. হাদিস : ১৭৮৪
ণ. আলবানী : দ্বঈফু জামেঃ হাদিস :৩১২৯, দ্বঈফু জামেউস সগীর, হাদিস:৩১২৯, দ্বঈফা,হাদিস:১২৮
২ আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/২৩ : হাদিস : ১৬০১
৩ ইমাম সূয়তী : জামেউস্-সগীর : ২/১৭ পৃ. হাদিস : ৪৪৬৮

ইবনে উমর (রা.) এর সূত্রে আরেকটি নতুন সনদে বর্ণনা করেছেন যা **উল্লেখিত প্রথম** বর্ণনার মতই যেমন-

صَلاةُ تَطَوُّعٍ اَوْ فَرِيضَةٍ بِعِمَامَةٍ تَعْدِلُ خَمْسا وَعِشْرِينَ صَلاةً بِلا عِمَامَةٍ، وَجُمُعَةً بِعَمَامَةٍ تَعْدِلُ سَبْعِينَ جُمُعَةً بِلا عِمَامَةٍ

-"নফল অথবা ফরয নামাজে পাগড়ী পড়ে নামাজ পড়া পাগড়ীবিহীন হতে **২৫গুন** উত্তম,আর পাগড়ী পরে এক জুমা পাগড়ীবিহীন ৭০ জুমা থেকে উত্তম।"[১] **তাই এই** সনদটি গ্রহনযোগ্য,ইবনে উমরের ছেলে হযরত সালেম (রা.) এ হাদিসটি বর্ণনাকারী।

খতমে তাহলীলে কালিমায়ে তাইয়্যিবাহ ৭০ হাজার বার পড়ার হুকুম

একজন মুসলমান ইন্তিকালের পর ৭০ হাজার বার কালিমায়ে তায়্যেবাহ খতম দিয়ে এর সাওয়াব মৃত ব্যক্তিকে দান করলে আল্লাহ তা'য়ালা রহমতে তাকে মাফ করে দিবেন। মাওলানা মতিউর রহমান তার প্রচলিত জাল হাদিস বইয়ের **১৫২** পৃষ্ঠায় ইবনে তাইমিয়ার দলীল গ্রহণ করেছেন। ইবনে তাইমিয়া এই হাদিস সম্পর্কে বলেন -

ليس هذا حديثا صحيحا و لا ضعيفا-

-"এই হাদিসটি সহিহ ও নয় আবার দ্বঈফও নয়।"[২]

ইবনে তাইমিয়া হাদিসটিকে জাল বলেননি। হাদিস তিন প্রকার ১. সহিহ. ২. হাসান. ৩. দ্বঈফ। সহিহ ও নয় দ্বঈফও নয় তাই বুঝা যায় নি:সন্দেহে 'হাসান'। আর 'হাসান' হাদিস নি:সন্দেহ আমলযোগ্য দলীল যোগ্য যা ইবনে তাইমিয়ার ফতোয়া দ্বারা বুঝা গেল। এই হাদিসটি প্রথমে দ্বঈফ ছিল পরবর্তীতে বুযুর্গ ওলীদের কাশ্ফ দ্বারা হাদিসখানা 'বিশুদ্ধ' প্রমানিত হয়েছে। ঘটনা পূর্বে কিছুটা বর্ণিত হয়েছে। ঘটনাটি হল-হযরত শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী (রহ.) যিনি গাওসে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রা.) এর রূহানী আওলাদ। একটি হাদিস শুনে ছিলেন যে, যে ব্যক্তি ৭০০০০ (সত্তর হাজার) বার কালিমায়ে তাইয়্যেবা পড়বে, তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

একদা একজন কাশ্ফের অধিকারী যুবক আবেদ বললেন যে, আমার মৃত মাকে জাহান্নামে দেখছি। তা শুনে হযরত শায়খ মুহিউদ্দিন ইবনে আরাবী (রহ.) ইতিপূর্বে যে সত্তর হাজার বার কালেমায়ে তাইয়্যেবাহ পড়েছিলেন উহার সাওয়াব মনে মনে ঐ যুবকের মা এর জন্য বখশিশ করে দেওয়া মাত্রই যুবক (আবেদ) হেঁসে দিলেন এবং

১ ইবনে আসাকির,তারিখে দামেস্ক : ৩৭/৩৫৫ পৃ.হাদিস : ৪০৯৯, শায়খ ইউসুফ নাবহানী,ফাতহুল কাবীর,২/১৮৮ পৃ.হাদিস:৭৩২৮, মুত্তাকী হিন্দী,কানযুল উম্মাল, ১৫/৩০৬পৃ. হাদিস : ৪১১৩৯
২ মাজমূআয়ে ফতোয়ায়ে ইবনে তাইমিয়া : ২৪/৩২৩ পৃ.

বললেন, এখন আমার মাকে জান্নাতে দেখছি। শায়খ ইবনে আরাবী (রহ.) বলেন, আমি এ হাদিসখানার বিশুদ্ধতা উক্ত যুবক ওলীর কাশফের দ্বারা জানতে পারলাম।

দেওবন্দীদের মুরুব্বি কাশেম নানুতুবী তার গ্রন্থ 'তাহযিরুন্নাস' কিতাবে মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবী স্থানে জুনায়েদ বাগদাদী (রহ.) এর নাম উল্লেখ করেছে।

তাই এই বিষয়টি প্রমানিত নি:সন্দেহে। জাল বা বানোয়াট বলা গোমরাহী। মানুষকে কল্যানকর কাজ থেকে বিরত রাখার নামান্তর তারা শুধু ইবনে তাইমিয়ার মতামত তুলে ধরেছে আর কোন দলীল তাদের নেই। আর ইবনে তাইমিয়া হাদিসটিকে মওদ্বু বা বানোওয়াট বলেনি। আর ইবনে তাইমিয়া ভ্রান্ত মতবাদের অনুসারী সেহেতু তার মতামত গ্রহনযোগ্য নয়।

মুহাম্মদ নাম রাখার ফযীলত সম্পর্কিত হাদিস পর্যালোচনা

'প্রচলিত জাল হাদিস' বইয়ের (মতিউর রহমান কৃত) ১৭৯ পৃষ্ঠায় নিম্নের হাদিস খানাকে জাল প্রমাণ করার জন্য অনেক অপচেষ্টা চালিয়েছেন কিন্তু এই হাদিসটি জাল প্রমাণে একটিও গ্রহণযোগ্য দলীল তিনি দিতে পারেন নি।

হযরত আবু উমামাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন-

453- أخبرنا الشريف أبو الحسن محمد بن أحمد بن المهتدي قال حدثنا الحسين بن أحمد بن عبد الله بن بكير المحدث قال حدثني [ص:1039] أبو الحسن حامد بن حماد بن المبارك بن عبد الله العسكري بنصيبين قال حدثنا إسحاق بن سيار بن محمد أبو يعقوب النصيبي قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن برد بن سنان عن مكحول عن أبي أمامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ص:1041] " مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا كَانَ هُوَ وَمَوْلُودُهُ فِي الْجَنَّةِ»-ومشيخه القاضى المارستان:1038/3رقم:453 (المتوفى: 535هـ) ورواه ابن بكير فى "فضل من اسمه احمد و محمد": 58\1

-"যার সন্তান জন্ম নিল সে আমার পবিত্র নাম হতে বরকত হাসিল করার নিমিত্তে তার নবজাতকের নাম মুহাম্মদ রাখবে তবে সে এবং তার সন্তান দু'জনই বেহেশতে যাবে।"

উক্ত হাদিস সম্পর্কে আল্লামা আযলূনী (রহ.) বলেন-

رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ أُمَامَةَ رَفَعَهُ قَالَ السُّيُوطِيّ: هَذَا أَمْثَلُ حَدِيثٍ وَرَدَ فِي هَذَا الْبَابِ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ-

-"উক্ত হাদিসটি ইমাম ইবনে আসাকীর তার তারীখে দামেস্কে হযরত আবু উমামা (রাঃ) হতে মারফূ সূত্রে বর্ণনা করেন। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহ.) বলেন হাদিসটির সনদ "হাসান" পর্যায়ের।"[১]

সুতারাং প্রমান হয়ে গেল হাদিসটি নিঃসন্দেহে "হাসান" বা গ্রহণযোগ্য। অনুরূপ আরও হাদিস রয়েছে যেমন : ইমাম জাফর সাদেক (রহ.) তার পিতা ইমাম বাকের (রহ.) হতে ইমাম বাকের (রহ.) হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ

اذا كان يوم القيامة ناد منادى من اسمه محمد فيدخل الجنة بكر امة اسمه صلى الله عليه و سلم-

-"কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মদ নামের ব্যক্তিদেরকে ডাকবেন। তাপর বলবেন তোমরা সবাই জান্নাতে চলে যাও। এটা শুধু আল্লাহ তা'য়ালার হাবীব (ﷺ) এর মহত্ব ও বড়ত্ব দেখানোর জন্য এ মর্যাদা।"[২]

রাসূল (ﷺ) এর নামে নাম রাখা ব্যক্তির জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ সম্পর্কিত হাদিস

'প্রচলিত জাল হাদিস' (মতিউর রহমান লিখিত) বইয়ের ১৭৯ পৃষ্ঠায় একটি হাদিস উল্লেখ করেন, আমার নামে সন্তানদের নাম রাখ কেননা, আল্লাহ তায়ালা কসম করে বলেছেন, হে মুহাম্মদ! আপনার নামের সাথে যার নাম মিলাবে আমি কখনো তাকে জাহান্নামের আগুনে জ্বালাব না। এ হাদিসটিকে সে জাল প্রমান কারার অনেক অপ্রচেষ্টা করেছেন,কিন্তু সর্বশেষে ব্যর্থ হয়েছে।

উক্ত বক্তব্যের জবাব ঃ-

উক্ত হাদিসটি তারা বাংলায় লিখেছেন এবং হাদিসটি বিকৃতি করে বর্ণনা করেছে যাতে জাল বানাতে সহজ হয়। মূলত হাদিসটি হল এভাবে হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত ঃ-

১ ক. ইমাম ইবনে আসাকির : তারীখে দামেস্ক : ১৩/১৭৭ পৃ.
খ. ইমাম মানাবী : ফয়জুল কাদীরে ২/২৩৭ পৃষ্ঠা হাদিস : ৯০৮৪
গ. ইবনে কাইয়্যিম : মানারুল মুনীফ : ৬১ পৃষ্ঠা
ঘ. আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খাঁন বেরলভী : আহকামে শরীয়তে ১/৮০ পৃষ্ঠা
ঙ. ইমাম ইবনে বুকাইর : ফযলুল মিন ইসমু আহমদ ওয়া মুহাম্মদ : ১/৫৮ পৃষ্ঠা
চ. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি : আল লাআলীল মাসনূআ : ১/১০৬ পৃ.
ছ. শায়খ ইউসূফ নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ৩/৩৮৫ পৃ.
জ. আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/২৫৪ পৃ. হাদিস : ২৬৪৩
ঝ. ইমাম সূয়তী : মুখতাসারুল মওজুআত : ১৮৫ পৃ.

২ ক. ইমাম কাজী আয়াজ : শিফা শরীফ : ১/১০৫ পৃষ্ঠা
খ. শায়খ ইউসূফ নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ৩/৩৮৫

يوقف عبدان بين يدى الله عز و جل فيقول الله لهما: ادخلا الجنة ، فانى اليت على نفسى ان لا يدخل النار من اسمه محمد و لا احمد-

-"কিয়ামতের দিন দুধরনের ব্যক্তিদের মহান আল্লাহ তায়ালার দরবারে উপস্থিত করা হবে। হুকুম করা হবে তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাও। তার কারন আল্লাহ তায়ালা নিজের ~~নফসের~~ সত্তার উপর কসম করেছেন যার নাম আহমদ এবং **মুহাম্মদ রাখবে তাকে কখনো দোযখে দেব না**।"[১]

উক্ত হাদিসটির দুটি সূত্র ইমাম দায়লামী (رحمة الله عليه) বর্ণনা করেছেন। প্রত্যেকটি সনদ দুর্বল হলেও হাদিসটি কমপক্ষে "হাসান" এর মর্যাদা রাখে। এছাড়া এই বিষয়ে আরও একাধিক সনদ উল্লেখ পাওয়া যায়।

আরও সহিহ হাদিস পাওয়া যায়। যেমন হযরত নবীত্ব বিন শারীত্ব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন যে, قل الله تعالى و عزتى و جلالى لا عذبت احدا تسمى باسمك فى النار- অর্থাৎ- আমাকে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত বলেছেন আমার জালালিয়াতের শপথ! যার নাম **আপনার নামে রাখা হবে** তাকে দোযখের আযাব দেওয়া হবে না।[২]

উক্ত হাদিসটি সংকলন করে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খাঁন বেরলভী (رحمة الله عليه) বলেন-الاسناد متصيل অর্থাৎ- উক্ত হাদিসটির সনদ মুত্তাসিল তথা শক্তিশালী। (তথ্য সূত্র:ইমাম আহমদ রেযা : আহকামে শরীয়ত : ১/৮০ পৃ.)

অনুরূপ বর্ণনার আরও হাদিস পাওয়া যায়-

و عن ابن عباس رضى الله عنهما انه صلى الله عليه وسلم قال : اذا كان يوم القيامة ينادى مناد فى الموقف الا ليقم من كان اسمه محمدا ، فليدخل الجنة بكرامتى –

১ ক. ইমাম দায়লামী : আল মুসনাদিল ফিরদাউস : ৫/৫৩৫ পৃ. হাদিস : ৯০০৬
খ. ইমামা মানাবী : ফয়জুল কাদীর ৫/৪৫৩ পৃ.
গ. ইমাম ইবনে সা'দ : তবকাতুল কোবরা :
ঘ. আল্লামা বুরহান উদ্দিন হালবী : সিরাতে হালবিয়্যাহ : ১/১৩৫ পৃ.
ঙ. হাফেজ আবু তাহের সালাফী (রহ.) তার হাদিস গ্রন্থেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।
জ. আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খাঁন বেরলভী : আহকামে শরীয়াতে ১/৮১ পৃষ্ঠা
ঝ. আল্লামা শায়খ ইউসূফ নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ৩/৩৮৫ পৃ
ঞ. ইমাম দায়লামী : আল ফিরদাউস : ৫/৪৮৫ হাদিস নং - ৮৮৩৭

২ ক. ইমাম আবু নুঈম ইস্পাহানী (رحمة الله عليه) হুলিয়াতুল আউলিয়া গ্রন্থে বর্ণনা করেন।
খ. হাফিজ ইবনু বুকহির (رحمة الله عليه) তার হাদিস গ্রন্থে হযরত আলী (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেন।
গ. ইমাম দায়লামী : ৫/৫৩৫ হাদিস নং- ৯০০৮ তিনি হযরত আলী (رضي الله عنه) এর সূত্রে।

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, **নিশ্চয় রাসূল** (ﷺ) ইরশাদ ফরমান,কিয়ামতের দিন ফেরেশতারা মুহাম্মদ নামের **ব্যক্তিদেরকে** ডাকবেন ও খুঁজতে থাকবেন এবং **তাদেরকে বলা হবে তোমরা জান্নাতে যাও, এটা** আল্লাহর মহত্ব ও বড়ত্ব কী, তা দেখানোর জন্য তাদের প্রতি প্রত্যাদেশ হবে।"[১]

অনুরূপ হযরত আবু উমামা (রা.)হতে বর্ণিত আরেকটি হাদিস পাওয়া যায়।

انه صلى الله عليه وسلم قال : قال الله عز و جل : و عزتى و جلالى لا اعذب احدا تسمى باسمك فى النار -

-"নিশ্চয়ই আঁকা (ﷺ) ইরশাদ ফরমান, আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, হে হাবীব! আমার ইজ্জত ও জালালিয়াতের কসম যারা আপনার নামে নাম মিলেয়ে রাখবে তাদেরকে কখনো জাহান্নামের আযাব দেয়া হবে না।"[২]

সুতরাং প্রমাণিত হলো যে হাদিসটির মোট ৫টির বেশী সনদ রয়েছে। প্রত্যেকটি সনদ দুর্বল হলেও হাদিসটি "হাসান" হওয়াতে কোন অসুবিধা নেইং বরং নিঃসন্দেহে 'হাসান' বলা যায়।

'রাসূল (ﷺ) সৃষ্টি না হলে কিছুই সৃষ্টি হত না' হাদীসের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ

প্রচলিত জাল হাদিস বইয়ের (মতিউর রহমান লিখিত) ১৮৬ পৃষ্ঠায় লিখছে এটি লোক মুখে হাদীসে কুদসী হিসেবে যথেষ্ট প্রসিদ্ধ। অপরদিকে প্রচলিত জাল হাদিস ৫৬ পৃষ্ঠায় (জুনাইদ বাবুনগরী লিখিত) উক্ত হাদিসটিকে জাল প্রমাণ করার অপচেষ্টা চালিয়েছে সে আরও লিখেছে, "অথচ হাদিস বিশেষজ্ঞরা এ ব্যাপারে একমত যে, এটি একটি ভিত্তিহীন রেওয়ায়েত, **মিথ্যুকদের বানানো কথা,** "রাসূল (ﷺ) এর হাদীসের সাথে এর সামান্যতম সম্পর্ক নেই।"

উক্ত প্রচলিত জাল হাদিস বইয়ের ১৮৭ পৃষ্ঠায় আরও উল্লেখ করেছে- "একমাত্র তাঁর খাতিরেই সবকিছু সৃষ্টি করা হয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই এই **আক্বীদা রাখার সুযোগ নেই যতক্ষণ পর্যন্ত দলীল প্রমাণ না পাওয়া যাবে"**। অথচ উক্ত বইয়ে সে কোন মুহাদ্দিসের রায় ইবারত সহ উপস্থাপন করতে পারে নি।

তথাকথিত আরেক লেখক ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর তার লিখিত **ঈমান বিধ্বংসী বই** "হাদীসের নামে জালিয়াতি"এর ২৪৭ পৃষ্ঠায় কোন মুহাদ্দিসের মতামত ছাড়া মনগড়া

১ আল্লামা ইউসূফ নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ৩/৩৮৫ পৃষ্ঠা
২ ক. আল্লামা শায়খ ইউসূফ বিন ইসামঈল নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ৩/৩৮৪ পৃ.
খ. ইমাম বুরহান উদ্দিন হালকী : সিরাতে হালবিয়্যাহ : ১/১৩৫ পৃ.

কটি লাইন লিখে দাবী করেছেন হাদিসটি বানোওয়াট ও ভিত্তিহীন। তার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছে لولاك الافلاك শব্দে বা বাক্যে কোনো হাদীসের গ্রন্থে কোনো প্রকার সনদ বর্ণিত হয়নি। এ হাদিসটিকে অনেক বাতিল পন্থীদের গ্রন্থে জাল বলে আখ্যা দিয়া হয়েছেন। তাদের সকলের নামের তালিকা দিয়ে আমি আমার কিতাব দীর্ঘায়িত করতে চাই না। আমি প্রথমে এই বিষয় বস্তুর সমর্থনে কিছু হাদিস উল্লেখ করব,তার পরে সরাসরি لولاك الافلاك শব্দসহ রেওয়ায়েত বর্ণনা ও তার ব্যাপারে গ্রহনযোগ্য মুহাদ্দিসদের বক্তব্য উল্লেখ করব এবং এমনকি বাতিল পন্থীদের বক্তবও দলিল হিসেবে উল্লেখ করব।

দলীল নং- ১-২৪

প্রথমে যে হাদিস খানা আমি উল্লেখ করছি সে হাদিস সম্পর্কে ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর তার বইয়ের ২৪৮ পৃষ্ঠায় মওদ্ধু প্রমানের অনেক অপ্রচষ্টা চালিয়ে সর্বশেষে দ্বঈফ বলেছেন।

অথচ সে নিজেই ২৪৮ পৃষ্ঠায় লিখেন, 'ইমাম হাকিম নিশাপুরী হাদিসখানা সংকলন করে বলেছেন হাদিস খানা সহিহ।' এখন আমার প্রশ্ন হলো তিনি কী তাহলে ইমাম হাকেমের চেয়েও বড় মুহাদ্দিস হয়ে গেলো? যে হাদিস বর্ণনা করে বলেন সহিহ আর সে কোন গ্রহণযোগ্য মুহাদ্দীসের মতামত ইবারত সহ উল্লেখ না করে কিভাবে জাল বলার মত দু:সাহস পেল! উক্ত হাদিস সম্পর্কে আমি সামনে দীর্ঘ আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। হাদিসটি নিম্নরূপ ঃ

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْعَدْلُ، ثنا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، ثنا أَبُو الْحَارِثِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمٍ الْفِهْرِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْلَمَةَ، أنبأ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَمَّا اقْتَرَفَ آدَمُ الْخَطِيئَةَ قَالَ: يَا رَبِّ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ لَمَا غَفَرْتَ لِي، فَقَالَ اللَّهُ: يَا آدَمُ، وَكَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا وَلَمْ أَخْلُقْهُ؟ قَالَ: يَا رَبِّ، لِأَنَّكَ لَمَّا خَلَقْتَنِي بِيَدِكَ وَنَفَخْتَ فِيَّ مِنْ رُوحِكَ رَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ عَلَى قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَعَلِمْتُ أَنَّكَ لَمْ تُضِفْ إِلَى اسْمِكَ إِلَّا أَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ، فَقَالَ اللَّهُ: صَدَقْتَ يَا آدَمُ، إِنَّهُ لَأُحِبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ ادْعُنِي بِحَقِّهِ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَهُوَ أَوَّلُ حَدِيثٍ ذَكَرْتُهُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِي هَذَا الْكِتَابِ»

-"হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ﷺ) ইরশাদ ফরমান হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) যখন অপ্রত্যাশিতভাবে (ইজতেহাদি) ভুল করলেন তখন হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) আল্লাহর দরবারে আবেদন করলেন, হে পরওয়ারদিগার! হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর উসিলায় আমাকে মার্জনা করুন। আল্লাহ রব্বুল আলামীন

তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি মুহাম্মদ (ﷺ) কে কিভাবে চিনেছ? জবাবে আদম (আলাইহিস সালাম) আরজ করলেন, হে আল্লাহ! আপনি স্বীয় কুদরতি হাত দ্বারা আমাকে সৃষ্টি করে আমার দেহের অভ্যন্তরে যখন আত্মা প্রবেশ করিয়ে ছিলেন, তখন আমি মাথা তুলে আপনার আরশের পায়ায় লেখা দেখেছিলাম, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" আমি বুঝতে পারলাম, আপনি আপন নামের সাথে এমন একটি নাম মিলিয়ে রেখেছেন যেটি সমগ্র সৃষ্টি জগতে আপনার নিকট সবচেয়ে প্রিয়। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, হে আদম! তুমি সত্য বলেছ। নিশ্চয় ঐ নাম সমগ্র জাহানে আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। যেহেতু তুমি সেই নাম নিয়েই আমার কাছে প্রার্থনা করেছ, সেহেতু আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। যদি মুহাম্মদ (ﷺ) না হতেন, আমি তোমাকেও সৃষ্টি করতাম না।"[১]

প্রমাণিত, হলো রাসূল (ﷺ) সৃষ্টি কে করা না হলে আদম (আলাইহিস সালাম) কে সৃষ্টি করা হতো না, সুতরাং আদম (আ.) না হলে হয়ত আমরা কোন মানবের উৎপত্তিও হত না। এই হাদিসটিকে যেহেতু গ্রহনযোগ্য প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগন সহিহ বলেছেন। ইমাম

---

১ ১. ইমাম হাকেম নিশাপুরী ঃ আল মুস্তাদরাক ঃ ২/৪৮৬ পৃ. হাদিস ঃ ৪২২৮ ইমাম হাকেম বলেন হাদিসটির সনদ সহিহ।
২. ইমাম তাবরানী ঃ মু'জামুল আওসাত : ৬/৩১৩ হাদিস ঃ ৬৫০২
৩. তাবরানী ঃ মু'জামুস সগীর : ২/১৮২ হাদিস ঃ ৯৯২
৪. ইবনে হাজার হায়সামী ঃ মাযমাউদ যাওয়াইদ : ৮/২৫৩ : পৃ.
৫. ইমাম ইবনে আসাকির ঃ- তারিখে দামেস্ক : ৭/৪৩৭
৬. আল্লামা ইবনে কাসীর ঃ বেদায়া ওয়ান নেহায়া ১/১৮ পৃ.
৭. ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী ঃ খাসায়েসুল কোবরা, ১/১২ হাদিস ঃ ১২
৮. ইমাম বুরহান উদ্দিন হালবী ঃ সিরাতে হালবিয়্যাহ ১/৩৫৫
৯. ইমাম কুস্তালানী ঃ মাওয়াহেবে লাদুনীয়া ১/৮২ পৃ.
১০. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি ঃ তাফসীরে দুররে মানসুর ১/১৪২ পৃ.
১১. ইমাম বায়হাকী ঃ দালায়েলুল নবুয়ত ঃ ৫/৪৮৯ পৃ.
১২. ইমাম হাকেম নিশাপুরী ঃ আল মাদখাল ঃ ১/১৫৪ পৃ.
১৩. ইমাম আবু নঈম ইস্পাহানী ঃ হুলিয়াতুল আউলিয়া ঃ
১৪. আল্লামা শায়খ ইউসুফ নাবহানী : শাওয়াহিদুল হক্ব : পৃ নং: ১৩৭
১৫. আল্লামা শায়খ ইউসুফ নাবহানী : আনোয়ার-ই-মুহাম্মদিয়া : পৃ নং: ৯-১০
১৬. আল্লামা শাহ আ: আজীজ মুহাদ্দিস দেহলভী : তাফসীর-ই-আযীযী : প্রথম খণ্ড ঃ পৃ-১৮৩
১৭. আল্লামা শায়খ ইউসুফ নাবহানী : আফযালুস্ সালাত : পৃ-১১৭
১৮.আল্লামা ইসমাঈল হাক্বী : তাফসীরে রুহুল বায়ান: ২/৩৭০ পৃ. সূরা মায়েদা: আয়াত নং-১৫
১৯. আল্লামা ইবনে হাজার হায়সামী : শরহে শামায়েল : ১/১১৫ পৃ:
২০. আল্লামা শায়খ ইউসূফ নাবহানী : যওয়াহিরুল বিহার : ২/১১৪ পৃ:
২১. ইমাম যুরকানী ঃ শরহে মাওয়াহেবে লাদুন্নীয়া, ১/১৭২ পৃ.
২২.শায়খ ইউসুফ নাবহানী : হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামিন : ৭৯৫ পৃ. এবং ৩১ পৃ., মাকতুবাতুত-তাওফিকহিয়্যাহ, কাহেরা,মিশর।
২৩. আল্লামা শফী উকাড়বী ঃ যিকরে হাসীন, ৩৭ পৃষ্ঠা।
২৪. মাওলানা আশরাফ আলী থানবী : নশরত্তীব ঃ পৃষ্ঠা নং- ২৮

হাকিম সনদের দিক দিয়ে সহিহ বলেছেন,তাঁর এ অভিমতকে বহু ইমামগণও গ্রহণ করেছেন। তার মধ্যে ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি , শায়খ ইউসুফ নাবহানী, শাহ আঃ আযিয মুহাদ্দিস দেহলভী, কুস্তালানী, যুরকানী, ইসমাঈল হাক্কী, ইবনে হাযার হাইসামী, ইবনে কাসীর, বুরহানউদ্দীন হালভী, এমনকি দেওবন্দের অন্যতম আলেম আশরাফ আলী থানবীরও উক্ত হাদিসটির ব্যাপারে হাকেমের সহিহ হওয়ার মতকে মেনে নিয়েছেন তাদের স্বস্ব গ্রন্থে। উল্লেখ্য যে, এই হাদিস দ্বারা উসিলার বৈধতা প্রমাণ পাওয়া গেল।

দলীল নং- ২৫-৩৩

প্রথম দীর্ঘ হাদিস থেকে কিছু শব্দ বাদ পড়ে কিছুটা সংক্ষেপে অন্য সনদে উক্ত সাহাবী হতে ইমাম যওযী ও ইমাম সুয়ূতি (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ইমাম দায়লামীর সূত্রে উক্ত হাদিসটি এভাবে বর্ণনা করেন,

عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: لَمَّا أَذْنَبَ آدَمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّنْبَ الَّذِي أَذْنَبَهُ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى الْعَرْشِ , قَالَ: أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ إِلَّا غَفَرْتَ لِي , فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ , «وَمَا مُحَمَّدٌ وَمَنْ مُحَمَّدٌ؟» قَالَ: تَبَارَكَ اسْمُكَ، لَمَّا خَلَقْتَنِي رَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى عَرْشِكَ، فَإِذَا فِيهِ مَكْتُوبٌ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ , مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَعْظَمَ عِنْدَكَ قَدْرًا مِمَّنْ جَعَلْتَ اسْمَهُ مَعَ اسْمِكَ , فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ: «يَا آدَمُ , إِنَّهُ آخِرُ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ , وَإِنَّ أُمَّتَهُ آخِرُ الْأُمَمِ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ , وَلَوْلَاهُ يَا آدَمُ مَا خَلَقْتُكَ»-

-"হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, যখন হযরত আদম (আলায়হিস সালাম) এর ইজতেহাদী ভুল হয়ে যায় তখন তিনি স্বীয় মাথা মুবারক আসমানের দিকে উত্তোলন করলেন এবং নিবেদন করলেন, হে প্রভু! , হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর ওসীলায় আমাকে ক্ষমা করে দাও। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর প্রতি ওহী প্রেরণের মাধ্যমে বললেন, হে আদম (আলায়হিস সালাম)! মুহাম্মদ কি এবং মুহাম্মদ কে? হযরত আদম (আলায়হিস সালাম) বললেন, হে সম্মানিত নামের অধিকারী! যখন তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছিলে, তখন আমি মাথা উঠিয়ে তোমার আরশে দেখেছি, আরশের (পায়াতে) লেখা ছিল (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ , مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ) তাই আমি বুঝে নিলাম, তুমি যার নামকে তোমার নামের সাথে সংযুক্ত করে লিখে রেখেছ, আমার মনে হয়েছে তিনি তোমার নিকট সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে অধিক প্রিয়ভাজন। আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করলেন, হে আদম (আলায়হিস সালাম)! তুমি সত্য বলেছ। সৃষ্টি জগতে তিনি আমার সর্বাধিক প্রিয়। তিনি তোমার সন্তানদের মধ্যে সমস্ত নবীদের মধ্যে আখেরী বা সর্বশেষ নবী হবেন। তাঁর উম্মত তোমার সন্তানাদিদের মধ্যে সর্বশেষ উম্মত। হে

আদম (আলায়হিস সালাম)! যদি তিনি (মুহাম্মদ (ﷺ)) না হতেন, তাহলে আমি তোমাকেও সৃষ্টি করতাম না।"[১]

উক্ত হাদিসের দুটি সূত্রের সনদের গ্রহণযোগ্যতা দেখতে হলে কিতাবের শেষে দেখুন।

দলীল নং- ৩৪-৪৬

4227 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، إِمْلَاءً، ثنا هَارُونُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْهَاشِمِيُّ، ثنا جَنْدَلُ بْنُ وَالِقٍ، ثنا عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ الْأَنْصَارِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «أَوْحَى اللَّهُ إِلَى عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا عِيسَى آمِنْ بِمُحَمَّدٍ وَأْمُرْ مَنْ أَدْرَكَهُ مِنْ أُمَّتِكَ أَنْ يُؤْمِنُوا بِهِ فَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ آدَمَ وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَلَا النَّارَ وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ فَاضْطَرَبَ فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَسَكَنَ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'য়ালা হযরত ঈসা (আলায়হিস সালাম) এর নিকট ওহী নাযিল করলেন, হে ঈসা! তুমি মুহাম্মদ (ﷺ) এর উপর ঈমান আন এবং তোমার উম্মতের মধ্যে যারা তাঁর যুগ পাবে তাদেরকে ঈমান আনতে বলো। কারণ যদি মুহাম্মদ (ﷺ) না হতেন, তাহলে আমি না আদমকে সৃষ্টি করতাম, না বেহেশত, না দোযখ সৃষ্টি করতাম। আমি (আল্লাহ) যখন পানির উপর আরশ তৈরী করেছিলাম, তখন তা এদিক সেদিক কম্পন করতে লাগল। তখন আমি তার উপর কালেমা শরীফ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' লিখে দিলাম অতঃপর আরশ স্থির হয়ে গেল।"[২] উক্ত হাদিসটিকে আব্দুল্লাহ

---

১ ক. ইমাম তাবরানী : মু'জামুল আওসাত : ৬/৩১৩ পৃ. হাদিস নং - ৬৫০২
খ. ইমাম সুয়ূতি : আদ্ দুররুল মনসূর : ১/৫৮
গ. ইমাম সুয়ূতি : আর রিয়াদুল আনিকা, পৃ-৪৮
ঘ. ইমাম জওজী : আল-ওয়াফা বি আহওয়া লিল মুস্তাফা- ৩৩ পৃ.দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত।
ঙ. ইমাম জওজী : বয়ানুল মিলাদুন্নবী : ১৫৮ পৃ
চ. ইমাম দায়লামী : আল মুসনাদিল ফিরদাউস : ৫/২২৭ পৃ.
ছ. আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ১/৪৬ এবং ২/২১৪ পৃ
জ. শায়খ ইউসূফ নাবহানী : হুজ্জাতুল্লাহি আ'লাল আলামিন ঃ ৭৯৫ পৃ.।
ঝ.তাবরানী,মু'জামুস্-সগীর,২/১৮২পৃ. হাদিস:৯৯২

২ ১. ইমাম হাকেম নিশাপুরী ঃ আল মুস্তাদরাক ২/৬৭১, পৃষ্ঠা হাদিস ঃ ৪২২৭
২. আল্লামা ইমাম তকিউদ্দিন সুবকী ঃ শিফাউস সিকাম ৪৫ পৃষ্ঠা
৩. আল্লামা ইবনে হাজর মক্কী ঃ আফজালুল কুরা ঃ
৪. আল্লামা সিরাজুদ্দীন বলকী ঃ ফতোয়ায়ে সিরাজিয়া ঃ ১/১৪০ পৃ.
৫. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী ঃ মাওজুআতুল কবীর ঃ ১০১ পৃ.
৬. ইমাম ইবনে সা'দ ঃ আত্-তবকাতুল কোবরা ঃ

জাহাঙ্গীর তার বইয়ের ২৫০ পৃষ্ঠায় জাল প্রমাণ করার অপচেষ্টা চালিয়েছেন অথচ ইমাম হাকিম, সুয়ূতি, ইমাম সুবকী, ইবনে হাজর মক্কী,মোল্লা আলী ক্বারী হাদিসটির সনদ সহিহ বলেছেন। ইমাম হাকিম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, হাদিসটির সনদ সহিহ। উক্ত হাদিসটির ব্যাপারে আমি বিস্তারিত এই কিতাবের শেষে আলোচনা করেছি।

দলীল নং- ৪৭-৪৯

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ ফরমান :

عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَرْفُوعًا أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ لَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَلَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ النَّار

-"একদা আমার কাছে হযরত জিব্‌রাঈল (আলাইহিস সালাম) এসে বললেন, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন,**আপনাকে সৃষ্টি না করা হলে সৃজন না হতো বেহেশত আর না দোযখ।**"[১]

দলীল নং- ৫০-৫৪

হযরত সালমান ফারসী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, একদা জিব্‌রাঈল (আলাইহিস সালাম) আমার নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন-

ان كنت اتخذت ابراهيم خليلا- فقد اتخذتك حبيبا و ان كنت كلمت موسى فى الارض تكليما- فقد كلمتك فى السماء و ان كنت خلقت عيسى من روح القدس فقد

৭. ইমাম আবু নঈম ইস্পাহানী ঃ হুলিয়াতুল আউলিয়া ঃ
৮.আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতি ঃ খাসায়েসুল কোবরা ঃ ১/১৪ হাদিস ঃ ২১
৯.আল্লামা ইবনে হাজার হায়সামী ঃ শরহে শামায়েল ঃ ১/১৪২ পৃ.
১০.আল্লামা শায়খ ইউসুফ বিন নাবহানী ঃ যাওয়াহিরুল বিহার ঃ ২/১১৪ পৃ.
১১. ইমাম যাহাবী ঃ মিযানুল ইতিদাল : ৫/২৯৯ পৃ. রাবী নং- ৬৩৩৬
১২. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী ঃ লিসানুল মিযান ঃ ৪/৩৫৪ পৃ.
১৩. ইমাম ইবনে হাইয়্যান ঃ তবকাতে মুহাদ্দিসিনে ইস্পাহানী ঃ ৩/২৮৭ পৃ.
১৪.আবু সা'দ ইবরাহিম নিশাপুরী,শরহে মুস্তফা:১/১৬৫পৃ.
১৫.যুরকানী,শরহুল মাওয়াহেব:১২/২২০পৃ.
১৬.ইবনে কাসীর,কাসাসুল আম্বিয়া,১/২৯পৃ.দারুল তা'লিফ,কাহেরা,মিশর।
১৭.ইবনে কাসীর,সিরাতে নববিয়্যাহ:১/৩২০পৃ.দারুল মা'রিফ,বয়রুত লেবানন।
১৮.ইবনে কাসীর,মু'জিজাতুন্নাবী:১/৪৪১পৃ.মাকতুবাতুল তাওফিকহিয়্যাহ,কাহেরা,মিশর।
১৯.ইবনে সালেহ শামী,সবলুল হুদা ওয়ার রাশাদ:১২/৪০৩পৃ.দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ,বয়রুত,লেবানন।

১ ক. ইমাম দায়লামী ঃ আল-মুসনাদিল ফিরদাউস : ২/২৪২ তিনি বর্ণনা করে বলেন হাদিসটি সনদের দিক দিয়ে "হাসান"।
খ. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : মওদ্বুআতুল কবীর: ১/২৯৫ পৃ.হাদিস :৩৮৫.পৃ,মুয়াস্‌সাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবানন।
গ. আল্লামা শায়খ ইউসুফ নাবহানী ঃ যাওয়াহিরুল বিহার ঃ ৪/১৬০ পৃ.

خلقت اسمك من قبل ان اخلق الخلق بالفى سنة و لقد وطات فى السماء موطا لم يطاه احد قبلك- و لا يطاه احد بعدك و ان كنت اصطفيت ادم فقد ختمت بك الانبياء- وما خلقت خلقا اكرم على منك (وساق الحديث الى ان قال) ظل عرشى فى القيامة عليك ممدود- تاج الحمد على رأسك معقود و قرنت اسمك مع اسمى فلا اذكر فى موضع حتى تذكر معى – ولقد خلقت الدنيا و اهلها لاعرفهم كرامتك و منزلتك عندى- ولولاك ما خلقت الدنيا-

-"আমি যদিও ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) কে খলিল বানিয়েছি কিন্তু আপনাকে বানিয়েছি হাবীব। আমি যদিও মুসা (আলাইহিস সালাম) এর সাথে দুনিয়াতে কথা বলেছি, আপনার সাথে কথা বলেছি আসমানে। আমি ঈসা (আলাইহিস সালাম) কে রুহুল কুদ্দুস থেকে সৃজন করলেও আপনাকে করেছি সমগ্র সৃষ্টি জগত সৃষ্টির দু'হাজার বছর পূর্বে। আপনার কদম আসমানের এমন জায়গায় পৌঁছেছে যেখানে আপনার পূর্বে কারো কদম পৌঁছেনি এবং ভবিষ্যতেও পৌঁছবে না। আমি আদম (আলাইহিস সালাম) কে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করলেও। আপনার মাধ্যমে ঘটিয়েছি নবুয়তের ধারার পরিসমাপ্তি। আপনার চেয়ে অধিক সম্মানী কাউকে আমি সৃষ্টি করেনি। কিয়ামত দিবসে আমার আরশের ছায়া আপনার উপর প্রসারিত হবে। প্রশংসার জয়মুকুট আপনার নূরানী মস্তকে শোভা পাবে। আমি আপনার নাম আমার নামের সাথে মিলিয়ে রেখেছি।

যেখানে আমার যিকির চর্চা হবে সেখানে আপনার যিকিরও চর্চা হবে। আমি পৃথিবী এবং পৃথিবীবাসীকে সৃষ্টি করেছি,আমার নিকট আপনার মর্যাদা ও সম্মান কতটুকু তা দেখানোর জন্য জেনে রাখুন, نبا خلقت الد ما لولاك অর্থাৎ- **আপনাকে সৃষ্টি না করলে আমি দুনিয়া সৃষ্টি করতাম না।**"[১]

দলীল নং- ৫৫-৫৯

অপর আরেকটি হাদীসে রয়েছে, যেমন- হযরত কাবুল আহবার (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হতে বর্ণিত

انه لما خلق الله تعالى ادم الهمه ان قال يا رب لم كنيتنى ابا محمد قال الله تعالى يا ادم ارفع رأسك فرفع رأسه فراى نور محمد صلى الله عليه و سلم فى سرادق العرش فقال يارب ما هذا النور قال هذا نور نبى من ذريتك اسمه فى السماء احمد و فى الارض محمد لولاه ما خلقتك ولا خلقت سماء ولا ارضا-

১ .ক. ইমাম ইবনে আসাকীর ঃ তারীখে দামেস্ক ৩/৫১৭ পৃষ্ঠা
খ. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী ঃ মওদ্বুআতুল কবীর ঃ ১০১ পৃষ্ঠা
গ. আল্লামা ইমাম যুরকানী ঃ শরহে মাওয়াহেব ঃ ১/১৮২ পৃ.
ঘ. শায়খ ইউসুফ নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ১/২৮৯ পৃষ্ঠা
ঙ. ইমাম কাজী আয়াজ ঃ শিফা শরীফ ঃ ২/১০৫ পৃ.

-"হযরত আদম (আলায়হিস সালাম) আল্লাহ পাকের দরবারে আবেদন করেছিলেন, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আবু মুহাম্মদ উপনামে কেন ভূষিত করেছেন? আল্লাহর পক্ষ হতে হুকুম আসলো, হে আদম (আলায়হিস সালাম)! তোমার মাথা তুলে দেখ। আদম (আলায়হিস সালাম) মাথা উঠিয়েই দেখতে পেলেন তাঁর চোখের সামনে আরশের পর্দায় নূরে মুহাম্মদী ভেসে ওঠল। আদম (আলায়হিস সালাম) আরজ করলেন, হে আমার প্রতিপালক! এই নূর মোবারক কার? জবাবে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, এই নূর হলো ঐ নবীর যিনি তোমার বংশধরে নবি হিসেবে আগমন করবে আসমানে যার নাম আহমদ আর যমীনে মুহাম্মদ। **যদি তিনি না হতেন, তাহলে আমি না তোমাকে সৃষ্টি করতাম, না আসমানকে, আর না যমীন কে।**"[১]

দলীল নং- ৬০-৬৪

আল্লামা ইমাম কুস্তালানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)বর্ণনা করেন-

ذكر صاحب "كتاب شفاء الصدور" فى مختصره عن على بن ابى طالب رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه و سلم عن الله عز و جل قال يا محمد و عزتى و جلالى لولاك ما خلقت ارضى ولا سمائى ولا رفعت هذه الخضراء ولا بسطت هذه الغبراء-

-'শিফাউস সুদূর কিতাবের লিখক তার মুখতাসার কিতাবে হযরত আলী ইবনে আবী তালেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি নবি করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে,আল্লাহ বললেন,হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমার ইজ্জত ও জালালিয়াতের শপথ, **যদি তোমাকে সৃষ্টি না করতাম তাহলে আমি,না যমিন, না আসমান** কিছুই সৃষ্টি করতাম না আর আমি উঁচু করতাম না উর্ধ্বের ঐ নীল বর্ণের ছাদ এবং নিম্নের এ ধূসর বর্ণের পৃথিবী।"[২]

দলীল নং- ৬৫-৬৬

১ ক. ইমাম শিহাবুদ্দীন কুস্তালানী ঃ মাওয়াহেবে লাদুন্নীয়া ১/৩৩ পৃ.
খ. আল্লামা যুরকানী ঃ শরহুল মাওয়াহেব, ১/৭৮ পৃ
গ. আল্লামা শফী উকাড়ভী ঃ যিকর ই হাসীন ঃ ৩১ পৃ
ঘ. ইমাম তুগরিব ঃ আল মাওলুদ শরীফ ঃ ১৪২ পৃ
ঙ. আল্লামা শায়খ ইউসুফ বিন ইসমাঈল নাবহানী ঃ যাওয়াহিরুল বিহার ঃ ৩/৩৫২ পৃ

২ ক. ইমাম বুরহানুদ্দীন হালবী ঃ সিরাতে হালবিয়া ঃ ১/৩৭৫ পৃ
খ. আল্লামা ফকীহ খতিব আবু রবীঈ : আল মুখতাসার : ১/১১৫
গ. আল্লামা ইবনে হাজর হায়সামী : শরহে শামায়েল : ১/১১৫
ঘ. আল্লামা শায়খ ইউসুফ বিন ইসমাঈল নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ২/১১৫ পৃঃ
ঘ. আল্লামা বুরহান উদ্দিন হালবী : ইনসানুল উয়ূন : ১/৩৭৫ পৃঃ

عن على رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه و سلم لم خلقت؟ قال لما اوحى الى ربى بما اوحى – قلت يا رب لم خلقتنى؟ قال تعالى و عزتى و جلالى لولاك ما خلقت ارضى ولا سمائى-

-"হযরত আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি নবীকে সম্বোধন করে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনাকে কি জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে? প্রিয় নবী (দ.) তাঁর জবাবে ইরশাদ করলেন, আল্লাহ পাক আমার কাছে যখন ওহী প্রেরণ করছিলেন তখন আমি আরজ করেছিলাম, ইয়া রব্বুল আলামীন! আপনি আমাকে কি জন্য সৃষ্টি করেছেন? জবাবে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, আমার ইজ্জত ও জালালীয়াতের শপথ! **আপনাকে যদি সৃষ্টি না করতাম,তাহলে আমি না সৃষ্টি করতাম জমিন, না আসমান।**"[১]

দলীল নং- ৬৭-৬৮

ভারতীয় উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠতম মুহাদ্দিস আল্লামা আব্দুল হক দেহলভী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর বিখ্যাত সিরাত গ্রন্থ 'মাদারেজুন নবুয়তে' একখানা হাদিস উল্লেখ করেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কুরআনের উক্ত আয়াত وما كنت بجانب الطور الخ- এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন হযরত মূসা আলায়হিস সালাম তাওরাত প্রাপ্তির মুহূর্তে আল্লাহর সাথে আলোচনার এক পর্যায়ে আল্লাহ বলেন, لولا محمد و امته لما خلقت الجنة و لا النار ولا الشمس ولا القمر ولا الليل ولا النهار ولا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا ايك- অর্থাৎ- (হে মুসা) **যদি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁর উম্মত না হত তবে বেহেশত,** দোযখ, সূর্য, চন্দ্র, রাত, দিন, নৈকট্যবান ফেরেশতা, নবী রাসূল সৃষ্টি করতাম না এবং তোমাকেও সৃষ্টি করতাম না।[২]

দলীল নং- ৬৯

ইমাম বুছুরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর লিখিত 'কাসীদায়ে বুরদায়' রয়েছে, لولاه لم تخرج الدنيا من العدم অর্থাৎ- যদি তিনি [রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)] না হতেন দুনিয়া নাস্তির অন্ধকার হতে অস্তির আলোতে আসত না। উক্ত কাসিদার ব্যাখ্যায় আল্লামা ইমাম খরপূতী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) 'শরহে কাসীদায়ে বুরদা' এর ৭১-৭২ পৃষ্ঠায় লিখেন-

১ ক. আল্লামা আব্দুর রহমান ছাফুরী শাফেয়ী : নুযহাতুল মাযালিস : ২য় খন্ড ৭৪ পৃ.
খ. আল্লামা ইমাম মারযুক : শরহে কাসীদায়ে বুরদা : পৃ নং : ৭১

২ ক. আল্লামা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী : মাদারেজুন নবুয়ত : ২য় খন্ড
খ. ইমাম ইবনু সাবইন ও ইমাম আয্ যাফী (রহ.) তারা উভয়ই তাদের হাদিস গ্রন্থে হযরত আলী (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন।

فى هذا البيت تلميح الى ما نقل فى الحديث القدسى لولاك لما خلقت الا فلاك والمراد من الافلاك جميع المكنونات اطلاقا لاسم الجزء على الكل واشارة على ما وقع له صلى الله عليه و اله و سلم فى ليلة الاسراء فانه عليه السلام لما سجد لله تعالى فى سدرة المنتهى قال الله تعالى له عليه الصلوة و السلام انا و انت و ما سوى ذلك خلقته لاجلك۔

-"এই চরণে ইঙ্গিত হল এ হাদিস-ই-কুদসীর প্রতি যা হল لولاك لما خلقت الافلاك আর الافلاك এর মর্ম হল আল্লাহর সমগ্র জগৎ। কেননা অংশ দ্বারা সমষ্টিকে বুঝানো হয়েছে। এতে শবে-ই-মি'রাজে সংঘটিত ঘটনার প্রতিও ইঙ্গিত বর্তমান। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সিদরাতুল মুনতাহার নিকট আল্লাহর দরবারে সিজদায় পতিত হলেন, তখন আল্লাহ তাকে বললেন, এখানে আমি ও আপনি! এ ছাড়া যা কিছু আছে, **সমুদয়কে আমি সৃষ্টি করেছি আপনারই নিমেত্তে।**"[১]

দলীল নং- ৭০

عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: اوحى الله الى عيسى امن بمحمد و مر من ادركه من امتك ان يؤمن به فلولا محمد ما خلقت ادم ولا جنة ولا النار۔

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, মহান আল্লাহ তা'য়ালা ঈসা (আলায়হিস সালাম) এর প্রতি ওহী নাযিল করলেন এবং তাকে বললেন, তুমি মুহাম্মদ(ﷺ) এর প্রতি ঈমান আন। তোমার উম্মতের মধ্যে যারা তাঁর নবয়্যাতের সময় পাবে তারা যেন তার প্রতি ঈমান আনে। যদি মুহাম্মদ (ﷺ)-কে সৃষ্টি না করতাম তাহলে আদম (আলায়হিস সালাম) কে সৃষ্টি করতাম না। এমনকি তাকে সৃষ্টি না **করলে জান্নাত জাহান্নামও সৃষ্টি করতাম না।**"[২]

দলীল নং- ৭১-৭৪

আল্লামা ইমাম কুস্তালানী (رحمه الله) তাঁর গ্রন্থে বর্ণনা করেন -

و فى المولد الشريف لابن طغربك و يروى انه لما خلق الله تعالى ادم الهمه ان قال يا رب لم كنيتنى ابا محمد قال الله تعالى يا ادم ارفع راسك فرفع راسه فراى نور محمد صلى الله عليه و سلم فى سرادق العرش فقال يا رب ما هذا النور؟ قال : هذا النور نبى من ذريتك اسمه فى السماء احمد وفى الارفى محمد لولاه ما خلقتك ولاخلقت سماو ولا ارضا۔

১ খরপৃতি: শরহে কাসীদায়ে বুরদা,৭১ পৃ
২ আল্লামা শায়খ ইউসুফ বিন ইসমাঈল নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ৪/১৬০ পৃ.

-"ইবনে তুগরীকের 'আল-মাওলুদ শরীফ' নামক কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বর্ণনা করেন যে, যখন আল্লাহ তা'য়ালা হযরত আদম (আলায়হিস সালাম) কে সৃষ্টি করেছেন। তখন তাকে ইলহাম (গোপনে অবহিত) করলেন। তিনি আরজ করলেন, হে আমার রব! আপনি আমাকে কেন আবু মুহাম্মদ উপনামে আখ্যায়িত করলেন? তখন আল্লাহ তা'য়ালা বললেন, হে আদম, তুমি উপরের দিকে তাকাও! তখন তিনি উপরের দিকে তাকালেন তিনি আরশের খুটিতে মুহাম্মদ (ﷺ) এর নূর মোবারক দেখতে পেলেন। তিনি আরজ করলেন এটা কার নূর? আল্লাহ বললেন, এটা তোমার বংশভূত একজন সম্মানিত নবীর নূর, যার নাম আসমানে আহমদ এবং যমীনে মুহাম্মদ। তিনি না হলে আমি তোমাকেও সৃষ্টি করতাম না ও **এমনকি আসমান,যমিনও সৃষ্টি করতাম না।**"[১]

দলীল নং- ৭৫-৭৮

ইতিপূর্বে হযরত সালমান ফারসী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে হাদিসটি আমি উল্লেখ করেছিলাম তা থেকে নিম্নের হাদিসটির কিছু শব্দ এবং সনদ পরিবর্তিত হয়ে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে-

عن سلمان رضى الله تعالى عنه قال هبط جبريل على النبى صلى الله عليه و سلم فقال: ان ربك يقول : ان كنت اتخذت ابراهيم خليلا فقد اتخذتك حبيبا، وما خلقت خلقا اكرم على منك ولقد خلقت الدنيا و اهلها لا عرفهم كرامتك و منزلتك عندى و لولاك ما خلقت الدنيا۔

-'হযরত সালমান ফারসী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম রাসূল (ﷺ) এর নিকটে আগমন করলেন অত:পর বললেন : নিশ্চয়ই আপনার রব বলেছেন, আমি ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালামকে আমার খলীল আর আপনাকে বানিয়েছি আমার হাবিব। আমি সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে আপনাকে সম্মানিত এবং শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। আমি পৃথিবী ও পৃথিবী বাসীকে সৃষ্টি করেছি আর তাঁর মধ্যে আমার নিকট আপনার যতটুকু মর্যাদা ও সম্মান রয়েছে সবটুকু আমি তাদের সামনে প্রকাশিত করব। **আর যদি আমি আপনাকে সৃষ্টি না করতাম তাহলে দুনিয়া সৃষ্টি করতাম না।**[২]

১ ক. আল্লামা ইমাম কুস্তালানী : মাওয়াহেবে লাদুন্নীয়া : ১/৩৫-৩৬ পৃ
খ. ইমাম যুরকানী : শরহুল যাওয়াহেব : ১/৭৬ পৃ:
গ. ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ূতী : খাসায়েসুল কুবরা : প্রথম খন্ড
ঘ. আল্লামা শায়খ ইউসুফ বিন ইসমাঈল নাবহানী : আনোয়ার-ই-মুহাম্মদীয়া : পৃ: নং -১০
২ ক. মুত্তাকী হিন্দী : কানযুল উম্মাল : হাদিস : ৩১৮৯৩ তিনি ইমাম বায়হাকীর (দালায়েলুল নবুয়ত) এর সূত্রে
খ. আল্লামা শায়খ ইউসুফ নাবহানী : আনোয়ার-ই-মুহাম্মাদিয়া : পৃষ্ঠা নং : ১১

উক্ত হাদিস সর্ম্পকে মুহাদ্দিসীনে কেরামের অভিমত

দলীল নং- ৭৯

আল্লামা আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) 'মাদারেজুন নবুয়ত'নামক সিরাত গ্রন্থের হাদিস হিসেবে, لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ-'আপনাকে সৃষ্টি না করলে কোন কিছুই সৃষ্টি করতাম না' উল্লেখ করেছেন তিনি আরও বলেন, অধিকাংশ মুহাদ্দীসগণ الافلاك নিয়ে মন্তব্য করেছেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর একটি উপাধি হল সাহেব-ই-লাওলাক। الافلاك শব্দটি فلك এর বহুবচন। মূলত فلك শব্দের অর্থ হল মন্ডল। গ্রীক দার্শনিকদের মতে মন্ডল বারটি। বারি মন্ডল, বায়ু মন্ডল, অগ্নিমন্ডল, সাত আসমান সাতটি মন্ডল, আরশ মন্ডল, কুরসি মন্ডল। এ সব মন্ডলকে الافلاك বলা হয়ে থাকে।

উপরের হাদিস গুলোতে আমি উল্লেখ করছি এতে সরাসরি الافلاك শব্দটি ব্যবহার না হয়ে বার মন্ডলের কথা বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এজন্য মুহাদ্দিস সাগানী তার খুলাসা গ্রন্থে الافلاك শব্দটি বিশুদ্ধ নয় বলেছেন। আর একমাত্র ইমাম সাগানীই এই শব্দটি মন্তব্য করেন, আর তার এ রায়কেই অনেকে তাদের গ্রন্থে সংকলন করেছেন। হাদিস শাস্ত্রে মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় সমস্ত আল্লাহর জগতকে الافلاك বলা হয়। এখন এ আফলাক শব্দসহ বর্ণনার কিছু হাদিসও আমি উপস্থাপন করব।

দলীল নং- ৮০

বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর লিখিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'মওদ্বুআতুল কাবীরে' উক্ত হাদিস لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ সম্পর্কে বলেন,

قَالَ الصَّغَانِيُّ إِنَّهُ مَوْضُوعٌ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ لٰكِنَّ مَعْنَاهُ صَحِيحٌ فَقَدْ رَوَى أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ لَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَلَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ النَّارَ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَسَاكِرَ لَوْلَاكَ مَاخلقت الدنيا۔

-"ইমাম সাগানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, لولاك لما خلقت الافلاك এই হাদিসটি موضوع শব্দ, (কিন্তু অর্থের দিক দিয়ে موضوع নয়) আমি মোল্লা আলী ক্বারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)বলি এর মর্মার্থ বা বিষয়বস্তু সঠিক। কেননা, ইমাম দায়লামী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর সূত্রে مرفوع হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, আমার কাছে হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) এসে বলেন, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, আপনি যদি না হতেন **আমি বেহেস্ত সৃষ্টি করতাম না এবং** দোযখও সৃষ্টি

গ. ইমাম বায়হাকী : দালায়েলুল নবুয়ত : ৫/৪৯০ পৃ.

করতাম না। ইমাম ইবনে আসাকির (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর বর্ণনায় [সালমান **ফারসী (রা) হতে** বর্ণিত] রয়েছে, **আপনি যদি না হতেন আমি দুনিয়া সৃষ্টি করতাম না।**"[১]

অনুরূপ আল্লামা আযলূনী শাফেয়ী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

قال الصغانى موضوع ، واقول لكن معناه صَحِيحٌ

-"ইমাম সাগানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, হাদিসটি শব্দগতভাবে বানোয়াট, তবে আমি বলি উক্ত হাদীসের মর্মার্থ বা বিষয়বস্তু সহিহ বা বিশুদ্ধ (কারণ এ প্রসঙ্গে অনেক হাদিস রয়েছে)।[২]

দলীল নং- ৮১

আল্লামা আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) 'মাদারেজুন নবুয়ত' সিরাত গ্রন্থে ১ম খন্ডে উল্লেখ করেন,

مخلوق کا ظہور روح مظہر محمد کے واسط سے ھے اگر روح محمدی نہ ھوتی خدا تعالی کو کوئی نہ جانتا کیونکہ کسی کا وجود ھی نہ ھوتا۔ مدرج النبوۃ: جلد الاول

-"সৃষ্টি জগতের বিকাশ হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পবিত্র রূহ মুবারকের ওসীলায় হয়েছে। যদি রূহে মুহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) না হতেন তবে আল্লাহ তা'য়ালাকে কেউ জানত না। **কেননা তিনি না হলে সৃষ্টির মধ্যে কারো অস্তিত্বও হত না।**

দলীল নং- ৮২

বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর শ্রদ্ধেয় বাবা ও উস্তাদ আল্লামা শাহ আব্দুর রহিম মুহাদ্দীস দেহলভী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) 'আনফাসে রহিমিয়্যা'তে উল্লেখ করেন,

از عرش تا بفرش وملائکۃ علوی و جنس سفلی همہ ناشی ازاں حقیقتہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم است وقول رسول مقبول اول ما خلق نوری وخلق اللہ من نوری وقول اللہ تعالی لو لاك لما خلقت الافلاك وقولہ لولاك لما اظہرت الربوبیتی۔

-"আরশ থেকে ফরশ পর্যন্ত উর্ধ্ব জগতের সকল নূরানী ফেরেশতা, নিম্নজগতের সকল সৃষ্টি হাকিকতে মুহাম্মাদিয়্যা থেকেই সৃষ্টি করা হয়েছে। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাণী, সর্ব প্রথম আল্লাহ তা'য়ালা আমার নূরকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমার নূর থেকেই সকল

[১] আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : মওদ্বুআতুল কাবীর : ১০১ পৃ.
[২] আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/১৪৮ পৃ. হাদিস : ২১২১

বস্তুকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা প্রিয় মাহবুব (ﷺ) কে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেছেন, (হে মাহবুব)! **আপনি না হলে আমি কোন কিছুই সৃষ্টি করতাম** না এবং **আপনি না হলে আমি আমার প্রভুত্ব প্রকাশ করতাম না।**"[১]

অতএব এতবড় একজন সম্মানিত মুহাদ্দিস উক্ত হাদিসটিকে হাদিসে কুদ্‌সী হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করলেন। আল্লামা শাহ আব্দুর রহিম মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) এর উপরে খ্যাতনামা মুহাদ্দিস ভারতীয় উপমহাদেশে আর হবে কী না সন্দেহ আছে। আমার কথা হলো শাহ আব্দুর রহিম (রহ.) এর চেয়ে ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর,মাওলানা মতিউর রহমান,মাওলানা জাকারিয়া হাসনাবাদী,এবং জুনাঈদ বাবুনগরী প্রমুখ সবাই কি আরও বড় মুহাদ্দিস হাদিস বিশারদ হয়ে গেলেন। বাহ্!বাহ!

দলীল নং- ৮৩

ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) তাঁর বিখ্যাত কাব্য গ্রন্থ 'কাসীদায়ে নুমানে' একটি কাসীদা বর্ণনা করেন এভাবে-

انت الذى لولاك ما خلق امرء* كلا و لا خلق الورى لولاك-

-ইয়া রাসূলুল্লাহ (ﷺ)! **আপনি না হলে কোন ব্যক্তিই সৃষ্টি হতো না** কখনই এবং আপনি না হলে কোন মালূককে সৃষ্টি করা হত না। (কাসীদায়ে নু'মান,সনজরী পাবলি.চট্টগ্রাম) দেখুন ইমাম আবু হানিফা (রহ.) একজন তাবেয়ী ও হানাফী মাযহাবের ইমাম তিনি নিজে নবীর রওযা মোবারকের সামনে এই কাসীদাটি সহ কাসীদায়ে নুমানের সবগুলো কাসীদা শুনিয়েছিলেন রাসূল (ﷺ) কে। আর তিনি ১৮ জন সাহাবীর দর্শন লাভ করেছেন। লক্ষ্য করুন ইমাম আযমের মত ইমামের আক্বীদা হল এই আর তথাকথিত নামধারী আলেমরা ইমামে আযমের চেয়ে বড় ইমাম সেজে গেলেন?

দলীল নং- ৮৪

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) উল্লেখ করেন- كما قال تعالى: لولاك لما خلقت الافلاك। যেমন মহান আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন,হে হাবিব! **আপনাকে সৃষ্টি না করলে কোন কিছু সৃষ্টি করতাম না।**"[২]

দলীল নং- ৮৫

বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ ইমাম ফার্সী (রহ.) তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'মাতালিউল মুসার্‌রাত ফি শরহে দালায়েলুল খায়রাতে'র ২৫৩ পৃষ্ঠায় লিখেন-

১ আল্লামা শাহ আব্দুর রহিম মুহাদ্দিস দেহলভী : আনফাসে রহিমিয়্যাহ-১৪০পৃ.
২ মোল্লা আলী ক্বারী,শরহে শিফা:২/১২৭পৃ.দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ,বয়রুত,লেবানন,

كذالك هو صلى الله عليه و سلم روح الاكوان و حياتها وسر وجودها ولولاه لم يكن لها نور ولا دلالة لذهبت و تلاشت ولم يكن لها وجود- مطالع المسرات: 253

-"এরূপে নূরে খোদা (ﷺ) সকল রূহ এর জীবনী শক্তি ও সকল অস্তিত্বের নিগুঢ় তত্ত্ব। তিনি যদি **না হতেন বা না থাকতেন সকল সৃষ্টিই অস্তিত্বহীন** হয়ে যেত।"

দলীল নং- ৮৬

বিশ্ববিখ্যাত মুফাস্‌সির, মুহাদ্দিস এবং সূফী আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী (রহ.) তাফসীরে 'রুহুল বয়ানে' লিখেন,

كما قال (أول ما خلق الله روحى) وقال حكاية عن الله (لولاك لما خلقت الكون)

-"রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'য়ালা সর্বপ্রথম আমার রূহ মোবারক সৃষ্টি করেন। এবং আল্লাহ তা'য়ালার বাণী, **আপনাকে সৃষ্টি না করলে কুল কায়েনাত সৃষ্টি করতাম না।**"[১]

দলীল নং- ৮৭

বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) বলেন,

كما روى لولاك لما خلقت الافلاك فانه صحيح- شرح الشفا: 13\1

-"যেমন বর্ণিত আছে আল্লাহর বাণী : **রাসূল (ﷺ) কে সৃষ্টি না করলে কোন কিছুই সৃষ্টি হত না,** হাদিসটি অবশ্যই সহিহ।"[২]

দলীল নং- ৮৮

আল্লামা শায়খ ইউসূফ বিন ইসমাঈল নাবহানী (রহ.) তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেন,

قوله تعالى : ولولاه لم تخلق الافلاك و لا الاملاق

অর্থাৎ- মহান আল্লাহ বলেন, হে প্রিয় হাবীব! **আপনাকে সৃষ্টি না করলে আমি কোন কিছুই করতাম না। এমনকি কোন রাজ্য সৃষ্টি করতাম না।**[৩]

দলীল নং- ৮৯

১ আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী : তাফসীরে রুহুল বয়ান, ৩/২৫৫ পৃ, সূরা আরাফ, আয়াত নং-১৫৬
২ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : শরহে শিফা : ১/১৩ পৃ, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, তারা কিছু লেখক মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) এর নামে মিথ্যা অপবাদ রটানোর চেষ্টা করেছেন। মোল্লা আলী ক্বারী নাকি জাল বলেছেন। তাই তাঁদের উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা দেখার জন্য অনুরোধ রইলো।
৩ আল্লামা শায়খ ইউসূফ বিন ইসমাঈল নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার, ৩/৩৬৩ পৃ.

আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাফসীরে 'রুহুল বায়ানে' সূরা সফ এর ৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় এক পর্যায়ে লিখেন,

القوله تعالى: لولاك لما خلقت الافلاك-

-"আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, হে হাবীব আপনাকে **সৃষ্টি না করা হলো কিছুই সৃষ্টি** করতাম না।" [১]

দলীল নং- ৯০

কুতুবে রব্বানী,ইমাম শেখ মুজাদ্দেদ আলফে সানী আহমদ ফারুক সেরহন্দী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ৪৪ নং মাকতুবাতে বলেন,

ولولاه صلى الله عليه و سلم لما خلق الله سبحانه الخلق و لما اظهر الربوبية و كان و ادم بين الماء و الطين -

- যদি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে সৃষ্টি না করা হতো তাহলো **আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা কোন সৃষ্টিকেই সৃষ্টি করতেন না** এবং তাঁর রবুবিয়্যাত প্রকাশ হতো না, আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখনও ছিলেন যখন আদম (আলাইহিস সালাম) মাটি ও পানির মাঝখানে ছিলেন। [২]

দলীল নং- ৯১

আল্লামা শরীফ সৈয়দ আহমদ বিন আব্দুল গণী বিন উমর দামেস্কী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

كما قال تعالى فى الحديث القدسى لولاك ما خلقت الافلاك -

-যেমন আল্লাহ তা'য়ালা হাদীসে কুদসীতে বলেন : হে হাবীব! আপনাকে সৃষ্টি না করলে কিছুই সৃষ্টি করতাম না। [৩]

দলীল নং- ৯২

ইমাম আরিফ বিল্লাহ সায়্যেদ শরীফ আব্দুল্লাহ মীরগীনানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ الاسئلة النفيسة এর ৩২ তম প্রশ্নের জবাবে বলেন,

كما صرح بذلك الحديث فى الخطاب الحضرة لادم عليه السلام، ولولاه ما خلقتك ولا خلقت سماء ولا ارضا...الخ

অর্থাৎ- হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) এর খিতাব তথা ভূষণের হাদিস দ্বারা এই কথা স্পষ্ট হয়েছে যে, আল্লাহর বাণী হে আদম! মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে সৃষ্টি না করা হলে

১ আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী : রূহুল বায়ান, :১০/৮৮০ পৃ.
২ আল্লামা শায়খ ইউসুফ নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ২/২০৮ পৃ.
৩ আল্লামা শায়খ ইউসুফ বিন ইসমাঈল নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ৩/৩৯৮ পৃ.

তোমাকে সৃষ্টি করতাম না, তিনি না হলে না আসমান সৃষ্টি করতাম না যমিন সৃষ্টি করতাম। [১]

দলীল নং- ৯৩

আল্লামা ইমাম আরিফ বিল্লাহ শায়েখ আলী দুদাহ বুসূনবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ كتاب خلاصة الاثر এর ১৪৯ পৃষ্ঠায় লিখেন-

ان اصل الكون نبينا محمد صلى الله عليه و سلم لقوله تعالى فى الخبر القدسى: لولاك لما خلقت الافلاك، فهو اولى ان يكون اصلا-

অর্থাৎ- নিশ্চয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সকল সৃষ্টির মূল হওয়া আল্লাহ তা'য়ালার এই হাদীসে কুদসীই যথেষ্ট যেমন বর্ণিত আছে হে হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনাকে সৃষ্টি না করলে কোন কিছুই সৃষ্টি করতাম না। আর এটিই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! এর সকল সৃষ্টির মূল হওয়ার জন্য যথেষ্ট। [২]

দলীল নং- ৯৪

ইমাম শায়খ আব্দুল করিম জলিলী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (ওফাত ৮০৫হি.) তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ رسالته المسماة مدارج الوصول এ লিখেন,

وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم انه قال : ان الله تبارك و تعالى قال له فى ليله المعراج لولاك لما خلقت الافلاك-

-"যেমন বর্ণিত আছে : নিশ্চয়ই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা মিরাজের রজনীতে আমাকে বলেন, হে হাবীব! আপনাকে সৃষ্টি না করলে আমি কিছুই সৃষ্টি করতাম না।"[৩]

দলীল নং- ৯৫

দেওবন্দীদের বড় মুহাদ্দিস মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী ছাহেব তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আশ শিহাবুছ ছাকিব' কিতাবে ৫০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন-

غرضيكه حقيقت محمد صلى الله عليه وسلم التحية واسطه جمله كمالات عالم عالميان ہے یہ ہی معنی لولاك لما خلقت الافلاك اور اول ما خلق الله نوری اور انا نبی الانبياء کے ہیں -

অর্থাৎ- "মোট কথা হলো সমস্ত কায়েনাত বা আলম হাকীকতে মুহাম্মদী (নূরে মুহাম্মদী) থেকে সৃষ্ট। এর অর্থ এই, যে আল্লাহর কথা যদি আপনি না হতেন তবে

১ আল্লামা শায়খ ইউসুফ বিন নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ৪/১১৪, পৃ.
২ আল্লামা শায়খ ইউসুফ নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ৪/১৯৮ পৃ.
৩ আল্লামা শায়খ ইউসুফ বিন ইসমাঈল নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ৪/২৫৮ পৃ.

আসমান যমীন কোন কিছুই সৃষ্টি করতাম না। রাসূলের বাণী সর্ব প্রথম আল্লাহ আমার নূর মোবারক সৃষ্টি করেছেন এবং আরও বলেছেন, আমি নবীদেরও নবী।" তাই দেওবন্দীদেরকে বলছি নিজেদের মুরব্বীদের কথাটা একটু চিন্তা করুন তিনি উক্ত রেওয়ায়েতকে হাদীসে কুদসী বলেছেন।

দলীল নং- ৯৬-১০১

ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম মুহাদ্দিস আল্লামা আলাউদ্দিন আলী মুত্তাকী বিন হুসামুদ্দিন হিন্দী (রহ.) স্বীয় "কানযুল উম্মাল" গ্রন্থে নিম্নোক্ত হাদিসটি বর্ণনা করেন এভাবে-

عَن ابْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَرْفُوعًا أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ لَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَلَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ النَّار -

অর্থাৎ- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে মারফূ সূত্রে এসেছে, জিব্রাইল (আঃ) রাসূল (সাঃ) এর নিকট আগমণ করে বললেন, ইয়া মুহাম্মদ (সাঃ)! আল্লাহ তা'আলা **আপনাকে সৃষ্টি না করলে জান্নাত সৃষ্টি** করতেন না। এমনকি আপনাকে সৃষ্টি না করা হলে জাহান্নামও সৃষ্টি করা হত না। উক্ত হাদিসটি ইমাম দায়লামী (রহ.) তার "মুসনাদিল ফিরদাউস" গ্রন্থে বর্ণনা করেন। [১]

-আল্লামা মুত্তাকী হিন্দী (রহ.) তাঁর উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন যে, "আমি উক্ত গ্রন্থে দ্বঈফ হাদিস স্থান দিয়েছি তবে মওদ্বু বা জাল হাদিস নয়।" তার উক্ত বক্তব্য দ্বারা হাদিসটি বুঝা যায় অবশ্যই গ্রহনযোগ্য।

দলীল নং- ১০২

বিশ্ব বিখ্যাত মুহাদ্দীস আল্লামা ইমাম ইবনে যওযী (রহ.) তাঁর প্রসিদ্ধ সিরাত গ্রন্থ **"আল-ওয়াফা বি আহওয়ালি মুস্তফা"** গ্রন্থে একটি ছোট হাদিস বর্ণনা করেন এভাবে-

عن ابن عباس : اوحى الله تعالى الى عيسى عليه السلام : لولا محمد ما خلقت ادم، ولقد خلقت العرش فاضطرب فكَتَبْتُ عليه لا اله الا الله محمد رسول الله فسكن-

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে মারফূ সূত্রে বর্ণিত, আল্লাহ তা'আলা ঈসা (আঃ) এর প্রতি ওহী প্রেরণ করে বললেন, আমি মুহাম্মদ (সাঃ) কে

১ ক. আল্লামা মুত্তাকী হিন্দীঃ কানযুল উম্মাল ঃ ১১/৪৩১ পৃ. হাদিস ঃ ৩২০২৫।
খ. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী ঃ লিসানুল মিযান ঃ ৪/২১-২২ পৃ.
গ. ইমাম ওকাইলী ঃ দ্বঈফাউল কবীর ঃ ৩/৮৪ পৃ.
ঘ. ইমাম যাহাবী ঃ মিযানুল ই'তিদাল ঃ ২/৬২ পৃ.
ঙ. আহলে হাদিস নাসিরুদ্দীন আলবানী ঃ সিলসিলাতুল আহাদিসুদ্ দ্বঈফাহ ঃ ১/২৯৯ পৃ. হাদিস ঃ ২৮২

সৃষ্টি না করলে আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করতাম না। আরশ কম্পিত হতে লাগল এবং যখন তাতে লিখা হল কালিমা ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ তখন তা স্থির হল।"[১]

দেখুন, আল্লামা ইমাম যওজী (রহ.) হাদিস শাস্ত্রে অনেক কঠোরতা অবলম্বন করতেন। জাল বা বানোয়াট হাদিস হলে সরাসরি উল্লেখ করে দিতেন। তাই তিনি যেহেতু নিরবতা অবলম্বন করেছেন সেহেতু হাদিসটি সহিহ ভিত্তিহীন নয়।

দলীল নং- ১০৩

বিশ্ব বিখ্যাত সৌদি আরবের আওলাদে রাসূল (সাঃ) আল্লামা আলভী আল মালেকী সাহেব (রহ.) তাঁর লিখিত গ্রন্থ تصحيح ان مفاهيم يجب এর ১০৩ পৃষ্ঠায় নিম্নোক্ত হাদিসটি সংকলন করেন-

عن ابن عباس بلفظ: فلولا محمد ما خلقت ادم ولا الجنة ولا النار- رواه الحاكم فى المستدرك:2\615 ، و قال صحيح الاسناد و صححه شيخ الاسلام البلقينى فى فتاوى، و رواه ايضا ابن الجوزى فى الوفا فى اول كتاب و نقله ابن كثير فى البداية: 1\180

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে মারফূ সূত্রে এই শব্দে বর্ণিত, যদি মুহাম্মদ (সাঃ) কে সৃষ্টি না করতাম তাহলে আমি আদম (আঃ) কেও সৃষ্টি করতাম না। **না জান্নাত সৃষ্টি করতাম, না জাহান্নাম সৃষ্টি করতাম।** উক্ত হাদিসটি ইমাম হাকিম নিশাপুরী "আল-মুস্তাদরাক" গ্রন্থের ২/৬১৫ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করে বলেন, হাদিসটির সনদ সহিহ। শাইখুল ইসলাম আল্লামা বলকিনী তার ফতোয়ার কিতাবেও সহিহ বলেছেন। অপরদিকে আল্লামা ইমাম যওযী (রহ.) তার "ওয়াফা বি আহওয়ালি মুস্তফা" গ্রন্থের শুরুতে বর্ণনা করেছেন। আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ.) ও তার "বেদায়া ওয়ান নেহায়া" গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ১৮০ পৃষ্ঠায় উক্ত হাদিসটি বর্ণনা করছেন।"

দলিল নং- ১০৪

আল্লামা মুহাম্মদ জামালিদ্দীন বিন মুহাম্মদ সাঈদ বিন কাসেম আল হালাক আলকাসেমী (রহ.) তাঁর উসূলে হাদিসের কিতাব قواعد التحديث من فنون مصلح الحديث গ্রন্থের (যা দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ,বয়রুত হতে প্রকাশিত) ১/১৫৫পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন,الافلاك। كحديث:لولاك ما خلقت যেমন হাদিসে কুদসীতে রয়েছে হে হাবিব! (সাঃ) আপনাকে সৃষ্টি না করলে কিছুই সৃষ্টি করতাম না।

দলিল নং- ১০৫

১ ইমাম যওজীঃ আল-ওয়াফা বি আহওয়ালি মুস্তফা ঃ ২৭ পৃ. হাদিস ঃ ৭

ইমাম আবুল কাসেম আব্দুর রহমান বিন সুহাইলি (রহ.) (ওফাত:৫৮১হি.) তার কিতাব الروض الانق فى السيرة النبوية এর ১/১২পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন- ان الله قال لمحمد لولاك ما خلقت الافلاك"আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর হাবিব (ﷺ) কে লক্ষ্য করে বলেন,আপনাকে সৃষ্টি না করা হলে কিছুই সৃষ্টি করতাম না।"

দলিল নং-১০৬-১০৭

ইমাম মুহাম্মদ বিন ইউসুফ সালেহ আশ্-শামী(রহ.) তাঁর 'সবলুল হুদা ওয়ার রাশাদ' গ্রন্থে বলেন,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا مَرْفُوعًا أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ لَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَلَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ النَّار -

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে মারফূ সূত্রে এসেছে, জিব্রাইল (আঃ) রাসূল (ﷺ) এর নিকট আগমণ করে বললেন, হে মুহাম্মদ (ﷺ)! আল্লাহ তা'য়ালা আপনাকে সৃষ্টি না করলে জান্নাত সৃষ্টি করতেন না। (ইবনে সালেহ,সবলুল হুদা ওয়ার রাশাদ,১/৭৫পৃ. যুরকানী, শরহুল মাওয়াহেব,১/৮৬পৃ.)

দলিল নং- ১০৮

উক্ত গ্রন্থাকার (রহ.) আরও উল্লেখ করেন,

عن على رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه عن الله عز وجل انه قال يامحمد وعزتى و جلالى لولاك ما خلقت ارضى ولا سمائى ولا رفعت هذه الخضراء ولا بسطت هذه الغبراء -"হযরত আলী (রাঃ) রাসুল (ﷺ) থেকে বর্ননা করেন তিনি মহান আল্লাহ হতে বর্ননা করেন,তিনি বলেন হে মুহাম্মদ! আমার ইজ্জত ও জালালিয়াতের শপথ **আপনাকে সৃষ্টি না করলে না আসমান সৃষ্টি করতাম,না যমিন সৃষ্টি করতাম....**। (ইবনে সালেহ শামী,সবলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১/৭৫পৃ. বুরহান উদ্দিন হালবী : সিরাতে হালবিয়্যাহ : ১/৩১৭পৃ.অধ্যায় : ما جاء من امر رسول الله)

দলিল নং- ১০৯

আল্লামা বুরহান উদ্দিন হালবী (রহ.) উক্ত হাদিসটি বর্ননা করে বলেন- وفى رواية عنه:ولا خلقت سماء ولا ارضا ولا طولا ولا عرضا -"হযরত আলী (রাঃ) হতে আরেক বর্ননা রয়েছে যে আপনাকে যদি সৃষ্টি না করা হতো তা হলে না আল্লাহ আসমান সৃষ্টি করতেন না যমিন,না কোন সমান,না অসমান বস্তু সৃষ্টি করতেন।" (বুরহান উদ্দিন হালবী, সিরাতে হালবিয়্যাহ, ১/৩১৭পৃ.)

দলিল নং- ১১০

আল্লামা আজলুনী(রহ.)একটি হাদিস বর্ননা করেন এভাবে-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا مَرْفُوعًا أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ لَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَلَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ النَّار -

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে মারফূ সূত্রে এসেছে, জিবরাঈল (আঃ) রাসূল (ﷺ) এর নিকট আগমন করে বললেন, হে মুহাম্মদ ! (ﷺ) আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে বলেছে যে **আপনাকে সৃষ্টি না করলে জান্নাত,জাহান্নাম সৃষ্টি করতেন** না। (কাশফুল খাফা:১/৫৪পৃ.হাদিস:৯১)

দলিল নং- ১০৯

আল্লামা মাহদি আল ফার্সী (রহ.) (ওফাত:১২২৪ হিজরী.) বলেন,

لولاك ما خلقت الكون-كذا البحر المديد فى تفسير القران المجيد:218/3

-"আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর হাবিব (ﷺ) কে সৃষ্টি না করলে কোন জগতই সৃষ্টি করতেন না।"

দলিল নং- ১১২-১১৭

আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী (রহ.) তাঁর তাফসীরে উল্লেখ করেন,

ورد بلسان القدس (لولاك لما خلقت الافلاك)

-"মহান আল্লাহর কুদরতের জবানের কথা,হে মাহবুব আপনাকে সৃষ্টি না করলে কোন কিছুই সৃষ্টি করতাম না। (তাফসীরে রূহুল বায়ান,১/২৭পৃ.সুরা বাক্বারা,আয়াত,১) তিনি তাফসীরের অন্য স্থানে বর্ননা করেন এভাবে-

ان الله العظيم هو فضل الله عليك ورحمته كما انك فضل الله ورحمته على العالمين ولهذا قال (لولاك لما خلقت الافلاك)

-"দয়াময় আল্লাহ তাঁর হাবিব সর্ম্পকে বলেন হে হাবিব! আপনাকে সৃষ্টি না করা হলে কিছুই সৃষ্টি করতাম না। (রূহুল বায়ান,২/২৮৩পৃ.সুরা নিসা,আয়াত নং-১১৩ ও ব্যাখ্যা) আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে আরও উল্লেখ করেন-

ان اصل الكون كان النبي عليه السلام لقوله (لولاك لما خلقت الكون

-"নিশ্চয় রাসুল হলেন সমস্ত সৃষ্টি জগতের মুল এজন্যই মহান আল্লাহ হাদিসে কুদসীতে বলেন, হে হাবিব! আপনাকে সৃষ্টি না করা হলে কিছুই সৃষ্টি করতাম না।" (তাফসীরে রূহুল বায়ান,৫/১৯৯পৃ.সুরা বনি ইসরাইল আয়াত-৮৫) অন্যত্র তিনি বর্ননা করেন-

كما قال عليه السلام (انا من الله والمؤمنون من فيض نورى) فهو الغاية الجليلة من ترتيب مبادى الكائنات كما قال تعالى (لولاك لما خلقت الافلاك)

রাসুল বলেন,আমি আল্লাহ হতে আর মু'মিনগন আমার নুরের ফয়জ থেকে সৃষ্টি .....মহান আল্লাহ তাঁর হাবিব সর্ম্পকে বলেন, হে হাবিব! আপনাকে সৃষ্টি না করা হলে কিছুই সৃষ্টি করতাম না। (রূহুল বায়ান,৫/৫২৯পৃ.সুরা আম্বিয়া,আয়াত নং ২১) উক্ত তাফসীরে আরও উল্লেখ করেন,

قوله تعالى فى الحديث القدسي خطابا للنبى عليه السلام (لولاك لما خلقت الافلاك -

- মহান আল্লাহ হাদিসে কুদসীতে তার রাসুল (দ.) কে খেতাব করে বলেন, হে হাবিব! আপনাকে সৃষ্টি না করা হলে কিছুই সৃষ্টি করতাম না। (রূহুল বায়ান,৬/১৯৭২পৃ. সুরা নুর আয়াত ৩৫) উক্ত তাফসীর কারক তার তাফসীরে অন্য স্থানে উল্লেখ করেন,

ذكر النبي عليه السلام والله تعالى خاطبه بقوله (لولاك يا محمد ما خلقت - - الكائنات

-"মহান আল্লাহ তাঁর রাসুল (দ.)'র দিকে খেতাব করে বলেন-হে হাবিব! আপনাকে সৃষ্টি না করা হলে আমি কুল কায়েনাত সৃষ্টি করতাম না।" (রূহুল বায়ান,৬/১৯২পৃ.সুরা ফরকান আয়াত ৮)

দলিল নং-১১৮

আহলে হাদিসদের ইমাম ইবনে তাইমিয়া তার ফতোয়া গ্রন্থে একটি হাদিস সম্পর্কে বলেন,

و محمد سيد ولد ادم و افضل الخلق واكرمهم عليه و من هنا قال من قال: ان الله خلق من اجله العالم او انه لولاه لما خلق عرشا ولا كرسيا ولا سماء ولا ارضا ولا شمسا ولا قمرا لكن ليس هذا حديثا عن النبى صلى الله عليه وسلم لا صحيحا و لا ضعيفا

-"হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) আদম সন্তানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, সৃষ্টির মধ্যে তিনি সবচেয়ে উত্তম সৃষ্টি এবং সম্মানিত ব্যক্তি। আর মুহাম্মদ (ﷺ)কে সৃষ্টি না করা হলে আল্লাহ আরশ সৃষ্টি করতেন না। কুরসি সৃষ্টি করতেন না,আসমান যমিন,চন্দ্র,সূর্য কিছুই সৃষ্টি করতেন না। (আমার দৃষ্টিতে) উক্ত হাদিসটি রাসূল (ﷺ) এর হাদিস হিসেবে সহিহ পর্যায়েরও নয় আবার দ্বঈফ বা দূর্বল পর্যায়েরও নয়।"[১]

দলিল নং- ১১৯

বর্তমানে তথাকথিত হেফাজতে ইসলামের নেতা মাওলানা জুনাইদ বাবুনগরী তার "প্রচলিত জাল হাদিস" বইয়ে উক্ত হাদিসটিকে মিথ্যুকদের বানানো কথা বলে উল্লেখ করেছেন। অথচ উক্ত সংগঠনের কর্ণধার মাওলানা আহমদ শফী তার "সুন্নাত বিদআতের সঠিক পরিচয়" এর ১৬৪ পৃষ্ঠায় উক্ত হাদিসটিকে তাগিদ দিয়ে বর্ণনা করেছেন এবং সহিহ বলেই গ্রহণ করেছেন। তিনি লিখেন- ওহাবীগণ নবী (ﷺ) এর

১ ক. আল্লামা আলাভী আল-মালেকী ঃ مفاهيم يجب ان تصحيح : ১০৫ পৃ
খ. ইবনে তাইমিয়া : ফতোয়ায়ে ইবনে তাইমিয়া : ১১/৮৬ পৃ. ইবনে তাইমিয়ার দৃষ্টিতে হাদিসটি সহীহও নয়, আবার দ্বঈফও নয় । তাহলে বুঝা যায় হাদিসটি হাসান ,কেননা হাদিস তিন প্রকার থেকে তার কথা মত দুই প্রকার বাদ দিলেই তো তা প্রমানিত হয়।

শানে নিতান্ত গোস্তাখি ও বেয়াদবী মূলক শব্দ ব্যবহার করেন এবং নিজেকে স্বয়ং ঐ সত্ত্বার [রাসূল (ﷺ)] এর সমকক্ষ ধারণা করেন। **অথচ তিনি না হলে সমগ্র সৃষ্টি জগত অস্তিত্ব লাভ করত না।"**

সম্মাণিত পাঠকবৃন্দ! আহমদ শফীর উক্ত বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হয় তিনি নিজে সম্পূর্ণ বিশ্বাস নিয়েই এই কথা দৃঢ়ভাবে লিখেছেন। এতে স্বীয় মহাসচিবের ফতোয়া অনুযায়ী আমির আহমদ শফী মিথ্যাবাদী, জাল হাদিস প্রচারকারী হিসেবে আরো পরিস্কার হয়ে গেল। সুতরাং মিথ্যাবাদিদের দেয়া বক্তব্য ও লিখিত গ্রন্থের সত্যতা কতটুকু গ্রহনীয় বা সত্য তা বিচারের দায় আপনাদের কাছে।

মি'রাজের রজনীতে রাসূল (ﷺ) তাশাহহুদ পাওয়ার ঘটনা সম্পর্কিত হাদিস

হাদীসের নামে জালিয়াতি বইয়ে ২৭৪ পৃষ্ঠায় ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর তাশাহুদের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন তার ঘটনা বর্ণনাই শুদ্ধ হয় নাই। সে ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, এই গল্পটি কোন ভিত্তি আছে বলে জানা যায় না। কোথাও কোনো গ্রন্থে সনদ সহ এই কাহিনীটি বর্ণিত হয়েছে বলে জানা যায়নি।

উক্ত মিথ্যা বক্তব্যের জবাব ঃ

এটা স্বাভাবিক যে,যার যতটুকু জ্ঞান সে ততটুকু জানতে পারেন। আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছার পর প্রথমে নবী করীম (ﷺ) আল্লাহর প্রশংসা করলেন এভাবে التحيات لله و الصلوات والطيبات -"আমার জবান, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও ধন-সম্পদ দ্বারা যাবতীয় প্রশংসা ইবাদত আল্লাহর জন্য হাদিয়া স্বরূপ পেশ করছি।" এর উত্তরে আল্লাহ তা'য়ালা প্রিয় নবীকে সালাম দিয়ে বললেন,السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته অর্থ ঃ- হে আমার প্রিয় নবী, তোমার প্রতি আপনার সালাম, রহমত ও বরকত সমূহ বর্ষিত হোক। উক্ত সালামের জবাবে নবী করীম (ﷺ) আরজ করলেন, السلام علينا و على عباد الله الصالحين- অর্থ ঃ- হে আল্লাহ! তোমার সালাম আমি ও আমার গুনাহগার উম্মতের উপর এবং তোমার অন্যান্য নেককার বান্দাদের উপরও বর্ষিত হোক।

আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের এই সালাম বিনিময়ের কৌশলপূর্ণ উক্তি ও ভালোবাসার নমুনা এবং জিবরাঈল সহ আকাশের মোকার্‌রাবীন ফেরেস্তাগণ সমস্বরে বলে উঠলেন- اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله **উক্ত ঘটনাটি** রাসূল (ﷺ) এর সীরাত সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ, "মা'আরিজুন নবুয়্যত" এর ৩য় খন্ডের ১৪৯ নং পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীরকে তা

পড়ার জন্য আবেদন রইল। বিশ্ববিখ্যাত ফকীহ আল্লামা ইমাম আল্লামা আলাউদ্দিন হাসকাফী (رحمه الله) 'দুররুল মুখতার' গ্রন্থে প্রথম খন্ডের كيفية الصلوة শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণনা করেন,

وَيَقْصِدُ بِأَلْفَاظِ التَّشَهُّدِ الْإِنْشَاءَ كَأَنَّهُ يُحَيِّي اللّٰهَ تَعَالَى وَيُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّهِ وَعَلَى نَفْسِهِ

–"নামাযে তাশাহহুদ এর শব্দগুলি উচ্চারণ করার সময় নামাযীর এ নিয়ত থাকা চাই যে, কথাগুলো যেন তিনি নিজেই বলেছেন, তিনি নিজেই যেন আপন প্রতিপালকের প্রতি শ্রদ্ধার্য নিবেদন করেছেন ও নবী (ﷺ) প্রতি সালাম পেশ করছেন।

এ ইবারতের ব্যাখ্যায় ফাতাওয়ায়ে শামী তে বলা হয়েছে-

أَيْ لَا يَقْصِدُ الْإِخْبَارَ، وَالْحِكَايَةَ عَمَّا وَقَعَ فِي الْمِعْرَاجِ مِنْهُ - صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمِنْ رَبِّهِ سُبْحَانَهُ وَمِنَ الْمَلَائِكَةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ –

–"তাশাহহুদ পাঠের সময় নামাযীর যেন এ নিয়ত না হয় যে, তিনি শুধু মাত্র **মি'রাজের অলৌকিক ঘটনাটি স্মরণ** করে সে সময় মহাপ্রভু আল্লাহ, হুযুর (ﷺ) ও ফিরিশতাদের মধ্যে অনুষ্ঠিত কথোপকথন এর বাক্যগুলোই আওড়িয়ে যাচ্ছেন এবং তার নিয়ত হবে কথাগুলো যেন তিনি নিজেই বলেছেন। (ফতোয়ায়ে শামী ১ম খন্ড ৫১০,শামেলা)। তাই অতএব প্রমাণিত হল তাশাহুদ মিরাজের রজনীতেই লাভ হয়েছে। যা বিখ্যাত ফতোয়ার কিতাব ফতোয়ায়ে শামী ও দুররুল মুখতার গ্রন্থ দ্বারা প্রমাণ হলো।

জুতা মোবারক নিয়ে আরশে গমন ও আল্লাহ তা'য়ালার দর্শন লাভ

প্রচলিত জাল হাদিস বই (যা মতিউর রহমান কৃত) তার ১৮১-১৮৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত লিখেছেন যে, মিরাজে আল্লাহর আরশে জুতা মুবারক নিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা রাসূল (দ.) আল্লাহকে দেখা, জিবরাঈল (আ.) এর সঙ্গ ত্যাগই হয়নি। তিনি আরও বলেছেন এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ড. আবদুল্লাহ জাঙ্গীর তার হাদীসের নামে জালিয়াতী বইয়ের ২৭২ পৃষ্ঠায়ও অনুরূপ বক্তব্য দিয়েছেন।

উক্ত দুলিখক তাদের মনগড়া এ মতের পক্ষে একক রযী উদ্দিন আল কাযভীনী এর মতামতটিকে পুজি করেছেন। আর কোন হাদিস উল্লেখতো দুরের কথা, কোন হক্কানী মুহাদ্দিসের মতামতও তাদের স্বপক্ষে প্রমান হিসেবে উল্লেখ করতে পারেননি। এ মতটিও রয়েছে শরহুল মাওয়াহেবের মধ্যে। অথচ এ কিতাবে রাসূল (ﷺ) এর নূরের সৃষ্টির ব্যাপারে ১/৫৬ পৃষ্ঠায় হযরত যাবের (رضي الله عنه) এর নূরের হাদিস বর্ণিত হয়েছে যে তিনি বলেছেন ইমাম আবদুর রায্যাক (রহ.) সনদ সহকারে হাদিসটি

বর্ণনা করেছেন। সুযোগ বুঝে ইমাম যুরকানী(রহ.)'র কিছু দলীল নিজেদের কাম বাসনা পুরোনের জন্য গ্রহণ করবেন আর কিছু গোপন করবেন এটা কেমন দুঃস্বভাব।

রাসূল (ﷺ) এর পা মোবারকে জুতা ছিল তা নিয়ে আহলে সুন্নাতের ইমামদের মতভেদ রয়েছে। মা'আরিজুন নবুয়ত সিরাত গ্রন্থে উল্লেখ আছে, রাসূল (ﷺ) এর পা মুবারকে জুতা ছিল। কিন্তু আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খাঁন ফাযেলে বেরলভী (رحمه الله) তাঁর আহকামে শরীয়ত গ্রন্থে বলেছেন তাঁর পা মোবারকে জুতা মোবারক ছিল না। কিন্তু এ বিষয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আলেমগণের ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে মি'রাজে আরশে আল্লাহর সাথে রাসূল (দ.) তাঁর প্রতিপালককে চর্ম চক্ষুতে দেখেছিলেন। তাই এ বিষয়ে কিছু দলীল উপস্থাপন করতে চাই। বর্তমান আহলে হাদিসদ তথা সালাফিদের দাবি মি'রাজে রাসুল (দ.) জিবরাঈল (আ.) এর সঙ্গ ত্যাগই করেননি,আর আল্লাহর সাথে দেখা হওয়ার তো কোন প্রশ্নই আসে না। তাই আমি হাদীসের ও বিভিন্ন ইমাম,মনীষীদের বক্তব্য দ্বারা জিবরাঈল (عليه السلام) এর সঙ্গ ত্যাগ,রফরফ দিয়ে ভ্রমণ এবং রাসূল (দ.) তার প্রতিপালককে দেখার প্রমাণ দেওয়ার চেষ্টা করবো, ইনশাআল্লাহ !

দলীল নং- ১-৬

عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما كَانَ يَقُولُ: «إِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَأَى رَبَّهُ مَرَّتَيْنِ: مَرَّةً بِبَصَرِهِ، وَمَرَّةً بِفُؤَادِهِ»

-"হযরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) দুইবার আল্লাহ **তা'য়ালাকে দেখেছেন**। একবার চর্মচোখ মোবারক দ্বারা, একবার অন্তর চোখ দ্বারা।[১]

দলীল নং- ৭-১০

و قد روى الامام احمد بسند صحيح عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " رَأَيْتُ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى -

-"ইমাম আহমাদ তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থে সহিহ সনদে বর্ননা করেছেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, **আমি আল্লাহ তাবারকা ওয়া তা'য়ালাকে দেখেছি**।[২]

১ ক. ইমাম তাবরানী : মুজামুল কবীর : ১২/১৭ হাদিস : ১২৫৬৪
খ. ইমাম তাবরানী : মুজামুল আওসাত : ২/৩৫৬ হাদিস : ৫৭৫৭
গ. ইমাম কুস্তালানী : মাওয়াহেবে লাদুন্নীয়া : ৩/৩৯৭পৃ.
ঘ.বদরুদ্দীন আইনি, উমদাতুল ক্বারী,১৯/১৯৯পৃ.
ঙ.ইমাম সুয়ুতি,খাসায়েসুল কোবরা,১/২৬৭পৃ.দারুল ইলমিয়্যাহ,বয়রুত,লেবানন।
ঘ. মাওলানা আশরাফ আলী থানবী : নশরুত্তীব : ৫৫ পৃ

২ ক. আল্লামা শায়খ ইউসূফ নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : পৃ- ৩/৩২২ পৃ.

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহ.) উক্ত হাদিসটি সহিহ বলেছেন, শুধু তাই নয় আহলে হাদীসের গুরু নাসিরুদ্দীন আলবাণী তার 'সহিহুল জামে' গ্রন্থে হাদিসটিকে 'সহিহ' বলেছেন।

দলীল নং- ১১-১৩

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس هُوَ مُقَدَّمٌ وَمُؤَخَّرٌ تَدَلَّى الرَّفْرَفُ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ فَجَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ رُفِعَ فَدَنَا مِنْ رَبِّه قَالَ فَارَقَنِي جِبْرِيلُ وَانْقَطَعَتْ عَنِّي الْأَصْوَاتُ وَسَمِعْتُ كَلَامَ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ -

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এখানে পুর্বাপর বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ মি'রাজ রাতে হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিকট রফরফ আসলো। তিনি তাঁর উপর ওঠে বসলেন তারপর তাকে উপরে উঠানো হলো। এমনকি তিনি আপন প্রভুর নিকটবর্তী হলেন। হুযুর (সা.) বললেন, তারপর জিবরাঈল (আলায়হিস সালাম) আমার নিকট থেকে বিদায় হয়ে গেলেন। সকল আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। তখন আমি আমার প্রভুর কালাম বা কথা শুনলাম।"[১]

দলীল নং- ১৪-১৮

মিশকাত শরীফে "বাবে মাসাজিদ" অধ্যায়ে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আয়েশ (রা.) হতে বর্ণিত রাসূল (সা.) ইরশাদ ফরমান,

رَاَيْتُ رَبِّيَ عَزَّ وَجَلَّ فِي اَحْسَنِ صُورَةٍ الخ-

-"আমি আমার মহান প্রতিপালককে সুন্দরতম আকৃতিতে দেখেছি।"[২]

দলীল নং- ১৯-২১

وذَكَرَ النَّقَّاشُ عَنِ ابْنِ عَبَّاس فِي قِصَّةِ الْإِسْرَاءِ عَنْهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ دَنَا فَتَدَلَّى قَالَ فَارَقَنِي جِبْرِيلُ فَانْقَطَعَتِ الْأَصْوَاتُ عَنِّي فَسَمِعْتُ كَلَامَ رَبِّي وَهُوَ يَقُولُ: لِيَهْدَأْ رَوْعُكَ يَا مُحَمَّدُ ادْنُ ادْنُ.وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ فِي الْإِسْرَاءِ نَحْوٌ مِنْهُ -

খ. আল্লামা ইমাম সুয়ূতি : জামেউস সগীর : ২/৪ হাদিস নং : ৪৩৭৭
গ. নাসিরুদ্দিন আলবানী : সহীহুল জামে : হাদিস নং : ৩৪৬৬
ঘ.ইমাম আহমাদ,আল-মুসনাদ:১/২৯০পৃ.হাদিস:২৬৩৪ ও ৪/৩৫১পৃ.হাদিস:২৫৮০

১ ক. ইমাম কাজী আয়াজ : শিফা শরীফ : ১/১১৭ পৃ
খ. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : শরহে শিফা : ১/৪৪০ পৃ
গ. আল্লামা শিহাবুদ্দীন খাফ্ফাজী : নাসীমুর রিয়াদ : ১/৩৮০

২ ক. খতীব খতিব তিবরিযী : মিশকাতুল মাসাবিহ : ১/২২৫ পৃ : হাদিস নং - ৭২৫
খ. দারেমী : আস সুনান :২/১৭০পৃ. হাদিস: ২১৪৯
গ. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : শরহে শিফা : ১/৪২৮ পৃ.
ঙ. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : মিরকাতুল মাফাতীহ : ২/১৪০ হাদিস ৬৭১ কিতাবুল মাসাজিদ।

-"হযরত নাক্কাশ (রা.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)হতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন রাসূল (দ.) মি'রাজ সম্পর্কিত বর্ণনায় আল্লাহর বাণী فتدلى دنا সম্পর্কে আমাকে বলেন, যখন হযরত জিবরাঈল (আলায়হিস সালাম) আমাকে একাকী রেখে চলে গেলেন। যখন সব ধরনের শব্দ বা ধ্বনি বন্ধ হয়ে গেল। তখন আমি প্রভুর বাণী শুনতে পাই যে, তিনি আমাকে বলছেন, তোমার ভয় ভীতি দূর হবার কথা। হে মুহাম্মদ (সা.) আসুন আমার নিকটে আসুন। অনুরূপ শব্দে হযরত আনাস (রা.) এর সূত্রেও বর্ণনা রয়েছে।[১]

দলীল নং- ২২-২৩

হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمُقَوِّمُ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ أَبُو بَكْرٍ الْبَكْرَاوِيُّ، رَحِمَهُ اللّٰهُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، «أَنَّ مُحَمَّدًا، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَأَى رَبَّهُ»

-"নিশ্চয়ই রাসূল (সা.) স্বীয় মহীয়ান গরীয়ান প্রতিপালককে দেখেছেন।"[২]

তারা শরহে মাওয়াহেব থেকে একজন মুহাদ্দিসের রায় পেশ করেছেন আমি একজন সাহাবীর রায় পেশ করলাম যিনি ১০ বছর নবীর গোলামী করেছেন। এখন সাহাবীর রায় মানা হবে না মুহাদ্দিসের রায়,আপনারাই বলুন। আর সহিহ হাদিস কেন দ্বঈফ সনদের মোকাবেলায় কোন আলেমের কিয়াস কখনই গ্রহণযোগ্য নয়। দেখুন হেদায়া ২য় খন্ড কিতাবুল ই'তিকাফ।

দলীল নং- ২১-২৩

وعَنْ أَنَسٍ فِي الصَّحِيحِ (عَرَجَ بِي جِبْرِيلُ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَدَنَا الْجَبَّارُ رَبُّ الْعِزَّةِ فَتَدَلَّى حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَيْهِ بِمَا شَاءَ وَأَوْحَى إِلَيْهِ خَمْسِينَ صَلَاةً) -

-"হযরত আনাস (রা.) থেকে সহিহ সূত্রে বর্ণনা এসেছে হযরত জিবরাঈল (আলায়হিস সালাম) আমাকে সিদরাতুল মুনতাহায় নিয়ে যান। আমি আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের নিকটবর্তী হলাম। অতঃপর তিনিও অতি নিকটবর্তী হলেন। এমনকি দুই ধনুকের মাথা

১ ক. ইমাম কাজী আয়াজ : শিফা শরীফ : ১/১১৭ পৃ
খ. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : শরহে শিফা : : ১/৪৩৮
গ. আল্লামা শিহাবুদ্দিন খিফ্ফাজী : নাসিমুর রিয়াদ : ২/২৮০

২ ক. ইবনে খাযাইমা : কিতাবুত তাওহীদ ২/৮৮৯পৃ.
খ. আল্লামা ইমাম যুরকানী : শরহে মাওয়াহেব : ৬/১১৮ পৃ

তার চেয়েও অধিক নিকটবর্তী হলেন। অতঃপর তিনি যা চাইলেন আমার উপর ওহী করলেন ঐ সময় পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায আমার উপর ওহী করলেন।"[১]

দলীল নং- ২৪-২৬

وَرَوَى شَرِيكٌ عَنْ أبي ذرّ رَضِيَ الله عَنْهُ فِي تَفسِيرِ الآيَةِ قَالَ رَأَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم رَبَّهُ

-'হযরত তাবেয়ী শারিক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হযরত আবু যর গিফারী (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেন, অত্র আয়াত (হৃদয় যা দেখেছে তা মিথ্যা নয়) প্রসঙ্গে যে, হুযুর (ﷺ) **আল্লাহ তা'য়ালার দর্শন লাভ করেছেন।**"[২]

দলীল নং- ২৭-২৯

وَرَوَى مالك ابن يُخَامِرَ عَنْ مُعَاذٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ رَبِّي وَذَكَرَ كَلِمَةً فقالَ يَا مُحَمَّدُ فِيمَ يَخْتَصِمُ الملأ الأعلى الحديث -

-"হযরত মালেক বিন য়ুখামের (رضي الله عنه) হযরত মুয়াজ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেছেন, হুযুর (ﷺ) বলেছেন, **আমি আমার প্রভুকে দেখেছি**। তারপর কতিপয় বিষয়ের বর্ণনা করে বললেন আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে মুহাম্মদ (ﷺ)! মা'লায়ে আ'লার ফিরেশতারা কী নিয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত আছে।"[৩]

হাদিস নং- ৩০-৩১

3033 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أرنا ابْنُ التَّيْمِيِّ , عَنِ الْمُبَارَكِ بْن فَضَالَةَ , قَالَ: «كَانَ الحَسَنُ يَحْلِفُ بِاللَّهِ ثَلَاثَةً لَقَدْ رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ»

-"ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর "তাফসীরে" হযরত হাসান বসরী (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেন তিনি কসম করে বলেছেন, **নিশ্চয়ই রাসূল (ﷺ) আল্লাহ তা'য়ালাকে দেখেছেন।**"[৪]

১ ক. ইমাম কাজী আয়াজ : শিফা শরীফ : ১/১১৮ পৃ.
খ. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : শরহে শিফা : ১/৪৪১ পৃ.
গ. আল্লামা শিহাবুদ্দিন খিফ্‌ফাজী : নাসিমুর রিয়াদ্ব : ১/৩৮২ পৃ.

২ ক. ইমাম কাজী আয়াজ : শিফা শরীফ : ১/১১৬ পৃ
খ. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : শরহে শিফা : ১/৪২৬ পৃ

৩ ক. ইমাম কাজী আয়াজ : শিফা শরীফ : ১/১১৭ পৃ.
খ. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : শরহে শিফা : ১/৪২৬ পৃ.
গ. খতিব তিবরিযী : : মিশকাতুল মাসাবীহ : ৭২ পৃ.

৪ ক. ইমাম কাজী আয়াজ : শিফা শরীফ : ১/১১৫,
খ. আল্লামা মোল্লা আলী কারী : শরহে শিফা : ১/৪২৮ পৃ.

দেখুন হযরত হাসান বসরী (رضي الله عنه) কত উচু সম্পূর্ণ আল্লাহর ওলী ও তাবেয়ী তিনি কসম করে বলেছেন, তাহলে কী তিনি মিথ্যা কসম করেছেন। নাউযুবিল্লাহ

হাদিস নং- ৩২-৩৩

হযরত মুয়ায বিন জাবাল (رضي الله عنه)হতে বর্ণিত,রাসুল (ﷺ) ইরশাদ ফরমান-

رَأَيْتُ رَبِّيَ عَزَّ وَجَلَّ فِي أحْسَنِ صُورَةٍ

-"আমি আমার রব **তা'য়ালাকে উত্তম আকৃতিতে দেখেছি।**[১] ইমাম তিরমিযী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হাদিসটি সংকলন করে বলেন,

قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ ابْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ فَقَالَ: هَذَا حَدِيث صَحِيح

-"আমি ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) কে বলতে শুনেছি এ হাদিসটি সহিহ।"

হাদিস নং- ৩৪

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত,তিনি বলেন,

رَأَيْتَ رَبِّي عزوجل لَيْسَ كمثله شَيْء

-"আমি আমার রব **আল্লাহ তা'য়ালাকে দেখেছি,** তবে তাঁর সাথে কোন সাদৃশ্য/তুলনা নেই।"[২]

হাদিস নং- ৩৫

عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ

-"ইমাম শা'বী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি), হযরত ইকরামা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেন,তিনি বলেন,হযরত **মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর রব তা'য়ালাকে দেখেছেন।**[৩] ইমাম আ়ছেম (ওফাত ২৮৭ হি.) হাদিসটি বর্ণনা করে বলেন,--হাদিসটি ইমাম বুখারীর শর্তের উপর মওকুফ সূত্রে সহিহ।

হাদিস নং- ৩৬

ইমাম আবি আছেম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) আরেকটি সূত্র বর্ণনা করেছেন এভাবে,

عَنِ الحَكَمِ بْنِ أبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ

-"হাকাম বিন আবান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তিনি ইকরামা (رضي الله عنه) থেকে তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) থেকে তিনি বলেন, **হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) তাঁর রবকে দেখেছেন।**"[৪]

হাদিস নং- ৩৭-৪১

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ،-

১ .ইমাম তিরমিযী,আস্-সুনান:৫/৩৪৩পৃ.হাদিস:৪২৩৫,খতিব তিবরিযি,মিশকাত,১/৭১পৃ.হাদিস:৭৪৮
২ .দায়লামী,আল-ফিরদাউস,২/২৫৪পৃ.হাদিস:৩১৮৩
৩ .ইমাম শায়বানী,আস্-সুন্নাহ,১/১৮৯পৃ. হাদিস : ৪৩৫,মাকতুবাতুল ইসলামী,বয়রুত,লেবানন।
৪ ইমাম আবি আছেম,আস্-সুন্নাহ,১/১৯০পৃ.হাদিস:৪৩৭

-"ইমাম ইকরামা (রহ.) তিনি ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন,তিনি বলেন হযরত মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর **রব তা'য়ালাকে দেখেছেন .....**।"[১] ইমাম তিরমিযী (রহ.) তার গ্রন্থে হাদিসটিকে 'হাসান' বলেছেন।

হাদিস নং- ৪২-৪৩

-وَأخرج الطَّبَرَانِيّ فِي الاوسط بِسَنَد صَحِيح عَن ابْن عَبَّاس انه كَانَ يَقُول ان مُحَمَّدًا صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رأى ربه مرَّتَيْنِ مرّة ببصره وَمرَّة بفؤاده-

-"ইমাম সুয়ূতি (রহ.) তাবরানীর মু'জামুল আওসাতের সূত্রে সহিহ সনদে ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, নিশ্চয়ই হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) তাঁর **রবকে দুইবার দেখেছেন**। একবার চর্ম চোখে, আরেকবার অন্তর চোখে।"[২]

হাদিস নং- ৪৪-৪৫

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَتَانِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ اللَّيْلَةَ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ

-"তিনি বলেন নিশ্চয় রাসুল (ﷺ) বলেছেন আমার নিকট মহান রব রাতে (মি'রাযের রাতে) উত্তম আকৃতিতে আগমন করেছিলেন।"[৩]

হাদিস নং- ৪৬-৪৭

ইমাম সুয়ূতি (রহ.) মুসনাদে বায্যারের সুত্রে বর্ণনা করেন-

حَدَّثَنَا شعبة، عَنْ قَتَادَة، عَنْ أَنَس؛ أن مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم رَأَى رَبَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى-

-"হযরত কাতাদা (রহ.) খাদেমুর রাসুল (দ.) হযরত আনাস বিন মালিক (রা.)হতে বর্ণনা করেন,রাসুল (ﷺ) **তাঁর রব তাবারাকা ওয়া তা'য়ালা কে দিখেছেন**।"[৪]

হাদিস নং- ৪৮

ইমাম বায্যার (রহ.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে এ বিষয়ে আরেকটি হাদিস সংকলন করেন এই সনদে,

১ তিরমিযী, আস্-সুনান, কিতাবুত-তাফাসির, সূরা নাযম, ৫/৩৯৫পৃ. হাদিস:৩২৭৯, শায়বানী,আস্-সুন্নাহ, ১/১৮৮পৃ. হাদিস : ৪৩৩, ইবনে কাসীর, জামিউল মাসানীদ, ৩১/৮৭৮২ পৃ. হাদিস : ২১৪৬,দারুল ফিকর,বায়হাকী, কিতাবুল আসমা ও ছিফাত, ২/১৯০পৃ-১৯১পৃ. মুজাহিদ, তাফসীর, ২/৬২৮পৃ. মাকতাবায়ে মানসূরাত আল ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

২ সূয়তি ,খাসায়েসুল কোবরা ,১/২৮৬পৃ. হাদিস : ৯১২, হায়সামী, মাযমাউদ যাওয়াইদ, ১/৭৮পৃ.

৩ আহমাদ,আল-মুসনাদ, ১/৩৬৮ পৃ.হাদিস : ৩৪৮৪, ৪/৬৬পৃ.হাদিস:২২১৬২, ৫/২৪৩ পৃ.হাদিস : ২৩২৫৮, তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ৮/২৯০পৃ. হাদিস : ৮১১৭

৪ ইমাম সুয়ূতি,খাসায়েসুল কোবরা,১/২৫৯পৃ. মুসনাদে বায্যার, ১৩/৪২৬পৃ. হাদিস:৭১৬৫

حَدَّثَنَا سُفيان، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم رَأى رَبَّهُ. -

-"নিশ্চয় হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) **তাঁর রবকে দেখেছে**।"[১]

হাদিস নং- ৪৯

হযরত আবু উমামা (রা.)হতে এবং হযরত যাবের বিন সামুরা (রা.) হতেও হাদিস বর্ণিত আছে।[২] তাই আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) **বলেন,**

كَمَا أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - رَآهُ فِي الدُّنْيَا لِانْقِلَابِهِ نُورًا

-"নবিজী পাক (ﷺ) এই **জগতেই আল্লাহ তা'য়ালাকে দেখেছেন,** কেননা তিনি নিজেই নুরে পরিনত হয়েছিলেন।"[৩]

হাদিস নং- ৫০-৫২

وَحَكَاهُ أَبُو عُمَرَ الطَّلَمَنْكِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ * وَحَكَى بَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ هَذَا الْمَذْهَبَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ

-"আবু উমারা আত্-তালামানকি (রহ.), হযরত ইকরামা (রহ.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন আর একদল কালাম শাস্ত্রবিদ ও বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এর অভিমত হলো রাসূল (ﷺ) **আল্লাহ তা'য়ালাকে দেখেছেন।**"[৪]

হাদিস নং- ৫৩-৫৪

وَحَكَى ابْنُ إِسْحَاقَ أَنَّ مَرْوَانَ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ فَقَالَ نَعَمْ-

-"ইমাম ইবনে ইসহাক (রহ.), বর্ণনা করেন হযরত মারওয়ান (রহ.) হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলেন, **রাসূল (ﷺ) কী আল্লাহ তা'য়ালাকে দেখেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ।**"[৫]

হাদিস নং- ৫৫-৫৬

رواه الحاكم والنسائي والطبراني أن ابن عباس قال تقوية لقوله إنه رأى ربه بعينه-

১ মুসনাদে বায্যার, ১১/৩৬১পৃ. হাদিস :৫১৮৫

২.তাবরানি, মু'জামুল কাবীর, ২০/১০৯পৃ. হাদিস:২১৬, রূহানি, আল-মুসনাদ, ২/২৯৯পৃ. হাদিস :২৬০৮, ইমাম আবূ ই'য়ালা, আল-মুসনাদ, ৪/৪৭৫পৃ. হাদিস : ২৬০৮, শায়বানী, আহাদিসুল মাসানী, ৫/৪৯পৃ. হাদিস : ২৫৮৫, হুমায়দী, আল-মুসনাদঃ ১/২২৮পৃ. হাদিস : ৬৮২, আবি আসেম, আস্-সুন্নাহ, ১/২০৩পৃ. হাদিস : ৪৬৫, হাকেম তিরমিযী, নাওয়াদিরুল উসূল, ৩/১২০পৃ.

৩ .মোল্লা আলী ক্বারী,মিরকাতুল মাফাতিহ,ঈমান বিল ক্বদর,১/২৬৬পৃ.হাদিস,৯১

৪ ক. ইমাম কাজী আয়াজ : শিফা শরীফ : ১/১১৯ পৃ.
খ. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : শরহে শিফা : ১/৪৬৮ পৃ.

৫ ক. আল্লামা ইমাম কাজী আয়াজ : শিফা শরীফ : ১/১১৯ পৃ.
খ. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : শরহে শিফা : ১/৪২৮ পৃ.

-"ইমাম হাকিম (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার মুস্তাদরাকে, ইমাম তাবরানী, ইমাম নাসায়ী তাদের স্ব-স্ব গ্রন্থে শক্তিশালী সনদে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তা'য়ালাকে স্বীয় চোখে দেখেছেন।"[১]

হাদিস নং- ৫৭-৫৮

ذَكَرَ ابْنُ إِسْحَاقَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَسْأَلُهُ هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ فَقَالَ نَعَمْ وَالْأَشْهَرُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى رَبَّهُ بِعَيْنِهِ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْهُ مِنْ طُرُقٍ وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى اخْتَصَّ مُوسَى بِالْكَلَامِ وَإِبْرَاهِيمَ بِالْخُلَّةِ وَمُحَمَّدًا بِالرُّؤْيَةِ-

-"হযরত ইবনে ইসহাক (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) উল্লেখ করেন,হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একবার কোন একজনকে হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এ নিকট জানতে চেয়ে প্রেরণ করেছিলেন যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি আল্লাহ তা'য়ালাকে দেখেছেন? অতঃপর তিনি বলেছিলেন, হ্যাঁ। তার চেয়ে অতি প্রসিদ্ধ কথা হলো যে, **হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার চর্ম চক্ষে প্রভুর দর্শন লাভ করেছেন**। এ কথা বিভিন্ন ভাবে বর্ণিত হয়েছে। আরও বলেন, আল্লাহ তা'য়ালা হযরত মুসা (আলাইহিস সালাম) কে তাঁর সাথে কথা বলার মর্যাদা দান করেছেন।

আর ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) কে খলীল বানিয়েছেন। আর হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে আল্লাহ তা'য়ালার দর্শন লাভের মর্যাদা দান করেছেন।"[২]

হাদিস নং- ৫৯-৬০

وَعَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْهُ رَآهُ بِفُؤَادِهِ مَرَّتَيْنِ -

-"ইমাম আবুল আ'লীয়া (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তা'য়ালাকে অন্তর চক্ষু দ্বারা **দুইবার দেখেছেন**।"[৩]

উক্ত হাদিসে হৃদয় দ্বারা দেখেছেন তা বলা হয়েছে এ বর্ণনা ছাড়াও হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে অনেক হাদিস উপরে বর্ণিত হয়েছে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপন চক্ষু দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালাকে দেখেছেন। উক্ত হাদীসে চর্ম চোখে তিনি দেখেননি তা উল্লেখ নেই।

হাদিস নং- ৬১-৬২

১ ক. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : শরহে শিফা : ১/৪২৪ পৃ
খ. আল্লামা শায়খ ইউসুফ নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ৩/৩২২
২ ক. ইমাম কাজী আয়াজ : শিফা শরীফ : ১/১১৯ পৃ.
খ. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : শরহে শিফা : ১/৪২৪ পৃ.
৩ ক. ইমাম কাজী আয়াজ : শিফা শরীফ : ১/১২০ পৃ.
খ. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : শরহে শিফা : ১/৪২৪ পৃ.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ رَآهُ بِعَيْنِهِ وَرَوَى عَطَاءٌ عَنْهُ أَنَّهُ رَآهُ بِقَلْبِهِ-

-"হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নিশ্চয়ই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর চর্ম চোখে **আল্লাহর দিদার লাভ করেছেন**। হযরত ইমাম আতা (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অন্তর চক্ষু দ্বারা আল্লাহর দর্শন লাভ করেছেন।"[১]

হাদিস নং- ৬৩-৬৪

হযরত আবুল হাসান আশ'আরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَشْعَرِي رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ رَأَى اللَّه تعالى ببصره وعيسى رَأْسِهِ وَقَالَ كُلّ آيَةٍ أُوتِيهَا نَبِيّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فَقَدْ أُوتِي مِثْلَهَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُصَّ مِنْ بَيْنِهِمْ بِتَفْضِيلِ الرُّؤْيَةِ-

-"আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকায়েদের ইমাম আবুল হাসান আলী আশ'আরী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) ও তাঁর এক জামাত সঙ্গীসাথী বলেন **হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তা'য়ালাকে স্ব চক্ষে অবলোকন করেছেন**। তাঁরা আরও বলেন, অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরামকে যত মু'জিজা দেওয়া হয়েছে অনুরূপ মু'যিজা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে অগ্রবর্তী করে দিদারে এলাহী মু'যিজা দেওয়া হয়েছে।"[২]

তারা নিঃসন্দেহে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বহির্ভূত উক্ত রেওয়ায়েত দ্বারা তা প্রমাণ হলো। তা না হলে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকায়িদের ইমামের এর রায় বা মতামত ও আক্বিদা অবশ্যই মানতেন। মানেন না তাই বাতিল পন্থী বলে বিবেচিত হলেন।

দলীল নং- ৬৫-৬৬

قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْفَضْلِ وَفَّقَهُ اللَّهُ: «والحق الذي لا امتراءالحق الذى لا امتراء فيه ان فِيهِ أَنَّ رُؤْيَتَهُ تَعَالى فِي الدُّنْيَا جَائِزَةٌ عقلا. وَلَيْسَ فِي الْعَقْلِ مَا يُحِيلُهَا»-

১ ক. আল্লামা কাজী আয়াজ : শিফা শরীফ : ১/১১৮ পৃ.
খ. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : শরহে শিফা : ১/৪২৯ পৃ.
২ ক. আল্লামা কাজী আয়াজ : শিফা শরীফ : ১/১১৮ পৃ.
খ. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : শরহে শিফা : ১/৪২৯ পৃ.

-"ইমাম কাযী আবুল ফজল আয়াজ (রাহিমাহুল্লাহ) তিনি বলেন, সত্য কথা হলো আকলের দিক থেকে এ বিষয়ে **সন্দেহ পোষণ করার কোন অবকাশ নেই যে, দুনিয়াতে তিনি আল্লাহর দীদার লাভ করেছেন।** আর আকলের দিক থেকে বিরূপ কোন প্রমাণও নেই যে, এরূপ হওয়া অসম্ভব।"[১]

দলীল নং- ৬৭

وقل الغزالي في الإحياء والصحيح أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رأى الله تعالى ليلة المعراج-

-**"ইমাম গাযযালী** (রাহিমাহুল্লাহ) 'ইহইয়াউল উলুমুদ্দী'নে বলেন এ কথা সহিহ বা বিশুদ্ধ যে মি'রাজের রজনীতে রাসূল (ﷺ) **আল্লাহ তা'য়ালাকে দেখেছেন।"**[২]

দলীল নং-৬৮ -৬৯

قال النووى عند اكثر العلماء انه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينى رأسه ليلة المعراج الاسراء-

-**"ইমাম নাওয়াবী** (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,অধিকাংশ ওলামার নিকট এই মতই প্রাধান্য পেয়েছে যে, নবী করীম (ﷺ) মি'রাজের রজনীতে স্বীয় **প্রতিপালককে তাঁর কপালের চক্ষু দ্বারা দেখছেন।"**[৩] তাই আমি তাদেরকে বলতে চাই তাদের নিকট কি ইমাম নাওয়াবীর চেয়ে একক কাযভীনীর রায়ই কী বড় হয়ে গেল?

দলীল নং- ৭৩

إواخرجه البَيْهَقِيّ فِي كتاب الرُّؤْيَة بِلفظ ان الله اصْطفى إِبْرَاهِيم بالخلة وَاصْطفى مُوسَى بالكلام وَاصْطفى مُحَمَّدًا بِالرُّؤْيَةِ

-"ইমাম বায়হাকী (রাহিমাহুল্লাহ) 'কিতাবুল রুয়া'তে বর্ণনা করেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে অর্থাৎ- আল্লাহ তা'য়ালা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) কে বন্ধুত্ব, মুসা (আলাইহিস সালাম) কে আলাপ এবং **মুহাম্মদ (ﷺ) কে তাঁর দীদার** দ্বারা একক মর্যাদা দান করেছেন।"[৪]

১ ক. আল্লামা কাজী আয়াজ : শিফা শরীফ : ১/১১৮ পৃ.
খ. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : শরহে শিফা : ১/৪২৯ পৃ.
২ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : শরহে শিফা : ১/৪২৩ পৃ.
৩ ক. আল্লামা ইমাম যুরকানী : শরহে মাওয়াহেব : ৬/১১৬ পৃ.
খ. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : শরহে শিফা : ১/৪২৫ পৃ.
গ. আল্লামা ইমাম নবভী : শরহে মুসলিম : ১ম খন্ড
ঘ. আল্লামা শায়খ ইউসুফ নাবহানী যাওয়াহিরুল বিহার : ৩/৩২১ ?
৪ ক. ইমাম কাজী আয়াজ : শিফা শরীফ : ২/২৭০ পৃ:
খ. ইমাম জালালুদ্দীন সূয়তী : খাসায়েসুল কোবরা : ১/১৬১, পৃ:
গ. আল্লামা ইমাম যুরকানী : শরহে মাওয়াহেব : ৭/১১৭, পৃ:

দলীল নং- ৭৪

হাদীসের নামে জালিয়াতী বইয়ের ২২১ পৃষ্ঠায় হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর হাদিস দলীল হিসেবে বর্ণনা করেছেন তাদের পক্ষে । আর আমি বলতে চাই এটা হচ্ছে হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর নিজস্ব মতামত। আর রাসূল (ﷺ) এর মারফূ সহিহ হাদীসের মুকাবেলায় নিজস্ব সাহাবীর কিয়াস মতামত গ্রহণযোগ্য নয়। হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হাদিসের ব্যাখ্যায় বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম কাযি আয়াজ (রাহিমাহুল্লাহ) শিফা শরীফে বলেন,

وَكَانَتْ عَائِشَةُ فِي الهِجْرَةِ بِنْتَ نَحْوِ ثَمَانِيَةِ أَعْوَامٍ وَقَدْ قِيلَ كَانَ الإِسْرَاءُ لِخَمْسٍ قَبْلَ الهِجْرَةِ وَقِيلَ قَبْلَ الهِجْرَةِ بِعَامٍ وَالأَشْبَهُ أَنَّهُ لِخَمْسٍ وَالحُجَّةُ لِذَلِكَ تَطولُ لَيْسَتْ مِنْ غَرَضِنَا فَإِذَا لَمْ تُشَاهِدْ ذَلِكَ عَائِشَةُ دَلَّ أَنَّهَا حَدَّثَتْ بِذَلِكَ عَنْ غَيْرِهَا فَلَمْ يُرَجَّحْ خَبَرُهَا عَلَى خَبَرِ غَيْرِهَا وَغَيْرُهَا يَقُولُ خِلَافَهُ مِمَّا وقع نصا فِي حَدِيثِ أُمِّ هَانِئٍ وَغَيْرِهِ -

-"অথচ হিজরতের সময় হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর বয়স ছিল আট বছর। আবার কেউ কেউ বলেন,হিজরতের পাঁচ বছর পূর্বে মি'রাজ হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, একবছর পূর্বে হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু নির্ভরযোগ্য বর্ণনা হলো এটা হিজরতের পাঁচ বছর পূর্বে সংঘঠিত হয়েছে। আর এর দলিল অতি দীর্ঘ। তাঁর উল্লেখ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নিজে মি'রাজের ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন নি। বরং তিনি অন্য কারো নিকট থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন সুতরাং **তাঁর বর্ণনাকে যিনি মি'রাজের বর্ণনা নিজে হুযুর (ﷺ) এর কাছ থেকে শুনেছেন তার বর্ণনার উপর প্রাধান্য দেওয়া যাবে না, যেমন হযরত উম্মে হানী (রা.)ও অন্যান্যদের বর্ণনা। যা তাঁর {হযরত আয়েশা (রা.)}বর্ণনা বিপরীত।"**[১]

হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর হারানো সুই ফিরে পাওয়া প্রসঙ্গে

"প্রচলিত জাল হাদিস" (মাওলানা মতিউর রহমান লিখিত) কিতাবের ১৮৪ পৃষ্ঠায় লিখা হয়েছে যে, "একবার রাসূল (ﷺ) এর সাথে হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রাতের অন্ধকারে তার বিছানায় ছিলেন। আম্মাজী আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর হাত থেকে একটি সুঁই পড়ে গেলে অনেক খোঁজাখুঁজির পরও তা পাচ্ছিলেন না। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হেসে উঠলে তার দাঁতের নূরের ঝলকে পুরো কামরা আলোকিত হয়ে যায়, ফলে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) সে দাঁতের নূরের আলোতে তার সুইটির সন্ধান পান।"

ঘ. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : শরহে শিফা : ১/৪৭০ : পৃ:
১ ক. ইমাম কাজী আয়াজ : শিফা শরীফ : ১/১৩৫ : পৃ:
খ. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : শরহে শিফা : ১/৪২৮ ,
গ. আল্লামা শিহাবুদ্দিন খিফ্ফাজী : নাসীমুর রিয়াদ - ১/২৪০ পৃ

আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রচিত "হাদীসের নামে জালিয়াতি" বইয়ের ২৮০ পৃষ্ঠায় এবং কথিত হেফাজতে ইসলামের নেতা মাওলানা জুনাইদ বাবুনগরী রচিত "প্রচলিত জাল হাদিস" বইয়ের ১৬৮ পৃষ্ঠায় অনুরূপ কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা হাদিসটিকে জাল প্রমাণ করার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে গেলেও তা প্রমাণ করতে পারেন নি। কারণ তারা গ্রহণযোগ্য কোন কিতাবের বর্ণনা উল্লেখ করতে পারে নি।

উক্ত মিথ্যা বক্তব্যের প্রাথমিক জবাব ঃ

প্রিয় পাঠক! সহিহ হাদিসগুলো উল্লেখ করলেই বুঝতে পারবেন যে, তাদের বর্ণনায় কত মিথ্যার আশ্রয় এবং শব্দ পরিবর্তন করা হয়েছে। হাদীসে আছে, রাসূল (ﷺ) আয়েশা (رضي الله عنها) এর সাথে ছিলেন না অথচ তারা লিখেছেন- مع الرسول রাসূল (ﷺ) তাঁর সাথে ছিলেন এটা এক মিথ্যা বর্ণনা। অপর মিথ্যা বর্ণনাটি হল-

فضحك النبى صلى الله عليه وسلم وخرجت لمعة أسنانه فأضائت الحجرة -

-"রাসূল (ﷺ) এমন সময় **হেসে উঠলেন তাঁর দাঁতের নূরের ঝলকে** (সুই খুঁজে পেলেন) ঘর আলোকিত হয়ে গেল।" তারা কেমন মিথ্যা বানানোর উস্তাদ! দেখুন, তারা নিজেরাই জাল হাদিস তৈরি করে আবার নিজেরাই জাল ফতোয়া দেয়।

উপরোক্ত বিষয়ে বর্ণিত হাদিসগুলো গ্রহণযোগ্য কিতাবের আলোকে নিম্নে উপস্থাপন করলাম-

দলীল নং- ১-৯

عن عائشة قالت: كنت اخيط فى السحر فسقطت منى الابرة فطلبتها ، فلم اقدر عليها ، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبينت الابرة بشعاع نور وجهه فأخبرته فقال : يا حميراء ثم الويل ثلاثا لمن حرم النظر الى وجهى -

-"হযরত আয়েশা (رضي الله عنها) বর্ণনা করেন, আমি শেষ রাতে সেহেরির সময় কাপড় সেলাই করছিলাম। হঠাৎ আমার হাত থেকে সুঁই পড়ে গেল। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও সেটি পাওয়া গেল না। অতপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) **আগমন করলে তাঁর মুখমন্ডলের নূরের আলোতে** সেই সুঁইটি দৃষ্টিগোচর হয়। আমি রাসূল (ﷺ) কে এ সংবাদ দিলে তিনি বললেন, হে হুমায়রা! যে আমার চেহারা মুবারকের দিদার থেকে বঞ্চিত। তার জন্য আফসোস, একথাটি তিনবার বলেছেন।"[১]

১ ক. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি: খাসায়েসুল কুবরা: ১/১১১, হাদিস : ২৮৭

দলিল নং- ১০

বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (رحمه الله) শরহে শিফায় লিখেন, আয়েশা (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত–

ودليله قول عائشة رضي الله تعالى عنها كنت أدخل الخيط في الإبرة حال الظلمة لبياض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم -

-"এ বিষয়ে দলিল হলো হযরত আয়েশা (رضي الله عنها)এর বক্তব্য আমি অন্ধকার রাতে হুযুর পুরনুর (ﷺ) **এর নূরানী জ্যোতিতে সূচের মধ্যে সুতা প্রবেশ করাতাম।**"[১]

দলিল নং– ১১-১২

সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ "আন্-নিয়ামাতুল কোবরা আলাল আলাম" এর ৪১ পৃষ্ঠায় মক্কা শরীফের জগৎ বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা ইবনে হাযার হায়তামী আল মক্কী (رحمه الله) একটি হাদিস বর্ণনা করেন, হাদিসটি হলো-

عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت كنت اخيط فى السحر ثوبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانطفأ المصباح وسقطت الابرة من يدى فدخل علىّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضاء البيت من نور وجهه فوجدت الابرة -

-"হযরত আয়েশা (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাতে প্রদীপের আলোতে বসে নবী করীম (ﷺ) এর কাপড় মোবারক সেলাই করছিলাম। এমন সময় প্রদীপটি নিভে গেল এবং সুঁইটি আমার হাত থেকে পড়ে গেল। এরপর পরই নবী করীম (ﷺ) অন্ধকারে আমার ঘরে প্রবেশ করলেন, **তাঁর চেহারা মোবারকের নূরের জ্যোতিতে** আমার অন্ধকার ঘর আলোকিত হয়ে গেল এবং আমি (ঐ আলোতেই) আমার হারানো সূচটি খুঁজে পেলাম।"[২]

দলিল নং- ১৩

ক. ইমাম ইবনে আসাকীর: তারীখে দামেস্ক: ৩/৩১০ পৃ.দারুল ফিকর লিল ত্বাবা'আত ওয়াল নাসর ওয়াত তাওযি'ঈ,বয়রুত,লেবানন।
গ. আল্লামা শায়খ ইউসুফ নাবহানী: হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন: ৬৬৩পৃ. মাকতুবাতুল তাওফিকিহিয়্যাহ, কাহেরা,মিশর।
ঘ. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী: লিসানুল মিযান: ৩/৩৪৪ পৃ ও ৬/৬৯০ প
ঙ.আবূ সা'দ, শরফে মোস্তফা,২/১০৩পৃ.
চ.আবূ নুঈম ইস্পাহানী, দালায়েলুল নুবুয়ত,১/১১৩পৃ.দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ,বয়রুত।
ছ.ইবনে সালেহ শামী,সবলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ২/৪০পৃ.
জ.ইফরাকী, মুকতাসারে তারিখে দামেস্ক, ২/৭৪পৃ,
ঞ.মুত্তাকী হিন্দী,কানযুল উম্মাল,১১/৪৫৩পৃ. হাদিস,৩২১৩১,ও ১২/৪২৯পৃ.হাদিস, ৩৫৪৯২

১ মোল্লা আলী ক্বারী: শরহে শিফা : ১/১৫৯পৃ.দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ,বয়রুত,লেবানন।
২ ক. আল্লামা ইবনে হাজার হায়তামী আল মক্কী: আন নেয়ামাতুল কোবরা আলাল আলাম: ৪১ পৃ
খ. আল্লামা শায়খ ইউসুফ নাবহানী: যাওয়াহিরুল বিহার : ৪/২২৬ পৃ

হযরত আয়েশা (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত আরেকটি হাদিস,

ان عائشة كانت تخيط شيئا فى وقت السحر فضلت الابرة وطنى السراج فدخل عليها النبى صلى الله عليه وسلم فاضاء البيت بضوئه صلى الله عليه وسلم ووجدت الابرة فقالت يا اضوء وجهك يا رسول الله قال ويل لمن لا يرانى يوم القيامة قالت ومن لا يراك قال البخيل قال الذى لا يصلى علىّ اذا سمع باسمى -

-"উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (رضي الله عنها) সাহরীর সময় কিছু সেলাই করছিলাম। তার সূঁইটি পড়ে গেল। চেরাগও নিভে গেল। তখন নবী করীম (ﷺ) তাশরীফ আনলেন। **ঐ সময় হুযুর-ই- আনওয়ার (ﷺ) এর চেহারা মুবারকের নূরের আলোয়** পুরো ঘরটি আলোকিত হয়ে গেল। অত:পর আমি সূঁইটি পেয়ে গেলাম। তারপর হযরত আয়েশা (رضي الله عنها) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ﷺ) ! আপনার চেহারা মোবারক কতই উজ্জল। তখন হুযুর ফরমান, ধ্বংস হোক ওই ব্যক্তি যে কিয়ামতের দিন আমাকে দেখতে পাবে না। আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ﷺ)! সে কে? যে আপনাকে দেখতে পাবে না? হুযুর (ﷺ) ইরশাদ করলেন, কৃপণ ব্যক্তি। আরজ করলেন, কৃপণ কে? হুযুর (ﷺ) ইরশাদ করলেন, যে ব্যক্তি আমার নাম শুনল, আর শুনার পর আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়ল না।"[১]

দলিল নং- ১৪

আল্লামা ইমাম ফার্সী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) "মাতালিউল মুসাররাত ফি শরহে দালায়েলুল খায়রাত" কিতাবের ২৫৬ পৃষ্ঠায় তাবেয়ী ইবনে সাবা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হতে বর্ণনা করেন,

كان النبى صلى الله عليه وسلم يضيئ البيت المظلم من نوره -

-"নবী করীম (ﷺ) **এর নূরে অন্ধকার ঘর আলোকিত** হয়ে যেত।"

দলিল নং- ১৫-১৯

এ বিষয়ের সমর্থনে অথাৎ রাসূল (ﷺ) এর চেহারা মোবারক হতে নূর তথা আলো বের হতো এ প্রসঙ্গে আরো অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে কয়েকটি নিম্নে দেয়া হল।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «وَلَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّ الشَّمْسَ تَجْرِي فِي وَجْهِهِ، وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَسْرَعَ فِي مِشْيَتِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّمَا الْأَرْضُ تُطْوَى لَهُ إِنَّا لَنُجْهِدُ أَنْفُسَنَا وَإِنَّهُ لَغَيْرُ مُكْتَرِثٍ» -

১ আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী : নুযহাতুন নাযিরীন, পৃ-৪১

-"হযরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত- তিনি বলেন, আমি রাসূল (ﷺ) এর চেয়ে অধিক সুশ্রী ও সুন্দর কাউকে দেখিনি। **মনে হতো যেমন মুখমন্ডল থেকে কিরণ বিচ্ছুরিত হচ্ছে।** আমি তাঁর চেয়ে অধিক দ্রুতগতি সম্পন্নও কাউকে দেখিনি। তিনি যখন হাটতেন তখন মনে হত যেন মাটি তাঁর পিছনের দিকে সরে যাচ্ছে (অর্থাৎ খুব দ্রুত গতিতে পথ অতিক্রান্ত হচ্ছে) আমরা তার সঙ্গে হাটলে যথেষ্ট লাফাতে বা দৌঁড়াতে হতো। অথচ তিনি বেশ ধীরে হাটতেন বলে মনে হতো।"[১]

সনদ গ্রহনযোগ্যতাঃ

এ হাদিসটির মোট দু'টি সূত্রে বর্ণিত আছে। কিছু নরকের কিটরা একটি সূত্র বর্ণনা করে অপর আরেকটি গোপন করে। তারা ইমাম তিরমিযির যে সূত্রটির দোহাই দেয় তা হলো-

124 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي يُونُسَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

-"এ সনদে 'ইবনে লাহি'আহ' (ওফাত.১৭৪হি.) কিছুটা নরম প্রকৃতির রাবি।"[২] তাই তাদের দাবি হলো সনদটি দুর্বল। প্রথমতঃ আমি বলবো এ রাবি সিকাহ হওয়া সম্পর্কে শবেই বরাতের ৭নং হাদিস পর্যালোচনায় বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে এবং কিতাবের শুরুতে 'সনদে একজন রাবি দ্বঈফ হলে হাদিসের সনদটি দ্বঈফ হবেনা' শিরোনামে আলোচনা করেছি যে তাঁর বর্নিত হাদিস 'হাসান' পর্যায়ের। দ্বিতীয়তঃ আমি বলবো এ সনদের অন্যতম রাবি তাবেয়ী আবি ইউনূস এর ছাত্রের মধ্যে 'ইবনে লাহি'আহ' ছাড়াও অন্যরাও হাদিসটি তাঁর থেকে শ্রবন করেছেন। যেমন ইমাম বায়হাকী সংকলন করেছেন সে সনদটি হলো

১ (ক)ইমাম তিরমিযী : আস-সুনানঃ অধ্যায় কিতাবুল মানাকিব : ৫/৬০৪ পৃ. হাদিস : ৩৬৪৮ (খ) ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতিঃ **খাসায়েসুল কোবরা** : ১/১৩২পৃ. হাদিস ৩৭৬ (গ) ইমাম বায়হাকীঃ **দালায়েলুন নবুওয়াত** : ১/২৩৮ পৃ (ঘ) ইমাম ইবনে সাদঃ **আত্‌-তবকাতুল কোবরাঃ** ১/২৮৭পৃ.ও ১/৩১৮পৃ.ও ১/৩১৯পৃ.দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন (ঙ) তিরমিযি, **শামায়েলে মুহাম্মাদিয়া**, ১/৮৬পৃ. হাদিস,১১৬, দারুল ইহইয়াউত তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, লেবানন (চ) ইমাম আবু শায়খ ইস্পাহানী, **আখলাকুন্নাবী**, ৪/৬২পৃ. হাদিস,৭৮৬, (ছ) ইমাম বগভী, **আল-আনওয়ার ফি শামায়েলুন নাবিয়্যিল মুখতার**, ১/৩৫২পৃ. হাদিস,৪৬২ (জ) কাযি আয়াজ মালেকী, **শিফা শরীফ**, ১/১৪৯পৃ.(ঝ) কুস্তলানী,মাওয়াহেবে **লাদুন্নীয়া**,২/৬পৃ.(ঞ) ইমাম আহমদ, আল-মুসনাদ, ২/৩৫০পৃ.ও ৩৮০পৃ.(ঠ) ইমাম ইবনে হিব্বান, হাদিস, ৬৩০৯ (ঠ) ইমাম ইবনে সালেহ শামী, **সবলুল হুদা ওয়ার রাশাদ**, ২/৬পৃ. (ড) মোবারকপুরী, **আর্‌-রাহিকুল মাখতুম**, ১/৪৪২পৃ. দারুল ,হিলাল,বয়রুত,লেবানন।

২ তিরমিযি, **শামায়েলে মুহাম্মাদিয়া**, ১/৮৬পৃ. হাদিস, ১১৬, দারুল ইহইয়াউত তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত,লেবানন।

رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ، عَنْ أَبِي يُونُسَ، مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ،

-"এ সনদে ইবনে লাহি'আহ রাবির পরিবর্তে রাবি 'আমর বিন হারেস রয়েছেন;আর তিনি সিকাহ রাবি তাতে কোন সন্দেহ নেই।"[১]

দলিল নং- ১৪-১৫

عن كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ، وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ " -

-"হযরত কাব বিন মালেক (ﷺ) বলেন : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন আনন্দিত হতেন। তখন **মুখমন্ডল এমন উজ্জল হয়ে যেত, যেন এক খন্ড চাঁদের** চেয়েও সুন্দর। তাঁর এ অভ্যাস সম্পর্কে আমাদের সবারই জানা ছিল।"[২]

দলিল নং- ১৬

সাহাবীদের মধ্যে বিশ্ব বিখ্যাত কবি হযরত হাস্‌সান বিন সাবিত (ﷺ) রাসুল (ﷺ) এর সামনে কাসীদার মাধ্যমে এভাবে তাঁর প্রশংসা করেন- متى يبد فى الليل البهيم جبينه* يلح مثل مصباح الدجى الموقد

-"যখন অন্ধকার রাত্রে তার কপাল প্রকাশিত হতো, তখন **অন্ধকার উজ্জল প্রদীপের মত আলোকিত** হয়ে উঠতো।"[৩]

রাসূল (ﷺ)'র সুচিতা দাঁত মোবারক থেকে জ্যোতি প্রকাশ হওয়ার হাদিস প্রসঙ্গ

'হাদীসের নামে জালিয়াতি' বইয়ের ২৮০ পৃষ্ঠায় আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর "রাসূল (ﷺ) এর দাঁত মোবারক থেকে নূর প্রকাশ পেতো" এই বিষয়টি অস্বীকার করে বলছেন, এগুলো নাকি মিথ্যা কাহিনী শুধুমাত্র "মা'আরিজুন নবুওয়াত" গ্রন্থ ছাড়া আর কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। তার উক্ত জঘন্য বক্তব্যের জবাবে নিম্নলিখিত দলীল উপস্থাপন করা হলো, যাতে এ সমস্ত গন্ড মূর্খ লেখক হতে সাধারণ মুসলমানের ঈমান রক্ষিত থাকে।

১ (ক) বায়হাকী, **দালায়েলুল নবুয়ত**,,১/২০৯পৃ.দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত,লেবানন (খ) মুকরিজী, **ইমতাউল আসমা**, ২/১৫৬পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ,বয়রুত, লেবানন (গ) জালালুদ্দীন সুয়ূতি, **খাসায়েসুল কোবরা**, ১/১২৩পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

২ ক. ইমাম বুখারী : **আস-সহীহ** : ৪/১৮৯পৃ.হাদিস নং-৩৫৫৬
খ. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি : **খাসায়েসুল কুবরা** : ১/১৩১ হাদিস : ৩৬৯

৩ (ক) ইমাম যুরকানী : **শরহুল মাওয়াহেবঃ** ৫/২৭৮পৃ.(খ) বায়হাকী, **দালায়েলুল নবুয়ত**,১/৩০২পৃ. (গ) মুকরিজী, **ইমতাউল আসমা**,২/১৪৯পৃ.দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ,বয়রুত,লেবানন (ঘ) ইবনে সালেহ শামী, **সবলুল হুদা ওয়ার রাশাদ**, ২/২১পৃ.ও ১২/২৮৮পৃ.

দলিল নং- ১-১৩

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَجَ الثَّنِيَّتَيْنِ، إِذَا تَكَلَّمَ رُئِيَ كَالنُّورِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ ثَنَايَاهُ» -

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (ﷺ) বলেন, রাসূল (ﷺ) এর সামনের দন্ত মোবারক প্রশস্ত ছিল। যখন তিনি কথা বলতেন **তখন তাঁর দন্ত সমূহ থেকে নূর** (আলো) বের হতো।"[১]

সনদ পর্যালোচনাঃ এ হাদিসটি এ সাহাবি থেকে দু'টি সূত্রে বর্ণিত আছে। তাবরানীর সংকলিত সনদের একজন রাবির ব্যাপারে হাইসামী তাঁর মাযমাউদ যাওয়াইদ গ্রন্থে বলেছেন। যেমন তিনি বলেন-

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

-"হাদিসটি তাবরানী বর্ণনা করেছেন,আর সনদে 'আবদুল আজিজ বিন আবি সাবিত' রাবি রয়েছেন আর তিনি দুর্বল।"[২] কিন্তু সুনানে দারেমীর,শামায়েলে তিরমিযি,উমর ইবনে শাবাহ (ওফাত.২৬২হি.) তাঁর তারিখে মাদিনায়,যিয়া মুকাদ্দাসীর গ্রন্থে এ রাবিটি নেই। তাই সনদটি প্রথম সূত্রে দ্বঈফ হলেও দ্বিতীয় অন্য সূত্রে সহিহ।

দলিল নং- ১৪-১৮

১ ক. ইমাম বায়হাকী : দালায়েলুল নবুওয়াত : ১/২১৫ পৃ.
খ. ইমাম তিরমিযী : শামায়েলে তিরমিযী : ১২ পৃ. : হাদিস নং-১৪
গ. ইমাম বগভী : **শরহে সুন্নাহ** : ১৩/২২৩ পৃ. হাদিস : ৩৬৪৪
ঘ. খতিব তিবরিযী : **মিশকাতুল মাসাবিহ** : ৪/৫১৮ পৃ. হাদিস : ৫৭৯৭
ঙ. ইমাম দারেমী : **আস্-সুনান** : ১/২০৩পৃ. হাদিস : ৫৯
চ. খতিবে পাকিস্তান শফী উকাড়ভী : **যিকরে জামীল** : ১০৬
ছ. ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়ূতি : **খাসায়েসুল কোবরা** : ১/১১১প, হাদিস নং - ২৮৪
জ. ইমাম আব্দুর রাজ্জাক : **আল-মুসান্নাফ** : ১১/২৬০পৃ.
ঝ. আল্লামা শায়খ ইউসুফ নাবহানী : **হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন** : ৬৬৩ পৃ.
ঞ. আল্লামা ইমাম ইবনে আসাকীর : **তারীখে দামেস্ক** : ২/৫৭ পৃ.
ট. আল্লামা ইবনে হাজার হায়সামী : **মাযমাউদ যাওয়াইদ** : ৮/২৭৯ পৃঃ
ঠ. ইমাম তাবরানী : **মু'জামুল আওসাত** : হাদিস নং-৩৫৬৩
ড. আল্লামা ইবনে কাসীর : **বেদায়া ওয়ান নেহায়া** : ৬/২৫ পৃ.
ঢ. ইমাম তাবরানী : **মু'জামুল কাবীর** : ১১/৪১৬ পৃ. হাদিস : ১২১৮১, উমর ইবনে শাবাহ (ওফাত.২৬২হি.),**তারিখে মাদিনা**, ২/৬১০পৃ. যিয়া মুকাদ্দাসী, **আহাদিসুল মুখতার**, ১৩/৪৮পৃ. হাদিস,৭০-৭১

২ ক.আল্লামা ইবনে হাজার হাইসামী : মাযমাউয যাওয়াইদ : ৮/২৭৯পৃ.হাদিস :১৪০৩১
খ. আল্লামা শফী উকাড়ভী : জিকরে জামীল : ১০৬ পৃ
গ. ইমাম বায়হাকী : দালায়েলুন নবুয়াত : ২/১৪৮ পৃ.
ঘ. আল্লামা ইমাম বায্যার : আল মুসনাদ
ঙ. আল্লামা ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউয যাওয়াইদ : ৮/২৭৯পৃঃ

وَعَنْ أَبِي قِرْصَافَةَ قَالَ: «لَمَّا بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَا وَأُمِّي وَخَالَتِي وَرَجَعْنَا مِنْ عِنْدِهِ مُنْصَرِفِينَ قَالَتْ لِي أُمِّي وَخَالَتِي: يَا بُنَيَّ مَا رَأَيْنَا مِثْلَ هَذَا الرَّجُلِ أَحْسَنَ مِنْهُ وَجْهًا، وَلَا أَنْقَى ثَوْبًا، وَلَا أَلْيَنَ كَلَامًا، وَرَأَيْنَا كَأَنَّ النُّورَ يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ»-

-"হযরত আবু কিরসাপা (রা.) বর্ণনা করেন, আমি ও আমার মা এবং আমার খালা রাসূল (ﷺ) এর নিকট বায়াত গ্রহণ করলাম। অতঃপর আমরা যখন ফিরে আসলাম তখন আমার মা ও খালা আমাকে বললেন হে প্রিয় ছেলে! আমরা রাসূল (ﷺ) এর মত সুশ্রী, সুভাষী ও নম্রভাষী কাউকে দেখিনি। যখন তিনি কথা বলতেন তখন **আমরা তাঁর পবিত্র মুখ মোবারক থেকে নূর বের হতে** দেখতাম।"[১]

দলিল নং- ১৯-২৩

এছাড়াও আরও হাদিস বর্ণিত হয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত-

كَانَ إِذَا ضَحِكَ يَتَلَأْلَأُ فِي الْجُدُرِ -

-"নবী করীম (ﷺ) যখন হাসতেন, তখন পবিত্র দাঁত সমূহ **থেকে নূর** বের হতো, **যা দ্বারা দেয়াল আলোকিত হয়ে যেত**।"[২]

দলিল নং- ২৪-২৫

রাসূল (ﷺ) এর দাঁত মুবারক অত্যন্ত নূরানী সুন্দর ছিল। প্রসঙ্গ আরও হাদিস বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَصِفُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ:: «كَانَ رَسُولُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَسْوَدَ اللِّحْيَةِ، حَسَنَ الثَّغْرِ» -

-"হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন-রাসূলে আকরাম (ﷺ) এর দাড়ি মোবারক কালো এবং **সামনের দাঁত মোবারক অত্যন্ত আলোকময়** ও সুন্দর ছিল।"[৩]

১ ক. ইমাম জালাল উদ্দিন সূয়তী : খাসায়েসুল কোবরা : ১/১১১ পৃ : হাদিস : ২৮৫
খ. আল্লামা ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউয-যাওয়াইদ : ৮/২৭৯ পৃ.হাদিস,১৪০৩২
গ. আল্লামা শায়খ ইউসূফ বিন নাবহানী : হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন-৬৬৩ পৃ
ঘ. ইমাম তাবরানী : মু'জামুল কাবীর :৩/১৮পৃ.হাদিস,২৫১৮

২ (ক)আল্লামা আব্দুর রহমান জালালুদ্দীন সূয়তী : **আল খাসায়েসুল কোবরা** : ১/১৩৬ হাদিস,৪০০ (খ) আল্লামা শফী উকাড়ভী : **জিকরে জামীল** : ১০৬ পৃ.(গ) ইমাম বায়হাকী : **দালায়েলুন নবুয়াত** : ২/১৪৮ পৃ.(ঘ) আল্লামা ইমাম বায্যার : **আল মুসনাদ** (ঙ) আল্লামা ইবনে হাজার হায়সামী : **মাযমাউয যাওয়াইদ** : ৮/২৭৯পৃ.(ঙ) হুমায়রী হাদ্বরামী, **হাদায়েকুল আনওয়ার**,১/৪২৭পৃ.(চ) ইবনে সালেহ শামী,**সবলুল হুদা ওয়ার রাশাদ**,২/৩০পৃ.ও ৭/১২১পৃ. (ছ) মোল্লা আলী ক্বারী, **জামিউল ওয়াসায়েল**,২/১৫পৃ.(জ) বুরহান উদ্দিন হালবী, **সিরাতে হালবিয়্যাহ**,৩/৪৬৮পৃ.

৩ (ক)ইমাম বায়হাকীঃ দালায়েলুন নবুয়াত : ১/২১৭পৃ.

দলিল নং- ২৬-৩৫

হযরত ইমাম হাসান (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

وَإِذَا غَضِبَ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ، وَإِذَا فَرِحَ غَضَّ طَرْفَهُ، جُلُّ ضَحِكِهِ التَّبَسُّمُ، يَفْتَرُّ عَنْ مِثْلِ حَبِّ الْغَمَامِ» -

-"রাসূল (ﷺ) যখন রাগান্বিত হতেন মুখ মোবারক ফিরিয়ে নিতেন এবং মন সংকুচিত হয়ে যেত বলে মনে হত। আনন্দিত হলে দৃষ্টি ঝুঁকিয়ে নিতেন, তাঁর বরকতময় হাসি ছিল মুচকি হাঁসি। **হাসির সময় দাঁত থেকে শিলার মত নূর বের হতো** বা ঝলমল করতো।"[১]

দলিল নং- ৩৬

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ الْبَرَاءَ: أَكَانَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ السَّيْفِ؟ قَالَ: لَا مِثْلَ الْقَمَرِ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

-"তাবেয়ী ইমাম আবু ইসহাক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি বারা ইবনে আযাব (রা.) কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, রাসূল (ﷺ) এর চেহারা মোবারক কি তরবারীর মত ছিল? তিনি (উক্ত সাহাবী) জবাবে বললেন, না (রাসূল (ﷺ) এর চেহারা ছিল) চাঁদের মত।"[২] ইমাম তিরমিযী বলেন, উক্ত হাদিসটি হাসান,সহিহ।

(খ) ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতিঃ খাসায়েসুল কোবরা : ১/১৩৪ পৃ : হাদিস ঃ ৩৮৭ (গ) ইবনে সালেহ শামী, সবলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ২/৩০পৃ. (ঘ) বুরহানুদ্দীন হালবী, সিরাতে হালবিয়্যাহ, ৩/৪৬৮পৃ.(ঙ) বুখারী, আদাবুল মুফরাদাত, ১/৩৯৫পৃ. হাদিস,১১৫, এ গ্রন্থের তাহকীকে আহলে হাদিস আলবানী বলেন,সনদটি 'হাসান লিগাইরিহী' পর্যায়ের; আমি বলবো তার এ তাহক্বীক ভূয়া। কেননা সনদটি সহিহ।

১ (ক) আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতি : **খাসায়েসুল কুবরা** : ১/১৩৯পৃ. হাদিস : ৪১৪ (খ) আল্লামা ইবনে হাজার হায়সামী : **মাযমাউয-যাওয়াইদ** : ৮/২৭৮ পৃ.(গ) ইমাম ইবনে সাদ : **আত-তবকাতুল কোবরাঃ** (ঘ) ইমাম তিরমিযী : **শামায়েলে তিরমিযী** :১/১৩৫পৃ. হাদিস,২১৬ (ঙ) ইমাম বায়হাকী : **দালায়েলুন নবুয়াত** : ১/২৮৮পৃ. (চ) ইমাম তাবরানী : **মুজামুল কবীরঃ** ২২/১৫৫পৃ. হাদিস,৪১৪, ও ২২/১৬২পৃ. (ছ) ইমাম আবু নঈম ইস্পাহানি : **দালায়েলুন নবুয়াত** :১/৬২৭পৃ. (জ) ইমাম ইবনে সাকীন : **আল মারিফাহঃ** (ঝ) ইমাম ইবনে আসাকির : **তারীখে দামেস্কঃ** (ঞ) শায়খ ইউসূফ নাবহানী, **যাওয়াহিরুল বিহার**, ১/২৭৪পৃ. (ট) দারেমী, **সিরাতে-নববিয়্যাহ**, ১/৪১২পৃ. (ঠ) আবূ-শায়খ ইস্পাহানী, **আখলাকুন্নাবী**, ১/৫১৫পৃ. হাদিস,১৯৭ (ঠ) বগভী, **আনওয়ার ফি শামায়েলুল নাবিয়্যেল মুখতার**, ১/৩৪৫পৃ, (ড) কাযী আয়ায, **শিফা শরীফ**, ১/১৫৮পৃ.ও ২/৩৯৩পৃ. (ঢ) মুকরিজী, **ইমতাউল আসমা**, ২/১৭৮পৃ.(ন) ইবনে সালেহ শামী, **সবলুল হুদা ওয়ার রাশাদ**,৭/১২৬পৃ.(ত) দিয়ার বকরী,**তারীখুল খামীস**, ১/২১০পৃ. (থ) মোবারকপুরী, **আর্-রাহিকুল মাখতুম**, ১/৪৪৬পৃ. (দ) বায়হাকী, **শুয়াবুল ঈমান**, ৩/২৪পৃ. হাদিস,১৩৬২, (ধ) বগভী,**শরহে সুন্নাহ**, ১৩/২৭২পৃ.ও ১৩/২৭৫পৃ. হাদিস,৩৭০৬,ও ১৩/২৮০পৃ.

২ তিরমিযি,**আস্-সুনান**, কিতাবুল মানাকিব, ৫/৪৬০পৃ. হাদিস,৩৫৮৫ (খ) সহিহ **বুখারী**, ৪/১৮৮পৃ. হাদিস,৩৫৫২ (গ) **সুনানে** দারেমী, ১/২০৬পৃ. হাদিস,৬৫ (ঘ) **সহিহ ইবনে হিব্বান**, ১৪/১৯৮পৃ. হাদিস,৬২৮৭ (ঙ) রুহাইনী, **আল-মুসনাদ**, ১/২২৪পৃ. হাদিস, ৩১০ (চ) বগভী, **শরহে সুন্নাহ**, ১৩/২২৫পৃ. হাদিস,৩৬৪৭ (ছ) তাবরানী, **মু'জামুল কাবীর**, ২/৩৩৪পৃ. হাদিস,১৯২৬ (জ) এমনকি আলবানীও সহিহুত তিরমিযির ৫/৫৯৮পৃ.হাদিস, ৩৬৩৬ এ বলেন হাদিসটি সহিহ।

মিলাদ মাহফিলে হুযুর (ﷺ) উপস্থিত হতে পারেন বলে ধারনা রাখা প্রসঙ্গেঃ

"হাদীসের নামে জালিয়াতি" বইয়ে আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর লিখেছেন, আল্লামা আব্দুল হাই লাক্ষনৌভীর 'আসারারুল মারফূআ' ৪৬ পৃষ্ঠায় একটি উদ্ধৃতি এভাবে দেয়া আছে যে "মাওলিদের ওয়াযের মাজলিসে তাঁর মাওলিদ বা জন্মের কথা উল্লেখের সময় তিনি নিজে সেখানে উপস্থিত হন। এ কথার উপরে তারা তাঁর মাওলিদের বা জন্মের কথার সময় সম্মান ও উক্তি প্রদর্শনের জন্য কিয়াম বা দাঁড়ানোর প্রচলন করেছে।" (উক্ত বই, পৃ-২৮৭)

"প্রচলিত জাল হাদিস (মাওলানা জুনাউদ বাবু নগরী বাবুনগরী লিখিত) বইয়ের ১৭২ পৃষ্ঠায়ও অনুরূপ বক্তব্য দেয়া হয়েছে।

উক্ত মিথ্যা বক্তব্যের জবাব ঃ

কেবল মাওলানা আব্দুল হাই লাক্ষনৌভীর মন্তব্যে প্রমাণ হয় না যে, মিলাদ মাহফিলে নবিজী উপস্থিত হতে পারেন না। এমনকি তিনি তা লিখেনও নি। শুধু এতটুকুই বলেছেন যে, অনেকেই ভক্তি প্রদর্শন করে থাকে, বিশ্বাস রাখে যে কিয়ামের সময় রাসূল (ﷺ) উপস্থিত হন। তিনি লিখেননি যে, উপস্থিত হয় না, এই বিশ্বাস পোষণ করা হারাম, নাজায়েয বা অন্য কিছু। আর তাছাড়া উক্ত দুই বইয়ের লেখক আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর ও জুনাইদ বাবু নগরী আর কোন দলীল প্রমাণ পেশ করতে পারেননি। **আমি এ বিষয়ে উভয়কে বলতে চাই যে আপনারা আল্লামা আবদুল হাই এর এ দলিলটি চোখে পড়েছে কিন্তু উক্ত পুস্তক 'আল-আসরারুল মারফূ'আ' এর ৪২ পৃষ্ঠায় হযরত যাবের (رضي الله عنه)এর নূরের হাদিস প্রসঙ্গে যে লিখেছেন-**

رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاق فِي مُصَنَّفَةِ عَنْ جَابِرِ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَخْبِرْنِي عَنْ أَوَّلِ شَيْءٍ خَلَقَهُ اللّٰهُ قَبْلَ الأَشْيَاء، فقالَ: يَا جَابِرُ! إِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ قَبْلَ الأَشْيَاءِ نُورُ نَبِيِّكَ مِنْ نُورِهِ،

-"এ হাদিসটি ইমাম আবদুর রাজ্জাক (رحمه الله) তাঁর মুসান্নাফ গ্রন্থে বর্ণনা করেছে। তাহলে এটি কী আপনাদের চোখে পড়েনি;না চোখে কালো চশমা লাগানো ছিল ? তাই আমরা এ বিষয়ে তাদের জবাবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল উল্লেখ করছি।

এ বিষয়ে সাধারন পাঠকদের উদ্দেশ্যে আমার বক্তব্যঃ

আপনাদেরকে যদি প্রশ্ন করা হয় রাসূল(ﷺ)এর ক্ষমতা বেশী না অন্যান্য নবীদের;আপনারা এক বাক্যে উত্তর দিবেন যে রাসূল(ﷺ)এর। এখন আমি বলবো অন্যান্য নবিরা যদি ওফাতের পরেও এক সময় একাধিক স্থানে উপস্থিত হতে পারেন তাহলে আমাদের নবি ওফাতের পরে একাধিক স্থানে উপস্থিত পারবেন না কেন ? এখন আপনারা আমাকে আবার প্রশ্ন করতে পারেন যে অন্যান্য নবিরা যে একাধিক স্থানে উপস্থিত হয়েছেন তার কোন গ্রহনযোগ্য প্রমান আপনার কাছে আছে ? আমি

বলবো অবশ্যই রয়েছে;বরং বুখারি ও মুসলিমেই রয়েছে। রাসুল(ﷺ)এর **মি'রাজ জাগ্রত অবস্থায়ই হয়েছে তার ব্যাপারে সকল ওলামাগনই একমত পোষন করেছেন। সমস্ত নবিরা তাদের কবরে জিবিত। এ প্রসঙ্গে বেশী হাদিস উল্লেখ না করে একটি** মাত্র হাদিসই উল্লেখ করবো-

عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ - صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ-

-"হযরত আনাস বিন মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন : নিশ্চয় আম্বিয়ায়ে কিরাম (عليهم السلام) তাদের **নিজ নিজ কবরে জীবিত** এবং তারা সেখানে নামায আদায় করেন।"[১]

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (رحمه الله) বলেন, হাদিসটি 'হাসান'। আর আহলে হাদীসের অন্যতম আলেম নাসিরুদ্দীন আলবানী তার দুটি গ্রন্থে হাদিসটি সহিহ বলে মত প্রকাশ করেছেন। আল্লামা ইবনে হাযার হাইসামী (رحمه الله) বলেন সনদের সকল বর্ণনাকারী রাবি বিশ্বস্ত।"

উপরের আলোচনা থেকে প্রমানিত হলো যে সমস্ত নবিরা তাদের নিজ নিজ রওযা শরীফে জিবিত রয়েছেন। এ প্রসঙ্গে সহিহ মুসলিম শরীফে হাদিস রয়েছে আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত মি'রাজে হযরত মুসা (عليه السلام)এর কবরের পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে রাসূল (ﷺ) দেখেন -مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى وَهُوَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ» -"তিনি মুসা (عليه السلام) তাঁর মাযারের মাঝে দাড়িয়ে কবরে নামায পড়ছেন।"[২]

এ বিষয়ে আরও হাদিস পাওয়া যায় যে হযরত আনাস বিন মালিক (رضي الله عنه) এর সূত্রে কিছুটা শব্দ বৃদ্ধি করে আরো হাদিস আছে এভাবে - مَرَرْتُ - عَلَى مُوسَى لَيْلَةَ - أُسْرِيَ بِي عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ-"রাসূল (ﷺ) বলেন,

১ ক. ইমাম আবু ইয়ালা : আল মুসনাদ : ৬/১৪৭ পৃ: হাদিসঃ ৩৪২৫,ইমাম বায়হাকী : হায়াতুল আম্বিয়া : ৬৯-৭০পৃ. ইমাম হায়সামী : মাযমাউদ যাওয়াইদ : ৮/২১১পৃ. হাদিস,১৩৮১২, ইমাম আবু নঈম ইস্পাহানী : তবকাতে ইস্পাহানী : ২/৪৪ পৃ:, ইমাম আদী : আল কামিল : ২/৭৩৯ পৃ:, ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী: আল জামেউস সগীর: ১/২৩০ পৃ: হাদিস- ৩০৮৯, ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী: শরহুস সুদূর: পৃ. ২৩৭,আহলে হাদিস নাসিরুদ্দীন আলবানী: সিলসিলাতুল সহীহা: হাদিস নং- ৬২২,আহলে হাদিস নাসিরুদ্দীন আলবানী: সহীহুল জামেঃ হাদিস নং- ২৭৯০,দায়লামী, আল-ফিরদাউস, ১/১১৯পৃ. হাদিস,৪০৩

২ ক. ইমাম মুসলিম : আস সহীহ : ৪/১৮৪৫ : হাদিস : ২৩৭৫, ইমাম নাসায়ী : সুনান : ৩/১৫১ : হাদিস : ১৬৩৭,ইমাম আহমদ : মুসনাদ : ৩/১২০ পৃ:,ইমাম বগভী : শরহে সুন্নাহ : ১৩/৩৫১ : হাদিস : ৩৭৬০,ইমাম ইবনে হিব্বান : আস সহীহ : ১/২৪১ : হাদিস : ৪৯,ইমাম আবি শায়বাহ : আল মুসান্নাফ : ১৪/৩০৮ : হাদিস : ১৮৩২৪, ইমাম নাসায়ী : সুনানে কোবরা : ১/৪১৯ : হাদিস : ১৩২৯, ইমাম আবু ই'য়ালা : আল মুসনাদ : ৭/১২৭ : হাদিস : ৪০৮৫,ইমাম মানাবী : ফয়জুল কাদীর : ৫/৫১৯ পৃ: হাদিস : ৩০৮৯,আল্লামা মুকরিজী : ইমতাঈল আসমা'আ : ১০/৩০৪ পৃ:

আমি মি'রাজের রাতে হযরত মুসা (ﷺ)এর কবরের পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে দেখি রক্তিম লাল বালুর স্তুপের **নিকট কবরে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে।**" [১]

অনুরূপ হযরত আবু হুরায়রা (ﷺ) হতে বর্ণিত, আরও সহিহ হাদিস রয়েছে, তাতে পরিস্কার হয়ে যাবে বিষয়টি-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:وَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَإِذَا مُوسَى قَائِمٌ يُصَلِّي، فَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ، جَعْدٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ، وَإِذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَائِمٌ يُصَلِّي، أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ، وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَائِمٌ يُصَلِّي، أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ - يَعْنِي نَفْسَهُ - فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَأَمَمْتُهُمْ-

-"রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, মি'রাজের রাত্রে আম্বিয়া (ﷺ) এর এক বিরাট জামাতকে দেখেছি, মুসা (ﷺ)-কে তাঁর কবরে নামায পড়তে দেখেছি। তাকে দেখতে মধ্য আকৃতির চুল কোকরানো সানওয়া দেশের লোকের মত। আমি ঈসা (ﷺ) কে দন্ডায়মান অবস্থায় নামায পড়তে দেখেছি, তিনি দেখতে ওরওয়া ইবনে মাসউদ সাকাফী (ﷺ)'র মত। **তার পরে নামাযের সময় আসলো আমি সকল নবী (ﷺ) এর ইমামতি করলাম।**"[২]

এ আলোচনা থেকে প্রমানিত হলো হযরত মূসা (ﷺ) সহ সকল নবি তাঁদের নিজ নিজ রওযা শরীফে জিবিত অবস্থানরত থাকার পরও আবার বায়তুল মুকাদ্দাসে উপস্থিত হয়েছেন। তাহলে বুঝা গেল তাঁদের জীবন শুধু কবরের মধ্যেই সিমাবদ্ধ নয়;তা না **হলে তারা বায়তুল মুকাদ্দাসে রাসূল(ﷺ)এর পিছনে নামায** পড়তে গেলেন কিভাবে ? আর শরীয়ত মতে শর্ত হলো নামাযের জন্য যাহেরী জিসিম বা দেহ থাকার একান্ত প্রয়োজন। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! গভীরভাবে লক্ষ্য করুন যে বোরাকে আবার যখন রাসূল ৬ষ্ঠ আকাশে গেলেন তখন দেখেন হযরত মূসা (ﷺ) সেখানে উপস্থিত হয়ে রয়েছেন এবং এমনকি আমাদের আখিরী যামানার উম্মতের উপর ৫০ ওয়াক্ত

১ ক. ইমাম মুসলিম : কিতাবুল ফাযায়েল : ৪/১৮৪৫ : হাদিস : ২৩৭৫, ইমাম আহমদ : আল মুসনাদ : ৩/১৪৮ পৃ:, ইমাম বায়হাকী : দালায়েলুল নবুয়ত : ২/৩৮৭ পৃ: ইমাম মানাবী : ফয়জুল কাদীর : ৫/৫১৯ পৃ:,ইমাম সুবকী : সিফাস সিকাম: ১৩৭ পৃ,ইমাম মুকরিজী : ইমতাঈ আসমা : ৮/২৫০পৃ:,ইমাম মুকরিজী : ইমতাঈল আসমা : ১০/৩০৪পৃ:,ইমাম সুয়ূতি : হাবীলিল ফাতওয়া : ২/২৬৪ পৃ:,ইমাম সাখাভী : কৃওলুল বদী : ১৬৮ পৃ.ইমাম আব্দুর রায্যাক : আল-মুসান্নাফ : ৩/৫৭৭ পৃ. হাদিস : ৬৭২৭

২ ক. ইমাম মুসলিম : সহীহ : ফাযায়েলে মূসা (আঃ) : ১/১৫৭ : হাদিস : ১৭৩,খতিব তিবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ : ৩/২৮৭ : হাদিস : ৫৮৬৬, ইমাম বায়হাকী : দালায়েলুল নবুয়ত : ২/৩৮৭ পৃ:,ইমাম তকি উদ্দিন সুবকী :শিফাউস-সিকাম:১৩৫-১৩৮পৃ. ইমাম সূয়ূতী :আল-হাভীলিল ফাতওয়া :২/২৬৫পৃ:,ইমাম সাখাভী : কওলুল বদী : ১৬৮পৃ.,ইমাম মুকরিজী : ইমতাঈল - আসমা: ৮/২৪৯ পৃ:

নামায তারই ওসিলাতে কমে ৫ ওয়াক্তে রুপান্তরিত হলো। (মিশকাতুল মাসাবীহ,মি'রাজ অধ্যায়, বুখারী, মুসলিমের সূত্রে)

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! তাহলে আপনারা গভীরভাবে লক্ষ্য করুন নবিজী মূসা (ﷺ) কে তাঁর কবরে দেখলেন,আবার তাঁর পিছনে নামায পড়তে বায়তুল মুকাদ্দাসে দেখলেন,আবার ৬ষ্ঠ আকাশে দেখলেন; তাহলে এক সময়ে মোট তিনেরও অধিক স্থানে দেখলেন। তাহলে আমি **এই ভন্ড আলেম নামে কলঙ্কদের বলবো যে আমাদের নবিজীর পরের পর্যায়ের নবি মূসা (আ.) যদি ওফাতের পরেও বহু স্থানে উপস্থিত হয়ে আমাদের উম্মতে মুহাম্মাদিকে সাহায্য করতে পারেন তাহলে আমাদের নবিজী ওফাতের পরে শুধু মাত্র দুনিয়াতেই একাধিক স্থানে উপস্থিত হতে পারবেন না কেন ?**

সাধারন পাঠকগণের উদ্দেশ্যে আমি বলবো নবিজী অন্যান্য নবিদের তাদের কবরে দেখেছেন,আবার বায়তুল মুকাদ্দাসেও দেখেছেন,আবার তাদেরকেই অনেককে আসমানে দেখেছেন; তাহলে তাঁরা ওফাতের পরেও বহু স্থানে পরিভ্রমন করতে পারেন তাহলে আমাদের নবি ওফাতের পরে একাধিক স্থানে উপস্থিত হতে পারবে না কেন ? পাঠকবৃন্দ তাদের বক্তব্য থেকেই ইহুদীদের দালালির টাকার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে বলে মনে হয়। কেননা ইহুদী ধর্মের নবিও যদি যেতে পারেন তাহলে আমাদের নবী সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হওয়ার পরেও কেন যেতে পারবেন না? আমাদের ধর্মের একটি বিষয় আপনারা সকলেই অবগত আছেন এক মুহূর্তে হাজার হাজার মানুষ মৃত্যু বরন করার পরেও সকল মানুষের কবরে রাসূল উপস্থিত থাকবেন। (এ ব্যাপারে মিশকাতুল মাসাবীতে কবরের আযাব অধ্যায়ে অনেক হাদিস রয়েছে) তাহলে আমরা বলবো তিনি যদি কোথাও হাযির নাযির না হতে পারেন তাহলে তিনি এতো কবরে তিনি কিভাবে উপস্থিত হন ? **এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী (রহ.) এর জ্বাল হক প্রথম খন্ড পড়ুন যার তথ্য ও টিকা আমি নিজে অধম করেছি।** এ পর্যায়ে আমি কিছু গ্রহনযোগ্য দলিল উপস্থাপন করবো। ইনশাআল্লাহ!

দলিল নং- ১

আমি প্রথমে আব্দুল হাই লাক্ষনৌভীর কিতাব থেকেই দলীল পেশ করব যা ধুমপানের উপরে লিখিত ছোট রিসালা, যার নাম হচ্ছে تراويح الجنان بتشريح حكم شرب الدخان, তিনি উক্ত পুস্তকে একটি ঘটনা লিখেন-

ایک شخص نعت خواں تھا اور حقہ بھی پیتا تھا اس نے خواب میں دکھا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم مولود شریف پڑھتے ہو تو ہم رونق افروز مجلس ہو تے ہیں مگر جب حقہ اجاتا ہے فورا مجلس سے واپس ہو جا تے ہیں –

-"জনৈক ব্যক্তি নাত পাঠ করতো এবং হুক্কাও পান করতো। সে একদিন স্বপ্নে দেখল যে, নবী করীম (ﷺ) তাকে বলছেন- যখন তুমি মীলাদ শরীফ পাঠ কর, তখন **আমি মাহফিলে উপস্থিত হই**। কিন্তু যখনই হুক্কা আনা হয়, তখন আমি কালবিলম্ব না করে মাহফিল থেকে ফিরে যাই।"[১] তাই আল্লামা আব্দুল হাই সাহেবের দলীল যেহেতু তারা শুধু এককভাবে দিয়েছেন তাই আমিও আল্লামা আব্দুল হাই সাহেবের দলীল প্রথমে পেশ করলাম।

দলিল নং- ২-৩

বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতি(رحمة الله عليه)ওফাত.৯১১হি.এর বিখ্যাত গ্রন্থ "শরহুস সুদুরে" লিখেন-

ان اعتقد الناس ان روحه ومثاله فى وقت قراءة المولد وختم رمضان و قراءة القصائد يحضر جاز -

-"যদি কেউ বিশ্বাস পোষণ করে যে, হুযুর (ﷺ) এর পবিত্র রুহ মোবারক ও তাঁর জিসমে মিছালী মীলাদ পাঠের সময়, রমযানে খতমে কুরআনের সময় এবং নাত **পাঠ করার সময় উপস্থিত হয়,** তবে এ বিশ্বাস পোষণ করা জায়েয।"

দলিল নং- ৪-৫

শুধু তাই নয় আল্লামা ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়ূতি (رحمة الله عليه)ওফাত.৯১১হি.এর প্রসিদ্ধ কিতাব [أَنْبَاءُ الْأَذْكِيَاءِ بِحَيَاةِ الْأَنْبِيَاءِ]এর ৭ পৃষ্ঠায় একটি হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন,

النَّظَر فِي أَعْمَالِ أُمَّتِهِ وَالِاسْتِغْفَار لَهُمْ مِنَ السَّيِّئَاتِ، وَالدُّعَاءِ بِكَشْفِ الْبَلَاءِ عَنْهُمْ، وَالتَّرَدُّدِ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ لِحُلُولِ الْبَرَكَةِ فِيهَا، وَحُضُورِ جِنَازَةِ مَنْ مَاتَ مِنْ صَالِحِ أُمَّتِهِ، فَإِنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ مِنْ جُمْلَةِ أَشْغَالِهِ فِي الْبَرْزَخِ كَمَا وَرَدَتْ بِذَلِكَ الْأَحَادِيثُ وَالْآثَارُ، -

-""উম্মতের বিবিধ কর্ম কান্ডের প্রতিদৃষ্টি রাখা, তাদের পাপরাশির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাদের বালা মসিবত থেকে রক্ষা করার জন্য দুআ করা, **পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে** আনাগোনা করা ও বরকত দান করা এবং নিজ উম্মতের **কোন নেক বান্দার ওফাত হলে তার জানাযাতে অংশগ্রহণ** করা, এগুলোই হচ্ছে হুযুর (ﷺ) এর সখের কাজ। অন্যান্য হাদিস থেকেও এসব কথার সমর্থন পাওয়া যায়।"[২]

দলিল নং- ৬

১ তথ্য সূত্র : আল্লামা মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী : জাআল হক, ১/১৪৭ পৃ. (উর্দু)
২ সুয়ূতি,আল-হাভী লিল ফাতওয়া,২/১৮৪-১৮৫পৃ.দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ,বয়রুত,লেবানন।

বিশ্ববিখ্যাত মুফাস্সির আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী (رحمة الله عليه) তাফসীরে **রুহুল বায়ানে** সূরা মূলকের ২৯নং আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন-

قال الامام الغزالي رحمه الله تعالى والرسول عليه السلام له الخيار فى طواف العوالم مع أرواح الصحابة رضى الله عنهم لقد رآه كثير من الأولياء -

-"সূফী কূল সম্রাট হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গায্যালী (رحمة الله عليه) **বলেছেন, হুযুর** (ﷺ) এর সাহাবায়ে কিরামের রুহ মোবারক সাথে নিয়ে জগতের **বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণের ইখতিয়ার** আছে। তাই অনেক আওলিয়া কিরাম তাঁদেরকে দেখেছেন।"[১]

নবীগণ ও আল্লাহর ওলীগণ এক সময়ে বহু জায়গায় উপস্থিত হয়ে থাকেন। আর রাসূল (ﷺ) এর তো কোন তুলনাই চলে না।

দলিল নং- ৭

মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ মিরকাতুল মাফাতীহ এর **باب ما يقال** عند من حضرت الموت শীর্ষক অধ্যায়ের মোল্লা আলী ক্বারী(رحمة الله عليه) বলেন-

وَلَا تَبَاعُدَ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ حَيْثُ طُوِيَتْ لَهُمُ الْأَرْضُ، وَحَصَلَ لَهُمْ أَبْدَانٌ مُكْتَسَبَةٌ مُتَعَدِّدَةٌ، وَجَدُوهَا فِي أَمَاكِنَ مُخْتَلِفَةٍ فِي آنٍ وَاحِدٍ، -

-"ওলীগণ **একই মুহূর্তে কয়েক জায়গায়** বিচরণ করতে পারেন। **একই সময়ে** তারা একাধিক শরীরের অধিকারীও হতে পারেন।"[২]

তাই এক সময়েই বহু জায়গায় মিলাদ মাহফিল হয় ওলীগণ যদি একাধিক শরীরে বহু জায়গায় যেতে পারেন তাহলে রাসূল (ﷺ) কি যেতে পারেন না? বরং তার সাথে কোন তুলনাই হতে পারে না ?

দলিল নং- ৮-৯

শিফা শরীফে ইমাম কাযী আয়ায আল-মালেকী (رحمة الله عليه) লিখেন,

قَالَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ فَقُلْ السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ -

-"যে ঘরে কেউ না থাকে, সে ঘরে (প্রবেশের সময়) বলবেন, **হে নবী আপনার প্রতি সালাম,** আপনার উপর আল্লাহর অশেষ রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।"[৩]

এর ব্যাখ্যায় আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (رحمة الله عليه) শরহে শিফা গ্রন্থে লিখেন-

১ আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী : তাফসীরে রুহুল বয়ান : ১০/৯৯পৃ. সূরা মুলক,আয়াত.নং.২৯।
২ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : মেরকাত চতুর্থ খন্ড, পৃ- ১০১ হাদিস নং-১৬৩২
৩ ইমাম কাজী আয়াজ : শিফা তাহরিকে হুকুকে মোস্তফা : ২/৪৩ পৃ.

أي لأن روحه عليه السلام حاضر في بيوت أهل الإسلام

-"কেননা, নবী (ﷺ) এর পবিত্র রুহ মুসলমানদের ঘরে ঘরে বিদ্যমান আছেন।"[1]

দলীল নং- ১০

এ ব্যাপারে উপরের হাদিসের ন্যায় আরও একটি হাদিসে পাক রয়েছে যে

وَقَال النَّخَعِيّ إذَا لم يَكُن فِي المَسْجِد أحَد فقُل: السَّلام على رسول الله صلى الله عليه وَسلّم وَإذَا لم يَكُن فِي البَيْت أحَد فقُل: السَّلام عَلَيْنَا وَعَلى عِبَاد الله الصَّالِحِين

-"বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত ইবরাহিম নাখঈ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন যখন মসজিদের মধ্যে কোন লোক থাকবে না **তখন রাসূল (দ.) কে সালাম** দিবে এবং । যে ঘরে কেউ না থাকে, সে ঘরে (প্রবেশের সময়) বলবেন, হে আল্লাহর মাহবুব বান্দাগন আপনাদের প্রতি সালাম।"[2]

দলিল নং- ১১

এ বিষয়ে আরেকটি হাদিস রয়েছে যে-

وَعَن علقمة إذَا دَخَلت المَسْجِد أقُول السَّلام عَلَيْك أيُّهَا النَّبِيّ وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته صلى الله

-"হযরত আলকামা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত তিনি বলেন যখন তোমরা মসজিদে প্রবেশ করবে যে ঘরে কেউ না থাকে, সে ঘরে (প্রবেশের সময়) বলবেন, **হে নবী আপনার প্রতি সালাম,** আপনার উপর আল্লাহর অশেষ রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।"[3] তাই বুঝা গেল রাসূল উপস্থিত আছেন বলেই আমরা কেউ মসজিদে না থাকলেও তাকে সালাম দিতে হবে।

দলিল নং- ১২

عَمْرِو بْن حَزْمٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا دَخَلَ المَسْجِدَ قَالَ: «السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَالْجَنَّةِ»

-" হযরত আমর ইবনে হাযম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন রাসূল **যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন তিনি** বলতেন আল্লাহর হাবিবের উপর সালাম ও সালাম বর্ষিত হউক। তারপর প্রবেশের দোয়া বলতেন......।"[4] এটি তিনি আমাদের শিখানোর জন্যই বলতেন।

১ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী শরহে শিফা : ২/১১৮ পৃ. দারুল কুতুব ইসলামিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।
২ ইমাম কাযী আয়ায : শিফা তাহরিফে হুকুকে মোস্তফা : ২/৬৭পৃ.দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ,বয়রুত।
৩ ইমাম কাজী আয়াজ : শিফা তাহরিফে হুকুকে মোস্তফা : ২/৬৭ পৃ.
৪ ইমাম আবদুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ,: ১/৪২৫পৃ.হাদিস:১৬৬৩

দলিল নং- ১৩-১৫

أنَّ كَعْبًا قَالَ: لِأَبِي هُرَيْرَةَ: " احْفَظْ عَلَيَّ اثْنَتَيْنِ، إذَا دَخَلْتَ المَسْجِدَ سَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقُلِ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ،

-"হযরত কা'বুল আহবার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছিলেন, তুমি দু'টি জিনিসকে হিফাযত কর। যখন মসজিদে প্রবেশ করবে **রাসূল (ﷺ)কে সালাম** দিবে তখন ও বলবে যে......।"[1]

দলিল নং- ১৬

ইমাম আবদুর রাজ্জাক(রহমাতুল্লাহি আলাইহি)ওফাত.২১১হি. বলেন

1671 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ مِثْلَهُ

-"এ বিষয়ে হযরত সাঈদ বিন আবি সাঈদ মাকবুরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর ধারাবাহিকতায় আরেকটি সূত্রে বর্ণিত আছে।"[2]

দলিল নং- ১৭-১৮

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ لِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ: " إذَا دَخَلْتَ المَسْجِدَ فَسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقُلِ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإذَا خَرَجْتَ فَسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقُلِ: اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ "

-'হযরত আবু হুরায়রা(রাদিয়াল্লাহু আনহু)কা'ব বিন উযরাহ কে বলেন তুমি যখন মসজিদে প্রবেশ করবে **তখন রাসূল (ﷺ) কে সালাম দিবে ও বলবে যে.......।** আর যখন মসজিদ হতে বের হবে তখনও নবি দোজাহানকে সালাম দিবে তারপর বলবে.....।[3]

দলিল নং- ১৯-২১

এ ব্যাপারে আরেকটি হাদিস পাওয়া যায়

أنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ كَانَ إذَا دَخَلَ المَسْجِدَ سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ»، وَإذَا خَرَجَ سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعَوَّذَ مِنَ الشَّيْطَانِ

-"হযরত আবদুল্লাহ বিন সালাম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তিনি যখন কোন মসজিদে প্রবেশ করতেন তিনি প্রথমে নবিয়ে দুজাহানকে সালাম দিতেন তাপর প্রবেশের দোয়া বলতেন।"[1]

১ ইমাম আবদুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ,: ১/৪২৭পৃ. হাদিস:১৬৭০ (খ) নাসাঈ, আস্-সুনানিল কোবরা, ৯/৪০পৃ. হাদিস,৯৮৩৯ (গ) নাসাঈ, আমালুল ইউয়াম ওয়াল লাইলা,১/১৭৮পৃ.হাদিস, ৯১
২ ইমাম আবদুর রাজ্জাক, আল-মুসান্নাফ,: ১/৪২৭পৃ.হাদিস:১৬৭১
৩ ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ,: ১/২৯৮পৃ. হাদিস: ৩৪১৫ও ৬/৯২পৃ. হাদিস, ২৯৭৬৭

দলিল নং- ২২-৩৫

এ বিষয়ে আরও হাদিসে পাক রয়েছে

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ،

-"হযরত আবু হুমাইদ সায়েদী (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল (দ.) বলেছেন যখন কোন ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করবে অতঃপর সে যেন তাঁর রাসূলের প্রতি সালাম দেয়। তাপর বলবে এই দোয়া।"[২]

এ বিষয়ে আরও হাদিসে পাক রয়েছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

-"হযরত আবু হুরায়রা (ﷺ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল(ﷺ) নিশ্চয় বলেছেন যখন কোন ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করবে অতঃপর সে যেন তাঁর রাসূলের প্রতি সালাম দেয়। তাপর বলবে এই দোয়া পড়বে.....এবং আবার যখন মসজিদ থেকে বের হবে তখনও রাসুল(ﷺ)কে সালাম দিয়ে বের হবে।"[৩]

১ ইমাম আবি শায়বাহ, অ,ল-মুসান্নাফ,: ৬/৯৭পৃ.হাদিস: ২৯৭৬৮ (খ) ইবনে আবি উসামা ইবনে হারেস (ওফাত.২৮২হি.),মুসনাদে হারিস, ১/২৫৪পৃ.হাদিস,১/২৫৪পৃ.হাদিস,১৩০

২ (১)সুনানে দারেমী, ২/৮৭৬পৃ. হাদিস, ১৪৩৪, (২) সুনানে ইবনে মাযাহ,১/২৫৪পৃ. হাদিস, ৭৭২, আলবানী এ হাদিসের তাহক্বীকে সনদটিকে সহিহ বলেছেন, (৩) বায়হাকী, আস্-সুনানিল কোবরা, ২/৬১৯পৃ. হাদিস,৪৩১৭ও ২/৬১৯পৃ. হাদিস,৪৩১৯, (৫) আবু দাউদ, আস্-সুনান,১/১২৬পৃ. হাদিস,৪৬৫ (৬) বায্যার,আল-মুসনাদ, ৯/১৬৯পৃ. হাদিস,৩৭২০ (৭) নাসাঈ, আস্-সুনানিল কোবরা, ১/৪০৪পৃ. হাদিস,৮১০ (৮) নাসাঈ, আমালুল ইউয়াম ওয়াল লাইলা, ১/২২০পৃ. হাদিস,১৭৭ (৯) আবু আওয়ানাহ,আল-মুসনাদ, ১/৩৫৪পৃ. হাদিস,১২৩৪ (১০) ইবনে হিব্বান,আস্-সহিহ, ৫/৩৯৭পৃ. হাদিস,২০৪৮ (১১) তাবরানী, কিতাবুদ্-দোয়া, ১/১৫০পৃ. হাদিস,৪২৬ (১২) ইবনে সুন্নী, আমালুল ইউয়াম ওয়াল লাইলা, ১/১৩৪পৃ. হাদিস,১৫৬ (১৩) নাওয়াবী,আল-মুখাল্লিসিয়্যাত, ২/৩৯১পৃ. হাদিস,১৮২৪ (১৪) বায়হাকী, দাওয়াতুল কাবীর, ১/১২৬পৃ. হাদিস,৬৬

৩ (১) সুনানে ইবনে মাযাহ, ১/২৫৪পৃ. হাদিস,৭৭৩, আলবানী এ হাদিসের তাহক্বীকে সনদটিকে সহিহ বলেছেন, (২) বায্যার, আল-মুসনাদ,১৫/১৬৮পৃ. হাদিস,৮৫২৩ (৩) ও ১৫/১৭৬পৃ. হাদিস,৮৫৪৩ (৪) নাসাঈ,আস্-সুনানিল কোবরা, ৯/৪০পৃ. হাদিস,৯৮৩৮ (৫) ও ৯/৪০পৃ. হাদিস,৯৮৪০ (৬) নাসাঈ,আমালুল ইউয়াম ওয়াল লাইলা,১/১৭৮পৃ. হাদিস,৯০ (৭) ইবনে খুযায়মা, আস্-সহিহ, ১/২৩১পৃ. হাদিস,৪৫২,আলবানী বলেন এটি মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহিহ (৮) ও ৪/২১০পৃ. হাদিস,২৭০৬ (৯-১০) ইবনে হিব্বান,আস্-সহিহ, ৫/৩৯৫পৃ. হাদিস,২০৪৭,ও ৫/৩৯৯পৃ. হাদিস,২০৫০ (১১) ইবনে সুন্নী,আমালুল ইয়াউম ওয়াল লাইলা,১/৭৭পৃ.হাদিস,৮৬(১২) বায়হাকী, আস্-সুনানিল কোবরা, ২/৬২০পৃ.হাদিস, ৪৩২১(১৩) হাইসামী, মাওয়ারিদুয্-যামান, ১/১০১পৃ. হাদিস,৩২১

দলিল নং- ৫০

বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রহ.) মিরকাতের ২য় খন্ডে মাসাজিদ অধ্যায়ে লিখেন-

وقال الغزالى سلم عليه اذا دخلت فى المسجد فانه عليه السلام يحضر فى المسجد -

-"হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গায্যালী (রহ.) বলেছেন, আপনি যখন মসজিদে প্রবেশ করবেন, **তখন হুযুর (ﷺ) কে সশ্রদ্ধ সালাম দিবেন।** কারণ তিনি মসজিদ সমূহে বিদ্যমান আছেন।"[১]

দলিল নং- ৫১

উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠতম মুহাদ্দিস শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) 'ফয়যুল হারামাঈন' কিতাবে নিজের মতামত প্রকাশ করে বলেন-

ورأيته صلى الله عليه وسلم فى اكثر الامور بيدى اى صورته الكريمة التى كان عليها مرة بعد مرة فتفطنت ان له خاصة من تقويم روحه بصورة جسده عليه السلام وانه الذى اشار اليه بقوله ان الانبياء لا يموتون وانهم يصلون فى قبورهم وهم يحجون وانهم احياء -

-"আমি রাসূল (ﷺ) কে অধিকাংশ দ্বীনি ব্যাপারে তার **নিজ আকৃতিতে আমার সম্মুখে বার বার দেখেছি।** এতে আমি উপলব্ধি করলাম যে, তার রুহ মোবারকের এমন বিশেষ শক্তি রয়েছে যে, তা তার আকৃতি ধারণ করতে পারে। এটা রাসূল (ﷺ) এর ঐ উক্তির ইঙ্গিত যে, নবীগণ মরে না, তারা নিজ নিজ কবরে নামায পড়ে থাকেন, তারা হজ্জ করে থাকেন এবং তাঁরা জীবিত আছেন।"[২]

দলীল নং- ৫২

সূফীকুল সম্রাট ইমাম শা'রানী (রহ.) এর অন্যতম গ্রন্থ لواقح الانوار القدسية এর ১২১ পৃষ্ঠায় লিখেন, আমার পীর শেখ নূরুদ্দীন শাওনী (রহ.) প্রতিদিন দশ হাজার বার দুরূদ পড়তেন আর (তার শায়খ) শেখ আহমদ যাওয়াভী (রহ.) চল্লিশ বার তার অযিফা পড়তেন। তিনি একবার আমাকে (শা'রানী) বললেন-

طريقتنا ان نكثر من الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم حتى يصير يجالسنا يقظه ونصحبه مثل الصحابة ونسأله عن امور ديننا وعن

১ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : মেরকাত : ২য় খণ্ড, মসজিদ অধ্যায়

২ আল্লামা শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী : ফয়যুল হারামাঈন : ২৪৫ পৃ

الاحاديث التى ضعفها الحفاظ عندنا ونعمل بقوله صلى الله عليه وسلم فيها وما لم يقع لنا ذلك فلسنا من لم اكثرين للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم -

-"আমাদের বাধা নিয়ম এই যে, আমরা নবী করীম (ﷺ) এর উপরে এত অধিক সালাত (দরূদ) পড়তাম যাতে তিনি **জাগ্রত অবস্থায় আমাদের নিকট বসতেন,** সাহাবাগণ যেমনিভাবে তার সাহচর্য যে রূপ লাভ করেছেন, আমরাও সেরূপ সাহচর্য লাভ করতাম, আমাদের দ্বীনি বিষয়গুলো তার নিকট ফয়সালা করে নিতাম, যে সমস্ত হাদিস মুহাদ্দিসগণ, হাফেযগণ দ্বঈফ বলেছেন, ঐ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে সঠিক উত্তর জেনে নিতাম এবং তাঁর নাম অনুসারে ঐ সমস্ত হাদীসের উপরে আমল করতাম। যে পর্যন্ত আমরা ঐ পর্যায়ে না পৌঁছতাম, সে পর্যন্ত আমরা নিজেদেরকে সালাত (দরূদ) স্পষ্টপাঠকারী বলে গণ্য করতাম না।"

দলীল নং- ৫৩

এখন দেওবন্দীদের পীর ও গুরু এবং পীরানে পীর হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.) থেকে মীলাদে নবীজী হাজির-নাজির হওয়া প্রসঙ্গে দলিল পেশ করছি। তিনি তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "শামায়েলে এমদাদীয়া" এর মধ্যে বলেন,

البتہ وقت قيام كے اعتقاد تولد كا نہ كرنا چاہئے - اگر احتمال تشريف آورى كا كيا جا نے مضائقہ نہيں كيوں كہ عالم خلق مقيد برزمان ومكان ہے - ليكن عالم امر دونوں سے پاك ہے - پس قدم رنجہ فرمانا ذات بابر كات كا بعيد نہيں -

-**"মীলাদ শরীফে"** কিয়াম করার সময় হুযুর(ﷺ)এখন ভূমিষ্ট হচ্ছেন এ ধরনের বিশ্বাস না রাখা উচিত। আর যদি **মাহফিলে তাশরীফ আনেন এমন বিশ্বাস** রাখে, তাহলে অসুবিধা নেই, কারণ এ নশ্বর জগতে কাল ও স্থানের সাথে সম্পৃক্ত। আর পরকাল স্থান-কালের সম্পর্ক থেকে মুক্ত।"[১]

অতএব হুযুর (ﷺ) মাহফিলে তাশরীফ আনয়ন করা ও উপস্থিত হওয়া অসম্ভব নয়। উক্ত গ্রন্থটি মাওলানা আশরাফ আলী থানবী সাহেব কৃত সত্যায়িত করা হয়েছিল। যা দেওবন্দ এর "মাকতুবায়ে থানবী" লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত।

শুধু তাই নয় হাজী সাহেব আরও বলেন,

رہايہ اعتقاد كہ مجلس مولد ميں حضور پر نور صلى الله عليہ وسلم رونق افروز ہو تے ہيں اسى اعتقاد كو كفر و شرك كہنا حد سے بڑھنا

১ হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী : শামায়েলে এমদাদীয়া : পৃষ্ঠা নং- ১০৩ পৃ. মাকতুবায়ে থানবী, দেওবন্দ।

كيوں كہ يہ امر ممكن عقلا ونقلا - بلكہ بعض مقامات پر اس كا وقوع بهى و ہوتاہے -

-"এ আক্বীদা ও বিশ্বাস রাখা যে, মিলাদ মাহফিলে হুযুর পুরনুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত হন, এটা 'কুফর' বা 'শিরক' নয়, বরং এমন বলা সীমা লঙ্গন ছাড়া কিছুই নয়। কেননা এ বিষয়টি যুক্তিভিত্তিক ও শরীয়তের দলীলের আলোকে সম্ভব। এমনকি অনেকক্ষেত্রে বাস্তবে তা ঘটেও থাকে।"[১]

দলীল নং- ৫৪

দেওবন্দীদের বড় হুজুর ও গুরু মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেব তার "এমদাদুস সুলুক" গ্রন্থে বলেন, -"মুরীদ ও দৃঢ়ভাবে এ বিশ্বাস রাখবে যে, পীরের রূহ এক স্থানে আবদ্ধ নয়। মুরীদ যেখানে হোক- দূরে বা নিকটে, যদিও পীরের দেহ অনেক দূরে, কিন্তু পীরের রূহ বা আত্মা থেকে দূরে নয়। এ ধরনের বিশ্বাস যখন মজবুত হয়ে যাবে, তখন সবসময় পীরকে স্মরণ করবেন। তাহলে আন্তরিক সম্পর্ক সৃষ্টি হবে এবং সবসময় পীরের আত্মা থেকে উপকার লাভ করবে। মুরীদ বিভিন্ন ঘটনায় পীরের মুখাপেক্ষী হয়, **তখন পীরকে অন্তরে হাজীর বা উপস্থিত জেনে** বিশেষ অবস্থার মাধ্যমে পীরের নিকট জানতে চাইবে, তখন নিশ্চয়ই পীরের রূহ আল্লাহ তায়ালার অনুমতিক্রমে অবশ্যই জানাইয়া দিতে পারেন।"[২]

রাসূল (ﷺ) দরূদ শুনেন এবং দরূদ পাঠকারীকে চিনেন ঃ –হাদিস প্রসঙ্গ

"হাদীসের নামে জালিয়াতি" বইয়ের ২৮৭ পৃষ্ঠায় আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব আল্লামা আব্দুল হাই লাক্ষনৌভীর মন্তব্য ব্যক্ত করে দাবী করেছেন যে, রাসূল (ﷺ) দরূদ সালাম শুনতে পান না।

সে আর কোন গ্রহণযোগ্য দলীল উপস্থাপন করতে পারেনি এবং কিয়ামত পর্যন্ত পারবেও না। ইনশাআল্লাহ! উক্ত বইয়ে আব্দুল হাই লাখনৌভীর বক্তব্যটি হলো- "প্রচলিত যে সকল বানোওয়াট ও মিথ্যা কথা রাসূল (ﷺ) এর নামে বলা হয় তার মধ্যে রয়েছে যদি কেউ রাসূল (ﷺ) এর উপর দরূদ পাঠ করে, তবে সেই ব্যক্তি যত দূরেই থাক, তিনি কারো মাধ্যম ছাড়াই তা শুনতে পান"।

১ আল্লামা হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী : কুল্লীয়াতে এমদাদীয়া, পৃ : ১০৩ মাকতুবাতে থানবী, দেওবন্দ, ভারত।

২ মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী : এমদাদুস সুলুক (ইহার আরেক নাম, এরশাদুল মুলুক যা বাংলা প্রকাশিত হয়েছে) : পৃ : ৬৮(এটির মূল ইবারতটি পেতে জা'ল হক প্রথম খন্ড দেখুন)

সাবাস! সাবাস!! আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীরকে, যে আব্দুল হাই লাখনৌভীর কথা শুনে কোন প্রমাণ ছাড়াই হাদিসকে (বা কোন বিষয়কে) জাল, বানোওয়াট বা মিথ্যা বলতে দু:সাহস করছে । তাই বেশি কিছু না বলে আমি তার জবাবে দলীল উপস্থাপন করতে চাই। যাতে সাধারণ মুসলমানগণ সহজেই বুঝতে পারেন, কার বক্তব্য সঠিক? আমাদের কান আর রাসূল (ﷺ) এর কান মোবারককে তারা এক মনে করছেন যা সম্পূর্ণ কুফুরী ও রাসূল (ﷺ) এর শানে বেয়াদবীরই অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ মুজিজা অস্বীকার করারই নামান্তর। রাসূল (ﷺ) এর কান মোবারক কারও কানের মত নয়, তা নবী করীম (ﷺ) নিজেই বলছেন, যেমন হাদীসে পাকে বর্ণিত আছে-

দলীল নং- ১-১৪

হযরত আবু যার আল গিফারী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত হয়েছে যে,

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ، وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ، إِنَّ السَّمَاءَ أَطَّتْ، وَحَقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ، مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلَّا وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلَّهِ، -

-"রাসূল (ﷺ) ইরশাদ ফরমান, আমি এমন কিছু দেখি, যা তোমরা দেখনা, এমন কিছু শুনি, যা তোমরা শুনো না। আকাশ বোঝার কারণে "চড় চড়" করে, (তাও শুনি) তার 'চড় চড়' করাই সঙ্গত, কেননা, আকাশে চার আঙ্গুল পরিমাণ জায়গাও নেই, যেখানে কোন একজন ফেরেস্তা আল্লাহর সামনে মাথা নত করে রাখেনি।"[১]

উক্ত হাদিস দ্বারা বুঝা গেল, রাসূল (ﷺ) ফেরেস্তাদের দাঁড়ানো এবং তাদের ওজনে আকাশ থেকে আসার শব্দ শুনেছেন এবং দেখেছেন তারা কীভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। অথচ সাহাবীদের কাছে তা সম্পূর্ণ অদৃশ্যই ছিল।

১ (ক.) ইমাম তিরমিযী: আস সুনান: কিতাবুদ যুহুদ : ৪/১৩৪পৃ. হাদিস- ২৩১২
(খ.) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল: আল মুসনাদ: ৫/১৭৩পৃ.
(গ.) ইমাম ইবনে মাজাহ: আস্-সুনান: কিতাবুদ যুহুদ :২/১৪০২পৃ. হাদিসঃ ৪১৯০
(ঘ.) ইমাম আবু নুঈম ইস্পাহানি : হুলিয়াতুল আউলিয়া :২/২৩৬পৃ.
(ঙ) ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি: খাসায়েসুল কোবরা: ১/১১৮পৃ. হাদিস- ৩০৬
(চ) আবু নসার মারওয়াযী,তা'জিমে কদ্বরুল সলাত,১/২৫৯পৃ.হাদিস,২৫১
(ছ) বাযযার,আল-মুসনাদ,৯/৩৫৭পৃ.হাদিস,৩৯২৫
(জ) ইবনে শায়খ ইস্পাহনী,আল-আজিমাত,৩/৯৮২পৃ.হাদিস,৫০৭
(ঝ) হাকিম নিশাপুরী,আল-মুস্তাদরাক,৪/৬২৩পৃ.হাদিস,৮৭২৬
(ঞ) হাকিম নিশাপুরী,আল-মুস্তাদরাক,২/৫৫৪পৃ.হাদিস,৩৮৮৩
(ট) বায়হাকী,শুয়াবুল ঈমান,২/২২৬পৃ.হাদিস,৭৬৪
(ঠ) বায়হাকী,আস্-সুনানিল কোবরা,৭/৮৩পৃ.হাদিস,১৩৩৩৭
(ড) বগভী,শরহে সুন্নাহ,১৪/৩৭০পৃ.হাদিস,৪১৭২
(ঢ) আলবানী: সিলসিলাতুস সহীহাহ: হাদিস- ১৭২২, তিনি বলেন, হাদিসটি সহীহ।

দলীল নং- ১৫-২১

واخرج البيهقي والصابوني في (المأتين) والخطيب وابن عساكر في التاريخيهما ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، دَعَانِي إِلَى الدُّخُولِ فِي دِينِكَ أَمَارَةٌ لِنُبُوَّتِكَ، رَأَيْتُكَ فِي الْمَهْدِ تُنَاغِي الْقَمَرَ وَتُشِيرُ إِلَيْهِ بِأُصْبُعِكَ، فَحَيْثُ أَشَرْتَ إِلَيْهِ مَالَ قَالَ: «إِنِّي كُنْتُ أُحَدِّثُهُ وَيُحَدِّثُنِي، وَيُلْهِينِي عَنِ الْبُكَاءِ، وَأَسْمَعُ وَجْبَتَهُ حِينَ يَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْشِ» ----- قال البيهقي تفرد به أحمد بن ابراهيم الجبلي وهو مجهول وقال الصابوني : هذا حديث غريب الاسناد والمتن في المعجزات حسن -

-"ইমাম বায়হাকী, দালায়েলুল নবুওয়াতে, সাবূনী তাঁর মাতীন গ্রন্থে, খতিব বাগদাদী তারীখে বাগদাদে এবং ইমাম ইবনে আসাকির তারীখে দামেস্কে হযরত আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূল (ﷺ) কে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ﷺ)! আমি আপনার নবুয়তের এ আলামত দেখে ঈমান এনেছি যে, তা হল আপনি চাঁদের সাথে শিশু অবস্থায় বাক্যলাপ করেছিলেন এবং তার দিকে আঙ্গুলে ইশারা করছিলেন, আপনি যেদিকে ইশারা করতেন, চাঁদ সেদিকেই হেলে যেত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, আমি তখন চাঁদের সাথে কথা বলেছিলাম এবং চাঁদ আমার সাথে কথা বলছিল। সে আমার ক্রন্দনে সান্ত্বনা দিচ্ছিল। আর চন্দ্র যখন আল্লাহর আরশের নীচে সেজদা করে, **তখনও আমি তার তাসবীহ শুনতে পাই।**"[১]

ইমাম বায়হাকী (رحمه الله) বলেন, এই হাদিসটি 'আহমদ ইবনে ইব্রাহীম জেলী' একাই বর্ণনা করেছেন। সে একজন অজ্ঞাত রাবী। আল্লামা ছাবুনী (رحمه الله) বলেন, এ হাদিসটি সনদের দিক দিয়ে গরীব আর মু'জেজার ব্যাপারে মতনটি হাসান বা সুন্দর। উক্ত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হল আরশের নিচের সিজদার তাসবীহের আওয়াজও নবিজী শুনতেন শিশু অবস্থায়ই। তাহলে এখনকার অবস্থা কী হবে?

দলীল নং- ২২-৩৭

প্রসিদ্ধ একটি হাদিস হযরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ»

১ (ক)আবূ সা'দ , শরফে মোস্তফা,১/৩৫৮পৃ.
(খ)যুরকানী,শরহুল মাওয়াহেব,১/২৭৫পৃ.
(গ)বুরহানুদ্দীন হালবী, সিরাতে হালবিয়্যাহ,১/১১৫পৃ.
(ঘ)ইবনে সালেহ শামী, সবলুল হুদা ওয়ার রাশাদ,১/৩৪৯পৃ.ও ১০/৪৮১পৃ.
(ঙ)ইবনে কাসীর, বেদায়া ওয়ান নিহায়া,১/২১১পৃ.
(চ)বায়হাকী, দালায়েলুল নবুয়ত,২/৪১পৃ.
(ছ)ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়ূতি : খাসায়েসুল কোবরা : ১/৯৪, হাদিস নং- ২৩৭

-"রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ ফরমান, যখন কোন উম্মত আমার প্রতি সালাম প্রদান করে, আমার রূহ মোবারককে আল্লাহ তায়ালা (যেহেতু অতীতে) আমার নিকট দিয়েছেন যে, আমি **তাদের প্রদানকৃত সালামের জওয়াব দেই।**"[১]

উক্ত হাদীসে দরূদ শরীফে সালাম ফিরিশতারা রাসূল (ﷺ) এর নিকট পৌঁছে দেন- উল্লেখ নেই, বরং রাসূল (ﷺ) পৌছানো ছাড়া নিজেই শুনেন এবং তার জবাব দেন। ইমাম সাখাভী (রহ.) ও আল্লামা আযলূনী (রহ.) বলেন, رواه احمد وابو داؤد عن ابى هريرة رفعه وهو صحيح

-"উক্ত হাদিসটি ইমাম আহমদ ও ইমাম আবু দাউদ হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেছেন, উক্ত হাদিসটির সনদ সহিহ বা বিশুদ্ধ।"[২]

দলীল নং- ৩৮-৩৯

হযরত আবু দারদা (রা.) বলেন, হুযুর (ﷺ) ইরশাদ ফরমান,

قَالَ الطَّبَرَانِيّ حَدثنَا يحيى بن أيُّوب العلاف حَدثنَا سعيد بن أبي مَرْيَم حَدثنَا يحيى بن أيُّوب عَن خَالِد بن يزيد عَن سعيد بن أبي هِلال عَن أبي الدَّرْدَاء قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أكْثرُوا الصَّلَاة عَليّ يَوْم الجُمُعَة فَإِنَّهُ يَوْم مشهود تشهده الْمَلَائِكَة لَيْسَ من عبد يُصَلِّي عَليّ إِلَّا بَلغنِي صَوته حَيْثُ كَانَ قُلْنَا وَبعد وفاتك قَالَ وَبعد وفاتي إِن الله حرم على الأَرْض أَن تَأْكُل أجساد الْأَنْبِيَاء -

১ ক. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ : ২/৫২৭ পৃ. হাদিস নং : ১০৮৬৭
খ. ইমাম তাবরানী : মুজামুল আওসাত : ৩/২৬২ পৃ. : হাদিস : ৩০৯২ এবং ৯৩২৩
গ.বায়হাকীঃসুনানে কোবরাঃ ৫/২৪৫ পৃ.হাদিসঃ ১০০৫০ও দাওয়াতুল কাবীর, ১/২৬১পৃ. হাদিস,১৭৮
ঘ. ইমাম বায়হাকী : শুয়াবুল ঈমান : ৬/৫২পৃ.হাদিস : ৫১৮১ এবং ৪১৬১
ঙ. ইমাম মানাবী : ফয়জুল কাদীর : ৫/৪৬৭ পৃ.
চ. ইমাম মুনযির : আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীব : ২/৩৬২ পৃ : হাদিস : ২৫৭৩
ছ. ইমাম ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউয যাওয়াইদ : ১০/১৬২ পৃ
জ. ইমাম জালালুদ্দীন সূয়তী : আল হাজীলীল্ ফাত্ওয়া : ১/২০০ পৃ.
ঝ. ইমাম জালালুদ্দীন সূয়তী : হুসনুল মাকাসিদ ফি আমালিল মওলুদ : ৭-৮ পৃ.
ঞ. আল্লামা ইমাম সাখাভী : কওলূল বদী : ১৪২ পৃ.
ট. আল্লামা ইমাম সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানাঃ ৪২৭ পৃ. হাদিস- ৯৮২
ঠ. আল্লামা আযলূনীঃ কাশফুল খাফাঃ ২/১৭৩, হাদিস- ২২৪৫
ড. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতিঃ আদদুররুল মানছুরঃ ১/২৩৭ পৃ.
ঢ.আবূ দাউদ,আস্-সুনান,২/২১৮পৃ.হাদিস,২০৪১,আলবানী এ গ্রন্থের তাহক্বীকে বলেন সনদটি 'হাসান'।
ণ.ইমাম রাহবিয়্যাহ,আস্-সুনান,১/৪৫৩পৃ.হাদিস,৫২৬.
ক. আল্লামা ইমাম সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানাঃ ৪২৭ পৃ. হাদিস : ৯৮২
খ. আল্লামা আযলূনীঃ কাশফুল খাফাঃ ২/১৭৩, হাদিস : ২২৪৫
গ.ইমাম যুরকানী,১২/২০২ পৃ.দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ.বয়রুত।

-"তোমরা জুমার দিন আমার উপর অধিক হারে দরূদ পাঠ করো, কেননা কিয়ামত দিবসে ফিরেশতাগন তার (দরুদের) সাক্ষ্য দেবেন। **যে কোন ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে তার আওয়াজ আমার নিকট পৌছে থাকে সে যেখানেই থাকুক না কেন।** সাহাবীগণ আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ﷺ)! আপনার ওফাতের পরও (শুনবেন)? ইরশাদ ফরমান, আমার ওফাতের পরও (নবীগণ স্বীয় কবরেও জিন্দা)। কেননা আল্লাহ তায়ালা নবীদের শরীর স্পর্শ করা যমীনের প্রতি হারাম করে দিয়েছেন।"[১]

দেখুন, ইবনে কাইয়্যিম (ওফাত.৭৫১হি.) হলো আহলে হাদিস ও দেওবন্দীদের অন্যতম শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি ও মুহাদ্দিস। তিনিই হাদিস সংকলন করেন যে, প্রত্যেকের দুরূদই রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনতে পান, দেওবন্দীদের ও আহলে হাদিসদের গুরু ইবনে কাইয়ুম-এর উক্ত বর্ণিত হাদিস থেকে শিক্ষা নেওয়ার জন্য অনুরোধ রইল।

দলীল নং- ৪০-৫০

عَن ابْن عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ رَفَعَ لِي الدُّنْيَا فَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ كَمَا أَنْظُرُ إِلَى كَفِّي هَذِهِ، -

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা আমার জন্য বিশ্বকে তুলে ধরেছেন। তখন আমি এ দুনিয়া এবং এতে কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে, **এমনভাবে দেখতে পাচ্ছি, যেভাবে আমি আমার নিজ এই হাত দেখতে পাচ্ছি।**"[২] এ হাদিস থেকে প্রমানিত হলো রাসূল (দ.) শুধু আমাদের দরুদ শুনেন তা নয়, বরং তিনি আমাদের দেখতেও পান।

১ ক. আল্লামা ইবনে কাইয়্যিম : জিলাউল ইফহাম -১/১২৭পৃ :হাদিস : ১০৮,শামেলা।
খ. আল্লামা শফী উকাড়ভী: জিকরে জামীল - ৯৯ পৃ
২ ক.ইমাম তাবরানী: মুজামুল কবীর: ২/৪১২পৃ. হাদিস নং-১০৮৯
খ. ইমাম আবু নঈম ইস্পহানি : হুলিয়াতুল আউলিয়া : ৬/১০১ পৃ. তরজুমা নং- ৩৩৮
গ. ইমাম জালাল উদ্দিন সূয়তী: খাসায়েসুল কোবরা: ২/১৯৩ : হাদিস : ২১১৭
ঘ. ইমাম সুয়ূতি: জামেউল জাওয়ামী : হাদিস নং- ৪৮৪৯
ঙ. ইমাম যুরকানী: শরহুল মাওয়াহেব: ৭/২০৪ পৃ.
চ. আল্লামা ইমাম কুস্তালানী: মাওয়াহেবে লাদুন্নীয়া: ৩/৯৫ পৃ. দারুল কুতুব ইসলামিয়্যাহ, বয়রুত।
ছ. মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী: জা'আল হক: ১/১০৩ পৃ. (বাংলা সংস্করন)
জ. আহলে হাদিস নাসির উদ্দিন আলবানী : ঘঈফু জামে : হাদিস : ১৬২৪
ঝ.মুত্তাকী হিন্দী,কানযুল উম্মাল,১১/৪২০পৃ.হাদিস,৩১৯৭১
ঞ.ইমাম মুনযিরী,তারগীব ওয়াতারহীব,২/২১১পৃ.
ট.হাইসামী,মাযমাউদ,মাযমাউয যাওয়াইদ,৮/২৯০পৃ.

দলীল নং- ৫১

বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা ইমাম আবদুর রহমান জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহ.) এর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "আনিসুল জালীস" এর ২২৭ পৃষ্ঠায় একটি হাদিস বর্ণনা করেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ ফরমান,

اصحابى اخوانى صلوا علىّ فى كل يوم الاثنين والجمعة بعد وفاتى فانى أسمع صلواتك بلا واسطة -

-"প্রতি সোমবার ও শুক্রবার আমার ওফাতের পর তোমরা বেশী করে দরূদ পাঠ করবে, **কেননা তোমাদের দরূদ আমি মাধ্যম ব্যতীত সরাসরি শুনি।**"

তাই উক্ত হাদিস দিয়ে প্রমাণিত হয়ে গেলো রাসূল(ﷺ)ফিরিশতাদের পৌঁছানো ব্যতীত স্বয়ং উম্মতের দুরূদ শুনেন, সে ক্ষমতা খোদ আল্লাহ তা'য়ালা দান করেছেন তবে তাঁর মধ্যে সামান্য পার্থক্য রয়েছে। যেমন-

দলীল নং- ৫২-৫৭

বিশ্ববিখ্যাত দরূদ সম্পর্কিত গ্রন্থ "দালায়েলুল খায়রাত" গ্রন্থে ৫৯ পৃষ্ঠায় হযরত আবু হুরায়রা (রা.) এর সূত্রে (শরাহ এর সূত্রে) একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে-

وقيل لرسول الله ارأيت صلوة المصلين عليك ممن غاب عنك ومن يأتى بعدك ما حالهما عندك؟ فقال أسمع صلوة اهل محبتى واعرفهم وتعرض علىّ صلوة غيرهم عرضا -

-"হুযুর (ﷺ) কে জিজ্ঞাসা করা হল- আপনার কাছে দূরে অবস্থানকারী ও আপনার ওফাতের পরে আগমনকারীদের দরুদের অবস্থা কি? তখন তিনি ফরমালেন, **আমি মুহাব্বত সম্পন্ন লোকদের দরূদ নিজেই স্বয়ং শুনি এবং তাদেরকে চিনি।** এবং মুহাব্বতহীনদের দরূদও আমার নিকট (ফিরেশতাদেও মাধ্যমে) পেশ করা হয়।"[১]

দলীল নং- ৫৮-৬১

১ ক. ইমাম আবু আব্দুল্লাহ জাজুলী : দালায়েলুল খায়রাত- পৃষ্ঠা নং- ৫৯, ফরিদ বুক ডিপু, দিল্লী শাহী জামে মসজিদ।
খ. ইমাম ইবনে মাহদী আল ফার্সী : মাতালিউল মুসাররাত ফি শরহে দালায়েলুল খায়রাত ,১৫৬পৃ.
গ. আল্লামা শায়খ ইউসুফ নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ৩/৪৪ পৃ:
ঘ. ইমাম সাভী : তাফসীরে সাভী : ৫ পারা, সূরা আহযাব :
ঙ. আল্লামা মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী : জা'আল হক-১/২৬৫ পৃ. বাংলা সংস্করণ
চ. আল্লামা শকী উকাড়ভী : জিকরে জামিল- পৃষ্টা নং : ৯১

আল্লামা ইমাম ইবনুল হজ্জ "আল মাদখাল" গ্রন্থে ও ইমাম শিহাবুদ্দীন কুস্তালানী (রহ.) তার "মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া" গ্রন্থে "বাবুল জিয়ারাতুল কুবুর শরীফ" শীর্ষক অধ্যায়ে বলেছেন-

وَقَدْ قَالَ عُلَمَاؤُنَا رَحْمَهُ إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَوْتِهِ وَحَيَاتِهِ أَعْنِي فِي مُشَاهَدَتِهِ لِأُمَّتِهِ وَمَعْرِفَتِهِ بِأَحْوَالِهِمْ وَنِيَّاتِهِمْ وَعَزَائِمِهِمْ وَخَوَاطِرِهِمْ، وَذَلِكَ عِنْدَهُ جَلِيٌّ لَا خَفَاءَ فِيهِ -

-"আমাদের সুবিখ্যাত উলামায়ে কিরাম বলেন যে, হুযুর (ﷺ) এর জীবন ও ওফাতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তিনি **নিজ উম্মতকে দেখেন**, তাদের অবস্থা, নিয়ত, **ইচ্ছা ও মনের কথা ইত্যাদি জানেন।** এগুলো তার কাছে সম্পূর্ণ রূপে সুস্পষ্ট, বরং এই কথার মধ্যে কোন রূপ অস্পষ্টতা ও দুর্বোধ্যতার অবকাশ নেই।"[১]

দলীল নং- ৬২-৭৫

উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মুনা (রা.) বলেন, একরাতে হুযুর (ﷺ) আমার হুজরায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি যথারীতি তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য উঠলেন এবং অযু করার স্থানে গমন করলেন -

فسمعته يقول فى متوضاه لبيك لبيك نصرت نصرت فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله سمعتك تقول فى متوضائك لبيك ثلثا و نصرت ثلثا تكلم انسانا فهل كان معك احد فقال هذا راجز يستصرخنى -

-"অতঃপর আমি শুনতে পেলাম যে, তিনি অযুখানায় তিনবার লাব্বাইক (আমি তোমার কাছে উপস্থিত) এবং তিনবার নুসিরতা (তোমাকে সাহায্য করা হল) ফরমালেন। হযরত মায়মুনা (রা.)বলেন, আমি রাসূল (ﷺ)কে জিজ্ঞাসা করলাম আপনি কোন মানুষের সাথে কথা বলেছিলেন কি? আপনার কাছে কেউ ছিল কি? তখন হুযুর (ﷺ) ফরমালেন, রাজেয, আমার কাছে সাহায্য চেয়েছে। আর আমি তাকে সাহায্য করেছি।"[২]

১ ক. আল্লামা ইমাম কুস্তালানী : মাওয়াহেবে লাদুন্নীয়া : দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ৪/৫৮০ পৃ.
খ. আল্লামা ইবনুল হাজ্ব : আল মাদখাল : কালাম আলা যিয়ারতে সাইয়্যিদিল মুরসালীন : ১/২৫২ পৃ.
গ. আল্লামা ইমাম যুরকানী : শরহুল মাওয়াহেব : ৪/৩১২ পৃ:
ঘ. আল্লামা মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী : জা'আল হক, ১/২৪২ পৃ:
২ ক.আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী : আল ইসাবা ২/৫৩৬ পৃ:
খ. আল্লামা ইমাম তাবরানী : মু'জামুস সগীর : ২/৭৩ পৃ. হাদিস
গ ইমাম ইবনুল বার্,আল-ইস্তিআব,৩/১১৭৫পৃ.হাদিস,১৯১৬
ঘ.ইমাম ইবনে হিশাম,সিরাতে ইবনে হিশাম,৫/৪৯পৃ.
ঙ.ইমাম ইবনে সা'দ,আত-তবকাতুল কোবরা,২/১৪৩পৃ.
চ.ইমাম ইবনে যারীর,তারীখে ত্বারী,২/১৫৩পৃ.
ছ.ইমাম বায়হাকী,দালায়েলুল নবুয়ত,৫/৭পৃ.

উল্লেখ্য যে, তখন তিনি ছিলেন মক্কায় এবং হুজুর (ﷺ) ছিলেন মদীনায়; কিন্তু হুজুর (ﷺ) তার ফরিয়াদ শুনছেন এবং তাকে সাহায্যও করেছেন।

দলীল নং- ৭৬-৭৮

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (ﷺ) বলেন, (একদা) আমরা হুজুর পুরনুর (ﷺ) এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। হঠাৎ হুজুর (ﷺ) তার মাথা মোবারক তুলে ফরমালেন, ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ-

فقال الناس يارسول الله ما هذا ؟ قال مر بى جعفر بن ابى طالب فى ملاء من الملئكة فسلم علىّ -

-"অতপর উপস্থিত লোকেরা (সাহাবীরা) বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ (ﷺ)! আপনি কার সালামের জবাব দিলেন। তিনি ফরমালেন, জাফর ইবনে আবু তালিব ফেরেশতাদের একটি দলসহ আমার নিকট দিয়ে গমন করেছিলেন, তিনি আমাকে সালাম প্রদান করেছেন। আমি তার উত্তর দিলাম।"[১]

উক্ত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হলো, সাহাবী যা শুনেন নি রাসূল (ﷺ) তা শুনতেন এবং আরো প্রমাণিত হল ওফাতের পরও সাহাবীরা যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পারেন। তাহলে রাসূল (ﷺ) এর অবস্থা কিরূপ হবে?

দলীল নং- ৭৯-৯১

মিশকাত শরীফের "বাবুল কারামাত" অধ্যায়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (ﷺ) হতে বর্ণিত আছে,

হযরত উমর (ﷺ) হযরত সারিয়া (ﷺ) কে এক সেনাবাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করে এেটাওয়ান্দ নামক স্থানে যুদ্ধের জন্য পাঠিয়েছিলেন। এরপর একদিন হযরত উমর (ﷺ) মদীনা মুনাওয়ারায় খুতবা পাঠের সময় উচ্চ স্বরে বলে উঠলেন

فَبَيْنَمَا عُمَرُ يَخْطُبُ فَجَعَلَ يَصِيحُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لِقِيَنَا عَدُوُّنَا فَهَزَمُونَا فَإِذَا بِصَائِحٍ يَصِيحُ: يَا سَارِيَ الْجَبَلَ. فَأَسْنَدْنَا ظُهُورَنَا إِلَى الْجَبَلِ فَهَزَمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى

জ.ইমাম আবূ নুঈম ইস্পাহানী,দালায়েলুল নবুয়ত,৭৩-৭৪পৃ.হাদিস,৫৯
ঝ.ইবনুল কাইয়্যিম,যা'দুল মা'আদ,৩/৩৯৬পৃ.
ঞ.আলল্লামা ইবনে কাসীর,সিরাতে নববিয়্যাহ,৩/৪৯৬পৃ.
ট. সুয়ূতি,খাসায়েসুল কোবরা,১/৪৩৫পৃ.
ঠ.ইমাম তাবরানী,মু'জামুল কাবীর,২৩/৪৩৩পৃ.হাদিস,১০৫২
ড.শায়েখ ইউসুফ নাবহানী,হুজ্জাতুল্লাহিল আলাল আলামিন,৩৫৪পৃ.
ঢ.শায়েখ আবদুল ওয়াহ্হাব নজদী,মুখতাসারে সিরাতে রাসূল,১৩১পৃ.

১ ক.ইমাম জালালুদ্দীন সূয়তী : খাসায়েসুল কোবরা : ১/৪৬০-৪৬১ পৃ. হাদিস : ১৪৩৫, ১৪৩৬
খ. ইমাম হাকেম নিশাপুরী : আল-মুস্তাদরাক : ৩য় খন্ড পৃষ্ঠা- ২১২
গ. আল্লামা শকী উকাড়ভী : যিকরে জামীল-৯৭ পৃ.

-"হযরত উমর (ﷺ) মদীনা মুনাওয়ারায় খুতবা পড়ার সময় উচ্চ স্বরে বলে উঠলেন, ওহে সারিয়া! পাহাড়ের দিকে পিঠ দাও।"[১]

বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর উক্ত সেনাবাহিনী থেকে কর্জ বাহক এসে জানান, আমাদিগকে শত্রুরা প্রায় পরাস্ত করে ফেলেছিল, এমন সময় কোন এক আহ্বানকারীর ডাক শুনতে পেলাম। উক্ত অদৃশ্য আহ্বানকারী বলছিলেন তার কারণে ওদেরকে فَهَزَمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى আল্লাহ তা'আলার কৃপায় তাদেরকে অপদস্ত করে দিলাম।

এখন, হযরত উমর (ﷺ) মদীনা শরীফে খুতবা দেওয়ার সময় শত শত মাইল দূর থেকে হযরত সারিয়া (ﷺ) কে দেখতে পেলেন এবং তিনি তার আওয়াজ শুনতে পেলেন, অপরদিকে তিনি খুতবাও দিচ্ছেন। সুতরাং, রাসূল (ﷺ) এর খলিফাদের যদি এ অবস্থা হয়, তাহলে রাসূল (ﷺ) এর অবস্থা কিরূপ হতে পারে?

দলীল নং- ৯২-১০০

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (ﷺ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে,

964 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: خَيَّرَتْ رَجُلُ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: اذْكُرْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيْكَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ -

-"হযরত আবদুর রাহমান বিন সা'দ (ﷺ)বলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (ﷺ) এর পা অবশ হয়ে গেল। তখন এক ব্যক্তি তাঁকে বললেন, "আপনি ওই ব্যক্তিকে স্মরণ করুন, যিনি আপনার কাছে সবচেয়ে প্রিয়।" তখন তিনি ইয়া মুহাম্মাদাহ বললেন। অতঃপর তার পা ভাল হয়ে গেল।"[২]

১ ক.খতিব তিবরিজী : মিশকাতুল মাসাবীহ : ৪/৪০১ পৃ. হাদিস : ৫৯৫৪
খ. ইমাম বায়হাকী : দালায়েলুন নবুয়ত : ৬/৩৭০ পৃ.
গ. আল্লামা ইমাম সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ৫৪১ পৃ. হাদিস : ১৩৩১
ঘ. আল্লামা ইমাম আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/৫৩২ পৃ. হাদিস : ৩১৭১
ঙ.আলবানী,সিলসিলাতুল আহাদিসুস সহিহাহ,হাদিস,১১১০, তিনি বলেন সনদটি সহিহ।
চ.আবু নুঈম ইস্পাহানী, দালায়েলুল নবুয়ত, ৫১৮পৃ-৫১৯পৃ.
ছ.গাযযালী, ইহইয়াউল উলূম, ৩/২৫পৃ.
জ.মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল,১২/৫৭১পৃ. হাদিস,৩৫৭৮৮
ঝ.আসকালানী,আল-ইসাবা, ৩/৬পৃ. হাদিস, ৩৫৭৮৮
ঞ.ইমাম যারীর ত্বাবারী, তারীখে ত্বাবারী,৩/২৫৪পৃ.
ট. বায়হাকী, ই'তিকাদ,২০৩পৃ.
ঠ.শায়খ ইউসুফ নাবহানী,হুজ্জাতুল্লাহি আ'লাল আলামিন,৬১২-৬১৩
ড. আল্লামা যুবায়দী ইত্তাহাফ সাদাকাতুল মুত্তাকীন,৮/৩৭৯পৃ.

২ ক. ইমাম বুখারী : আদাবুল মুফরাদ : পৃ-১৪২, হাদিস নং- ৯৬৪, হযরত আব্দুর রহমান বিন সাদ (রা.)এর সূত্রে।

দেখুন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) এর পা অবশ হয়ে গেল আর রাসূল (ﷺ) কে ওফাতের পরও দূর থেকে ডাকলেন এবং তার পা রাসূল (ﷺ) সুস্থ করে দিলেন।

দলীল নং- ১০১

বিশ্ববিখ্যাত ফকীহ আল্লামা শিহাবুদ্দীন খিফ্ফাযী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) লিখিত গ্রন্থ 'নাসীমুর রিয়াদ্ব" শরহে শিফা এর ৩য় খন্ডের শেষে উল্লেখ করেন-

الانبياء عليهم السلام من جهة الاجسام والظواهر مع البشر وبواطنهم وقواهم الروحانية ملكية ولذا ترى مشارق الارض ومغاربها تسمع اطيط السماء وتشم رائحة جبريل اذا اراد النزول اليهم -

-"আম্বিয়ায়ে কেরাম (ﷺ) শারিরীক ও বাহ্যিক দিক থেকে **মানবীয় বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন,** তবে আভ্যন্তরীন ও রূহানী শক্তির দিক থেকে ফিরিশতাদের বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। এ কারণেই তারা **পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত সমূহ দেখতে** পান, **আসমানের চিড়চিড় আওয়াজ শোনেন** এবং হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) তাদের নিকট অবতরণের ইচ্ছা পোষণ করতেই তার সুঘ্রাণ পেয়ে যান।"

দলীল নং- ১০২

বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস,মুফাস্সির,দার্শনীক ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন-

وَكَذٰلِكَ الْعَبْدُ إِذَا وَاظَبَ عَلَى الطَّاعَاتِ بَلَغَ إِلَى الْمَقَامِ الَّذِي يَقُولُ اللّٰهُ كُنْتُ لَهُ سَمْعًا وَبَصَرًا فَإِذَا صَارَ نُورُ جَلَالِ اللّٰهِ سَمْعًا لَهُ سَمِعَ الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ وَإِذَا صَارَ ذٰلِكَ النُّورُ بَصَرًا لَهُ رَأَى الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ وَإِذَا صَارَ ذٰلِكَ النُّورُ يَدًا لَهُ قَدَرَ عَلَى التَّصَرُّفِ فِي الصَّعْبِ وَالسَّهْلِ وَالْبَعِيدِ وَالْقَرِيبِ. -

-"এবং এভাবে যখন কোন বান্দা পুন্য কাজের উপর সর্বদা আমল করতে থাকে তখন সে ঐ মাকামে পৌঁছে যায়, যার সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, আমি তার কান ও চোখ হয়ে যাই। যখন আল্লাহর মহাত্মের নূর তার কান হয়ে যায়, তখন সে দূর ও নিকটের আওয়াজ সমূহ শুনেন। যখন এই নূর তার চোখ হয়ে যায়, তখন সে

খ. ইমাম নববী : কিতাবুল আযকার : ২৭১ পৃ.
গ. ইমাম কাজী আয়াজ : শিফা শরীফ :
ঘ. ইমাম ইবনে সাদ : তাবক্বাত-ই- ইবনে সাদ,৪/১৫৪পৃ.
ঙ. আল্লামা আব্দুল হক দেহলভী : মাদারিজুন নবুয়ত
চ. ইমাম ইবনে সুন্নি : আমালুল ইয়াউমি ওয়াল লায়লাহ, পৃ-৬৭, নূর মোহাম্মদ কুতুবখানা, করাচী।
ছ. মুহাদ্দিস ইবনে যারীর তবারী : নুরুল ঈমান ফী যিয়ারতে আসার-ই-বিহাবীবির রাহমান, পৃ-৮
জ. আহলে হাদিস শায়েখ ওহীদুজ্জামান হায়দারাবাদী : হাদিয়াতুল মাহদি, পৃ-২৩
ঝ. ইমাম ইবনে যাহদ,মুসনাদে যাহদ,৩৬৯পৃ.হাদিস,২৫৩৯

দূর ও নিকটের বস্তু সমূহ অবলোকন করতে পারেন এবং যখন এই মাহাত্মের নূর তার হাত হয়ে যায়, তখন সে কঠিন ও সহজ বিষয়ে, **দূর ও নিকটে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে সক্ষম হন।"**[১]

দেখুন আল্লাহর ওলীদের যদি এমন শান হয় তাহলে রাসূল (ﷺ) এর কীরূপ শান হতে পারে?

দলীল- ১০৩

আল্লামা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ "মাজমাউল বারকাত" গ্রন্থের ১৬১ পৃষ্ঠায় বলেন,

وى عليه السلام براحوال واعمال امت مطلع است برمقر بان وخاصان درگاه خود مفيض وحاضر وناظر است -

-"হুযুর (ﷺ) নিজ উম্মতের যাবতীয় **অবস্থা ও আমল সম্পর্কে অবগত** এবং তার মহান দরবারে উপস্থিত সকলকেই ফয়েয প্রদানকারী ও সকলের নিকট তিনি হাযির- নাযির।"

মিলাদুন্নবী (ﷺ) এর ফযীলত সম্পর্কিত হাদিস সমূহের বিস্তারিত আলোকপাত

"হাদীসের নামে জালিয়াতি" বইয়ের ২৮৮ পৃষ্ঠায় আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর এবং "প্রচলিত জাল হাদিস বইয়ের ১৭৩-১৭৪ পৃষ্ঠায় মাওলানা জুনাইদ বাবুনগরী মীলাদুন্নবী (ﷺ) এর ফযীলত সম্পর্কিত খোলাফায়ে রাশেদীনের হাদিস এবং তাবেয়ীনদের হাদিসগুলোকে জাল প্রমাণ করার অনেক অপচেষ্টা চালিয়েছেন।

তারা আরও লিখেন, সর্বোপরি কোনো সহিহ, দ্বঈফ বা জাল সনদেও এই কথাগুলো বর্ণিত হয়নি। ইসলামের প্রথম ৬/৭ শত বৎসরের মধ্যে লিখিত কোনো গ্রন্থে সনদবিহীন ভাবেও এই মিথ্যা কথাগুলো উল্লেখ করা হয়নি। গত কয়েক শতাব্দী যাবত দাজ্জাল জালিয়াতগণ এ সকল কথা বানিয়ে প্রচার করছে।

মনগড়া মন্তব্যের জবাব :

আমি প্রথমে বলতে চাই, যার যতটুকু সে ততটুকুই বলতে পারে ও জানে। তাদের উক্ত মিথ্যা বক্তব্যের কোন দলিল কী তাদের নিকট আছে? আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব এই হাদিসগুলো মুফতী মুস্তফা হামীদী সাহেবের 'মিলাদ ও কিয়ামে'র বইয়ের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যেমনটি বলেছেন "প্রচলিত জাল হাদিস" বইয়ের ১৭৩ পৃষ্ঠায়

১ ইমাম ফখরুদ্দিন রাজী :তাফসীরে কাবীর:২১/৪৩৬পৃ.সূরা ক্বাহাফ,আয়াত.নং.৯

জুনাইদ বাবু নগরী। আর এই হাদিসগুলোর বর্ণনাকারীদেরকে দাজ্জাল বলেছেন; অথচ দাজ্জাল কাকে বলে তাও তাদের জান নেই। অথচ উভয়ই নিকৃষ্ট দু:সাহস দেখিয়েছেন! তারা নিজেরাই বড় দাজ্জালে পরিণত হয়েছেন সঠিক কথাগুলো গোপন করে।

১ নং হাদিস

সারা বিশ্বজুড়ে খ্যাতি সম্পন্ন মুহাদ্দিস ও তৎকালীন মক্কা শরীফের শ্রেষ্ঠতম মুহাদ্দিসদের অন্যতম ও তৎকালীন যুগের কাযি আল্লামা ইবনে হাযার হায়তামী আল-মক্কী (রহ.) এর প্রসিদ্ধ হাদিস সংকলনকৃত গ্রন্থ "ফতোয়ায়ে হাদিসিয়্যাহ" থেকে।

আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর তার উক্ত বইয়ের অসংখ্য স্থানে দলীল গ্রহণ করেছেন। তাই বুঝা গেল উক্ত গ্রন্থের লেখক গ্রহণযোগ্য মুহাদ্দেসের অন্তর্ভূক্ত। আল্লামা ইবনে হাযার হায়তামী (রহ.) (৯৭৪ হি ওফাত) এর লিখিত গ্রন্থ "আন নিয়ামাতুল কোবরা আলাল আলাম" গ্রন্থে এবং আরেক বিখ্যাত মুহাদ্দিস যিনি সর্ব বৃহৎ রাসূল (ﷺ) এর মুজিজার একটি কিতাব "হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামিন" এর লিখক আল্লামা শায়খ ইউসুফ নাবহানী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) উভয় গ্রন্থকার হযরত আবু বকর (রা.) হতে প্রথম হাদিস বর্ণনা করেন-

قال ابو بكر صديق رضى الله تعالى عنه من انفق درهما على قراءة مولد النبى صلى الله عليه وسلم كان رفيقى فى الجنة -

-"হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি মীলাদুন্নবী (ﷺ) উপলক্ষ্যে এক দিরহাম খরচ করবে সে জান্নাতে আমার সঙ্গী বা সাথী হবে।"[১]

২ নং হাদিস

قال عمر رضى الله تعالى عنه من عظم مولد النبى صلى الله عليه وسلم فقد احيا الاسلام -

-"হযরত ওমর (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি মীলাদুন্নবী (ﷺ) কে সম্মান করলো, সে যেন ইসলামকে জীবিত করলো।"[২]

৩ নং হাদিস

১ ক. আল্লামা ইবনে হাজার হায়তামী : আন্নে'মাতুল কোবরা আলাল আলাম,পৃ.৭,মীর মুহাম্মদ কুতুবখানা, করাচী।
খ.ইউসুফ নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ৩/৩৫০ পৃ:
২ ক. আল্লামা ইবনে হাজার হায়তামী : আন্নে'মাতুল কোবরা আলাল আলাম - পৃ-৭
খ. আল্লামা শায়খ মুহাদ্দিস ইউসুফ নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ৩/৩৫০ পৃ

قال عثمان رضى الله تعالى عنه من انفق درهما على قراءة مولد النبى صلى الله عليه وسلم فكأنما شهد غزوة بدر اوحنين -

-"হযরত ওসমান (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি মীলাদুন্নবী (ﷺ) পাঠ করার জন্য এক দিরহাম খরচ করল, সে যেন রাসূল (ﷺ) এর সাথে বদর ও হুনাইনের জিহাদে শরীক হওয়ার সাওয়াব পেল।"[১]

৪ নং হাদিস

قال على رضى لله تعالى عنه من عظم مولد النبى صلى الله عليه وسلم وكان سببا فى قرأته لا يخرج من الدنيا الا بالايمان ويدخل الجنة بغير حساب -

-"হযরত আলী (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি মীলাদুন্নবী (ﷺ) কে সম্মান করবে এবং উদ্যোক্তা হবে। সে ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করবে এবং বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[২]

৫ নং হাদিস

قال حسن البصرى (التابعى) رضى الله تعالى عنه : لو كان لى مثل جبل احد ذهبا فانفقته على قراءة مولد النبى صلى الله عليه وسلم -

-"প্রসিদ্ধ তাবেয়ী হযরত হাসান বসরী (রা.) বলেন যদি আমার নিকট উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও থাকত, তাহলে আমি তা রাসূলে পাক (ﷺ) এর মীলাদুন্নবীর মাহফিলে খরচ করাকে পছন্দ করতাম।"[৩]

উক্ত হাদিসগুলো, আল্লামা ইউসুফ বিন নাবহানী (রহ.) এবং আল্লামা ইবনে হাযার হায়তামী (রহ.) তাদের স্ব-স্ব কিতাবে বর্ণনা করেছেন। প্রথমে বলে রাখা ভাল, আল্লামা ইবনে হাযার হায়তামী (রহ.) সুবিখ্যাত মুহাদ্দিস যিনি হাদীসের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ করে থাকেন, যার প্রমাণ তার প্রসিদ্ধ হাদিস গ্রন্থ "ফতোয়ায়ে হাদিসিয়্যা" এবং মাযমাউদ যাওয়াইদ এ উক্ত হাদিস গ্রন্থটি পড়লে এবং তার অন্যান্য গ্রন্থগুলো পড়লে বুঝা যায়। যার প্রত্যেকটি হাদীসের পর হাদীসের সনদ নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু ইবনে হাযার (রহ.) উক্ত হাদিসগুলো বর্ণনার পরে সহিহ, হাসান, দ্বঈফ কোন কিছুই বলেন নাই, তাই বুঝা গেল তিনি হাদিসগুলো বর্ণনা করে নিরবতা

১ ক. আল্লামা ইবনে হাজার হায়তামী : আন্নি'মাতুল কোবরা আলাল আলাম,পৃ-৮
খ. আল্লামা শায়খ মুহাদ্দিস ইউসুফ বিন ইসমাঈল নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ৩/৩৫০ পৃ
২ ক. আল্লামা ইবনে হাজার হায়তামী : আন্নি'মাতুল কোবরা আলাল আলাম, পৃ-৮
খ. আল্লামা শায়খ মুহাদ্দিস ইউসুফ ইবনে নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ৩/৩৫০ পৃ
৩ ক. আল্লামা ইবনে হাজার হায়তামী : আন্নি'মাতুল কোবরা আলাল আলাম,পৃ-৮
খ. শায়খ ইউসুফ নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ৩/৩৫০ পৃ

পালন করেছেন। হক্কানী মুহাদ্দিসগণের ভাষ্যমতে যে মুহাদ্দিস হাদিস বর্ণনা করে কোন মন্তব্য না করে তাহলে বুঝা যাবে যে হাদিসটি সহিহ। অপরদিকে মিসরীয় আলেম আল্লামা শায়খ ইউসূফ বিন নাবহানী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন :

আমি অধম (ইউসূফ বিন নাবহানী) উক্ত হাদিসগুলোর পূর্ণ সনদ আমার জানা আছে তা বিস্তারিত আলোচনা করলে কিতাব দীর্ঘায়িত হওয়ার আশংকায় আমি তা উল্লেখ করলাম না। [১]

আল্লামা ইবনে হাযার হায়তামী (রাহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহি) এর লিখিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "ফতোয়ায়ে হাদিসিয়্যাহ" যা পাকিস্তানের মীর মুহাম্মদ কারখানা আরামবাগ করাচী থেকে প্রকাশিত আমার কাছে রয়েছে তার মুকাদ্দামায় বা ভূমিকায় উক্ত "আন-নি'য়ামাতুল কুবরা আলাল আলাম" গ্রন্থটি উল্লেখ করে আশেকে রাসূলদেরকে উপকৃত করেছেন। মূলত উক্ত কিতাবটি তুরস্কের মাকতাবায়ে হাক্বীয়া হতে প্রথম প্রকাশ যা স্বয়ং আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর তার বইয়ের (চতুর্থ সংস্করণে) স্বীকার করেছেন।

সিলেটে বিয়ানী বাজার আল আমিন প্রকাশনী হতে আল্লামা ইবনে হাযার হায়তামী (রাহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহি) এর লিখিত উক্ত গ্রন্থটি আরবী সহ বাংলায় অনুবাদ ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে ।

তাদের কাছে আমার আবেদন, উক্ত হাদিসগুলো কোনো হক্কানী গ্রহণযোগ্য মুহাদ্দিস জাল বা বানোয়াট বলে থাকলে তা আমাদের সামনে দলীল পেশ করুন। আর তা না হলে অযথা কারো মুখের বক্তব্য দ্বারা জাল বা বানোয়াট প্রমাণিত হবে না। অপরদিকে আল্লামা ইবনে হাযার হায়তামী রাহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহি এর **লিখিত আরেক গ্রন্থ "তুহফাতুল আখিয়ার ফী নবিয়্যিল মুখতার"** এ উক্ত হাদিসগুলো উল্লেখ করে বলেছেন, উক্ত হাদিসগুলোর সনদ আমি (মক্কীর) জানা রয়েছে, কিতাব বড় হয়ে যাওয়ার আশংকায় আমি সনদগুলো উল্লেখ করলাম না।

অপরদিকে আল্লামা ইবনে হাযার হাইতামী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) এমন একজন গ্রহণযোগ্য মুহাদ্দিস যিনি আহলে হাদিস, দেওবন্দী সকলেরই নিকট গ্রহণযোগ্য। এমনকি পাকিস্তানের আহলে হাদীসের অন্যতম গুরু মাওলানা ইব্রাহিম মীর শিয়ালকোটী তাঁর সম্পর্কে বলেন, আল্লামা ইবনে হাযার মক্কী মক্কা শরীফের মুফতী-ই-হেজায ছিলেন। [২]

১ ক. আল্লামা শায়খ ইউসূফ নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ৩/৩৫০ পৃষ্ঠা মারকাযে আহলে সুন্নাত বি বারকাতে রেযা, (গুজরাট হতে প্রকাশিত)
২ হাশিয়ায়ে তারীখে আহলে হাদিস, পৃ. ৩৯২

শুধু তাই নয়; দেওবন্দীদের অন্যতম আলেম মাওলানা **আব্দুল্লাহ গাঙ্গুহী ইবনে** হাযার সম্পর্কে বলেন, শায়খ শিহাবুদ্দিন ইবনে হাযার মক্কী আরবের প্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন এবং প্রসিদ্ধ কিতাবের রচয়িতাও। [১]

অপরদিকে পাকিস্তানের ইতিহাসবেত্তা আলামা যিয়াউল্লাহ কাদেরী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) স্বীয় "ওহাবী মাযহাব কী হাকীকত" এর ৬৫৪-৬৫৬ পৃষ্ঠায় উক্ত হাদিসগুলো বর্ণনা করে ব্যাপক আলোচনা করেছেন।

রাসূল (ﷺ) এর ছায়া মুবারক চাঁদ সূর্যের আলোতে জমিনে না পড়া হাদিস প্রসঙ্গে

মাওলানা মতিউর রহমান কৃত "প্রচলিত জাল হাদিস" এর ১৯২ পৃষ্ঠায় একটি সহিহ হাদিসকে জাল বানানোর অপচেষ্টা করেছেন। হাদিসটি সহিহ, হাসান, দ্বঈফ কোন কিছুই প্রমাণ করতে না পেরে সে হাদীসের ভিতর একজন রাবী আব্দুর রহমান ইবনে কায়েস জাফরানীকে জাল হাদিস রচনাকারী বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর এ প্রসঙ্গে আবু আলী সালেহ ইবনে মুহাম্মদের উক্তি বর্ণনা করেন। তিনি কোন কিতাবের ইবারত সহ উল্লেখ না করে, কোনো হক্কানী গ্রহণযোগ্য মুহাদ্দিসগণের মতামত উল্লেখ না করে উক্ত হাদিসটিকে জাল প্রমাণ করার অপচেষ্টা চালিয়েছেন। অথচ অসংখ্য হক্কানী মুহাদ্দিসগণ উক্ত হাদিসটিকে সহিহ বলে গ্রহণ করেছেন। উক্ত হাদিসটি পর্যালোচনা করে এতে ঐ বাবার নামটি সহ ব্যাখ্যা করেছি। উক্ত গ্রন্থাকার জাল হাদীসের নামে নিজেই জালিয়াতি করেছেন। অপরদিকে একই বক্তব্য প্রদান করে অনুরূপ অপচেষ্টা চালিয়েছেন জুনাইদ বাবুনগরী স্বীয় "প্রচলিত জাল হাদিস" এর ২২৯-২৩০ পৃষ্ঠায়। হাদীসের নামে জালিয়াতি বইয়ের ৩৫৮ পৃষ্ঠায় (চতুর্থ সংস্করণ)ও অনুরূপ বক্তব্য দিয়েছেন।

মূলত আলোচনার হাদিসটি হল ঃ

اخْرُجَ الحَكِيم التِّرْمِذِيّ عَن ذكْوَان ان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يكن يرى لَهُ ظلّ فِي شمس وَلَا قمر-

-"হযরত যাকওয়ান (রাঃ)বলেন হুযুর (ﷺ) এর **ছায়া চাঁদ** সূর্যের আলোতে জমীনে পড়ত না।"[২]

১ মুকাদ্দা-ই-ইকমালুশ শিয়াম, পৃ. ৬৩
২ ক.ইমাম হাকেম তিরমিযী: নাওয়াদিরুল উসূল : পৃ-১/২৯৮ পৃ:
খ. ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ূতী : খাসায়েসুল কোবরা : ১/১২২ পৃ:, হাদিস : ৩২৮
গ. আল্লামা ইমাম কুস্তালানী : মাওয়াহেবে লাদুন্নীয়া : ২/১২০ পৃ:
ঘ. আল্লামা ইমাম যুরকানী : শরহুল মাওয়াহেব : ৪/২২০ পৃ
ঙ. শায়খ সুলায়মান জুমাল : ফতোয়ায়ে আহমদিয়া শরহে হামবীয়া, পৃ-১৪৮

উক্ত হাদীসের সমর্থনে সহিহ সনদে ইমাম আব্দুর রাজ্জাক (রহঃ) সহিহ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

অতএব, এত বড় মুহাদ্দীসগণ উক্ত হাদিস বর্ণনা করেছেন, তারা কী হাদিস শাস্ত্র পড়ে মুহাদ্দিস হয়েছেন? নাকি আপনাদের মত না পড়ে ? আর ইমাম হাকিম তিরমিযী হলেন উচ্চ স্তরের একজন মুহাদ্দিস যিনি হাদীসের চুলছেরা বিশ্লেষণ করে থাকেন।

আর ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহঃ) হলেন একজন উচ্চস্তরের মুহাদ্দিস তিনি তাঁর (খাসায়েসুল কুবরা) কিতাবের ভূমিকায় বলেছেন যে, উক্ত কিতাবে কোন জাল হাদিস এবং মিথ্যাবাদী রাবীর স্থান নেই । আর হাকিম তিরমিযীর উক্ত হাদীসের ব্যাপারে আজ পর্যন্ত কোন হক্কানী মুহাদ্দিস কোন খারাপ মন্তব্য করেননি, কেউ তার প্রমাণ আজ পর্যন্ত দিতেও পারে নি এবং কিয়ামত পর্যন্ত দিতে পারবেও না। ইনশাআল্লাহ! উক্ত বই তিনটির মাঝে তারা কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ দিতে পারেননি যে, হাদিসটি সহিহ, হাসান, দ্বঈফ কিংবা মওদ্বু। তাই আমি তাদেরকে বলতে চাই, উক্ত হাদিস বা দলীল ছাড়াও আমি অনেক দলীল উপস্থাপন করেছি যাতে তাদের আর কোন আপত্তি করার সুযোগ না থাকে। তা ছাড়া উক্ত হাদিসটি শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ), ইউসুফ নাবহানী (রহঃ), কুস্তালানী (রহঃ), যুরকানী (রহঃ), ইমাম সুয়ূতি (রহঃ) সহ অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ সহিহ বা বিশুদ্ধ বলেই তাদের গ্রন্থে সংকলন করেছেন।

রাসূল (ﷺ) এর ছায়া থাকা প্রসঙ্গে উত্থাপিত হাদীসের ব্যাখ্যা ও তার জবাব

হযরত আনাস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এর বর্ণিত হাদীসের জবাবঃ

চ. শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী : মাদারেজুন নবুওয়াত : ১/১৪২ পৃ:
ছ. আল্লামা শায়খ ইউসুফ নাবহানী : হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামিন : পৃ : ৬৬৮ (মাকতুবাতুল জাওফিকহিয়্যাহ, মিশর)
জ. আল্লামা শায়খ ইউসুফ নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ৩/১৪২ পৃ:
ঝ. আল্লামা ইমাম মাহদী আল-ফার্সী : মাতালিউল মুসাররাত : পৃষ্ঠা নং : ৩৬৫
ঞ. আল্লামা ইবনে সালেহ : সুবলুল হুদা ওয়ার রাশাদ : ২/৯০ পৃ:
ট. আল্লামা ইমাম আহমদ রেযা : নুরুল মুস্তফা : পৃষ্ঠা নং - ৮২
ঠ. আল্লামা ইমাম মুকরিযী : আল ইমতাওল আসমা : ১০/৩০৮ পৃষ্ঠায়
ড. আল্লামা ইমাম মুকরিযী : মাকারুম বিখাসায়েসুন্নবী : এর ২/২৩৫ পৃষ্ঠায়
ঢ. আল্লামা ইমাম শফী উকাড়ভী : জিকরে জামিল : পৃ-৩২৪
ণ. আল্লামা ওমর বিন আব্দুল্লাহ সিরাজুদ্দীন : ফতোয়ায়ে সিরাজিয়া : ১/২৯৭ পৃ:

"প্রচলিত জাল হাদিস" বইয়ের (যা মাওলানা মতিউর রহমান লিখিত) ১৯৪-১৯৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত কয়েকটি হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে, যা দিয়ে নবীর ছায়া পতিত হয় তা প্রমাণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু আফসোস একটি হাদিসও নেই যে রাসূল (ﷺ) এর ছায়া যমিনে পড়তো। বরং গাছ এবং চাদর দ্বারা তাঁকে ছায়া দেয়া হত তার দলীল দিয়েছে। প্রথমত, হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদিস উল্লেখ করেন, রাসূল (ﷺ) একদিন রাত্রে নামায পড়তেছিলেন হঠাৎ হাত সামনের দিকে বাড়ান, এরপর পিছনের দিকে টেনে নেন। সাহাবীগন বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ﷺ)! নামাযে কখনও এ কাজ করতে তো আপনাকে আর দেখিনি।

রাসূল (ﷺ) বললেন, আমার কাছে জান্নাত উপস্থিত করা হল, জান্নাত থেকে কিছু নিতে চাইলে আমার প্রতি ওহী আসে, আপনি পিছনে সরে দাঁড়ান। তারপর জাহান্নাম উপস্থিত করা হল, যা আমার ও তোমাদের সামনেই ছিল। তার আগুনের আলোতে আমার ও তোমাদের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাচ্ছি।[১]

জবাব ঃ- প্রথমত জবাব হলো আপনারাই তো বলেন নবী গায়বের সংবাদ দিতে পারে না এবং তিনি গায়েব জানেন না। আপনারাই বলেন রাসূল (ﷺ) হাযির নাযির নন। তাহলে দেখুন রাসূল (ﷺ) ও সাহাবীদের সামনেই জান্নাত জাহান্নাম উপস্থিত ছিল। কিন্তু রাসূল (ﷺ) ই শুধু দেখতে পেলেন আর সাহাবীদের কাছে তো তা গায়ব ছিল। শুধু তাই নয় জান্নাত থেকে ফল নিতেও চাইলেন, রাসূল (ﷺ) এর দৃষ্টিতে বা নিকটে জান্নাত আল্লাহ কত কাছে করে দিয়েছেন। এটা কী রাসূল (ﷺ) এর গায়বের খবর নয়? আর প্রমাণিত হলো যে, রাসূল (ﷺ) এর সামনে জান্নাত জাহান্নাম উপস্থিত।

আর উক্ত হাদীসে রাসূল (ﷺ) এ কথা কোথাও বলেন নাই যে, আমি যমীনে আমার ছায়া ও তোমাদের ছায়া দেখতে পাচ্ছি। বরং বলেছেন, জাহান্নামে ظل দেখতে পাচ্ছি। ظل অর্থ এখানে যদি ছায়া করা হয় তাহলে কেন রাসূল (ﷺ) বলেননি জান্নাতেও তোমাদের ছায়া দেখতে পাচ্ছি? কেননা জান্নাতও তখন উপস্থিত ছিল সবার সামনে। এখানে ظل শব্দের অর্থ হবে شخص এর সত্ত্বা অর্থাৎ- সত্ত্বা দেখতে পেলেন। তারা অর্থ করেছেন শুধু জাহান্নামে ظل অর্থাৎ- ছায়া দেখতে পাচ্ছেন। বরং অর্থ হলো জান্নাত, জাহান্নাম উভয় স্থানেই আমার সাথে তোমাদের স্বত্ত্বা দেখতে পাচ্ছি। আর আলোচনা হচ্ছে যমিনে ছায়া পড়া প্রসঙ্গে, জান্নাত, জাহান্নামে নয়।

হযরত আবু বকর (রাঃ) এর হিজরতের হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ

১ ইমাম হাকেম নিশাপুরী : আল মুস্তাদরাক : ৫/৬৪৮পৃ.হাদিস,৮৪৫৬

মাওলানা মতিউর রহমান সাহেব তার বইয়ের ১৯৬ পৃষ্ঠায় হযরত আবু বকর (রাঃ) এর হিজরতের হাদিসটি বর্ণনা করেন এভাবে, আবু বকর (রাঃ) দাঁড়ানো ছিলেন আর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ছিলেন বসা। তাই যারা তাকে চিনতেন না, তারা আবু বকর (রাঃ) এর নিকট উপস্থিত হলেন حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبل ابو بكر رضى الله تعالى عنه حتى ظلل عليه بردائه فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك - "রাসূল (ﷺ) এর গায়ে রোদ লাগলে আবু বকর (রাঃ) অগ্রসর হয়ে নিজ চাদর দ্বারা তাকে ছায়া দান করেন। এতে সবাই চিনতে পায় যে তিনি হলেন রাসূল (ﷺ)।"[১]

হাদীসটির পর্যালোচনা ঃ

দেখুন উক্ত হাদীসে রয়েছে যে, মক্কা হতে মদিনা হিজরতের সময় হযরত আবু বকর (রাঃ) দাড়ি মোবারক সাদা ছিল, তাকে বয়োজেষ্ঠ্য মনে হয়েছিল, আর মদিনার সাহাবীরা রাসূল (ﷺ) না দেখে ঈমান এনেছিলেন বিধায় তারা অজ্ঞতাবশত আবু বকর (রাঃ) কে বয়োজ্যেষ্টের কারণে রাসূল (ﷺ) ভেবেছেন। তাই আবু বকর (রাঃ) এর সাথে সবাই সাক্ষাত করতে লাগলেন এবং ভুলবশত রাসূল (ﷺ) এর সাথে কেউ আর সাক্ষাত করতেছিলেন না। তাই আবু বকর (রাঃ) স্বীয় চাদর মোবারক দ্বারা রাসূল (ﷺ) কে ছায়া দিলেন, যাতে সবাই চিনতে পারে কে খাদেম আর কে মনিব । যাতে আনসার সাহাবীরা চিনতে পারে তিনিই হলেন আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আর আমি {আবু বকর (রাঃ)}হলাম তাঁর খাদেম। এখন এই বক্তব্য দ্বারা কিভাবে প্রমাণিত হলো যে রাসূল (ﷺ) এর ছায়া যমিনে পড়তো, কারণ ইবারতে তা নেই **বরং হযরত আবু বকর রাসূল (ﷺ) কে চিনার জন্য চাদর** দ্বারা রাসূল (ﷺ) ছায়া দান করেছেন, আর আমাদের আলোচনা হচ্ছে রাসূল (ﷺ) এর ছায়া চাঁদ সূর্যের আলোতে জমীনে পড়তো না তা নিয়ে, ছায়া দিত কিনা তা নিয়ে নয়। বুঝা গেল, এ সমস্ত হাদিস উল্লেখ করে কেবল মূর্খতাই প্রমাণিত হয়। আর উল্লেখ্য হাদীসে রাসূল (ﷺ) কে রৌদ্রের তাপের জন্য আবু বকর (রাঃ) ছায়া দেননি বরং পরিচিত হবার জন্য দিয়েছেন। দেখুন বুখারী শরীফের মুল ইবারতের শেষ অংশ। রাসূল (ﷺ) এর ছায়া জমীনে পড়ত তার কোন সহিহ প্রমাণ নেই এবং কিয়ামত পর্যন্ত তারা দিতেও পারবে না, ইনশাআল্লাহ।

হযরত যাবের (রাঃ) এর নজদের যুদ্ধের ঘটনা সংক্রান্ত হাদীসের ব্যাখ্যা :

হযরত যাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত-

غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة نجد فلما ادركته القائلة وهو فى وأد كثير العضاة فنزل تحت شجرة واستظل بها -

১ ইমাম বুখারী : আস সহীহ : ১/৫৫৫ : হাদিস : ৩৯০৫

-"আমরা নজদের যুদ্ধে রাসূল (ﷺ) এর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলাম। ময়দানে কাটাযুক্ত প্রচুর বৃক্ষ ছিল। দুপুরে বিশ্রামের **সময় হওয়াতে ছায়া গ্রহণের জন্যে তিনি** বৃক্ষের নিচে তার ছায়ায় বসেন।"[১]

উক্ত হাদীসের অপব্যাখ্যার জবাব ঃ

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আপনারাই লক্ষ্য করুন যে, উক্ত হাদীসে কোথাও আছে কি যে, রাসূল (ﷺ) এর ছায়া জমীনে পড়ত? বরং এতটুকু আছে যে, কাঁটাযুক্ত বৃক্ষের এবং অত্যন্ত রৌদ্রের কারণে গাছের নিচে বসে ছিলেন রাসূল (ﷺ) ও সাহাবায়ে কেরাম। কারণ কাঁটাযুক্ত গাছের উপর দিয়ে সাহাবীদের হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল। তাই বলে কী প্রমানিত হয় রাসূল (ﷺ) এর ছায়া জমীনে পড়ত। এমন প্রতারণামূলক মিথ্যা লেখা এবং মিথ্যা বলা গোমরাহী ছাড়া কিছুই নয়। আর আমাদের কথা বা আলোচনা হচ্ছে রাসূল (ﷺ) এর ছায়া চন্দ্র ও সূর্যের আলোতে যমীনে পড়া প্রসঙ্গ নিয়ে, ছায়ায় বসা সম্পর্কে নয়। আর রাসূল (ﷺ) এর দেহ মোবারককে সূর্যের আলো ম্লান করতে পারতো না, কারণ তিনি তো নূর। ছাহাবায়ে কেরামদের দিকে লক্ষ্য করে তিনি গাছের ছায়ায় বসে ছিলেন কারণ সাহাবায়ে কেরামগণের বৈশিষ্ট্যতো রাসূল (ﷺ) এর মত নয়।

যয়নব (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যা ও তাত্ত্বিক আলোচনা ঃ

তারা রাসূল (ﷺ) এর ছায়া পড়তো বলে ইমাম আহমদের "আল মুসনাদ" গ্রন্থ হতে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

তারা উক্ত হাদিসটি উল্লেখ করার পূর্বে বলেছেন- রাসূল (ﷺ) হযরত যয়নব (রাঃ) এর উপর অসন্তুষ্ট হন। এ অসন্তুষ্টি বেশ কিছু দিন স্থায়ী থাকে।[২]

দেখুন কত বড় অভদ্র হলে এ কথা লিখতে পারে যে রাসূল (ﷺ) তার বিবিদের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন।

আমরা বলবো এখানে ظل শব্দের অর্থ হবে দয়া, রহমত, করুনা সঠিক অর্থ। কেননা হাদিসে রয়েছে রাসূল (ﷺ) অনেকদিন অভিমান করেছিলেন হযরত যয়নব (রাঃ) এর সাথে,আর তাঁর আসাটা যয়নবের জন্য রহমত বা করুণা স্বরুপ। এ অর্থের সমর্থনে অনেক হাদিস পাওয়া যায় যেমন হযরত আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ﷺ) ইরশাদ ফরমান-

ثلاثة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، -

১ সহীহ বুখারী : ২/৫৯৩, হাদিস : ৪১৩৫
২ মাওলানা মতিউর রহমান : প্রচলিত জাল হাদিস : ১৯৫ পৃ.

-"তিন ধরনের ব্যক্তি কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর ছায়ায় (রহমতে, করুণায়) থাকবে সেদিন আল্লাহর ছায়া ব্যতীত (রহমত, দয়া) কারো ছায়া (রহমত) থাকবে না।"[১]

অনুরূপ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে আরেকটি সনদ রয়েছে।[২] এ ব্যাপারে হযরত যাবের (রাঃ) থেকেও আরেকটি সনদ রয়েছে।[৩] অনুরূপ আরও অনেক হাদিস উল্লেখ করা যেতে পারে। আমি ভ্রান্তবাদিদেরকে বলতে চাই তাদের উদ্দেশ্য যদি রাসূল (ﷺ) এবং আল্লাহর শানে ظل দ্বারা অর্থ ছায়া তথা রক্তে মাংসে গড়া মানুষ বুঝানো হয় তাহলে কী আল্লাহ আমাদের মত ছায়াসহ পড়া রক্ত মাংসে গড়া মানুষ অর্থ হবে এ হাদিসগুলোতে?

এখন প্রশ্ন করতে পারেন এই সবগুলো হাদিসতো বিশুদ্ধ নয়। আমি বলবো এই বিষয়ে বিশুদ্ধ হাদিস নিন। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ﷺ) বলেন-

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «سَبْعَةٌ يظلهم الله تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ -

-"সাত ব্যক্তি আল্লাহ পাক নিজের ছায়ায় আশ্রয় দান করিবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া (রহমত) থাকিবে না।"[৪]

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) এখানে ظل শব্দের অর্থ আল্লাহ ও রাসূলের শানে করেছেন اى رحمته -"তার রহমতের নিচে।"[৫]

যাকওয়ান এর হাদীসের সমর্থনে সহিহ হাদিস :

যাকওয়ানের হাদীসের সমর্থনে সহিহ সনদে ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহঃ) হাদিস বর্ণনা করেছেন,

১ ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ূতী : জামেউস-সগীর : ১/২৬২ পৃ. হাদিস : ৩৫০০
২ ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ূতী : জামেউস-সগীর : ১/২৬২ পৃ. হাদিস : ৩৫০১
৩ ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ূতী : জামেউস-সগীর : ১/২৫৫ পৃ. হাদিস : ২৪২৫
৪ ক. বুখারী : আস-সহীহ : ২/১৪৩ পৃ. হাদিস : ৬৬০
খ. মুসলিম : আস-সহীহ : ২/৭১৫ পৃ. হাদিস : ১০৩১
গ. তিরমিযী : আস-সুনান : ৪/৫১৬ পৃ. হাদিস : ২৩৯১
ঘ. নাসায়ী : আস-সুনান : ৮/২২২ পৃ. হাদিস : ৫৩৮০
ঙ. মালেক : মুয়াত্তা : ২/৯৫৩ পৃ. হাদিস : ১৪
৫ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : মেরকাত : ২/৩৭৮ পৃ. হাদিস : ৭০১

عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال : اخبرنى نافع أن ابن عباس قال : لم يكن مع الشمس قط الا غلب ضوءه الشمس , ولم يقم مع سراج قط الا غلب ضوءه السراج-

-"ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহঃ) ইবনে যুরাইয (রহঃ) হতে তিনি হযরত নাফে (রাঃ) হতে তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে তিনি বলেন, হুযুর (ﷺ) এর কোন ছায়া ছিল না, **তাঁর ছায়া সূর্যের আলোতে পড়তো না** বরং তাঁর নূরের আলো সূর্যের আলোর উপরে প্রাধান্য বিস্তার করতো এবং কোন বাতির আলোর সামনে দাড়ালেও বাতির আলোর উপরে তাঁর নূরের আলো প্রাধান্য বিস্তার করতো।"[১]

উক্ত হাদিসে সনদ পর্যালোচনা-

প্রথম রাবী : ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহঃ) এর সিকাহ বিশ্বস্ততা সম্পর্কে সামনে হযরত যাবের (রাঃ) এর নূরের হাদিসে আলোচনা করা হবে দেখে নিবেন। ইনশাআল্লাহ।

দ্বিতীয় রাবী : হযরত ইবনে যুরাইয (রহঃ) সম্পর্কে রিযাল শাস্ত্রবিদ্যগণ বলেন তিনি সিকাহ ছিলেন, তিনি একজন মর্যাদাবান বর্ণনাকারী ছিলেন, তবে তিনি تدلس করতেন ও মুরসাল করতেন।[২]

তৃতীয় রাবী : হযরত না'ফে (রাঃ) তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের আজাদ কৃত গোলাম ছিলেন। তিনি একজন উচ্চতর ফকীহ ছিলেন, সিকাহ বা বিশ্বস্ত ছিলেন এবং দৃঢ় বা শক্তিশালী রাবী ছিলেন। তিনি ১১৭ হিজরীতে ওফাত হয়।[৩]

চতুর্থ রাবী : চতুর্থ রাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী ছিলেন যা সবার নিকট পরিচিত।

এ হাদিসের সমর্থিত সনদের আরেক হাদিস ঃ

উক্ত হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর মতনের ও সনদের সমর্থনে অন্য একটি ধারায় এ হাদিসটি ইমাম তাকি উদ্দিন আহমদ ইবনে আলী মাকরীযী (রহ.) (ওফাত.৮৪৫হি.) তিনি সনদটি বর্ণনা করেন এভাবে

১ ইমাম আব্দুর রাজ্জাক : জযউল মুফকুদ মিন মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক : ১/৫৬ পৃ.হাদিস : ২৫
২ ক. ইবনে হাজার আসাকলানী : তাকরীবু-তাহযীব : ১/১৪২ রাবী নং : ৪১৯৩
খ. ইবনে হাজার আসকালানী : তাহযীবুত-তাহযীব : ২/৬১৬
গ. ইবনে মিয্যী : তাহযীবুত-কামাল : ১৮/৩৩৮
৩ ক. ইবনে হাজার আসাকলানী : তাকরীবু-তাহযীব : ২/১৮৮ রাবী নং : ৭০৮৬
খ. ইবনে মিয্যী : তাহযীবুত-কামাল : ২৯/২৯ পৃ.
গ. ইবনে হাজার আসকালানী : তাহযীবুত-তাহযীব : ৪/২১০

وقال أحمد بن عبد الله الغدافي أخبرنا عمرو بن أبي عمرو عن محمد بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه: لم يكن لرسول الله ظل، ولم يقم مع شمس قط إلا غلب ضوء الشمس، ولم يقم مع سراج قط إلا غلب ضوءه على ضوء السراج.

-"আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ গাদ্দাফী বলেন,আমাদেরকে (তাবেয়ী) আমর ইবনে আবি আমর বলেন (ওফাত.১৫০হি.) তিনি বলেন আমাকে মুহাম্মদ ইবনুস সায়িব (ওফাত.১৪৬ হি.) তিনি বলেন আমাকে (তাবেয়ী) 'আবু সালেহ বাযাম' বলেছেন, তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে তিনি বলেন **রাসূল (দ.) এর ছায়া ছিল না...।"**[১] তাই প্রমানিত হলো এ হাদিসটির দু'টি সূত্র ইতিমধ্যে পাওয়া গেল। সামনে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারকের আরেকটি সূত্র উল্লেখ করা হবে।

রাসূল (ﷺ) এর ছায়া না থাকার আরও কিছু গ্রহণযোগ্য প্রমাণঃ

দলীল নং- ১-৪

বিশ্ববিখ্যাত উসূলবিদ আল্লামা আবুল বারাকাত আন্-নাসাফী (রহ.) যিনি সবার নিকটই গ্রহণযোগ্য তার তাফসীর গ্রন্থে একটি হাদিস উল্লেখ করেন-

وقال عثمان إن الله ما أوقع ظلم على الأرض لئلا يضع إنسان قدمه على ذلك الظل

-"আমিরুল মুমিনীন হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান (রা.) বলেন হুযুর(ﷺ)এর ছায়া আল্লাহ যমিনে ফেলেননি যাতে কোন **মানুষ** তার ছায়ার উপর পা রাখতে না পারে।"[২]

দলীল নং- ৫-৮

যুগবরণ্য ইমাম সায়্যিদুনা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক(রহ.)ও বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম হাফেয ইবনে যওজী (রহ.) হযরত সায়্যিদুনা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে সহিহ সনদে বর্ণনা করেন-

১ আল্লামা ইমাম মাকরীযী,ইমতাউল আসমা'আ বিমা লিন্নাবিয়্যি মিনাল আহওয়াল,২/১৭০পৃ.,দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ,বয়রুত,লেবানন। এ হাদিসটির অনুবাদ একাধিক বার দেয়া হয়েছে, এ জন্য এখানে পুনরায় দেয়া হয়নি।

২ ক. ইমাম আবুল বারাকাত নাসাফী : তাফসীরে মাদারিক:২/৪৯২পৃ.সূরা নুর
খ. আল্লামা শফী উকাড়ভী : শামে কারবালা:৩২৪প,
গ. আল্লামা শফী উকাড়ভী : জিকরে জামীল:৩২৪প,
ঘ. আল্লামা গোলাম রাসূল সাঈদী : তাওজিহুল বায়ান: পৃ-২৪২
ঙ.আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী,রিসালায়ে নূর,২৫পৃ.

لَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظِلٌّ وَلَمْ يَقُمْ مَعَ الشَّمْسِ قَطُّ إِلَّا غَلَبَ ضَوْئُه ضَوْءَ الشَّمْسِ وَلَمْ يَقُمْ مَعَ سِرَاجٍ قَطُّ إِلَّا غَلَبَ ضَوْئُه ضَوْءَ السِّرَاجِ

-"হুজুর (ﷺ) **এর ছায়া ছিল না।** তিনি যখনই সূর্যের মুখোমুখি দন্ডায়মান হতেন তাঁর নূর সূর্যের আলোর উপর প্রবল থাকত এবং প্রদীপের আলোতে দন্ডায়মান হলে তাঁর নূরের দ্যুতি ওটার দীপ্তিতে ম্লান করে দিত।"[১]

দলীল নং- ৯-১৪

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহ.) ইবনে সাবা (রহ.) এর মন্তব্য এভাবে বর্ণনা করেন-

قَالَ ابْن سبع من خَصَائِصه ان ظله كَانَ لَا يَقع على الأَرْض وَأَنه كَانَ نورا فَكَانَ إِذا مَشى فِي الشَّمْس أَو الْقَمَر لَا ينظر لَهُ ظلّ

-"হযরত ইবনে সাবা (রহ.) বলেছেন, এটা হুযুর (ﷺ) বৈশিষ্ট্যাবলীর অন্তর্গত যে, হুযুর (ﷺ) এর ছায়া যমীনে পড়তো না এবং তিনি ছিলেন সম্পূর্ন নূর। তিনি যখন হাটতেন সূর্যালোকে অথবা চন্দ্রালোকে তাঁর ছায়া দেখা যেত না।"[২]

দলীল নং- ১৫

ইমাম কাযী আয়ায (রহ.) বলেন,

وَمَا ذُكِرَ من أَنَّهُ كَانَ لَا ظل شخصه فِي شَمْس وَلَا قَمَر لِأَنَّهُ كَانَ نُورًا وَأَنَّ الذُّبَابَ كَانَ لَا يَقَعُ عَلَى جَسَدِهِ وَلَا ثِيَابِهِ-

-"তাঁর নবুওয়াত ও রিসালাতের প্রমাণাদির মধ্যে এটাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর শরীর মোবারকের ছায়া হতো না, না সূর্যালোকে না চন্দ্রালোকে। কারণ তিনি ছিলেন নূর। তাঁর শরীর ও পোষাকে মাছি বসত না।"[৩]

১ ক. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : জামেউল ওয়াসায়িল : ১/২১৭ পৃ
খ. আল্লামা ইমাম যুরকানী : শরহুল মাওয়াহেব : ৪/২২০ পৃ
গ. আল্লামা ইমাম মুনাদী : শরহে শামায়েল : ১/৪৭ পৃ
ঘ. আল্লামা শফী উকাড়ভী : জিকরে জামীল : ৩২৪ পৃ
ঙ.যওজী,আল-ওফা বি আহওয়ালিল মুস্তফা,২/৪৭পৃ.বয়রুত, লেবানন।

২ ক. আল্লামা ইমাম জালালুদ্দীন সুয়তী : খাসায়েসুল কোবরা : ১/১১২ পৃ, হাদিস : ৩২৮
খ. আল্লামা ইমাম যুরকানী : শরহুল মাওয়াহেব : ৪/২০২ পৃ
গ. ইমাম আহমদ রেযা খাঁন বেরেলভী : নুরুল মোস্তফা : পৃ-৮২
ঘ. আল্লামা ইমাম ফার্সী : মাতালিউল মুসাররাত শরহে দালায়েলুল খায়রাত : পৃ-৩৬৫
ঙ. শায়খ ইউসুফ বিন নাবহানী : হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামিন-৬৬৮ পৃ
চ. শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দেছ দেহলভী : মাদারেজুন নবুওয়াত : ১/১৪২ পৃ

৩ ক. ইমাম কাজী আয়ায : শিফা শরীফ,১/৪৬২পৃ.দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ,বয়রুত, লেবানন।
খ.ইমাম সাখাভী,মাকাসিদুল হাসানা,৮৫পৃ.হাদিস ঃ ১২৬

দলীল নং- ১৬

আল্লামা ইমাম শিহাবুদ্দিন খিফ্ফাযী মিশরী(রহমাতুল্লাহি আলাইহি)তাঁর ব্যাখ্যায় বলেন, হুযুর (ﷺ) এর **ছায়া মোবারক তাঁর মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণে যমীনে** ফেলা হয়নি। অথচ সমস্ত মানুষ তাঁর ছায়ায় বিশ্রাম করছে। অতঃপর বলেন, কুরআনুল করীমের উক্তি মতে তিনি উজ্জ্বল নূর এবং নূরের কোন ছায়া থাকে না।[১]

দলীল নং- ১৭

হযরত মাওলানা রূমী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "মসনবী শরীফে" বলেন,

چوں فناشی از فقر پیرایہ بود

اومحمد دار بے سایہ بود

-"যেহেতু খোদাপ্রেমে হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর বিলীনতা দারিদ্র্যে সুশোভিত ছিল। সুতরাং **তিনি ছায়া** বিহীন ঘর স্বরূপ হন।"[২]

দলীল নং- ১৮

মাওলানা বাহরুল উলুম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার মসনবী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে মাওলানা রূমী(রহমাতুল্লাহি আলাইহি)'র উক্ত বক্তব্যের ব্যাখ্যায় বলেন,

درمصرع ثانی اشارہ بہ معجزہ آں سرو صلی اللہ علیہ وسلم کہ آں سرو را سایہ نہ می افتاد

-"দ্বিতীয় পংক্তিতে বিশ্বকুল সরদার হুজুর (ﷺ) এর মোজিযার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, **হুযুরের ছায়া ছিল না।**"

দলীল নং- ১৯-২০

আল্লামা ইমাম আহমদ ইবনে মুহাম্মদ কুস্তালানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

لَمْ يَكُنْ له صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظِلٌّ فِيْ شَمْسٍ وَلَا قَمَرٍ

-"বিশ্বকুল সরদার **হুযুর (ﷺ) এর ছায়া,** না সূর্যালোকে ছিল,না চন্দ্রালোকে।"[৩]

দলীল নং- ২১

ইমাম মুহাম্মদ আবদুল বাকী যুরকানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার ব্যাখ্যায় বলেন ঃ

১ আল্লামা ইমাম শিহাবুদ্দিন খিফ্ফাযী : ১/২৪২ নাসিমুর রিয়াদ্বঃ ৩/২৮২ পৃ. মাতবায়ে দারুল মা'রিফ, বয়রুত।

২ মাওলানা রূমী : মসনভী শরীফ : পঞ্চম দফতর : ৭৭ পৃ.

৩ ক. আল্লামা ইমাম কুস্তালানী : মাওয়াহেবে লাদুন্নীয়া : ২/৮৫পৃ. মাকতুবাতুত-তাওফিকহিয়্যাত, কাহেরা,মিশর।

খ. আল্লামা ইমাম যুরকানী : শরহুল মাওয়াহিব, ৪/২২০পৃ.

ولم يكن له ـصلى الله عليه وسلم- ظل في شمس ولا قمر لِأَنَّهُ كَانَ نُورًا

-"হুযুর (ﷺ) **এর ছায়া, না সূর্যালোকে ছিল,** না চন্দ্রালোকে। **তার কারণ তিনি** ছিলেন নূর।"[১]

দলিল নং- ২২

আল্লামা ইমাম কুস্তালানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)বলেন

رواه البيهقى، ولم يقع له ظل على الأرض، ولا رؤى له ظل فى شمس ولا قمر

-"ইমাম বায়হাকী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বর্ণনা করেছেন যে চাঁদ **সূর্যের আলোতে রাসূল এর ছায়া দেখা যেত না।**"[২]

দলিল নং- ২৩

ইমাম কুস্তালানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন

فكان إذا مشى فى الشمس أو القمر لا يظهر له ظل. قال غيره: ويشهد له قوله ـصلى الله عليه وسلم- فى دعائه: «واجعلنى نورا»

-"তিনি যখন হাটতেন সূর্যালোকে অথবা **চন্দ্রালোকে তাঁর ছায়া দেখা যেত না।** এ কথার সাক্ষ্য দেয় রাসূল (দ.) এর বুখারী শরীফের এ হাদিস যে আল্লাহ তমি আমাকে নূর বানিয়ে দাও।"[৩]

দলীল নং- ২৪

আল্লামা হোসাইন ইবনে মুহাম্মদ দিয়ার বকরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন ঃ

لم يقع ظِلّه على الأرض وَلا رأىَ له ظِل فى شَمْسٍ وَلَا قَمَرٍ

-"**হুজুর (ﷺ) এর ছায়া যমীনে পড়তো না, আর তার ছায়া না সূর্যালোকে দেখা** যেতো, না চন্দ্রালোকে।"[১]

* ইমাম রাগিব ইস্পাহানী → মুফরাদাত ৩২৭ → গ্রন্থে মুজাসসম
* ইমাম হাসকাফী → পৃষ্ঠা 202

১ আল্লামা ইমাম যুরকানী : শরহুল মাওয়াহেব : ৫/৫২৪.পৃঃ

২ ক. আল্লামা ইমাম কুস্তালানী : মাওয়াহেবে লাদুন্নীয়া :২/৩৪৩পৃ. মাকতুবাতুত-তাওফিকহিয়্যাত, কাহেরা, মিশর।

খ. আল্লামা ইমাম যুরকানী : শরহুল মাওয়াহিব, ৪/২২০পৃ.

৩ ক. আল্লামা ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ূতী : খাসায়েসুল কোবরা : ১/১১২ পৃ, হাদিস : ৩২৮

খ. আল্লামা ইমাম যুরকানী : শরহুল মাওয়াহেব : ৪/২০২ পৃ

গ. ইমাম আহমদ রেযা খাঁন বেরেলভী : নুরুল মোস্তফা : পৃ-৮২

ঘ. আল্লামা ইমাম ফার্সী : মাতালিউল মুসাররাত শরহে দালায়েলুল খায়রাত : পৃ-৩৬৫

ঙ. শায়খ ইউসুফ বিন নাবহানী : হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামিন-৬৬৮ পৃ

চ. শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী : মাদারেজুন নবুওয়াত : ১/১৪২ পৃ

দলীল নং- ২৫

আল্লামা ইবনে হাযার মক্কী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন ঃ

وَمِمَّا يُؤَيِّدُ اَنَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ضَاءَ نُورًا اَنَّه كَانَ اِذا مَشى فِى الشَّمس وَالقَمَر لَا يَظهرُ لَه ظِلٌّ لِاَنَّه لَايَظهرُ اِلَّا الكَثِيفِ وَهوَ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قد خَلصَه اللهُ مِن سَائِر الكَثَافاتِ الجِسمَانِيَّة وَصَيَّرَه نُورًا صِرفًا لَايَظهرُ ظِلٌّ الَا

-"হুযুরের সম্পূর্ণ নূর হওয়ার সমর্থন এ থেকে হয় যে, সূর্যালোকে কিংবা **চন্দ্রালোকে তাঁর ছায়া হতো না**। কারণ ছায়া তো হয় জড় দেহের আর হুযুর (ﷺ) কে আল্লাহ তায়ালা সকল শারীরিক জড়তা থেকে নিখুঁত করতঃ সম্পূর্ণ নূরে পরিণত করেছিলেন। অতএব হুযুর (ﷺ) এর কোন ছায়া ছিল না।"[২]

দলীল নং- ২৬

আল্লামা সোলায়মান জুমাল (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

لمْ يكن له صلى الله عليه وسلم ظل يظهر فى شمس ولا قمر

-"হুযুর (ﷺ) এর ছায়া না সূর্যালোকে হতো এবং না চন্দ্রালোকে।"[৩]

দলীল- ২৭

শায়খুল মুহাদ্দিসীন হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

ونبود مر آں حضرت صلى الله عليه وسلم را سايه در آفتاب نه در قمر

-"নূরে মুজাস্‌সাম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর ছায়া না সূর্যালোকে ছিল, না চন্দ্রালোকে।"[৪]

দলীল নং- ২৮

হযরত ইমাম রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন ঃ

ادرا صلى الله عليه وسلم سايه نبود در عالم شهادت سايه بر شخص از شخص لطيف ترست چون لطيف تر از وے صلى الله عليه وسلم در عالم نباشد اورا سايه چه صورت دارد؟

১ আল্লামা হোসাইন ইবনে মুহাম্মদ দিয়ার বকরী : তারীখুল খামীস ফি আহওয়ালি আনফাসে নাফীস : ১/২১৯ পৃ.,দারুল সদর,বয়রুত,লেবানন।
২ আল্লামা ইমাম ইবনে হাজার মক্কী : আফযালুল কুরা :১৮৬পৃ.
৩ আল্লামা সোলায়মান জুমাল : ফুতূহাতে আহমদিয়া : ৫ পৃ.
৪ শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী : মাদারিজুন্নবুওয়াত, ১/৪৩ পৃ.

-"হুযুর (ﷺ) এর ছায়া ছিল না, কারণ ইহ জগতে **প্রত্যেক ব্যক্তির ছায়া** তাঁর চেয়েও সূক্ষ্মতম হয়। যেহেতু হুজুর (ﷺ) অপেক্ষা সূক্ষ্মতম কোন বস্তু জগতে নেই, অতএব হুযুরের ছায়া কিরূপে হতে পারে ?"[১]

দলীল নং- ২৯

হযরত মাওলানা শাহ্ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিস দেহলভী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন ঃ

سايه ايشاں بر زمين نمى افتاد

-"হুযুর (ﷺ) এর ছায়া যমীনে পড়তো না।"[২]

দলীল নং- ৩০

আল্লামা কাযী সানাউল্লাহ পানীপতি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন :

اولياء الله گفته اند ارواحنا اجسادنا واجسادنا ارواحنا يعنى ارواح ما كار اجساد مى كنند وگاہے اجساد از غايت لطافت برنگ اوراح مى برايد ومى گويند كه رسول خدا را سايه نبود صلى الله عليه وسلم

-"আল্লাহর অলিগণ বলেন, আমাদের আত্মাসমূহ আমাদের দেহ এবং আমাদের দেহ সমূহ আমাদের আত্মা। অর্থাৎ- কোন কোন সময় আমাদের আত্মা দেহের কাজ করে এবং কোন কোন সময় আমাদের দেহ চূড়ান্ত সূক্ষ্মতা অবলম্বন করতঃ আত্মারূপে প্রকাশিত হয়। এজন্যই হুযুর (ﷺ) এর ছায়া ছিল না।"[৩]

দলীল নং- ৩১

আল্লামা শায়খ ইউসুফ নাবহানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বর্ণনা করেন-

و كان اذا مشى فى قمر او شمس لا يظهر له ظل-

-"রাসূল (ﷺ) যখন চন্দ্র ও সূর্যের আলোতে হাটতেন তখন তার ছায়া প্রকাশ পেত না।"[৪]

দলীল নং- ৩২

বিরুদ্ধবাদীদের সরদার দেওবন্দী মাওলানা রশিদ আহমদ গাংগুহী বলেন :

حق تعالى در شان حبيب خود صلى الله عليه وسلم فرمود كه آمده نزد شما از طرف حق تعالى نور وكتاب مبين ومراد از نور ذات پاک حبيب خدا صلى

১ আল্লামা ইমাম মুজাদ্দেদে আলফেসানী : মাকতূবাত শরীফ : তৃতীয় খন্ড,৯৩পৃ.
২ শায়খ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলভী : তাফসীরে আযীযী, সূরা ওয়াদ্দোহা ঃ ৩/৩১২পৃ.
৩ আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানীপথি : তাযকিরাতুল মাওতা ওয়াল কুবুর : পৃ-২১
৪. শায়খ ইউসুফ নাবহানী,যাওয়াহিরুল বিহার,১/৪৫৩পৃ.

الله علیہ وسلم نیز فرمود کہ اے نبی ترا شاہد مبشر و نذیر وداعی الی الله وسراج منیر فرستادہ ایم ومنیر روشن کنندہ ونور دہندہ را گویند پس اگر کسے را روشن کردن از انساناں محال بودے آن ذات پاک صلی الله علیہ وسلم را ہم ایں امر میسر نیامد کہ آ ذات پاک صلی الله علیہ وسلم ہم از جملہ اولاد آدم علیہ السلام اند مگر آں حضرت صلی الله علیہ وسلم ذات خود را چناں مطہر فرمود کہ نور خالص گشتند وحق تعالی ان جناب سلامہ علیہ را نور فرمود وبہ تواتر ثابت شد کہ آں حضرت عالی سایہ نہ داشتند ظاہر است کہ بجز نور ہمہ اجسام ظل می دارند۔

-"আল্লাহ তায়ালা তাঁর হাবীব (ﷺ) এর শানে ফরমায়েছেন, তোমাদের কাছে আল্লাহর নিকট হতে এক নূর ও স্পষ্ট কিতাব এসেছে। নূর দ্বারা হাবীবে খোদা (ﷺ) এর পবিত্র সত্তাকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা আরো ফরমায়েছেন, হে নবী (ﷺ)! আমি তো আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী, আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী এবং উজ্জ্বল প্রদীপ (সিরাজে মুনীর) রূপে পাঠিয়েছি। আর 'মুনীর' উজ্জ্বলকারী ও আলোকদাতাকে বলে। সুতরাং মানুষের মধ্যে কাউকে উজ্জ্বল করা যদি অসম্ভব হতো তাহলে হযরত (ﷺ) এর পবিত্র সত্তার অন্তর্গত কিন্তু তিনি (ﷺ) তাঁর মোবারক সত্তাকে এমনভাবে পবিত্র করেছেন যে, তিনি নিখুঁত নূরে পরিণত হন এবং আল্লাহ তায়ালা তাকে নূর ফরমায়েছেন। আর সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, **রাসূল (ﷺ) এর ছায়া ছিল** না এবং এটাও প্রকাশ্যমান যে, নূর ব্যতীত সমুদয় জড় দেহের ছায়া থাকে।"[১]

দলীল নং- ৩৩

মাওলানা আশরাফ আলী থানবী বলেন ঃ এ কথা প্রসিদ্ধ যে, আমাদের হুযুর (ﷺ) এর ছায়া ছিল না। (কারণ) আমাদের হুজুর (ﷺ) এর আপাদমস্তক নূরানী ছিলেন। হুযুর (ﷺ) এর মধ্যে নামমাত্রও অন্ধকার ছিল না। কেননা ছায়ার জন্য অন্ধকার অপরিহার্য।[২]

রাসূল (ﷺ) এর ইলমে গায়ব সংক্রান্ত কয়েকটি হাদিস পর্যালোচনা

"হাদীসের নামে জালিয়াতি" বইয়ের ২৮৯ পৃষ্ঠায় তাদের বানানো একটি জাল হাদিস উল্লেখ করে তাকে জাল বলে দাবী করেছেন যে, সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জ্ঞান রাসূল (ﷺ) এর ছিল না। নাউযুবিল্লাহ

১ মাওলানা রশিদ আহমদ গাংগুহী : ইমদাদুস সুলূক, পৃ-৮৫
২ মাওলানা আশরাফ আলী থানবী : শুক্রুন নিমাতির বিযিকরি রাহমানির রাহমাতি, পৃ-৩৯

আল্লামা আব্দুল হাই লাখনৌভীর বর্ণনা দিয়ে দাবী করেছেন যে, এই সমস্ত হাদিসগুলো সাজানো মিথ্যা ও বানোওয়াট কথা। সহিহ হাদিস দ্বারা এই সমস্ত দাজ্জালদের কথার জবাব দেয়ার চেষ্টা করবো। ইনশাআল্লাহ।

প্রথম হাদিসঃ

বুখারী শরীফের بدء الخلق وذكر الانبياء ও মিশকাত শরীফের بدء الخلق নামক অধ্যায়ে হযরত উমর (ﷺ) হতে বর্ণিত আছে-

وَعَن عمر قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلُ الجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ حَفِظَ ذَلِكَ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نسيَه ". رَوَاهُ البُخَارِيّ -

-"হযরত ওমর (ﷺ) বলেন, রাসূল (ﷺ) এক জায়গায় আমাদের সাথে অবস্থান করছিলেন। সেখানে তিনি আমদেরকে সৃষ্টির সূচনা থেকে সংবাদ দিচ্ছিলেন। এমনকি **বেহেস্তবাসী দোযখবাসীগণ নিজ নিজ ঠিকানায় পৌঁছে যাওয়া অবধি পরিব্যাপ্ত যাবতীয় অবস্থা ও ঘটনাবলীর বর্ণনা প্রদান করেন**। যিনি ওসব বিষয় স্মরণ রাখতে পেরেছেন তিনি তা স্মরণ রেখেছেন, আর যিনি স্মরণ রাখতে পারেননি তিনি ভুলে গেছেন।"[১]

এখন. ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব কি বুখারী শরীফ পড়েননি, নাকি পড়েও সত্যকে ধামা চাপা দিয়েছেন। দেখুন রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন যে,

وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ طلبَ العِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ العُلَمَاءَ أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يصرف بِهِ وُجُوه النَّاس إِلَيْهِ أدخل الله النَّار» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ ورواه ابن ماجه عن ابن عمر -

-"হযরত কাব ইবনে মালিক (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আলিমগণের সাথে বিতর্কে জয়লাভের জন্য অথবা মূর্খদের সাথে **বাক-বিতন্ডা করার** জন্য কিংবা সাধারণ মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার **জন্য ইলম অন্বেষণ** করবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।"[২]

১ ক. ইমাম বুখারী : আস্ সহীহ্ :৬/২৮৬পৃ.হাদিস,৩১৯২
খ. খতিব তিবরীযি : মিশকাতুল মাসাবিহ্ :৪/৫০৬পৃ.হাদিস,৫৬৯৯
গ. ইমাম আবূ দাউদ,আস্-সুনান,৪/৪৪১পৃ. হাদিস,৪২৪০
ঘ. ইমাম তিরমিযী,আস্-সুনান, ৪/৪১৯পৃ. হাদিস,২১৯১
ঙ. ইমাম আহমদ,আল-মুসনাদ,৫/৩৮৫পৃ.
চ. ইমাম বুখারী,আস্-সহিহ,১১/৪৯৪পৃ.হাদিস,৬৬০৪
ছ. ইমাম মুসলিম,আস্-সহিহ,৫/২২১৭পৃ. হাদিস,২৮৯১ এবং ২৩
জ. ইমাম ইবনে মাযাহ্, আস্-সুনান, ২/১৩৪৬পৃ.হাদিস,৪০৫৩
ঝ. ইমাম খতিব তিবরিযী,মিশকাতুল মাসাবীহ,কিতাবুল ফিতান,৪/২৭৮পৃ.হাদিস,৫৩৭৯
২ ক. ইমাম খতিব তিবরিযী, মিশকাতুল মাসাবীহ, ১/৬৪পৃ. হাদিস,২২৫-২২৬

তাই আমি বলতে চাই, এই সমস্ত আলেমরা সাধারণ মানুষদের বিপাকে ফেলার জন্য ঝগড়া সৃষ্টি করে ইসলামের মাঝে ফাটল ধরাতে চায়। তাই আল্লাহ তায়ালার দরবারে এই সমস্ত নামধারী আলেমদের থেকে পানাহ চাই, যে ব্যক্তি জেনে শুনে রাসূল (ﷺ) এর সত্য হাদিসকে গোপন করে। এ প্রসঙ্গে রাসূল (ﷺ) বলেন-

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ ثُمَّ كَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ ورواه ابن ماجه عن انس

-"হযরত আবু হুরায়রা (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তিকে এমন ইলমের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়, যা সে জানে। **অতঃপর সে তা গোপন করে রাখে।** কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেয়া হবে।"[১]

তাই উক্ত বইয়ের লেখক আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীরকে বলতে চাই যে আপনি রাসূল (ﷺ) এর ইলমে গায়বের সত্য হাদিসকে গোপন করেছেন, রাসূল (ﷺ)-এর এই শাস্তির ঘোষণা কী আপনার জানা নেই? জানা আছে, নাকি নজদীদের টাকায় সব ভুলে গেছেন ? বুখারী শরীফের উক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) তদীয় উমদাদুল ক্বারী শরহে বুখারীর ১৫ খন্ডের ১১০ নং পৃষ্ঠায় বলেন-

دلالة على أنه أخبر فِي المجْلس الوَاحِد بجَمِيع أَحْوَال المَخْلُوقَات من ابتدائها إِلَى انتهائها، -

-"এ হাদিস থেকে বুঝা গেল একই অবস্থানে হুযুর (ﷺ) সৃষ্টি কুলের আদ্যাপান্ত যাবতীয় অবস্থার খবর দিয়েছিলেন।"

দ্বিতীয় হাদিস ঃ

মিশকাত শরীফের معجزة অধ্যায়ে মুসলিম শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে হযরত আমর ইবনে আখতাব আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত,

فَأَخْبَرَنَا بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَأَعْلَمُنَا أَحفظنا. رَوَاهُ مُسلم -

খ. ইমাম তিরমিযী,আস্-সুনান,৫/৩২পৃ. হাদিস,২৬৫৪
গ. ইমাম ইবনে মাযাহ,১/৯৩পৃ. হাদিস,২৫৩
১ ক. ইমাম খতিব তিবরিযী,মিশকাতুল মাসাবীহ,কিতাবুল ইলম, ১/৬৪পৃ. হাদিস,২২৩-২২৫
খ. ইমাম তিরমিযী,আস্-সুনান,৫/৩২পৃ. হাদিস,২৬৪৯,তিনি বলেন সনদটি হাসান।
গ. ইমাম ইবনে মাযাহ, আস্-সুনান,১/৯৬পৃ. হাদিস,২৬১
ঘ. ইমাম আহমদ, আল-মুসনাদ,২/২৬৩পৃ.
ঙ. ইমাম আবূ দাউদ, আস্-সুনান,৫/৬৭পৃ. হাদিস,৩৬৫৮
চ. ইমাম ইবনে মাযাহ,আস্-সুনান,১/৯৭পৃ. হাদিস,২৬৪,তিনি হযরত আনাসের সূত্রে।

-"আমাদেরকে সেই সমস্ত ঘটনাবলীর খবর দিয়েছেন যেগুলো **কিয়ামত পর্যন্ত** ঘটতে থাকবে। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলেম হলেন তিনি যিনি এসব বিষয়াদী সর্বাধিক স্মরণ রাখতে পেরেছেন।"[১]

তৃতীয় হাদিস ঃ

মিশকাত শরীফের الفتن অধ্যায়ে হযরত হুযাইফা (ﷺ) থেকে বর্ণিত হয়েছে-

مَا تَرَكَ شَيْئًا يَكُونُ فِي مقامه إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلَّا حَدَّثَ بِهِ حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ.

-"রাসূল (ﷺ) সে **স্থানে কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে** সব কিছুর খবর দিয়েছেন। কোন কিছুই বাদ দেননি। যারা মনে রাখার তারা মনে রেখেছেন, যারা ভুলে যাওয়ার ভুলে গেছেন।"[২]

চতুর্থ হাদিস ঃ

হযরত আবু যর গিফারী (ﷺ) বলেন-

13971 - «وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: لَقَدْ تَرَكَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَا يُحَرِّكُ طَائِرٌ جَنَاحَيْهِ فِي السَّمَاءِ إِلَّا ذَكَّرَنَا مِنْهُ عِلْمًا»، رَوَاهُ أَحْمَدُ، -

-"হুযুর (ﷺ) আমাদের নিকট থেকে এ অবস্থায় বিদায় নিয়েছেন যে, কোন পাখি তার ডানা **হেলানোর যার বর্ণনাও** তিনি আমাদের কাছে বাদ দেননি।"[৩]

৫ম হাদিস ঃ

১ ক. ইমাম মুসলিম : আস্ সহীহ : ৪/২২১৭ পৃ. হাদিস নং : ২৮৯২ এবং ২৫
খ. ইমাম খতিব তিবরীযি : মিশকাতুল মাসাবীহ্ শরীফ, ৪/৩৯৭ পৃ. হাদিস : ৫৯৩৬
গ. ইমাম আহমদ : আল মুসনাদ : ৫/৩৪১ পৃ.
২ ক. ইমাম মুসলিম : আস্ সহীহ্ : ২/৩৯০ পৃ. হাদিস নং : ২৮৯২ এবং ২৩
খ. খতিব তিবরীযি : মিশকাত শরীফ, পৃ-৪৬১, হাদিস নং : ৫৩৭৯
গ. বুখারী : আস সহিহ : ১১/৪৯৪ পৃ. হাদিস : ৬৬০৪
৩ ক. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ : ৫/১৫৩ পৃ. হাদিস : ২১৩৯৯
খ. ইমাম তাবরানী : মু'জামুল কবীর : ২/১৫৩ পৃ. হাদিস : ১৬৪৭
গ. ইমাম হাজার হায়সামী: মাজমাউয যাওয়াইদ: ৮/২৬৩ পৃ.হাদিস:১৩৯৭১
ঘ. আল্লামা শায়খ ইউসুফ নাবহানী : হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন : ৩৩৬ পৃ.
ঙ.কাজী আযাজ,শিফা শরীফ,১/২০৭পৃ.
চ.যুরকানী,শরহুল মাওয়াহেব,৭/২০৬পৃ.
ছ.আহমদ,আল-মুসনাদ,৫/৩৮৫পৃ.
ঝ.আবূ ই'য়ালা,আল-মুসনাদ,৯/৪৬পৃ.হাদিস,৫১০৯
ঞ.বায্যার,আল-মুসনাদ,৯/৩৪১পৃ.হাদিস,৩৮৯
ট.ইবনুল বার্,আল-ইস্তিআ'ব,৪/১৬৫৫পৃ.
ঠ.সুয়ূতি,খাসায়েসুল কোবরা,২/১৮৪পৃ.
ড.ইমাম কুস্তালানী,মাওয়াহেবে লাদুন্নীয়া,৩/৯৫পৃ.

এ বিষয়ে আরেকটি বর্ণনার হাদিস রয়েছে- হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত-

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا بَعْدَ الْعَصْرِ فَلَمْ يَدَعْ شَيْئًا يَكُونُ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلَّا ذَكَرَهُ حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ

-"রাসূল আসরের নামাযের পর দাঁড়ালেন আর খুতবা দিতে গিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু সংঘটিত হবে তা তিনি বর্ণনা করেছেন যিনি ওসব বিষয় স্মরণ রাখতে পেরেছেন তিনি তা স্মরণ রেখেছেন, আর যিনি স্মরণ রাখতে পারেননি তিনি ভুলে গেছেন।"[১] এ বিষয়ে আরও অনেক সাহাবীর হাদিস রয়েছে, যার দ্বারা হাদিসটি মুতাওয়াতিরের নিকটবর্তী বলে বুঝা যায়।

প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী ১২ ই রবিউল আউয়াল রাসূল (ﷺ) এর শুভাগমনের দিন

'হাদীসের নামে জালিয়াতি' বইয়ের ৩৯৯-৪০১ পৃষ্ঠায় সাতটি মত উল্লেখ করে দাবী করা হয়েছে যে, ১২ই রবিউল আউয়াল রাসূল (ﷺ) এর শুভাগমনের তারিখের মতামত নাকি অত্যন্ত দূর্বল বা মজবুত নয়, দুর্বল বলে মিথ্যা প্রমাণ করার অনেক চেষ্টা চালিয়েছেন, কিন্তু তা প্রমাণ করতে পারেননি। অপরদিকে দেওবন্দী ওহাবী মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলীপূরী তার বিভ্রান্তির অবসান বইয়ে অনুরূপ মিথ্যা প্রমাণ করার অপচেষ্টা চালিয়েছেন। আমি তাদের জবাবে অধিকাংশ ইমাম, মুহাদ্দিস এবং গ্রহণযোগ্য ইতিহাস বিদগণের মতামত পেশ করলাম যাতে পাঠকগণ সহজেই সঠিক বিষয়টি বুঝতে পারেন করা ধোঁকাবাজ।

প্রথম রায় ঃ

১. ইমাম হাফেয আবু বকর ইবনে আবী শায়বাহ (রহ.) (ওফাত-২৩৫) সহিহ সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন, এভাবে-

وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ عَنْ سَعِيدٍ ابن مِينَا عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَا: وُلِدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفِيلِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ الثَّانِيَ عَشَرَ مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ. -

-"ইমাম আবি শায়বাহ তিনি উসমান থেকে তিনি হযরত সাঈদ ইবনে মিনা থেকে তিনি যথাক্রমে হযরত যাবের (রা.)ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা

১ (ক) তিরমিযী,আস্-সুনান,৪/৫৩পৃ.হাদিস,২১৯১,তিরমিযী বলেন সনদটি 'হাসান'।
(খ). খতিব তিবরীযি ,মিশকাতুল মাসাবিহ :৩/১৪২৩পৃ.হাদিস:৫১৪৫

করেন, তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর বিলাদত শরীফ ঐতিহাসিক হস্তী বাহিনী বর্ষের বছর **১২ ই রবিউল আউয়াল** হয়েছিল।"[১]

উক্ত বর্ণনার সনদ এর মধ্যে প্রথম বর্ণনাকারী হযরত আফ্ফান সম্পর্কে মুহাদ্দিস গণ বলেছেন, আফ্ফান একজন উচ্চ পর্যায়ের নির্ভরযোগ্য ইমাম, প্রবল স্মরণ শক্তি সম্পন্ন ও দৃঢ় প্রত্যয়সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব।[২]

এ হাদিসটির আরেকটি সূত্র ইবনে কাসীর বর্ণনা করেছেন সনদবিহীনভাবে এভাবে-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فِي الثَّانِي عَشَرَ مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ

-"হযরত যাবের (রা.)ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর বিলাদত শরীফ **১২ ই রবিউল আউয়াল** হয়েছিল।"[৩]

২. উক্ত হাদিস থেকেও আরো শক্তিশালী সনদে ইমাম হাকিম নিশাপূরী (রহ.) বর্ণনা করেন এভাবে-

4182 - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَبُّوَيْهِ الرَّئِيسُ بِمَرْوَ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مِهْرَانَ، ثنا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: «وُلِدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً مَضَتْ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ» – رواه الحاكم و قال : اسناد صحيح لم يخرجاه و قال الامام الذهبى في التلخيص: على شرط مسلم-

-"তাবেয়ী মুহাম্মদ বিন ইসহাক (রহ.) বলেন, রাসূল (ﷺ) **১২ই রবিউল আউয়াল** এর রাতে শুভাগমন করেন। ইমাম হাকিম বলেন, উক্ত হাদিসটি সহিহ। ইমাম যাহাবী বলেন, ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী হাদিসটি সহিহ।"[৪]

(৩) বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা ইমাম কুস্তালানী (রহ.) "মাওয়াহেবে লাদুন্নীয়া" গ্রন্থের মধ্যে অনুরূপ রায় উল্লেখ করে গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে বলেন,

هو المشهور انه ولد (يوم الاثنين) ثانى عشر ربيع الاول وهو قول ابن اسحاق وغيره -

১ (ক)আল্লামা ইবনে কাসীর : বেদায়া ওয়ান নিহায়া : ৩/১০৯পৃ, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত।
খ. শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী : শরহে ফতহুর রব্বানী : ২/১৮৯পৃ.
২ ক. খোলাসাতুত তাহযীব, পৃ-২৬৮, (বয়রুত হতে মুদ্রিত) ২য় বর্ণনাকারী সাঈদ ইবনে মীনা। তিনি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য।
খ. খোলাসাহ : ২/১৪৩ এবং তাকরীবুত তাহযীব : ২/১২৬ পৃ.
৩ আল্লামা ইবনে কাসীর : বেদায়া ওয়ান নিহায়া : ৩/৬পৃ, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত।
৪ ইমাম হাকেম নিশাপুরী : আল-মুস্তাদরাক : ২/৬৫৯ পৃ.,কিতাবুল মানাকিব : হাদিস : ৪১৮২

-"প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী নিশ্চয়ই নবী করীম (ﷺ) **১২ই রবিউল আউয়াল** সোমবার দুনিয়ায় শুভাগমন করেছেন এবং এ মত হল প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ইমামুল মাগাযী, আল্লামা ইমাম ইবনে ইসহাক (রহ.) ও অন্যান্যদের। [১]

ইমাম কুস্তালানী (রহ.) আরও উল্লেখ করেন,

وعليه عمل اهل مكة فى زيارتهم موضع مولده فى هذا الوقت -

-"**১২ রবিউল আউয়াল** তারিখেই পবিত্র মক্কা নগরীর অধিবাসীদের মধ্যে রাসূল (ﷺ) এর পবিত্র জন্মস্থান যিয়ারত করার আমল বর্তমান সময়ে পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে।"[২]

(৪) উক্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যা গ্রন্থ শরহুল মাওয়াহেবের ১ম খন্ডে ২৪৮ পৃষ্ঠায় ইমাম যুরকানী (রহ.) বলেন,

قال ابن كثير وهو المشهور عند الجمهور -

-"প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ.)বলেন, **১২ রবিউল আউয়াল** তারিখেই নবী করীম (ﷺ) এর দুনিয়ায় আগমনের তারিখ হিসেবে জমহুর উলামায়ে কিরামের নিকট প্রসিদ্ধ। তিনি আরও বলেন,

هو الذى عليه العمل -

-"উক্ত ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখই রাসূল (ﷺ) এর শুভাগমন তারিখ হিসেবে সবাই আমল বা পালন করে আসছে। [৩]

৫. ইমাম ইবনে ইসহাক (রহ.) বলেন (৮৫-১৫১ হি:)

ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين عام الفيل لاثنتى عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الاول -

-"রাসূল (ﷺ) এর জন্ম তারিখ ১২ই রবিউল আউয়ালের আমুল ফিল (হস্তী বাহিনীর বছর) রাতের শেষ ভাগে হয়েছে।"[৪]

৬. আল্লামা ইমাম ইবনে হিশাম (ওফাত ২১৩ হি:) বলেন,

ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لاثنتى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الاول عام الفيل -

১ ইমাম যুরকানী : শরহুল মাওয়াহেব, ১/২৪৮ পৃ.
২ আল্লামা যুরকানী: শরহুল মাওয়াহেব: ১/২৪৮ পৃ.
৩ ইমাম যুরকানী : শরহুল মাওয়াহেব, ১/২৪৮ পৃ.
৪ আল্লামা ইমাম ইবনে জওজী : কিতাবুল ওয়াফা-৮৭ পৃ : দারুল কুতুব ইসলামিয়্যাহ, বয়রুত লেবানন।

-"রাসূল (ﷺ) রবিউল আউয়ালের ১২ তারিখ আমুল ফিল (হস্তী বাহিনীর বছর) রাতের শেষ ভাগে জন্মগ্রহণ করেন।" [১]

৭. ইমাম ইবনে যারীর তবারী (রহ.) বলেন- (২২৪-৩১০ হি: ওফাত)

ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين عام الفيل لاثنتى عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الاول -

-"হুযুর (ﷺ) রবিউল আউয়ালের ১২ তারিখ হস্তীবাহিনীর বছর রাতের শেষ ভাগে শুভাগমন করেন।"[২]

৮. আল্লামা আবুল হাসান বিন মুহাম্মদ মাওয়ারিদী (রহ.) (৪২৯ হি. ওফাত) বলেন,

لانه ولد بعد خمسين يوما من الفيل وبعد موت أبيه فى يوم الاثنين الثانى عشر ربيع الاول - اعلام النبوة

-"হস্তী বাহিনীর বছরের ৫০ দিন পর এবং রাসূল (ﷺ) এর পিতার ওফাতের পর রবিউল আউয়ালের ১২ তারিখে রাসূল (ﷺ) জন্মগ্রহণ করেন।"[৩]

(৯) ইমাম হাফেয আবুল ফাত্তাহ আন্দলুসী (রহ.) (ওফাত ৭৩৪ হি.) বলেন,

ولد سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لاثنتى عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الاول عام الفيل قيل بعد الفيل بخمسين يوما -

অর্থাৎ- রাসূল (ﷺ) রবিউল আউয়ালের ১২ তারিখ রাতের শেষ ভাগে আমুল ফিল বছরের ৫০ দিন পর জন্মগ্রহণ করেন। [৪]

(১০) আল্লামা ইমাম ইবনে খালদুন (রহ.) (ওফাত : ৮০৮ হি.) বলেন-

ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل لاثنتى عشرة ليلة خلت من ربيع الاول لاربعين سنة من ملك كسرى انوشيروان

-"রাসূল (ﷺ) আমুল ফিলের বছর ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখে রাত্রে শুভাগমন করেন। তখন ছিল বাদশা নওয়াশেরের ক্ষমতা।"[৫]

১ ইমাম ইবনে হিশাম : সিরাতে নবুবিয়্যাহ-১/১৫৮ পৃ :
২ ইবনে যারীর তবারী : তারিখে ওমুম ওয়াল মুলুক - ২/১২৫ পৃ :
৩ আল্লামা আবুল হাসান বিন মুহাম্মদ মাওয়ারিদী : আ'লামুলন নবুওয়াত : ১৯২ পৃ.
৪ আল্লামা আবুল ফাত্তাহ আন্দুলুসী : আইনুল আসার ১/৩৩ পৃ.
৫ ক. ইবনে খালদুন : তারীখে খালদুন : ২/৩৯৪ পৃ :
খ. ইবনে খালদুন : সিরাতে নবুবিয়্যাহ : ৮১ পৃ

অনুরূপ বর্ণনা করেছেন-

(১১) আল্লামা সাদেক ইবরাহীম আরযুন (রহ.) বলেন-

قد صح من طرق كثيرة ان محمدا عليه السلام ولد يوم الاثنين لاثنتى عشرة مضت من شهر ربيع الاول عام الفيل فى زمان كسرى انو شيروان ويقول اصحاب التوفيقات التاريخية ان ذلك يوافق اليوم المكمل للعشرين من شهر اغسطس ٥٧٠م بعد ميلاد المسيح عليه السلام - محمد رسول الله:1/120

-"বিভিন্ন সনদের মাধ্যমে এই কথাই শুদ্ধভাবে প্রমাণিত হলো যে, হুযুর আকরাম (সা.) সোমবার ১২ রবিউল আউয়াল সুবহে সাদিকের সময় হাতি বাহিনীর বছরে বাদশা নওশেরের হুকুমতের সময় শুভাগমন করেন, এটা তারিখ (ইতিহাস) বিষয়ে যারা অভিজ্ঞ তারা ২০ই আগষ্ট ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে ঈসা (আ:) এর জন্মের পর মতামত দিয়েছেন। (আরযুন, মুহাম্মাদুর রাসুল্লাহ,১/১২০পৃ.)

(১২) আল্লামা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) তার বিখ্যাত গ্রন্থ "মাদারেজুন নবুয়তে" বর্ণনা করেন

بداں كہ جمہور اہل سير وتواريخ برآ نند كہ تولد آنحضرت صلى الله عليه وسلم در عام الفيل بود بعد از چہل روز يا پنجاہ وپنج روز واين قول اصح اقوال است مشہور آنست كہ در ربيع الاول بود بعضے علماء دعوى اتفاق برين قول نمودہ ودوازد ہم ربيع الاول بود -

-"জমহুর সিরাত ইতিহাস বিদগণের মতে রাসূল (সা.) এর বিলাদাতের সময় হলো আমুল ফিল (হস্তী বর্ষের) ৫৫ দিন পর ছিল। এই কওল হলো সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। আর তা ছিল রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ আর অধিকাংশ আলেম ও ইতিহাসবিদগণ এই মতামতই গ্রহণ করেছেন এবং এই তারিখের উপর একমত হয়েছেন।"[১]

(১৩) শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) স্বীয় "মা সাবাতা বিস্ সুন্নাহ" (উদূ) গ্রন্থের ৮১ পৃষ্ঠায় বলেন-

بارھويں ربيع الاول تاريخ ولادت رسالت مآب صلى الله عليه وسلم مشہور ہے - اور اہل مكة كا عمل يہى كہ وہ اس تاريخ كو مقام ولادت رسالت مآب صلى الله عليه وسلم كى اب تك زيارة كرتے ہيں -

-"নবী করীম (সা.) এর শুভাগমনের তারিখ হিসাবে ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখই প্রসিদ্ধ। এবং মক্কাবাসীদের আমল হলো, উক্ত তারিখেই তারা নবী করীম

১ শায়খ আল্লামা আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী : মাদারেজুন নবুওয়াত (ফার্সী) পৃ-২/১৪

(সা.) এর জন্মস্থান যিয়ারত করতেন যা বর্তমান সময় (মুহাদ্দিস (রহ.) এর সময়কাল) পর্যন্ত প্রচলিত রয়েছে।"[১]

(১৪) শায়খ মুহাদ্দিস (রহ.) উক্ত কিতাবে আরও উল্লেখ করেন-

طيبى كا بيان ہے تمام مسلمانوں كا اس امر پر اتفاق ہے كہ رسالت مآب صلى الله عليه وسلم ١٢ ربيع الاول كو اس دنيا ميں رونق افروز ہوئے -

-"আল্লামা ইমাম তিব্বী (রহ.) বলেন, সমস্ত মুসলমানগণ এ বিষয়ের উপর একমত যে, রাসূলে করীম (সা.) ১২ ই রবিউল আউয়াল এ দুনিয়ায় শুভাগমন করেছেন।"[২]

(১৫) মক্কা শরীফের বিখ্যাত মুফতী আল্লামা এনায়েত আহমদ (রহ.) তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ তাওয়ারিখে হাবীবে ইলাহ (উর্দু অনুবাদ) গ্রন্থের ১১ পৃষ্ঠায় বলেন-

بارھويں تاريخ ربيع الاول كى اسى سال ميں جس ميں قصة اصحاب فيل واقع ہوا تھا - بروز دوشنبه بوقت صبح صادق جناب محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم پيدا ہو ئے -

-"যে বছর আবরাহার হস্তী বাহিনীর ধ্বংস হয়েছিল। ঐ বছর ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার সুবহে সাদিকের সময় নবী করীম (সা.) দুনিয়ায় শুভাগমন করেছেন।"

(১৬) আহলে হাদিস ও ওহাবীদের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব নওয়াব মুহাম্মদ সিদ্দিক হাসান খাঁন ভূপালী বলেন-

ولادت شريف مكة مكرمة ميں وقت طلوع فجر بروز دو شنبه شب دوازدهم ربيع الاول عام الفيل كو ہوتى جمہور علماء كا قول يہى ہے ابن جوزى نے اس پر اتفاق نقل كيا ہے - (الشمامة العنبرير فى مولد خير البرية : صـ ٧)

-"রাসূল (সা.) এর বিলাদাত শরীফ মক্কা মুকাররমায় বাদশা আবরাহার হস্তী বাহিনীর বছর **১২ই রবিউল আউয়ালের** সুবহে সাদিকের সময় হয়েছে, এটার উপর জমহুর উলামায়ে কেরাম একমত এবং এটার উপর ইমাম ইবনে যওযী (রহ.) বর্ণনা করেছেন ও ঐক্যমত পোষণ করেছেন।"[৩]

১ আল্লামা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী : মা সাবাতা বিস্ সুন্নাহ : ৮১ পৃ:
২ আল্লামা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী : মা-সাবাতা বিস সুন্নাহ :পৃ-৮২
৩ নওয়াব মুহাম্মদ সিদ্দিক হাসান খান ভূপালী :শামামাতু আনবার ইয়ার ফি মাওলিদে খায়রিল বারিয়্যাহ,পৃ.৭

জিবরাঈল (আলায়হিস্ সালাম) হতে আল্লাহ তা'য়ালার দূরত্ব ৭০ হাজার নূরের পর্দা

"হাদীসের নামে জালিয়াতি" বইয়ের ২২২ পৃষ্ঠায় আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর লিখেছেন যে, জিবরাঈল (আলায়হিস্ সালাম) হতে আল্লাহ তায়ালা পর্যন্ত ৭০ হাজার নূরের পর্দা রয়েছে অথবা ৭০টি নূরের পর্দা রয়েছে, এ মর্মে কোন সহিহ হাদিস পাওয়া যায় না। নাউযুবিল্লাহ! তিনি এ বিষয়ে আরও বলেন "এ অর্থেও হাদিসগুলি কিছু সন্দেতীতভাবে মিথ্যা ও বানোয়াট কথা"

উক্ত মিথ্যা বক্তব্যের জবাব ঃ

আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীরের ইলমের দৌড় কতটুকু সম্মানিত পাঠকবৃন্দ আপনারই এখন দেখতে পাবেন।

প্রথম বর্ণনা ঃ

মিশকাত শরীফে 'বাবে মসজিদ' অধ্যায়ে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। হাদিসটি হল-

وَعَن أبي أمَامَة قَالَ: إِنَّ حَبْرًا مِنَ الْيَهُودِ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْبِقَاعِ خَيْرٌ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ وَقَالَ: «أَسْكُتُ حَتَّى يَجِيءَ جِبْرِيلُ» فَسَكَتَ وَجَاءَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَأَلَ فَقَالَ: مَا المسؤول عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَلَكِنْ أَسْأَلُ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى. ثُمَّ قَالَ جِبْرِيلُ: يَا مُحَمَّدُ إِنِّي دَنَوْتُ مِنَ اللَّهِ دُنُوًّا مَا دَنَوْتُ مِنْهُ قَطُّ. قَالَ: وَكَيف كَانَ ياجبريل؟ قَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ حِجَابٍ مِنْ نُورٍ. فَقَالَ: شَرُّ الْبِقَاعِ أَسْوَاقُهَا وَخَيْرُ الْبِقَاعِ مساجدها ـ رواه ابن ماجه وابن حبان فی صحيحه عن ابن عمر ـ

-"হযরত আবু উমামা বাহেলী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলল, জনৈক ইয়াহুদী আলেম হুযুর পাক (ﷺ) কে জিজ্ঞাসা করল যে, জমিনের মধ্যে উত্তম স্থান কোনটি? হুযুর (ﷺ) তাকে বললেন, তুমি জিবরাঈল (আলায়হিস্ সালাম) এর আসা পর্যন্ত নীরব থাক। এই বলে তিনি নিজে নীরব থাকলেন এবং ঐ আলেমও নীরব থাকলেন। অতঃপর জিবরাঈল আসলেন। হুযুর (ﷺ) তখন বিষয়টি তার নিকট জিজ্ঞাসা করলেন। জিবরাঈল (আলায়হিস্ সালাম) বললেন, প্রশ্নকারী অপেক্ষা (রাসূল (ﷺ) হতে) প্রশ্নকৃত ব্যক্তি (জিবরাঈল) অধিক জ্ঞাত নহে। তবে আপনি বললে আমি আমার প্রতিপালককে জিজ্ঞাসা করব। অতঃপর জিবরাঈল (আলায়হিস্ সালাম) বললেন, হে মুহাম্মদ (ﷺ)! আমি আল্লাহর এত নিকটবর্তী হয়েছিলাম, যতটা এর পূর্বে কখনও হইনি। হুযুর (ﷺ) জিজ্ঞাসা করলেন, কিভাবে এবং কত নিকটে গিয়াছিলেন? জিবরাঈল (আলায়হিস্ সালাম) বললেন, আমার এবং **আল্লাহর মাঝে মাত্র ৭০ হাজার নূরের পর্দা বাকী ছিল**। তখন

আল্লাহ পাক বললেন, যমিনের নিকৃষ্টতর স্থান হল বাজার সমূহ এবং যমিনের উকৃষ্টতার স্থান হল মসজিদ সমূহ।"[১]

দ্বিতীয় বর্ণনা ঃ

عن ابن عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ إِسْرَافِيلَ مُنْذُ يَوْمَ خَلَقَهُ صَافًّا قَدَمَيْهِ لَا يَرْفَعُ بَصَرَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَبْعُونَ نورا مَا مِنْهَا من نور يدنو مِنْهُ إِلَّا احْتَرَقَ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ ـ

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে খোদা হুজুর পুর নূর (ﷺ) ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাক হযরত ইসরাফিল ফিরিশতাকে সৃষ্টি করার দিন হতে তিনি (ইসরাফিল) নিজের দুই পায়ের উপর দাড়িয়ে রয়েছেন, তিনি চোখ তুলেও অন্যদিকে তাকান না। তার ও তার প্রতিপালকের মাঝখানে **সত্তরটি নূরের পর্দা রয়েছে**। তিনি যে কোন একটি পর্দার নিকটবর্তী হলে তখনই তা তাকে পুড়িয়া ফেলবেন। খতিব তিবরিযী (রহঃ) বলেন, উক্ত হাদিসটি ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করে বলেছেন, হাদিসটি সহিহ।"[২]

তৃতীয় বর্ণনা ঃ

অনুরূপ আরও হাদিস বর্ণিত হয়েছে-

251 - عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " سَأَلْتُ جِبْرِيلَ: هَلْ تَرَى رَبَّكَ؟ قَالَ: إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ سَبْعِينَ حِجَابًا مِنْ نُورٍ، لَوْ رَأَيْتُ أَدْنَاهَا لَاحْتَرَقْتُ» ".

-"হযরত আনাস ইবনে মালেক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) জিবরাঈল (আলায়হিস্ সালাম) কে প্রশ্ন করলেন আপনি কী আল্লাহ তায়ালাকে দেখেছেন? জিবরাঈল (আলায়হিস্ সালাম) উত্তরে বললেন, আমার এবং আমার প্রভুর **মাঝে ৭০টি নূরের হিযাব** (পর্দা) রয়েছে, সবচেয়ে কাছের পর্দার নিকটবর্তীও যদি আমি হই তাহলে আমি জ্বলে ছাই হয়ে যাবো।"[৩]

---

১ (ক) খতিব তিবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ : ১/২৩০পৃ.: হাদিস : ৭৪১,আলবানী বলেন সনদটি 'হাসান'।
(খ) মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল,৪/১৩৯পৃ.
(গ) ইমাম আহমদ, আল-মুসনাদ,৪/৮১পৃ,

২ ক. খতিব তিবরিযী : মিশকাত শরীফ : ৪/৩৫২ : হাদিস : ৫৭৩১
খ. ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী : আস্ সুনান : বাদায়িল খালক : ৪/৩৫১ পৃ.
গ.বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, ১/১৭৬পৃ. হাদিস ঃ ১৫৭

৩ ক. তাবরানী : মু'জামুল আওসাত : ৬/২৭৮পৃ.হাদিস নং-৬৪০৭
খ. ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউয যাওয়াইদ : ১/৭৯পৃ.হাদিস ঃ২৫১
ঘ. ইমাম আবু নুঈম ইস্পাহানী: হুলিয়াতুল আউলিয়া : ৪/৬৩ পৃ

চতুর্থ বর্ণনা ঃ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা,) এর সূত্রে ৭০টি নুরের পর্দা সম্পর্কে আরেকটি সনদ বর্ণিত আছে। [১]

৫ম বর্ণনা ঃ

তাবেয়ী ইমাম মুযাহিদ (রহ.) থেকে ৭০ হাজার পর্দার মর্মে আরেকটি সূত্র বর্ণিত আছে। [২]

৬ষ্ঠ বর্ণনা ঃ

সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে ৭০ হাজার পর্দার মর্মে আরেকটি সূত্র বর্ণিত আছে। [৩]

৭-৮তম বর্ণনা ঃ

এ বিষয়ে সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) ও হযরত সা'দ (রা.) থেকে ৭০ হাজার পর্দার মর্মে আরেকটি সূত্র বর্ণিত আছে।[৪]

৯তম হাদিস ঃ

এ বিষয়ে সাহাবী হযরত আনাস (রা.) থেকে অন্য আরেকটি সূত্রে ৭০ হাজার পর্দার মর্মে আরেকটি সূত্র বর্ণিত আছে।[৫]

১০তম বর্ণনা ঃ

এ বিষয়ে সাহাবী হযরত ইবনে উমর (রা.)থেকে অন্য আরেকটি সূত্রে ৭০ হাজার পর্দার মর্মে আরেকটি সূত্র বর্ণিত আছে।[৬]

ঙ. ইমাম ইবনে হিব্বান : আজীমাত : ২/৬৭০ পৃ.
চ. খতিব তিবরিযী : মিশকাত : বাদয়িল খালক : ৪/৩৫১ পৃ. হাদিস : ৫৭২৯-৫৭৩০
ছ. ইমাম বগভী মাসাবীহুস সুন্নাহ,৪/৩০পৃ.হাদিসঃ৪৪৫৭
জ. আল্লামা ইমাম যাহাবী : সিয়ারু আলামিন আন নুবালা : ৬/২৪১পৃ.
ঝ. আল্লামা ইমাম মানাবী : ফয়জুল কাদীর : ৪/৭৮পৃ.

১ ক. তাবরানী,মু'জামুল কাবীর, ১১/৩৭৯ পৃ.হাদিস, ১২০৬১, (খ) ইবনে আবি শায়খ ইস্পাহনী,আল-আযিমাত, ২/৭০০পৃ. (গ) বায়হাকী,শুয়াবুল ঈমান,১/৩১৫পৃ.হাদিস,১৫৫
২ ক.ইবনে আবি শায়খ ইস্পাহনী,আল-আযিমাত,২/৬৯৩পৃ.
৩ ক. ইবনে হাজার হাইসামী, মাযমাউয যাওয়াইদ.১/৭৯পৃ.হাদিস,২৫৩
৪ (ক)ইবনে হাজার হাইসামী, মাযমাউয যাওয়াইদ.১/৭৯পৃ. হাদিস,২৫২ (খ) ইবনে হাজার আসকালানী, মুত্তালিবুল আলিয়া, ১২/৫৭৬পৃ. হাদিস,৩০১৬, (গ) আবু ই'য়ালা,আল-মুসনাদ, ১/৯০পৃ. হাদিস,৮০ (ঘ) মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ১০/৩৬৯পৃ. হাদিস, ২৯৮৪৬ ও ২৯৮৪৭ (ঙ) তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ১৩/৪১১পৃ. হাদিস,১৪২৪৮ (চ) ইবনে আছেম, আস্-সুন্নাহ, ২/৩৬৬পৃ. হাদিস,৭৮৮ (ছ) রুহাইনী, আল-মুসনাদ, ২/২১২পৃ. হাদিস,১০৫৫
৫ (ক)ইবনে হাজার হাইসামী,মাযমাউয যাওয়াইদ.১/৭৯পৃ.হাদিস,২৪৯
৬ (ক) মুত্তাকী হিন্দী,কানযুল উম্মাল,১০/৩৬৯পৃ.হাদিস,২৯৮৪৬ও ৪৭

১১তম বর্ণনা ঃ

এ বিষয়ে তাবেয়ী হযরত যুরারাত ইবনে আউফা (রা.) থেকে মুরসাল রুপে অন্য আরেকটি সূত্রে ৭০ হাজার পর্দার মর্মে আরেকটি সূত্র বর্ণিত আছে।[১] সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! সকল হাদিসের ইমামগন একমত যে মতাওয়াতির পর্যায়ের হাদিস অস্বিকারকারী কাফির। আর এ হাদিসটিও মুতাওয়াতির প্রমানিত।

ক্বদরীয়া ও মুর্যিয়া ফেরকা সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণীর হাদিস ঃ

হাদীসের নামে জালিয়াতি'' বইয়ের ২০৮ পৃষ্ঠায় আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর লিখেছেন যে, এ সকল সম্প্রদায় সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানী মূলক কোনো সহিহ হাদিস রাসূল (ﷺ) থেকে বর্ণিত হয়নি। এ বিষয়ে বর্ণিত হাদিসগুলো বানোওয়াট।

উক্ত মিথ্যা দাবীর জবাব ঃ

এ দাবী লেখকের মনগড়া কলমে যা ইচ্ছা তাই লিখেছেন, কিন্তু লেখকের একটু চিন্তা করার প্রয়োজন ছিল, এ দাবীর জন্য একটা প্রমাণের তো দরকার ছিল। বুঝা গেল লেখকের জ্ঞানের পরিমাণ।

দলীল নং- ১-৭

মিশকাত শরীফে "বাবুল ঈমান বিল ক্বদর" অধ্যায়ে বর্ণিত আছে,

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْقَدَرِيَّةُ مَجُوسُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ إِنْ مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ وَإِنْ مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ» . رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (ﷺ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, **ক্বদরীয়াগণ হল এই উম্মতের মাজুসী**। সুতরাং তারা রোগাক্রান্ত হলে তাদেরকে দেখতে যেয়ো না। তাদের মৃত্যু হলে তাদের কাফন-দাফনে উপস্থিত হয়ো না।"[২] এ হাদিসটিকে আহলে হাদিস আলবানী পর্যন্ত 'হাসান' বলেছেন।

---

১ ক.ইবনে আবি শায়খ ইস্পাহনী,আল-আযিমাত, ২/৬৬৯পৃ. (খ) তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, ৬/২৭৮পৃ. হাদিস, ৬৪০৭ (গ) আবু নুঈম ইস্পাহানী, হুলিয়াতুল আউলিয়া, ৫/৫৫পৃ. (ঘ) মুসলিম আনসারী দাওলাভী,আল-কুনী ওয়াল আসমা, ৩/১০০৭পৃ. হাদিস,১৭৬৫
২ ক. খতিব তিবরিযী : মেশকাত : ১/৩৮ পৃ. হাদিস নং ১০৭,আলবানী বলেন হাদিসটি হাসান।
খ. ইমাম আবু দাউদ : আস্ সুনান : ৪/২২২পৃ:হাদিস : ৪৬৯১
গ. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ : ২/৮৬ পৃ:
ঘ. ইমাম হাকেম নিশাপুরী : আল মুস্তাদরাক : ১/১৫৯পৃ:হাদিস,২৮৬
ঙ. আল্লামা ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউয যাওয়ায়েদ : ৭/২০৫ পৃ:
চ. আল্লামা ইমাম আবি আছিম,আস্-সুন্নাহ, ১/১৪৯পৃ.হাদিস,৩৩৮
ছ. তাবরানী :মু'জামুল আওসাত : ৩/৬৫ পৃ. : হাদিস : ২৪৯৪
জ.ইবনে মাযাহ,আস্-সুনান,১/৩৫পৃ.হাদিস,৯২,

এ প্রসঙ্গে আরও হাদিস বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

দলীল নং- ৮-১৩

وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُجَالِسُوا أَهْلَ الْقَدَرِ وَلَا تفاتحوهم» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

-"হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (ﷺ) হতে বর্ণিত। হুযুর (ﷺ) ইরশাদ করেন, **তোমরা ক্বদরীয়াদের সাথে সম্পর্ক** রেখো না। তাদেরকে কোন ব্যাপারে শালিস মানবে না।"[১]

এ প্রসঙ্গ আরও হাদিস বর্ণিত হয়েছে, যেমন-

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَيْسَ لَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ نَصِيبٌ: الْمُرْجِئَةُ وَالْقَدَرِيَّةُ ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ -

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (ﷺ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ ফরমান, আমার উম্মতের মধ্যে দুই শ্রেণীর লোকের জন্য ইসলামের কোন অংশ নাই। তারা হইলো **মুর্যিয়া এবং ক্বদরীয়াগণ**।"[২]

এ প্রসঙ্গে যে হাদিসটি উল্লেখিত হলো তার অসংখ্য সনদ রয়েছে যেমন মোল্লা আলী ক্বারীও।

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (رحمه الله) বলেন,

رواه البخارى فى تاريخه، والتر مذى، عن ابن عباس، وابن ماجه عن جابر، والخطيب عن ابن عمر، والطبرانى فى الاوسط عن ابى سعيد

(ঋ) বায়হাকী, আল-ই'তিকাদ, ১/২৩৬পৃ. সুনানে কোবরা, ১০/৩৪২পৃ. হাদিস,২০৮৬৯, ক্বদা'আ ওয়াল ক্বদর, ১/২৮১পৃ. হাদিস,৪০৭ ও ১/২৮২পৃ. হাদিস, ৪০৮, মা'রিফাতুল সুনানি ওয়াল আছার, ১৪/৪১৯পৃ. হাদিস,২০১২১, বগভী, শরহে সুন্নাহ, ১/১৫২পৃ. হাদিস,৮২, খতিবে বাগদাদ, কিফায়াতুল উলূমুল রেওয়াআত,১/১২৪পৃ.

১ ক. খতিব তিবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ : বাবুল ঈমান বিল কদর : ১/৪১ পৃ. হাদিস : ১০৮
খ. ইমাম আবু দাউদ : আস সুনান : ৫/১৪১ : হাদিস নং : ৪৭১০
গ. ইমাম শামসুদ্দিন সাখাভী : আল মাকাসিদুল হাসানা : পৃষ্ঠা নং ৩৫০ : হাদিস : ৭৫৯ :
ঘ. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ : ১/৩০ পৃ:
ঙ. আল্লামা ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউয যাওয়াইদ : ৭/২০৫ পৃ:

২ ক.ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী : আসু সুনান : ৪/৩৯ পৃ:
খ. খতিব তিবরিযী : মিশকাত শরীফ : ঈমান বিল ক্বদর : হাদিস নং-৯৮,
গ. ইবনে মাজাহ: আস-সুনান : ১/২৪ পৃ. হাদিস নং-৬২
ঘ. আল্লামা ইমাম হাকেম নিশাপুরী : আল মুস্তাদরাক : ১/৮৫
ঙ. আল্লামা ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউয যাওয়ায়িদ : ৭/২০৫
চ. আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/৮৫ হাদিস : ১৮৫৯

-"হাদিসটি ইমাম বুখারী (رحمه الله) তার তারীখুল কাবীরে, ইমাম তিরমিযী তার আস্-সুনান গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (ﷺ) এর সূত্রে ইমাম ইবনে মাযাহ হযরত যাবের (ﷺ) এর সূত্রে, খতিবে বাগদাদী হযরত ইবনে উমর (ﷺ) হতে, ইমাম তাবরানী তার মু'জামূল আওসাত গ্রন্থে হযরত আবি সাঈদ খুদরী (ﷺ) এর সূত্রে।১ **তাই হাদিসটি মশহুর পর্যায়ের বুঝা যায়।**

উক্ত দুই ইমাম হাদিসটির সনদের দিক দিয়ে "হাসান" বললেও কিন্তু অনেক মুহাদ্দিস হাদিসটিকে মশহুর পর্যায়ের বলে উল্লেখ করেছেন। তবে উক্ত দুই ইমাম আরেকটি হাদিস সংকলন করেছেন একাধিক সনদে এভাবে-

صنفان من امتى لا تنالهم شفاعتى يوم القيامة المرجئة والقدرية-

-"আমার উম্মতের মধ্যে দুই শ্রেণীর লোকদের জন্য আমার শাফায়াত নেই, তারা হলো **মুর্জিয়া এবং ক্বদরীয়া** সমপ্রদায়।"

উক্ত হাদিসটির সূত্র সম্পর্কে সুয়ূতি ও মোল্লা আলী ক্বারী বলেন-

رواه ابو نعيم فى حلية عن انس الطبرانى الا وسط عن واثلة وجابر قال السيو طى هذ احد يث صحيح-

-"হাদিসটি ইমাম আবু নুঈম তাঁর 'হুলিয়াতুল আউলিয়া' গ্রন্থে হযরত আনাস (ﷺ) হতে তাবরানী তার মু'জামূল আওসাতে হযরত ওয়াছেলা (ﷺ) ও হযরত যাবের (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন, ইমাম সূয়তি বলেন হাদিসটি সহিহ।"[২]

আমি ইলমের শহর আর হযরত আলী (রা.) সে শহরের দরজা ঃ

হাদীসের নামে জালিয়াতি বইয়ের ৩০৬ পৃষ্ঠায় ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর উক্ত হাদিস শরীফকে বানোওয়াট বলেছেন। তারপর আরও বলেন, ইমাম বুখারী, আবু হাতিম, ইয়াহইয়া বিন সায়ীদ, যাহাবী প্রমুখ মুহাদ্দিস হাদিসটিকে ভিত্তিহীন মিথ্যা বলে উল্লেখ করেছেন। অপরদিকে বাবু নগরীর লিখিত "প্রচলিত জাল হাদিস" বইয়ের ৬১ পৃষ্ঠায় অনুরূপ বক্তব্যের মাধ্যমে উক্ত হাদিসকে জাল প্রমাণ করার অপচেষ্টা চালানো হয়েছে।

উক্ত মিথ্যা বক্তব্যের জবাব ঃ

প্রথম সূত্র ঃ

১ ক. ইমাম জালালুদ্দীন সূয়তি : জামেউস-সগীর : ১/৩৮৬ পৃ. হাদিস : ৫০৪২
খ. মোল্লা আলী ক্বারী : মেরকাত : ১/২৮৪ পৃ., ঈমান বিল ক্বদর : হাদিস : ১০৫
২ ইমাম জালালুদ্দীন সূয়তি : জামেউস্-সগীর : ১/৩৭৬ পৃ. হাদিস : ৫০৪৪

উক্ত হাদিসটি মিশকাত শরীফে "মানাকিবে আলী" অধ্যায়ে এ মতনে উল্লেখ নেই বরং এভাবে উল্লেখ পাওয়া যায়-

عن علی رضی الله تعالی عنه قالَ: قالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَا دَارُ الحِكْمَةِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ -

-"হযরত আলী (ﷺ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ ফরমান, আমি হলাম হিকমত বা **জ্ঞানের গৃহ আর আলী তার দরজা**। ইমাম তিরমিযী হাদিসটি বর্ণনা করে বলেন হাদিসটি গরীব।"[১]

উক্ত হাদিস প্রসঙ্গে বিভিন্ন ইমামগণ বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন। তবে নিম্নের হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (ﷺ) এর আরেকটি সূত্রে এ হাদিসের সনদটি শক্তিশালী করেছে।

ইমাম বুখারী (রহ.) এর নাম দিয়ে উল্লেখ করেছেন ইমাম বুখারী নাকি হাদিসটি বাতিল বলেছেন, মিথ্যার তো একটু সীমা থাকা দরকার।

এখন যে হাদিসটি নিয়ে আলোচনা করব তা হচ্ছে হযরতে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (ﷺ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ ফরমান,

أَبُو الصَّلْتِ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ صَالِحٍ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَا مَدِينَةُ العِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا، فَمَنْ أَرَادَ المَدِينَةَ فَلْيَأْتِ البَابَ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ -

-**"আমি ইলমের শহর আর আলী তাঁর দরজা**, কেউ যদি ইলম তালাশ করতে চায় সে যেন দরজার (আলী) নিকটই অন্বেষণ করে।"[২]

১ ক. খতিব তিবরিযী : মেশকাতুল মাসাবীহ : ৪/২৪২ পৃ: হাদিস নং-৫৮৩৭
খ. ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী : আস সুনান : ৫/৫৯৬, হাদিস নং-৩৭৯০
গ.মুত্তাকী হিন্দী,কানযুল উম্মাল,১১/৬০০পৃ.হাদিস,৩২৮৮৯
ঘ. ইমাম জালালুদ্দীন সূয়তি : জামেউস্-সগীর :

২ ক.হাকিম নিশাপুরী,মুস্তাদরাক,৩/১৩৭পৃ.হাদিস,৪৬৩৭
খ. ইমামতাবারানী,মু'জামুল কাবীর,১১/৬৬পৃ.হাদিস,১১৬১
গ.মুত্তাকি হিন্দী.কানযুল উম্মাল,১১/৬০০পৃ.হাদিস,৩২৮৯,
ঘ.হাইসামী,মাযমাউয যাওয়াইদ,৯/১১৪পৃ.
ঙ.সাখাভী,মাকাসিদুল হাসান,১২১পৃ.হাদিস,১৮৯
চ.আযলূনী,কাশফুল খাফা,১/১৮৪পৃ.হাদিস,৬১৮
ছ.মোলস্না আলী ক্বারী,মিরকাত,১১/২৫৩পৃ.হাদিস৬০৯৬
জ.সুয়ূতি,জামিউস সগীর,১/২০১পৃ.হাদিস,২৭০৫ও জামিউল আহাদিস,১/২৭২ পৃ. হাদিস নং : ৮৬৪৯
ট.ওকাইলী,দ্বঈফাউল কাবীর,৩/১৫০পৃ.
ঠ.আদি,আল-কামিল,৩/১২৪৭পৃ.

ইমাম হাকিম নিশাপুরী এ হাদিসটির তিনটি সনদ বর্ণনা করেছেন। এটি হলো প্রথম সূত্রের ধারা।

দ্বিতীয় সূত্র ঃ

ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الفَيْدِيُّ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَا مَدِينَةُ العِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا، فَمَنْ أَرَادَ المَدِينَةَ، فَلْيَأْتِ البَابَ»

-"নিশাপুরী যথাক্রমে.....মুহাম্মদ বিন জাফরিল ফায়দী তিনি আবু মু'আবিয়া থেকে তিনি আ'মাশ (রহ.) থেকে তিনি মুযাহিদ (রহ.) থেকে তিনি ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে।"[১]

তৃতীয় সূত্র ঃ

أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيدَ الحَرَّانِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَهْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَنَا مَدِينَةُ العِلْمِ، وَعَلِيٌّ بَابُهَا، فَمَنْ أَرَادَ العِلْمَ فَلْيَأْتِ البَابَ»

-"ইমাম নিশাপুরী যথাক্রমে .....আবদুর রহমান বিন বাহমানা তায়মী তিনি হযরত যাবের বিন আবদুল্লাহ (রা.) হতে।[২] প্রথমের হযরত আলী (রা.) এর সনদসহ মোট চারটি সনদ আমার ইতি মধ্যে পেলাম। আমি কিতাবের শুরুতে আলোচনা করেছি যে দ্বঈফ সনদের হাদিসও যখন একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয় তা কমপক্ষে 'হাসান' পর্যায়ে পৌছে যায়।

এখন আমরা দেখি ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম তিরমিযী (রহ.) এর হাদিস সম্পর্কে কী বলেছেন, মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) বর্ণনা দিচ্ছেন এভাবে-

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ وَقَالَ إِنَّهُ مُنْكَر وكذا قال البخارى وقال انه ليس له وجه صحيح -

-"এই হাদিসটি ইমাম তিরমিযী (রহ.)"আল জামে তিরমিযীতে" (হযরত আলীর সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, এটা মুনকার পর্যায়ের হাদিস। ইমাম ইসমাঈল বুখারী (রহ.)

১ ড.তাবরানী,তাহযিবুল আছার,হাদিস,১৭৩-১৭৪
২ ক.হাকিম নিশাপুরী,মুস্তাদরাক,৩/১৩৭পৃ.হাদিস,৪৬৩৮
ক.হাকিম নিশাপুরী, আল-মুস্তাদরাক,৩/১৩৭পৃ. হাদিস,৪৬৩৮ (খ) দায়লামী, আল-ফিরদাউস, ১/৪৪পৃ. হাদিস,১০৬ (গ) মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল,১১/৬০০পৃ. হাদিস,৩২৮৯০

বলেন, এই হাদিসটি সহিহ পর্যায়ভুক্ত নয়, সহিহ এর উপরে অস্তিত্ব নেই (অর্থাৎ- হাসান পর্যায়ভুক্ত)।"[১]

তাই হাদিসটি সহিহ পর্যায়ের নয় বলে জাল বা বানোয়াট বুঝায় না, যা আমি কিতাবের শুরুতে বিভিন্ন গ্রহণযোগ্য মুহাদ্দিসগণের মতামত দিয়ে প্রমাণ করেছি, তা দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল। দেখুন ইমাম বুখারী (রহ.) হাদিসটি বাতিল বলেননি; অথচ উক্ত বইয়ের মধ্যে বাংলায় ইমাম বুখারী (রহ.) এর নাম দিয়ে মিথ্যা লিখেছে, যা হাদিস শাস্ত্রের ইমামের নামে বড় জালিয়াতি ও বেয়াদবী। যা খারেজী বাতিল ফেরকার লোকদের দ্বারাই সম্ভব আর মুনাফিকের কাজ হলো মিথ্যা বলা।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! ইমাম তিরমিযী (রহ.) যে মন্তব্যটি করেছেন তার সনদ এবং শব্দই ভিন্ন। এটা উপরে বর্ণিত মিশকাতের হাদীসের অনুরূপ যা হযরত আলী (রা.) এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আমরা এখন অন্য সনদগুলো নিয়ে আলোচনা করব। ইনশাআল্লাহ।

মুহাদ্দিস আল্লামা ইবনে হাযার আসকালানী (রহ.) ও অন্যান্য মুহাদ্দিসরা কী বলেছেন দেখি, মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) বলেন,

وَسُئِلَ عَنْهُ الحَافِظُ العَسْقَلانِيُّ فَأجَابَ بِأنَّهُ حَسَنٌ لا صَحِيحٌ كَمَا قَالَ الحَاكِمُ وَلا مَوْضُوعٌ.... السُّيُوطِيُّ وَقَالَ الحَافِظُ أبُو سَعِيدٍ العَلائِيُّ الصَّوَابُ أنَّهُ حَسَنٌ بِاعْتِبَارِ طُرُقِهِ لا صَحِيحٌ وَلا ضَعِيفٌ.

-"শায়খুল ইসলাম ইবনে হাযার আসকালানী (রহ.) কে হাদিসটি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, তিনি তার জবাবে বলেন, **নিশ্চয়ই হাদিসটি "হাসান" কিন্তু 'সহিহ'নয়।** যেমন বলেছেন ইমাম হাকিম (রহ.), তিনি বলেছেন হাদিসটি মওদ্বু (জাল) নয়। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহ.) উল্লেখ করেছেন যে হাফেয আবু সাঈদ আ'লায়ী (রহ.) বলেন, যেহেতু হাদিসটি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে সেহেতু এই হাদিসটি নিশ্চয়ই "হাসান" পর্যায়ের। "সহিহ"ও নয়, আবার "দ্বঈফ"ও নয় অর্থাৎ (হাসান)।"[২]

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) মিরকাতুল মাফাতীহ কিতাবে উল্লেখ করেন,

وَسُئِلَ الحَافِظُ العَسْقَلانِيُّ عَنْهُ فَقَالَ: إنَّهُ حَسَنٌ لا صَحِيحٌ، كَمَا قَالَ الحَاكِمُ وَلا مَوْضُوعٌ كَمَا قَالَ ابْنُ الجَوْزِيِّ

১ ক. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : আল-আসারুল মারফূআহ,১/১১৮-১১৯পৃ.হাদিসঃ৭১
২ ক. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : আল-আসারুল মারফূআহ,১/১১৮-১১৯পৃ.হাদিসঃ৭১

-"শায়খুল ইসলাম ইবনে হাযার আসকালানী (রহ.) কে উক্ত হাদিস সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, হাদিসটি **নিশ্চয়ই "হাসান" পর্যায়ভুক্ত সহিহ** পর্যায়ের নয়। ইমাম হাকিম বলেছেন,যে হাদিসটির সনদ মওদ্বু (জাল) নয়।"[১]

দলীল নং- ১০-১১

আল্লামা আযলূনী (রহ.) বর্ণনা করেন ইমাম হাকেমের সনদ সহিহ সম্পর্কে বলেন-

وقال الحاكم فى الحديث الاول انه صحيح الاسناد ـ

-"ইমাম হাকিম তার "মুস্তাদরাক" গ্রন্থে প্রথম হাদিসটির (হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত) ব্যাপারে বলেন : নিশ্চয়ই উক্ত প্রথম **হাদিসটির সনদ সহিহ** বা বিশুদ্ধ।"[২]

শুধু তাই নয় আল্লামা আযলূনী (রহ.) আরও বলেন :

لكن قال فى الدرر نقلا عن ابى سعيد العلائى الصواب: انه حسن باعتبار تعدد طرقه لا صحيح ولا ضعيف ـ

-"তবে ইমাম সুয়ূতি তাঁর রিযাল গ্রন্থ "আদ দুররুল মুতাসিরাহ" আল্লামা আবু সাঈদ আলায়ী (রহ.) এর কওল নকল করে বলেন : নিশ্চয়ই উক্ত হাদিসটি **"হাসান"** পর্যায়ের যেহেতু হাদিসটি একাধিক তরীকায় বর্ণিত হয়েছে, তাই হাদিসটি (সনদের দিক দিয়ে মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায়) সহিহও নয়, দ্বঈফও নয়।"[৩]

শুধু তাই নয় আল্লামা আযলূনী (রহ.) ইমাম দায়লামী (রহ.) সূত্রে আরেক সনদে এভাবে বর্ণনা করেন যা হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, যেমন :

وروى ايضا أنس بن مَالك مرفوعا : أنا مَدِينَةَ العلم وَعلي بَابهَا وحلقتها مُعَاوِيَةَ

-" হযরত আনাস বিন মালেক(রা.)থেকে আরেকটি বর্ণনা রয়েছে।[৪] ইমাম ইবনে যওযী (রহ.) এই হাদিসটির মোট ১৫টিরও বেশি সনদ উল্লেখ করেছেন।[৫] আমি কিতাবের শুরুতে পূর্বেই বর্ণনা করেছি যে একাধিক সূত্রে দ্বঈফ হাদিসও যদি বর্ণিত হয় তখন তা **"হাসান" পর্যায়ের** হয়ে যায়।

১ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : মিরকাতুল মাফাতীহ : ১১/৩৪৭ পৃ: হাদিস : ৫৮৩৭
২ ক. আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ১/১৮৪ : হাদিস : ৬১৮
খ. ইমাম সাখাভী : আল মাকাসিদুল হাসানা : ১২১ পৃ. হাদিস : ১৮৯, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।
৩ আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ১/১৮৪ : হাদিস : ৬১৮
৪ দায়লামী,আল-ফিরদাউস,১/৪৪পৃ.হাদিস,১০৬(খ)আযলূনী : কাশফুল খাফা : ১/১৮৪ : হাদিস : ৬১৮
৫ ইমাম ইবনে জাওজী : কিতাবুল মওদুআত : ১/৩৪৯-৩৫৫ পৃ

আল্লামা ইবনে হাযার মক্কী (রহঃ) উক্ত হাদিস সম্পর্কে বলেন যে,

حَدِيث أنا مَدِينَة العلم وعَلى بَابهَا فَهُوَ حَدِيث حسن بل قَالَ الحَاكِم صَحِيح وَقَول البُخَارِيّ لَيْسَ لَهُ وَجه صَحِيح-

-"যেমন হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে "আমি ইলমের শহর আর আলী হল তার দরজা।" উক্ত হাদিসটি 'হাসান' বরং **ইমাম হাকিম নিশাপুরী বলেন, উক্ত হাদিসটি সহিহ**। আর ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি তা'য়ালা আলাইহি) বলেন, হাদিসটি সহিহ এর উপরে অস্তিত্ব নেই (বরং হাসান)।"[১]

৫ম সূত্রের বর্ণনা ঃ

এ বিষয়ে আরেকটি সূত্র পাওয়া যায় যেমন হযরত আলী(রাঃ)হতে বর্ণিত রাসূল বলেন--

٨٦٤٩ : قال النبى صلى الله عليه وسلم: انا مدينة العلم ، على بابها- رواه ابو نعيم فى المعرفة، عن على رضى الله تعالى عنه -

-"রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, আমি ইলমের শহর আর আলী (রাঃ) হল তার দরজা। সুয়ূতি বলেন হাদিসটি ইমাম আবু নুঈম ইস্পাহানী (রহঃ) "আল মা'রিফাহ" গ্রন্থে সংকলন করেছেন।"[২]

ইমাম হাকিম নিশাপূরী (রহঃ) এর হাদিস সম্পর্কে আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন-

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ حَدِيثَ: " «أَنَا مَدِينَةُ العِلمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا» ". رَوَاهُ الحَاكِمُ فِي المَنَاقِبِ مِنْ مُسْتَدْرَكِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ: صَحِيحٌ، -

-"তারপর জেনে রাখ, নিশ্চয়ই এটা রাসূল (সাঃ) এর হাদিস : আমি হলাম ইলমের শহর আর আলী হল তার দরজা। উক্ত হাদিসটি ইমাম হাকিম (রহঃ) তার "মুস্তাদরাক" গ্রন্থে মানাকিব অধ্যায়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন। ইমাম হাকিম বলেন, হাদিসটি সনদ বিশুদ্ধ।"[৩]

৬ষ্ঠ সূত্র ঃ

উক্ত হাদিসটির আরেকটি সনদ বর্ণিত হয়েছে, যা আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) ও ইমাম সাখাভী (রহঃ) সংকলন করেছেন এভাবে-

১ ইবনে হাজার হায়তামী আল মক্কী : ফাতোয়ায়ে হাদিসিয়্যাহ : পৃ: ১/১৯২পৃ.দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ,বয়রুত।
২ (ক) সুয়ূতি,জামিউল আহাদিস,১/২৭২পৃ. হাদিস,৮৬৪৯ (খ) মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ১১/৬১৪পৃ. হাদিস, ৩২৯৭৯ ও ১১/৬১৪পৃ. হাদিস,৩২৯৭৮
৩ মোল্লা আলী ক্বারী,মিরকাত,১১/২৫৩পৃ.

عن عبد الله بن سعيد رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا مَدِينَة العلم وَأَبُو بكر أساسها وَعمر حيطانها وَعُثْمَان سقفها وَعلي بَابهَا-

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, আমি ইলমের শহর, আর আবু বকর (রাঃ) হলো তার ভিত্তি, আর ওমর হলো তার দেয়াল, আর উসমান হলো তার ছাদ, আর হযরত আলী হলো তার দরজা।"[১]

উক্ত হাদিসটি সংকলন করে আল্লামা ইবনে হাযার মক্কী(রহঃ)তার উক্ত গ্রন্থে বলেন, যে উক্ত হাদীসে একজন রাবী দূর্বল রয়েছে।

দলিল নং- ২৯

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন,

قوله عليه السلام: انا مدينة العلم وعلى بابها- شرح الفقه الاكبر:67

-"রাসূল (সাঃ) ইরশাদ ফরমান, আমি ইলমের শহর, আর আলী হলো তার দরজা।"[২]

উক্ত গ্রন্থটি হল কালাম বা আক্বিদা শাস্ত্র। আর আক্বিদাগত কোন বিষয়কে ছাবেত করতে হলে তা অবশ্যই সহিহ বা গ্রহণযোগ্য দলীল দ্বারা হতে হবে। তাই উক্ত মুহাদ্দিস সহিহ বলেই উক্ত হাদিস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন।

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি বলেন,

والحاكم في مستدركه من حديث ابن عباس وقال صحيح وقال الحافظ أبو سعيد العلائي: الصواب أنه حسن باعتبار طرقه لا صحيح ولا ضعيف،

-"হাকিম নিশাপুরীর হযরত ইবনে আব্বাসের হাদিসটি সহিহ.....এ ব্যাপারে হাফিজ আবু সাঈদ আলা'য়ী বলেন হাদিসটি একাধিক সনদে বর্ণিত হওয়ার কারনে 'হাসান',তবে সহিহও নয় আবার দ্বঈফও নয়।[৩]

পরিশেষে বলা যায় যে, হাদিসটি মুতাওয়াতির পর্য়ায়ের না হউক কিন্তু কমপক্ষে তা নিঃসন্দেহে মশহুর। উক্ত হাদিসটির অসংখ্য সনদ রয়েছে তাই হাদিসটি কখনই দ্বঈফ বা দূর্বল হতে পারেই না, কারণ আমি কিতাবের শুরুতে আলোচনা করে এসেছি

১ ক. আল্লামা ইমাম দায়লামী : আল মুসনাদুল ফিরদাউস : ১/৪৩ : হাদিস : ১০৫
খ. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : মিরকাতুল মাফাতীহ : ১১/৩৪৭ পৃ: হাদিস : ৫৮৩৭
গ. আল্লামা ইমাম সাখাভী : আল মাকাসিদুল হাসানা : পৃষ্ঠা নং ১০২ : হাদিস : ১৮৯
ঘ. আল্লামা ইবনে হাজার হায়তামী আল মক্কী : আল ফতোয়ায়ে হাদিসিয়্যাহ : ৩৫৫ পৃ: প্রশ্ন নং : ২৮১
ঙ. আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ১/১৪৮ পৃ: হাদিস : ৬১৮ :
২ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী শরহে ফিকহুল আকবার : ৬২ পৃ.
৩ সুয়ূতী,আদ্দুরুল মুনতাসিরাহ,১/৫৭পৃ.হাদিস,৩৮

যে, একটি দূর্বল হাদিস যখন বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়, তখন তা আর দ্বঈফ বা দুর্বল থাকে না। পরিশেষে বলতে চাই, উক্ত হাদিসকে যারা জাল বা বানোয়াট বলে তারা গণ্ডমূর্খ ছাড়া কিছুই নয়। তারা উসূলে হাদিস সম্পর্কে জাহিল বলে প্রমাণিত হয়। পরন্তু হাদিসটি সহিহ অথবা হাসান। কারণ ইমামদের উভয় মতই রয়েছে। আর বর্ণনার দিক থেকে মুতাওয়াতির পর্যায়ের বলাও চলে।

খোদাভীরুগণের জন্য দুনিয়া ও আখিরাত সবই হারাম

"হাদীসের নামে জালিয়াতি" বইয়ের ৩২৪ পৃষ্ঠায় বানোয়াট কথা বলে একটি সহিহ হাদিস উড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় কোন গ্রহণযোগ্য প্রমাণ তিনি দিতে পারেন নি। নিজ মিথ্যা ধোঁকাবাজির আশ্রয় নিয়ে হাদিসটি বানোয়াট সাব্যস্ত করতে চেয়েছেন। হাদিসটি হল-

عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدُّنيا حَرَامٌ على أهل الآخِرَةِ والآخِرَةُ حَرَامٌ عَلى أهل الدُّنيا والدُّنيا والآخِرَةُ حَرَامٌ على أهل الله-

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ ফরমান, আখিরাত ওয়ালাদের জন্য দুনিয়া হারাম, আর দুনিয়া ওয়ালাদের জন্য আখিরাত হারাম। **আর আল্লাহ ওয়ালাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই হারাম।**"[১]

ইমাম সুয়ূতি "জামিউস সগীর" গ্রন্থে বর্ণনা করে এটাকে "হাসান" বলেছেন। তাই তিনি একজন উচ্চ পর্যায়ের মুহাদ্দিস তার রায় অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। আর ইমাম সুয়ূতি (রহঃ) উক্ত কিতাবের ভূমিকায় বলেন,

فتركت القشر وأخذت اللباب وصنته عما تفرد به وضاع او كذاب -

-"অতঃপর আমি খোসাকে ছিন্ন করে মগজ বের করেছি। মনগড়া হাদিস রচনাকারী ও মিথ্যুকদের বর্ণনা থেকে এ গ্রন্থকে রক্ষা করেছি।"[২]

১ ক. ইমাম দায়লামী : আল মুসনাদুল ফিরদাউস : ২/২৩০ পৃ: হাদিস :৩১০৭
খ. ইমাম জালালুদ্দীন সূয়তী : জামেউস সগীর : ১/৬৫৬ : হাদিস : ৪২৬৯
গ. সুয়ূতি : জামিউল আহাদিস ১৩/৬ : পৃষ্ঠা হাদিস : ১২৪২৩
(ঘ)শায়খ ইউসুফ নাবহানী,ফতহুল কাবীর,২/১১০পৃ.হাদিস,৬৩৯৬
ঙ.মুত্তাকী হিন্দী,কানযুল উম্মাল,৩/১৮৪পৃ.হাদিস,৬০৭১
চ.আযলূনী,কাশফুল খাফা,১/৪৬৯পৃ.হাদিস,১৩১৪
ছ.মানাভী,ফয়যুল কাদীর,৩/৫৪৪পৃ.
জ.মোল্লা আলী ক্বারী,শরহে শিফা,২/২৮৬পৃ.দারুল কুতব ইলমিয়্যাহ।
ঝ.ইমাম আহমদ রেযা খাঁন : ফতোয়ায়ে রেজভীয়া : ৩/২৮৩ পৃষ্ঠা
২ ইমাম জালালুদ্দীন সূয়তী : জামিউস সগীর : ১/৫ পৃ

তবে ইমাম মানাভী সনদটিকে 'জিবলাত ইবনে সুলাইমান' রাবির কারনে দ্বঈফ বলেছেন। তিনি কারন উল্লেখ করেছেন যে ইবনে মুঈন তাকে গায়রে সিকাহ বলেছেন। তাই বলে পরিশেষে বলতে চাই, আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর ও আহলে হাদিস নাসিরুদ্দীন আলবানী যে তার সিলসিলাতুস দ্বঈফা এর ১/১৪০ পৃ. হাদিস নং ৩২ এ বলেছেন উক্ত হাদিসটি নাকি জাল, বানোওয়াট। দলীল বিহীনভাবে তাদের এ ধরনের মিথ্যা কথা কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! (নবম শতাব্দীর মুজাদ্দেদ) ইমাম সুয়ূতি (রহঃ) ও ইমাম দায়লামী (রহঃ) যে হাদিসটিকে "হাসান" বলেছেন। আলবানী ও আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর ইমাম সুয়ূতি ও ইমাম দায়লামীর উপরে সে হাদিসটিকে জাল বলে কি তাদের চেয়ে বড় মুহাদ্দিসের পরিচয় দিতে দিতে চাচ্ছেন? পাঠকবৃন্দ আপনারাই চিন্তা করুন কার রায় গ্রহণযোগ্য হতে পারে, আহলে হাদীসের নাকি হাদিস শাস্ত্রের এই দুই মহান ইমামদের?

প্রসঙ্গ ঃ যার কোন পীর নেই তার পীর শয়তান

"প্রচলিত জাল হাদিস"এ মাওলানা মতিউর রহমান ১৪৯ পৃষ্ঠায় এটা উল্লেখ করে হাদিস বলে জাল বানানোর অপচেষ্টা চালিয়াছেন। অনুরূপভাবে বাবু নগরী সাহেব তার "প্রচলিত জাল হাদীসের" ১৯১ পৃষ্ঠায় একইভাবে মাশায়েখের উক্ত বাণীটিকে জাল হাদিস প্রমাণ করার অপচেষ্টা চালিয়েছেন।

আসলে মূলত এটা হাদিস নয়, বরং মাশায়েখের বাণী। তাই এটাকে হাদিস মনে করাটা ভুল বা মূর্খতা ছাড়া কিছু নয়। এছাড়া বায়াত হওয়ার গুরুত্বের উপর আরও অনেক হাদিস রয়েছে। পীরের হাতে বায়াত হওয়া ছাড়া কোন মুসলমান সফলকাম হতে পারে না। আজ পর্যন্ত যাঁরা আউলিয়ায়ে কেরাম হয়েছেন তারা কেউ পীরের হাতে বায়াত হওয়া ছাড়া হতে পারেননি, হতে পেরেছেন এমন কোন নজিরও নাই। খুঁজে দেখা যায় সবারই পীর ছিল।

নিম্নে বর্ণিত দলীল ছাড়াও পীরের হাতে বায়াত হওয়ার গুরুত্বের ব্যাপারে আরো অনেক কোরআন হাদীসের দলীল রয়েছে। কিতাব দীর্ঘায়িত হওয়ার আশংকায় সংক্ষিপ্ত করা হল।

১। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে-

«مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ، لَقِيَ اللهَ يَوْمَ القِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» -

-"যে ব্যক্তি ইমামের আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নিলো, সে কিয়ামত দিবসে আল্লাহর সাথে এমতাবস্থায় সাক্ষাত করবে, তার হাতে কোন দলীল থাকবে না। যে

ব্যক্তি এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করলো যে, তার গলায় বায়আতের বেড়ি থাকলো না, সে জাহেলীয়াতের মৃত্যুতে মৃত্যুবরণ করলো।"[১]

জাহেলী যুগে যারা মৃত্যুবরণ করেছে তারা কী ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে নাকি বেঈমান হয়ে তা সকলের জানা কথা। একজন হক্কানী ওলীয়ে কামেলের সোহবতে না থাকলে শয়তান তাকে বেঈমান পথভ্রষ্ট করতে পারে যে কোন মূহুর্তে।

বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনুল হাজ্জ আল মালেকী (রহ.)ওফাত.৭৩৭হি. তাঁর "আল মাদখাল" গ্রন্থে বলেন-

اَنَّ الْمُرِيدَ لَهُ اتِّسَاعٌ فِي حُسْنِ الظَّنِّ بِهِمْ، وَفِي ارْتِبَاطِهِ عَلَى شَخْصٍ وَاحِدٍ يُعَوِّلُ عَلَيْهِ فِي أُمُورِهِ، وَيَحْذَرُ مِنْ تَقَضِّي أَوْقَاتِهِ لِغَيْرِ فَائِدَةٍ. -

-"মুরিদের জন্য এও অবকাশ রয়েছে যে, সে স্বীয় যুগের সমস্ত শায়খ বা পীরের প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করবে এবং একজন পীরের দামানের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে আর স্বীয় সকল কাজে তার উপরই নির্ভর করবে। অনর্থক সময় নষ্ট করা থেকে বিরত থাকবে।"[২]

শুধু তাই নয় সূফী কুল সম্রাট ইমাম শা'রানী (রহ.) তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "মিযানুশ শরীয়্যাতুল কুবরা"-এ উল্লেখ করেন,

سمعت سيدى على الخواص رحمه الله عليه يقول : انما أمر علماء الشريعة الطالب بالالتزام مذهب معين وعلماء الحقيقية للمريد بالالتزام شيخ واحد -

-"আমি (আমার পীর) হযরত আলী খাওয়াছ (রহ.) কে বলতে শুনেছি যে, তিনি শরীয়তের অনুসারীকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন মাযহাব চারটা থেকে নির্দিষ্ট একটি মাযহাবের তাকলীদকে নিজের জন্য অপরিহার্য করে নেয়। আর তরীকতের আলিম মুরিদকে বলেছেন, তারা যেন একজন পীরকে অপরিহার্য করে নেয়।"[৩]

১ ক. ইমাম মুসলিম : আস সহীহ : কিতাবুল ইমা'রত : ৩/১৪৭৮ পৃ. হাদিস : ১৮৫১ এবং ৫৮
খ.খতিব তিবরিযী, মিশকাতুল মাসাবীহ, ৩/৫পৃ. কিতাবুল ইমারত, হাদিস,৩৬৭৪, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ,বয়রুত।
গ.আহমদ,আল-মুসনাদ,২/১৫৪পৃ.

২ (ক) আল্লামা ইমাম শায়খ ইবনুল হাজ্ব : আল মাদখাল : ৩/১৫৫পৃ, দারুল কিতাব আরাবী, বয়রুত
(খ) ইমাম আহমদ রেযা খান : আহকামে বায়আত আওর খিলাফত : পৃষ্ঠা নং : ২৫

৩ ক. আল্লামা ইমাম শা'রানী : আল মিযানুল কোবরা : ১/২৩ পৃ, মোস্তফা আল বাবী, মিসর হতে প্রকাশিত।
খ. ইমাম আহমদ রেযা খান : আহকামে বায়আত আওর খিলাফত : ২৫ পৃ.

হযরত তালহা (রা.) স্বীয় ইজতিহাদী ভুল স্বীকার করে আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (রা.) এর হাতে যখন পুনরায় বায়াত গ্রহণ করতে চাইলেন কিন্তু জালিমের হাতে ভীষণ আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার কারণে আমীরুল মুমিনীন পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর ছিলো না।তখন তার পাশ দিয়ে আমীরুল মুমিনীনের একজন সেনা সদস্য অতিক্রমকালে তাকে ডেকে হযরত তালহা (রা.) তার হাতে বায়আতে তাজদীদ করলেন। এরপরই তিনি ইন্তিকাল করলেন। হযরত আমীরুল মুমিনীন আলী (রা.) এ ঘটনা শুনে বললেন-

أَبَى اللهُ أَنْ يَدْخُلَ طَلْحَةَ الْجَنَّةَ إِلَّا وَبَيْعَتِي فِي عُنُقِهِ»

-"আল্লাহ তায়ালা তালহার জান্নাতে যাওয়াকে চাননি যতক্ষণ পর্যন্ত আমার বায়আত তার স্কন্ধে ছিলো না।"[১]

তাই এতবড় একজন সাহাবী সে বায়াত না হওয়াতে যদি এইরূপ হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের অবস্থা কীরূপ হতে পারে! আমাদের যুগতো আরও বড় ফিতনার যুগ।

এখন উক্ত বাণী সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হল।

হযরত সায়্যিদুনা শায়খুশ শায়খ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী (রহ.) তাঁর 'আওয়ারিফুল মাআরিফ' গ্রন্থে বলেন-

سمعت كثيرا من المشائخ يقولون من لم مفلحا لا يفلح -

-"আমি অনেক আউলিয়ায়ে কিরামকে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি সফলকাম লোকের (ওলীদের) সান্নিধ্যে অর্জন করেনি সে সফলকাম হবে না।"[২]

উক্ত কিতাবে আরও উল্লেখ আছে-

عن ابى يزيد رضى الله تعالى عنه انه قال : من لم يكن له استاذ فامامه الشيطان -

-"হযরত আবু ইয়াযিদ বায়েজিদ বোস্তামী (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যার পীর নেই, তার ইমাম বা পীর শয়তান।"[৩]

শুধু তাই নয় ইমাম আবুল কাসিম কুশাইরী (রহ.) তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'আর রিসালায়ে কুশাইরী' বলেন,

১ ইমাম হাকিম নিশাপুরী : আল মুস্তাদরাক : মানাকিবে তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ : ৩/৪২১ : হাদিস : ৫৬০১

২ আল্লামা শায়খ সোহরাওয়ার্দী : আওয়ারিফুল মাআরিফ : ২য় পরিচ্ছেদ : পৃ-৭৮

৩ আওয়ারিফুল মাআরিফ : ৭৮ পৃ.

يجب على المريد ان يتأدب بشيخ فان لم يكن له استاذ لا يفلح ابدا هذا ابو يزيد يقول من لم يكن له استاذ فامامه الشيطان -

অর্থাৎ- মুরিদের জন্য করণীয় যে, কোন পীরের দীক্ষা গ্রহণ করা। কারণ, পীরহীন লোক কখনো (উভয় জগতে) সফলতা লাভ করতে পারে না। আবু ইয়াযিদ হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রহ.) এটাই বলেছেন যে, যার কোন পীর নেই, তার পীর শয়তান। (ইমাম কুশায়রী : আর রিসালা : অধ্যায় الوصية للمريدين, পৃ-১৮১)

অতঃপর তিনি আরও বলেন,

سمعت الاستاذ ابا على الدقاق يقول : الشجرة اذا انبتت بنفسها من غير غارس فانها تورق ولكن لا تثمر كذالك المريد اذا لم يكن له استاذ يأخذ منه طريقة نفسا فنفسا فهو عابد هواه لا يجد نفاذا

-"আমি হযরত আলী দিকাক (রহ.) কে বলতে শুনেছি যে, বৃক্ষ যখন কারো রোপন করা ছাড়া নিজে নিজেই জন্মে, এতে পাতা হয়, কিন্তু ফল হয় না। তেমনি মুরিদের যদি কোন **পীর না থাকে, যার কাছে তরীকতের এক একটি শ্বাস প্রশ্বাসের নিয়মাবলী শিক্ষা না লাভ করবে,** তবে সে স্বীয় প্রবৃত্তির পূজারী, সে সু পথ পাবে না।"[১]

হযরত সায়্যিদুনা মীর আবদুল ওয়াহিদ বলগিরামী (রহ.) সবঈ সানাবিল শরীফে বলেন,

چوپیرت نیست پر تست ابلیس * کہ راہ دین نہ زدست ازمکر و تلبیس

-"যখন তোমার পীর নেই, তবে তোমার পীর শয়তান দ্বীনি পথে তো প্রতারণা ও ধোঁকার মাধ্যমে মানুষকে প্রতারিত ও বিতাড়িত করে।"

ইমামুল আউলিয়া খাজা নিজামুদ্দীন (রহ.) এর 'মালফূযাত' তথা বাণী সংকলন 'ফাওয়ায়েদুল ফুয়াদ' এ এভাবে লিপিবদ্ধ আছে- মাওলানা সিরাজুদ্দীন হাফেয বাদায়ূনী (রহ.) তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করেন : من ليس له شيخ فشيخه الشيطان -

-"যার কোন পীর নেই, তার পীর শয়তান- এটি কি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর হাদিস? হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়া (রহ.) বলেন, না এটি মাশায়েখের বাণী।"[২]

অতএব প্রমাণিত হলো যে, এটা হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রহ.) সহ অনেক বাণী অর্থাৎ মাশায়েখের বাণী। শুধু তাই নয় এ প্রসঙ্গে আরও বর্ণনা রয়েছে,

১ ইমাম কুশাইরী, আর রিসালা : পৃ-১৮১
২ হযরত ফরিদ উদ্দীন আত্তার : ফাওয়ায়েদুল ফুয়াদ-৫৯ পৃঃ

বিশ্ববিখ্যাত মুফাস্‌সির, মুহাদ্দিস আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী (রহ.) সূরা কাহাফের ৬১ আয়াতের তাফসীরে বলেন,

روى عن ابى يزيد رضى الله تعالى عنه قال: من لم يكن له شيخ فشيخه الشيطان (تفسير روح البيان: ٢٦٦/٥)

-"হযরত আবু ইয়াজিদ বায়জিদ বোস্তামী (রহ.) বলেন, **যার কোন পীর নেই, তার পীর শয়তান।"**[১]

বাবুনগরীদের অন্যতম গুরু রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেব তার 'ইমদাদুস সুলুক' কিতাবের ১৬৮ নং পৃষ্ঠাও (উর্দু) অর্থাৎ- যার কোন পীর নাই, তার পীর শয়তান।" এ বাক্যটিকে সত্য বলে উল্লেখ করেছেন।

নবি প্রেমে হরিনী আর্তনাদ বিস্তারিত ঘটনা

"হাদীসের নামে জালিয়াতি" বইয়ের ২৭৬ পৃষ্ঠায় আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর এবং "প্রচলিত জাল হাদিস" এর ১৮৪ পৃষ্ঠায় বাবু নগরী লিখেছেন, হরিনীর বাচ্চাকে দুধ পান করানো এবং রাসূল (ﷺ) কে যামীনদার বানানোর ঘটনাটি বানোওয়াট ও মিথ্যা। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো তারা কোন প্রমাণ দিতে পারেন নি বরং মিথ্যা ধোকাবাজির অপচেষ্টা চালিয়েছেন। আমি নির্ভরযোগ্য দলীল দ্বারা উক্ত ঘটনাটির প্রমাণ পেশ করলাম, আল্লাহ সহায় হউন।

দলীল নং- ১

বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা হাফেয আবদুর রহমান সাখাভী (রহ.) স্বীয় দরূদ শরীফের ফজিলতের উপরে লিখিত কিতাব "আল কওলুল বদী" এর ১৪৮ পৃষ্ঠায় ঘটনাটি এভাবে উল্লেখ করেন,

وفي حلية الأولياء لأبي نعيم عن ابى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه قال: أن رجلاً مر بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ومعه ظبي قد اصطاده فأنطلق الله سبحانه الذي لأنطق كل شيء الظبي فقالت يارسول الله ان لي أولادنا وأنا أرضعهم وأنهم الآن جياع فأمر هذا أن يخليني حتى أذهب فارضع أولادي وأعود قال فإن لم تعودي قالت إن لم أعد فلعنني الله كمن تذكر بين يديه فلا يصل عليك، أو كنت كمن صلى ولو يدع فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - أطلقها وأنا ضامنها فذهبت الظبية ثم عادت فنزل جبريل عليه السلام وقال يا محمد الله يقرئك السلاة ويقول لك وعزتي وجلالي (لق) أنا أرحم بامتك من هذه الظبية بأولادها وأنا أردهم إليك كما رجعت الظبية إليك –

১ আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী : তাফসীরে রুহুল বায়ান : ৫/২৬৪ পৃ.সূরা. কাহাফ-৬১

-"হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি হরিণী শিকার করল। আর সেটা নিয়ে যখন লোকটি হুযুর করীম (ﷺ) এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন আল্লাহ পাক হরিণীকে কথা বলার শক্তি দান করলেন। **হরিণী আরজ করল**, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ﷺ)! আমার ছোট ছোট দুগ্ধপায়ী বাচ্চা আছে। এখন তারা ক্ষুধার্ত। অতএব আপনি শিকারীকে বলুন, সে যেন আমাকে ছেড়ে দেয়। আমি বাচ্চা দুটিকে দুধ পান করিয়ে ফিরে আসব। নবীয়ে রহমত (ﷺ) ইরশাদ করলেন, যদি তুমি ফিরে না আস? হরিণী বলল, আমি ফিরে না আসলে তখন আমার উপর আল্লাহর অভিশাপ। যেমন ওই ব্যক্তির উপর অভিশাপ যার সামনে আপনার যিকির করা হল, আর সে আপনার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না। অথবা ওই ব্যক্তির উপর অভিশাপের মত যে ব্যক্তি নামায পড়ল আর পরক্ষণে হাত উঠিয়ে দুআ করল না। অতঃপর সরকারে দুআলম (ﷺ) ওই শিকারীকে বললেন, সেটাকে ছেড়ে দাও। আমি তার যিম্মাদার হলাম। সে হরিণীকে ছেড়ে দিল। হরিণী বাচ্চাদের দুধ পান করিয়ে ফিরে আসল। তখন জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) এসে হাযির হলেন, আর আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ﷺ)! আল্লাহ আপনাকে সালাম বলেছেন এবং ইরশাদ করেছেন, আমার (আল্লাহ) সত্তার ও ইজ্জতের শপথ! আমি (আল্লাহ) আপনার উম্মতের জন্য তার চেয়ে বেশী অনুগ্রহশীল যেমন এ হরিণী স্বীয় বাচ্চাদের সাথে মায়া মমতা দেখিয়েছে। আমি (আল্লাহ) তাদেরকে আপনার দিকে ফিরিয়ে দেব, যেমনি হরিণী আপনার দিকে ফিরে এসেছে।"[১]

উক্ত ঘটনাটি অনেক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র উল্লেখ করা হল।

দলীল নং- ২-১৪

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّحْرَاءِ فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِيهِ يَا رَسُولَ اللهِ فَالْتَفَتَ، فَلَمْ يَرَ أَحَدًا، ثُمَّ الْتَفَتَ فَإِذَا ظَبْيَةٌ مُوَثَّقَةٌ، فَقَالَتْ: ائْذَنْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ فَدَنَا مِنْهَا، فَقَالَ: «حَاجَتُكِ؟» قَالَتْ: إِنَّ لِي خَشْفَيْنِ فِي ذَلِكَ الْجَبَلِ فَخَلِّنِي حَتَّى أَذْهَبَ، فَأُرْضِعَهُمَا، ثُمَّ أَرْجِعُ إِلَيْكَ، قَالَ: «وَتَفْعَلِينَ؟» ، قَالَتْ: عَذَّبَنِي اللهُ بِعَذَابِ الْعِشَارِ إِنْ لَمْ أَفْعَلْ، فَأَطْلَقَهَا فَذَهَبَتْ، فَأَرْضَعَتْ خَشْفَيْهَا، ثُمَّ رَجَعَتْ، فَأَوْثَقَهَا وَانْتَبَهَ الْأَعْرَابِيُّ، فَقَالَ: لَكَ حَاجَةٌ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «نَعَمْ تُطْلِقُ هَذِهِ» ، فَأَطْلَقَهَا فَخَرَجَتْ تَعْدُو، وَهِيَ تَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ "

-"হযরত উম্মে সালমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেন, একবার রাসূলে করীম (ﷺ) মরু (সাহারা মরুভূমি) এলাকায় যান। সেখানে তিনি শুনতে পেলেন কে যেন বলছে

১ আল্লামা ইমাম হাফেজ শামসুদ্দীন সাখাভী : আল কওলুল বদী, ১/১৫৩ পৃ :

ইয়া রাসূলাল্লাহ (ﷺ)! তিনি পেছন ফিরে তাকালেন। কিন্তু কেউ নেই। পুনরায় তাকিয়ে একটি হরিণীকে বাধা অবস্থায় দেখতে পেলেন। হরিণী বলছিল ইয়া রাসূলাল্লাহ (ﷺ)! আমার নিকটে আসুন। রাসূল (ﷺ) তার কাছে চলে গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, কী প্রয়োজন? হরিণী বললো : পাহাড়ের পাদদেশে আমার দুটি শিশু আছে। আপনি আমাকে বন্ধনমুক্ত করে দিন, আমি শিশুদ্বয়কে দুধ পান করিয়ে আসি। হুযুর (ﷺ) বললেন, তুমি দুধ পান করিয়ে ফিরে আসবে? সে বলল, হ্যা। যদি ফিরে না আস তাহলে? জবাবে হরিণী বলল, আল্লাহ যেন আমাকে দশ মাসের গর্ভবর্তী উটনীর মত শাস্তি দেন। হুযুর (ﷺ) হরিণীকে ছেড়ে দিলেন। সে গিয়ে উভয় বাচ্চাকে দুধ পান করানোর পর ফিরে এল। রাসূল (ﷺ) তাকে বেঁধে দিলেন। জনৈক বেদুঈন কিছু দূরে নিদ্রিত ছিল। সে জাগ্রত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ﷺ)! আপনার কোন প্রয়োজন আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ! প্রয়োজন এই যে, তুমি এই হরিণীকে মুক্ত করে দাও। **বেদুঈন তৎক্ষণাৎ হরিণীকে ছেড়ে দিলেন। হরিণী দৌড়ে দৌড়ে যাচ্ছিল আর বলছিল** : আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্নাকা রাসূলাল্লাহ।"[১]

সনদ পর্যালোচনা ঃ

উক্ত হাদীসের ঘটনাটি সম্পর্কে বিখ্যাত হাদিস বিশারদ আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ূতি (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

فى اسناده اغلب من تميم ضعيف لكن للحديث طرق كثيرة تشهر بان للقصة اصلا- الخصائص الكبرى:2/103 رقم الحديث:1797

-"উক্ত হাদীসের সনদে আগলাব বিন তামীম দুর্বল রাবী। তবে উক্ত হাদিসটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত হওয়ার কারণে উক্ত ঘটনাটির ভিত্তি আসে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।[২] তাই ইমাম সুয়ূতি (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর বক্তব্য দ্বারা বুঝা গেল যে, মূল ঘটনাটি অবশ্যই বিশুদ্ধ। অপরদিকে আল্লামা ইবনে হাযার হাইসামী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ أَغْلَبُ بْنُ تَمِيمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ

১ (ক)তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ২৩/৩৩১পৃ. হাদিস,৭৬৩ (খ) ইমাম কাযি আয়াজ, শিফা শরীফ, ১/৩১৪পৃ. ও ১/৬০৩পৃ. (গ) মুকরিজী, ইমতাউল আসমা, ৫/২৩৮পৃ. (ঘ) কুস্তালানী, মাওয়াহেবে লাদুন্নীয়া, ২/২৮০পৃ. (ঙ) ইমাম জালাল উদ্দিন সূয়তী : খাসায়েসুল কোবরা : ২/১০৩, হাদিস নং- ১৭৯৭ (চ) আল্লামা ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউয যাওয়াইদ : ৮/২৯৫ পৃষ্ঠা (ছ) ইবনে কাসীর,মু'যিজাতুন্নবী,১/১৬৬পৃ.ও বেদায়া ওয়ান নিহায়া, ৬/১৪৮পৃ. (ঝ) হুমাইরী হাদ্দরামী, হাদায়েকুল আনওয়ার,১/১৫২পৃ. (ট) যুরকানী, শরহুল মাওয়াহেব, ৬/৫৫৯পৃ. (ঠ) ইবনে সালেহ শামী, সবলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৯/৫১৯পৃ.

২ ইমাম জালাল উদ্দিন সূয়তী : খাসায়েসুল কোবরা : ২/১০৩, হাদিস নং- ১৭৯৭

-"উক্ত হাদিসটি ইমাম তাবরানী তার "মু'জামুল কবীর" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদীসে শুধুমাত্র একজন রাবী আগলাব বিন তামীম দুর্বল।"[১]

দলীল নং- ১৫-১৯

এ প্রসঙ্গে আরো হাদিস বর্ণিত হয়েছে, যেমন-

عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ قَالَ: «مَرَّ رَسُولُ اللّهِ - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى قَوْمٍ قَدْ صَادُوا ظَبْيَةً، فَشَدُّوهَا إِلَى عَمُودِ فُسْطَاطٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنِّي وَضَعْتُ وَلَدَيْنِ خَشْفَيْنِ فَاسْتَأْذِنْ لِي أَنْ أُرْضِعَهُمَا ثُمَّ أَعُودُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " خَلُّوا عَنْهَا حَتَّى تَأْتِيَ خَشْفَيْهَا فَتُرْضِعُهُمَا وَتَأْتِي إِلَيْكُمَا ". قَالُوا: وَمَنْ لَنَا بِذَلِكَ يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: " أَنَا ". فَأَطْلَقُوهَا فَذَهَبَتْ فَأَرْضَعَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَيْهِمْ فَأَوْثَقُوهَا. قَالَ: " تَبِيعُوهَا ". قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، هِيَ لَكَ، فَخَلُّوا عَنْهَا فَأَطْلَقُوهَا فَذَهَبَتْ».- قال الهيثمى : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ وَفِيهِ صَالِحٌ الْمُرِّيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ- ٢٩٥/٨

-"হযরত আনাস বিন মালিক (ﷺ) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (ﷺ) একটি গোত্রের পাশে দিয়ে অতিক্রম করছিলেন আর গোত্রের লোকেরা একটি হরিণকে তাবুর খুঁটির সাথে বেঁধে রেখেছিল। এমন সময় হরিণী বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ﷺ)! আমি বাধা অবস্থায় রয়েছি অথচ আমার দুটি বাচ্চা রয়েছে, আমাকে অনুমতি দেন আমি যেন তাদেরকে দুধ পান করিয়ে আসতে পারি। রাসূল (ﷺ) ঐ কওমকে বললেন, তোমরা তাকে ছেড়ে দাও, সে তার দুই বাচ্চাকে দুধ পান করাবে তারপর তোমাদের নিকট ফিরে আসবে। তারা বলল, আমাদের নিকট জামিনদার হবে কে? রাসূল (ﷺ) বললেন, আমি। অতঃপর তাকে ছেড়ে দেওয়া হল, তারপর কিছুক্ষণ পর দুধ পান করিয়ে সেটা ফিরে আসলে তাকে বাধা হল। রাসূল (ﷺ) তাদেরকে বললেন, তোমরা তার নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ বা অনুসরণ করেছ? রাসূল (ﷺ)-কে তারা বলল এটা আপনার জন্য। অতঃপর রাসূল (ﷺ) তাদেরকে বললেন, তোমরা তাকে ছেড়ে দাও, **অতঃপর তারা হরিণীটিকে ছেড়ে দিল সে তার গন্তব্য স্থানে চলে গেল।**"[২]

১ ক. ইমাম জালাল উদ্দিন সূয়তী : খাসায়েসুল কোবরা : ২/১০৩, হাদিস নং-১৭৯৭ (খ) আল্লামা ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউয যাওয়াইদ : ৮/২৯৪.পৃ.হাদিস:১৪০৮৭ (গ) ইমাম তাবরানী : মু'জামুল আওসাত:৫/৩৫৮পৃ. হাদিস,৫৫৪৭০ (ঘ) ইমাম আবু নঈম ইস্পাহানী : দালায়েলুন নবুওয়াত : ১/৩৭৬ পৃ.হাদিস,২৭৪ (ঙ)ইবনে কাছির : বেদায়া ওয়ান নেহায়া : ৬/১৫৭ পৃ.

২ (ক)আল্লামা ইমাম জালালুদ্দীন সূয়তী : খাসায়েসুল কোবরা : ২/১০৩, হাদিস-১৭৯৮(খ) ইমাম আবু নঈম ইস্পাহানী : দালায়েলুন নবুওয়াত : ৩২১ পৃ.(গ) ইমাম তাবরানী : মু'জামুল আওসাত :(ঘ) ইবনে কাসির : বেদায়া ওয়ান নেহায়া : ৬/১৫৭ পৃ.
(ঙ) ইমাম ইবনে হাযার হায়সামী : মাযমাউয যাওয়াইদ : ৮/২৯৫ তিনি বলেন, "ছালেহ আল মারী" তিনি শুধু একজন দুর্বল রাবী, বাকী সব রাবী বিশস্ত।

একজন রাবী দুর্বল হওয়ার কারণে হাদিসটি "হাসান" হিসেবে গণ্য, যা আমি কিতাবের শুরুতে আলোচনা করেছি, দেখে নেয়ার জন্য অনুরোধ রইল।

দলীল নং- ২০-২৫

এ প্রসঙ্গে গ্রহণযোগ্য সনদের আরো হাদিস বর্ণিত হয়েছে,যেমন-

عَنْ عَطِيَّة، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِظَبْيَةٍ مَرْبُوطَةٍ إِلَى خِبَاءٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، خَلِّنِي حَتَّى أَذْهَبَ فَأُرْضِعَ خِشْفِي، ثُمَّ أَرْجِعَ فَتَرْبِطَنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَيْدُ قَوْمٍ وَرَبِيطَةُ قَوْمٍ»، قَالَ: فَأَخَذَ عَلَيْهَا فَحَلَفَتْ لَهُ، فَحَلَّهَا، فَمَا مَكَثَتْ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى جَاءَتْ وَقَدْ نَفَضَتْ مَا فِي ضَرْعِهَا فَرَبَطَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَتَى خِبَاءَ أَصْحَابِهَا فَاسْتَوْهَبَهَا مِنْهُمْ فَوَهَبُوهَا لَهُ، فَحَلَّهَا-

-"ইমাম বায়হাকী (রহ.) তার 'দালায়েলুল নবুয়ত' গ্রন্থে তাবেয়ী আতিয়্যাহ (রহ.) থেকে তিনি হযরত আবু সাঈদ খুদরী (ﷺ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এক হরিণীর কাছ দিয়ে গেলেন। হরিণীটি তাবুতে বাধা ছিল। সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ (ﷺ)! আপনি আমার বাধন খুলে দিন, আমি বাচ্চাদেরকে দুধ পান করিয়ে আসি। রাসূল (ﷺ) বললেন, তুমি একদল লোকের নিকট বাঁধা বা শিকার। তাই তোমাকে ফিরে আসার ওয়াদা করতে হবে। হরিণী কসম খেয়ে ওয়াদা করলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে ছেড়ে দিলেন। সে চলে গেল এবং কিছুক্ষণ পর ফিরে এল। তখন তার স্তন খালি ছিল। তিনি তাকে বেঁধে দিলেন। এরপর দলের লোকজন এলে রাসূল (ﷺ) বললেন, **এই হরিণীটি আমাকে দিয়ে দাও। তারা দিয়ে দিলে রাসূল (ﷺ) বাঁধন খুলে হরিণীকে মুক্ত করে দিলেন।**"[১]

দলীল নং- ২৬-৩৪

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ سِكَكِ الْمَدِينَةِ، فَمَرَرْنَا بِخِبَاءِ أَعْرَابِيٍّ فَإِذَا ظَبْيَةٌ مَشْدُودَةٌ إِلَى الْخِبَاءِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَذَا الْأَعْرَابِيَّ اصْطَادَنِي وَلِي خِشْفَانِ فِي الْبَرِيَّةِ، وَقَدْ تَعَقَّدَ اللَّبَنُ فِي أَخْلَافِي، فَلَا هُوَ يَذْبَحُنِي فَأَسْتَرِيحُ، وَلَا يَدَعُنِي فَأَرْجِعُ إِلَى خِشْفَيَّ فِي الْبَرِيَّةِ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ تَرَكْتُكِ تَرْجِعِينَ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، وَإِلَّا عَذَّبَنِي اللهُ عَذَابَ الْعَشَّارِ، فَأَطْلَقَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ تَلْبَثْ أَنْ جَاءَتْ تَلْمَظُ فَشَدَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْخِبَاءِ، وَأَقْبَلَ الْأَعْرَابِيُّ وَمَعَهُ قِرْبَةٌ، فَقَالَ لَهُ

১ (ক) বায়হাকী : দালায়েলুন নবুওয়াত : ৬/৩৪.পৃ. হাদিস : ২২৭৩, দারুল হাদিস কাহেরা (খ) ইমাম জালালুদ্দীন সূয়তী : খাসায়েসুল কোবরা : ২/১০৩ : হাদিস : ১৭৯৯ (গ) ইবনে কাসির, মু'যিজাতুন্নবী, ১/১৬৬পৃ. (ঘ) মুকরিজী, ইমতাউল আসমা, ৫/২৪০পৃ. (ঙ) ইবনে সালেহ শামী,সবলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৯/৫১৯পৃ. (চ) বুরহানুদ্দীন হালবী, সিরাতে হালবিয়্যাহ, ৩/৩৯৯পৃ.

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَبِيعُنِيهَا؟» قَالَ: هِيَ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَطْلَقَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ: فَأَنَا وَاللهِ رَأَيْتُهَا تَسِيحُ فِي البَرِيَّةِ، وَتَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ۔

-"হযরত যায়দ ইবনে আরকাম (ﷺ) রেওয়ায়েত করেন, নবী করীম (ﷺ) এর সঙ্গে মদীনার গলি পথে জনৈক বেদুঈনের তাবুতে পৌঁছে আমরা একটি হরিণীকে বাঁধা দেখলাম। হরিণী বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ﷺ)! এই বেদুঈন আমায় শিকার করেছে, অথচ জঙ্গলে আমার দুটো বাচ্চা ক্ষুধায় কষ্ট করছে। আর স্তনে দুধ জমে যাওয়ার কারণে আমিও নিদারুন যাতনা অনুভব করছি। বেদুঈন আমাকে যবেহ করে ফেললেও আমি এই যাতনা থেকে রেহাই পেতাম কিংবা আমাকে ছেড়ে দিলে আমি বাচ্চাদের কাছে চলে যেতাম, কিন্তু সে কিছুই করছে না। রাসূল (ﷺ) হরিণীকে জিজ্ঞাস করলেন, যদি আমি তোমাকে ছেড়ে দেই, তবে তুমি ফিরে আসবে? সে বলল, হ্যাঁ, আমি ফিরে আসব। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হরিণীকে ছেড়ে দিলেন। সে কিছুক্ষণের মধ্যে জিহ্বা চাটতে চাটতে ফিরে এল। রাসূল (ﷺ) তাকে বেধে দিলেন। ইতিমধ্যে বেদুঈন এসে গেল। তার সাথে ছিল পানির একটি মশক। হুযুর (ﷺ) বললেন, তুমি হরিণীটি বিক্রি করবে? **সে বলল হরিণীটি আপনারই। সে মতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে মুক্ত করে দিলেন।"**[১]

দলীল নং- ২০

হানাফী মাযহাবের ইমাম আবু হানিফা (ﷺ) এই ঘটনাটি সত্যায়ন করেছেন ছোট একটি কাসীদার মাধ্যমে। যেমন : ইমাম আযম (ﷺ) বলেন, والذئب جاءك والغزالة قد اتت• بك تستجير وتحتمى بحماك۔

-"নেকড়ে বাঘ আপনার কাছে এসে আপনার সত্যায়ন করেছে, হরিণী বন্দী অবস্থায় আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করেছে এবং সে (আপনার করুনায় মুক্তি পেয়ে) আনন্দ প্রকাশ করছিল।" (কাসীদায়ে নুমান,সনজরী প্রকাশনী,আন্দরকিল্লা,চট্টগ্রাম)

১ (১) আল্লামা ইমাম বায়হাকী : দালায়েলুন নবুওয়াত : ৬/৩১ পৃ. হাদিস : ২২৭৪, দারুল হাদিস কাহেরা, মিশর (২) ইমাম আবু নঈম ইস্পাহানী : দালায়েলুন নবুওয়াত :১/৩২০ পৃ.হাদিস:২৭৩ (৩) মুকরিজী, ইমতাউল আসমা, ৫/২৩৮পৃ. (৪) বুরহানুদ্দীন হালবী, সিরাতে হালবিয়্যাহ,৩/৩৯৯পৃ.
৫. ইমাম জালালুদ্দীন সূয়তী : খাসায়েসুল কোবরা : ২/১০৩ : হাদিস : ১৮০০
৬. আল্লামা ইমাম কুস্তালানী : মাওয়াহেবে লাদুন্নীয়া : ২/১৪২ পৃ:
৭. আল্লামা ইমাম যুরকানী : শরহুল মাওয়াহেব : ৫/১৫০ পৃ
৮. আল্লামা শফী উকাড়ভী : জিকরে জামীল : ১৫২ পৃ
৯. আল্লামা আব্দুর রহমান জামী : শাওয়াহিদুন নবুওয়াত,

উক্ত হাদীসের মূল ঘটনাটি সত্য এবং বাস্তব সম্মত ছিল বলে আল্লামা ইমাম সাখাভী (ﷺ) ও আল্লামা আযলূনী (ﷺ) বলেন, ولكن قد ورد الكلام في الجملة في عدة احاديث يتقوى بعضها ببعض۔

-"তবে উক্ত ঘটনা বিভিন্ন প্রামান্য গ্রন্থাবলীতে বিভিন্ন সূত্রসহ পাওয়া যায়, আর এ সূত্রগুলো পরস্পর মিলালে এক প্রকার শক্তি অর্জিত হয় তথা হাদিসটি শুদ্ধ বলে প্রমাণিত হয়।"[১]

অথচ বাবু নগরী সাহেব ইবনে কাসিরের মূল ভাষ্য বিকৃতি করে বর্ণনা করেছেন।

উক্ত হাদিসটি বা ঘটনাটি সম্পর্কে আল্লামা আযলূনী (ﷺ) বলেন,

وذكر ابن السبكي أن تسليم الغزالة رواه أبو نعيم والبيهقي في الدلائل, وكذا ذكره الدارقطني والحاكم وشيخه ابن عدي. -

-"উক্ত ঘটনাটি অর্থাৎ হরিণী রাসূল (ﷺ) কে সালাম দেয়া ঘটনাটি আল্লামা ইমাম তকী উদ্দিন সুবকী (ﷺ) উল্লেখ করেন। ইমাম আবু নঈম (ﷺ)ও ইমাম বায়হাকী (ﷺ)উভয়ে তাদেও দালায়েলুল নবুয়ত গ্রন্থে বর্ণনা করেন। আরো যাঁরা উক্ত ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন তারা হলেন, ইমাম দারেকুতনী, ইমাম হাকিম নিশাপূরী এবং শায়খ ইমাম ইবনে আদী (ﷺ)।"[২]

অপরদিকে ইতিপূর্বে দ্বিতীয় হাদীসে আমি ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়ূতি (ﷺ) এর অভিমত পেশ করেছি। তাই বিজ্ঞ ইমামদের অভিমত অনুসারে উক্ত হাদিসটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে তাই এই ঘটনাটি সত্য বলে প্রমাণিত হল।

সম্মানিত পাঠকগণ! আপনারাই বলুন, আমরা কী রাসূল (ﷺ) এর হাদিস এবং বিজ্ঞ ইমামদের কথা মানব নাকি এই বিভ্রান্তিকর আলেমদের কথা?

রাসূল (ﷺ) 'র কুরআন পড়তে এবং লিখতে জানা প্রসঙ্গে পর্যালোচনা

"হাদীসের নামে জালিয়াতি" বইয়ের ২৭৯ - ২৮০ পৃষ্ঠায় লিখেছে রাসূল (ﷺ) কুরআন লিখতে ও পড়তে জানতেন না । এ ভ্রান্ত বিষয়টি প্রমাণ করার জন্য অনেক ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। সে আরও বলেছে, রাসূল (ﷺ) কুরআন লিখতে ও পড়তে

১ ক.সাখাভী,মাকাসিদুল হাসান,১৮৪পৃ.হাদিস,৩৩১
খ.আযলূনী,কাশফুল খাফা,১/২৭৪পৃ.হাদিস,৯৮৭
গ.মোল্লা আলী ক্বারী,আসারুল মারফূআ,১/১৬০পৃ.
শুধু তাই নয়, আল্লামা ইবনে কাছির উক্ত ঘটনাটি সম্পর্কে বলেন, اصل অর্থাৎ- উক্ত ঘটনাটির ভিত্তি আছে।
ঘ. ইবনে কাসির : বেদায়া ওয়ান নেহায়া : ৬/১৫৭ পৃ.
২ আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ১/২৭৪ পৃ. হাদিস : ৯৮৭

জানতেন, এটা নাকি কুরআন বিরোধী কথা। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! কতবড় দুশমনে রাসূল হলে এ ধরনের কথা লিখতে পারে।

উক্ত মিথ্যা ধোকাবাজি ও কুফরী বক্তব্যের খন্ডন ঃ

আমরা সকলেই জানি যে, লিখতে ও পড়তে পারা– এ দুটি বিষয়ই ইলমের অন্তর্ভূক্ত। এতে সকলেই একমত। আর রাসূল (ﷺ) কে আল্লাহ তায়ালা সকল ইলম দান করেছেন। কোন ইলমই আল্লাহ রাসূল (ﷺ) কে শিক্ষা দিতে বা জানাতে বাকি রাখেননি।

দলীল নং- ১-৩

রাসূল (ﷺ) এর ইলম সম্পর্কে হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যেমন

عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: " قَرَأْتُ إِحْدَى وَسَبْعِينَ كِتَابًا فَوَجَدْتُ فِي جَمِيعِهَا أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُعْطِ جَمِيعَ النَّاسِ مِنْ بَدْءِ الدُّنْيَا إِلَى انْقِضَائِهَا مِنَ الْعَقْلِ فِي جَنْبِ عَقْلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا كَحَبَّةِ رَمْلٍ مِنْ بَيْنِ رِمَالِ جَمِيعِ الدُّنْيَا، وَأَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْجَحُ النَّاسِ عَقْلًا، وَأَفْضَلُهُمْ رَأْيًا. -

-"হযরত ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ (রহ.) বর্ণনা করেন, আমি (আসমানী) ৭১ টি কিতাব পাঠ করেছি। সবগুলো তেই পাঠ করেছি আর বুঝতে পেরেছি যে, আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে **মহা প্রলয় পর্যন্ত সকল মানুষকে যে জ্ঞান বুদ্ধি দান করেছেন তা রাসূলে আকরাম(ﷺ)এর জ্ঞানবুদ্ধির তুলনায় এমন, যেমন বিশ্বের সমস্ত বালুকণা হল রাসূল(ﷺ)এর ইলম আর বালুকণা সমূহের মধ্যে একটি বালুকণা হল** সবার ইলম। নিঃসন্দেহে মুহাম্মদ (ﷺ) সমগ্র মানব জাতির মধ্যে সর্বাধিক বুদ্ধিমান ও সর্বাধিক বিচার-বিবেচনাশীল।"[১]

উক্ত তাবেয়ী রাসূল (ﷺ) এর ইলমের কিছুটা মত প্রকাশ করেছেন মাত্র। কারণ রাসূল (ﷺ) এর ইলমের পরিমাপ করার ক্ষমতা এক আল্লাহ ব্যতীত আর কারও নেই। রাসূল (ﷺ) লিখতে জানতেন; কিন্তু লিখতেন না, অন্যকে জ্ঞাত করতেন যার আলোচনা সামনে আসছে। আল্লাহ তা'য়ালা রাসূল (ﷺ) কে কুরআন নিজে শিক্ষা দিয়েছেন।

দলীল নং- ৪-৫

আল্লাহ ফরমান-

১ ক. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি : খাসায়েসুল কোবরা : ১/১১৯ পৃ: হাদিস নং-৩১৪
খ. ইমাম আবু নুঈম ইস্পাহানী : হুলিয়াতুল আউলিয়া : ৪/২৬ পৃ
গ. আল্লামা ইবনে আসাকির : তারিখে দামেস্ক : ৩/২৪২ পৃ

الرحمن علم القران -خلق الانسان علمه البيان-

-"দয়াবান আল্লাহ তা'য়ালা স্বীয় মাহবুবকে কুরআন শিখিয়েছেন, রাসূল (ﷺ) কে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টির পূর্বাপর সবকিছুর তাৎপর্য বাতলে দিয়েছেন।" এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে মা'আলেমুত তানযীলে ও তাফসীরে হুসাইনীতে এ বলা হয়েছে,

خلق الانسان اى محمدا عليه السلام علمه البيان يعنى بيان ما كان وما يكون-

-"আল্লাহ তায়ালা মানব তথা মুহাম্মদ (ﷺ) কে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে (বায়ান) তথা **পূর্বে যা হয়েছে এবং পরে যা হবে সমস্ত বিষয়ের বর্ণনা শিক্ষা দিয়েছেন।**"[১]

তাফসীরে খাযেনে উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে

قيل اراد بالانسان محمدا صلى الله عليه وسلم علمه البيان يعنى بيان ما كان وما يكون لانه عليه السلام نبى عن اخبر الاولين ولاخرين وعن يوم الدين-

-"বলা হয়েছে যে, (উক্ত আয়াতে) ইনসান বলতে হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) কে বুঝানো হয়েছে। তাঁকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যা হবে সব বিষয়ের বিবরণ শিক্ষা দেয়া হয়েছে। কেননা তাঁকে আল্লাহ তাআলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী এবং কিয়ামতের দিন হওয়া পর্যন্ত সব অবহিত করেছেন।"[২]

দলীল নং- ৬

আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী (রহ.) তার তাফসীরে রুহুল বায়ানে এ আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করেন যে, وعلم نبينا عليه السلام القران واسرار الالوهية كما قال وعلمك ما لم تكن تعلم -

-"আল্লাহ তায়ালা আমাদের নবী করীম (ﷺ) কে নিজেই স্বয়ং কুরআন ও স্বীয় প্রভুত্বের রহস্যাবলীর জ্ঞান দান করেছেন, যেমন আল্লাহ তায়ালা ফরমায়েছেন, আপনার রব সে সব বিষয় আপনাকে শিখিয়েছেন, যা আপনি জানতেন না।"[৩]

দলীল নং- ৭

১ ইমাম বগাভী : মু'আলেমুত তানযীল : ৪/২৬৭ পৃ. দারুল মারুফ, বয়রুত।
২ ইমাম খাযেন,তাফসীরে লুবাবুত তা'বীল,৪/২০৮পৃ.
৩ ইসমাঈল হাক্কী, রুহুল বায়ান,৯/৩৪০পৃ.

শুধু তাই নয় তাফসীরে মাদারিকে উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন, الانسان اى الجنس او ادم او محمدا عليه السلام-

-"ইনসান তথা মানব জাতি বলতে আদম (আলাইহিস সালাম) অথবা রাসূল (ﷺ) কে বুঝানো হয়েছে।"[১]

দলীল নং- ৮

তাফসীরে মা'আলিমুত তানযীলে ইমাম বাগভী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (ওফাত : ৫১৬ হিঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন-

وقيل الانسان ههنا محمد عليه السلام وبيانه علمك ما لم تكن تعلم-

-"বলা হয়েছে যে, এ আয়াতের انسان ইনসান বলতে হুযুর (ﷺ) কে বুঝানো হয়েছে এবং بيان বয়ান বলতে এ কথাই বোঝানো হয়েছে যে, তাকে {প্রিয় হাবীব (ﷺ)} কে ঐ সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান দান করা হয়েছে, যা তিনি জানতেন না।"[২]

এমন আরও গ্রহণযোগ্য তাফসীর কারকদের মতামত রয়েছে যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে এমন কোন ইলম নেই যা হুযুর (ﷺ) কে জানানো হয়নি, তিনি যা জানতেন না সব কিছুই আল্লাহ তায়ালা তাকে শিক্ষা দিয়েছেন।

দলীল নং- ৯

এ প্রসঙ্গে আরো তাফসীর রয়েছে। যেমন-

আল্লামা আহমদ বিন মুহাম্মদ সাভী আল মালেকী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (ওফাত : ১২২৩ হিজরী) বলেন,

وقيل هو محمد صلي الله عليه و سلم لانه الانسان الكامل و المراد بالبيان علم ما كان و ما يكون و ما هو كائن

-"বলা হয়েছে, নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (ﷺ) হলেন ইনসানে কামেল। আর বয়ান (শিক্ষা দেয়া) দ্বারা যা হয়েছে ও যা হবে এবং এমনকি কিয়ামত পর্যন্ত যা হবে তা আল্লাহ রাসূল (ﷺ) কে শিক্ষা দিয়েছেন।"[৩]

দলীল নং- ১০

ইমাম আবুল ফারাহ আব্দুর রহমান বিন যওজী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (ওফাত : ৫৯৭ হিজরী) বলেন-

১ ইমাম নাসাফী, তাফসীরে মাদারেক, ২/২৬৫পৃ.
২ ইমাম বগভী, মা'লিমুত তানযিল, ৪/২৬০পৃ.
৩ ইমাম সাভী,তাফসীরে সাভী,৪/১৫৩পৃ.মাকতাবায়ে কাহেরা,মিশর।

انه محمد صلي الله عليه و سلم علمه البيان ما كان و ما يكون و قاله ابن كيسان-

-"নিশ্চয়ই হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) কে বয়ান তথা বর্ণনা শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তা হল- যা হয়েছে এবং যা হবে। ইমাম কায়সান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।"[১]

দলীল নং- ১১

ইমাম কুরতুবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (ওফাত : ৬৬৮ হিজরী) বলেন,

عن ابن عباس ايضا و ابن كيسان الانسان ها هنا يراد به محمد صلي الله عليه و سلم و البيان الحلال من الحرام و الهدي من الضلال و قيل ما كان و ما يكون لانه بين عن الاولين و الاخرين و يوم الدين-

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও ইমাম কায়সান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বর্ণনা করেন, ইনসান শব্দ দ্বারা সরকারে দু'আলম (ﷺ) কে বুঝানো হয়েছে। আর বয়ান দ্বারা হারাম থেকে হালাল এবং পথভ্রষ্টতা থেকে হেদায়েতকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং এখানে এটাও বর্ণনায় এসেছে, যা কিছু হয়েছে ও যা কিছু হবে। এমনকি সৃষ্টির শুরু থেকে বিচার দিবস হাশর পর্যন্ত সবকিছু বর্ণনা রাসূল (ﷺ) কে শিক্ষা দেয়া হয়েছে।"[২]

দলীল নং- ১২

আল্লামা ইমাম খরপুর্তী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) শরহে কাসীদায়ে বুরদায় উল্লেখ করেন,

وواقعون لديه عند حدهم وفى حديث يروى عن معاوية انه كان يكتب بين يديه عليه السلام فقال له الق الدواة وخرف القلم واقم الباء وفرق السين ولا تعور الميم مع انه عليه السلام لم يكتب ولم يقرء من كتاب الاولين-

-"হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে হাদিস বর্ণিত আছে যে, তিনি হুযুর (ﷺ) এর সামনেই লিখার কাজ করতেন। রাসূল (ﷺ) তাকে বলছিলেন, দোয়াত এভাবে রাখ, কলমকে ঘুরাও,'বা' অক্ষরকে সোজা কর "সীন" অক্ষরটি পৃথক কর এবং "মীম" কে বাঁকা করো অথচ, **হুযুর (ﷺ) (দুনিয়াবি) লিখার পদ্ধতি কারো কাছ থেকে কোন দিন শিখেন নি, পূর্ববতীদের কোন কিতাবও পড়েন নি।**"

দলীল নং- ১৩

১ ইমাম জওজী : যা'দুল মাসীর ফি উলূমুত তাফসীর : ৮/১০৬ পৃ.
২ ইমাম কুরতুবী : তাফসীরে জামিউল আহকামিল কুরআন : ১৭/১৫২ পৃ. মাকতুবায়ে দারুল ইসলাম, বয়রুত।

বিশ্ববিখ্যাত তাফসীরকারক আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাফসীরে রুহুল বায়ানে সূরা আনকাবুতের ৪৮ নং আয়াতের তাফসীরে বলেন, وكان عليه السلام يعلم الخطوط ويخبر عنها-

-"হুযুর (ﷺ) **লিখতে জানতেন এবং সে বিষয়ে অপরকেও জ্ঞাত করতেন।**"[১]

দলীল নং- ১৪-১৫

মিশকাতুল মাসাবীহ শরীফে বাবুল ওফাতুন্নাবী (ﷺ) অধ্যায়ে বুখারী, মুসলিম শরীফের বরাতে অনেক দীর্ঘ হাদিস উল্লেখ আছে এভাবে-

وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا حُضِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلُمُّوا أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ» . فَقَالَ عُمَرُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ حَسْبُكُمْ كِتَابُ اللَّهِ فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ وَاخْتَصَمُوا فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَرِّبُوا يَكْتُبْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. وَمِنْهُم يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ. فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغَطَ وَالِاخْتِلَافَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُومُوا عَنِّي» . قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَكَانَ ابنُ عباسٍ يَقُول: إِن الرزيئةَ كل الرزيئةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ص:1683] وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ ---- ------ الخ

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযুর পাক (ﷺ) এর ইন্তিকালের সময় নিকটবর্তী হওয়ায় তার গৃহে বহুলোক উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (رضي الله عنه) ও ছিলেন। এক সময় হুযুর (ﷺ) বললেন, **আস আমি তোমাদের জন্য একটি স্মরণ লিপিকা লিখে দিয়ে যাই।** যেন তোমরা এর পর কখনও পথভ্রষ্ট না হও। তখন হযরত ওমর (رضي الله عنه) বললেন, হুযুরে পাক (ﷺ) এর প্রবল রোগযন্ত্রণায় তাকে কোন রূপ কষ্ট দেয়া ঠিক নয়। আর তোমাদের নিকট কুরআনে পাক রয়েছে, সুতরাং আল্লাহর কুরআনই তোমাদের জন্য যথেষ্ট। ব্যাপারটি গৃহে উপস্থিত লোকজনের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি করল এবং তারা পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হয়ে পড়লেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বললেন যে, কাগজ কলম আন যেন **হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের জন্য কিছু লিখে যান।** আবার কেউ কেউ সে কথা বললেন, যা হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেছিলেন ------------।"[২]

১ আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী: তাফসীরে রুহুল বায়ান : ৬/৬১০ পৃ.
২ ক. ইমাম বুখারী : আস্ সহীহ :৮/১৩পৃ.হাদিস,৪৪৩২
খ. ইমাম মুসলিম : আস সহিহ:৩/১২৫৭পৃ.হাদিস,১৬৩৭ও ২০
গ. ইমাম খতিব তিবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ :৪/৪০৪পৃ.হাদিস,৫৯৬৬

দেখুন উক্ত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হলো রাসূল(ﷺ)লিখতে জানতেন, এই জন্যই রাসূল (ﷺ) বললেন যে, তোমরা খাতা কলম নিয়ে আস আমি তোমাদের লিখে দিয়ে যাই। আর এটা বুখারী মুসলিম শরীফের হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। হাদীসে রাসূল (ﷺ) এ কথা বলেন নাই যে, তোমরা লিখ আমি বলি বরং রাসূল (ﷺ) বলেছেন তোমরা কাগজ কলম নিয়ে আস আমি লিখে দিয়ে যাই। এখন উক্ত সহিহ বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদিসকে উপেক্ষা করে যারা মনগড়া কথা বলবে নিঃসন্দেহে তারা কী পথভ্রষ্ট নয়?

রাসূল (ﷺ) এর ইন্তিকালের সময় মালাকুল মাওতের আগমন ও কথাবার্তা

"হাদীসের নামে জালিয়াতি" বইয়ের ২৭৮ পৃষ্ঠায় এবং (বাবুনগরীর রচিত) "প্রচলিত জাল হাদিস" বইয়ের ১৮৫ পৃষ্ঠায় লেখকদ্বয় দাবী করেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত শরীফের পূর্বে আজরাঈল আলাইহিস সালামের সাথে কথাবার্তা হয়েছিল- এ ব্যাপারে কোন হাদিস নেই, আমরা তার জবাবে তাদেরকে বলতে চাই, রাসূল (ﷺ) আজরাঈল (আলাইহিস সালাম) এর সাথে কথা বলেছেন, এ মর্মে সহিহ সূত্রে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

মিশকাত শরীফে "বাবু ওফাতুন্নাবী" (ﷺ) অধ্যায়ে হযরত আলী ইবনে হুসাইন (رضي الله عنه) এর একটি দীর্ঘ হাদিস রয়েছে, উক্ত হাদীসে আজরাঈল (আলাইহিস সালাম) ঘটনাটি এভাবে উল্লেখ আছে।

فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْهُ. ثُمَّ قَالَ جِبْرِيل: هَذَا مَلَكُ الْمَوْتِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْكَ. مَا اسْتَأْذَنَ عَلَى آدَمِيٍّ قَبْلَكَ وَلَا يَسْتَأْذِنُ عَلَى آدَمِيٍّ بَعْدَكَ. فَقَالَ: ائْذَنْ لَهُ فَأَذِنَ لَهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ فَإِنْ أَمَرْتَنِي أَنْ أَقْبِضَ رُوحَكَ قَبَضْتُ وَإِنْ أَمَرْتَنِي أَنْ أَتْرُكَهُ تَرَكْتُهُ فَقَالَ: وَتَفْعَلُ يَا مَلَكَ الْمَوْتِ؟ قَالَ: نَعَمْ بِذَلِكَ أُمِرْتُ وأُمرتُ أَن أُطيعَك. قَالَ: فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ جِبْرِيلُ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ قَدِ اشْتَاقَ إِلَى لِقَائِكَ -------- الخ -

-"অতঃপর আজরাঈল (আলাইহিস সালাম) রাসূল (ﷺ) এর হুযরা মোবারকে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তারপর জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) বললেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ﷺ)! এই যে মালাকুল মওত **আজরাঈলও আপনার নিকট আসবার অনুমতি চাইছেন।** তিনি একমাত্র আপনি ব্যতিত আর কখনও কোন মানুষের নিকট আসতে অনুমতি চাননি। অতএব তাকে প্রবেশের অনুমতি দিন। তখন হুযুর পাক (ﷺ) তাকে অনুমতি দিলেন। তিনি এসে হুজুর (ﷺ) কে সালাম করলেন এবং বললেন, আপনি অনুমতি দিলে আপনার রূহ মোবারক কবজ করব। আর আমাকে তা বাদ দিতে বললে, আমি

ঘ.আহমদ,আল-মুসনাদ,১/১২২পৃ.

তা বাদ দিব। তখন হুযুর (ﷺ) বললেন, **হে আজরাঈল (আলাইহিস সালাম) আপনি কি এইরূপ করতে পারবেন?** আজরাঈল (আলাইহিস সালাম) বললেন, হ্যাঁ, আমি এরূপও আদিষ্ট হয়েছি যে, আমি যেন আপনার নির্দেশ অনুযায়ী চলি। রাবী বলেন, এই সময় হুযুর (ﷺ) হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) এর দিকে তাকালেন। জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) বললেন, হে মুহাম্মদ (ﷺ)! আল্লাহ পাক আপনার সাক্ষাত লাভের জন্য অত্যন্ত আগ্রহী। এটা শুনামাত্র হুযুরে পাক (ﷺ) আজরাঈল (আলাইহিস সালাম) কে বললেন, যে জন্য আপনি আদিষ্ট হয়েছেন তা বাস্তবায়ন করুন। তারপর রূহ মোবারক কবজ করলেন।"[১]

উক্ত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, আজরাঈল আলাইহিস সালামের সাথে রাসূল (ﷺ) এর কথা হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত। আর আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর এমন অসংখ্য সহিহ হাদিসকে অস্বীকার করেছেন। যেমন উক্ত "হাদীসের নামে জালিয়াতি" বইয়ের ২৭৮ পৃষ্ঠায় তিনি কোন হাদিসই উল্লেখ করেননি যে, কোন হাদিস জাল, কোনটি মওদু বা কোনটি বানোওয়াট। তাই তিনি শুধু ধোঁকাবাজি ও মিথ্যার আশ্রয়ই নিয়েছেন।

উক্ত হাদিস শরীফ ছাড়াও আরও হাদিস বর্ণিত হয়েছে, যেমন-

عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: جَاءَ مَلَكُ المَوْتِ إِلى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ فَاسْتَأْذَنَ وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ عَلِيٍّ , فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ , فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ارْجِعْ فَإِنَّا مَشَاغِيلُ عَنْكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَدْرِي مَنْ هَذَا يَا أَبَا حَسَنٍ؟ هَذَا مَلَكُ المَوْتِ ادْخُلْ رَاشِدًا» فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ: إِنَّ رَبَّكَ عَزَّ وَجَلَّ يُقْرِؤُكَ السَّلامَ قَالَ: «أَيْنَ جِبْرِيلُ؟» قَالَ: لَيْسَ هُوَ قَرِيبٌ مِنِّي الآنَ يَأْتِي، فَخَرَجَ مَلَكُ المَوْتِ حَتَّى نَزَلَ عَلَيْهِ جِبْرِيلُ , فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَهُوَ قَائِمٌ بِالبَابِ: مَا أَخْرَجَكَ يَا مَلَكَ المَوْتِ؟ قَالَ: التَّمَسَكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَنْ جَلَسَا، قَالَ جِبْرِيلُ: سَلامٌ عَلَيْكَ يَا أَبَا القَاسِمِ هَذَا وَدَاعُ مِنِّي وَمِنْكَ " , فَبَلَغَنِي أَنَّهُ لَمْ يُسَلَّمْ مَلَكُ المَوْتِ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ قَبْلَهُ، وَلَا يُسَلَّمُ بَعْدَهُ -

১ ক. ইমাম বায়হাকী : দালায়েলুন নবুওয়াত : ৭/২৬৭পৃ., দারুল হাদিস, মিশর হতে প্রকাশিত।
খ. খতিব তিবরিযী : মিশকাত শরীফ : হাদিস : ৫৭২০ পৃ:
গ. ইমাম ইবনে সা'দ : আত্-তবকাতুল কোবরা : ২/২৬০ পৃ:
ঘ. আল্লামা ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি : আল-খাসায়েসুল কোবরা : ২/৫৩০ পৃ. হাদিস : ৩৩৯৯
ঙ. ইমাম তাবরানী : মুজামুল কবীর : ৩/১২৮ পৃ; হাদিস : ২৮৯০
চ. ইমাম আদনী : আল মুসনাদ : ৫/২৪৫ পৃ:
ছ. ইমাম জুরজানী : তারীখে জুরজান : ১/৩৬২ পৃ.
জ. ইমাম ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউয যাওয়াইদ : ৭/৩৫ পৃ
ঝ. ইমাম শাফেয়ী : আস সুনানিল নাক্কাস : ১/৩৩৪ পৃ :
ঞ. ইমাম কুস্তালানী : মাওয়াহেবে লাদুন্নীয়া : ৩/৩৬০ পৃ.
ট.যুরকানী,শরহুল মাওয়াহেব,১২/১২৭পৃ.দারুল্ল কুতব ইলমিয়্যাহ,বযরুত।

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন- রাসূল (ﷺ) এর কাছে মালাকুল মওত আযরাঈল (আলাইহিস সালাম) (মানব বেশে) আগমন করল। হুযুর (ﷺ) এর মাথা মোবারক তখন হযরত আলী (রাঃ) এর কোলে ছিল। **মালাকুল মওত ভেতরে আসার অনুমতি চেয়ে বলল,** আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

হযরত আলী (রাঃ) বললেন, আপনি চলে যান। এখন আমরা আপনার প্রতি মনোযোগ দিতে পারব না। নবী করীম (ﷺ) বললেন, আবুল হাসান! তুমি কি তাকে চেন? ইনি মালাকুল মাওত। অতঃপর তিনি মালাকুল মাওতকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। মালাকুল মওত প্রবেশ করে বললেন,আপনার পরওয়ারদিগার আপনাকে সালাম প্রেরণ করেছেন। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমরা জানতে পেরেছি যে, মালাকুল মাওত এর আগে কারও পরিবারকে সালাম বলেন নি এবং পরেও আর কাউকে সালাম বলবেন না।"[১]

তারপরে আজরাঈল (আলাইহিস সালাম) এর অবস্থা সম্পর্কে অন্য হাদিস এসেছে এভাবে-

وَأخرج أَبُو نعيم عَن عَليّ قَالَ لما قبض النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صعد ملك المَوْت باكيا إِلى السَّمَاء وَالَّذِي بَعثه بِالْحَقِّ لقد سَمِعت صَوتا من السَّمَاء يُنَادي وامحمداه -

-"হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল (ﷺ) ওফাত হয়ে গেলে **মালাকুল মাওত আযরাঈল (আলাইহিস সালাম) আকাশে কাঁদতে কাঁদতে গেলেন।** যিনি হুযুর (ﷺ) কে সত্য নবীরূপে প্রেরণ করেছেন, তার কসম, আমি আকাশে 'ওয়া মুহাম্মদ' বলে (আজরাঈলকে) কাঁদতে শুনেছি।"[২]

জ্ঞান অর্জনের জন্য সুদুর চীন দেশে হলেও যাও– উক্ত হাদিস সম্পর্কিত আলোচনা

'হাদীসের নামে জালিয়াতি' বইয়ের ৩৪০ পৃষ্ঠায় লেখক উক্ত হাদিসকে জাল বানানোর অপচেষ্টা চালিয়েছেন। অথচ উক্ত হাদিসটি অসংখ্য কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। মূলত হাদিসটি কমপক্ষে "হাসান" এর মর্যাদা রাখে। হাদিসটি হল-

১ ক. ইমাম তাবরানী : মুজামুল কবীর : ১২/১৪১ : হাদিস : ১২৭০৮
খ. আল্লামা ইমাম জালালুদ্দীন সূয়তী : খাসায়েসুল কোবরা : ২/৫৩১ পৃ : হাদিস : ৩৪০১
গ. আল্লামা ইমাম বায়হাকী : দালায়েলুন নবুওয়াত : ৭/২৬৮ পৃ.
ঘ. ইমাম কুস্তালানী : মাওয়াহেবে লাদুন্নীয়া : ৩/৩৬০ পৃ.
ঙ. ইমাম যুরকানী : শরহুল মাওয়াহেব : ১২/১২৭ পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত।
২ ক. ইমাম আবু নঈম : হুলিয়াতুল আউলিয়া :
খ. আল্লামা ইমাম জালালুদ্দীন সূয়তী : খাসায়েসুল কোবরা : ২/৫৩২ : হাদিস : ৩৪১১

حدثنا أَبُو عَاتِكَةَ، عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اطْلُبُوا العِلْمَ وَلَوْ بِالصِّين، فَإِنَّ طلبَ العِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ " " هَذَا حَدِيثٌ مَتْنُهُ مَشْهُورٌ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ -

-"হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) হতে বর্ণিত রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, ইলম অর্জনের জন্য **সুদূর চীন দেশে হলেও যাও**, কেননা ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয।"[১] ইমাম বায়হাকী হাদিসটি সংকলন করে বলেন-

هَذَا حَدِيثٌ مَتْنُهُ مَشْهُورٌ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ

-"হাদিসটি সবার নিকট মশহুর বা প্রসিদ্ধ,তবে আমার এ সংকলিত সনদটি দ্বঈফ। আমি বলবো দ্বঈফ হলেও হাদিসটি একাধিক সনদ থাকার কারনে হাসান।

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহ.) 'জামেউস সগীরে' উক্ত হাদিসটি সংকলন করেন। ইমাম সুয়ূতি (রহ.) উক্ত কিতাবের ভূমিকায় বলেন,

تركت القشر وأخذت اللباب وصنعته عما تفرد به وضاع أو كذاب-

-"অতঃপর আমি কোশাকে ছিন্ন করে মগজ বের করেছি। মনগড়া হাদিস রচনাকারী ও মিথ্যুকদের বর্ণনা থেকে এ গ্রন্থকে রক্ষা করেছি।"[২] তাই ইমাম সুয়ূতি (রহ.) এর বক্তব্য অনুসারে উক্ত হাদিস কখনো জাল বা বানোওয়াট হতেই পারে না।

অনুরূপভাবে ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহ.) অন্য আরেকটি হাদিস সংকলন করেছেন। যেমন ঃ

عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اطْلُبُوا العِلْمَ وَلَوْ بِالصِّين، فَإِنَّ طلبَ العِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، ان الملائكة تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب -

১ ক. ইমাম ওকাইলী : আয যঈফাহ : ১/২৮০ পৃ.
খ. আল্লামা ইমাম বায়হাকী : শুয়াবুল ঈমান : ২/২৫৪ পৃঃ হাদিস : ১৬৬৩
গ. ইমাম ইবনে আদী : আল কামিল : ২/২০৭ পৃ.
ঘ. ইমাম ইবনে আবদুল বার : কিতাবুল জামিউল বায়ানুল ইলমে ওয়া ফাদ্বলিহী : ১/৭-৮ পৃ.
ঙ. আল্লামা ইমাম জালালুদ্দীন সূয়তী : আল জামেউস সগীর : ১/১৬৮ পৃ : হাদিস : ১১১০
চ. আল্লামা ইমাম গায্যালী : ইহইয়াউল-উলুমুদ্দীন : ১/১৫ পৃ
ছ. ইমাম আবু নঈম ইস্পাহানী : আখবারুল ইস্পাহানী : ২/১০৬ পৃ
জ. ইমাম ইবনে অলিক নিশাপুরী : আল ফাওয়ায়িদ : ২/২৪১ পৃ
ঝ. আল্লামা ইমাম খতিবে বাগদাদী : তারিখে বাগদাদ : ৭/৩৬৪ পৃ
ঞ. আল্লামা ইমাম কুশাইরী : আল আরবাঈন : ২/১৫১ পৃঃ
ট. আল্লামা জিয়াউদ্দিন ছাবুনী : আল মুন্তাকী : ১/২৫০ পৃঃ
ঠ. আল্লামা মুত্তাকী হিন্দী : কানযুল উম্মাল : ১০/১৩৮ পৃ. হাদিস : ২৮৬৯৭
ড. ইমাম মানাবী : ফয়যুল কাদীর : ১/৫৪৩ পৃ.

২ জামেউস সগীর : ১/৫ পৃ.

-"হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, **তোমরা জ্ঞান অর্জনের জন্য সুদূর চীন দেশ হলেও যাও,** কেননা প্রত্যেক মুসলমানের উপর জ্ঞান অর্জন করা ফরয, নিশ্চয়ই যাঁরা ইলম তালাম করে তাদের জন্য ফিরিশতাগণ পাখা বিছিয়ে দেন।"[১] আল্লামা ইমাম মানাবী (রহ.) উক্ত প্রথম হাদীসের সনদ সম্পর্কে বলেন-

لم يصح فيه اسناد -

-"উক্ত হাদীসের সনদটি বিশুদ্ধ বা সহিহ পর্যায়ের নয়।[২]

দ্বিতীয় হাদিসটি সম্পর্কেও তিনি অনুরূপ বলেছেন। আমি ইতিপূর্বে কিতাবের শুরুতে আলোচনা করে এসেছি যে হাদীসের নীতিমালায় "হাদিসটি সহিহ নয়" বলতে "হাসান" পর্যায়ের হাদিস বুঝায়।

তথাকথিত হিফাজতের নেতা মাওলানা জুনাইদ বাবুনগরী স্বীয় "প্রচলিত জাল হাদিস" এর ৭৪ পৃষ্ঠায় উক্ত হাদিস সম্পর্কে বলেন, "হাদিসটির একাধিক সূত্র রয়েছে, যা একত্রিত করলে হাদিসটি "হাসান" এর স্তরে উপনীত হয়।" তাই আমরাও তাই বলতে চাই যে, হাদিসটি হাসান বা গ্রহণযোগ্য।

হাদিসটির গবেষণা মূলক সনদ পর্যালোচনা ঃ

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আমি এই হাদিসটির দুটি সূত্র মাত্র উল্লেখ করেছি, কিন্তু আমি গবেষনা করে দেখেছি যে, এই হাদিসটির মোট পাঁচটির ও বেশি সনদ রয়েছে। তাই সবগুলো সনদ নিয়ে আলোচনা করতে চাই।

১ম সনদ :

ইমাম আদি যথাক্রমে........হাসান বিন আতিয়্যাহ নাযিহ আল -কোরাইশি আল-মক্কি থেকে তিনি হযরত আবু আতিকা (রহ.) থেকে তিনি হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।[৩] পাঠকবৃন্দ ! সনদ পর্যালোচনা করে দেখা যায় আহলে হাদিস আলবানী একজন রাবির ব্যাপারে আপত্তি করেছেন। তার নাম হচ্ছে হাসান বিন আতিয়্যাহ(রহ.)। আমাদের দাবি হলো তার হাদিস হাসান পর্যায়ের, কেউ কেউ তাকে সাধারণ দুর্বল রাবি বলেছেন। ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) বলেন,ضعيف তথা দুর্বল বর্ণনাকারী, অনূরুপ ইমাম আজাদী (রহ.)ও বলেছেন।

১ ক. আল্লামা ইমাম জালালুদ্দীন সূয়তী : জামেউস সগীর : ১/১৬৮ পৃঃহাদিস : ১১১১
খ. ইমাম ইবনুল বার : কিতাবুল বায়ানুল ইলম ওয়া ফাদ্বলিহী : ১/৮ পৃ.
গ. ইমাম মানবী : ফয়যুল কাদীর : ১/৫৪২-৫৪৩ পৃ.
ঘ. আল্লামা মুত্তাকী হিন্দী : কানযুল উম্মাল : ১০/১৩৮ পৃ. হাদিস : ২৮৬৯৮

২ ইমাম মানাবী : ফয়যুল কাদীর : ১/৫৪৩ পৃ. হাদিস নং : ১১১০

৩ আদি,আল-কামিলঃ ১/১৮২পৃ. সূয়তী, লা-আলীল মাসনূঃ ১/৫৭৫পৃ. কিতাবুল ইলম অধ্যায়

ইমাম আবু হাতেম বলেন, صدوق তিনি সত্যবাদি ছিলেন। ইমাম বুখারী তার তারিখুল কাবির গ্রন্থে তার হাদিস সংকলন করেছেন। তাই বুঝা গেল তার (রাহিমাহুল্লাহ) হাদিস একেবারে অগ্রহনযোগ্য নয়, কমপক্ষে তার হাদিস হাসান হওয়ার মর্যাদা রাখে।[১] উক্ত রাবির উস্তাদ আবু আতিকাহ(রাহিমাহুল্লাহ) রয়েছেন তার ব্যাপারে ইমাম যাহাবী(রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,مجمع على ضعفه সে দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত। ইমাম বুখারীও তাকে দুর্বল রাবী বলেছেন।[২] তাই বুঝা যায় সনদটি সাধারণ দুর্বল তবে মওদ্বু বা জাল তো হতেই পারে না।

২য় সনদ :

ইমাম উকাইলি (রাহিমাহুল্লাহ) যথাক্রমে..... হাম্মাদ বিন খালেদ আল খিয়াদ(রাহিমাহুল্লাহ) থেকে তিনি ত্বরীক বিন সোলাইমান (রাহিমাহুল্লাহ)থেকে তিনি আবু আতিকাহ(রাহিমাহুল্লাহ) থেকে তিনি হযরত আনাস (রাঃ)থেকে তিনি নবীজি থেকে বর্ণনা করেন।[৩] পাঠকবৃন্দ! উক্ত সনদেও ইতিপুর্বের দুর্বল রাবী তাবেয়ী আবু আতিকাহ (রাহিমাহুল্লাহ)রয়েছেন তাই এই সনদটিও দুর্বল পর্যায়ের, তবে উপরটির থেকে কম।

৩য় সনদ :

ইমাম ইবনুল বার্ যথাক্রমে.....ইয়াকুব বিন ইসহাক বিন ইবরাহিম আসকালানী থেকে তিনি উবায়দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ফিরিয়াবি বায়তুল মোকাদ্দাসী থেকে তিনি তাবেয়ী সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (রা) থেকে তিনি বিখ্যাত তাবেয়ী ইমাম যুহুরী (রা) থেকে তিনি আনাস (রাঃ)থেকে মারফূ সুত্রে বর্ণনা করেন।[৪] উক্ত হাদিসে ইয়াকুব ইবনে ইসহাক সবার ঐক্যমতে সে দুর্বল রাবী।[৫] এই সনদের মাসলামা ইবনে কাশেমও রয়েছেন, ইমাম যাহাবী বলেন ضعيف সে দুর্বল রাবী। কিন্তু ইবনে হাযার এ ব্যাপারে বলেনواختلف فيه اهل الحديث সে দুর্বল রাবী হওয়ার ব্যাপারে মুহাদ্দিসদের মাঝে মত পার্থক্য রয়েছে। সর্বশেষ ইবনে হাযার বলেন , وهو صالح جائز الحديث আমার নিকট সে হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে সৎ এবং তার হাদিস গ্রহন করা বৈধ।[৬]

৪র্থ সনদ :

১ ইমাম যাহাবী,মিযানুল ইতিদাল: ১/৪৯৭পৃ. রাবি:২১২২, ইমাম ইবনে হিব্বান, আল-মাজরুহীন, ১/৩৮২পৃ. সূয়তী: আল- লা আলিল মাসনূ:১/৫৭৫পৃ.
২ যাহাবী, মিযানুল ইতিদাল, ৪/৪৯৮পৃ.: রাবী :১০৭৭৬ জামেউস সগীর : ১/৫ পৃ.
৩ ইমাম উকাইলী:আয্-যুঈফা:১/২৩০পৃ ইমাম সূয়তী,লা আলীল মাসনূ:১/৫৭৫পৃ.
৪ ইমাম ইবনুল বার্,বায়ানুল ইলমে ওয়া ফদ্বলিহি,১/৭-৮পৃ.
৫ যাহাবী,মিযানুল ইতিদাল: ৪/৪১০পৃ. রাভী: ১০৩০৮, ইবনে হাজার আসকালানী, লিসানুল মিযান: ৬/৩০৪পৃ. রাভী :১০৯০
৬ ইবনে হাজার,লিসানুল মিযান:৬/৩০৮পৃ.

ইমাম সুয়ুতী ও ইবনে হাযার আসকালানী তাদের গ্রন্থে আরেকটি সুত্র উল্লেখ করেছেন বিখ্যাত তাবেয়ী ইবরাহিম নাখঈ থেকে (রাহিমাহুল্লাহ)তিনি হযরত আনাস(রাঃ)থেকে মারফূ সুত্রে।[১] উক্ত সনদে কোন দুর্বল রাবী নেই, থাকলে উক্ত দুই ইমাম উল্লেখ করতেন।

৫ম সনদ :

ইমাম যাহাবী তার মিযান গ্রন্থে একটি সুত্র বর্ণনা করেছেন যথাক্রমে আহমদ বিন আবদুল্লাহ বিন খালিদ আল- জুয়াইবারী তিনি ফদ্বল বিন মুসা থেকে তিনি মুহাম্মদ ইবনে আমর থেকে তিনি আবি সালমা থেকে তিনি আবু হোরায়রা (রাঃ)হতে মারফূ সুত্রে বর্ণনা করেন। কিন্তু উক্ত সনদটি উপরের উল্লেখিত সুত্রগুলো হতেও অত্যন্ত দুর্বল, কেন না জুয়াইবার রাবিকে ইমাম আদি বলেন সে জাল হাদিন বানাতো, ইবনে হিব্বান বলেন, সে দাজ্জাল,ইমাম নাসাঈ,দারেকুতনী বলেন, كذاب সে মিথ্যাবাদী। ইমাম হাকিম নিশাপুরী বলেন,كاذاب خبيث সে একজন মিথ্যাবাদী ও খবিস লোক।[২] তাই এ সনদ অত্যন্ত দুর্বল। সর্বশেষ আমার বক্তব্য হলো এই হাদিসটি পাচঁটি সুত্র হাদিসটিকে অনেক শক্তিশালী করেছেন এবং প্রমানিত হয়েছে এই হাদিসটির বিষয়বস্তু অবশ্যই সঠিক আছে এবং মশহুর।

হযরত বিলাল (রাঃ) এর মদীনা পরিত্যাগ ও স্বপ্নে প্রাপ্ত আদেশে মদীনায় আগমন প্রসঙ্গে

"হাদীসের নামে জালিয়াতি" বইয়ের ২১৭ পৃষ্ঠায় উক্ত লেখক হযরত বিলাল (রাঃ) এর ঘটনাটি বিকৃতি করে বানোওয়াট প্রমাণ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন, কারণ কোন দলীল দিতে পারেননি। আর দলীলবিহীন কোন কথার মূল্য নাই। আশ্চর্যের ব্যাপার দলীলহীন ভাবে একটা সহিহ ঘটনাকে কিভাবে মুখের জোড়ে জাল বললেন। আল্লাহ তা'আলা এই সমস্ত লেখকদের হাত থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন।

মূল হাদিস ঃ এ প্রসঙ্গে বিশুদ্ধ 'হাসান' সনদে হযরত আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্নিত তিনি বলেন,হযরত বেলাল (রা.) শামে অবস্থান কালে এক রাতে স্বপ্নে দেখলেন যে, রাসুল (ﷺ) তার উদ্দেশ্যে বলেন-

ما هذه الجفوة يا بلال أما ان لك أن تزورني يا بلال

বেলাল! তোমার এ নির্দয় আচরনের কারন কী! আজও কী আমার জিয়ারতের সময় হয়নি? এরপর তিনি বিষন্ন মনে ও ভিতসন্ত্রস্ত্র অবস্থায় জেগে উঠলেন। তারপর তিনি বাহনে চড়ে মদিনার উদ্দেশ্যে সফরে রওয়ানা হলেন। রওযা শরীফে পৌছে তিনি

১ ইমাম সূয়তী,লা-আলীল মাসনূ:১/৫৭৫পৃ. আসকালানী: লিসানুল মিযান:৬/৩০৮পৃ.
২ যাহাবী:মিযানুল ইতিদাল:১/১৩৩পৃ.রাভী:৫০১

রওযার পাশে কাঁদতে লাগলেন এবং তাঁর চেহাড়া রওযা শরীফের সাথে মললেন।[১] উক্ত হাদিসের একজন রাবির দোহাই দিয়ে ড.আহমদ আলী তার 'বিদ'আত' গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডের ১৬১পৃষ্ঠায় উক্ত হাদিসটিকে দ্বঈফ প্রমান করার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। উক্ত হাদিস সর্ম্পকে মুফতি আমিমুল ইহসান (রহ.)বলেন,**"ইবনে আসাকির গ্রহনযোগ্য সনদে হাদিসটি বর্ননা করেছেন"**। পাঠকবৃন্দ ! আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর মুফতি আমিমুল ইহসানের কিতাবটিকে নিজেই অনুবাদ [২] করে নিজেই **ধোকাবাজি করেছে** সবার সাথে,সে কতবড় ধোকাবাজ আপনারাই চিন্তা করুন। ইমাম সুবকী,ইবনে হাযার তাদের গ্রন্থে হাদিসটিকে 'হাসান' বলেছেন।

আসল ঘটনা ঃ

হুযুর (ﷺ) যখন ওফাত প্রাপ্ত হন, হযরত বেলাল (ﷺ) মন স্থির করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত মদীনা ত্যাগের ইচ্ছা পোষণ করলেন এবং মদীনা হতে চলেও গেলেন। অনেক দিন পর রাসূল (ﷺ) স্বপ্নে হযরত বেলাল (ﷺ) কে বললেন, তুমি আমার রওযা মোবারক জিয়ারত করতে আসবে না? হযরত বেলাল (ﷺ) মদীনা শরীফ হতে যাওয়ার সময় হযরত আবু বকর (ﷺ) এর প্রশ্নের জবাবে বলেন-

انى لا أريد المدينة بدون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتحمل مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خاليا عنه -

-"আল্লাহর নবী যেখানে নাই আমার আর মদীনায় মন বসছে না। যেসব স্থান গুলোতে সর্বদা নবী পাককে দেখে দেখে নয়ন-মনের তৃপ্তি মিটিয়েছি, নবী বিহীন সে সব দৃশ্য আমি বরদাশত করতে পারি না।"[৩]

বুখারী শরীফে হযরত কায়স (ﷺ) এর মাধ্যমে এভাবে উল্লেখ পাওয়া যায়, হযরত বেলাল (ﷺ) প্রশ্নের জবাবে বলেন,

عن قيس ان بلال رضى الله تعالى عنه قال لأبى بكر رضى الله تعالى كنت انما اشتريتنى لنفسك فأمسكنى وان كنت انما اشتريتنى لله فدعنى وعمل الله -

১ আল্লামা ইবনে আসাকীর: তারীখে দামেস্ক:৭/১৩৭পৃ.,যাহাবী; তারীখুল ইসলাম: ৪/২৭৩পৃ,ইবনে হাজার আসকালানী: লিসানূল মিযান: ১/৪৫পৃ, ইমাম যাহাবী: সিয়ারু আ'লামিন আন্-নুবালা: ৩/২১৮পৃ, দারুল হাদিস, কাহেরা, মিশর,মুফতি আমিমুল ইহসান: ফিকহুস সুনানি ওয়াল আছার: ১/৪১৪পৃ. হাদিস: ১১৭১ ই.ফা.বা, ইমাম তকি উদ্দিন সুবকী, শিফাউস সিকাম: ৩৯পৃ. ইবনে হাজর মক্কী, যাওয়াহিরুল মুনাজ্জাম: পৃ-২৭, শাওকানী,নায়লুল আওতার: ৫/১৮০পৃ.ইমাম জাযরী আশ্-শায়বানী: সাদ্দাল গাবাত ফি মা'রিফাতুল সাহাবা: ১/৪১৫পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত,লেবানন,ইমাম ইফরিকী,মুখতাসিরে তারিখে দামেস্ক:৪/১১৮পৃ.

২ যা বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন হতে প্রকাশিত।

৩ আল্লামা ইমাম কিরমানী : শরহে বুখারী : ১৫/২৪ পৃ

-"হযরত কায়েস (ﷺ) হতে বর্ণিত, নিশ্চয়ই বেলাল (ﷺ) বললেন হে আবু বকর (ﷺ)! আপনি যদি আমাকে নিজের জন্য ক্রয় করে থাকেন, তবে অবশ্য বাধা দিতে পারেন। আর যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করে থাকেন, তাহলে আমাকে **আমার ইচ্ছার উপর ছেড়ে** দিন।"[১]

তাই বুঝা গেল যে, হযরত বেলাল (ﷺ) মদীনা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। হযরত বেলাল (ﷺ) যখন মসজিদে নববীতে আসলেন অনেক্ষণ কাঁদার পরে অনেক সাহাবায়ে কেরাম আবেদন করলেন আপনি আমাদেরকে একবার আপনার কণ্ঠের আযান শুনান। হযরত বেলাল রাজি না হলে সবাই ইমাম হুসাইন (ﷺ) এর কাছে আবেদন করলেন হযরত বেলাল (ﷺ) কে বলার জন্য।

হযরত ইমাম হুসাইন (ﷺ) বললেন,

يا بلال نشتهى ان نسمع أذانك الذى كنت تأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المسجد-

-"হে বেলাল (ﷺ)! আমরা আপনার **কণ্ঠে সে আযান শুনতে আগ্রহী,** যে আযান আপনি আমার (নানাজান) নবী পাককে মসজিদে নববীতে শোনাতেন।"[২]

তারপর ইমাম হুসাইন (ﷺ)-এর কথায় হযরত বেলাল (ﷺ) আজান দেন। তারপর ইবারত দেখুন

فلما ان قال الله اكبر الله اكبر ارتجت المدينة فلما قال اشهد ان لا اله الا الله اذ دادت فلما قال اشهد أن محمدا رسول الله خرج العوتق خدورهن وقالوا بعث رسول الله فمارئ يوم اكثر باكيا ولا باكية بالمدينة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذالك اليوم -

-"তিনি যখন উচ্চ স্বরে আযানের উচ্চবাক্য উচ্চারণ করলেন, 'আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর' মদীনা নগরীতে এক কান্নার রোল উঠে যায়। যেই তিনি সামনে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তাদের আবেদন আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি যখন উচ্চারণ করলেন,'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' মদিনার সকল মানুষ এমনকি রমনীগণ পর্যন্ত নিজ নিজ গৃহ ত্যাগ করে বাইরের দিকে ধেয়ে আসতে থাকে। সে দিনের বাস্তব দৃশ্যপট দেখে এমনই মনে হচ্ছিল যে, নবী করীম (ﷺ) যেন পুনরায় তাশরীফ নিয়ে এসেছেন। **এক বিস্ময়কর দৃশ্য ছিল তখন মদীনার। নবী পাকের ওফাতের পর মদীনা**

১ ইমাম বুখারী : আস সহীহ : ২/৫৩১ পৃ

২ আল্লামা ইবনে আসাকির : তারীখে দামেস্ক : ৭/১৩৭ পৃ.

বাসীদের মাঝে সে দিনের চেয়ে বেশী আবেগানুভূতি আর কোন দিন পরিদৃষ্ট হয়নি।"[১]

উক্ত ঘটনাটি সনদ সহ উল্লেখ করে আরো বিস্তারিত বর্ণনা করেন বিখ্যাত কামূস অভিধান প্রণেতা। তারপর কামূস প্রণেতা আরও উল্লেখ করেন-

بل على فعل بلال رضى الله تعالى عنه وهو صحابى لا سيما فى خلافة عمر رضى الله تعالى عنه والصحابة متوافرون لا تخفى عنهم هذه القصة فسفر بلال فى ضمن صدر الصحابة لم يكن الا للزيارة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم -

-"হযরত বেলাল (ﷺ) হলেন, রাসূলের (ﷺ) একজন উচ্চমর্যাদাশীল সাহাবী। হযরত ওমর (ﷺ) এর খেলাফত কালে তার এই ঘটনা সংঘটিত হয়। এই ঘটনায় উপস্থিত ছিলেন পর্যাপ্ত সাহাবীগণ। এই ঘটনা কোনরূপ গোপন বা অনুল্লেখ্য নয়, বরং **সুপ্রসিদ্ধ ও প্রকাশ্য**। সুতরাং হযরত বেলালের উক্ত ঘটনাটি **মূলত দলীল হওয়ার যোগ্যতা রাখে**। কারণ সাহাবাদের সময়কালই তিনি রাসূল (দ.)'র রওযা আকদাস যিয়ারত করবার জন্য এবং তথায় সালাম আরজ করবার জন্য দূর থেকে আগমন করছিলেন।"[২]

আমার সাহাবাগণ তারকা সমতুল্য ঃ হাদিসের বর্ণনা ঃ

'হাদিসের নামে জালিয়াতি' বইয়ের ৩০৯ পৃষ্ঠায় লেখক উক্ত সহিহ হাদিস খানাকে মওদ্বু বা বানোওয়াট প্রমাণ করার হীন চেষ্টা করেন এবং ব্যর্থ হন। কেননা কোন কিতাবের মাধ্যমে ইবারতসহ গ্রহণযোগ্য মুহাদ্দিসের উদ্ধৃতি বা মতামত তিনি তুলে ধরতে সক্ষম হননি। অপরদিকে জুনাইদ বাবুনগরী তার 'প্রচলিত জাল হাদিস' বইয়ের ৫৮ পৃষ্ঠায়ও অনুরূপ বক্তব্য দিয়েছে। উভয়ের মূল দর্শন হলো আলবানীর দ্বঈফা গ্রন্থের ৫৯ নং হাদিসের ব্যাখা। সেখানে আলবানী হাদিসটিকে জাল বলেছে। আলবানী কোন হাদিসকে জাল বললে তাদেও আর কারও ব্যাখ্যা দেখতে হয় না। তাই তাদেও মুখোশ উন্মোচনে আমি অধম দীর্ঘ আলোচনা কওে তাদেও জবাব দিলাম। আল্লাহ কবুল করুন।

মিশকাত শরীফে বাবে **'মানাক্বিবে সাহাবা'** অধ্যায়ে রয়েছে,

عن عمر بن الخطاب قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " سَأَلْتُ رَبِّي عَنِ اخْتِلَافِ أَصْحَابِي مِنْ بَعْدِي فَأَوْحَى إِلَيَّ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ أَصْحَابَكَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ بَعْضُهَا أَقْوَى مِنْ بَعْضٍ وَلِكُلٍّ نُورٌ فَمَنْ أَخَذَ بِشَيْءٍ

১ ইমাম ইবনে আসাকির : তারিখে দামেস্ক :৭/১৩৭পৃ.
২ ইমাম মাজুদ্দীন ফিরুযাবাদী : আস সালাতু ওয়াল বশর ফিস্ সালাতি আলা খাইরিল বশর : ১৫২ পৃ :

مِمَّا هُمْ عَلَيْهِ مِن اخْتِلَافِهِمْ فَهُوَ عِنْدِي عَلَى هُدًى " قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ» . رَوَاهُ رزين-

-"হযরত ওমর (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) কে বলতে শুনেছি ,আমি আমার প্রতিপালককে আমার ইন্তেকালের পর আমার সাহাবীদের মধ্যে মতভেদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি ওহীর মাধমে আমাকে জানিয়ে দিলেন যে, হে মুহাম্মদ (ﷺ)! আমার নিকট তোমার সাহাবীদের মর্যাদা হল আসমানের নক্ষত্র তুল্য। তার একটি আরেকটির তুলনায় অধিক উজ্জল। অথচ প্রত্যেকটির মধ্যেই আলো বিদ্যমান, সুতরাং তাদের মতভেদ হতে যে কোন ব্যক্তি কোন একটি অভিমত গ্রহণ করবে, সে আমার নিকট হেদায়াতের উপরই প্রতিষ্ঠিত। হযরত ওমর (ﷺ) বলেন, রাসূল (ﷺ) আরও বলেছেন, **আমার সাহাবারা হল তারকা সাদৃশ**। অতএব তোমরা তাদের যে কোন এক জনের হলেও অনুসরণ করবে, তাহলে হেদায়াত লাভ করবে।"[১]

আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর তার বইয়ের অসংখ্য স্থানে আল্লামা আযলূনী (রহ.) রচিত "কাশফুল খাফা" গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তাই উক্ত কিতাবের উদ্ধৃতি উল্লেখ করে তার উক্তির জবাব দেওয়া অধিক ভাল মনে করছি। আল্লামা আযলূনী (রহ.) বলেন,

رواه البيهقي، وأسنده عن ابن عباس بلفظ: أصحابي بمنزلة النجوم في السماء, بأيهم اقتديتم اهتديتم. -

-"ইমাম বায়হাকী এবং ইমাম দায়লামী (রহ.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (ﷺ) হতে মারফূ সূত্রে এভাবে বর্ণনা করেন : **আমার সাহাবীগণের মর্যাদা হলো আসমানের তারকার ন্যায়, যে তাদের কাউকে অনুসরণ করবে সেই সুপথ পাবে।"**[২]

তাই বুঝা গেল আল্লামা আযলূনী যেহেতু সনদ নিয়ে হাদীসের কোন মন্তব্য করেননি সেহেতু হাদীসের সনদ সহিহ। আর আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সত্যকে গোপন করে মুনাফিকের পরিচয়ই দিয়েছেন।

অপর দিকে মুহাদ্দিস আল্লামা ইবনুল বার (রহ.) তার হাদিস গ্রন্থ 'জামিউল ইলমে ওয়াল ফাদ্বলিহ' গ্রন্থের ১/২৬০-২৬৯ পৃষ্ঠা একাধিক সূত্র বর্ণনা করেন যেমন

১ ক. ইমাম আবু রাজীন : তাজরীদ ফিল বাইনাস সিহহাহ : ১/২৮০ পৃ.
খ. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : মেরকাতুল মাফাতীহ : ১১/১৬৩ পৃ: হাদিস : ৬০১৮
গ. আল্লামা ইমাম জালালুদ্দীন সূয়তী : তাখরীযুয আহাদিসুস্ শিফা : পৃষ্ঠা নং- ১৪৮
ঘ. ইমাম তকীউদ্দীন সুবকী : শরহে ইবনে হাজেব : ১৯২ পৃ.
ঙ. খতিব তিবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ : কিতাবুল মানাকিব : হাদিস : ৬০১৮
চ. শায়েখ আব্দুল হক মুহাদ্দীস দেহলভী : আশিয়াতুল লুমাআত : ৮/১৪২ পৃ. হাদিস : ৬০১৮
২ আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ১/১১৮ হাদিস : ৩৮১

হযরত যাবের (ﷺ) এর সূত্রে, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (ﷺ) হতে দুটি সূত্রে। প্রথম সূত্র (জাবেরের) সম্পর্কে বলেন-

هذا اسناد لا تقوم به حجة لان الحارث بن غضين مجهول

-"উক্ত সনদের হাদিসটি দলিল হিসেবে দাঁড় করানোর মত নয়;কেননা সনদে 'হারেছ বিন গাদ্বীন' মাজহুল বা অজ্ঞাত রাবী।"

সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস মোল্লা আলী ক্বারী (رحمه الله) মিরকাতে অন্য জায়গায় বলেন-

أنَّ جَمِيعَ الْأَصْحَابِ بِمَنْزِلَةِ الْأَبْوَابِ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ» -

-" সাহাবীগণের মর্তবা সম্পর্কে রাসুল (ﷺ) এর বাণী : **আমার সাহাবীগণ হলেন তারকা সাদৃশ।** অতএব তোমরা তাদের যে কোন এক জনেরও অনুসরণ করবে সে হেদায়াত লাভ করবে।"[১]

তিরমিযী শরীফের ব্যাখ্যাকার ও আহলে হাদীসের অন্যতম আলেম আল্লামা মুবারকপুরী সাহেব স্বীয় "তুহফাতুল আহওয়াজী" এ উল্লেখ করেন-

بمنزلة الابواب جَمِيعَ الْأَصْحَابِ بِمَنْزِلَةِ الْأَبْوَابِ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " «أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ» – رواه عبد بن حميد فى مسنده من طريق حمزة النصبى عن نافع عن ابن عمر كذا – تحفة الاحوذى : ٢٢٦/١٠

-"সাহাবীদের মর্যাদার ব্যাপারে রাসূল (ﷺ) ইরশাদ ফরমান, নিশ্চয়ই আমার **সাহাবীগণ হলেন আকাশের তারকা সাদৃশ।** অতএব তোমরা তাঁদের যে কোন এক জনের অনুসরণ করলেই হেদায়েত লাভ করবে। ইমাম হুমাইদী (رحمه الله) তার "মুসনাদে" ইবনে ওমর (ﷺ) এর সূত্রে বর্ণনা করেন।"[২]

সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হানাফী মাযহাবের অন্যতম ব্যাখ্যাকার আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (رحمه الله) স্বীয় 'মিরকাত শরহে মিশকাত' এ আরও উল্লেখ করেন-

قَالَ ابْنُ الرَّبِيعِ: اعْلَمْ أَنَّ الْحَدِيثَ: «أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ» – أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ - كَذَا ذَكَرَهُ الْجَلَالُ السُّيُوطِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الشِّفَاءِ -

-"আল্লামা ইমাম রবীঈ (رحمه الله) বলেন, জেনে রাখুন, নিশ্চয়ই এটা রাসূল (ﷺ) এর হাদিস যে, আমার সাহাবায়ে কেরাম হলো তারকা সাদৃশ, অতএব যে কারো

১ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : মিরকাতুল মাফাতিহ : বাবুল মানাকিবে আলী : ১১/২৫২ পৃ: হাদিস : ৬০৯৬
২ আল্লামা মোবারকপুরী : তুহফাতুল আহওয়াজী : ১০/২২৬ পৃ : হাদিস : ৩৮০৭

অনুসরণ করবে হেদায়াত লাভ করবে। উক্ত হাদিসটি ইমাম ইবনে মাযাহ (رحمه الله) এর সূত্রে ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (رحمه الله) স্বীয় 'তারীখে আহাদিসুস শিফা' গ্রন্থে বর্ণনা করেন।"[১]

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (رحمه الله) আরেক স্থানে বর্ণনা করেন-

قُلْتُ: وَلِهَذَا قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: («أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ»

-"এই কথা রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, আমার সাহাবারা তারকা সাদৃশ; তোমরা যে কোন একজনকে হলেও অনুসরণ করবে তাহলে তোমরা হেদায়াত প্রাপ্ত হবে (সুপথ পাবে)।"[২]

অতএব উক্ত হাদিসটি গবেষণা করলে দেখা যায়, হাদিসটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আর আমি পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, যদি হাদিস দ্বঈফ সনদের বা দুর্বলও হয় একাধিক সূত্রে বর্ণিত হওয়ার কারণে তা আর দ্বঈফ সনদের থাকে না; বরং তা "হাসান" পর্যায়ে এ উপনীত হয়।

আল্লামা ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (رحمه الله) 'খাসায়েসুল কোবরা'য় উল্লেখ করেন,

وَأخرج عبد بن حميد فِي مُسْنده عَن ابْن عمر أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ (مثل أَصْحَابِي مثل النُّجُوم يَهْتَدِي بهَا فَأيهمْ أَخَذْتُم بقوله أهتديتم) -

-"ইমাম হুমায়দ (رحمه الله) তার "মুসনাদ" গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন, নিশ্চয়ই রাসূল (ﷺ) বলেছেন, **আমার সাহাবীদের উপমা হচ্ছে তারকার মত যা দ্বারা সঠিক রাস্তা পাওয়া যায়,** যে কেউ তাদের একজনকেও অনুসরণ করবে সে হেদায়াত পাবে।"[৩] এ বিষয়ে তিনি আরেকটি হাদিস সংকলন করেছেন এভাবে

وَأخرج ابْن أبي عمر فِي مُسْنده عَن أنس عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ (مثل أَصْحَابِي فِي أمتِي مثل النُّجُوم يَهْتَدِي بهَا إِذا غَابَتْ تحيروا)

-"ইমাম ইবনে আবি উমর(رحمه الله)তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থে হযরত আনাস বিন মালেক(ﷺ)হতে একটি হাদিস সংকলন করেন তিনি রাসূল(ﷺ)হতে তিনি বলেন

১ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : মেরকাত : ১১/১৬৩ পৃ. হাদিস : ৬০১৮
২ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : মেরকাত : ১১/১৫৪ পৃ. হাদিস : ৬০০৮
৩ ক. সুয়ূতি : খাসায়েসুল কুবরা : ২/৪৬৭পৃ.দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ,বয়রুত,লেবানন।
খ. আল্লামা ইমাম হুমায়দী : আল মুসনাদ : ২৫০ পৃ. হাদিস : ৭৮৩
গ. আল্লামা শায়খ ইউসুফ নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ১/৩৯৩

আমার সাহাবিদের তুলনা হলো (আকাশের) তারকার ন্যায় যার দ্বারা হিদায়াত পাওয়া যায়.....।"[১]

অপরদিকে আহলে হাদীসের মোবারকপূরী হাদিসটি এভাবে বর্ণনা করেন-

قلت: قال الحافظ في التلخيص حديث: اصحابى كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم- تحفة الاحوذى:10/226 -رقم:3807

-"ইমাম আসকালানী (রহ.) তাঁর 'তালখীস' গ্রন্থেও উক্ত হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।"

ইমাম বায়হাকী (রহ.) তার "মাদখাল" গ্রন্থে ও ইমাম আবদুর রহমান সাখাভী (রহ.) তার "মাকাসিদুল হাসানা"য় এ প্রসঙ্গে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদিসটি হল-

اَلبَيْهَقِيُّ فِي المَدْخَلِ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ ابن أبي كَرِيمَةَ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَهْمَا أُوتِيتُمْ مِنْ كِتَابِ اللّٰه فَالعَمَلُ بِهِ لا عُذْرَ لأَحَدٍ فِي تَرْكِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللّٰه فَسُنَّةً مِنِّي مَاضِيَةً، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ سُنَّةً مِنِّي فَمَا قَالَ أَصْحَابِي، إِنَّ أَصْحَابِي بِمَنْزِلَةِ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ، فَأَيُّمَا أَخَذْتُمْ بِهِ اهْتَدَيْتُمْ، وَاخْتِلافُ أَصْحَابِي لَكُمْ رَحْمَةٌ،

-"ইমাম বায়হাকী তাঁর 'মাদখাল' গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেছন, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, তোমরা কিতাবুল্লাহ হতে যা পেয়েছ, তার উপর আমল কর। আর তাতে কোন ওজর বা আপত্তি থাকবে না। আর যদি কিতাবুল্লাহ এর মাঝে না পাওয়া যায়, তাহলে সুন্নাহকে আঁকড়ে ধর। আর যদি আমার সুন্নাহতে না পাওয়া যায় তাহলে আমার সাহাবার কথার উপরে আমল কর, **কেননা আমার সাহাবাগণ হলো নক্ষত্রতুল্য। আর তাদের যাকেই অনুসরণ করবে হেদায়েত বা সুপথ পাবে।** আর আমার সাহাবাগণের মতবিরোধ তোমাদের জন্য রহমত স্বরূপ।"[২]

১ ক. সুয়ূতি : খাসায়েসুল কুবরা : ২/৪৬৭পৃ.দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ,বয়রুত,লেবানন।
খ. আল্লামা শায়খ ইউসুফ নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ১/৩৯৩

২ (১)ইমাম বায়হাকী : আল মাদখাল : ১/১৬২পৃ.হাদিস:১৫২
(২) সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ৪৬ পৃ. হাদিস নং : ৩৯,
(৩)মানাবী : ফয়জুল কদীর : ১/২১২পৃ.হাদিস,২২৮
(৪)আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ১/৭৫পৃ.হাদিস : ১৫৩ ও১/১৫০পৃ.হাদিস,৩৮১
(৫)আল্লামা ইমাম দায়লামী : মুসনাদিল ফিরদাউস,১/২২৫পৃ.
(৬)সুয়ূতি,জামেউস সগীর,১/১৮পৃ.হাদিস,২৮৮
(৭)আল্লামা মুত্তাকী হিন্দী,কানযুল উম্মাল,১/১৯৯পৃ.হাদিস,১০০৩
(৮) ইবনে হাজার আসকালানী,তালখিসুল হবির,৪/৪৬২পৃ.ক্রমিক.২০৯৮

আল্লামা শায়খ ইউসূফ নাবহানী (রহ.) এর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামিন" গ্রন্থের ৭৬২ পৃষ্ঠায় উক্ত মুহাদ্দিস বলেন,

وقال فى الميزان الكبرى بعد قوله عليه السلام : أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ»-

-"আল্লামা ইমাম শা'রানী (রহ.) তাঁর "মিযানুল কুবরা" গ্রন্থে বলেন, রাসূল (সা.) এর বাণী : আমার সাহাবীগণ হলেন তারকা তুল্য। যে তাঁদের কোন একজনকে অনুসরণ করবে সে হেদায়াত পাবে।"[১]

বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর "ইযাহুল বয়ান ফী তাফসীরুল কুরআন" এর ৭/৩১৭ পৃ. উক্ত হাদিস প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

و يكفي ذلك الحديث المشهور-

-"উক্ত হাদিসটির জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, হাদিসটি **মাশহুর পর্যায়ের।**"

তাফসীরে মাযহারী প্রণেতা আল্লামা কাযি সানাউল্লাহ পানীপথি (রহ.) তার "তাফসীরে মাযহারী"র ২/২৩৬ পৃষ্ঠায় সূরা নিসা এর ১১৫নং আয়াতের ব্যাখ্যায় এবং সূরা হুদের ১৭নং আয়াতের ব্যাখ্যায় উক্ত হাদিসটি সহিহ বলে উল্লেখ করেছেন।

বিশ্ববিখ্যাত ফকীহ আল্লামা সুরখুসী (রহ.) তার "মবসুত" শরীফে "কিতাবুল আদাবুল কাযী" এর ২৬/৮৩ পৃষ্ঠায় উক্ত হাদিসকে রাসূল (সা.) এর সহিহ হাদিস হিসেবেই উল্লেখ করেছেন।

শুধু তাই নয়, বিশ্ব বিখ্যাত মুফাসসীর আল্লামা ইসমাইল হাক্কী (রহ.)তার "তাফসীরে রুহুল বয়ান" এর "সূরা নাহল" এর ১৭নং আয়াত ও ৯০নং আয়াত এবং "সূরা নাজমের" ২নং আয়াতের ব্যাখ্যায় (রাসূল (সা.) উক্ত হাদিস খানা এর) সহিহ হিসেবেই তিনি বর্ণনা করেছেন।

সূফীকুল সম্রাট আল্লামা ইমাম শা'রানী (রহ.) বলেন,

(৯)সুয়ূতি,জামিউল আহাদিস,২২/৭৫পৃ,হাদিস,২৪৩৫৫
(১০)দায়লামী,আল-ফিরদাউস,৪/১৬০পৃ.হাদিস,৬৪৯৭
(১১) ইবনে আসাকীর,তারীখে দামেস্ক,২২/৩৫৯পৃ.হাদিস,২৬৯৫
(১২)যুরকানী,শরহুল মাওয়াহেব,৭/৪৬৯পৃ.
(১৩)আলবানী,সিলসিলাতুল আহাদিসুদ্-দ্বঈফাহ ওয়াল মাওদুআহ,১/১৩৬পৃ.হাদিস,৫৯
(৮)ইমাম যুবাইহিদী : ইত্তাহাফুস-সাদাতুল মুত্তাকীন : ১/২০৪ পৃ.

১ ক. আল্লামা শায়খ ইউসূফ নাবহানী : হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন,৭৬২ পৃ.।
খ.আদি,আল-কামিল,২/৩৭৭পৃ.হাদিস,৫০২,দারুল ফিকর,বয়রুত।
গ.বায়হাকী.আল-ইতিক্বাদ,৩১৯পৃ.মাতবায়ে দারুল ইফাকুল জাদীদ,বয়রুত।

هذا حديث وان كان فيه مقال عند محدثين فهو صحيح عن أهل الكشف-

-"হাদিসটির ব্যাপারে যদিও বা মুহাদ্দিসীনে কেরামের নিকট কিছু কথাবার্তা রয়েছে, **তবে আহলে কাশফ (অন্তদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব)'দের** নিকট উক্ত হাদিসটি বিশুদ্ধ হাদিস হিসেবেই গণ্য।"[১]

তাই ইমাম শা'রানী (রহ.) এর বক্তব্যের উপরে বর্তমান যুগের আহলে হাদিস মোল্লা নাসিরুদ্দীন আলবানীর কোন কথাই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না; অথচ সে কাশ্‌ফকে বিদআত বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছে।[২]

এ হাদিসের ব্যাপারে আমার সর্বশেষ বক্তব্য ঃ

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ ! এ পর্যন্ত আমি মুহাদ্দিসদের মতামতের ভিত্তিতে গবেষণা করে দেখলাম হাদিসটি **মশহুর পর্যায়ের**। আর হাদিসটির মোট ৭টিরও বেশী সনদ রয়েছে। প্রত্যেকটি সনদের হুকুম ভিন্ন ভিন্ন।

প্রথম হাদিস ঃ এ সনদটি আমি প্রথমেই উল্লেখ করেছি ইমাম রাজীন ও খতিব তিবরিযীর সূত্রে হযরত উমর ইবনে খাত্তাব(রা.)হতে।[৩]

দ্বিতীয় হাদিস ঃ এ সনদটি আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি ইমাম বায়হাকী তার মাদখাল গ্রন্থে ও ইমাম দায়লামীর আল-ফিরদাউসের সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)হতে।[৪]

তৃতীয় হাদিস ঃ এ সনদটি আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি ইমাম আবু হুমাইদী (রহ.) তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আর ও ইমাম সুয়ূতি তাঁর খাসায়েসুল কোবরায় হযরত ইবনে উমর (রা.)হতে সংকলন করেছেন।[৫]

১ ক. আল্লামা ইমাম শা'রানী : মিযানুল কোবরা : ১/২৮পৃ.
২ আলবানী :সিলসিলাতুল আহাদিসুদ্-দ্বঈফাহ : ১/৫৭ পৃ. হাদিস : ৫৭
৩ ক. ইমাম আবু রাজীন : তাজরীদ ফিল বাইনাস সিহাহ : ১/২৮০ পৃ.
খ. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : মিরকাতুল মাফাতীহ : ১১/১৬৩ পৃ: হাদিস : ৬০১৮
গ. খতিব তিবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ : কিতাবুল মানাকিব : হাদিস : ৬০১৮
ঘ শায়েখ আব্দুল হক মুহাদ্দীস দেহলভী : আশিয়াতুল লুমাআত : ৮/১৪২ পৃ. হাদিস : ৬০১৮
৪ ক.ইমাম বায়হাকী : আল মাদখাল : ১/১৪২পৃ.
খ. আল্লামা ইমাম আব্দুর রহমান সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ৪৬ পৃ. হাদিস নং : ৩৯, দারুল কুতুব ইসলামিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।
ঘ. আল্লামা ইমাম আযলূনী : কাশফুল খাফা : ১/২৪৭পৃ.হাদিস : ১৫৩
ঙ. আল্লামা ইমাম দায়লামী : মুসনাদিল ফিরদাউস,১/২২৫পৃ.
চ.সুয়ূতি,জামেউস সগীর,১/১৮পৃ.হাদিস,২৮৮
ছ. আল্লামা মুত্তাকী হিন্দী,কানযুল উম্মাল,হাদিস,২৮৬৮৬
৫ ক. সুয়ূতি : খাসায়েসুল কুবরা : ২/৪৬৭পৃ.দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ,বয়রুত,লেবানন।

চতুর্থ হাদিস ঃ এ সনদটি আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি ইমাম ইবনে আবি উমর (রহ.) তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আর ইমাম সুয়ূতি (রহ.) তাঁর 'খাসায়েসুল কোবরায়' হযরত আনাস বিন মালেক (রা.)হতে সংকলন করেছেন।[১]

৫ম হাদিস ঃ এ সনদটি আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি ইমাম ইবনে আবদুল বার্ (রহ.) 'জামিউল ইলমে ওয়া ফাদ্বলিহী' গ্রন্থের সূত্রে হযরত যাবের (রা.)হতে।[২]

৬ষ্ঠ হাদিস ঃ এ সনদটি আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি ইমাম ইবনে আবদুল বার্ তাঁর 'জামিউল ইলমে ওয়া ফাদ্বলিহী' গ্রন্থে হযরত ইবনে উমর (রা.) হতে একটি সনদ সংকলন করেছেন। **এ সবগুলো সনদ যদি তাদের কথা মত দ্বঈফও ধরা তাহলেও কমপক্ষে 'হাসান'-তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর মশহুর পর্যায়ের হাদিসকে অস্বীকারকারী সকলের মতে পথভ্রষ্ট।**

সপ্তম হাদিস ঃ এ বিষয়ের সমর্থেনে ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর সহিহ মুসলিম শরীফে হযরত বুরায়দা (রা.) একটি হাদিস সংকলন করেছেন।[৩] তাই এমনিতে হাদিসটি সহিহ বিস্‌শাহেদও প্রমানিত হলো।

আল্লাহ তা'য়ালার সাথে আমার বিশেষ মুহূর্ত রয়েছে

"প্রচলিত জাল হাদিস" বইয়ের ১৫৫ পৃষ্ঠায় লেখক একটি গ্রহণযোগ্য হাদিসকে জাল হাদিস প্রমাণ করার হীন চেষ্টা করেছেন এবং সরলমনা মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা চালিয়েছেন, তেমনি "হাদীসের নামে জালিয়াতি" বইয়ের ৩৪৮ পৃষ্ঠায় লেখক জাল প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়ে মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) এর নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে লিখেছেন যে, আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী নাকি উক্ত হাদিস সম্পর্কে বলেছেন, এটা রাসূল (সা.) এর হাদিস নয়। অথচ মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) এর "মওদ্বুআতুল কবীর" গ্রন্থের কোথাও এ ধরণের কোন উক্তি লেখা নেই। এজন্যই তারা উভয়ই আরবী মূল ইবারত দেননি, যাতে ধোঁকাবাজী সহজে ধরা না পড়ে। তারা মনে করেছেন যে, উক্ত কিতাব কারও কাছে নেই বা কেউ মূল ইবারত খুঁজে দেখবে না।

দলীল নং- ১-৩

(১) আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) যা বর্ণনা করেছেন তা হলো-

খ. আল্লামা ইমাম হুমায়দী : আল মুসনাদ : ২৫০ পৃ. হাদিস : ৭৮৩
গ. আল্লামা শায়খ ইউসুফ নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ১/৩৯৩
১ ক. সুয়ূতি : খাসায়েসুল কুবরা : ২/৪৬৭পৃ.দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ,বয়রুত,লেবানন।
খ. আল্লামা শায়খ ইউসুফ নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ১/৩৯৩
২ ক. ইমাম ইবনুল বার্,জামিউল ইলমে ওয়া ফাদ্বলীহি,১/২৮০পৃ.
৩ ক. খতিব তিবরিযী মিশকাতুল মাসাবীহ.পৃ.৫৫৩,সহিহ মুসলিমের সূত্রে।.

حديث : لِي مَعَ اللهِ وَقتٌ لا يَسَعُنِي فِيهِ مَلَكٌ مُقرَّبٌ، وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ، – يَذكُرُهُ الصُّوفِيَّةُ كثيرا وَهُوَ رسَالَة فِي القُشَيْرِيِّ لكِنَّ بلفظِ لِي وَقتٌ لا يَسَعُنِي فِيهِ غَيْرُ رَبِّي) قُلتُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أنَّهُ أرَادَ بِالمَلَكِ المُقرَّبِ جِبْرِيلَ وَبِالنَّبِيِّ المُرْسَل نَفسَهُ الجَلِيل -

-"আল্লাহ তা'য়ালার সাথে আমার এমন সময় নির্ধারিত আছে, তখন কোন নৈকট্যশীল ফেরেশতা বা কোন নবীয়ে মুরসাল আমার নিকট (আসার সুযোগ) পায় না। উক্ত হাদিসটি সম্পর্কে মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) বলেন, এটা সুফিয়ানে কেরাম অনেকে বর্ণনা করে থাকেন এবং ইমাম কুশাইরী (রহ.) তাঁর "আর রিসালা" গ্রন্থে এভাবে বর্ণনা করেন ঃ আল্লাহ তায়ালার সাথে আমার এমন একটি সময় রয়েছে, তখন আল্লাহ ব্যতীত কেউ আমার নিকট আসতে পারে না।"[১]

তাফসীরে রুহুল বায়ানে সূরা মারিয়ামের ১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী (রহ.) বলেন, রাসূল (ﷺ) এর তিনটি সুরত :

(ক) সুরতে বাশারী : যেমন বলা হয়েছে قل انما انا بشر مثلكم الخ এ আয়াতে মানবীয় প্রকৃতির কথাই উল্লেখিত হয়েছে।

(খ) তার দ্বিতীয় সুরত হলো হযরত আবু কাতাদা (রা.) হতে বর্ণিত রাসুল(ﷺ) বলেন, সুরতে হাক্কী ঃ

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: قَالَ أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الحَقَّ»

-"যে আমাকে দেখলো সে হক তা'য়ালাকেই দেখল।"[২]

(গ) সুরতে মালাকী : সুরতে মালাকীর প্রমাণ হলো রাসূল (ﷺ) এর যে হাদিসটি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে সেটি, যেমন-

لِي مَعَ اللهِ وَقتٌ لا يَسَعُنِي فِيهِ مَلَكٌ مُقرَّبٌ، وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ،

-"আল্লাহ তা'য়ালার সাথে আমার এমন সময় নির্ধারিত আছে, তখন কোন নৈকট্যশীল ফেরেশতা বা কোন নবীয়ে মুরসাল আমার নিকট (আসার সুযোগ) পায় না।"[৩]

১ ক. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী: আল মাওদুআতুল কবীর : পৃ:- ১০২
খ. আল্লামা আবদুর রহমান সাখাভী: মাকাসিদুল হাসানা:৪১০পৃ.হাদিস,৯২৪
গ. আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/১৭৩-৭৪হাদিস,২১৫৭
২ ক.বুখারী,আস্-সহিহ,১/৩৮পৃ.হাদিস,৬৯৯৬
৩ ক. তাফসীরে রুহুল বায়ান - ৫ম খন্ড : ৩১৫ পৃ : সূরা মারিয়াম : ১ নং আয়াত,
খ. মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী : জা'আল হক : ১/২৮৬

'তাফসীরে রুহুল বায়ান' গ্রন্থকার উক্ত রেওয়াতেকে হাদিস বা রাসূল (ﷺ) এর বাণী হিসেবেই উল্লেখ করেছেন। তাফসীর কারক স্বীয় তাফসীরের পাঁচ জায়গায় উক্ত হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। যেমন ঃ

২. সূরা নিসা এর ৯৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যায়,

৩. সূরা মুজাম্মিল এর ৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যায়,

৪. সূরা নাহল এর ১২৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যায়,

৫. কিন্তু সূরা আরাফ এর ১৪৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় এভাবে উল্লেখ করেন-

قوله عليه السلام : لى وقت لا يسعنى فيه غير ربى -

-"রাসূল (ﷺ) বলেন, আমার এমন একটি সময় আছে যখন আমি আল্লাহর ঘনিষ্ট সান্নিধ্যের স্তরে উপনীত হই যে, তখন আল্লাহ ব্যতীত কেউ আমার নিকট আসতে পারে না।"[১]

উক্ত হাদিসটি বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা মানাবী (রহ.) তাঁর বিখ্যাত হাদীসের ব্যাখ্যা গ্রন্থ "ফয়যুল কাদীর" এ এভাবে বর্ণনা করেন-

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِي مَعَ اللهِ وَقتٌ لا يَسَعُ فِيهِ مَلَكٌ مُقرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ -

-"আল্লাহ তা'য়ালার সাথে আমার (ঘনিষ্ট) সময় নির্ধারন যে, সে স্তরে পৌছলে আমার নিকট আল্লাহর নৈকট্য লাভে ধন্য কোন ফিরিশতা বা অন্য কোন মুরসাল নবীরও পৌঁছার সাধ্য নেই।"[২]

বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) এর বিখ্যাত হাদীসের ব্যাখ্যা গ্রন্থ "মিরকাতুল মাফাতীহ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ" তে বলেন-

وقد روى: (لى مع الله وقت لا يسعنى فيه ملك مقرب ولا نبى مرسل) مرقاة مفاتيح: ٢٣٣/٥ رقم الحديث: ٢٣٢٤ باب الاستغفار والتوبة-

-"হাদীসে পাকে বর্ণিত হয়েছে, "আল্লাহর সাথে আমার এমন একটি বিশেষ মুহূর্ত রয়েছে, সে সময় না কোন নবী, না কোন আল্লাহর নৈকট্যশীল ফেরেশতা আমার নিকট আসতে পারে।"[৩] শুধু তাই নয় আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) অন্য আরেক স্থানে এভাবে বর্ণনা করেন-

১ তাফসীরে রুহুল বায়ান, ৩/৫৫৫, সূরা আরাফ : আয়াত : ১৪৩
২ ইমাম মানাবী : ফয়জুল কাদীর : ৪/৬ পৃষ্ঠা : হাদিস : ৪৩৭৭
৩ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : মিরকাত : ৫/২৩৩ : হাদিস : ২৩২৪ : বাবে ইস্তিগফার ও তওবা

الوسائط والا فمقام: (لى مع الله وقت لا يسعنى فيه ملك مقرب ولا نبى مرسل) معلوم لنبينا صلى الله عليه وسلم اذا فيه اشارة الى الخ-[১]

আল্লামা কুতুবুজ্জামান মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল করীম (রহ.) বলেছেন-

المقام الاول ولكل ظهوره وجلاله وهيبة بقبلهما المحل حتى انه يتناهى الى محل لا يستطيع ان يراه فيه احد من الانبياء والملائكة والاولياء وذلك معنى قول صلى الله عليه وسلم لِي مَعَ اللّٰهِ وَقْتٌ لَا يَسَعُ فِيهِ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ -

-"প্রত্যেক স্তরের বিকাশের বিভিন্ন মহিমা রয়েছে। রাসূল (ﷺ) এর বিকাশের এমন স্তরও রয়েছে যেখানে কোন কোন নবী ওলী ফেরেশতাও তাঁর দর্শন লাভের জন্য তাঁর নিকটবর্তী হতে সম্পূর্ণ অক্ষম। উক্ত অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত নবীর জবান নিসৃত পবিত্র বাণী, যাতে তিনি বলেন, মহান আল্লাহর সাথে আমার এমন এক বিশেষ মুহূর্ত রয়েছে, কোন উচ্চ মর্যাদা শীল ফেরেশতা ও নবীয়ে মুরসাল সেখানে আসতে পারে না।"[২]

আল্লামা শায়খ ইউসুফ বিন ইসমাঈল নাবহানী (রহ.) অন্যস্থানে উক্ত রেওয়ায়েতকে হাদিস বলেই এভাবে উল্লেখ করে বলেন,

وذلك معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لى مع الله وقت لا يسعنى فيه غير ربى-

-"এটার মর্মার্থ এই যে, রাসূল (ﷺ) এর বাণী : আমার এমন একটি বিশেষ মুহূর্ত রয়েছে, যখন আল্লাহ ব্যতীত কেউ আমার নিকট আসতে পারে না।"

তারপর আল্লামা ইউসূফ বিন ইসমাঈল নাবহানী (রহ.) একটু সামনে অগ্রসর হয়ে অন্য রেওয়ায়েত এভাবে বর্ণনা করেছেন-

ورواية : لى مع الله وقت لا يسعنى فيه ملك مقرب ولا نبى مرسل-

-"অন্য বর্ণনায় রয়েছে এভাবে রাসূল (ﷺ) এর বাণী : আল্লাহর সাথে আমার বিশেষ এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, তখন না কোন উচ্চ মর্যাদাশীল ফেরেশতা, না কোন নবীয়ে মুরসাল আমার নিকটবর্তী হতে পারে।"[৩]

আল্লামা ইমাম শায়খ আব্দুল করীম জলীলি আশ শাফেয়ী (রহ.) "ইনসানুল কামিল" গ্রন্থে বর্ণনা করেন হাদিসটি এভাবে-

১ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : মিরকাত : ১/১৭৭ হাদিস : ১ : কিতাবুল ঈমান
২ ক. আল্লামা কুতুবুজ্জামান মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল করীম : কিতাবুল বেমাহ ওয়াজের : ৪র্থ খন্ড : ২৩৮ পৃ
খ. আল্লামা শায়খ ইউসূফ নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ১/২৭১ পৃ.
৩ আল্লামা শায়খ ইউসূফ নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ৪/২৬৫ : মারকাযে আহলে সুন্নাত বারকাতে বিরেযা, গুজরাট।

والى ذلك اشار صلى الله عليه وسلم بقوله: لى وقت مع ربى لا يسعنى فيه ملك مقرب ولا نبى مرسل-

-"এ বিষয়ে রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, আল্লাহর সহিত আমার বিশেষ এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, তখন না কোন উচ্চ মর্যাদাশীল ফেরেশতা, না কোন নবীয়ে মুরসাল আমার নিকটবর্তী হতে পারে।"[১]

আল্লামা আরিফ বিল্লাহ কুতুবুল কবীর সৈয়দ আহমদ বিন ইদ্রিস (রহ.) তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ كتاب العقد النفيس -এ এভাবে বর্ণনা করেন-

قوله صلى الله عليه وسلم :ان لى وقتا لا يسعنى فيه الا ربى -

-"রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, আমার এমন একটি বিশেষ মূহূর্ত রয়েছে সে সময় আমার রব ব্যতীত কেউ আমার কাছে আসতে পারে না।"[২]

উক্ত হাদীসের সমর্থনে আল্লামা ইমাম সাখাভী (রহ.) "মাকাসিদুল হাসানা" গ্রন্থে হাদিস সংকলন করেছেন এবং আল্লামা আযলূনী (রহ.) রাসূল (ﷺ) এর সাথে আল্লাহর একটি বিশেষ সময়ের কথা নিম্নের সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণ করেছেন।

ويشبه أن يكون معنى ما للترمذي في الشمائل، ولابن راهويه في مسنده، عن علي في حديث طويل: كان صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أتى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء: جزءا لله تعالى، وجزءا لأهله، وجزءا لنفسه، ثم جزأ جزاه بينه وبين الناس. -

-" এ হাদিসটির বিষয়ের সাথে সাদৃশ্য ইমাম তিরমিযী তার "শামায়েলে তিরমিযীতে" এবং আল্লামা ইমাম রাহবিয়্যাহ (রহ.) তাঁর "মুসনাদ" গ্রন্থে হযরত আলী (রা.) হতে দীর্ঘ হাদিস বর্ণনা করেন, হাদীসের প্রথম অংশ হলো : রাসূল (ﷺ) যখন আপন গৃহে প্রবেশ করতেন তখন তিনি তার সময়কে কয়েকটি অংশে বন্টন করতেন, তার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সময় খাস আল্লাহর জন্য ও নির্দিষ্ট একটি সময়ের অংশ পরিবারের জন্য, নির্দিষ্ট একটি সময়ের অংশ নিজের জন্য এবং অতঃপর বাকী সময়ের অংশ সাহাবী ও অন্য মানুষের জন্য।"[৩]

১ আল্লামা শায়খ ইউসূফ নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ১/২৭২ পৃ
২ আল্লামা শায়খ ইউসূফ বিন নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ৩/৫৪ পৃ
৩ ক. ইমাম তিরমিযী : শামায়েলে তিরমিযী : পৃ. :
খ. ইমাম রাহ ওয়াবিহ : আল মুসনাদ :
গ. আল্লামা ইমাম সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ৯২৬ পৃ : হাদিস : ৩৬৩
ঘ. আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/১৭৩-১৭৪ হাদিস : ২১৫৭

অতএব উক্ত হাদিস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত হল, আল্লাহ তায়ালার সাথে রাসূল (ﷺ) এর বিশেষ একটি মুহূর্ত রয়েছে।

আদম (আলাইহিস সালাম) ও হাওয়া (আলাইহাস সালাম) এর বিবাহের মোহরানা প্রসঙ্গ

"হাদীসের নামে জালিয়াতি" বইয়ের ২৩৩ পৃষ্ঠায় লেখক বলছেন, প্রচলিত আছে যে, আদম (আলাইহিস সালাম) ও হাওয়ার (আলাইহাস সালাম) মধ্যে বিবাহের মোহরানা ছিল দরূদ শরীফ পাঠ .... ইতাদি এ সকল কথার কোনো ভিত্তি বা সনদ আছে বলে জানা যায় না।

উক্ত মূর্খ বক্তব্যের জবাব ঃ

এখানে বলা বাহুল্য যে, আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীরের না জানাটা কোন শরীয়তের দলীল হতে পারে না, বরং এ সমস্ত বক্তব্য দ্বারা তার মূর্খতার প্রমাণই বহন করে।

আল্লামা ইমাম ইবনে যওযী (রহ.), ইমাম কুস্তালানী (রহ.) ও ইমাম যুরকানী (রহ.) ঘটনাটি বর্ণনা করেন। আর আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর তার বইয়ের ২৭২ পৃষ্ঠায় আল্লামা যুরকানী'র দলীল গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া কুস্তালানী ও যওজীর গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে বলার অপেক্ষা রাখে না। এতে স্পষ্ট বুঝা গেল, তারা মকবুল মুহাদ্দিস। হাদিসটি হল :

وذكر ابن الجوزى فى كتابه «سلوة الأحزان» : أنه لما رام القرب منها طلبت منه المهر، فقال: يا رب، وماذا أعطيها، فقال: يا آدم صل على حبيبى محمد بن عبد الله عشرين مرة، ففعل -

-"নিশ্চয়ই হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) যখন হাওয়া (আলাইহাস সালাম) এর নিকটবর্তী যাওয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন আল্লাহ তায়ালা মহর আদায় করার জন্য বললেন। আদম (আলাইহিস সালাম) বললেন, হে প্রভু! **আমি তার জন্য কী মহর প্রদান করব?** তখন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ ফরমান, হে আদম (আলাইহিস সালাম)! তুমি আমার হাবীব মুহাম্মদ (ﷺ) এর **প্রতি বিশ বার দরূদ শরীফ পড় তাহলে তোমার মহর আদায় হয়ে যাবে।** অতপর তিনি তা করলেন।"[১]

অনুরূপ ঘটনাটি কিছুটা শব্দ পরিবর্তন করে আল্লামা শায়খ ইউসূফ বিন ইসমাঈল নাবহানী (রহ.) তাঁর যাওয়াহিরুল বিহার এর ৩য় খন্ডের ৩৪৬ পৃষ্ঠায় এভাবে বর্ণনা করেছেন,

১ ক. আল্লামা ইমাম ইবনে যওজী : سلوة الاحزان : ১৪২ পৃ
খ. আল্লামা ইমাম কুস্তালানী : মাওয়াহেবে লাদুন্নীয়া : ১/৭৬ ইবনে যওজীর বর্ণনা সূত্রে
গ. আল্লামা ইমাম যুরকানী : শরহে মাওয়াহেবে লাদুন্নীয়া : ১/১০১ পৃ
ঘ. আল্লামা শায়খ ইউসূফ বিন নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ৩/৩৪৬ পৃ

ثم دخل أدم الجنة ونوره صلى الله عليه وسلم يلمع فى جبينه ، فبينما هو فى الجنة اذا خلق الله تعالى حواء من ضلعه الا يسر فأراد أن يمد يده اليها ، فكفته الملائكة فقالت: مه يا أدم حتى تؤدى مهرها قال : وما مهرها؟ قالوا: أن تصلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عشرين مرة-

-"হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) যখন জান্নাতে প্রবেশ করলেন এবং নূরে মুহাম্মদী (ﷺ) তাঁর পেশানীতে চমকাতে ছিল, তখন আল্লাহ তা'য়ালা আদম (আলাইহিস সালাম) এর বাম পাঁজরের হাড় হতে হাওয়া (আলাইহাস সালাম) কে সৃষ্টি করলেন। আদম (আলাইহিস সালাম) হাওয়া (আলাইহাস সালাম) কে হাত দ্বারা ধরতে গেলেন, এমন সময় ফেরেশতারা নিষেধ করে বললেন আপনি (আলাইহিস সালাম) মহরানা আদায় করুন। আদম (আলাইহিস সালাম) ফেরেশতাদেরকে বললেন, **কী মহর প্রদান করব? তখন ফেরেশতারা বলল মুহাম্মদ (ﷺ) এর প্রতি ২০ বার দরূদ শরীফ পড়ুন।**"[১]

অপরদিকে ইমাম কুস্তালানী (রহ.) তিন বার দরূদ শরীফ পড়ার অন্য আরেকটি রেওয়ায়েত পেশ করেছেন। যেমন, তার ভাষ্য হল নিম্নরূপ-

وعن ابن عباس: كان يوم الجمعة من وقت الزوال إلى العصر.ثم خلق الله تعالى له حواء زوجته من ضلع من أضلاعه اليسرى، وهو نائم، وسميت حواء لأنها خلقت من حى، فلما استيقظ ورآها سكن إليها، فقالت الملائكة مه يا آدم، قال: ولم وقد خلقها الله لى؟ فقالوا: حتى تؤدى مهرها، قال: وما مهرها؟ قالوا: تصلى على محمد- صلى الله عليه وسلم- ثلاث مرات - المواهب اللدنية:1/76

-"হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত জুমার দিন যোহর থেকে আসর পর্যন্ত এ সময়ের মধ্যে আল্লাহ হাওয়া (আলাইহাস সালাম) কে আদম (আলাইহিস সালাম) এর বাম পাজর থেকে সৃষ্টি করলেন, আর তখন তিনি ঘুমায়ে ছিলেন। আদম (আলাইহিস সালাম) যখন হাওয়া (আলাইহাস সালাম) এর নিকট গেলেন তখন ফিরিশতা মহরানা আদায় করতে বললেন, তখন আদম (আলাইহিস সালাম) **বললেন তার মহরানা কী? তখন ফিরিশতারা বললেন আপনি হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর উপর তিনবার দরুদ শরীফ পড়ুন।**"[২]

এছাড়া আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.), ইবনে কাসির, কুস্তালানী তাদের প্রসিদ্ধ গ্রন্থে হাদিসটি গ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন।

১ ক. আল্লামা শায়খ ইউসূফ বিন নাবহানী: যাওয়াহিরুল বিহার : ৩/৩৪৬ পৃ:
খ. আল্লামা ইমাম কুস্তালানী : মাওয়াহেবে লাদুন্নীয়া : ১/৭৬ পৃ:
গ. আল্লামা ইমাম যুরকানী : শরহুল মাওয়াহেব : ১/১৭২ পৃ:
ঘ. আল্লামা শায়খ ইউসূফ বিন নাবহানী : আনোওয়ারে মুহাম্মাদিয়া : ১১ পৃ:
২ ক. ইমাম কুস্তালানী : মাওয়াহেবে লাদুন্নীয়া : ১/৭৬ পৃ. মাকতুবাতুল ইসলামী, বয়রুত, লেবানন।
খ. ইবনে কাসির : বেদায়া ওয়ান নেহায়া : ১/৭৪ পৃ.
গ. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : মাওয়ারিদুর-রাভি ফি মওলুদুন্নবী : পৃ. ১৫ পৃ.

আমি সৃষ্টির মধ্যে প্রথম, প্রেরণের দিক থেকে সর্বশেষ ঃ হাদিস প্রসঙ্গ

"হাদীসের নামে জালিয়াতি" বইয়ের ২৬৭ পৃষ্ঠায় লেখক একটি সহিহ হাদিসকে দ্বঈফ বানানোর অনেক অপচেষ্টা চালিয়েছেন। তার মতো গণ্ড মূর্খ লেখকের লেখার কারণে সহিহ হাদিস তো দ্বঈফ হতে পারে না। হক্কানী মুহাদ্দিস গণের ভাষ্য মতামত পেশ করতে হবে। তিনি উক্ত হাদীসের মধ্যে একজন রাবী "সাঈদ ইবনে বাশীর"-কে দুর্বল রাবী বলে উল্লেখ করেছেন, অথচ উক্ত রাবীর ব্যাপারে মিথ্যা অথবা জাল হাদিস রচনার কোন অভিযোগ নেই। তবে কেউ কেউ তাকে দ্বঈফ বললেও অনেকে তাকে সিকাহ বা বিশ্বস্ত বলে অভিহিত করেছেন।

উক্ত হাদিসটি হল-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضى الله تعالى عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُنْتُ أَوَّلَ النَّبِيِّينَ فِي الخَلْقِ وَآخِرَهُمْ فِي البَعْثِ» . –

-"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ ফরমান, আমি ছিলাম **সৃষ্টিতে নবীগণের সর্বপ্রথম এবং প্রেরণে নবীগণের** সর্বশেষ।"[১]

উক্ত হাদিসটি অন্য সনদে "শিফা শরীফে" আল্লামা ইমাম কাযি আয়াজ আল-মালেকী (রহঃ) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (ﷺ)

১ ক.ইমাম আদী : আল কামিল : ৩/৩৭৩ পৃ. দায়লামী : ফিরদাউস বিমাসুরিল খিতাব : ৩/২৮২ পৃ হাদিস : ৪৮৫০,গ. দায়লামী : ফিরদাউস বিমাসুরিল খিতাব : ৪/৪৪১ পৃ : হাদিস : ৭১৯৫, আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/১১৯ পৃ : হাদিস : ২০০৭, ইমাম বগভী : মা'লিমুত তানজিল : ২/৬১১পৃ. হাদিস,১৬৮০, ইবনে কাসীর : তাফসীরে ইবনে কাসীর : ৬/৩৮২পৃ.ও সিরাতে নববিয়্যাহ, ১/২৮৯পৃ. ১/৩১৮পৃ. শাওকানী : তাফসীরে ফতহুল কাদীর : ৪/২৬৭ পৃ. ইমাম আলূসী : তাফসীরে রুহুল মায়ানী : ২১/১৫৪ পৃ.সুয়ূতি : আদ্দুরুল মুনতাসিরাহ ফি আহাদিসুল মুশতাহিরাহ, ১/১৬৫পৃ. হাদিস,৩৩৫, ইমাম যাহাবী : মিযানুল ইতিদাল : ২/১০৩ পৃ ক্রমিক নং : ৩৪৯০,কাজী শাওকানী : ফাওয়াহিদুল মাওদু'আত : ২/৪১১-৪১২পৃ.,ফতহুল কাদীর, ৪/৩০৮পৃ. সাখাবী : মাকাসিদুল হাসানা : ৩৭৬ পৃ : হাদিস : ৮৩৫, মোল্লা আলী ক্বারী : আসারুল মারফূআ : ২৭২পৃ. সুয়ূতি : খাসায়েসুল কুবরা : ১/৫ হাদিস : ১, আবু নুঈম ইস্পাহানী : দালায়েলুন নবুওয়াত : ১/৪২ পৃ. হাদিস,৩, আবি হাতেম : আত্ তাফসীর : ৯/৩১১৬পৃ. হাদিস,১৭৫৯৪, তামিম দারী : আল-ফাওয়াইদ : ১/১২৬পৃ. শায়খ ইউসুফ নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ৪/২৩৪পৃ. আলবানী : সিলসিলাতুল আহাদিসুদ্-দ্বঈফা : ২/১১৫ পৃ: হাদিস : ৬৬১,মোল্লা আলী ক্বারী, শরহে ফিকহুল আকবার. ৬০পৃ. মুত্তাকি হিন্দী কানযুল উম্মাল :১১/৪৫২পৃ. হাদিসঃ ৩২১২৫, তাবরানী, মুসনাদিস্-শামীন, ৪/৩৪পৃ. হাদিস,২৬৬২, মুয়াস্সাতুর রিসালা, বয়রুত,লেবানন,জুনাঈদ বাজলী, আল-ফাওয়াইদ, ২/১৫পৃ. হাদিস,১০০৩, মাকতুবাতুর রাশাদ, রিয়াদ,সৌদি আরব,আবূ সা'দ,শরফে মোস্তফা,১/২৮৮পৃ.তাহের পাটনী, তাযকিরাতুল মাওদুআত, ১/৮৬পৃ. ইমাম মুকরিজী, ইমতাউল আসমা,৩/১০৬পৃ.ও ৩/১৭০পৃ.কুস্তালানী, মাওয়াহেবে লাদুন্নীয়া,১/৪৫৯পৃ. ইবনে সালেহ শামী, সবলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১/৭১পৃ.ও ১০/২৭৪পৃ. যুরকানী,শরহে যুরকানী, ৪/২৫৬পৃ. ছালাভী, তাফসীরে ছালাভী, ৮/১০পৃ. ইয়াহইয়া ইবনে সালাম, তাফসীরে ইয়াহইয়া ইবনে সালাম, ২/৭০২পৃ. সুয়ূতি, আদ্দুরুল মানসূর, ৬/৫৭০পৃ. শরবীনী, তাফসীরে সিরাজুম মুনীর,৩/২৩৩পৃ. ইমাম খাযেন, তাফসীরে খাযেন,৩/৪১০পৃ.

ইরশাদ করেন, – وَجَعَلَكَ أَوَّلَ النَّبِيِّينَ خَلْقًا، وَآخِرَهُمْ بَعْثًا -"সৃষ্টির মধ্যে আমি নবীগণের প্রথম এবং প্রেরণের দিক দিয়ে আমি সকল নবীদের শেষে।"[১]

ইমাম কাযি আয়ায (রহঃ)ও শায়খ ইউসুফ নাবহানী (রহঃ) হাদিসটি অন্য আরেকটি সনদে বর্ণনা করেন যেমন–

قَالَ قَتَادَةُ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُنْتُ أَوَّلَ الْأَنْبِيَاءِ فِي الْخَلْقِ وَآخِرَهُمْ فِي الْبَعْثِ» –

-"হযরত কাতাদা (রাঃ) হতে মুরসাল বর্ণিত নিশ্চয়ই রাসূলে করীম (ﷺ) ইরশাদ করেন : আমি সৃষ্টিতে নবীদের প্রথম এবং প্রেরণের দিক দিয়ে সবার শেষে।"[২] উক্ত হাদিসটি মোট তিনটিরও বেশি সনদে বর্নিত হয়েছে।

অপরদিকে আল্লামা ইমাম ইবনে সা'দ (রহঃ)ওফাত.২৩০হি. তার প্রসিদ্ধ হাদিস গ্রন্থ "আত-তবাকাত" গ্রন্থে একটি হাদিস সংকলন করেছেন এভাবে

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: وَأَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَاصِمٍ الكِلَابِيُّ. أَخْبَرَنَا أَبُو هِلَالٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ. ص: كُنْتُ أَوَّلَ النَّاسِ فِي الخَلْقِ وَآخِرَهُمْ فِي البَعْثِ- قال السيوطى هذا حديث صحيح-

-"আবু হেলাল তিনি হযরত কাতাদা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন নিশ্চয়ই রাসূলে খোদা (ﷺ) ইরশাদ করেন, আমি সৃষ্টির মধ্যে সমস্ত মানুষের (নবীদের) **প্রথম এবং প্রেরণের দিক দিয়ে সবার শেষে।**"[৩]

ইমাম সুয়ূতি (রহঃ) হাদিসটি সংকলন করে বলেন, হাদিসটি সনদের দিক দিয়ে "সহিহ" তথা গ্রহণযোগ্য। যেহেতু ইমাম সুয়তী (রহঃ) এর মত বিজ্ঞ ইমাম হাদিসটি

১ ক. আল্লামা ইমাম কাযী আয়ায : শিফা শরীফ : ১/৩৫৩ পৃ
খ. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : শরহে ফিকহুল আকবার : ৬০ পৃ.
২ ক. শায়খ ইউসুফ নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ৩/৩৬৬ পৃ
খ. ইমাম ইবনে সা'দ : আত্-তবকাতুল কোবরা : ১/১৪৯ পৃ
গ. ইমাম বগভী : তাফসীরে মা'লিমুত তানযিল : ৪/৪৩৫ পৃ
ঘ. ইমাম তবারী : তাফসীরে তবারী : ১০/২৬২ তিনি বলেন হাদিসটির সনদ সহীহ।
ঙ. ইমাম দায়লামী : মুসনাদিল ফিরদাউস : হাদিস : ৪৮৫০
চ. আল্লামা আবু নঈম ইস্পাহানী:দালায়েলুল নবুয়ত,হাদিস, ৩
ছ. ইমাম আদি : আল-কামিল : ৩/৪৯ পৃ হাদিস : ৩৭২
জ.ইমাম কাযি আয়াজ,শিফা,১/১১৪পৃ.ও ১/৪৬৬পৃ.
জ. ইমাম তাবরানী : মুসনাদিস্-সামীন : ৪/২৬৬২ পৃ
৩ ক. ইমাম ইবনে সা'দ :আত্-তবকাতুল কোবরা : ১/১১৯ পৃ.দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ,বয়রুত,লেবানন।
খ. সুয়ূতি : জামিউস সগীর : ২/২৪৮পৃ হাদিস : ৬৪২৩
গ.ইবনে সালেহ শামী,সবলুল হুদা ওয়ার রাশাদ,১/৬৮পৃ.দারুল কুতুব,বয়রুত।
ঘ.যুরকানী,শরহুল মাওয়াহেব,৪/২৫৪পৃ.
ঙ.আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/২১৯ পৃ : হাদিস : ২০০৭

সহিহ বলে মত প্রকাশ করেছেন সেহেতু ইমাম সুয়ূতি (রহ:) এর মতামত গ্রহণ করাই আমাদের জন্য কর্তব্য।

উক্ত হাদীসে একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো হাদীসে নবী শব্দের স্থানে নাস বা মানুষ ব্যবহার করা হয়েছে। উক্ত الناس শব্দ দ্বারা নবীদেরই উদ্দেশ্য। কারণ প্রত্যেক নবীই মানুষ হিসেবে দুনিয়াতে প্রেরীত হয়েছেন। [১]

তাই আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর ও নাসিরুদ্দীন আলবানী যে "সিলসিলাতুল আহাদিসুদ দ্বঈফাহ" গ্রন্থের ২/১১৫ হাদিস : ৬৬১ এ উক্ত হাদিস প্রসঙ্গে দ্বঈফ বলেছেন, তা কোন হক্কানী মুহাদ্দিস মন্তব্য করেন নি। যা আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর পর্যন্ত উল্লেখ করতে পারেন নি এবং কিয়ামত পর্যন্ত পারবেও না।

আর তার কথা মতে হাদিসটির একজন রাবী 'সাঈদ ইবনু বাশীর' কে যঈফ তথা দুর্বল ধরে নেয়া হলেও প্রথম সনদের হাদিসটি "হাসান" বলে প্রমাণিত হয়, কারণ সে মিথ্যাবাদী বা অত্যন্ত দূর্বল রাবী নয়। উক্ত বিশিষ্ট রাবী সাঈদ বিন বশীর (রহ:) সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন-

سعيد بن بشير ، صاحب قتادة ، سكن دمشق-

-"সাঈদ বিন বশীর একজন বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত কাতাদা (রাঃ) এর সাথী এবং দামেস্কের অধিবাসী।"[২]

শুধু তাই নয়; তিনি হাদীন বর্ণনা করতেন তাবেয়ী হযরত কাতাদা (রাঃ), হযরত জুহাইর (রাঃ) সহ এক জামাত তাবেয়ীদের কাছ থেকে। [৩]

উক্ত রাবীর ব্যাপারে ইমাম আবু হাতেম (রহ:) বলেন- محله الصديق

-"তার হাদিস বা কথা গ্রহণ করা বৈধ। সকল মুহাদ্দীসদের চিকিৎসক ইমাম বুখারী (রহ:) বলেন - يتكلمون فى حفظه -"তার (তার সাঈদ বিন বাশীর)স্মরণশক্তি সম্পর্কে অনেকে কথাবর্তা বলেছেন।

অপরদিকে ইমাম আবু হাতেম তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন হযরত বাকীয়্যাহ (রহ:) তাবেয়ী হযরত শুবা (রহ:) কে তার ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন- ذاك صدوق اللسان -"তার বক্তব্য বা বর্ণিত হাদিস সত্য। এছাড়াও অন্য এক জামাত ইমামগণ তাকে সত্যবাদী ও সিকাহ বলেছেন। অপরদিকে ইয়াহিয়া ইবনে মুঈন ও

১ আল্লামা ইমাম মানাবী : শরহে জামেউস সগীর : ৩/৫৮২ : হাদিস : ৪৬২৩
২ ইমাম যাহাবী,মিযানুল ই'তিদাল,২/১০২পৃ.ক্রমিক.৩৪৯০
৩ ইমাম যাহাবী,মিযানুল ই'তিদাল,২/১০২পৃ.ক্রমিক.৩৪৯০

ইমাম নাসায়ী (রহ:) তাকে ضعيف -"সাধারণ দুর্বল বর্ণনাকারী ছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন।"[১]

তাই বুঝা গেল, তাঁকে সরাসরি দুর্বল বলা যাবে না বরং হাসান। কারণ তাহলে অনেক ইমামদের রায় উপক্ষিত বলে বিবেচিত হবে আর বাকী সবগুলো সনদ সহিহ, যা আমি ইমামদের মতামত উল্লেখ করেছি। **এ হাদিসটির তিনটির বেশী সনদ রয়েছে তার দ্বারা হাদিসটি মাশহুর পর্যায়ের বলে বুঝা যায়।**

১২ই রবিউল আউয়াল মিলাদুন্নবীই, ওফাতুন্নবী নয়

"বিভ্রান্তির অবসান" বইয়ের ২২ পৃষ্ঠায় ওহাবী মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলীপুরী লিখেছেন যে, ১২ই রবিউল আউয়ালে মিলাদুন্নবী (সাঃ) পালন করা হয় কিন্তু ১২ই রবিউল আউয়ালে কেন ওফাত দিবস পালন করা হয় না? তাই ১২ই রবিউল আউয়াল ওফাতুন্নবী পালন না করার কারণগুলো বিস্তারিত বর্ণনা করা হল ঃ

ওফাতুন্নবী পালন না করার প্রথম কারণ ঃ

তাদের অনেকেই বিভ্রান্তিকর অনেক বইয়ের মাঝে দাবী করেছেন ১২ই রবিউল আউয়াল এ নাকি রাসূল (সাঃ) এর ওফাত হয়েছিল। অথচ তাদের নির্ভরযোগ্য কোন প্রমাণ নেই এবং কিয়ামত পর্যন্ত দিতেও পারবে না, ইনশাআল্লাহ।

প্রথমত এমতের খন্ডন :

১২ই রবিউল আউয়াল রাসূল (সাঃ) এর বিলাদত শরীফ যাহার বর্ণনা আমি ইতিপূর্বে বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। কিন্তু ১২ই রবিউল আউয়াল রাসূল (সাঃ) এর ওফাতের দিন নয়, কিন্তু ভ্রান্তবাদীরা ১২ ই রবিউল আউয়াল জাল রেওয়ায়েত দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওফাত শরীফ প্রমাণ করতে অপচেষ্টা চালিয়েছেন, সহিহ দ্বঈফ কোন সূত্রে তার কোন প্রমাণ নেই।

তারা হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত একটি হাদিস দিয়ে ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখ রাসূল (সাঃ) এর ওফাত দিবস প্রমাণ করার ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে থাকে, এখন আমি উক্ত হাদিসটির সনদ পর্যালোচনা করব। উক্ত হাদিসটির মধ্যে "মুহাম্মদ ইবনে ওমর আল ওয়াক্বেদী" নামক একজন বর্ণনাকারী রাবী রয়েছেন তার ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণের মতামতের ভিত্তিতে দেখা যাক তার হাদিস গ্রহণযোগ্য কিনা- [২]

১ ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ২/১০২পৃ. ক্রমিক.৩৪৯০,আবূ হাতেম, জরহাহ ওয়া তা'দিল,১/১৪৩পৃ. ক্রমিক.৩৩, আদি,আল-কামিল, ৪/৪১৩পৃ. ক্রমিক.৮০৫
২ ক. ওয়াক্বেদী,কিতাবুল মাগাজী,২/২৪২পৃ.
খ.ইবনে হাজার আসকালানী,ফতহুল বারী,৮/৪৮৩পৃ.হাদিস,৪৪২৪
গ.ইবনে কাসির,বেদায়া ওয়ান নিহায়া,৫/২৫৬পৃ.

মুহাদ্দিসগণের মতামত ঃ

ইমাম ইবনে রাওয়াহ্ইে, ইমাম আলী ইবনে মাদনী, ইমাম আবু হাতেম আল রাযী এবং ইমাম নাসাঈ সর্ব সম্মতভাবে বলেছেন, ওয়াক্বেদী নিজ থেকেই হাদিস সমূহ রচনা করত বা জাল হাদিস বানাতো।[১]

৫। ইমাম ইয়াহিয়া ইবনে মুঈন বলেছেন, ওয়াক্বেদী সিক্বাহ নয় অর্থাৎ- নির্ভরযোগ্য নয়।

৬। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলেছেন, 'ওয়াক্বেদী কায্যাব (অর্থাৎ-মিথ্যাবাদী) হাদিস জাল করত।

৭। ইমাম বুখারী ও আবু হাতেম রাযী বলেছেন, "ওয়াক্বেদী মাতরুক" অর্থাৎ পরিত্যক্ত রাবী।

৮। আল্লামা মুররাহ বলেছেন,ওয়াক্বেদীর হাদিস লিপিবদ্ধ (উদ্ধৃতি) করার উপযোগী নয়।

৯। আল্লামা ইবনে আদী বলেছেন, ওয়াক্বেদীর হাদিসগুলো তাহরীফ (মনগড়াভাবে লিখিত হওয়া) থেকে মুক্ত নয়।

১০। ইমাম দারে কুতনী বলেন "তার অধিকাংশ বর্ণনাই দূর্বল "

১১। ইমাম রাহবিয়াহ বলেন - সে হাদিস জাল করতো।

১২। আল্লামা ইব্রাহীম খারাবী বলেন- ওয়াক্বেদী সত্যবাদী নয়।

১৩। আল্লামা আবু গালিব বলেন আমি হযরত আলী ইবনে মাদনীকে (রাঃ) বলতে শুনেছি- ওয়াক্বেদী জাল হাদিস বানাতো।

১৪। যাহাবী (রহঃ) বলেছেন, ওয়াক্বেদী অত্যন্ত দুর্বল (রাবী) হওয়ার উপর গবেষক, অনুসন্ধানীগণ ও প্রসিদ্ধ সমালোচকগণ একমত। তিনি ইমামদের এই মতগুলো বর্ণনা করেছেন, এ মত গুলো দেখুন।[২]

অপরদিকে আল্লামা ইমাম খতিবে বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহি উক্ত ওয়াক্বেদীর জীবনীতে বিভিন্ন মুহাদ্দিসগণের মতামত তুলে ধরে রাসূল (ﷺ) এর ওফাত শরীফের তারিখ ১২ই রবিউল আউয়াল উক্ত হাদিসটির গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, اختلف الناس فى أحاديث وغير ذلك-

১ ইমাম যাহাবী : মিযানুল ই'তিদাল : ২/৬৬৬ : রাবী নং : ৭৯৯৩ :
২ আল্লামা ইমাম যাহাবী : মিযানুল ইতিদাল ২য় খন্ড : ৬৬২-৬৬৩ পৃ, রাবী নং - ৭৯৯৩

অর্থাৎ- তার উক্ত হাদিসটি নিয়ে মুহাদ্দিসগণের মাঝে মতানৈক্য হয়েছে এবং তার অন্যান্য হাদিস গুলি নিয়েও।[১]

তাছাড়া ইমাম সাখাভী (রহঃ) তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "মাকাসিদুল হাসানা" এর মধ্যে মিসওয়াকের হাদিস প্রসঙ্গে ওয়াকীদীর কথা বলতে গিয়ে বলেন, انه غير قوى

অর্থাৎ- নিশ্চয়ই সে মজবুত রাবী নয়।[২]

শুধু তাই নয় তিনি আরও বলেন "তার অধিকাংশ বর্ণনাই অত্যন্ত দুর্বল।"[৩]

আল্লামা আযলূনী (রহঃ)ও তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ কাশফুল খাফা ১/৩৮৩ পৃ. অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাই বুঝা গেল উক্ত রেওয়ায়েতটি জাল বা বানোওয়াট।

রাসূল (ﷺ) এর ওফাত শরীফের তারিখ ১২ই রবিউল আউয়াল নয়, এ সম্পর্কে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত দেন বিখ্যাত ইতিহাসবিদ আল্লামা ইমাম আবুল কাশেম আব্দুর রহমান সোহায়লী (রহঃ) তিনি বলেন,

وكيف ما دار الحال على هذا الحساب فلم يكن الثانى عشر من ربيع الاول يوم الاثنين بوجه-

-"এই হিসাবের উপর যে কোন অবস্থাই প্রদক্ষিণ করুক, কিন্তু (একই সাথে) ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার ওফাত দিবস কোন মতেই হতে পারে না।"

এ বিষয়বস্তুটিই (অভিমত) অতি শক্তিশালী ভাষায় সুপ্রসিদ্ধ মুসলিম দার্শনিক ও ইতিহাস বেত্তা মুহাম্মদ শামসুদ্দীন আল যাহাবী, ইবনে আসাকির, ইবনে কাসীর, ইমাম নূরুদ্দীন আলী ইবনে আহমদ আল সামহুদী, আলী ইবনে বোরহান উদ্দিন আল হালবী, আল্লামা বদর উদ্দিন আইনী ও ইবনে হাযার (রহঃ) প্রমুখও বর্ণনা করেছেন।[৪]

মোট কথা, ১২ই রবিউল আউয়াল রাসূল (ﷺ) এর পবিত্র ওফাত দিবস হওয়া কোন মতেই প্রমাণিত হয় না, না যুক্তি-তর্কে, না কোন সুস্পষ্ট দলীলের উদ্ধৃতির ভিত্তিতে, না কোন রাবীর বর্ণনার ভিত্তিতে, না কারো চিন্তা-ভাবনা বা গবেষণার ভিত্তিতে। অবশ্যই "সোমবার" ওফাত শরীফ হওয়ার ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। এর

১ ইমাম খতিবে বাগদাদী : তারিখে বাগদাদ : ৩/৩ পৃঃ হাদিস নং : ৯৩৯
২ আল্লামা ইমাম সাখাভীঃ মাকাসিদুল হাসানা : ২৭১ পৃ : হাদিস : ৬২৫
৩ আল্লামা ইমাম সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ২৭১ : হাদিস : ৬২৫
৪ ক. আল্লামা ইমাম যাহাবী : তারিখ-ই-ইসলাম, অধ্যায়ঃ আস সীরাত আন্-নবভিয়্যাহ, পৃষ্ঠা :৩৯৯-৪০০
খ. আল্লামা ইমাম ইবনে জওজী : ওয়াফা আল ওয়াফা : ১ম খন্ড : ৩১৮ পৃষ্ঠা :
গ. আল্লামা ইবনে কাসীর : বেদায়া ওয়ান নিহায়া : ৫/২৫৬ পৃ :
ঘ. ইমাম বোরহান উদ্দিন হালবী : সিরাতে হালবিয়্যাহ : ৩/৪৭৩ পৃ
ঙ. আইনী,উমদাতুল ক্বারী,১৩/১৯১পৃ.হাদিস,৩৫৩৬
চ. ইবনে হাজার আসকালানী,ফতহুল বারী,৮/৪৮৩পৃ.হাদিস,৪৪২৪

পক্ষে বুখারী, মুসলিমে প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই বলে ১২ই রবিউল আউয়াল রাসূল (ﷺ) এর ওফাত হয়েছে এমন কোন নির্ভরযোগ্য দলীল নেই এমনকি আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর তার বইয়ে তা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন।

ওফাতুন্নবী পালন না করার দ্বিতীয় কারণ ঃ

তিন দিনের বেশী শোক প্রকাশ করা বৈধ নয়। কারণ রাসূল (ﷺ) নিষেধ করেছেন, যাতে কেউ তিন দিনের বেশী শোক পালন না করে। এর প্রমাণে অনেক প্রামান্য হাদিস রয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিসীনে কেরাম (এর বিরাট জামাআত) নির্ভরযোগ্য সহিহ সনদ সহকারে এবং সাহাবায়ে কেরাম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, উম্মাহাতুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ, হযরত উম্মে সালমাহ, হযরত যয়নব বিনতে যাহ্‌শ, হযরত উম্মে হাবীবাহ, হযরত হাফসাহ, অনুরূপভাবে উম্মে আতিয়াহ আল আনসারীয়্যাহ, হযরত ফারী আহ বিনতে মালিক ইবনে সিনান, হযরত আবু সাঈদ আল খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) থেকে সরাসরি নবী করীম (ﷺ) হতে (مرفوعا), সূত্রে প্রায় সকল বর্ণনাগুলো কাছাকাছি বচনে, একই বিষয় বস্তু (অভিমত) বর্ণনা করেছেন। তা নিম্নরূপ ঃ

امرنا ان لا نحد على ميت فوق ثلاث الا لزوج-

-"আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন আমরা কোন ওফাত প্রাপ্তের উপর তিনদিনের পর আর শোক প্রকাশ না করি, কিন্তু স্ত্রী তার স্বামীর জন্য (৪ মাস দশদিন পর্যন্ত) শোক প্রকাশ করতে পারে।"[১]

১ ক. আল্লামা ইমাম মালেক : আল মুয়াত্তা : ২১৯ ও ২২০ পৃ
খ. আল্লামা ইমাম মুহাম্মদ : আল মুআত্তা ২৬৭ পৃ
গ. আল্লামা ইমাম আব্দুর রায্যাক : আল মুসান্নাফ: ৭/৪৭, ৪৮ ও ৪৯ পৃ
ঘ. আল্লামা ইমাম ইবনে আবী শায়বাহ : আল মুসান্নাফ : ৫/২৭৯ , ২৮০ ও ২৮১
ঙ. আল্লামা ইমাম হুমায়দী : আল মুসনাদ : ১/১১২ ও ১৪৬ পৃ
চ. আল্লামা আহমদ মুবাওয়াব : মুসনাদ : ৭/১৪৭-১৫১ পৃ
ছ. আল্লামা ইমাম তাহাভী : শরহে মাআনীল আসার : ২/৪৮ ও ৪৯ পৃ
জ. আল্লামা ইমাম বুখারী : আস সহীহ : ২/৮০৪ পৃ
ঝ. আল্লামা ইমাম মুসলিম : আস সহীহ : ১/৮৮৬-৮৮৮ পৃ
ঞ. আল্লামা ইমাম তিরমিযী : আল জামে : ১/২২৭ পৃ
ট. আল্লামা ইমাম আবু দাউদ : আস সুনান : ১/৩১৪ পৃ
ঠ. আল্লামা ইমাম নাসাঈ : আস-সুনান : ২/১১৬-১১৮ পৃ
ড. আল্লামা ইবনে মাজাহ : আস-সুনান : ১/৫২ পৃ
ঢ. আল্লামা ইমাম দারেমী : আস-সুনান : ১/৫২ পৃ
ণ. আল্লামা ইমাম বাজ্জার : আল-মুসনাদ :
ত. আল্লামা ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউয যাওয়াইদ : ৫/৩ পৃ
থ. আল্লামা ইবনে জারুদ : আল মুনতাক্বা : ২৫৮ ও ২৫৯ পৃ

ওফাতুন্নবী পালন না করার তৃতীয় কারণ ঃ

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে সমস্ত নবীগণ এবং ওলীগণ জীবিত, শুধু তাই নয় কুরআনে সূরা বাক্বারায় শহীদগণও জীবিত থাকার কথা বলা হয়েছে। হযরত আনাস (রা.)

الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون».

-"নবীগণ তাদের কবরের মধ্যে জীবিত, তারা সেখানে সালাত আদায় করেন।"[১]

আল্লামা ইবনে হাযার হাইসামী তার মাযমাউয যাওয়াঈদ গ্রন্থের ৮/২১১পৃষ্ঠায় তিনি বলেন, উক্ত হাদিসটি ইমাম বায্যার বর্ণনা করেন উক্ত হাদীসের সমস্ত রাবী সিক্বাহ।

সমস্ত আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম তাঁদের কবরে জীবিত এবং তারা সেখানে নামায পড়েন এ প্রসঙ্গে কিতাবের শেষের দিকে বিস্তারিত আলোকপাত করা হবে। ইনশাআল্লাহ।

সুতরাং রাসূল (ﷺ) যেহেতু হায়াতুন্নবী তাই কোন মতেই ওফাতুন্নবী পালন করা সম্ভব নয়। ওফাতুন্নবী পালন করা হল তাদের কাজ যারা রাসূল (ﷺ)-কে হায়াতুন্নবী মানে না।

ওফাতুন্নবী পালন না করার চতুর্থ কারণ ঃ

রাসূল (ﷺ) এর ওফাতের পর থেকে আজ পর্যন্ত **কেউ ওফাত দিবস পালন করেছেন তার কোন নযির নেই,** পালন করার ব্যাপারে রাসূল (ﷺ) এর আদেশ আছে, তারও কোন প্রমাণ নেই। এ প্রসঙ্গে মক্কা শরীফের তৎকালীন মুফতী এনায়েত আহমদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার প্রসিদ্ধ তাওয়ারিখে হাবীবে ইলাহ (উর্দু অনুবাদ) গ্রন্থের ১২ নং পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন-

اور بھی علماءے لکھا ہے کہ اس محفل میں ذکر وفات شریف کا نہ چاہے اس لئے کہ یہ محفل واسطے خوشی میلاد شریف کے منعقد ہوتی ہے ذکر غم جانکاہ اس میں محض نازیبا ہے - حرمین شریف میں ہرگز اجازت ذکر قصة وفات کی نہیں ہے -

-"আলেম সমাজ এ কথাই লিখেছেন যে, এই মাহফিলে রাসূলের ওফাত শরীফ বা ইন্তেকালের আলোচনা করা ঠিক নয়, এ জন্য যে এ রবিউল আউয়াল মাসে

দ. আল্লামা ইমাম বায়হাকী : সুনানে কোবরা : ৭/৪৩৭-৪৪০ (বচনগুলো ইমাম আবদুর রাজ্জাক (রহঃ) এর)
১ ক. আল্লামা ইমাম আবূ ইয়ালা : আল মুসনাদ : ৬/১৪৭ পৃঃ
খ. আল্লামা ইমাম বায়হাকী : হায়াতুল আম্বিয়া : ৬৯-৭৪ পৃঃ

অনুষ্ঠিত মাহফিল মীলাদুন্নবী (ﷺ) এর খুশি উদযাপন করার জন্য অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ করে মক্কা মদীনা শরীফে রাসূল (ﷺ) এর ওফাত শরীফের আলোচনা করার অনুমতি কখনোই ছিল না।"[১]

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার আল্লামা ইমাম কুস্তালানী (রহ.) "মাওয়াহেবে লাদুন্নীয়া" গ্রন্থে বলেন,

ولا زال أهل الاسلام يحتفلون بشهر مولوده صلى الله عليه وسلم ويعملون الولائم ويتصد قون فى لياليه بانواع الصدقات ويظهرون السرور ويزيدون فى المبرات ويعتنون بقراءة مولده الكريم ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم –

-"প্রতিটি যুগে মুসলমানগণ নবী করীম (ﷺ) এর বেলাদাত শরীফের মাসে মীলাদ মাহফিলের আয়োজন করে আসছে, উন্নত মানের খাবারের আয়োজন করেন, এর রাতগুলোতে বিভিন্ন ধরণের সাদক্বাহ খায়রাত করেন, আনন্দ প্রকাশ করতে থাকেন, পুন্যময় কাজ বেশি পরিমাণে করার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে আসেন। ফলে আল্লাহর অসংখ্য বরকত ও ব্যাপক অনুগ্রহ প্রকাশ পায়।"[২]

উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) "ফয়যুল হারামাঈন" কিতাবে বলেন,

وكنت قبل ذلك بمكة المسظمة فى مولد النبى صلى الله عليه وسلم فى يوم ولادته والناس يصلون على النبى صلى الله عليه وسلم ويذكرون ار هاصاته التى ظهرت فى وقت ولادته ومشاهده قبل بعثته فرأيت انوارا-

-"আমি এর পূর্বে মক্কা মুআয্যামায় বেলাদত শরীফের বরকতময় ঘরে বেলাদাত শরীফের তারিখে উপস্থিত ছিলাম। আর সেখানে হাজার হাজার লোকজন সমবেত হয়ে হুজুর (ﷺ) এর উপর একত্রে দরূদ শরীফ পাঠ করে তাঁর মীলাদ বা শুভাগমনের সময়ের অলৌকিক ঘটনাবলী আলোচনা করছিলেন। তারপর আমি সেখানে এক মিশ্র নূরের ঝলক প্রত্যক্ষ করছিলাম।"[৩]

অতএব বুঝা গেল, রাসূল (ﷺ) এর যামানা থেকে শাহ ওয়ালী উলাহ মুহাদ্দিস (রহ.) পর্যন্ত মীলাদুন্নবী পালন হতো, ওফাতুন্নবী নয়, আর মক্কা ও মদীনা শরীফের বর্তমানে ওহাবী মতবাদী সরকার সেখানে মীলাদ পাঠ বন্ধ করে দিয়েছে। তবে কিছু কিছু স্থানে এখনও হয়ে থাকে।

ওফাতুন্নবী পালন না করার পঞ্চম কারণ ঃ

১ মুফতী এনায়েত আহমদ : তাওয়ারিখে হাবীবে ইলাহ : পৃ: ১২
২ আল্লামা ইমাম যুরকানী : শরহুল মাওয়াহেব : ১ম খন্ড : ২৬২ পৃষ্ঠা
৩ আল্লামা শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী : ফয়যুল হারামাঈন : ১৪২ পৃ

সর্বশেষ বলতে চাই, রাসূল (ﷺ) এর ওফাত শরীফও আমাদের জন্য নেয়ামত স্বরূপ। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) রাসূল (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «إِنَّ لِلَّهِ مَلاَئِكَةً سَيَّاحِينَ، يُبَلِّغُونَ عَنْ أُمَّتِي السَّلاَمَ ". قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " حَيَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ تُحْدِثُونَ وَيُحْدَثُ لَكُمْ، وَوَفَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ، فَمَا رَأَيْتُ مِنْ خَيْرٍ حَمِدْتُ اللَّهَ عَلَيْهِ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْ شَرٍّ اسْتَغْفَرْتُ اللَّهَ لَكُمْ» ". -

-"আমার হায়াত তোমাদের জন্য উত্তম। কেননা আমি তোমাদের সাথে কথা বলি তোমরাও আমার সাথে কথা বলতে পারছ। **এমনকি আমার ওফাতও তোমাদের জন্য উত্তম নেয়ামত।** কেননা তোমাদের আমল আমার নিকট পেশ করা হয় এবং আমি তা দেখি। যদি তোমাদের কোন **ভাল আমল দেখি** তাহলে আমি তোমাদের ভাল আমল দেখে আল্লাহর নিকট প্রশংসা করি, আর **তোমাদের মন্দ কাজ দেখলে** আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্য গুনাহ মাফের জন্য (তোমাদেরপক্ষ হয়ে) ক্ষমা প্রার্থনা করি।"[১]

উক্ত হাদিস প্রসঙ্গে ইমাম ইবনে হাযার হাইসামী (রহ.) বলেন-

رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. -

-"উক্ত হাদীসের সমস্ত রাবী বুখারীর সহিহ গ্রন্থের ন্যায়।" তাই বুঝা গেল হাদিসটি সহিহ। ইমাম সুয়ূতি (রহ.) তিনি তাঁর গ্রন্থে উক্ত হাদিসটির দু'টি সনদ উল্লেখ করেছেন। **সর্বশেষ আমি এ বিষয়ে বলতে চাই যে বাংলাদেশের তথাকথিত কওমী আলেমদের মান্যবড় মুফতি মুহাম্মদ ইদরীস কাসেমী ওফাত দিবস পালন সম্পর্কে বলেন "ইসলামী শরীয়তে যাবতীয় জন্মবার্ষিকী, মৃত্যুবার্ষিকী পালনের কোন সম্পর্ক নেই।"(নবী প্রেমের সমাপ্তি কিসে? পৃ.৪৪, ইদরীসিয়া ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টপল্লবী, মিরপুর, ঢাকা, প্রকাশ ২০১২)** তাই ওলীপুরীকে তার কথা থেকে শিক্ষাগ্রহন করার জন্য অনুরোধ রইল।

ওলী আল্লাহ্ গনের কারামত বা অলৌকিক ক্ষমতা সত্য

"হাদীসের নামে জালিয়াতি" বইয়ের লেখক তার বইয়ের ৩১৭ পৃষ্ঠায় এই কথাটিকে হাদিস বানিয়ে জাল হাদিস বলে উল্লেখ করেছেন, অথচ এটি হাদিস নয়;

১ ক.বায্যার,আল-মুসনাদ,৫/৩০৮পৃ.হাদিস,১৯২৫
খ.সুয়ূতি,জামিউস সগীর,১/২৮২পৃ.হাদিস,৩৭৭০-৭১
গ. আল্লামা ইবনে কাছির ,বেদায়া ওয়ান নিহায়া,৪/২৫৭পৃ.
ঘ.ইমাম ইবনে সা'দ,আত্-তবকাতুল কোবরা,
ঙ. আল্লামা মুত্তাকী হিন্দী,কানযুল উম্মাল,১১/৪০৭পৃ.হাদিস,৩১৯০৩
চ.ইমাম ইবনে জওজী,আল-ওফা বি আহওয়ালি মোস্তফা,২/৮০৯-৮১০পৃ.
ছ. আল্লামা ইবনে কাছির,সিরাতে নববিয়্যাহ,৪/৪৫পৃ.

বরং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বিদা এবং ইমামদের কালাম। অপরদিকে "প্রচলিত জাল হাদিস" বইয়ের ১৮০ পৃষ্ঠায় বাবুনগরী অনুরূপ বক্তব্য প্রদান করেছেন। কতিপয় জাহিল মূর্খ এটাকে জাল হাদিস বলে চালিয়ে দিয়েছেন টিভি চ্যানেলে। এ সমস্ত জাহিল বক্তা জাল হাদিস বলে মূল বক্তব্যকে অস্বীকার করার মাধ্যমে ওলীদের কারামতকে অস্বীকার করেছেন এবং ঈমান হারা চরম ওলী বিদ্বেষী হয়েছেন।

**এই কালামটি ঈমান আক্বিদার একটি অংশ হিসেবে কালাম শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে- الكرامة الاولياء حق -" ওলী আল্লাহ গনের কারামত বা অলৌকিক ক্ষমতা সত্য।[১]

তাছাড়া আল্লামা সাদ উদ্দিন মাসউদ তাফতাযানী (রহ.) ইমাম নাসাফী (রহ.) এর কওল কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন,

والدليل على حقية الكرامة ما تواتر من كثير من الصحابه ومن بعدهم بحيث لا يمكن انكاره -

-"কারামত সত্য। তার দলীল হলো সাহাবায়ে কেরাম ও তৎপরবর্তী তাবেয়ী ও তবে তাবেয়ীগণ থেকে ধারাবাহিকভাবে এতবেশী কারামত প্রকাশিত হয়েছে যে, যা অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই।"[২]

আল্লামা ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) ইমাম আজম আবু হানিফা (রহ.) এর বানীর ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন-

الكرامات للاولياء حق اى ثابت بالكتاب والسنة-

-"আউলিয়ায়ে কেরামের কারামত সত্য অর্থাৎ, এটা পবিত্র কোরআন ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।"[৩]

আল্লামা সা'দ উদ্দিন মাসউদ তাফতাযানী (রহ.) আরও বলেন, وكرامته ظهور امر خارق للعادة من قبله غير مقارن لدعوى النبوة-

১ ক. ইমাম আবু হানিফা : আল ফিকহুল আকবার : ২৫ পৃ
খ. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : শরহে ফিকহুল আকবার : ৯৫ পৃ
গ. আল্লামা সাদ উদ্দিন মাসউদ তাফ তাযানী : শরহুল মাকাসিদ : ২/২০২ পৃ
ঘ. ইমাম ত্বাহাবী : আল আকিদাতুত্বহাভী : ৩৫৭-৩৫৮ পৃ: (শরাহ সহ)
ঙ. আল্লামা ইমাম নাসাফী : আকাঈদে নাসাফী : ৮৫ পৃ:
চ. মুফতী আমজাদ আলী : বাহারে শরীয়ত : ১/৩৫ পৃ:
ছ. আল্লামা সা'দ উদ্দিন মাসউদ তাফতাযানী : শরহে আকাঈদে নসফী : ১৪৫ পৃ:
২ আল্লামা সা'দ উদ্দিন মাসউদ তাফতাযানী : শরহে আকাঈদে নাসাফী : ১৪৫ পৃ:
৩ আল্লামা ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী শরহে ফিকহুল আকবর: ৯৫ পৃ.

-"ওলীদের কারামত হল তাদের থেকে সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত কোন অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ হওয়া, তবে নবুয়্যতের দাবী করা ব্যতীত।"[১]

আল্লামা সা'দ উদ্দিন তাফতাযানী (রহ.) আরও বলেন,

الكرامة ظهور امر خارق للعادة من قبله بلا دعوى النبوة وهى جائزة ولو بقصد الولى من جنس المعزات لشمول قدرة الله تعالى وواقعة كقصة مريم واصف وأصحاب الكهف وتواتر جنسه من الصحابة والتابعين وكثير من الصالحين-

-"যেসব কাজ সর্ব সাধারণের সাধ্যের বাহিরে ও স্বভাব বিপরীত তথা অলৌকিক কোন ঘটনা আল্লাহর কোন ওলী থেকে যদি নবুয়্যতের দাবী ব্যতিরেকে প্রকাশিত হয়, তাকেই কারামত বলে। কারামত জায়েয, যদিও তা ওলীর ইচ্ছায় ও চাহিদায় প্রকাশ হয় কিংবা তা মুজিযা জাতীয় যদি হয়। কেননা, এতে আল্লাহর কুদরত অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। কারণ কারামত দ্বীন ইসলামের স্বার্থে খোদা প্রদত্ত শক্তি বলে প্রকাশিত হয় বিধায় একে অস্বীকার করা আল্লাহর কুদরতের অস্বীকার করার সমতুল্য। কারামত পবিত্র কুরআন মাজীদেও বর্ণিত আছে। যেমন হযরত মারিয়াম হযরত আসেফ ইবনে বরখিয়া এবং আসহাবে কাহাফ এর ঘটনা। তাছাড়া সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীনে এজাম এবং অগণিত সালেহীনগণের মুতাওয়াতির তথা ধারাবাহিকভাবে কারামত প্রকাশ সাব্যস্ত হয়েছে।"[২]

যাবির (রা.) এর দুই সন্তানদের জীবিত করার ঘটনা

"হাদীসের নামে জালিয়াতি" বইয়ের ২৭৬ পৃষ্ঠায় লেখক বিশিষ্ট সাহাবী হযরত যাবির (রা.) এর দুই সন্তানকে জীবিত করার ঘটনা বা মু'জিজাটি কোন প্রমাণ ছাড়া মিথ্যা ও বানোয়াট বলার অনেক অপচেষ্টা করেছেন। দেখুন, কত বড় মিথ্যুক ধোঁকাবাজ হলে এটা করতে পারেন এবং নবীর বিশিষ্ট মুজিযাকে অস্বীকার করার দুঃসাহস দেখাতে পারে। এই ঘটনাটি অনেক বড় বিধায় কিতাব বড় হয়ে যাওয়ার আশংকায় সংক্ষেপে তা বর্ণনা করা হলো। ঘটনাটি হল–

হযরত জাবির (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি যখন ছাগল যবেহ করি তখন আমার ছোট দুটি সন্তান সেখানে উপস্থিত ছিল, তারা স্বচক্ষে ছাগলের যবেহ হওয়া দেখছিল। যখন হযরত যাবের (রা.) চলে যান ছেলে দুটি ছুরি নিয়ে ছাদের উপরে চলে গেল।

বড় ছেলে তার ছোট ভাইকে বলল, এসো, আমিও তোমার সাথে এরূপ করব যেমন আমাদের বাবা এই ছাগলের সাথে করেছেন। বড় ছেলে ছোট ছেলেকে বাঁধলো

১ আল্লামা সা'দ উদ্দীন তাফতাযানী : শরহে আকায়েদে নাসাফী: ১৪৫পৃ.
২ সা'দ উদ্দিন মাসউদ তাফতাযানী : শরহুল মাকাসিদ : ২/২০৩ পৃ,

এবং কণ্ঠনালীর উপর ছুরি চালিয়ে দিল। আর অজ্ঞাতসারে তাকে যবেহ করে ফেললো। তার মস্তক বিচ্ছিন্ন করার পর সেটা হাতে তুললো। হযরত যাবির (রাঃ) এর স্ত্রী যখন তাকে দেখল দৌড়ে গেল তার পিছনে, তার ভয়ে সেও ছাদ থেকে পড়ে মারা যায়। হযরত যাবের (রাঃ) এর স্ত্রী এ নিয়ে শোর-চিৎকার ও হায় হুতাশ করেনি, যেন হুযুর (ﷺ) চিন্তিত ও বিষন্ন না হন (এবং দাওয়াত বিষাদে পরিণত না হয়)। অত্যন্ত ধৈর্য ও অবিচলতা সহকারে উভয় সন্তানকে ভিতরে এনে তাদের উপর কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয় এবং কাউকে তাদের অবস্থা সম্পর্কে জানায়নি এমনকি হযরত যাবেরকেও বলেনি। যদিও অন্তর রক্তের অশ্রুতে কাঁদছিল শোকে। কিন্তু তা স্বত্ত্বেও তার চেহারাকে সজীব ও আনন্দময় রেখে খাবার রান্না করল।

আক্বা মাওলা (ﷺ) তাশরীফ আনলেন এবং খাবার তাঁর সম্মুখে রাখা হয়। তখনই জিবরাঈল আমীন এসে বললেন, হে মুহাম্মদ (ﷺ)! আল্লাহ তায়ালা বলছেন যে, আপনি যাবেরকে বলুন যেন তার সন্তানদ্বয়কে আনেন যাতে তারা আপনার সাথে আহার করার সৌভাগ্য লাভ করে। তিনি যাবের (রাঃ) কে ফরমালেন, তোমার সন্তানদ্বয়কে আন। তিনি তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসেন এবং স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, ছেলেরা কোথায়? সে বলল, হুযুর (ﷺ) এর খেদমতে বলুন-তারা উপস্থিত নেই। হুজুর (ﷺ) ফরমালেন, আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ এসেছে, তাদেরকে তাড়াতাড়ি ডেকে আন। শোকের কারণে স্ত্রী কেঁদে উঠলো এবং বলল, হে জাবির (রাঃ)! এখন আমি তাদেরকে আনতে পারব না। হযরত যাবের (রাঃ) বললেন, ব্যাপার কি? তুমি কাঁদছো কেন? স্ত্রী তাকে ভিতরে নিয়ে সমস্ত ঘটনা শুনালেন এবং কাপড় তুলে বাচ্চাদের লাশ দেখালেন তখন তিনিও কাঁদতে শুরু করেন, কারণ তিনি তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না।

অতঃপর হযরত যাবের পুত্রদ্বয়কে এনে হুযুর (ﷺ) এর চড়নে রাখলেন। তখন ঘর থেকে শোর-চিৎকারের আওয়াজ, আসতে লাগল। আল্লাহ তা'য়ালা জিবরাঈল আমীন (আলাইহিস সালাম) কে প্রেরণ করলেন এবং ফরমালেন, হে জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম)! আমার মাহবুব (ﷺ) কে বল, আপনি দুআ করলে আমি তাদেরকে জীবিত করে দেব। হুযুর (ﷺ) দুআ করলেন, তারা আল্লাহর হুকুমে তখনই জীবিত হয়ে যায়।"[১]

১ ক. শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী : মাদারেজুন নবুয়ত প্রথম খন্ড ৩১১ পৃ
বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস, মুফাস্সির, বিশ্ব আশেকে রাসূল (ﷺ) আল্লামা আব্দুর রহমান জামী (রহঃ) উক্ত ঘটনাটি তাঁর সিরাত গ্রন্থ শাওয়াহিদুন নবুয়তের ৮৪ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন। উক্ত সিরাত গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেছেন ওহাবী আলেম মাওলানা মহিউদ্দিন খাঁন, মদিনা পাবলিকেশন্স, ৩২/২ বাংলা বাজার হতে প্রকাশিত, এর পৃ-১০৮-১০৯ (পঞ্চম প্রকাশ-২০০৭ আগষ্ট)
খ. আল্লামা শকী উকাড়ভী : যিকরে জামীল : ২৩৪ পৃ

সর্বশেষ তার নিকট আমার প্রশ্ন যে, তার কাছে কোন গ্রহণযোগ্য ইমাম বা মুহাদ্দীস উক্ত ঘটনাটি জাল বা বানোয়াট বলেছেন তার প্রমাণ থাকলে আমাদেরকে অবগত করুন।

নেককার লোকের পাশে মৃত ব্যক্তিকে কবর দেয়া প্রসঙ্গ

অনেক আহলে হাদিস পন্থী ও ওহাবীদের কাছে শুনা যায়, যেমন নাসিরুদ্দীন আলবানী সিলসিলাতুল আহাদিসুদ্-দ্বঈফাহ্ গ্রন্থের ১/৫০১ পৃ. হাদিস নং ৬১৩ এ বলে যে, মৃত ব্যক্তিকে নেককার ওলী, হক্কানী আলেমের পাশে কবরস্থ করলে কোন উপকার নেই এবং উপকার আছে বলে এ নিম্নের হাদিসটিকে জাল বলে উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে হাদীসের নামে জালিয়াতি" বইয়ের ৪৪৭ পৃষ্ঠায় লেখক দায়লামীর একটি হাদিসকে উল্লেখ করে দাবী করেছেন যে, হাদিসটির সনদে মিথ্যাবাদী রাবী রয়েছে। তাই বলতে চাই, যে রাবীর কথা বলছেন তিনি মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত নয় এবং উক্ত রাবীর নাম কেউ উল্লেখ করেনি। দায়লামীর উক্ত হাদিস ছাড়াও এ বিষয়ে আরো অসংখ্য হাদিস বর্ণিত হয়েছে, তবে উক্ত হাদীসে একজন রাবী দুর্বল হলেও উক্ত হাদীসের সমর্থনে আরো একাধিক হাদিস রয়েছে এবং ওলী আউলিয়াদের কাশফের দ্বারা তা প্রমাণিত যা ইমাম সুয়ূতি (রহঃ) তাঁর "শরহুস সুদূর" গ্রন্থে ব্যাপক আলোচনা করেছেন। দায়লামীর হাদিস নিয়ে আলোচনা করা হল ঃ

হাদিস নং- ১

عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إِدْفِنُوا مَوْتَاكُمْ وَسَطَ قَوْمٍ صالِحِينَ فَإِنَّ الْمَيِّتَ يَتَأَذَّى بِجارِ السُّوءِ كَمَا يَتَأَذَّى الْحَيُّ بِجارِ السُّوءِ قال السيوطى : هذا حديث ضعيف۔

-"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে আকরাম (ﷺ) ইরশাদ করেন, তোমরা মৃত ব্যক্তিদেরকে (যথাসম্ভব) নেক বান্দাদের মাঝে দাফন করবে। নিশ্চয়ই মৃত ব্যক্তিগণ খারাপ প্রতিবেশী দ্বারা কষ্ট অনুভব করে। যেরূপ জীবিতগণ খারাপ প্রতিবেশী দ্বারা কষ্ট পেয়ে থাকে। ইমাম সুয়ূতি হাদিসটি বর্ণনা করে বলেন- হাদিসটি সনদে দূর্বল।"[১]

১ ক.দায়লামী :ফিরদাউস : ১/১০২পৃ,হাদিস,৩৩৭,দারুল কুতব ইলমিয়্যাহ,বয়রুত,লেবানন,সুয়ূতি : শরহুস সুদুর : ১৩ পৃ.আব্দুরুল মুনতাসিরাহ,১/৬৬পৃ. জামিউল আহাদিস,২/১০৫পৃ.হাদিস,৯৯২, আবু নুঈম ইস্পাহানী : হুলিয়াতুল আউলিয়া : ৬/৩৫৪পৃ. দারুল কিতাব আরাবী,বয়রুত, শায়খ ইউসুফ নাবহানী, ফতহুল কাবীর, ১/৫৯পৃ. হাদিস, ৫০৮, কাজী আবু আব্দুল্লাহ ফালাকী : আল ফাওয়াহিদ : ১/৯১পৃ. সাখাভী: মাকাসিদুল হাসানা: পৃ. ৫১, হাদিস,৪৭, আযলূনী: কাশফুল খাফা: ১/৬৪পৃ. হাদিস,১৬৯, আল্লামা খলীলী: আল- মাশায়েখাতাহ: পৃ., সুয়ূতি,জামেউস সগীর, ১/৩০পৃ. হাদিস,৩১৮,

ইমাম সুয়ূতি (রহঃ) তাঁর জামেউস সগীর গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন, আমি এই গ্রন্থকে জাল হাদিস থেকে হিফাযত করেছি। তাই হাদিসটি কোন মতেই জাল হতে পারে না। (জামেউল সগীর : ১/৫ পৃ.) অপরদিকে উক্ত হাদিসটি নিয়ে বাবুনগরী স্বীয় "প্রচলিত জাল হাদিস" বইয়ের ১৯৬ পৃষ্ঠায় সমালোচনা করেছেন। অথচ এ প্রসঙ্গে আরও অনেক সহিহ হাদিস রয়েছে। অপরদিকে আল্লামা আযলূনী (রহঃ) বলেন যে মানাবী উক্ত হাদিস প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন-

الشاهد بانه كحال الاصل -

-"নিশ্চয়ই উক্ত ঘটনাটি বিভিন্ন হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় বা সাক্ষ্য দেয় এটার ভিত্তি আছে।"[১]

হাদিস নং- ২

14 - وَاَخرج المَالِيِنِي عَنْ اِبْن عَبَّاس عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ اِذا مَاتَ لأحدكم المَيِّت فَاَحْسنُوا كَفنه وعجلوا بِانجاز وَصيته واعمقوا لَهُ فِي قَبره وجنبوه الجَار السوء قِيل يَا رَسُول الله وَهل ينفع الجَار الصَّالح فِي الآخِرَة قَالَ هَل ينفع فِي الدُّنْيَا قَالوا نعم قَالَ كَذَلِك ينفع فِي الآخِرَة -

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি নবী করীম (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, যখন তোমাদের কেউ মৃত্যুবরণ করে, তাকে সুন্দর কাফন পরিধান করাও এবং তার অসিয়ত দ্রুততার সাথে পূর্ণ কর। তার কবর গভীরভাবে খনন কর এবং তাকে খারাপ প্রতিবেশী থেকে দূরে রাখ। বলা হল, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! **নেক প্রতিবেশী পরকালে কি উপকারে আসবে?** ইরশাদ করেন, দুনিয়ায় কি নেক প্রতিবেশী উপকার করতে পারে? তারা বললেন, হ্যা পারে। রাসূলে পাক (ﷺ) বলেন, ঐ রকমই নেক প্রতিবেশী পরকালেও উপকার করবে।"[২]

হাদিস নং- ৩

এ প্রসঙ্গে আরো হাদিস বর্ণিত হয়েছে, যেমন-

ইবনে হাজার আসকালানী, লিসানুল মিযান,৩/৯৯পৃ. ইবনুল ইরাক,তানযিহুশ শরীয়াহ, ২/৩৭৩পৃ. মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ১৫/৫৯৯পৃ. হাদিস,৪২৩৭১, ইবনে আসাকীর, তারীখে দামেস্ক, ৫৮/৩৭৭-৩৭৮পৃ. হাদিস,৭৪৭৩, ইবনে হিব্বান, মাজরুহীন, ১/২৯১পৃ. হাদিস,৩২৫, আলবানী, যঈফুল জামে, হাদিস,২৬৩,

১. আযলূনী,কাশফুল খাফা,১/৬৪পৃ.হাদিস,১৬৯

২ ক. আল্লামা ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ূতী : শরহুস সুদুর : ১৩৪ পৃ.
খ. ইমাম মুয়ালাইনী : আল মুওয়াতলাক ওয়াল মুখতালাফ
গ.আযলূনী,কাশফুল খাফা,১/৬৪পৃ.হাদিস,১৬৯
ঘ.সাখাভী,আল-মাকাসিদুল হাসান,৫১পৃ.হাদিস,৪৭

وَاَخرج اِبْن ابي الدُّنيَا فِي القُبُور عَنْ عبد الله بن نَافِع المُزنِيّ قَالَ مَاتَ رجل بِالمَدِينَةِ فدفن بهَا فرآهُ رجل كَانَّهُ من اهل النَّار فاغْتَمَّ لذَلِك ثمَّ اريه بعد سابعة او ثامنة كَانَّهُ من اهل الجنَّة فَسَأَلهُ قَالَ دفن مَعنا رجل من الصَّالِحين فشفع فِي ارْبَعِين من جيرَانه فكنت فيهم -

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে না'ফে আল মুজনী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদীনাতে এক ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে সেখানে তাকে দাফন করা হয়। অতঃপর কোন এক ব্যক্তি তাকে স্বপ্নে দেখল। সে জাহান্নামের আযাবে রয়েছে। এতে চিন্তায় ডুবে গেল। অতঃপর সাত বা আট দিনপর তাকে আবার দেখানো হল, সে জান্নাতের নেয়ামতের মধ্যে আছে। তখন সে তাকে **(স্বপ্নে এ বিষয়ে) জিজ্ঞাসা করলে সে জবাবে জানায়, আমাদের নিকট একজন নেক বান্দাকে দাফন করা হয়েছে। সে তার চল্লিশজন পড়শীর ব্যাপারে সুপারিশ করেছেন। আমি তাদের ঐ চল্লিশজনের মধ্যে একজন ছিলাম।** (আল্লাহ তার সুপারিশ কবুল করে আমাদের জান্নাত দান করেছেন)।"[১]

আল্লামা আযলূনী (রহঃ), ইমাম সুয়ূতি (রহঃ) হযরত আলী (রাঃ) সহ একাধিক সনদে তাদের গ্রন্থে আরও অনেক হাদিস উল্লেখ করেছেন।

লোকটি কেমন ছিল বলা বা মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করা প্রসঙ্গে

"হাদীসের নামে জালিয়াতি" বইয়ের ৪৫১ পৃষ্ঠায় লেখক উল্লেখ করেছেন যে, মৃত দেহ সামনে রেখে উপস্থিত মুসল্লীগণকে প্রশ্ন করা হয়, লোকটি কেমন ছিল? সকলেই বলেন ভাল ছিল ... ইত্যাদি। এই কর্মটি ভিত্তিহীন ও বানোওয়াট।

এ মিথ্যাও জঘন্য বক্তব্যের জবাব ঃ

দলীলবিহীন লেখকের মূর্খতার পরিচয় খুব ভালভাবেই পাওয়া গেল। তিনি অসংখ্য সহিহ হাদিস গুলোকে অস্বীকার ও ইনকার করেছেন। অসংখ্য সহিহ হাদিস অস্বীকার করার পাশাপাশি একটি নেক আমল বা পূণ্যময় কাজকে অস্বীকার করে গোমরাহীর পরিচয় দান করেছেন। একজন মুসলমান বান্দা তার জীবনে অনেক নেক আমল করেছে পাশাপাশি গুনাহও করেছে কম বেশী। এখন মৃত্যুর পর তার কোনটা আলোচনা করা যায়? ভাল দিকটা, না মন্দটা। প্রিয় নবী করীম (ﷺ) এ ব্যাপারে হাদিস শরীফে মৃত ব্যক্তির কল্যাণে সুন্দর নির্দেশনা দিয়ে বলেছেন,

১ ক. আল্লামা ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ূতী : শরহুস সুদুর : ১৩৫ পৃ
খ. ইমাম সূয়ূতী : আনবীয়ুল আযকিয়া ফী হায়াতিল আম্বিয়া, পৃ-
গ. আল্লামা হামিদুল্লাহ দাযভী : আল বাসায়ের :
ঘ. ইমাম আবিদ দুনিয়া :আল-কুবুর,১/১২৮পৃ.হাদিস,১৩৯

عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ، وَكُفُّوا عَنْ مَسَاوِيهِمْ»

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (ﷺ) ইরশাদ করেন, **তোমরা মৃত ব্যক্তির ভাল কাজের আলোচনা কর** এবং মন্দ কার্যাদি বা বিষয়াদি আলোচনা করা থেকে বিরত থাক।"[১]

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، -

-"ইমাম হাকিম (رحمه الله) বলেন, উক্ত হাদিসটির সনদ বিশুদ্ধ। যদিও ইমাম বুখারী (রহ.) ও মুসলিম (رحمه الله) উহা বর্ণনা করেননি।"[২] অপরদিকে ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতি (رحمه الله) তার গ্রন্থে বলেন, উক্ত হাদিসটি সহিহ। আলবানী সুনানে তিরমিযীর টিকায় দ্বঈফ বলার কোন ভিত্তি আমাদের কাছে নেই।

তাই উক্ত হাদিস শরীফ দ্বারা প্রমাণ পাওয়া গেল যে, মৃত ব্যক্তির মন্দ কার্যাদি আলোচনা করা বা প্রকাশ করা নিষেধ। এখন বাকী রইলো মৃত ব্যক্তির প্রশংসা। এ প্রসঙ্গে রাসূলে খোদা (ﷺ) ইরশাদ ফরমান,

أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: مَرُّوا بِجَنَازَةٍ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَجَبَتْ» ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا، فَقَالَ: «وَجَبَتْ» فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا وَجَبَتْ؟ قَالَ: «هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا، فَوَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ، وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا، فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الأَرْضِ»

-"হযরত আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিছু সাহাবায়ে কেরাম ও রাসূল (ﷺ) একটি জানাযার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। কিছু সংখ্যক লোক তারা

১ ক.আবূ দাউদ, আস্-সুনান, ৪/২৭৫পৃ. হাদিস,৪৯০০, তিরমিযী, আস্-সুনান, ২/৩৩০পৃ. হাদিস,১০১৯,বায়হাকী, সুনানিল কোবরা,৪/৭৫পৃ. হাকিম নিশাপুরী, মুস্তাদরাক, ১/৫৪২পৃ. হাদিস,১৪২১, সুয়ূতি, জামেউস সগীর, ১/৭১পৃ. হাদিস,৯০৫, আবি বকর খাল্লাল,আস্-সুন্নাহ, ৩/৫১৩পৃ. হাদিস,৮২৯, সহিহ ইবনে হিব্বান, ৭/২৯০পৃ. হাদিস,৩০২০, তাবরানী, মু'জামুস সগীর, ১/২৮০পৃ. হাদিস,৪৬১,ও মু'জামুল কাবীর, ১২/৪৩৮পৃ. হাদিস,১৩৫৯৯, ইবনে মুকরী,আল-মু'জাম, ১/১৪৯পৃ. হাদিস,৪১৮, বায়হাকী, আল-আদাব,১/১১৭পৃ. হাদিস,২৮২, এ সনদটি হযরত আয়েশা হতে,সুনানিল কোবরা, ৪/১২৬পৃ. হাদিস,৭১৮৯, শুয়াবুল ঈমান, ৯/৫৬পৃ. হাদিস, ৬২৫২, বগভী,শরহে সুন্নাহ, ৫/৩৮৭পৃ. হাদিস, ১৫০৯, তিনি বলেন সনদটি সহিহ, হাইসামী, মাওয়ারিদুয্-যামান, ১/৪৮৭পৃ. হাদিস, ১৯৮৬, ইবনে আছির, জামিউল আছির, ১০/৭৬৫পৃ. হাদিস, ৮৪৫০, নাওয়াবী, খুলাসাতুল আহকাম, ২/৯৪৪পৃ. হাদিস, ৩৩৫৩, মিয্যী, তুহফাতুল আশরাফ, ৬/১১পৃ. হাদিস, ৭৩২৮, সুয়ূতি,আদ্দুরুল মুনতাসিরাহ, ১/৬৮পৃ. হাদিস,৭১, শায়খ ইউসুফ নাবহানী, ফতহুল কাবীর,১/১৫৩পৃ. হাদিস,১৫৮৩

২ ক.হাকিম নিশাপুরী,মুস্তাদরাক,১/৫৪২পৃ.হাদিস,১৪২১
খ.সাখাভী,মাকাসিদুল হাসানা,৬৭পৃ.হাদিস,৮৪
গ. আল্লামা জালালুদ্দীন আমজাদী: আনওয়ারুল হাদিস, ২৩৪ পৃ.

মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির ভাল গুণাবলী আলোচনা করছিলেন, তখন প্রিয় নবী (ﷺ) বললেন, (তোমাদের ভাল প্রশংসার দ্বারা) ওয়াজিব হয়ে গেল। অপর আরেকটি জানাযার পাশ দিয়ে যাওয়ার প্রাক্কালে লোকেরা মৃত ব্যক্তিদের মন্দ বিষয়াদি আলোচনা করছিলেন, তখন প্রিয় নবী (ﷺ) বলেন, (তোমাদের মন্দ আলোচনার দ্বারা) ওয়াজিব হয়ে গেল। হযরত উমর (رضي الله عنه) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ﷺ)! কি চূড়ান্ত বা ওয়াজিব হয়ে গেল? **প্রিয় নবী (ﷺ) ইরশাদ করলেন, যে মৃত ব্যক্তিটির তোমরা ভাল গুণাবলী আলোচনা করেছ, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেল।** আর যে মৃত ব্যক্তির মন্দ আলোচনা করেছ তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেল। কেননা তোমরা জমিনে আল্লাহর সাক্ষী স্বরূপ।"[১]

এ প্রসঙ্গে আরো সহিহ হাদিস বর্ণিত হয়েছে, যেমন বর্ণনায় এসেছে

عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، قَالَ: قَدِمْتُ المَدِينَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ، فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَمَرَّتْ بِهِمْ جَنَازَةٌ، فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَجَبَتْ، ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَجَبَتْ، ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا شَرًّا، فَقَالَ: وَجَبَتْ، فَقَالَ أَبُو الأَسْوَدِ: فَقُلْتُ: وَمَا وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا مُسْلِمٍ، شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ الجَنَّةَ» فَقُلْنَا: وَثَلاَثَةٌ، قَالَ: «وَثَلاَثَةٌ» فَقُلْنَا: وَاثْنَانِ، قَالَ: «وَاثْنَانِ» ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الوَاحِدِ -

-"হযরত আবুল আসওয়াদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মদিনায় এসে দেখলাম, সেখানে একটি রোগ বিস্তার লাভ করেছে। আমি ওমর ইবনে খাত্তাব (رضي الله عنه) এর নিকট বসলাম। তাঁর নিকট দিয়ে একটি জানাযা চলে গেল ও (সেই) মৃত লোকটির প্রশংসা করা হল। তিনি {ওমর (رضي الله عنه)} বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেল। তারপর অপর একটি জানাযা চলে গেলে (সেই) মৃত লোকটির মানুষ বদনাম করল। এবারও তিনি বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেল। আবুল আসওয়াদ বলেন, আমি তখন বললাম, হে আমিরুল মু'মিনিন! কি ওয়াজিব হল? হযরত ওমর (رضي الله عنه) বললেন, হুজুর (ﷺ) যা বলেছিলেন আমিও তাই বললাম। **রাসূল (ﷺ) ইরশাদ ফরমান যে, চার জন ঈমানদার ব্যক্তি যদি একজন মুসলমানকে ভাল ঈমানদার বলে সাক্ষ্য দেয়, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।** আমি (বর্ণনাকারী) জিজ্ঞাসা করলাম,

১ ক. ইমাম বুখারী : আস্ সহীহ : কিতাবুয জানাইয : ১/৪৬০ পৃ. হাদিস নং ১৩৬৭, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত।
খ. ইমাম মুসলিম : আস্ সহীহ : ২/৬৫৫ পৃ. : কিতাবুয্ জানাইয : হাদিস : ৯৪৯, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত।
গ. খতিব তিবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ : ১/৩১৭ পৃ., হাদিস : ১৬৬২
ঘ. ইমাম তিরমিযী,আস্-সুনান,২/৪৫পৃ.হাদিস,১০৬০

যদি তিনজন হয়? রাসূল (ﷺ) বললেন, তাহলেও। তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, যদি দুই জন সাক্ষ্য দেয়? রাসূল (ﷺ) বললেন, তাহলেও। বর্ণনাকারী {উমর (ﷺ)} বলেন, তারপর একজনের ব্যাপারে আমি আর প্রশ্ন করিনি।"[১]

মৃত ব্যক্তির খারাপ দিকগুলো সমালোচনা করার ব্যাপারে রাসূল (ﷺ) ইরশাদ ফরমান -

عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا»-

-"হযরত আয়েশা (ﷺ) হতে বর্ণিত, আল্লাহর হাবীব (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, তোমরা **মৃতদেরকে গালি দিওনা, বদনাম করোনা।** কারণ তারা তাদের নিজের কার্যাদির নিকট পৌছে গেছে।"[২]

এসব আমল সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যা, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) মৃত ব্যক্তি সম্পর্কিত ভাল বলতে আদেশ করেছেন এবং মন্দ বলতে নিষেধ করেছেন। নিশ্চয়ই মানুষ মৃত ব্যক্তির মঙ্গল কামনায় দুআ করার জন্যই তাকে ঈমানদার মনে করে তার জানাযায় শরীক হয়ে থাকে। তাই তাকে ভাল বলতে আপত্তি কিসের? সুন্নি ওলামায়ে কেরাম ও পীর মাশায়েখগণ সমাজের মুসলমানদেরকে আল্লাহর রাসূলের নির্দেশনানুসারে চলার জন্য এ ভাল আমলগুলোর শিক্ষা দেন। পক্ষান্তরে যারা এগুলোর বিপরীত ধারণা পোষণ করেন, তারা ঈমানদার কিনা তাও প্রশ্ন সাপেক্ষ। কারণ ইহককালে ও পরকালে আমাদের জন্য আল্লাহর রাসূল ছাড়া কোন উপায় নেই।

পবিত্র মিরাজ শরীফ সম্পর্কিত আলোচনা

"হাদীসের নামে জালিয়াতি" বইয়ের ৪১০ পৃষ্টায় উক্ত লেখক উল্লেখ করেছেন, মিরাজের রাত্রিতে ইবাদাত বন্দেগী করলে বিশেষ কোনো সাওয়াব হবে এ বিষয়ে একটি ও সহিহ বা দ্বঈফ কোন হাদিসই নেই।

উক্ত মিথ্যা বক্তব্যের জবাব ঃ

উক্ত বইয়ের লেখক খুব সহজেই উত্তর দিয়ে দিলেন যে, কোন হাদিস নেই শবে মিরাজের। এক্ষেত্রে তার কোন দলীলের প্রয়োজন হলো না। এখন দেখুন রযব মাসে শবে মিরাজ উপলক্ষ্যে ইবাদাত করার কোন হাদিস আছে কিনা-

১ ক. আল্লামা ইমাম বুখারী : আস সহীহ :১/৩৮০পৃ. কিতাবুয জানাইয : হাদিস : ১০৬১
ঘ.নাসায়ী,আস্-সুনান,৪/৫০পৃ.হাদিস,১৯৩৪

২ ক. ইমাম বুখারী : আস সহীহ : ১/৩৫০ কিতাবুয জানাইয : হাদিস : ১৩৯৩
খ. ইমাম নাসাঈ : আস সুনান : ৪/৫৩ পৃ. হাদিস নং : ১৯৩৬
গ. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল : আল্ মুসনাদ : ৬/১৮০ পৃ.

(১) হযরত আনাস (ﷺ) হতে বর্ণিত পবিত্র হাদিস শরীফে রাসূলে খোদা (ﷺ) রযব মাসে প্রতি শুক্র বার দিনে ও রাতে বেশি বেশি করে এভাবে দোয়া করতেন,

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ» -

-"হে আল্লাহ **রযব ও শাবান মাসে আমাদেরকে বরকত দাও এবং রমযান শরীফের** রোযা পর্যন্ত আমাদেরকে পৌঁছিয়ে দাও।"[১]

(২) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (ﷺ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রাসূলে করীম (ﷺ) ইরশাদ করেছেন,

ان رجب شهر الله وشعبان شهرى ورمضان شهر امتى فمن صام يوما من رجب ايمانا واحتسابا استوجب رضوان الله الاكبر واسكن الفردوس الاعلى -

-"রযব হলো আল্লাহর মাস, শাবান হলো আমার মাস এবং রমযান হলো আমার উম্মতের মাস।"[২]

উক্ত হাদিসটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কিতাবের শেষে করা হবে ইনশাআল্লাহ।

(৩) হযরত আনাস ইবনে মালিক (ﷺ) হতে বর্ণিত,

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فى الجنة نهرا يقال له رجب اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل – من صام يوما ما من رجب سقاه الله من ذلك-

-"নবী করীম (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, নিঃসন্দেহে বেহেস্তের মধ্যে একটি ঝরণা আছে, যাকে রযব নহর বলা হয়। এর পানি দুধের চেয়ে সাদা এবং মধুর চেয়ে মিষ্টি। যে ব্যক্তি রযব মাসে (শবেই মি'রাজ) একটি রোজা রাখবে, আল্লাহ পাক তাকে ঐ ঝরনার পানি পান করাবেন।"[৩]

১ ক.বায়হাকী : দাওয়াতুল কবীর : ২/১৪২পৃ.হাদিস,৫২৯,ও শুয়াবুল ঈমান, ৫/৩৪৮পৃ. হাদিস,৩৫৩৪,ও ফাদ্বায়েলে ওয়াক্ত, ১/১০৪পৃ. হাদিস,১৪, শায়খ আবদুল কাদির জিলানী : গুনিয়াতুত ত্বালেবীন : ২৩৫ পৃ. সুয়ূতি : আল জামেউস সগীর : ২/৪৯৬ পৃ. হাদিস : ৬৬৭৮, খতিব তিবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ : বাবুল জুম'আ : ২/২১৬৬ পৃ. হাদিস : ১৩৬৯, বায়হাকী : শুয়াবুল ঈমান : ৩/৩৭৫ পৃ. হাদিস : ৩৮১৫, বায্যার, আল-মুসনাদ, ১৩/১১৭পৃ. হাদিস,৬৪৯৬, তাবারনী, মু'জামুল আওসাত, ৪/১৮৯পৃ. হাদিস,৩৯৩৯, ও কিতাবুদ দোয়া,১/২৮৪পৃ. হাদিস,৯১১, ইবনে সুন্নী, আমালুল ইউয়াম ওয়াল লাইলা, ১/৬১০পৃ. হাদিস,৬৫৯, আবু নুঈম ইস্পাহানী, হুলিয়াতুল আউলিয়া, ৬/২৬৯পৃ. ইবনে আসাকির, তারীখে দামেস্ক, ১/২৬৪পৃ. হাদিস,৩০৯

২ ক. ইমাম সাখাভী: মাকাসিদুল হাসানা : ২৬২ পৃ. হাদিস : ৫০৮
খ. শায়খ আবদুল কাদীর জিলানী : গুনিয়াতুত ত্বালেবীন, পৃ-২৩১
গ. আল্লামা আযলূনী: কাশফুল খাফা : ১/৩৭৪ পৃ. হাদিস : ১৩৫৬
ঘ. ইমাম দায়লামী: মুসনাদিল ফিরদাউস : ১/১৯৮ পৃ,
ঙ. মুত্তাকী হিন্দী কানযুল উম্মাল : হাদিস : ৩৫১৭২

৩ শায়খ আবদুল কাদীর জিলানী : গুনিয়াতুত ত্বালেবীন, পৃ-২৩৪

(৪) হযরত আবু হুরায়রা (ﷺ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

انه قال لم يصم رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد رمضان الا رجب وشعبان-

-"রমযানের পর রযব এবং শাবান মাস ব্যতীত অন্য কোন মাসে নবী করীম (ﷺ) (এত বেশি) নফল রোজা রাখেননি।"[১]

(৫) হযরত আবু হুরায়রা (ﷺ) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম হতে বর্ণনা করেছেন,

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من صام يوم السابع والعشرين من رجب كتب له ثواب صيام ستين شهرا-

অর্থাৎ- নবী করীম (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ২৭শে রজবে রোযা রাখবে, তার জন্য ৬০ মাসের (৫বছর) নফল রোযার সাওয়াব লিখা হবে।[২]

(৬) গাউসে পাক আবদুল কাদীর জিলানী (ﷺ) দুজন সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (ﷺ) এবং হযরত সালমান ফার্সী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন-

انهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فى رجب يوما وليلة من صام ذلك اليوم وقام تلك الليلة كان له من الاجر كمن صام مائة سنة وقام لياليها وهى لثلاثة يبقين من رجب-

-"নবী করীম (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, "নি:সন্দেহে রযব মাসে এমন একটি মহান দিন ও মহান রাত রয়েছে যে ব্যক্তি ঐ দিনে রোযা রাখবে এবং ঐ রাতে জাগরান করে ইবাদত করবে, তার সাওয়াবের পরিমান হবে ঐ ব্যক্তির মত যে একশ বছর দিনে নফল রোযা রেখেছে এবং রাত্রে নফল ইবাদত করেছে। ঐ মহান দিন ও রাত্রটি হলো রযব মাস শেষ হওয়ার ৩ দিন বাকী থাকতে অর্থাৎ- ২৭ শে রযব (শব-ই-মিরাজ)।"[৩]

(৭) হযরত গাউসুল আযম শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (ﷺ) আরও বলেন,

قد جمع بعض العلماء رجمهم الله الليالى التى يستحب احياءها فقال انها اربع عشرة ليلة فى السنة وهى اول ليلة من شهر المحرم وليلة العاشوراء واول ليلة من شهر رجب وليلة النصف منهوليلة سبع وعشرين منه وليلة النصف من شعبان

১ শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী : গুনিয়াতুত ত্বালেবীন, পৃ-২৩৪
২ শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী : গুনিয়াতুত ত্বালেবীন, পৃ-২৪০
৩ শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী : গুনিয়াতুত তালেবীন, পৃ-২৪০

وليلة عرفة وليلتا العيدين وخمس ليال منها فى شهر رمضان وهن وتر ليالى العشر الاواخر-

-"শরীয়তের কতেক বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম এমন কতগুলো রাত্র উল্লেখ করেছেন যে রাত্র গুলোতে ইবাদত করা অতি উত্তম বা মুস্তাহাব। বৎসরের ঐ রাত্রগুলোর সংখ্যা হলো ১৪টি। যথা-

১। মুহাররাম মাসের প্রথম রাত্র

২। উক্ত মাসের ১০ম রাত্র (আশুরার রাত্র)

৩। রযব মাসের প্রথম রাত্র

৪। রযব মাসের ১৫তম রাত্র।

৫। **রযব মাসের ২৭তম রাত্র (শবে মি'রাজ)**

৬। শাবানের ১৫ তারিখ রাত্র (শবে বরাত)

৭। রোযার ঈদের রাত্র (শাওয়ালের পহেলা রাত্রি)

৮। আরাফাতের রাত্র (৯ই জিলহজ্জ)

৯। কোরবানী ঈদের রাত্র ১০ই জিলহজ্জ

১০-১৪। রমজানের শেষ দশ দিনের ৫ বিজোড় রাত্র (২১, ২৩, ২৫, ২৭, ২৯)।"[১]

(৮) বিশ্ব বিখ্যাত ফকীহ আল্লামা তাহাবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ইমাম শাফী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর কওল নকল করে বলেন,

ان افضل الليالى ليلة مولده صلى الله عليه وسلم ثم ليلة القدر ثم ليلة الاسراء والمعراج ثم ليلة عرفة ثم ليلة الجمعة ثم ليلة النصف من شعبان ثم ليلة العيد-

-"নিশ্চয়ই ইবাদতের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম রাত হলো রাসূল (ﷺ) এর জন্মদিনের রাত্র (১২ই রবিউল আউয়াল) তারপর হলো শবেই কদরের রাত্র তারপর হলো **মিরাজের রাত্র (২৭ শে রযব)** তারপর উত্তম রাত্র হলো লাইলাতুল আরাফা (৯ই জিলহজ্জ) তারপর হলো জুমার রাত্র তারপর হলো ১৫ই শাবানের রাত্র (শবেই বরাত) এবং তারপর দুই ঈদের রাত্র।"[২]

আর উপরে বর্ণিত শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (ﷺ) এর যে হাদিসগুলো উল্লেখ করেছি তার অনেকগুলোর সনদ তিনি উল্লেখ করেছেন আবার অনেকগুলোর

১ শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী : গুনিয়াতুত তালেবীন, পৃ-২৩৬
২ আল্লামা শায়খ ইউসুফ নাবহানী: যাওয়াহিরুল বিহার : ৩/৪২৬ পৃ:

শুধু একজন রাবীর নামই তিনি উল্লেখ করেছেন। তার কারণ কিতাব দীর্ঘায়িত হওয়ার আশংকায় সমস্ত হাদীসের সনদ জানা সত্ত্বেও তিনি পূর্ণ সনদ বর্ণনা করেন নি।[১]

শবে মি'রাজে রোজা রাখা প্রসঙ্গে

রযব মাসে রোযা রাখার বিশেষ ফযিলত রয়েছে। যেমন হাদিস শরীফে রয়েছে, হযরত আনাস বিন মালেক (ﷺ) হতে বর্ণিত,

24582- "مسند أنس رضي الله عنه" عن عامر بن شبل الحرمي سمعت رجلا يحدث أنه سمع أنس بن مالك يقول: "في الجنة قصر لا يدخله إلا صوام رجب". "ابن شاهين في الترغيب". -

-"হযরত আমের বিন শাবল আল-হারমী (ﷺ) বলেন, আমি এক ব্যক্তি হতে শুনেছি তিনি হযরত আনাস (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন যে, জান্নাতে একটি প্রাসাদ রয়েছে যেখানে **রযবের বিশেষ দিনে (২৭শে রযব) রোযাদার ছাড়া কেউ প্রবেশ করতে পারবে না।**[২]

অনুরূপ আরো হাদিস বর্ণিত হয়েছে-

عن أبي قلابة قال: "في الجنة قصر لصوام رجب -

-"হযরত আবি কুলাবাহ (ﷺ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জান্নাতে একটি প্রাসাদ রয়েছে রযবে বিশেষ দিনে **রোজা পালনকরীদের উক্ত প্রাসাদ দেয়া হবে।**"[৩]

পবিত্র শবেই বরাত সম্পর্কিত আলোচনা

আজকাল বিভিন্ন বই পুস্তক, পত্রপত্রিকা, টিভি চ্যানেলে দেখা যায় শবেই বরাত বলতে ইসলামে কোন কিছু নেই। আবার কেউ বলে এটা বিদআত। তেমনিভাবে কিছু নামধারী মোনাফিক আলেম টেলিভিশনের বিদেশি চ্যানেলে বলে থাকে শবে বরাত বলতে ইসলামে কিছুই নেই। তার জবাব দেওয়ার জন্য সংক্ষিপ্ত আকারে কিছু হাদিস উল্লেখ করবো। বিস্তারিত আলোচনা করলে কিতাব অনেক বড় হবার আশংকা রয়েছে। তাই অনেক গ্রহণযোগ্য হাদিস থাকা সত্ত্বেও আমি গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় হাদিস উল্লেখ করলাম এবং প্রত্যেকটি হাদীসের সনদ নিয়ে আলোচনা করেছি।

শবে বরাতের অর্থ ও তাৎপর্য

১ শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী : গুনিয়াতুত তালেবীন, পৃ-৫
২ (ক) ইবনে আসাকীর,তারীখে দামেস্ক, ২৫/৩৩৪পৃ. হাদিস, ৩০৪৫
(খ) আল্লামা মুত্তাকী হিন্দী,কানযুল উম্মাল,৮/৬৫৩পৃ.হাদিস,৩৪৫৮২
(গ).হাইসামী,মাযমাউয যাওয়াইদ,৩/১৯১পৃ.
৩ ক)ইবনে আসাকীর,তারীখে দামেস্ক, ২৫/৩৩৪পৃ. হাদিস, ৩০৪৫ ,আল্লামা মুত্তাকী হিন্দী,কানযুল উম্মাল, ৮/৬৫৩পৃ. হাদিস, ২৪৫৮১

শবে বারাআত شب برأت একটি ফার্সী শব্দ। শব অর্থ রাত। বারাআত অর্থ ভাগ্য। আরবীতে বলা হয় ليلة البراءة লাইলাতুল বারাআতে। শবে বারাআতের অর্থ شب جدائی শবে জুদায়ী (বিচ্ছেদের রাত) شب دوری শবে দূরী (দূরে চলে যাওয়ার রাত) شب فراق শবে ফেরাক (পৃথক হওয়ার রাত)।[১]

বারাআত অর্থ التفصى مما يكره مجاورته যার সাথে অবস্থান অপছন্দনীয়, তার সঙ্গ থেকে দূরে থাকা। যেমন বলা হয়ে থাকে برأت من المرض আমি রোগের সঙ্গ থেকে মুক্ত হলাম। برأت من كريم আমি করিমের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করলাম। (সূত্র : মুফরাদাতে ইমাম রাগেব, পৃ-৪৫)

(খ) শবে বারাআতের নামকরণ

انما سميت ليلة البراءة لان فيها برأتين براءة للاشقياء من الرحمن وبراءة للاولياء من الخذلان-

-"লাইলাতুল বারাআত নামকরণের তাৎপর্য এরাতে দুধরনের বারাআত বা সম্পর্কচ্ছেদ হয়। অপরাধীরা আল্লাহ তায়ালার রহমত থেকে বঞ্চিত থাকে। আর আল্লাহর ওলীগণ পার্থিব অপমান লাঞ্ছনা থেকে মুক্ত হয়ে যান।"[২]

পারিভাষিক অর্থে শবে বরাত বলতে বুঝায়-

سب پانزهم شعبان كه دران شب ملائكه بحكم الهى حساب عمر وتقسيم رزق ميكند- (دهخدا - ١٩٧)

-"শাবান মাসের চৌদ্দ তারিখ দিবাগত রাত যে রাতে ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশে মানুষের বয়স ও রিযিক বন্টন করে থাকেন।"[৩]

অনেকে বলে থকেন শবে বারাআত কুরআন হাদীসে নাই, দেখুন কতবড় মূর্খ, শবে বারাআত হলো ফার্সী শব্দ আর কুরআন হাদিস হলো আরবী ভাষায়। তাই আরবী ভাষায় কি ফার্সী শব্দ পাওয়া যাবে। আরবীতে শবে বারাআতকে ليلة النصف من شعبان শাবান মাসের চৌদ্দ তারিখ দিবাগত রাতকে বুঝায়। এ প্রসঙ্গে ইমাম তিরমিযী (রহ:) ও ইবনে মাযাহ তাদেও স্ব-স্ব গ্রন্থে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন।

লাইলাতুল বারাআত ঃ একটি সমীক্ষা প্রবিত্র কুরআনের আলোকেঃ

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ-

১ লোগাতে দে খোদা, খ- ৩০ পৃ, ১৯৮
২ শায়খ আবদুল কাদের জিলানী : গুনিয়াতুত তালেবীন, পৃ-৩৬৫
৩ দেহ খোদা পৃ-১৯৮, ও গিয়াসুল লুগাত

-"নিশ্চয়ই আমি শবে কদরে কুরআনকে অবতীর্ণ করেছি।" (কদর আয়াত নং-১)

আল কুরআনে আরেকটি রজনীর কথা উল্লেখ রয়েছে তাকে বলা হয়েছে "লাইলাতুল মুবারাকা" বা বরকতময়ী, কল্যাণময়ী রাত। যেমন আল্লাহ বলেন,

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ

-"আমি উহাকে (কুরআন মাজীদকে) নাযিল করেছি এক বরকতময় রাতে, নিশ্চয়ই আমি সতর্ককারী।" (সূরা : দুখান, আয়াত, ৩)

প্রখ্যাত মুফাসসির হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এবং হযরত ইকরামা (রাঃ) সহ বহু সংখ্যক সাহাবী তাবেয়ীনদের মতে উক্ত আয়াতে লাইলাতুল মুবারাকা দ্বারা চৌদ্দ-ই শাবান দিবাগত রাত বা শবে বারাআত বুঝানো হয়েছে।

যেমন কয়েকজন মুফাসসিরদের মতামত দেয়া হল- (১)

قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما حم يعنى قضى الله ما هو كائن الى يوم القيامة والكتاب المبين يعنى القران فى ليلة مباركة هى ليلة النصف من شعبان وهى ليلة البراة-

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হা-মীম অর্থাৎ- আল্লাহ তায়ালা নির্ধারণ করেছেন কিয়ামত পর্যন্ত যা ঘটবে, সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ অর্থাৎ- আল কুরআন, লাইলাতুল মুবারাকা অর্থাৎ শাবান মাসের চৌদ্দ তারিখ দিবাগত রাত তা হল লাইলাতুল বারাআত।"[১]

عن عكرمة الليلة المباركة ليلة النصف من شعبان انزل الله جبرائيل الى السماء الدنيا فى تلك الليلة حتى املى القران على الكتبة وسماها مباركة لانها كثيرة الخير والبركة لما ينزل فيها من الرحمة ويجاب فيها من الدعوة-

-"হযরত ইকরামা (রাঃ) বলেন, "লাইলাতুল মুবারাকা" দ্বারা শাবান মাসের চৌদ্দ তারিখ দিবাগত রাতকে বুঝানো হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা হযরত জিবরাঈল (আঃ) কে ঐ রাতে প্রথম আবৃত্তি করতে পারেন। এই রাতকে মুবারক নাম রাখার কারণ হলো এতে কল্যাণ, বরকত ও আল্লাহর রহমত নাযিল হয় এবং রাতে দোয়া কবুল হয়।"[২]

১ ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি : তাফসীরে দুররে মানসুর : ৭/৪০১পৃ
২ তাফসীরে কাশফুল আসরার, ৯/৯৮.পৃ.

মুবারাকা বা বরকতময় বলার কারণ কি এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী (রহঃ) বলেছেন,

الليلة المباركة كثيرة خيرها وبركتها على العالمين فيها الخير وان كان بركات جمالة تعالى تصل الى كل ذرة من العرش الى الثرى كما فى ليلة القدر-

-"লাইলাতুল মুবারাকা বলা হয় এ রাতে অনেক খায়ের ও বরকত নাযিল হয়। সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর সৌন্দর্যের বরকত আরশের প্রতি কণা থেকে ভূতলের গভীরে পৌঁছে যেমনটি শবে কদরের মধ্যে হয়ে থাকে।"[১]

(৪) আল্লামা ইমাম সুয়ূতি (রহ.) আরও বলছেন,

عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقطع الاجال من شعبان الى شعبان حتى ان الرجل لينكح ويولد له وقد خرج اسمه فى الموتى-

-"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, এক শাবান থেকে অপর শাবান পর্যন্ত মানুষের হায়াত চূড়ান্ত করা হয়। এমনকি একজন মানুষ বিবাহ করে এবং তার সন্তান হয় অথচ তার নাম মৃতের তালিকায় উঠে যায়।"[২]

(৫) আল্লামা ইমাম কুরতুবী (রহঃ) তাফসীরে কুরতুবীতে এই আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন-

ليلة النصف من شعبان ولها اربعة اسماء الليلة المباركة وليلة البراة وليلة الصك وليلة القدر ووصفها بالبركة لما ينزل الله فيها على عباده من البركات والخيرات والثواب-

-"লাইলাতুল মুবারাকা দ্বারা অর্ধ শাবান (শবে বরাত) এর রাতকে বুঝানো হয়েছে। এই ১৫ই শাবানের রাত তথা শবে বরাতের চারটি নাম রয়েছে, যেমন. ১. লাইলাতুল মুবারাকা বা বরকত পূর্ণ রাত, ২. লাইলাতুল বারায়াত তথা মুক্তি বা ভাগ্যের রাত. ৩। লাইলাতুল ছক্কি বা ক্ষমা স্বীকৃতি দানের রাত ৪. লাইলাতুল ক্বদর বা ভাগ্য রজনী।"

১ আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী : তাফসীরে রুহুল বায়ান : ৮/১০১ পৃ.
২ আল্লামা ইমাম জালালুদ্দীন সুয়তী : তাফসীরে দুররে মানসুর : ৭/৪০১ পৃ

বিষয়ের। এবং রাসূল (ﷺ) এর সমস্ত বিষয়ের সুপারিশ কবুল করা হয়। আর এই বরকতের রাতকে বরাতের রাত হিসেবেও নাম করণ করা হয়। যেহেতু এ সম্পর্কে হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে, আখিরী রাসূল (ﷺ) তিনি শাবান মাসের ১৩ তারিখ রাতে স্বীয় উম্মতের ক্ষমার জন্য **আল্লাহ পাকের কাছে প্রার্থনা করেন। অতঃপর অনুরূপভাবে ১৪ই শাবান তথা শবে বরাতেও মহান আল্লাহ পাকের কাছে হুযুর পাক (ﷺ) স্বীয় উম্মতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন,** তখন মহান আল্লাহ পাক তিনি শবে বরাতে তার উম্মতের দুই তৃতীয়াংশ উম্মতকে ক্ষমা করেন। অতঃপর অনুরূপভাবে ১৫ই শাবান তথা শবে বরাতেও মহান আল্লাহ পাকের কাছে হুযুর পাক (ﷺ) স্বীয় উম্মতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তখন মহান আল্লাহ পাক তিনি সেই শবে বরাতে তার সমস্ত উম্মতগণকে ক্ষমা করে দেন। তবে ওই সমস্ত উম্মত ব্যতীত যারা মহান আল্লাহ পাক এর ব্যাপারে চরম বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে।"[১]

(৯) ইমাম খাযেন (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) রচিত তাফসীরে লুবাবুত তাভীল" এ উক্ত আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ আছে-

(فيها) اى فى الليلة المباركة (يفرق) يفصل (كل امر حكيم) ------ وقال عكرمة رضى الله تعالى عنه هى ليلة النصف من شعبان يقوم فيها امر السنة وتنسخ الاحياء من الاموات فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم احد قال عليه الصلاة السلام تقطع الاجال من شعبان الى شعبان حتى ان الرجل لينكح ويولد له ولقد اخرج اسمه فى الموتى وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ان الله يقضى الاقضية فى ليلة النصف من شعبان ويسلمها الى اربابها فى ليلة القدر-

-"ওই মুবারক তথা বরকত পূর্ণ রাত্রিতে অর্থাৎ- শবে বরাতের প্রত্যেক হিকমত পূর্ণ যাবতীয় বিষয় সমূহের ফায়সালা করা হয়। বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত ইকরামা (رضي الله عنه) তিনি বলেন, লাইলাতুল মুবারাকা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্ধ শাবান তথা (শবে বরাত) এর রাত। এই শবে বরাতে আগামী এক বৎসরের যাবতীয় বিষয়ের ভাগ্য তালিকা প্রস্তুত করা হয় এবং তালিকা প্রস্তুত করা হয় মৃত ও জীবীতদের। ওই তালিকা থেকে কোন কম বেশি করা হয় না অর্থাৎ- পরিবর্তন হয় না।

রাসূল (ﷺ) বলেন, এক শাবান তথা ১৫ই শাবান থেকে পরবর্তী ১৫ই শাবান পর্যন্ত মৃতদের তালিকা প্রস্তুত করা হয়। এমনকি লোকেরা ওই বৎসরে বিবাহ, তার থেকে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, সেই বৎসর কখন মৃত্যু বরণ করবে, তার তালিকাও শবেই বরাতে প্রস্তুত করা হয়। প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) হযরত রাসূলে পাক (ﷺ) এর থেকে বর্ণনা করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক অর্ধ-

১ আল্লামা আলুসী বাগদাদী: তাফসীরে রুহুল মায়ানী : ১৩/১১২ পৃ:

আর শবে বরাতকে বরকতের সঙ্গে এই জন্য সম্বন্ধ করা হয়েছে যেহেতু আল্লাহ পাক এই শবে বরাতে বান্দাদের প্রতি বরকত, কল্যাণ এবং পূণ্য দানের জন্য দুনিয়ায় কুদরতীভাবে নেমে আসেন অর্থাৎ- খাস রহমত নাযিল করেন।[১]

(৬) ইমাম কুরতবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) আরও বলেন,

وقال عكرمة رضى الله تعالى عنه الليلة المباركة ههنا ليلة النصف من شعبان -

-"বিখ্যাত সাহাবী হযরত ইকরামা (رضي الله عنه) তিনি বলেন, লাইলাতুল মুবারাকা দ্বারা এখানে অর্ধ শাবান (শবে বরাতকে) এর রাতকেই বুঝানো হয়েছে।"[২]

(৭) ইমাম কুরতুবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) আরও বলেন, عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما ايضا ان الله تعالى يقضى الاقضية فى ليلة النصف من شعبان ويسلمها الى اربا بها فى ليلة القدر-

-"প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত আছে যে, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ তায়ালা অর্ধ শাবান (শবে বরাতে) এর রাত্রিতে যাবতীয় বিষয়ের ভাগ্য তালিকা প্রস্তুত করেন। আর কদরের রাত্রিতে ঐ ভাগ্য তালিকা বাস্ত বায়নকারী ফেরেশতাদের হাতে পেশ করেন।"[৩]

(৮) আল্লামা সৈয়দ মাহমুদ আলূসী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) "তাফসীরে রুহুল মায়ানীতে" সূরা দুখানের উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন,

ووصف الليلة بالبركة لما ان انزال القران مستتبع للمنافع الدينية والدنوية باجمعها او لما فيها من ننزل الملائكة والرحمة واجابة الدعوة وفضيلة القبادة او لما فيها من ذلك وتقدير الارزاق وفضل الاقضية لاجال وغيرها واعطاء تمام الشفاعة له عليه والسلام وهذا بناء على انها ليلة البرأة فقد روى انه صلى الله عليه وسلم سأل ليلة الثالث عشر من شعبان فى أمته فأعطى الثلث منها ثم سأل ليلة الرابع عشر فأعطى الثلثين ثم سأل ليلة الخامس عشر فأعطى الجميع الا من شرد على الله تعالى شراد البعير-

-"লাইলাতুল মুবারাকা বরকতের রাত হিসেবে এবং দুনিয়াবী বহুবিদ কল্যাণের জন্য নাযিলের সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে। ঐ রাতে সমস্ত ফেরেশতারা অবতরণ করেন এবং রহমত নাযিল হয়, বান্দাদের দোয়াকবুল করা হয়। বান্দাদের রিযিক বন্টন করা হয় এবং সমস্ত কিছুর ভাগ্য সমূহ পৃথক করা হয়। যেমন মৃত্যু এবং অন্যান্য সব

১ আল্লামা ইমাম কুরতুবী : তাফসীরে কুরতুবী : ৮/২২৬ পৃ:
২ ইমাম কুরতুবী : তাফসীরে কুরতবী : ৮/১২৬ পৃ.
৩ ইমাম কুরতুবী: তাফসীরে কুরতুবী : ৯/১৩০ : পৃ:

শাবানের রাত তথা শবেই বরাতে যাবতীয় বিষয়ে ফায়সালা করে থাকেন। আর শবে কদরে ওই নির্ধারিত ফায়সালা বাস্তবায়ন করার জন্য বাস্তবায়নকারী ফিরিশতাদের হাতে পেশ করেন।"[১]

হাদীসের আলোকে

১নং হাদিস ঃ

(1) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ أَلَا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ أَلَا كَذَا أَلَا كَذَا، حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ " وفى رواية حتى تطلع الشمس-

-"হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, **যখন শাবানের চৌদ্দ তারিখ আসবে, সে রাতে তোমরা কিয়াম করবে (নামায ইবাদত বন্দেগীতে কাটাবে) এবং দিনে রোযা রাখবে,** আল্লাহ তা'য়ালার রহমত এ রাতে সূর্যাস্তের সাথে সাথে প্রথম আকাশে অবতরণ করেন এবং বলতে থাকেন, কেউ আছ কি? ক্ষমা চাইলে আমি গুনাহ ক্ষমা করে দেব। কেউ রোগাগ্রস্ত আছ কি? (রোগ মুক্তি প্রার্থনা করলে) আমি আরোগ্য দান করব। কেউ রিযিক চাওয়ার আছ কি? আমি তোমাকে রিযিক (জীবন উপকরণ) দেব। কেউ আছ কি? কেউ আছ কি? এভাবে ফযর পর্যন্ত ঘোষণা আসতে থাকে। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে সূর্যাদোয় পর্যন্ত ঘোষণা চলতে থাকে।"[২]

---

১ ইমাম খাজেন: তাফসীরে লুবাবুত তাভীল : ১৭/৩১০-৩১১পৃ :

২ (১) ইবনে মাজাহ : আস্-সুনান : ১/৪৪৪ : হাদিস : ১৩৮৮(২) ইমাম বায়হাকী : শুয়াবুল ঈমান : ৫/৩৫৪ পৃ.হাদিস : ৩৮২২ (৩) ইমাম বায়হাকী : ফাযায়েলুল ওয়াক্ত : হাদিস : ৩৩ (৪) দায়লামী : আল ফিরদাউস : ১/২৫৯ : হাদিস : ১০০৭(৫) ইমাম মুনযির : তারগীব ওয়াত তারহীব : ২/৭৫ : হাদিস : ১৫৫(৬) ইমাম খতিব তিবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ : ২/২৪৫পৃ. : হাদিস : ১২৩৩ (৭) আল্লামা ইমাম আবু বকর কেনানী : মিসবাহুয যুজ্জাহঃ ২/১০পৃ.: হাদিস :৮০ (৮) আল্লামা আবু বকর কেনানী : মিসবাহুয যুজ্জাহঃ ২/১০ : হাদিস : ৪৯১ (৯) মোল্লা আলী ক্বারী : মিরকাতুল মাফাতীহ : ৩/১৯৫ : হাদিস : ১৩০৮(১০) সুয়ূতি : তাফসীরে দুর্‌রে মানসূর, : ৭/৪০২পৃ.দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ,বয়রুত (১১) শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী : আশিআতুল লুমআত : ৪/২১২ পৃ: হাদিস : ১২৩৩(১২)ইমাম তিব্বী : শরহে মেশকাত : ৩/৪৪৮ পৃ: হাদিস : ১২৩৩ (১৩) ইমাম কুরতুবী : তাফসীরে কুরতুবী : ১৬/১২৬-১২৭ পৃ.(১৪) ইমাম ইবনে হিব্বান : আস-সহীহ : হাদিস নং : ১৩৮৮(১৫) তায়মী ইস্পাহানী,তারগীব ওয়াত তারহীব,২/৩৯৭ পৃ. হাদিস,১৮৬০ (১৬) ইরাকী, তাখরীজে ইহইয়া, ১/২৪০পৃ. শাওকানী,ফাওয়াইদুল মাওদ্বুআত, ১/৫১পৃ. (১৭) মাহমুদ মুহাম্মদ খলিল, মুসনাদে জামে, ১৩/২১৬পৃ. হাদিস,১০০৭০, (১৮) বদরুদ্দীন আইনী, উমদাতুল ক্বারী, ১১/৮২পৃ. (১৯) মোবারকপুরী, মের'আত, ৪/৩৪৩পৃ. হাদিস,১৩১৬, (২০) জওজী, আল-ইল্লল মুতনাহিয়্যাত, ২/৭১পৃ. হাদিস,৯২২ (২১) তাহের পাটনী, তাযকিরাতুল মাওদ্বুআত, ১/৪৫পৃ. (২২) আবদুল হাই লাখনৌভী, ১/৮১পৃ. (২৩)কুস্তালানী, মাওয়াহেবে লাদুন্নীয়া, ৩/৩০০পৃ. (২৪) যুরকানী, শরহুল মাওয়াহেব,

উক্ত হাদীসের যে রাবী সম্পর্কে তাদের আপত্তি,প্রকৃতপক্ষে কী বলা হয়েছে তা রিযাল শাস্ত্রের ইমামগণের কিতাব দ্বারা তা আলোকপাত করা হল।

তৃতীয় রাবী :বাতিল পন্থীদের আপত্তি হল ইবনু আবি সাবরা কে নিয়ে, তার সম্পর্কে ইমাম যাহাবী (রহ.) বলেন,

الفقيه الكبير قاضى العراق أبو بكر ابن عبد الله ابن محمد ابن أبى سبرة الخ

-"তিনি অনেক বড় ফকীহ, ইরাকের কাযি ছিলেন।"[১]

ইমাম আবু দাউদ (রহ.) বলেন كان مفتى اهل المدينة -"তিনি মদিনা শরীফের মুফতী ছিলেন।"[২]

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! ইমাম আবু দাউদ (রহ.) এর মত এতবড় একজন ইমাম বললেন, তিনি মদিনা শরীফের মুফতি ছিলেন, আমি বলবো জাল হাদিস বানোয়াটকারী কীভাবে এতবড় ফকীহ হন? ইমাম যাহাবী (রহ.) উল্লেখ করেন, ইমাম ইউসূফ (রহ.) ওফাতের পর তিনি কাযী বা বিচারপতি ছিলেন। ইমাম যাহাবী উল্লেখ করেছেন, তিনি বিখ্যাত তাবেয়ী আ'রায, হযরত আতা ইবন রিবাহ (রহ.) সহ অনেক তাবেয়ী থেকে হাদিস শুনেছেন এবং তার থেকে ইমাম আব্দুর রায্যাক, ইমাম আবু আছেম (রহ.) সহ এক জামাত হাদিস শ্রাস্ত্রের ইমাম হাদিস শুনেছেন। যাহাবী বলেন, আব্বাস (রহ.) বর্ণনা করেন, আর তিনি ইয়াইয়া ইবন মুঈন থেকে শুনেছেন তিনি বলেছিলেন, লোকেরা তার নিকট হাদিস শ্রবণ করার জন্য গিয়েছিলেন, আর তাদেরকে তিনি বলেছিলেন আমার নিকট সত্তর হাজার হাদিস রয়েছে যা আমি বিখ্যাত তাবেয়ী ইমাম ইবন জুরাইয (রহ.) থেকে যেভাবে অর্জন করেছি সেভাবেও তোমরা আমার থেকে গ্রহন করলে করতে পারো অন্যথায় নয়।"[৩]

১০/৫৬১পৃ. (২৫) ইমাম রমলী, ফাতওয়ায়ে রমলী, ২/৭৯পৃ. (২৬) ইবনে হাজার মক্কী, ফাতওয়ায়ে ফিকহিয়্যাতুল কোবরা, ২/৮০পৃ. (২৭) মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ১২/৩১৪পৃ. হাদিস,৩৫১৭৭ (২৮) সূয়ুতী, জামেউস সগীর, ১/১৬৬৫পৃ. হাদিস,১৬৬৫ (২৯) জামিউল আহাদিস, ৩/৪৮৩পৃ. হাদিস,২৬২১ (৩০) শায়খ ইউসুফ নাবহানী, ১/১৩৮পৃ. হাদিস,১৪১৮ (৩১) দায়লামী, আল-ফিরদাউস, ১/২৫৯পৃ. হাদিস,১০০৭ (৩২) বায়হাকী, ফাযায়েলুল ওয়াক্ত, ১/১২২পৃ. হাদিস,২৪ (৩৩) আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুদ্-দ্বঈফাহ, ৫/১৫৪পৃ. হাদিস,২১৩২ (৩৪) আবদুল আযিয বিন বায, মাজমূউল ফাতওয়া,১/১৯০পৃ.

১ ইমাম যাহাবী : মিযানুল ইতিদাল : ৪/৪৬১ পৃ. রাবী নং- ১০৫১৭

২ ক. ইবনে হাজার আসকালানী : তাহযীবুত তাহযীব : ১২/২৭পৃ.
খ. ইমাম যাহাবী : মিযানুল ই'তিদাল : ৪/৪৬১ পৃ. তবে ইমাম বুখারী, ইমাম নাসায়ী আর কেউ কেউ তাকে দুর্বল বলেছেন বলে ইমাম যাহাবী উল্লেখ করেছেন।

৩. ইমাম যাহাবী : মিযানুল ইতিদাল : ৪/৪৬১ পৃ. রাবী নং- ১০৫১৭

আহলে হাদিস মুবারকপুরী ও আলবানীর দাবী হল- যে সালেহ ইবন আহমদ বলেছেন- كان يضع الحديث তিনি জাল হাদিস বানাতেন। আমি বলবো যে এটা শুধু একক তার অভিমত যা সকল গ্রহণযোগ্য মুহাদ্দিস এমনকি ইমাম বুখারী, আবু দাউদ, ইবন মুঈন সহ সবার বিপরীত। আর ইবন সালেহ এই সংবাদ তার পিতা থেকে শ্রবণ করেছেন বলে দাবী করেছেন। কিন্তু তার পিতা কে ? তা জানা যায় নি। একটি লক্ষনীয় বিষয় হলো আলবানী হাদিসটি জাল বলেছেন। অথচ আলবানীর দলের অনুসারী আবদুল আযিয বিন বায তার কিতাবে সনদটিকে দ্বঈফ বলেছেন। আলবানীর পূর্বে একজন মুহাদ্দিসও হাদিসটিকে জাল বলেননি। তবে ইমাম কুস্ত লানী,সুয়ূতি, যুরকানী, ইরাকী, কিনানী, ইবনে হাযার মক্কী, ইমাম ইবনে আবেদীন শামী সকলেই তাদেও স্ব স্ব গ্রন্থে দ্বঈফ বলেছেন; একজনও জাল বলেননি। ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ:) সহিহ সূত্রে হযরত আলী (রা:) বর্ণনা করেছেন।"[১] আমাদের বর্ননার জন্য এটাই দলিল।

২নং হাদিস ঃ

عَن ابْن عُمَرَ قَالَ: " خَمْسُ لَيَالٍ لَا تُرَدُّ فِيهِنَّ الدُّعَاءَ: لَيْلَةُ الجُمُعَةِ، وَأَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ، وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَلَيْلَتَي العِيدَيْنِ " -

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা:)রাসূল (সা:) ইরশাদ করেন, পাঁচ রাত্রির দোয়া আল্লাহ ফিরত দেন না। ১. জুমার রাত্র, ২. রজবের প্রথম রাত, ৩. **শাবানের ১৫ তারিখের রাত্র (শবে বরাত)** ৪-৫ দুই ঈদের রাত্র।"[২]এ হাদিসের সনদ সম্পর্কে বিস্তারিত কিতাবের শেষে দিকে আলোকপাত করা হয়েছে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল।

৩নং হাদিস ঃ

عَن الحَسَن، عَنْ عُثْمَانَ بْن أبي العَاص، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ نَادَى مُنَادٍ: هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ، هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ فَلَا يَسْأَلُ أَحَدٌ شَيْئًا إِلَّا أُعْطِيَ إِلَّا زَانِيَةً بِفَرْجِهَا أَوْ مُشْرِكٌ " – وقال محققه عدنان عبد الرحمن : اسناده حسن- مكتبة المنارة مكة المكرمة

১ ইমাম ইবনে হিব্বান : আস-সহীহ :হাদিস নং ১৩৮৮

২ ক. ইমাম আব্দুর রাজ্জাক : আল মুসান্নাফ : ৪/৩১৭ পৃ.হাদিস:৭৯২৭
খ. ইমাম বায়হাকী : শুয়াবুল ঈমান : ৫/২৮৮ পৃ.হাদিসঃ৩৪৪০
গ. ইমাম বায়হাকী : ফাযায়েল ওয়াক্ত : ১/পৃ-৩১১ : হাদিস : ১৪৯
ঘ. ইমাম বাজ্জার : আল মুসনাদ : হাদিস : ৭৯২৭
ঙ. সুয়ূতি: জামেউস সগীর : ১/৬১০ : হাদিস : ৮৩৪২,তিনি মুয়ায বিন জাবাল (রা.) এর সূত্রে।

-"হযরত ওসমান ইবনে আবুল আস (রা:) হতে বর্ণিত, মহানবী (সা:) ইরশাদ ফরমান, **শাবান মাসের চৌদ্দ তারিখ দিবাগত রাতে প্রথম আকাশে** একজন ঘোষক অবতরণ করে ডাকতে থাকে। কেউ ক্ষমা চাওয়ার আছ কি? চাইলেই ক্ষমা করা হবে। কেউ কিছু চাওয়ার আছ কি? তাকে দেয়া হবে। যা চাওয়া হবে তাই দেয়া হবে শুধু জিনাকারী ও আল্লাহর সাথে শরীককারী ব্যক্তি এ সৌভাগ্য লাভ করবে না।"[১] আল্লামা আদনান (রহ:) হাদিসটিকে "হাসান" বলেছেন।

৪নং হাদিস ঃ

عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: فَقَدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَخَرَجْتُ طَلَبُهُ، فَإِذَا هُوَ بِالبَقِيعِ رَافِعٌ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ. فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ؟» قَالَتْ، قُلْتُ: وَمَا بِي ذَلِكَ، وَلَكِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعَرِ غَنَمِ كَلْبٍ»

-"উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক রাতে আমি রাসূলে আকরাম (সা:) কে হারিয়ে ফেললাম। অর্থাৎ- মধ্যরাতে তাঁকে আমি বিছনায় দেখতে পেলাম না। এ সময় ঘর ছেড়ে গিয়ে তিনি জান্নাতুল বাকীতে অবস্থান করতে ছিলেন। (এবং এ সময় মুনাজাত রোনাজারীতে মশগুল ছিলেন) আমাকে লক্ষ করে তিনি বলেন তুমি কি এ ভয় করছ যে, আল্লাহ ও রাসূল তোমার প্রতি জুলুম করেছেন? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা:)! আমি ধারণা করেছি আপনি আপনার পবিত্র বিবিদের থেকে কারো গৃহে অবস্থান করতেছেন। তখন তিনি বলেন, **আল্লাহ তায়ালা অর্ধ শাবান (শবে বরাত) এর রজনীতে দুনিয়ার আসমানে** নেমে আসেন (রহমত নেমে আসে) এরপর বনী কালীবের বকরির পশমের সংখ্যার চেয়েও অধিক বান্দাকে ক্ষমা করেন।"[২]

১ (১) ইমাম বায়হাকী : শুয়াবুল ঈমান : ৫/৩৬২পৃ. হাদিস : ৩৫৫৫ (২) ইমাম বায়হাকী : ফাযায়েলে ওয়াক্ত : পৃ- ১২৪ : হাদিস : ২৫ (৩) সাহল বিন শাকের আল-খারাতী, মুসাভীউল আখলাক, ১/২২৬পৃ. হাদিস,৪৬৭ (৪) শায়খ ইউসুফ নাবহানী, ফতহুল কাবীর, ১/১৩৯পৃ. হাদিস,১৪১৯ (৫) মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ১২/৩১৪পৃ. হাদিস,৩৫১৭৮ (৬) সালিম জাররার, ইমা ইলা যাওয়াইদ, ৫/১৮পৃ. হাদিস,৪২৩৭ (৭) সুয়ূতি, জামিউস সগীর, ১/১৬৬৬পৃ. হাদিস,১৬৬৬ (৮) আলবানী, দ্বঈফু জামে, হাদিস,৬৫৩

২ (১) ইমাম তিরমিযী : আস সুনান : ৩/১১৫ পৃ. হাদিস : ৭৩৯(২) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল : আল-মুসনাদ : ১৮/১১৪ : হাদিস : ২৫৮৯৬ (৩) ইমাম আবি শায়বাহ : আল-মুসান্নাফ : ১০/৪৩৮ : হাদিস : ৯৯০৭(৪) ইমাম ইবনে মাজাহ : আস-সুনান :১/৪৪৪ পৃ. হাদিস : ১৩৮৯ (৫) ইমাম বগভী : শরহে সুন্নাহ : ৪/১২৬ : হাদিস : ৯৯২ (৬) ইমাম ইবনে মুনযিরী : আত্ তারগীব ওয়াত তারহীব : ৪/২৪০ : হাদিস : ২৪ (৭) ইমাম ইবনে ইসহাক রাহবিয়্যাহ : আল মুসনাদ : ২/৩২৬ : হাদিস : ৮৫০ও ৩/৯৭৯পৃ.হাদিস,১৭০০ (৮) শায়খ খতিব তিবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ : ২/২৫৩ পৃ: হাদিস : ১২৯৯ (৯) ইমাম বায়হাকী : ফাযায়েলুল ওয়াক্ত,১/১৩০পৃ.হাদিস,২৮ (১০) আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী :

সনদ পর্যালোচনা ঃ

আল্লামা ইমাম মুনযিরী (রহিমাহুল্লাহ) "তারগীব" গ্রন্থে এবং আহলে হাদীসের অন্যতম আলেম মোবারকপুরী উক্ত হাদিস সম্পর্কে বলেন,

اخرجه البزار و البيهقى با اسناد لا باس به كذا فى ترغيب و الترهيب للمنذرى في باب الترهيب من الهاجر- تحفة الاحوذي, باب: ما جاء النصف من الشعبان:3/440 –الرقم: 736

-"উক্ত হাদিসটি ইমাম বায্যার (রহিমাহুল্লাহ) ও ইমাম বায়হাকী (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন। উক্ত সনদটি لا باس به অর্থাৎ- উক্ত হাদীসের সনদে কোন অসুবিধা নেই। অনুরূপ বলেছেন ইমাম মুনযির (রহিমাহুল্লাহ) স্বীয় 'তারগীব ওয়াত তারহীব' গ্রন্থে।"[১]

অপরদিকে ইমাম তিরমিযী উক্ত হাদিসটি বর্ণনার পর বলেন,

و قال ابو عيسى الترمذى: و في الباب عن ابى بكر الصديق-

-"ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ পরিচ্ছেদে (এ বিষয়ে) হযরত আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে হাদিস বর্ণিত হয়েছে।"[২]

হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর উক্ত হাদিস প্রসঙ্গে মোবারকপুরী আরো বলেন,

رواه البيهقى و قال: هذا مرسل جيد: تحفة الاحوذى: 3/441

-"উক্ত হাদিসটি ইমাম বায়হাকী (রহিমাহুল্লাহ)ও একটি সনদে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বায়হাকী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, উক্ত হাদিসটি মুরসাল, তবে শক্তিশালী সনদ।"[৩] আল্লামা ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়ুতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, هذا حديث حسن-"উক্ত হাদিসটি সনদের দিক দিয়ে হাসান পর্যায়ের।"[৪]

মিরকাতুল মাফাতীহ : ৩/৩৪০ পৃ: হাদিস : ১২৯৯ (১১) ইমাম কুরতুবী : তাফসীরে কুরতুবী : ১৬/১২৬-১২৭ পৃ.(১২) সুয়ূতি : আল-জামেউস সগীর : ১/১৪৬ পৃ. হাদিস : ১৯৪২ (১৩) আব্বাস আল-মাক্কী ফিকহী, আখবারুল মক্কা, ৩/৬৬পৃ. হাদিস,১৮০৬ও ১৮৪০ (১৪) শায়খ ইউসুফ নাবহানী,ফতহুল কাবীর, ১/১৩৯পৃ. হাদিস, ১৪২০ (১৫-১৬) মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৩/৪৬৪পৃ. হাদিস, ৭৪৫০,ও ১২/৩১৪পৃ. হাদিস,৩৫১৭৯ (১৭) মুত্তাকী হিন্দী, ইকমাল. ১২/৩১৫ পৃ.হাদিস,৩৫১৮,(১৮) মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ১২/৩১৫পৃ. হাদিস,৩৫১৮৪ (১৯) সুয়ূতি, জামেউস সগীর,১/১৬৬৭পৃ. হাদিস,১৬৬৭ ও জামিউল আহাদিস,৩/৪৮৫পৃ. হাদিস,২৬২৪ (১৩) আলবানী : দ্বঈফু মিশকাত : হাদিস : ১২৯৯,দ্বঈফু জামে,হাদিস,৬৫৪,তিনি বলেন সনদটি দ্বঈফ।

১ ক.মোবারকপুরী,তুহফাতুল আহওয়াজী,৩/৪৪০পৃ.হাদিস,৭৩৬
খ.ইমাম মুনযিরী,আত্-তারগীব ওয়াত তারহীব,৪/২৪০পৃ.

২ ক.তিরিমিযী,আস্-সুনান,৩/১১৫পৃ.হাদিস,৭৩৯
ক.মোবারকপুরী,তুহফাতুল আহওয়াজী,৩/৪৪০পৃ.হাদিস,৭৩৬

৩ ক.মোবারকপুরী,তুহফাতুল আহওয়াজী,৩/৪৪০পৃ.হাদিস,৭৩৬

৪ সুয়ূতি,আল-জামেউস সগীর,১/১৪৬পৃ.হাদিস,১৯৪২

পরিশেষে বলতে চাই, যেহেতু উক্ত হাদিসটি হক্কানী মুহাদ্দিসগণ গ্রহণযোগ্য বলেছেন, সেহেতু আহলে হাদিস আলবানীর যঈফ বালার কোন ভিত্তি নেই।

৫নং হাদিস ঃ

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:«يَطَّلِعُ اللهُ إِلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، إِلَّا لِمُشْرِكٍ، أَوْ مُشَاحِنٍ» ". -

-"হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা **শাবান মাসের ১৫ তারিখ অর্থাৎ (শবে বরাত) এর রাতে** সমস্ত মাখলুকাতের দিকে রহমতের নজরে তাকান। সমস্ত মাখলুকাতকে আল্লাহ তায়ালা মাফ করে দিবেন। তবে মুশরিক ও হিংসুক ব্যতীত।"[১]

সনদ পর্যালোচনা ঃ

আল্লামা ইবনে হাযার হাইসামী (রহিমাহুল্লাহ) উক্ত হাদিস সম্পর্কে বলেন :

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الكَبِيرِ وَالأَوْسَطِ وَرِجَالُهُمَا ثِقَاتٌ. - (مجمع الزوائد:٨/٦٥)

-"উক্ত হাদিসটি ইমাম তাবরানী "মু'জামুল কবীর" ও "মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন উক্ত হাদিসটির সমস্ত রাবী সিকাহ বা বিশুদ্ধ।"[২]

মুয়ায বিন জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর উক্ত হাদিস সম্পর্কে ইমাম মুনযির এবং আহলে হাদীসের অন্যতম আলেম মোবারকপুরী বলেন,

১ (১) ইমাম বায়হাকী : শুয়াবুল ঈমান : ৫/৩৬০পৃ.: হাদিস : ৩৫৫২ এবং ৬৬২৮ (২) ইমাম আবু নুঈম : হুলিয়াতুল আউলিয়া : ৪/২২২পৃ, (৩) ইমাম ইবনে মুনযিরী : তারগীব ওয়াত্তারহীব : ২/২২ হাদিস : ১৫১৭, দারুল ইবনে হায়সামী, মিশর,(৪) ইমাম তাবরানী : মুজামুল কবীর : ১/১৪২ পৃ.: হাদিস : ২১৫(৫) ইমাম ইবনে হিব্বান : আস-সহীহ : ১২/৪৮১ পৃ. : হাদিস : ৫৬৬৫(৬) ইমাম বায়হাকী : ফাযায়েলে ওয়াক্ত, ১/১১৮পৃ. হাদিস :২২ (৭) ইমাম তাবরানী : মু'জামুল আওসাত : ৭/৩৬পৃ. হাদিস : ৬৭৭৬ (৮) ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউয যাওয়াইদ : ৮/৬৫ পৃ.হাদিস,১২৯৫৬ (৮) আলবানী : সহিহুত তারগীব : হাদিস : ১৫১৭, তিনি বলেন হাদিসটি হাসান, সহীহ (৯) ইবনে আছিম,আস্-সুন্নাহ,১/২২৪পৃ. হাদিস,৫১২ (১০) ইবনে আসাকীর, তারীখে দামেস্ক,৫৪/৯৭পৃ. (১১) তাবরানী, মু'জামুল কাবীর,২০/১০৮পৃ.হাদিস,২১৫ (১২-১৩) ও মুসনাদিস্-শামীন, ১/১২৮পৃ.হাদিস,২০৩ও ৪/৩৬৫পৃ. হাদিস,৩৫৭০ (১৪) আবু নুঈম ইস্পাহানী, হুলিয়াতুল আউলিয়া, ৫/১৯১পৃ. (১৫) বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, ৯/২৪পৃ. হাদিস,৬২০৪ (১৬-১৮) সাজারী, তারতীবুল আমালি,১/৩৭২পৃ. হাদিস,১৩২০ ও ২/৪৫পৃ. হাদিস,১৫২৫ ও ২/১৪০পৃ. হাদিস,১৮৮১ (১৯) হাইসামী, মাওয়ারিদুয্-যামান,১/৪৮৬পৃ. হাদিস,১৯৮০, (২০) দারেকুতনী, আল-নুযুল,১/১৫৮পৃ.হাদিস,৭৭, (২১) মিয্যী, তুহফাতুল আশরাফ বি মা'রিফাতুল আতরাফ, ৬/৪২০পৃ. হাদিস,৯০০৬ (২২) মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল,৩/৪৬৮পৃ. হাদিস,৭৪৬৪ (২৩) সালিম জার্‌রার, ইমা ইলা যাওয়াইদ, ৫/৫১৭পৃ. হাদিস,৫০৭২ (২৪) ইবনে কাসীর,জামিউল মাসানিদ,৭/৫৩০পৃ. হাদিস,,৯৬৯৭ (২৫) আহলে হাদিস নাসিরুদ্দীন আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুল সহিহাহ, ৩/১৩৫পৃ. হাদিস,১১৪৪,তিনি বলেন সনদটি সহিহ।

২ আল্লামা ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউয যাওয়াইদ : ৮/৬৫ পৃ:

و قال منذرى و الترغيب بعد ذكره : رواه الطبرانى في الاوسط و ابن حبان في صحيحه و البيهقي ..... باسناد لا باس به- تحفة الاحوذى:3/441

-"ইমাম মুনযির (রাহিমাহুল্লাহ) তার তারগীব গ্রন্থে হাদিসটি উল্লেখের পর বলেন, ইমাম তাবরানী তার মু'জামুল আওসাতে, ইমাম ইবনে হিব্বান তার আস সহিহ গ্রন্থে এবং ইমাম বায়হাকী (রাহিমাহুল্লাহ) স্বীয় গ্রন্থে বর্ণনা করেন। উক্ত হাদিসটির সনদ لا باس به অর্থাৎ- সনদে কোন অসুবিধা নেই।"[১]

৬ নং হাদিস ঃ

عَنْ أَبِي بَكْرٍ - يَعْنِي الصِّدِّيقَ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:

" «إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يَنْزِلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ مُشْرِكٍ، أَوْ مُشَاحِنٍ لِأَخِيهِ» ". -

-"হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, যখন **১৫ই শাবান রাত (শবে বরাত) তখন আল্লাহ** পৃথিবীর আকাশে রহমতের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন এবং সকল শ্রেণীর বান্দাদের ক্ষমা করেন, একমাত্র মুশরিক ও মুসলমান ভাইয়ের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীকে ছাড়া।"[২]

সনদ পর্যালোচনা ঃ

আল্লামা ইবনে হাযার হাইসামী (রাহিমাহুল্লাহ) উক্ত হাদিস সম্পর্কে বলেন,

رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، وَلَمْ يُضَعِّفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ. - (مجمع الزوائد:٦٥/٨)

-"উক্ত হাদিসটি ইমাম বায্যার বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবি হাতেম (রাহিমাহুল্লাহ) "আল জরাহ ওয়াত তা'দিল" গ্রন্থে উক্ত হাদীসে আব্দুল মালিক সম্পর্কে বলেন, উক্ত রাবীও দুর্বল নয় এবং বাকী সব বর্ণনাকারীও সিকাহ বা বিশুদ্ধ।"[৩]

উক্ত হাদীসে একজন রাবী দূর্বল ধরে নেয়া হলেও হাদিসটি "হাসান", অপরদিকে উক্ত রাবী দুর্বল নয়, যা ইমাম আবু হাতেম রায় দিয়েছেন। আর ইমাম হাইসামী (রাহিমাহুল্লাহ) তা গ্রহণ করেছেন।

১ মোবারকপুরী : তুহফাতুল আহওয়াজী : ৩/৪৪১ পৃ. হাদিস : ৭৩৬

২ (১)ইমাম বায্যার : আল মুসনাদ : ১/২০৬পৃ : হাদিস : ১০৩ এবং ১/১৫৭পৃ.হাদিস,৮০(২)ইমাম ইবনে মুনযিরী : আত-তারগীব ওয়াত তারহীব : ৪/২৩৮৭ পৃ.(৩) ইমাম ইবনে আদি : আল-কামিল : ৫/১৯৪৬ পৃ.(৪) ইমাম বায়হাকী : শুয়াবুল ঈমান : ৩/৩৮০ : হাদিস : ৩৮২৭(৫) ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউয যাওয়াইদ : ৮/৬৫ পৃ: হাদিস,১২৯৫৬ (৬) হাইসামী,কাশফুল আশতার, ২/৪৩৫পৃ. হাদিস,২০৪৪ (৭)সুয়ূতি, জামিউল আহাদিস, ৩/৪৮৬পৃ. হাদিস,২৬২৫

৩ আল্লামা ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউয যাওয়ায়েদ : ৮/৬৫ পৃ

হযরত আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণিত হাদিস প্রসঙ্গে আহলে হাদীসের অন্যতম আলেম মোবারকপুরী ইমাম মুনযিরের রায়কে এভাবে বর্ণনা করেন-

رواه البزار و البيهقي من حديث ابي بكر صديق رضي الله عنه باسناد لا باس به-تحفة الاحوذى: 3/441

-"ইমাম বায্যার (রাহিমাহুল্লাহ), ইমাম বায়হাকী (রাহিমাহুল্লাহ) হযরত আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদীসের সনদটি لا باس به -"উক্ত হাদীসের সনদে কোন অসুবিধা নেই।"[১] অতএব বুঝা গেল হাদিসটির সনদ বিশুদ্ধ।

৭নং হাদিস ঃ

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:

" «يَطَّلِعُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ إِلَّا لِاثْنَيْنِ: مُشَاحِنٍ، وَقَاتِلِ نَفْسٍ» ".

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, **শাবানের মধ্য রজনীতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্টির প্রতি বিশেষ** করুনার দৃষ্টি প্রদান করেন এবং তাঁর সকল বান্দাকে ক্ষমা করে দেন, কিন্তু দুই শ্রেণীর মানুষ ব্যতীত। বিদ্বেষ পোষণকারী ও আত্ম হত্যাকারী।"[২]

সনদ পর্যালোচনা ঃ

উক্ত হাদিস সম্পর্কে আল্লামা হাফেয ইবনে হাযার হাইসামী বলেন :

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَهُوَ لَيِّنُ الْحَدِيثِ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ وُثِّقُوا. - (مجمع الزوائد:٦٥/٨)

-"উক্ত হাদিসটি আহমদ বিন হাম্বল (রাহিমাহুল্লাহ) মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেন, উক্ত হাদীসে একজন রাবী "ইবনে লাহিয়া" তিনি হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে লীন তথা নরম প্রকৃতির, উক্ত হাদীসের বাকী সকল রাবী মজবুত বা শক্তিশালী।"

আল্লামা হাইসামী উক্ত রাবী সম্পর্কে অন্য স্থানে আরো বলেন,

رواه ابن لهيعه وفيه ضعف وهو حسن الحديث (مجمع الزوائد:١٠٢/٨)

১ মোবারকপুরী : তুহফাতুল আহওয়াজী : ৩/৪৪১ পৃ. হাদিস : ৭৩৬

২ (১) ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : আল-মুসনাদ : ৮/৬৫পৃ. হাদিস :১২৯৬১ (২) ইমাম ইবনে মুনযিরী : আত-তারগীব ওয়াত তারহীব : ৪/২৩৯(৩) খতীব তিবরীজী : মিশকাতুল মাসাবীহ : ২/২৫৫ পৃ. হাদিস : ১৩০৭(৪) ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউয যাওয়াইদ : ৮/৬৫ পৃষ্ঠা, হাদিস,১২৯৬১ (৫) মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৩/৪৬৭পৃ. হাদিস,৭৪৬৫

-"বর্ণনাকারী ইবনে লাহিয়া কিছুটা দুর্বল হলেও তার বর্ণিত উক্ত হাদিসটি "হাসান" পর্যায়ের।"[১]

আল্লামা ইবনে হাযার হাইসামী (রহ.) তার সম্পর্কে অন্য স্থানে আরো বলেন,

رواه الطبراني ...... رجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة و هو حسن الحديث

-"উক্ত হাদিসটি মুহাদ্দীস ইমাম তাবরানী (রহ.) বর্ণনা করেছেন .... উক্ত হাদীসের সমস্ত রাবী (বুখারী, মুসলিমের ন্যায়) সিকাহ বা বিশ্বস্ত, হ্যাঁ তবে ইবনে লাহিআহ ছাড়া। তার উক্ত হাদিসটি হাসান পর্যায়ের।[২]

আল্লামা ইবনে হাযার হাইসামী অন্য স্থানে তার ব্যাপারে বলেন,

و فيه ابن لهيعة و قد احتج به غير واحد- مجمع الزوائد: 1/12

-"উক্ত হাদীসে ইবনে লাহিয়া'আ রাবী রয়েছেন। আর তাঁর থেকে অনেক মুহাদ্দীস দলীল গ্রহণ করেছেন।"[৩]

উক্ত রাবী সম্পর্কে ইমাম আহমদ ইবনে সালেহ (রহ.) বলেন,

ابن لهيعة ثقة و ما روى من الاحاديث فيها تخليط يطرح ذلك التخليط- تهذيب التهذيب: 5/331

-"বর্ণনাকারী ইবনে লাহি'আহ সিকাহ বা বিশ্বস্ত রাবী। তবে তার থেকে বর্ণিত হাদিসগুলো সংমিশ্রিত আছে (অর্থাৎ- সহিহ, হাসান, দ্বঈফ সব মিলিয়েই রয়েছে)।"[৪]

ইমাম ইবনে ওয়াহাব (রহ.) বলেন,

حدثني و الله الصادق البار عبد الله ابن لهيعة-

-'আল্লাহর কসম আমার নিকট বর্ণনা করা হয়েছে, আব্দুল্লাহ ইবনে লাহিয়া হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে সত্যবাদী এবং সৎ ব্যক্তি।"[৫]

শুধু তাই নয় বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনে হিব্বান (রা.) বলেন, وكان صالحا অর্থাৎ- তিনি ছিলেন হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে সৎ বা নেককার লোক।[৬]

১ আল্লামা ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউয যাওয়াইদ : ৮/১০২ পৃ. এবং ১০/১৭০ পৃ.
২ আল্লামা ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউয যাওয়াইদ : ১০/১৭০ পৃ.
৩ আল্লামা ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউয যাওয়াইদ : ১/১৬ পৃ.
৪ ইবনে হাজার আসকালানী : তাহযীবুত তাহযীব : ৫/৩৩১ পৃ.
৫ ক.ইমাম যাহাবী,মিযানুল ই'তিদাল,২/৩৬৮পৃ.ক্রমিক.৪৯০৭
খ.ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযীবুত-তাহযীব,৫/৩২৯পৃ.
৬ ক.ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল,২/৩৬৮পৃ. ক্রমিক.৪৯০৭

বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম আবু দাউদ বলেন,

سمعت احمد يقول: ما كان محدث مصر الا ابن لهيعة –

-"আমি ইমাম আহমদকে বলতে শুনেছি, মিশরের মধ্যে ইবনে লাহিয়ার মত মুহাদ্দীস ছিল না।"

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) তার প্রশ্নের উত্তরে আরো বলেন,

سمعت ابا عبد الله يقول: ما حديث ابن لهيعة بحجة و انى لا اكتب كثيرا مما اكتب العتبر به و يقوى بعضه بعضا- ميزان الاعتدال: 2/368 : رقم:4907

-"আমি আবু আব্দুল্লাহ (রা.)-কে বলতে শুনেছি, তার হাদিস হুজ্জাত নয় আর আমি তার অধিকাংশ হাদিস লিপিবদ্ধ করিনি। শুধু ঐগুলোই লিপিবদ্ধ করেছি যেগুলো তার অপর আরেক বর্ণনা দ্বারা শক্তিশালী করেছে।"[১]

শুধু তাই নয়, ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রহ.) বলেন, كان عند ابن لهيعة الاصول و عندنا الفروع-

-"ইবনে লাহিয়া এর নিকট ছিল اصول বা হাদীসের মূল ভিত্তি (কারণ তিনি ছিলেন মিশরের কাযি বা বিচারপতি), আর আমাদের নিকট হল তাঁর শাখা-প্রশাখা।"[২]

এমনকি আহলে হাদীসের অন্যতম গুরু নাসির উদ্দিন আলবানী তার "সিলসিলাতুল আহাদিসুস সহিহাহ" গ্রন্থের ৩/১৩৬ পৃষ্ঠায় উক্ত হাদিসকে "হাসান" বলেছেন।

৮নং হাদিস ঃ

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ» ، -

-'হযরত আবু মুসা আল আশআরী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন যে, **নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা শাবানের ১৫ তারিখ রাতে সমস্ত সৃষ্টির** দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকান এবং তাদের ক্ষমা করেন, হ্যা তবে মুশরিক ও হিংসুক ব্যতীত।"[৩]

১ ক.ইমাম যাহাবী,মিযানুল ই'তিদাল,২/৩৬৮পৃ. ক্রমিক.৪৯০৭
২ ক.ইমাম যাহাবী,মিযানুল ই'তিদাল,২/৩৬৮পৃ. ক্রমিক.৪৯০৭
৩ (১) ইমাম ইবনে মাজাহ : ১/৪৪৫ পৃ. হাদিস,১৩৯০ (২)ইমাম আবু বকর কেনানী : মিসবাহুজ জুযযায়াহ্ : ১/৪৪৬ : হাদিস : ৪৮৭ (৩) বায়হাকী : শুয়াবুল ঈমান : ৩/৩৮২পৃ. (৪) ইমাম বায়হাকী : ফাযায়েলে ওয়াক্ত : ১/১৩২পৃ.হাদিস,২৯ (৫) খতিব তিবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ : ১/৪০৯পৃ. : হাদিস :১৩০৬ (৬) মোল্লা আলী ক্বারী, মিরকাত, ৩/৩৪৮পৃ. (৭) ইবনে মুনযিরী, আত্-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৪/২৪০পৃ. (৮-৯) মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ১২/৩১৫পৃ. হাদিস,৩৫১৮২ ও ১২/৩১৩পৃ. হাদিস,৩৫১৭৪, (১০) যায়লাঈ, তাখরীজে আহাদিসুল আছার, ৩/২৬৫পৃ. (১১) ইবনে কাসির, জামিউল মাসানীদ ওয়াল সুনান, ১০/২৮২পৃ.হাদিস,১৩০৭৬, (১২) ইবনে হাজার হাইসামী, মাযমাউয যাওয়াইদ,

সনদ পর্যালোচনা ঃ

আহলে হাদীসের অন্যতম আলেম মোবারকপুরী ইমাম মুনযিরের সূত্রে উক্ত হাদিস সম্পর্কে বলেন,

رواه ابن ماجه من حديث ابي موسى الاشعرى باسناد لا بأس به

-"ইমাম মুনযির বলেন, উক্ত হাদিসটি ইমাম ইবনে মাযাহ হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন। উক্ত হাদীসের সনদটি لا بأس به অর্থাৎ- তার মধ্যে কোন অসুবিধা নেই।"[১]

অপরদিকে ইবনে মাযাহ আরেকটি সূত্র আছে বলে উল্লেখ করেছেন।

৯নং হাদিস ঃ

(٩) وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:«يَطَّلِعُ اللَّهُ إِلَى عِبَادِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيُمْهِلُ الْكَافِرِينَ، وَيَدَعُ أَهْلَ الْحِقْدِ لِحِقْدِهِمْ حَتَّى يَدَعُوهُ» ".-

-"হযরত আবু ছালাবাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী (ﷺ) ইরশাদ করেন, আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের **প্রতি শাবানের মধ্য রজনীতে (শবে বরাত)** করুনা ভরা হৃদয়ে ক্ষমার দৃষ্টিতে তাকান, ফলে মুমিনদের ক্ষমা করে দেন এবং কাফিরদেরকে ঈমান আনার সুযোগ দেন, আর হিংসুকদেরকে তাদের হিংসার মাঝে ছেড়ে দেন, যতক্ষণ না তারা তাদের হিংসা বিদ্বেষ ত্যাগ করে।"[২]

৮/৬৫পৃ. হাদিস,১২৯৬০ (১৩) কেনানী, মিসবাহুয্যুজ্জাহ, ২/১০পৃ. হাদিস,৮০ (১৪) শায়খ ইউসুফ নাবহানী, ফতহুল কাবীর, ১/৩২১পৃ. হাদিস,৩৪৬২, (১৫) মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ১২/৩১৩পৃ. হাদিস,৩৫১৭১ (১৬) সুয়ূতি, জামেউস সগীর, ১/২৭০০পৃ. হাদিস,২৭০০ (১৭) আলবানী, সহিহুল জা'মে, হাদিস,১৮১৯, ও ৭৭১,১৮৯৮ তিনি বলেন সনদটি 'হাসান',সিলসিলাতুল আহাদিসুল সহিহা,হাদিস,১১৪৪

১ ক. মোবারকপুরী : তুহফাতুল আহওয়াজী : ৩/৪৪১ পৃ.
খ. ইমাম ইবনে মুনযিরী : আত-তারগীব ওয়াত তারহীব : ৪/২৪০ পৃ.

২ (১) ইমাম বায়হাকী : সুনানে সগীর : ২/১২২পৃ. : হাদিস : ১৪২৬ (২) ইমাম মুনযিরী : আত-তারগীব ওয়াত তারহীব : ৪/২৪০ : হাদিস : ২২ (৩) ইমাম বায়হাকী : ফাযায়েলে ওয়াক্ত : ১/পৃ- ১২০ : হাদিস : ২৩ (৪) ইমাম বায়হাকী : শুয়াবুল ঈমান : ৫/৩৫৯পৃ. হাদিস,৩০৫৫১ (৫) ইমাম তাবরানী : মু'জামুল কবীর, (৬) ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউয যাওয়াইদ : ৮/৬৫ পৃষ্ঠা, হাদিস,১২৯৬২ (৭) আবি আছিম,আস্-সুন্নাহ, ১/২২৩পৃ. হাদিস,৫১১ (৮) শায়খ ইউসুফ নাবহানী, ফতহুল কাবীর, ১/১৩৮পৃ. হাদিস,১৪১৭ (৯) মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৩/৪৬৪পৃ. হাদিস,৭৪৫১ (১০) ও ১২/৩১৫পৃ. হাদিস,৩৫১৮৩, (১১) সুয়ূতি, জামেউস সগীর, ১/৭৭৩পৃ, হাদিস,৭৭৩ (১২) ও তাঁর জামিউল আহাদিস, ৩/৪৮৩পৃ. হাদিস,২৬২০ ও ৮/২৭২পৃ. হাদিস,৭২৮৩ (১৩) ইবনে কূনী,আল-মুসনাদ,১/১৬০পৃ. (১৪) ইবনে কাসীর, জামিউল মাসানীদ ওয়াল সুনান,৭/৫৩০পৃ. হাদিস,৯৬৯৬ (১৫) ইবনে হাজার আসকালানী, ইত্তিহাফুল মুহরাহ, ১৩/২৮৩পৃ. হাদিস,১৬৭২৯ (১৬) সালিম জাররার,ইমা ইলা যাওয়াইদ, ৬/১২৫পৃ. হাদিস,৫৩৮৫ (১৭) আলবানী,সহিহাহ,৪/৮৬পৃ. হাদিস,১৫৬৩, তিনি বলেন সনদটি 'হাসান'।

সনদ পর্যালোচনা ঃ

উক্ত হাদিস সম্পর্কে আল্লামা ইবনে হাযার হাইসামী (রাঃ) বলেন,

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ الْحَوْصُ بْنُ حَكِيمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ.- (مجمع الزوائد:٨/٦٥)

-"ইমাম তাবরানী (রাঃ) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, উক্ত সনদে "আহওয়াছ ইবনে হাকীম" তিনি দুর্বল রাবী বাকী সব রাবী সিকাহ বা বিশ্বস্ত।"[১]

উক্ত হাদীসে একজন রাবী দুর্বল হওয়াতে হাদিসটি দুর্বল হতে পারে না। বরং অন্যান্য ইমামগণ তাকে সিকাহ বলেছেন।

আহলে হাদীসের অন্যতম আলেম মোবারকপুরী ইমাম মুনযিরের বক্তব্যকে এভাবে উল্লেখ করেন-

ايضا عن مكحول عن ابي ثعلبة رضي الله عنه ..... قال البيهقي: و هو ايضا بين مكحول و ابي ثعلبة مرسل جيد- تحفة الاحوذى: 3/442

-"বর্ণনায় এসেছে হযরত মেকহুলী হযরত সা'আলাবাহ (রাঃ) এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বায়হাকী (রাঃ) উক্ত হাদিস সম্পর্কে বলেন, উক্ত সনদ মুরসাল, তবে সনদটি শক্তিশালী।"[২]

১০নং হাদিস ঃ

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :«إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، يَغْفِرُ اللَّهُ لِعِبَادِهِ، إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ»-

-"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, আঁকা (ﷺ) ইরশাদ ফরমান, যখন **শাবানের ১৫ই তারিখের রাত আগমন করে** তখন আল্লাহ তা'য়ালা ঈমানদার বান্দাদেরকে ক্ষমা করে দেন, শুধু মুশরিক (আল্লাহর সাথে শরীককারী) ও হিংসুক ব্যতীত।"[৩]

সনদ পর্যালোচনা ঃ

১ আল্লামা নুরুদ্দীন ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউয যাওয়াইদ : ৮/৬৫ পৃ.

২ ক. মোবারকপুরী : তুহফাতুল আহওয়াজী : ৩/৪৪২ পৃ. হাদিস : ৭৩৬
খ. ইমাম মুনযির : আত-তারগীব ওয়াত তারহীব : ৪/২৪০ পৃ.

৩ (১)ইমাম বায্যার : আল মুসনাদ : ১৬/১৬১পৃ. : হাদিস :৯২৬৮ (২) ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউয যাওয়াইদ,হাদিস, ৮/৬৫পৃ. হাদিস,১২৯৫৮ (৩) সুয়ূতি, জামিউল আহাদিস, ৩/৪৮৪পৃ. হাদিস,২৬২৩, (৪) খতিবে বাগদাদ, তারীখে বাগদাদ, ১৪/২৮৫পৃ. (৫) ইবনে যওজী, আল-ইল্লুল মুতনাহিয়্যাহ, ২/৫৬০পৃ. হাদিস,৯২১ (৬) ইমাম তবারী, শরহে উসূলুল আকায়েদ, ৩/৪৯৫পৃ. হাদিস,৭৬৩, হাইসামী, কাশফুল আশতার, ২/৪৩৬পৃ. হাদিস,২০৪৬

আল্লামা হাইসামী উক্ত হাদিসটি বর্ণনা করে বলেন-

رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَلَمْ اعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.-

-"উক্ত হাদিসটি ইমাম বায্যার (رحمه الله) 'মুসনাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করেন, তার বর্ণনাকারীদের একজন "হিশাম ইবনে আব্দুর রহমান" তার সম্পর্কে আমি পরিচিত বা অবগত নই, বাকী সব রাবী মজবুত ও সিকাহ বা বিশ্বস্ত। অতএব একজনের জন্য হাদিস যঈফ হবে না; বরং "হাসান"।"

১১ নং হাদিস ঃ

(১১) وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:

" «يَطَّلِعُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لَهُمْ كُلِّهِمْ، إِلَّا لِمُشْرِكٍ، أَوْ مُشَاحِنٍ» ".-

-"হযরত আওফ বিন মালেক আশজারী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রাসূলে খোদা (ﷺ) ইরশাদ করেন, আল্লাহ **তাবারাকা ও তায়ালা ১৫ই শাবানের রাত্রে (শবে বরাত)** সকল ঈমানদার বান্দাদেরকে ক্ষমা করে দেন। তবে মুশরিক এবং হিংসুক ব্যতীত সবাইকে।"[১]

সনদ পর্যালোচনা ঃ

আল্লামা হাইসামী উক্ত হাদিসটি সংকলন করে বলেন-

رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ انْعُمٍ، وَثَّقَهُ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَضَعَّفَهُ جُمْهُورُ الْأَئِمَّةِ، وَابْنُ لَهِيعَةَ لَيِّنٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.-

-"উক্ত হাদিসটি ইমাম বায্যার তার মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, উক্ত সনদে "আব্দুর রহমান বিন যিয়াদ বিন আনআম" ইমাম আহমদ বিন সালেহ এর মত তিনি সিকাহ আবার কিছু মুহাদ্দিসের কাছে তিনি দুর্বল রাবী এবং ইবনে লাহিয়া হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে নরম প্রকৃতির।"[২]

একজন রাবী দ্বঈফ হওয়াতে হাদিসটির সম্পূর্ণ সনদটি দুর্বল হবে না বরং "হাসান" হবে যা কিতাবের শুরুতে আমি আলোচনা করে এসেছি। অপরদিকে উক্ত রাবী দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। আর ইবনে লাহিয়াহ এর ব্যাপারে ৭নং হাদীসে আলোচনা হয়েছে।

১ (১)ইমাম বায্যার : আল-মুসনাদ :৭/১৮৬পৃ.হাদিস,২৭৫৪ (২) ইবনে হাজার হায়সামী, মাযমাউয যাওয়াইদ, ৮/৬৫পৃ. (৩) খতিব তিবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ : হাদিস : ১৩০৬ : কিয়ামে রামাদ্বান (৪) ইবনে কাসীর, জামিউল মাসানীদ ওয়াল সুনান, ৬/৬৯১পৃ. হাদিস,৮৫৩৯

২ আল্লামা ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউয যাওয়ায়িদ : ৮/৬৫ পৃ:

১২ নং হাদিস ঃ

ইমাম আবদুর রায্যাক ওফাত.২১১হি.একটি হাদিস সংকলন করেন এভাবে-

(১২)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَكْحُولٌ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ «أَنَّ اللَّهَ يَطَّلِعُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى الْعِبَادِ، فَيَغْفِرُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ إِلَّا رَجُلًا مُشْرِكًا أَوْ مُشَاحِنًا» -

-"হযরত কাসীর ইবনে হাদ্বরামী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা **শাবানের ১৫ই তারিখ রাতে ঈমানদার বান্দাদেরকে ক্ষমা করে দেন,** তবে হ্যা দুই ধরনের ব্যক্তি ছাড়া, তারা হল মুশরিক ও হিংসুক।"[১]

সনদ পর্যালোচনা ঃ

উক্ত হাদীসের সনদ প্রসঙ্গে আহলে হাদীসের মুহাদ্দিস মোবারকপুরী এবং ইমাম মুনযির বলেন- قال منذرى: رواه البيهقي و قال هذا مرسل جيد

-"ইমাম মুনযির বলেন, উক্ত হাদিসটি ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করেছেন। আর বলেছেন, উক্ত হাদিসটি মুরসাল, তবে সনদ শক্তিশালী।"[২] এ হাদিসটির ইমাম আবদুর রাজ্জাকের সূত্রটি খুবই সংড়িাপ্ত;অনেক শক্তিশালী। তিনি এহাদিসটির আরকেটি সনদ সংকলন করেন এভাবে

عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ

-"আমি আমার শায়খ মুসান্না বিন ছুব্বাহ থেকে শুনেছি তিনি কায়েস বিন সা'দ থেকে তিনি তাবেয়ী মিকহুল থেকে তিনি হযরত কাসীর বিন মুররাহ উপরের মুহাম্মদ

১ (১) ইবনে আবী শায়বাহ : আল মুসান্নাফ : ৬/১০৮পৃ.হাদিস :২৯৮৫৯ (২) ইমাম আব্দুর রাজ্জাক : আল মুসান্নাফ : ৪/৩১৭ : হাদিস : ৭৯২৩(৩) ইমাম বায়হাকী : শুয়াবুল ঈমান : ৫/৩৫৯পৃ.হাদিস : ৩৫৫০ (৪) ইমাম মুনযিরী : তারগীব ওয়াত তারহীব : ৪/২৪০পৃ. : হাদিস : ২১ (৫) সুয়ূতি : জামেউল আহাদিস : ৬/২৮৮ : হাদিস : ১৪৯০১ (৬) যায়লাঈ, তাখরীজে আহাদিসুল কাশ্‌শাফ,৩/২৬৫পৃ. (৭) মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল,১২/৩১৩পৃ. হাদিস,৩৫১৭৫ (৮) শায়খ ইউসুফ নাবহানী, ফতহুল কাবীর,২/২৬৩পৃ. হাদিস,৮২৫৭ (৯) সুয়ূতি, জামেউস সগীর, ১/৭৭১৭পৃ.হাদিস,৭৭১৭, (১০)ও জামিউল আহাদিস, ১৫/৪পৃ. হাদিস,১৪৮৩৪,তিনি বলেন সনদটি মুরসাল হলেও শক্তিশালী। (১১) বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, ৩/৩৮১পৃ. হাদিস,৩৮৩১, তিনি বলেন সনদটি মুরসাল হলেও শক্তিশালী (১০) আলবানী,সহিহুল জামে,হাদিস,৪২৬৮,

২ ক. ইমাম বায়হাকী : শুয়াবুল ঈমান : ৩/৩৮১ পৃ. হাদিস : ৩৮৩১
খ. মোবারকপুরী : তুহফাতুল আহওয়াজী : ৩/৪৪১ পৃ. হাদিস : ৭৩৬
গ. ইমাম মুনযির : আত-তারগীব ওয়াত তারহীব : ৪/২৪০ পৃ.

বিন রাশেদেও সনদ ও মতনের ন্যায় হাদিস সংকলন করেন।[১] এ সনদটিও অনেক শক্তিশালী।

১৩ নং হাদিস ঃ

(১৩)عن عطاء بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنسخ فى النصف من شعبان الاجال ، حتى ان الرجل ليخرج المسافرا، وقد نسخ من من الاحياء الى الأموات ، ويتزوج وقد نسخ من الاحياء الى الأموات۔

-"হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, **শাবানের মধ্য রজনীতে আয়ু নির্ধারণ করা হয়।** ফলে দেখা যায় কেউ সফরে বের হয়েছে অথচ তার নাম মৃতদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, আবার কেউ বিয়ে করছে অথচ তার নাম জীবিতের খাতা থেকে মৃত্যুর খাতায় লিখা হয়ে গেছে।"[২]

আমি ইতিপূর্বে ৭নং হাদীসে রাবী "ইবনে লাহিয়াহ' সম্পর্কে মোটামুটি আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণ করেছি যে তিনি সিকাহ বা বিশ্বস্ত ছিলেন। তাছাড়া মোবারকপুরী বলেন,

قال منذرى: رواه احمد باسناد لين- تحفة الاحوذى: 3/441

-"ইমাম মুনযিরী (রহঃ) বলেন, ইমাম আহমদ উক্ত হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেন, উক্ত হাদীসের সনদটি ইবনে লাহিয়ার কারণে লীন বা নরম প্রকৃতির।"[৩]

শবে বরাতের রোজা

(১৫)عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لاَ يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لاَ يَصُومُ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ " -

-"হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রিয় নবী (ﷺ) ধারাবাহিকভাবে এত বেশী রোযা রাখতেন যে, আমরা বলাবলি করতাম হুযুর (ﷺ) হয়তো আর রোজা ছাড়বেন না। আবার কখনও এতো বেশী রোযা থেকে বিরত থাকতেন যে, আমি বলতাম হুযুর (ﷺ) হয়তো আর রোযা (নফল) রাখবেন না। তাই

১ ক.ইমাম আব্দুর রাজ্জাক : আল মুসান্নাফ : ৪/৩১৭ : হাদিস : ৭৯২৪
২ (১)ইমাম বায্যার : আল মুসনাদ :৩ পৃ- ১৫৮, হাদিস : ৭৯২৫(২) সুয়ূতি, জামিউল আহাদিস, ৪১/৬৯পৃ. হাদিস,৪৪৩১৪, (৩) ইবনে রাহবিয়্যাহ, মুসনাদ, ৩/৯৮১পৃ. হাদিস,১৭০২ (৪) তবারী, শরহে উসূলুল আকায়েদ, ৩/৪৯৯পৃ. হাদিস,৭৬৯
৩ ক.মোবারকপুরী : তুহফাতুল আহওয়াজী : ৩/৪৪১ পৃ. হাদিস : ৭৩৬

আমরা রমজান মাস ছাড়া আর অন্য কোন মাসে পূর্ণ মাস রোজা রাখতে দেখিনি এবং **সবচেয়ে যে মাসে সর্বাধিক নফল রোযা রাখতেন তা হলো শাবান মাসে।"**[১]

অনুরূপ আরেকটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُهُ إِلاَّ قَلِيلاً بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ.

-"হযরত আবি সালমাহ তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (ﷺ) কে রমজান মাস ছাড়া আর অন্য কোন **মাসে পূর্ন মাস রোযা রাখতে দেখিনি** এবং যে মাসে সর্বাধিক নফল রোযা রাখতেন সে মাসটি হল **শাবান মাস।"**[২]

(১৭) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلاَّ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ. - رواه الترمذى حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ. -

-"হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ﷺ) কে রমজান এবং শাবান মাসের ন্যায় (সর্বাধিক) রোযা রাখতে অন্য কোন মাসে দেখিনি।"[৩]

মুহাদ্দিসীনে কেরাম ও ফকীহগণের দৃষ্টিতে শবে বরাত

(১) আহলে হাদীসের অন্যতম আলেম মুবারকপুরী তিরমিযী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ "তোহফাতুল আহওয়াযীতে" বলেন,

اعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ وَرَدَ فِي فَضِيلَةِ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ عِدَّةُ أَحَادِيثَ مَجْمُوعُهَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَهَا أَصْلًا -------- فَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ بِمَجْمُوعِهَا حُجَّةٌ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِي فَضِيلَةِ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ شَيْءٌ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - (كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, باب: ما جاء في ليلة لانصف من الشعبان)

-"জেনে রাখুন, শাবানের মধ্যরাতের (শবে বরাতের) ফযীলত সম্পর্কে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে, সব হাদিস একত্রিত করলে প্রমাণিত হয় যে, এ রাতের ফযীলতের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ রয়েছে। অনুরূপভাবে এ হাদিসগুলো

১ ক. আল্লামা ইমাম মুসলিম : আস্ সহীহ : হাদিস : ১৮৬৮
খ. আল্লামা ইমাম বুখারী : আস্ সহীহ : হাদিস : ১১৫৬
২ ক. সুনানে তিরমিযী, ২/১০৫পৃ.হাদিস,৭৩৬
খ. ইমাম আবু দাউদ : আস সুনান : কিতাবুস সাওম : হাদিস : ২৪৩৪
ঘ. ইমাম ইবনে মাজাহ : আস সুনান : কিতাবুস সাওম : হাদিস : ১৭১০
৩ ক. ইমাম তিরমিযী : আস সুনান: কিতাবুস সাওম : হাদিস : ৭৩৬
খ. ইমাম নাসায়ী : আস সুনান : কিতাবুস সাওম : হাদিস : ২৩৫২
গ. ইমাম তাহাভী : শরহে মায়ানীল আছার : ২/৮২ পৃ.

সম্মিলিতভাবে তাদের বিপক্ষে প্রমাণ বহন করে যারা ধারণা করে যে, শবে বরাতের ফযীলতের ক্ষেত্রে কোন প্রমান মেলে না। আল্লাহ তায়ালাই ভাল জানেন।"[১]

(২) আল্লামা ইমাম ইবনে ইসহাক বুরহান উদ্দিন ইবনে মুফলিহ ওফাত.৮৮৪হি.বলেন,

وَيُسْتَحَبُّ إِحْيَاءُ مَا بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ لِلْخَبَرِ.قَالَ جَمَاعَةٌ: وَلَيْلَةِ عَاشُورَاءَ، وَلَيْلَةِ أَوَّلِ رَجَبٍ، وَلَيْلَةِ نِصْفِ شَعْبَانَ، - المبدع شرح المقنع: ٣٣/٢ باب : صلوة التطوع-

-"মুস্তাহাব হলো মাগরিব ও ইশার মাঝখানে এই সমস্ত রাত্রিগুলোতে জেগে ইবাদত করা। এক জামাত ইমামগণ বর্ণনা করেছেন, এই সমস্ত রাত্রি হল, আশুরার রাত্রি, রজবের প্রথম রাত্রি, এবং **শাবানের ১৫ তারিখ (শবে বরাত) রাত্রি**। এই সমস্ত রাত্রিতে জাগ্রত থাকা মুস্তাহাব।"[২]

(৩) অন্যতম মুহাদ্দিস আল্লামা ইমাম যুরকানী (রহ.) ওফাত.১১২২হি. বলেন,

اذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها فقوموا ليلها" أي: أحيوه بالعبادة وانصبوا أقدامكم لله قانتين، -

-"যখন ১৫ই শাবান আসবে তখন রাতে তোমরা ইবাদতের জন্য দন্ডায়মান হও। এবং এই ইবাদতের দ্বারা রাত্রকে জীবিত রাখ।"[৩]

(৪) আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) এক হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন -

هذا الحديث بالباب الايذان بان ليلة النصف من شعبان لما ورد فى أحيائها من الثواب- باب: قيام شهر رمضان -

-"এই হাদীসে অধ্যায়ের দ্বারা সংবাদ বা খবর দিয়েছে যে শাবানের ১৫ই তারিখ রাতে (শবে বরাতে) জেগে ইবাদত করলে সাওয়াব রয়েছে যেমনটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।"[৪]

(৫) আল্লামা তাহতাভী হানাফী (রহ.) বলেন, وندب أحياء ليلة النصف من شعبان-

-"শবে বরাতে (১৫ই শাবান) রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত করা মুস্তাহাব।"[৫]

১ ক.আল্লামা মুবারকপুরী: তোহফাতুল আহওয়াজী শরহে তিরমিযী : ৩/৪৪১ পৃ. হাদিস : ৭৩৬
২ মুফলিহ : মাবদাউ শরহে মাকানা: ২/৩৩পৃ.দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ,বয়রুত,লেবানন।
৩ আল্লামা ইমাম যুরকানী : শরহে মাওয়াহেবে লাদুন্নীয়া : ১০/৫৬১ পৃ.
৪ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী মিরকাত : কিয়ামে রমযান: ৩/৩৪০ : হাদিস : ১৩০০
৫ আল্লামা ইমাম তাহতাভী : মারাকিল ফালাহ : পৃ-৩২৫

(৬) আল্লামা আলাউদ্দিন হাসকাফী (রহ.) বলেন,

من المندوبات ركعتا السفر والقدوم منه وأحياء ليلتى العيدين والنصف من شعبان و العشر الاخير من رمضان والاول من ذى الحجة -

-"মুস্তাহাব হলো এ সমস্ত রাত্রিগুলোতে ইবাদত করা কমপক্ষে দুরাকাত নামায হলেও পড়া যেমন ১. সফরের প্রথম রাত ২. দুই ঈদের রাত ৩. শবেই বরাত (১৫ই শাবানের রাত) ৩. রমযানের শেষ দশ দিনের রাত জিলহজ্ব এর ১ম তারিখ।"[১]

(৭) আল্লামা ইবনে নুজাইজ হানাফী মিশরী (রহ.) বলেন,

ومن المندوبات أحياء ليالى العشر من رمضان وليلتى العيدين ليالى عشر ذى الحجة وليلة النصف من شعبان كما وردت الاثار-

-"মুস্তাহাব হলো রমযানের শেষ দশ দিনের রাতে ও দুই ঈদের রাতে ইবাদত করা। জিলহজ্ব মাসের দশ রজনী এবং শবে বরাতের রাতে ইবাদত করা যা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।"[২]

(৮) বিখ্যাত ফকীহ আল্লামা শায়খ মনসূর বিন ইউনূস বাহুতী (রহ.) বলেন,

وفى استحباب قيامها أى ليلة النصف من شعبان ما فى أحياء ليلة العيد - (كشف القناع: ٤٢٠/١، باب: قبيل فصل سجدة التلاوة)

-"শবে বরাত (১৫ শাবান) এর রাতে, দুই ঈদের রাতে দাড়িয়ে অর্থাৎ নামাযে লিপ্ত হওয়া মুস্তাহাব।"[৩]

রাসূল (ﷺ) 'র সৃষ্টি বিষয়ক আলোচনা

সূরা মায়েদার ১৫ নং আয়াত (قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ) সঠিক ব্যাখ্যা এবং বাতিল পন্থীদের দাঁতভাঙ্গা জবাব ঃ

দেওবন্দী মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলিপুরী তার "বিভ্রান্তির অবসান" বইয়ের ৯৫-৯৬ পৃষ্ঠায় অপরদিকে পাকিস্তানের দেওবন্দী আলেম মাওলানা সরফরায খাঁন তার "নূর আওর বাশার" গ্রন্থে এবং আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর তার 'হাদীসের নামে জালিয়াতি' বইয়ের ২৫৩ পৃষ্ঠা হতে ২৫৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আলোচনা করে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে সূরা মায়েদার উক্ত আয়াত এ নূর দ্বারা রাসুল (ﷺ)উদ্দেশ্য নয়; কেবল ইসলাম। আর কয়েকটি অগ্রহণযোগ্য বাতিল পন্থীদের তাফসীরের ধোহাই দিয়ে তারা বুঝাতে

১ আল্লামা আলাউদ্দিন হাস্কাফী দুররুল মুখতার : ২/২৪-২৫ পৃ কিতাবুল বিতর এবং নফল অধ্যায়
২ আল্লামা ইবনে নুজাইম মিশরী : বাহরুর রায়েক : ২/৫২ কিতাবুল বিতর ওয়ান নাওয়াফেল
৩ আল্লামা শায়খ মনসূর বিন ইউনূস বায়হাকী : কাশফুল কানাঈ : ১/৪২০ : সিজদা ও তেলাওয়াতের ফযীলত অধ্যায়

চেয়েছেন যে, নূর দ্বারা ইসলাম, তাদের মধ্যে আবার কেউ বুঝাতে চেয়েছেন এখানে নূর দ্বারা কুরআনকে উদ্দেশ্য। বুঝা গেল তাদের মধ্যেও আবার তা নিয়ে মতানৈক্য, তাহলে আমরা বলবো আপনারওতো উক্ত আয়াতে নূর দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে সে ব্যাপারে একমত হতে পারেননি। তাহলে আপনারাই বলুন আমরা কোনটি বলবো ? অসংখ্য তাফসীরে রয়েছে উল্লেখিত আয়াতে কারীমার 'নূর' দ্বারা মূলত নূরে মুহাম্মদী (ﷺ)কে বুঝানো হয়েছে। আর ৫টি তাফসীরে রয়েছে ভিন্নমত। তার মধ্যে আশরাফ আলী থানবীর "বয়ানুল কুরআন" এবং আবুল আ'লা মওদুদীর "তাফহীমুল কুরআন" অন্যতম। সংক্ষেপে কিছু উল্লেখযোগ্য প্রসিদ্ধ তাফসীরকারকদের মতামত পাঠকগণের অবগতির জন্য উল্লেখ করা হল। আমি আরো অনেক তাফসীরকারকের মতামত কিতাব দীর্ঘায়িত হওয়ার আশংকায় উল্লেখ করছিনা। আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর তার বইয়ে লিখেছেন যে, অত্র আয়াতে নূর দ্বারা যে রাসূল (ﷺ) কে বুঝানো হয়েছে এ প্রসঙ্গে কোন সাহাবীর এবং তাবেয়ীর মতামত নেই। তাই আমি প্রথমে ১নং এ সাহাবীদের এবং ৬, ১৯, ২০, ২১ নং এ তাবেয়ীদের মতামত দিয়ে তার মিথ্যা বক্তব্যের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছি।

(১) মুফাস্‌সির কুল সম্রাট, বিশিষ্ট সাহাবী, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) স্বীয় উল্লেখযোগ্য তাফসীর "তানভিরুল মিকীয়াস ফী তাফসীরে ইবনে আব্বাসে" উল্লেখ করেন-

{قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللهِ نُورٌ} رَسُول يَعْنِي مُحَمَّدًا {وَكِتَابٌ مُّبِينٌ} بالحلال وَالحرَام–

-"নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর এসেছে এই নূরের মর্মার্থ হযরত মুহাম্মদ (ﷺ)... ।" [১]

(২) বিখ্যাত মুফাসসির ও মুহাদ্দিস আল্লামা ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (رحمه الله) ওফাত ৯১১হি.উক্ত আয়াতের ব্যাপারে বলেন,

{قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُور} هُوَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {وَكِتَاب} قُرْآن -
"নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর এসেছে, সেই নূর হলেন নবী করীম (ﷺ)।" [২]

(৩) আল্লামা ইমাম খাযেন (رحمه الله)ওফাত ৭৪১হি. বলেন,

১ ফিরযাবাদি : তানভিরুল মিক্বাস মিন তাফসীরে ইবনে আব্বাস : ১/৯০.পৃ.দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ,বয়রুত
২ (ক.) ইমাম জালালুদ্দীন সূয়তী : তাফসীরে জালালাইন : ১০১ পৃ:

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ يعني محمدا صلى الله عليه وسلم إنما سماه الله نورا لأنه يهتدى به كما يهتدى بالنور في الظلام–

-"নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহ হতে নূর এসেছে আর তা হল মুহাম্মদ (ﷺ) এর নূর নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁকে নূর হিসেবে নামকরণ করেছেন, কারণ তাঁর নূর দ্বারা মানুষ হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়। যেমনিভাবে নূর বা আলো দ্বারা অন্ধকারে পথ খুঁজে পাওয়া যায়।"[১]

(৪) ইমাম কাযী নাসিরুদ্দীন বায়যাভী (رحمه الله) (ওফাত.৬৮৫হি.) তাঁর তাফসীরে উল্লেখ করেন, قيل يريد بالنور محمد صلى الله عليه وسلم.-

-"এটাও বলা হয়েছে যে, আয়াতে নূর মানে হযরত মুহা ﷺ) কে বুঝানো হয়েছে।"[২]

(৫) বিখ্যাত উসূলবিদ আল্লামা আবুল বারাকাত নাসাফী (رحمه الله) ওফাত ৭১০হি. তার তাফসীরে বলেন,

قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللهِ نُورٌ... النور محمد عليه السلام لأنه يهتدى به كما سمي سراجا–

-"নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর এসেছে। আর "নূর" হলো মুহাম্মদ মুস্তফা (ﷺ)। কারণ, তাঁর মাধ্যমে পথের দিশা পাওয়া যায়। যেমনিভাবে তাকে সুউজ্জ্বল প্রদীপ নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।" [৩]

(৬) ইমাম সৈয়দ মাহমুদ আলূসী বাগদাদী (رحمه الله) ওফাত. ১২৭০ হি.বলেন,

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ عظيم وهو نور الانوار والنبى المختار صلى الله عليه وسلم اليه ذهب قتادة والزجاج –

-"নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে মহান নূর এসেছে। আর তিনি হচ্ছেন নূরুল আনোয়ার বা সকল নূরের নূর আল্লাহর মনোনীত নবী মুহাম্মদ (ﷺ)। এটা বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত কাতাদাহ (رحمه الله) ও যুজায (رحمه الله) এর অভিমত।" [৪]

(৭) বিশ্ববিখ্যাত মুফাস্‌সির আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী (رحمه الله)ওফাত.১১২৭হি. এ আয়াতের তাফসীরে বলেন,

১ .ইমাম খাযেন : তাফসীরে খাযেন : ২/২৪ পৃ.,দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ,বয়রুত,লেবানন।
২ .ইমাম কাজী নাসিরুদ্দীন বায়যাভী : তাফসীরে বায়যাভী : ২/৩০৭ পৃ., দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত।
৩ ইমাম নাসাফী: মাদারিকুত তানজীল : ১/৪৩৬পৃ.দারুল কালামুল তৈয়্যব,বয়রুত,লেবানন।
৪ ইমাম আলূসী বাগদাদী : তাফসীরে রুহুল মায়ানী : ৩/২৬১ পৃ.

وقيل المراد بالأول هو الرسول صلى الله عليه وسلم وبالثاني القرآن ..... وسمى الرسول نورا لان أول شيء أظهره الحق بنور قدرته من ظلمة العدم كان نور محمد صلى الله عليه وسلم كما قال (أول ما خلق الله نورى) –

-"নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর এবং সমুজ্জল কিতাব এসেছে । কেউ কেউ বলেছেন প্রথমটা (অর্থাৎ- নূর) মানে রাসূল (ﷺ) আর দ্বিতীয়টা (অর্থাৎ- কিতাব) মানে হচ্ছে- কোরআন মাজীদ (এরপর বলেছেন) রাসূলকে নূর এজন্যই করা হয়েছে যে, তিনিই সর্বপ্রথম বস্তু, যাকে আল্লাহ তাঁর কুদরতী নূর দ্বারা অস্তিত্বহীনতার আড়াল থেকে প্রকাশ করে দিয়েছেন, সেটা ছিলো হুযুর (ﷺ) এরই নূর, যেমন রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন,'সর্বপ্রথম আল্লাহ তায়ালা আমার নূরকে সৃষ্টি করেছেন।"[১]

(৮) আল্লামা কাযি সানাউল্লাহ পানিপথী হানাফী (রহ.) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন,

قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ يعنى محمد صلى الله عليه وسلم–

-"নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ হতে নূর এসেছে অর্থাৎ তা হচ্ছে মুহাম্মদ (ﷺ)।"[২]

(৯) আল্লামা ইমাম সাভী আল-মালেকী (রহ.) উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন,

قد جاءكم من الله نور وهو النبى صلى الله عليه وسلم اى اسمى نور لانه ينور البصائر ويهديها للارشاد ولانه اصل كل نور حسى ومعنوى –

-"নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর এসেছে। আর সেই নূর হলো নবী করীম (ﷺ)। তাকে নূর এজন্য বলা হয়েছে যে, তিনি অন্তর্দৃষ্টিগুলোকে আলোকিত করেন এবং সেগুলোকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। তদুপরি, সেটা হচ্ছে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ও ভাবগত প্রতিটি নূরের মূল।"[৩]

(১০) বিশ্ববিখ্যাত মুফাসসির আল্লামা ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহ.) (ওফাত.৬০৬হি.) এই আয়াতের তাফসীরে বলেন,

قَالَ تَعَالَى: قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتابٌ مُبِينٌ وَفِيهِ أَقْوَالٌ: الْأَوَّلُ: أَنَّ الْمُرَادَ بِالنُّورِ مُحَمَّدٌ وَبِالْكِتَابِ الْقُرْآنُ،–

১ আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী : তাফসীরে রুহুল বায়ান : ২/৩৭০ পৃ.মায়েদা,১৫ও ২/৩৭০পৃ.মায়েদা-১৭ দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত,লেবানন।
২ কাজী সানা উল্লাহ পানিপথী : তাফসীরে মাযহারী : ৩/৬৮ পৃ.মাকতুবাতে রশীদিয়্যাহ,পাকিস্তান।
৩ আল্লামা ইমাম সাভী : তাফসীরে সাভী আলাল জালালাইন : ১/২৫৮ পৃ. মুস্তফা আল বাব, মিশর।

-"নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর ও সুস্পষ্ট কিতাব এসেছে। প্রথমত নূর দ্বারা উদ্দেশ্য মুহাম্মদ (ﷺ) এবং কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য কুরআন মাজীদ।"

তারপর একটু সামনে অগ্রসর হয়ে এ আয়াতের নুরের ব্যাখ্যায় যারা কুরআন উদ্দেশ্য করতে যান তাদের জবাবে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহ.)বলেন-

- الثَّالِثُ: النُّورُ/ وَالْكِتَابُ هُوَ الْقُرْآنُ، وَهَذَا ضَعِيفٌ لِأَنَّ الْعَطْفَ يُوجِبُ الْمُغَايَرَةَ بَيْنَ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ

-"তৃতীয়ত যারা উক্ত আয়াতের নূর ও কিতাব যারা একক কুরআনই উদ্দেশ্য বলতে চান আমি বলবো এই অভিমত দূর্বল। কারণ "আতফ" (ব্যাকরণগত সংযোজন) "মা'তুফ" (সংযোজিত) ও "মা'তুফ আলাইহি" (যার সাথে সংযোজন করা হয়েছে) এর মধ্যে ভিন্নতা প্রমাণ করে।"[১] অথাৎ, নূর ও কিতাব একই জাতের নয়।

(১১) বিশ্ববিখ্যাত মুফাস্সির ও মুহাদ্দিস ইমাম বগভী (রহ.)ওফাত ৫১০হি. তাঁর তাফসীরে বলেন,

{قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ} يعني: محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،–

-"নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর হতে নূর এসেছে, উক্ত নূরের মর্মার্থ হলো মুহাম্মদ (ﷺ)।"[২]

(১২) ইমাম ইবনে জরীর ত্বাবারী (রহ.)ওফাত ৩১০হি.উক্ত আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করেন,

القول في تأويل قوله عز ذكره: {قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (15)} قال أبو جعفر: يقول جل ثناؤه لهؤلاء الذين خاطبهم من أهل الكتاب:"قد جاءكم"، يا أهل التوراة والإنجيل"من الله نور"، يعني بالنور، محمدًا صلى الله عليه وسلم الذي أنار الله به الحقَّ، وأظهر به الإسلام،الخ۔

-"আল্লাহ পাকের বাণী নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর এসেছে এবং সুস্পষ্ট কিতাব এসেছে। এর ব্যাখ্যা হচ্ছে মহা প্রশংসাময় আল্লাহ এসব কিতাবী সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে ইরশাদ ফরমাচ্ছেন, ওহে তাওরীত ও ইনযীল ধারীরা নিশ্চয়ই আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর তোমাদের নিকট এসেছে। আল্লাহ তায়ালা **এখানে নূর মানে হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর কথা বুঝিয়েছেন।** যার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা সত্যকে আলোকিত করেছেন এবং ইসলামকে জাহির(বিকাশিত)করেছেন।"[৩]

১ ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী : তাফসীরে কবীর : ১১/৩২৭পৃ.দারুল ইহইয়াউল তুরাস আল-আরাবী,বয়রুত।
২ আল্লামা ইমাম বগভী : তাফসীরে মা'আলিমুত্ তানযিল : ১/২৭৩পৃ.
৩ ইমাম যারীর ত্বাবারী : জামেউল বায়ান : ১০/১৪৩.পৃ,মুয়াস্সাতুর রিসালা,বয়রুত,লেবানন।

(১৩) আল্লামা ইমাম শরবীনী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) উক্ত আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করেন,

قد جاءكم من الله نور هو محمد عليه الصلوة والسلام ـ

-"নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর এসেছে। নূর হলো হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা আলাইহি সালাতু ওয়াস্ সালাম।" [১]

(১৪) আল্লামা মোল্লা মঈন কাশেফী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين گفته اند كه نور حضرت رسالة پناه صلى عليه وسلم است وكتاب مبين قران است ـ

-"নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর এবং সুস্পষ্ট কিতাব এসেছে। বর্ণিত হয়েছে যে, নূর মানে হযরত রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং সুস্পষ্ট কিতাব মানে কুরআন।" [২]

(১৫) আল্লামা ইমাম কাযী আয়ায আল-মালেকী(রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)ওফাত.৫৪৪হি.এক পর্যায়ে উক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেন,

وَقَدْ سَمَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ نُورًا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، فَقَالَ تَعَالَى: «قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ» ـ

-"আল্লাহ তা'য়ালা কোরআন মাজীদে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে নূর ও সমুজ্জলকারী প্রদীপ নামে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং এজন্যই ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর এবং সুস্পষ্ট কিতাব এসেছে।" [৩]

(১৬) বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দীস আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)ওফাত.১০১৪হি. উক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেন-

اى لظهور الحق عليه الصلاة و السلام لانه يهتدى به من الظلمات الى النور- شرح الشفا:51/1

-"নূর দ্বারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উদ্দেশ্য, কেননা তাঁর দ্বারা সত্য প্রকাশ হয়েছে। যেমন তার দ্বারা অন্ধকার হতে মানুষ আলোর দিকে আসে।" [৪]

(১৭) আল্লামা শায়খ মোল্লা তাফসীরে 'সাওয়াত্বি উল ইলহামের' প্রথম খন্ডের ২৫২ পৃষ্ঠায় উক্ত আয়াত সম্পর্কে বলা হয়েছে,

১ আল্লামা শরবীনী : তাফসীরে সিরাজুম্ মুনীর : পৃ-৩৬০
২ আল্লামা মোল্লা মঈন কাশেফী : তাফসীরে হুসাইনী: ২৪২ পৃ:
৩ **ইমাম কাযি আয়ায আল-মালেকী, শিফা,১/৬০পৃ.**
৪ মোল্লা আলী ক্বারী, শরহে শিফা,১/৫১পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত,লেবানন।

قد جاءكم من الله نور وهو محمد صلى الله عليه وسلم ـ

-"নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহ হতে নূর এসেছে, আর 'নূর' মানে হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।"

(১৮) আল্লামা ইমাম কুরতুবী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) ওফাত.৪৩৭হি.তাঁর বিখ্যাত "তাফসীরে কুরতুবী" এর ৬/১১৮ পৃষ্ঠায় বলেছেন- وَقِيلَ: مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ، "কেউ কেউ উক্ত আয়াতের নূর দ্বারা নূরে মুহাম্মদীকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বুঝিয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন।"

(১৯) আহলে হাদিসের মান্যবড়দের অন্যতম এবং তাদের ইমাম কাযী শাওকানী (মৃত.১২৫০হি.)সাহেব স্বীয় তাফসীরে বলেন-

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ ....أنَّ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وَسَلَّمَ... قَالَ الزَّجَّاجُ: النُّورُ محمد صلى الله عليه وَسَلَّم-

"উক্ত আয়াতের নুর দ্বারা রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বুঝানো হয়েছে। যেমন ইমাম যুজায (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, এই নুরের উদ্দেশ্য হল মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।"(তাফসীরে ফাতহুল ক্বদীর"এর ২/২৩ পৃষ্ঠা)

(২০) ইমাম কুরতুবী আল-মালেকী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)ওফাত.৬৭১হি. স্বীয় তাফসীরে উল্লেখ করেন,

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ: وَقِيلَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ، عَنِ الزَّجَّاجِ.

-"তোমাদের নিকট আল্লাহ হতে নুর এসেছে,অনেকে বলেছে উক্ত নুর দ্বারা হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বুঝানো হয়েছে,যেমন ইমাম যুজায (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন।" (কুরতুবী,আহকামুল কুরআন, ৬/১১৮পৃ., দারুল কুতুব মিসরিয়্যাহ, কাহেরা, মিশর।)

(২১) উক্ত আয়াত সম্পর্কে বিশ্ববিখ্যাত হাদিস সমালোচক ও তাফসীরকারক ইমাম আবুল ফারাহ আব্দুর রহমান যওজী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)ওফাত.৫৯৭হি. বলেন-

قوله تعالى قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نورٌ قال قتادة: يعني بالنور: النبي محمّدا صلى الله عليه وسلم.- تفسير زاد المسير:316/3

-"আল্লাহর বাণী: তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে "নূর" এসেছে উক্ত আয়াত সম্পর্কে বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত কাতাদাহ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, উক্ত নূরের মর্মার্থ হল নূর নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।" [১]

১ ইমাম জওজী : যা'দুল মাইসীর ফি উলূমুত তাফসীর : ২/৩৬১ পৃ. মাকতুবায়ে ইসলামিয়া, বয়রুত।

(২২) আল্লামা শায়খ ইউসূফ বিন ইসমাঈল নাবহানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর "যাওয়াহিরুল বিহার" গ্রন্থের ৪/২৫১ পৃষ্ঠায় উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন-

قال الله تعالى (قد جاءكم من الله نور) يعنى محمدا صلى الله عليه وسلم (وكتاب مبين) يعنى القران –

-"উক্ত আয়াতে 'নূর' দ্বারা রাসূল (ﷺ) কে আর কিতাবুম মুবীম দ্বারা 'কুরআন' বুঝানো হয়েছে।"

(২৩) ইমাম আবুস সউদ উমাদী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)ওফাত.৯৮২হি. তার তাফসীরে উল্লেখ করেন,

المرادُ بالأول هو الرسول صلى الله عليه وسلم وبالثاني القرآن –

-"প্রথমটা (নূর) মানে রাসূল(ﷺ)। আর দ্বিতীয়টা প্রকাশ্য কিতাব মানে হচ্ছে কুরআন মাজীদ।"[১]

(২৪) বিশ্ববিখ্যাত ইমাম আলী বিন আহমদ আল-ওয়াহেদী নিশাপুরী আশ্-শাফেয়ী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)ওফাত.৪৩৮হি. উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন-

{قد جاءكم من الله نور} يعني: النبيَّ {وكتاب مبين} القرآن- الكتاب: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز

-"তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে "নূর" এসেছে এর মর্মার্থ হল নবী করীম (ﷺ),আর প্রকাশ্য কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কুরআন।"[২]

(২৫) অপরদিকে ইমাম আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মদ মাখলুফ ছা'লাভী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ওফাত.৪২৭হি.উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-

قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ يعني محمد صلى الله عليه وسلم وكِتابٌ مُبِينٌ: هو القُرآن،- الجواهر الحسان في تفسير القرآن

-"আল্লাহর বাণী : তোমাদের নিকট মহান আল্লাহ থেকে নূর এসেছে। আর সেই নূর হলেন হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) আর কিতাবুম মুবিম হলো কুরআন।"[৩]

(২৬) আল্লামা ড.শায়খ মুস্তফা জুহাইলীও উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন অনুরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যেমন তাঁর মূল ভাষ্য হল-

১ ইমাম আবুস সাউদ : তাফসীরে আবিস সাউদ : ৩/১৮পৃ.দারুল ইহইয়াউল তুরাস আল আরাবী,বয়রুত।
২ ইমাম ওয়াহেদী ঃ তাফসীরে ওয়াহেদী ঃ ১/৩১৩ পৃ. মাকতাবায়ে আদ দুরারুস সামীয়া,দামেস্ক, বয়রুত।
৩ ইমাম ছা'লাভী : তাফসীরে ছা'লাভী : ৪/৩৯ পৃ.দারুল ইহইয়াউল-তুরাস আল আরাবী,বয়রুত,লেবানন।

فالمراد بالنور محمد، وبالكتاب القرآن، -"নূর দ্বারা উদ্দেশ্য মুহাম্মদ (ﷺ) এবং প্রকাশ্য কিতাব দ্বারা কুরআন কে উদ্দেশ্য।"(তাফসীরে আল-মুনীর,৬/১৩৩ পৃষ্ঠা,দারুল ফিকর আল মা'সির,দামেস্ক।)

(২৭) ইমাম আবি বকর আল-বাকী ওফাত.৮৮৫হি. উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন এ বর্ণিত হয়েছে-

{قد جاءكم} وعظمه بقوله معبراً بالاسم الأعظم: {من الله} أي الذي له الإحاطة بأوصاف الكمال {نور} أي واضح النورية، وهو محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"..উক্ত আয়াতের নূর দ্বারা রাসুল (ﷺ) কে বুঝানো হয়েছে।" (তাফসীরে নায্মুদদুরার,৬/৬৩পৃ.দারুল কিতাব আরাবী,বয়রুত,লেবানন।)

(২৮) দেওবন্দী আলেম মাওলানা আবদুল কাদের রচিত তাফসীরে কাদেরীর ১ম খন্ডের ২১৭ পৃষ্ঠায়ও অনুরূপ রয়েছে।

(২৯) মাওলানা আবদুল কাদের দেহলভীর রচিত "তাফসীরে মূদ্দিহুল কোরআনের" ১/১০৩ পৃষ্ঠায় 'নূর' দ্বারা রাসূল (ﷺ) কে বুঝানো হয়েছে।

(৩০) শুধু তাই নয় বাংলাদেশের অন্যতম দেওবন্দী আলেম মাওলানা আমিনুল ইসলাম সাহেবের তাফসীর নূরুল কোরআনের ৬ষ্ঠ খন্ডের ১৬৭ পৃষ্ঠায় আলোচ্য আয়াতে 'নূর' দ্বারা নূরে মুহাম্মদী (ﷺ) উদ্দেশ্য বলে উল্লেখ্য করেছেন।

(৩১) এমনকি দেওবন্দীদের অন্যতম আলেম মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেব তার "এমদাদুস সুলুক" গ্রন্থে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা করেন এভাবে-

حق تعالى درشان حبيب خود صلى الله عليه و سلم فرمود كه آمده نزد شما از طرف حق تعالى نور و كتاب مبين و مراد از نور ذات پاك حبيب خدا صلى الله عليه و سلم است و نيز

-"আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাবীব (ﷺ)এর শানে বলেন, তোমাদের কাছে আল্লাহর নিকট হতে এক নূর ও স্পষ্ট কিতাব এসেছে। উক্ত আয়াতে নূর দ্বারা হাবীবে খোদা (ﷺ) এর পবিত্র সত্ত্বাকে বুঝানো হয়েছে।"[১]

(৩২) বর্তমানে নজদী সরকার কর্তৃক বিনা মূল্যে দেয়া "তাফসীরে মা'রেফুল কুরআন" (যা মাওলানা মহিউদ্দিন খান অনুবাদিত) এর ৪২৮ পৃষ্ঠায় উক্ত আয়াতের অনুরূপ ব্যাখ্যা বিদ্যমান।

১ রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী : এমদাদুস সুলুক : ৮৫ পৃ. (বাংলায় অনূদিত এটির নাম এরশাদুল মূলুক,মাকতাবায়ে হাকিমুল উম্মত, ইসলামি টাওয়ার ,আন্ডার গ্রাউন্ড,বাংলাবাজার)

(৩৩) দেওবন্দী আলেম মাওলানা আব্দুল মজিদ দরিয়াবাদী তার (তাফসীরে মাজেদী" এর ২/৫০৯ পৃষ্ঠায় সূরা মায়েদা, আয়াত নং ১৫, হাশিয়া নং ৭৩ যা ইসলামিক ফাউন্ডেশন হতে প্রকাশিত) এ বলা হয়েছে-

-"নূরে'র অর্থ হল মুহাম্মদ (ﷺ) এবং "কিতাবে মুবিন" এর অর্থ হল ঐ কুরআন, যা নবী করীম (ﷺ) এর প্রতি নাযিল করা হয়েছিল। (ইবনে যারীর) ইমাম যুজায (রহ.)বলেন- নূর হল মুহাম্মদ (ﷺ), কিতাবুম মুবিন হল- আল-কুরআন, কেননা তা হুকুম আহকামকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে। (কুরতুবী)

(৩৪) ইমাম নিযামুদ্দীন নিশাপুরী (ওফাত ৮৫০হি.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন

قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ محمد

-"তোমাদের নিকট আল্লাহ হতে নূর এসেছে তার দ্বার উদ্দেশ্য হলো রাসুল(ﷺ)।"(তাফসীরে নিশাপুরী,)

(৩৫) ইমাম কুরতুবী (রহ.)ওফাত ৪৩৭হি. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন

{قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللهِ نُورٌ} وهو محمد صلى الله عليه وسلم.

-"তোমাদের নিকট আল্লাহ হতে নুর হতে এসেছে সেটা হচ্ছে হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর নুর।"(হেদায়া ইলা বুলুগুল-নেহায়া,৩/১৬৫০পৃ.)

(৩৬) আহলে সুন্নাতের আকায়েদের একজন অন্যতম ইমাম মাতুরিদী (রহ.) ওফাত.৩৩৩হি. উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন

وقال غيره: النور: هو مُحَمَّد، والكتاب: هو القرآن،

-"অনেকে বলেছেন উক্ত আয়াতের নুর দ্বারা হযরত মুহাম্মাদ (ﷺ) কে উদ্দেশ্য আর কিতাব দ্বারা কুরআন উদ্দেশ্য। (তাফসীরে মাতুরীদী,৩/৪৮৫পৃ.দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ,বয়রুত,লেবানন।) অতএব বুঝা গেল যারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকায়েদেও ইমামের কথা মানে না পাঠকবৃন্দ! তারাও কী প্রকৃত আহলে সুন্নাতের অনুসারী?

(৩৭) ইমাম আবু লাইস সমরকন্দী (রহ.) ওফাত. ৩৭৩ হি. উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-

قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ يعني ضياء من الضلالة، وهو محمد صلى الله عليه وسلم

-"তোমাদের নিকট আল্লাহ হতে নুর হতে এসেছে সেটা হচ্ছে হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর নুর। (তাফসীরে বাহারুল উলুম,১/৩৭৮পৃ.শামেলা)

(৩৮) ইমাম আবুল হাসান মাওয়ারিদী (রহ.) ওফাত ৪৫০ হি. উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন-

{قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ} فى النور تأويلان: أحدهما: محمد صلى الله عليه وسلم , وهو قول الزجاج.

-"এ আয়াতের দুটি ব্যাখ্যা রয়েছে প্রথম গ্রহনযোগ্য ব্যাখ্যা হলো উক্ত নুর দ্বারা রাসুল (ﷺ) কে বুঝানো হয়েছে। আর এটা তাবেয়ী ইমাম যুজায (রহ.) বলেছেন।(তাফসীরে মাওয়ারীদী,২/২২পৃ.দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ,বয়রুত,লেবানন।)

(৩৯) ইমাম আবু মুজাফ্ফার মারওয়াজী সামআ'নী তায়মী হানাফী(রহ.) ওফাত.৪৮৯হি. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-

{قَد جَاءَكُم من الله نور} وَقِيل مُحَمَّد

-"অনেকে এই আয়াতের নুরের ব্যাখ্যায় হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) বুঝায় বলে উল্লেখ করেছেন।(তাফসীরে সামআ'নী,২/২৩পৃ.,দারুল ওয়াত্বন,রিয়াদ,সৌদি আরব।)

(৪০) ইমাম ইযুদ্দীন বিন আবদুস্ সালাম দামেস্কী ওফাত ৬৬০হি. উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-

{نور} محمد صلى الله عليه وسلم

-"উক্ত আয়াতের 'নুর' দ্বারা হযরত মুহাম্মাদ(ﷺ) কে উদ্দেশ্য।"(তাফসীরে আল আয বিন আব্দুস্ সালাম,১/৩৭৭পৃ. দারুল ইবনে হাযম, বয়রুত, লেবানন।)

(৪১) ইমাম জুযী কালবী (রহ.) ওফাত.৭৪১হি.উক্ত আয়াতের নুরের ব্যাখ্যায় বলেন-

{نور} محمد صلى الله عليه وسلم

-"যে এটা দ্বারা রাসুল(ﷺ) কে বুঝানো হয়েছে। (তাফসীরে আল-তাহসীল লিল উলূমুল তানযীল,১/২২৬পৃ.দারুল আরকাম বিন আবি আরকাম,বয়রুত,লেবানন।)

(৪২) আল্লামা মাহদী আল ফাসী সুফী ওফাত ১২২৪ হি. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-

النور: محمد-عليه الصلاة السّلام- والكتاب المبين: القرآن

-"প্রথমটা (নূর) মানে রাসূল (ﷺ)। আর দ্বিতীয়টা প্রকাশ্য কিতাব মানে হচ্ছে কুরআন মাজীদ।(আল-বাহারুল মুদিদ ফি তাফসীরে কুরআনুল মাজিদ,২/২০পৃ.)

(৪৩) আল্লামা আবু তৈয়্যব মুহাম্মদ সাদেক কিনাযী (ওফাত.১৩০৭হি.) উক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেন-

قال الزجاج النور محمد صلى الله عليه وسلم،

-"তাবেয়ী ইমাম যুযাজ বলেন উক্ত আয়াতের 'নুর' দ্বারা রাসুল (ﷺ) কে বুঝানো হয়েছে। (ফতহুল বায়ান ফি মাকাসিদিল কুরআন,৩/৩৭৮পৃ.)

(৪৪) আল্লামা শায়খ মুহাম্মদ বিন উমর নাওয়াভী আল-জাভী ওফাত.১৩১৬ হি. এ আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যায় বলেন-

قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ أي رسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم

-"উক্ত আয়াতের নূর দ্বারা রাসুল তথা হযরত মুহাম্মদ(ﷺ) কে বুঝানো হয়েছে। (তাফসীরে মারাহিলু লাবিদ, ১/২৫৮পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।)

(৪৫)আল্লামা শায়খ জামালুদ্দীন কাসেমী ১৩৩২ হি. উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-

النور، محمد صلى الله عليه وسلم ...كما سمي سراجا.

-"নুর দ্বারা রাসুল (ﷺ) কেই বুঝানো হয়েছে,এজন্য তাঁর একটি নাম 'সিরাজ' বা প্রদীপ। (মুহাসিনুল তাভীল,৪/৯১পৃ.দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ,বয়রুত,লেবানন।)

(৪৬) আল্লামা আহমদ বিন মুস্তফা আল-মারাগী ওফাত.১৩৭১হি. এ আয়াতের তাফসীরে বলেন-

قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتابٌ مُبِينٌ) النور هو النبي صلى الله عليه وسلم،

-"নুর দ্বারা রাসুল (ﷺ) কে বুঝানো হয়েছে। (তাফসীরে মারাগী,৬/৮০পৃ.মিসর হতে প্রকাশিত,শামেলা)

(৪৭) আল্লামা শায়খ আসআ'দ হুমাদ উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-

نُورٌ - هُوَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم.

-"উক্ত 'নুর' দ্বারা রাসুল(ﷺ) কে বুঝানো হয়েছে। (আয়সারুত তাফাসীর, ১/৬৮৫পৃ. শামেলা)

(৪৮) আল্লামা শায়খ আবু বকর আল জাযায়েরী এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-

وَكِتَابٌ مُبِينٌ} : النور: محمد صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والكتاب: القرآن الكريم. نُورً}

-"আল্লাহর বাণী : তোমাদের নিকট মহান আল্লাহ থেকে নূর এসেছে। আর সে নূর হলেন হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) আর কিতাবুম মুবিম হলো কুরআন।(আয়সারুল তাফাসির লিকালামিল উলাউল কাবীর,১/৬১০পৃ.মাকতুবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম,মদিনা মুনোওয়ারা,সৌদি আরব।)

(৪৯)আল্লামা শায়খ মুহাম্মদ মাহমুদ আল-হাজ্জাযিহ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন-"

قد جاءكم من الله نور هو النبي محمد

-"তোমাদের নিকট আল্লাহ হতে নুর হতে এসেছে সেটা হচ্ছে হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর নুর।" (তাফসীরে আল-ওয়াদ্বাহ, ১/৪৯৫ পৃ. দারুল জালীলুল জাদীদ, বয়রুত, লেবানন।)

(৫০)আল্লামা মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাঁর একাধিক পুস্তকে 'নুর' দ্বারা রাসুল কে বুঝানো হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন।(রিসালায়ে নুর,পৃ.৪-৭,তাফসীরে নাঈমী,)

অনুরূপ মোট ৬০টিরও বেশী তাফসীরে উল্লেখ রয়েছে যে উক্ত আয়াতে নূর বলতে রাসূল (ﷺ) এর নূর নূরানী সত্বাকেই বুঝানো হয়েছে। সম্মানিত পাঠকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষন করা হচ্ছে যে যারা এই আয়াতের মনগড়া ব্যাখ্যা করে থাকেন তাদের কাছে আপনাদের দাবি থাকবে যে এই আয়াতে অন্যটা বুঝিয়ে থাকলে আমাদেরকে কমপক্ষে ৫১টি তাফসীর দেখান এবং সাহাবি,তাবেয়ীদের কোন ব্যাখ্যা দেখান। আমি জানি তারা কিয়ামত হয়ে যাবে কিন্তু তার প্রমান দেখাতে পারবে না।

"সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'য়ালা আমার নুর সৃষ্টি করেছেন" –হাদিস প্রসঙ্গে আলোচনা

প্রচলিত জাল হাদিস বইয়ের ২২০ পৃষ্ঠায় মাওলানা মতিউর রহমান উক্ত হাদিসটি জাল-হাদিস প্রমাণ করার জন্য অনেক অপচেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো কোন গ্রহণযোগ্য মুহাদ্দিসদের দ্বারা একটি দলীলও পেশ করতে পারে নি যে, উক্ত হাদিসটি জাল বা বানোওয়াট। তিনি ইবনে তাইমিয়া পন্থী আব্দুল্লাহ গুমারী এবং দেওবন্দী পন্থী মাওলানা লাল শাহ বুখারীর দলীলের আশ্রয় নিয়েছেন অথচ অসংখ্য মুহাদ্দিসগণ উক্ত হাদিসটি বর্ণনা করে এটি সহিহ,রাসূল (ﷺ) এর বানী বলে উল্লেখ করেছেন,যা আমি বিস্তারিত আলোচনা করছি।

অপরদিকে আরেক বিভ্রান্তিকর বই "হাদীসের নামে জালিয়াতি" এর ২৫৮ পৃষ্ঠায় লেখক–اول ما خلق الله نورى-"সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'য়ালা আমার নূর মোবারক সৃষ্টি করেছেন।" উক্ত হাদিসকে জাল প্রমাণ করার জন্য অপচেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে কোন দলীল পেশ করতে পারে নি।

অপরদিকে হাটহাযারীর মুহাদ্দিস এবং বর্তমান হেফাজতে ইসলামীর কথিত নেতা মাওলানা জুনায়েদ বাবু নগরী তার "প্রচলিত জাল হাদিস" বইয়ের ১৪৭ পৃষ্ঠায় কোনো দলীল ছাড়া উক্ত হাদিসকে জাল বলে হাদিস জালিয়াতিরও দু:সাহস দেখিয়েছে। তাই উক্ত হাদিস সম্পর্কে গ্রহণযোগ্য মুহাদ্দিসগণ কী বলেছেন তা আমি বিস্তারিত আলোচনা করা অতীব জরুরী মনে করছি। অনেক গবেষণার পর অসংখ্য মুহাদ্দিসের রেওয়ায়েত আমি সংগ্রহ করলাম, এমনকি উক্ত তিন বইয়ের লেখকদের গুরু দেওবন্দী আলেমদের মতামতও আমার আলোচনায় পেশ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

দলীল নং- ১

হযরত কাতাদা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন-

كُنْتُ أَوَّلَ النَّاسِ فِي الخَلْقِ وَآخِرَهُمْ فِي البَعْثِ

-"আমি হলাম সৃষ্টিতে সকল মানুষের (আদমেরও) পূর্বে আর প্রেরণে সকলের (নবীদের) শেষ।"[১]

উক্ত হাদিসটিকে ইমাম সুয়ূতি সহিহ বলেছেন। উক্ত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হল হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) এর মাটির অস্তিত্বেরও পূর্বে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নুরের সৃষ্টি।

দলীল নং- ২

আমি এখন যে হাদিসটি উল্লেখ করব তার বিস্তারিত আলোচনা ইতিপূর্বে আলোকপাত করা হয়েছে, তার বিস্তারিত সনদের বিশুদ্ধতা জানতে হলে পেছনে দেখে নিবেন। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন,

«كُنْتُ أَوَّلَ النَّبِيِّينَ فِي الخَلْقِ وَآخِرَهُمْ فِي البَعْثِ»

১ ইমাম ইবনে সা'দ,আত্-তবকাত,১/১১৯পৃ.দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ,বয়রুত, লেবানন, মুত্তাকী হিন্দী : কানযুল উম্মাল : ১১/৪০৯ পৃ.,হাদিসঃ ৩১৯১৬, কাযি আয়াজ,আশ্-শিফা,১/৪৬৬পৃ.শায়খ ইউসুফ নাবহানী,ফতহুল কাবীর,২/৩১৩পৃ. হাদিস,৮৮২৪, সুয়ূতি,জামেউস সগীর, ১/৪৭৮পৃ.হাদিস,৬৪২৩ তাফসীরে দুররে মানসূর,৫/১৮৪পৃ.জওজী,তাফসীরে যাদুল মাইসীর,৬/৩০৫পৃ. আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুদ্-দ্বঈফাহ, ২/১১৫পৃ.হাদিস ঃ ৬৬১,ইবনে কাসির, বেদায়া ওয়ান নিহায়া,২/১৯৮পৃ.

-"আমি হলাম সৃষ্টিতে নবীদের সর্বপ্রথম এবং প্রেরণের দিক দিয়ে নবীদের শেষ।"[১]

উক্ত হাদিস থেকে প্রমাণিত হলো যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হলেন নবীদের মধ্যে সর্বপ্রথম সৃষ্টি, তখন আদম (আলাইহিস সালাম)-এর সৃষ্টির তথা মাটির অস্তিত্বও ছিল না।

দলীল নং- ৩

وَأخرج البَيْهَقِيّ وَابْن عَسَاكِر عَن ابي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لما خلق الله آدم اراه بنيه فجعل يرى فَضَائِل بَعضهم على بعض فرَأى نورا ساطعا فِي أسفلهم فَقَالَ يَا رب من هَذَا قَالَ هَذَا ابْنك أَحْمد وَهُوَ اول وَهُوَ آخر وَهُوَ أول شَافِع-

-"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, যখন আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) কে সৃষ্টি করলেন, তখন তাকে তার সন্তান-সন্ততি দেখালেন। হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) তাদের পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্ব নিরীক্ষা করতে থাকেন। অবশেষে তিনি একটি চমকদার নূর দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : হে পরওয়ারদিগার! এ কার নূর? আল্লাহ তা'য়ালা বললেন, এ তোমার আওলাদ হবে, তার নাম আসমানে আহমদ। তিনি (সৃষ্টিতে) প্রথম এবং তিনি প্রেরণে (নবীদের) শেষ। তিনি সর্বপ্রথম শাফায়াতকারী।"[২]

১. ক. আল্লামা ইমাম ইবনে আদি : আল কামিল : ৩/৩৭৩ পৃ.
খ. আল্লামা ইমাম দায়লামী : আল ফিরদাউস : ৩/২৮২ পৃ. হাদিস : ৪৮৫০, ৭১৯৫
গ. আল্লামা ইমাম বগভী : মাআলিমুত তানজীল : ৩/৫০৮ পৃ.
ঘ. আল্লামা ইবনে কাসীর : তাফসীরে ইবনে কাসীর : ৩/৪৭০ পৃ.
ঙ. আল্লামা ইমাম আলূসী : তাফসীরে রুহুল মায়ানী : ১২/১৫৪ পৃ.
চ. আল্লামা ইমাম জালাল উদ্দিন সূয়তী : তাফসীরে দুররে মনসুর : ৬/৫৭০ পৃ.
ছ. ইমাম জালালুদ্দীন সূয়তী : খাসায়েসুল কোবরা : ১/৫পৃ. হাদিস : ১

২ ক. আল্লামা ইমাম বায়হাকী : দালায়েলুল নবুয়ত : ৫/৪৮৩ পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত।
খ. ইমাম সুয়ূতী : খাসায়েসুল কোবরা : ১/৭০ পৃ. হাদিস : ১৭৩
গ.আল্লামা ইমাম ইবনে আসাকির : তারিখে দামেস্ক : ৭/৩৯৪-৩৯৫ পৃ.দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ,বয়রুত,লেবানন।
ঘ. ইমাম যুরকানী : শরহুল মাওয়াহেব, ১/৪৩ পৃ., দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত।
ঙ. মুত্তাকী হিন্দী : কানযুল উম্মাল : ১১/৪৩৭ পৃ,হাদিস,৩২০৫৬
চ.আবু সা'দ নিশাপুরী ,শরফুল মুস্তফা,৪/২৮৫পৃ.
ছ.কুস্তালানী,মাওয়াহেবে লাদুন্নীয়া,১/৪৯পৃ.
জ.দিয়ার বকরী,তারীখুল খামীস,১/৪৫পৃ.
ঝ.সাররাজ,হাদিসাহ,হাদিস নং.২৬২৮
ঞ.ইবনে হাজার আসকালানী,আল-মুখাল্লিসিয়্যাত,৩/২০৭পৃ.হাদিস,২৩৪০,
ট.সালিম জাররার,আল-ইমা ইলা যাওয়াইদ,৬/৪৭৮পৃ.হাদিস,৬০৮৩
ঠ.ইবনে সালেহ শামী,সবলুল হুদা ওয়ার রাশাদ,১/৭১পৃ.দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ,বয়রুত,লেবানন।

অতএব প্রমাণিত হলো যে আদম (আলাইহিস সালাম) রাসূল (ﷺ) কে নূর রূপে পেয়েছেন এবং আল্লাহ তা'য়ালা তাকে বলেছেন উক্ত নূর সর্বপ্রথম সৃষ্টি।

দলিল নং-

আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী তাঁর তাফসীরে সুরা যুখরুফের ৮১ নং আয়াত- قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ -"হে হাবিব আপনি বলুন দয়াময় আল্লাহর যদি কোন সন্তান হতো তাহলে ইবাদাতকারীদের মধ্যে আমিই সর্ব প্রথম হতাম।" এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইসমাঈল হাক্কী একটি হাদিস উল্লেখ করেন এভাবে- قال جعفر الصادق رضى الله عنه أول ما خلق الله نور محمد صلى الله عليه وسلم قبل كل شىء -"হযরত ইমাম জাফর সাদেক বলেন সকল কিছুর পূর্বে আল্লাহ 'নূরে মুহাম্মাদী' কে সৃষ্টি করেছেন।"[১]

দলিল নং- ৪

গাউসুল আযম শেখ মহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর জীবনী গ্রন্থ "বাহজাতুল আসরার" কিতাবের ১২ পৃষ্ঠায় তাঁর একটি উক্তি এসেছে এভাবে-

قال الله عز وجل خلقت روح محمد صلى الله عليه وسلم من نور وجهى كما قال النبى صلى الله عليه وسلم اول ما خلق الله نورى-

-"পরম গৌরবান্বিত ও মহিমান্বিত আল্লাহ বলেছেন, আমি আমার নিজ জাতের কুদরতী জামালের নূর হতে মুহাম্মদ (ﷺ) এর রুহ সৃষ্টি করেছি, (এর দলীল হলো) নবী করীম (ﷺ) এর উক্তি আল্লাহ সর্ব প্রথম যা সৃষ্টি করলেন তা হল আমার নূর মোবারক।"

দলিল নং- ৫

বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) ওফাত.১০১৪হি.স্বীয় কিতাব 'মওদুআতুল কাবীর' এর ৮৬ পৃষ্ঠায় বলেন,

واما نوره عليه السلام فهو فى غاية من الظهور شرقا وغربا واول ما خلق الله نوره وسماه فى كتابه نوراً وفى دعائه عليه الصلوة والسلام اللهم اجعلنى نورا- لكن هذا نور ليس له الظهور الا فى عين أهل البصيرة - فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور-

ড.ইফরাকী,মুখতাসারে তারীখে দামেস্ক,২/১১১পৃ.

১ ইসমাঈল হাক্কী : রুহুল বায়ান : ৮/৩৯৬ পৃ.,সুরা যুখরুফ,আয়াত.৮১

-"সৃষ্টির সর্বত্র প্রিয় নবীর নূরানী সত্ত্বাই সর্বাধিক পরিচিত ও প্রকাশিত। আল্লাহ তায়ালা তাঁরই নূরানী সত্ত্বাকে সর্বাগ্রে সৃষ্টি করেছেন। পবিত্র কোরআনে তাকে নুর হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তিনি তার প্রার্থনায় বলেছেন, আল্লাহ আমাকে নূরানী সত্ত্বায় প্রতিষ্ঠিত রাখুন। এতদ্সত্ত্বেও তার নূরানী সত্ত্বা বস্তুজগতে একমাত্র অন্তর্দৃষ্টি সম্পূর্ণ মানুষের কাছেই প্রজ্জ্বলিত। (কেবল কপালের চোখে প্রিয় নবীর নূরানী সত্ত্বার যিয়ারত সম্ভব নয়) আল্লাহ পাক বলেন, কপালের চোখ তো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত হৃদয় বা অন্তর্দৃষ্টি।"

দলিল নং- ৬

আল্লামা নূর উদ্দিন মোল্লা আলী ক্বারী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) স্বীয় "শরহে শামায়েলে তিরমিযী" গ্রন্থের (মুলতান থেকে মুদ্রিত) ১ম খন্ডের, ১৪৬ পৃষ্ঠায় লিখেন,

أَنَّ أَوَّلَهَا النُّورُ الَّذِي خُلِقَ مِنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-

-"সর্বপ্রথম সৃষ্টি সেই মহান 'নূর' যার দ্বারা হুযুর (ﷺ) কে সৃষ্টি করা হয়েছে।"[১]

দলিল নং-৭

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ "মিরকাতুল মাফাতীহ" এর ১ম খন্ডের ১৬৭ পৃষ্ঠায় ঈমান বিল-ক্বদর অধ্যায়ে সর্বপ্রথম কোন বস্তু সৃষ্টি তা সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন,

فَالْأَوَّلِيَّةُ إِضَافِيَّةٌ، وَالْأَوَّلُ الْحَقِيقِيُّ هُوَ النُّورُ الْمُحَمَّدِيُّ عَلَى مَا بَيَّنْتُهُ فِي الْمَوْرِدِ لِلْمَوْلِدِ..... وَرُوِيَ: «أَنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ، وَإِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي، وَإِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ رُوحِي، وَإِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَرْشُ» ، وَالْأَوَّلِيَّةُ مِنَ الْأُمُورِ الْإِضَافِيَّةِ فَيُؤَوَّلُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِمَّا ذُكِرَ خُلِقَ قَبْلَ مَا هُوَ مِنْ جِنْسِهِ، فَالْقَلَمُ خُلِقَ قَبْلَ جِنْسِ الْقَلَمِ، وَنُورُهُ قَبْلَ الْأَنْوَارِ،- (مرقاة:270/1)

-"বাস্তবিক পক্ষে প্রথম সৃষ্টি হচ্ছে- নূরে মুহাম্মদী (ﷺ) যেমন আমি আমার "আল মাওরিদ লিল মাওলিদ" (১ম খন্ড : ১৬৮ পৃষ্ঠা, হাদিস, ৯৪) এ উল্লেখ করেছি। ..... আর যেসব বর্ণনায় এসেছে- আল্লাহ প্রথমে (আমার) আকল (বিবেক) সৃষ্টি করেছেন, অন্য বর্ণনায় আল্লাহ প্রথমে আমার নূরকে সৃষ্টি করেছেন, অন্য বর্ণনায় আল্লাহ প্রথমে আমার রুহকে সৃষ্টিকে করেছেন, অন্য বর্ণনায় আল্লাহ প্রথমে আরশ সৃষ্টি করেছেন।

১ মোল্লা আলী ক্বারী : মেরকাত : ১/২৪১ পৃ., হাদিস : ৭৯

এসব বর্ণনায় "প্রথমে" শব্দটি দ্বারা আনুপাতিক প্রথম বুঝানো হয়েছে। সুতরাং এর ব্যাখ্যা এভাবে দেয়া যাবে যে, উল্লেখিত প্রতিটি বস্তু সে জাতীয় সব বস্তুর মধ্যে প্রথমে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। যেমন, সব কলমের মধ্যে উল্লিখিত কলমটি তাক্বদীর লিখন কলমটি সর্বপ্রথম সৃষ্ট হয়েছে। সুতরাং সৃষ্টিকুলের সমস্ত নূরের মধ্যে সর্বপ্রথম হুযুর (ﷺ) এর নূরকেই সৃষ্টি করা হয়েছে।" [১]

দলিল নং- ৮

আল্লামা সৈয়দ শরীফ আলী বিন মুহাম্মদ আল জুরজানী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) "শরহে মাওয়াক্বেফ" (ইরানের কোম থেকে প্রকাশিত) এর ৭ম খন্ডের ২৫৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন,

قال بعضهم وجه الجمع بينه (اول ما خلق العقل) وبين الحديثين الاخرين اول ما خلق الله القلم واول ما خلق الله نورى – ان المعلوم الاول من حيث انه مجرد يعقل ذاته ومبداه يسمى عقلا- ومن حيث انه واسطة فى صدور سائر الموجودات ونفوس العلم يسمى قلما ومن حيث توسطه فى افاضة انوار النبوة كان نورا لسيد الانبياء-

-"হাদীসে পাকে সর্বপ্রথম সৃষ্টি হিসেবে "আকল","কলম" এবং "আমার নূর" তিনটি বস্তুর উল্লেখ মূলত: নবীকূল সম্রাট এর নূর মোবারককেই বুঝানো হয়েছে। সর্বাগ্রে নিরেট ও নির্ভেজাল অস্তিত্বময় একমাত্র তাঁরই সত্ত্বা। তাই তাকে "আক্বল" এবং সমগ্র সৃষ্টির অস্তিত্ব প্রাপ্তির তিনিই মাধ্যম তাই তাকে "কলম" এবং আনওয়ারে নবুওয়্যাতের তিনিই ফয়েয বিতরণের একমাত্র সোপান তাই তিনি 'নূর' হিসেবে আখ্যায়িত।"

দলিল নং- ৯

আরেফ বিল্লাহ ইমাম আল্লামা আবদুল ওয়াহাব শারানী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) اليواقيت اول ما خلق الله نورى গ্রন্থের ২য় খণ্ডের, ২০ পৃষ্ঠায় হাদীসে উল্লিখিত والجواهر এবং العقل اول ما خلق الله উভয় বর্ণনার সামঞ্জস্য বিধানে বলেন,

ان معناهما واحد لان حقيقة محمد صلى الله عليه وسلم تارة يعبر عنها بالعقل الاول وتارة بالنور-

-"আক্বল নূর কিংবা আকল পরস্পর কোন বৈপরিত্য নেই। এগুলো হাক্বীক্বতে মুহাম্মদী (ﷺ) এর বহুমুখী পরিচিতি।"[২]

১ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : মিরকাতুল মাফাতীহ : ১/১৬৮পৃ.ঈমান বিল ক্বদর : হাদিস : ৯৪
২ আল্লামা শায়খ ইউসুফ বিন নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ২/৪৭পৃ:

দলীল নং- ১০

আল্লামা হুসাইন বিন মুহাম্মদ বিন হাসান দিয়ার বিকরী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) স্বীয় "তারীখুল খামীস" কিতাবের ১ম খন্ডের ২৫ পৃষ্ঠায় অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন-

واهل الحقيقة على ان المراد من هذه الأحاديث شئ واحد لكن باعتبار نسبه وحيثياته تعدرت العبارات-

-"আহলে তাহকীক ওলামাদের অভিমত এই যে, যেই সমস্ত হাদিস হতে বস্তু (সর্বপ্রথম সৃষ্টির ব্যাপারে উদ্দেশ্য হয়েছে) সেই সমস্ত হাদিস দ্বারা একটিকে অপরটিরদিকে অনুপাতিক নেসবত করা হয়েছে। (মূলত রাসূল (ﷺ) এর নূরই সর্বপ্রথম সৃষ্টি)' [১]

দলিল নং- ১১

ভারতীয় উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) স্বীয় 'তাফসীরাতে এলাহিয়া' কিতাবের ১ম খন্ডের ২০৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন-

اول ما تعين فيها صورة الذات الالهية التى هى مبدأ المبادى وتلك الصورة هى النور الا سفيدى القاهر على جميع من سواه وهى المشار اليها فى قوله صلى الله عليه وسلم كان فى عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء لما سئل فقيل له اين كان ربنا قبل ان يخلق خلقه وهى المشار اليها فى قوله تعالى الله نور السموات والارض الخ-

-"নফসে কুল্লিয়ার মধ্যে যা প্রথম বিকশিত হয়েছিল তা হল আল্লাহ তা'য়ালার যাতে পাকের ছুরাত এবং এটা হল সমস্ত প্রারম্ভের প্রারম্ভ। এই ছুরাত হল পবিত্র ঐ নূর যা যাবতীয় বস্তুর উপর প্রতিবিম্ব এবং এই নূরের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। রাসূলে পাকের এই হাদীসের মধ্যে যাতে তিনি বলেছেন, তিনি (আমাদের রব) তখন শুধু মেঘমালাই ছিল, তাঁর উপরে ও নিচে শুধু হাওয়া-ই ছিল। যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল সকল কিছু সৃষ্টির পূর্বে আমাদের (রব) কোথায় ছিলেন? তার উত্তরে তিনি ঐ আয়াতের দিকে ইঙ্গিত প্রদান করেছেন, আল্লাহ আসমান যমীনের নূর।"

দলিল নং- ১২

আল্লামা ইমাম শা'রানী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) শায়খ তকি উদ্দিন ইবনে আবি মনছুর (রহমতুল্লাহি আলাইহি) এর কওল নকল করে বর্ণনা করেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, আল্লাহ বলেন,

১ আল্লামা হুসাইন বিন মুহাম্মদ বিন হাসান দিয়ার বকরী : তারীখুল খামীস : ১/২৫ পৃ

ان اول ما ظهر بعد فتق العماء هو محمد صلى الله عليه وسلم فاستحق بذالك الاولية الاولیات فهو ابو الروحانية كلها كما كان آدم بالجسمانية ، كذا فى اليواقيتو الجواير:١٨/٢

-"আমার বিস্তৃতির পর প্রথম বিকাশ ছিল মুহাম্মদ (ﷺ)। অতএব, তিনিই সমস্ত আদির আদি (সকল কিছুর প্রথম) এবং সমস্ত রুহের পিতা, যেমন হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) হলেন সকল দেহ বিশিষ্ট মানবের পিতা।"[১]

দলিল নং- ১৩

অনুরূপভাবে, আল্লামা শায়খ ইউসূফ বিন নাবহানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) যাওয়াহিরুল বিহার এর ১ম খন্ডের ১৩১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন,

ان اصل ارواحنا روح محمد صلى الله عليه وسلم فهو اول الاباء روحا وآدم اول الاباء جسما-

-"সমস্ত রুহের মূল হলেন, রুহে মুহাম্মদী (ﷺ) বা নূরে মুহাম্মাদী আর তিনি সকল রুহের প্রথম পিতা এবং আদম (আলাইহিস সালাম) হলেন সকল দেহ বিশিষ্ট মানবের প্রথম পিতা। অতএব প্রমাণিত হলো সমস্ত রুহ রাসূল (ﷺ) এর নূর মোবারক থেকে সৃষ্টি। আর রাসূল (ﷺ) এর রূহ মোবারক সর্বপ্রথম সৃষ্টি।"

দলিল- ১৪

শায়খ আল্লামা ইউসূফ বিন নাবহানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) উক্ত কিতাবে আরও বর্ণনা করেন-

روحه صلى الله عليه وسلم هى ام الارواح وحقيقته اصل الحقائق وهو ابو آدم من حيث الروح وآدم ابوه من حيث الجسم وهو اول النبيين فى البطن و خاتمهم فى الظهور وهو سلطانهم الاعظم-

-"রাসূল (ﷺ) এর রুহ মোবারকের "নূর" হল সমস্ত রুহের মূল। আর রাসূল (ﷺ) হলেন সকল হাকীকতের হাকীকত। রূহানী দৃষ্টিতে রাসূল (ﷺ) আদম (আলাইহিস সালাম) এর রূহানী পিতা আর আদম (আলাইহিস সালাম) হচ্ছেন দেহ বিশিষ্ট মানবের পিতা, বাতিনী সৃষ্টিতে রাসূল (ﷺ) সর্বপ্রথম নবী, প্রকাশ্যে (জাহির) সর্বশেষ নবী, তিনি হচ্ছেন সমস্ত নবীদের মহান সম্রাট।"[২]

দলিল নং- ১৫

১ ইমাম শারানী : ইয়াকুত ওয়াল জাওয়াহির : ২য় খন্ড, ১৮ পৃ
২ শায়খ ইউসূফ বিন নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ১/৬ পৃ. মারকাযে আহলে সুন্নাত ফি বারকাতে রেজা, গুজরাট, ভারত।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকায়েদের ইমাম আবুল হাসান আশআরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

انه تعالى نور ليس كالانوار و روح النبوية القدسية لمعة من نوره والملائكة اشرار تلك الانوار وقال صلى الله عليه وسلم اول ما خلق الله نورى ومن نورى خلق الله كل شئ-

-"আল্লাহ তা'য়ালা নূর, তবে অন্যান্য নূরের মতো নন। আর নবী করীম (ﷺ) এর রুহ মোবারক হচ্ছে তার নূরের ঝলক। আর ফেরেশতাগণ হচ্ছেন তার নূরের শিখা। হুযুর (ﷺ) ইরশাদ ফরমান, আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম আমার নূরকে সৃষ্টি করেছেন। আর আমার নূর থেকে আল্লাহ প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি করেছেন।"[১]

দলিল নং- ১৬

বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা ইমাম যওজী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) স্বীয় "বয়ানুল মিলাদুন্নবী"-তে হাদিসটি এভাবে উল্লেখ করেন,

اول ما خلق الله نورى ومن نورى خلق جميع الكائنات-

-"রাসূল (ﷺ) এর বাণী : সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'য়ালা আমার নূর মোবারক সৃষ্টি করেছেন, আর আমার নূর হতে কুল কায়িনাত সব কিছু সৃষ্টি করেছেন।"[২]

দলিল নং- ১৭

আল্লামা ইমাম আবদুল গণী নাবলুসী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হযরত যাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর সনদ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে সর্বপ্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে বলেন,

قد خلق كل شئ من نوره صلى الله عليه وسلم كما ورد به الحديث الصحيح-

-"রাসূল (ﷺ) এর নূর মোবারক থেকে সব কিছু সৃষ্টি। উক্ত বর্ণিত হাদিসটির সনদ সহিহ।"[৩]

দলিল নং- ১৮

১ ক. আল্লামা ইমাম মাহদী আল ফার্সী : মাতালিউল মুসাররাত : ২১ পৃ. মাতবায়ে মাকতুবায়ে নূরীয়া, লেবানন।
খ. আল্লামা শায়খ ইউসূফ বিন নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ২/২২০ পৃ. দিল্লী থেকে প্রকাশিত।
২ আল্লামা ইমাম ইবনে যাওজী: বায়ানুল মিলাদুন্নবী: ২২ পৃ. তুরস্ক হতে প্রকাশিত।
৩ ইমাম আব্দুল গনী নাবলুসী: হাদীকাতুল নাদিয়া:২/৩৭৫ পৃ. মাতবাতে মাকতবায়ে নূরীয়াহ, ফয়সালাবাদ।

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার ইমাম কুস্তালানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) স্বীয় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'মাওয়াহেবে লাদুন্নীয়া' এ 'সর্বপ্রথম কী কলম সৃষ্টি' তা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন,

ان اولية القلم بالنسبة الى ما عدا النور النبوى المحمدى صلى الله عليه وسلم-

-"সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি বলতে নূরে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পরে অন্যান্য সকল বস্তুর আনুপাতিক হিসেবে প্রথমে ইঙ্গিত করা হয়েছে।"[১]

দলিল নং- ১৯

وقد اختلف هل القلم اول المخلوقات بعد النور المحمدى؟ فقال الحافظ ابو يعلى الهمدانى: الاصح ان العرش قبل القلم-

-"ইমাম কুস্তালানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) আরও বলেন, ইমাম আবু ই'য়ালা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) কে প্রশ্ন করা হয়- মুসলিম ইমামগণের ইখতিলাফ যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নূর মোবারকের পর প্রথম সৃষ্টি কী কলম? অতঃপর হাফেয আবু ই'য়ালা হামদানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, বিশুদ্ধ বর্ণনা হলো কলমের পূর্বে আরশ সৃষ্টি করা হয়েছে।"[২]

তাই কলম সর্বপ্রথম সৃষ্টি নয়; বরং তার পূর্বে আরও অনেক কিছুই সৃষ্টি করা হয়েছে, যেমন আরশ সৃষ্টি করা হয়েছে।

দলিল নং- ২০

জলিলুল কদর মুফাস্‌সির আল্লামা ইমাম আলূসী বাগদাদী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) স্বীয় অন্যতম তাফসীর গ্রন্থ "তাফসীরে রুহুল মায়ানীতে" সূরা আম্বিয়ার ১০৭ নাম্বার আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে বলেন,

ولذا كان نوره صلى الله عليه وسلم اول المخلوقات ففى الخبر اول ما خلق الله تعالى نور نبيك يا جابر!

-"আর এ কারণেই তার নূরানী সত্ত্বা সমগ্র জগতে প্রথম সৃষ্টি এবং এ কথাই রাসূলে মুয়াজ্জম নূরে মুজাস্‌সাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাদীসে পাকে ঘোষণা করেছেন, হে যাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু)! আল্লাহ তা'য়ালা সর্বপ্রথম তোমার নবীর নূরকেই সৃষ্টি করেছেন।"[৩]

দলিল নং- ২১

১ আল্লামা ইমাম কুস্তালানী: মাওয়াহেবে লাদুন্নীয়া : ১/৭৪ পৃ.
২ ইমাম কুস্তালানী : মাওয়াহেবে লাদুন্নীয়া : ১ম খন্ড : ৭২ পৃ. মাকতুবায়ে ইসলামিয়্যাহ, বয়রুত।
৩ ক. আল্লামা ইমাম মাহমুদ আলূসী বাগদাদী : তাফসীরে রুহুল মায়ানী : ১৭তম পারা, ৯/১০০ পৃ.দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ,বয়রুত,লেবানন।
খ. মুফতি শফি : তাফসীরে মা'রেফুল কোরআন (বাংলা) : ৪২৮ পৃ., সৌদি হতে বিনামূল্যে বিতরণকৃত।

আল্লামা শায়খ ইউসূফ নাবহানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

والدليل على ما قلناه قوله عليه الصلوة والسلام أنا من الله أى مخلوق من نوره تعالى أى النور الذى خلقه الله قبل كل شئ واضافته لله التشريف –

-"দলীল দ্বারা প্রমাণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, আমি আল্লাহর (নূর) হতে অর্থাৎ তার নূর হতে সৃষ্টি, আর উক্ত নূর আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন সবকিছুর পূর্বে, এবং আল্লাহর দিকে সর্বনামটি সম্মানের জন্য সম্বোধন করা হয়েছে।"[১]

দলিল নং- ২২

আল্লামা ইউসূফ নাবহানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) আরও বলেন-

ولنا دليل اخر وهو قوله لجابر: ان الله خلق روحه صلى الله عليه وسلم ثم خلق العرش والكرسى والسفليات جميعا منه الخ-

-"এক দলীলে হযরত যাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বাণী, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা (সর্বপ্রথম) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নূর বা রূহ মোবারক সৃষ্টি করেছেন তারপর আরশ কুরসী, ... ।"[২]

দলিল নং- ২৩

বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস মুফাসসির আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাফসীরে রুহুল বায়ানে সূরা মায়েদার ১৫ নং আয়াতের তাফসীরে বলেন,

سمى الرسول نورا لان اول شئ اظهر الحق بنور قدرته من ظلمة العدم كان نور محمد صلى الله عليه وسلم كما قال اول ما خلق الله نورى-

-"আল্লাহ তা'য়ালা রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নাম রেখেছেন নূর। কেননা আল্লাহ তা'য়ালা তার কুদরতের নূর থেকে সর্বপ্রথম যা প্রকাশ করেছেন তা হল মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নূর। যেমন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'য়ালা সর্বপ্রথম আমার নূর সৃষ্টি করেছেন।"[৩]

দলিল নং- ২৪-২৭

আল্লামা ইমাম নিযামুদ্দীন নিশাপুরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ওফাত.৮৫০হি.তাঁর বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ 'তাফসীরে নিশাপুরী' এর সূরা আনআমের ১৬৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-

১ শায়খ ইউসূফ নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ১/৩৪৬-৩৪৭ পৃ.
২ আল্লামা শায়খ ইউসূফ নাবহানী: যাওয়াহিরুল বিহার: ১/৩৪৬-৩৪৭পৃ.
৩ আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী : তাফসীরে রুহুল বায়ান : ২য় খন্ড : ৩৭০ পৃ,দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ ,বয়রুত,লেবানন।

وَجِئْنا بِكَ شَهِيداً لأن روحه شاهد على جميع الأرواح والقلوب والنفوس لقوله: «أول ما خلق الله روحي» -

-"এটা এ কারণে যে, হুযুর আলাইহিস সালামের রূহ মোবারক সমস্ত রূহ (অন্তর) ও সত্ত্বা সমূহকে দেখতে পান। কেননা তিনিই বলেছেন, আল্লাহ তা'য়ালা সর্বপ্রথম যা সৃষ্টি করেছেন, তা হলো আমার রূহ মোবারক।"[১]

দলিল নং - ২৮

তাফসীরে রুহুল বায়ান প্রণেতা আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সূরা ফাতাহ এর ৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,

فانه لما كان أول مخلوق خلقه الله كان شاهدا بوحدانية الحق وربوبيته وشاهدا الخ-

-"যেহেতু হুযুর (ﷺ) আল্লাহর প্রথম সৃষ্টি, সেহেতু তিনি আল্লাহর একত্বের সাক্ষী, তিনি সব বস্তুর অবলোকনকারী।[২]

দলিল নং- ২৯

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) মিরকাত গ্রন্থের ১ম খন্ডের الايمان بالقدر অধ্যায়ে বলেন,

كَمَا أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - رَآهُ فِي الدُّنْيَا لِانْقِلَابِهِ نُورًا الخ-

-"হুযুর (ﷺ) এই জগতেই আল্লাহকে দেখেছিলেন, কেননা হুযুর (ﷺ) নিজেই নূরে পরিণত হয়েছিলেন।"[৩]

দলিল নং - ৩০

গাউছুল আযম শেখ মহিউদ্দিন আবদুল কাদির জিলানী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর অন্যতম গ্রন্থ "সিররুল আসরার" (লাহোর থেকে প্রকাশিত) কিতাবে ৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন -

اعلم وفقك الله لما يحب ورضى لما خلق الله تعالى روح محمد صلى الله عليه وسلم اولا من نور جماله كما قال الله عز وجل خلقت روح محمد من نور وجهى كما قال النبى صلى الله علية وسلم اول ما خلق الله روحى واول ما خلق الله نورى

১ ক. আল্লামা নিযামুদ্দীন নিশাপুরী : তাফসীরে নিশাপুরী : ৪/৩০৪পৃ.
খ. আল্লামা মঈন কাশেফী : তাফসীরে হাসানী : ২/১৪০পৃ.
গ. ইমাম নিশাপুরী,তাফসীরে আরা ইসুল বায়ান : ১/৫৪৮পৃ.
২ আল্লামা ইসমাইল হাক্কী : রুহুল বয়ান :৯/১৮পৃ.দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ,বয়রুত।
৩ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : মিরকাতুল মাফাতীহ : ১/২৬৬ পৃ. ঈমান বিল ক্বদর অধ্যায় : হাদিস : ৯১, মাকতবায়ে আশরাফিয়াহ, দেওবন্দ।

واول ما خلق الله القلم واول ما خلق الله العقل- فالمراد منها شئ واحد وهو الحقيقة المحمدية-

-"মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি তোমার নসীব হোক, হে মুরিদ! তুমি জেনে রেখো, আল্লাহ পাক স্বীয় সৌন্দর্যের নূর থেকে প্রিয় নবীর রূহ মোবারক সৃষ্টি করেছেন। যেমনটি আল্লাহ বলেছেন, আমি আমার নূরী সত্ত্বা হতে রূহে মুহাম্মদীকে সৃষ্টি করেছি। যেমনিভাবে হাদিস বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা সর্ব প্রথম আমার রূহকে সৃষ্টি করেছেন। (অন্য বর্ণনায়) আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম আমার নূরকে সৃষ্টি করেছেন। (অন্য বর্ণনায়) আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন। (আরেক সূত্রে) আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম আকলকে সৃষ্টি করেছেন। এখানে শব্দের বৈপরীত্বে পৃথক পৃথক কোন সৃষ্টি নয়। বরং উদ্দেশ্য একটাই আর তা হচ্ছে 'হাকীকতে মুহাম্মাদিয়া' মানে মুহাম্মদ (ﷺ) এর প্রকৃত নূরী সত্ত্বা।"

দলিল নং- ৩১

অন্যতম আশেকে রাসূল (ﷺ) আল্লামা আবদুর রহমান জামী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর সিরাত গ্রন্থ "শাওয়াহিদুন নবুয়ত" (যার বাংলা অনুবাদ করেছেন দেওবন্দী আলেম মাওলানা মহিউদ্দিন খাঁন, মদিনা পাবলিকেশন্স, বাংলা বাজার) এর ১৫ পৃষ্ঠায় হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে এভাবে- اول ما خلق الله نورى

-"আল্লাহ তা'য়ালা সর্বপ্রথম আমার নূর মোবারক সৃষ্টি করেছেন।"[১]

দলিল নং- ৩২

আল্লামা শায়খ ইউসূফ নাবহানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) রচিত রাসূল (ﷺ) এর মুজিযার অন্যতম গ্রন্থ "হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামিন" এর ৫২ পৃষ্ঠায় (মিশর থেকে মুদ্রিত) রয়েছে,

قد ورد فى الحديث اول ما خلق الله نورى وفى روأية اول ما خلق الله العقل فما الجمع بينما؟ فالجواب ان معناهما واحد لان حقيقة محمد صلى الله عليه وسلم

-"হাদীসে পাকে বর্ণিত আছে, সর্বপ্রথম আল্লাহ আমার নূর মোবারক সৃষ্টি করেছেন। (অন্য বর্ণনায়) সর্বপ্রথম (আমার) আকল সৃষ্টি করেছেন। উভয়টির মর্মার্থ কী? আমার পক্ষ থেকে উত্তর হলো হাদিস দুটির মর্মার্থ এক, এটা হাক্বীক্বতে মুহাম্মদ (ﷺ) কে বুঝানো হয়েছে।"[২]

১ আল্লামা আবদুর রহমান জামীর : শাওয়াহিদুন নবুয়্যত : ১৫ পৃ
২ আল্লামা শায়খ ইউসূফ নাবহানী : হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামিন : ৫২ পৃ

শুধু তাই নয় আল্লামা শায়খ ইউসূফ নাবহানী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) উক্ত কিতাবের ২৪৩ পৃষ্ঠায় দুটি কাসিদা উল্লেখ করেন। এটা দ্বারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বপ্রথম সৃষ্টি প্রমাণিত হয়। কাসিদাটি হলো-

١- اول خلق الله نور أحمد* أصل الورد سيد كل سيد-

٢- اول خلق الله كان نوره * منه الورد بطونه ظهوره-

দলিল নং- ৩৩-৩৪

প্রখ্যাত হাদিস বিশারদ ও ইলমে হাদীসের বিজ্ঞ সমালোচক আল্লামা ইবনুল যওযী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) (ওফাত ৫৯৭ হি:) প্রণীত অন্যতম গ্রন্থ "মাওলিদুল আরুস" (আল মাকতাবাতুস সিকাফিয়্যাহ, বয়রুত থেকে মুদ্রিত) এর ১৬ নং পৃষ্ঠায় বিশিষ্ট তাবেয়ী হযরত কাবে আহবার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সনদে হাদিস বর্ণনা করেন :

وعن كعب الاحبار رضى الله تعالى عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اراد الله سبحانه خلق المخلوقات وخفض الارضين ورفع السموات قبض قبضة من نوره سبحانه وتعالى وقال لها كوني محمد صلى الله عليه وسلم فصارت تلك القبضة عمودا من نور فسجد ورفع رأسه وقال الحمد لله فقال الله تعالى لاجل هذا خلقت وسميتك محمدا فبك ابدأ المخلوقات وبك اختم الرسل-

-"রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, মহান স্রষ্টা আল্লাহ যখন জগত সৃষ্টির ইচ্ছা করলেন মানে নীচে যমীন আর উপরে আসমান স্থাপনের ইচ্ছা হল, স্বীয় নূরের প্রথম বিচ্ছুরণকে হুকুম করলেন তুমি "মুহাম্মদ" হয়ে যাও। (قبض قبضة من نوره - "স্বীয় নূর হতে এক মুষ্টি নূর মর্ম এটাই) মহান আল্লাহর হুকুমে সে নূরানী বিচ্ছুরণ এক নূরানী সত্ত্বায় পরিণত হয়ে সিজদায় পড়ে গেল। আর সিজদা থেকে মাথা তুলে বললেন- الحمد لله (সমস্ত প্রশংসা কেবল আল্লাহ তায়ালার জন্য।) আল্লাহ পাক ঘোষণা করলেন এজন্যই তো আপনাকে সৃষ্টি করেছি এবং আপনার নাম রেখেছি মুহাম্মদ। আপনারই মাধ্যমে সৃষ্টির সূচনা করব আর আপনাকে দিয়েই রিসালাতের সমাপ্তি ঘটাব।"[১]

উক্ত হাদীসে একটি লক্ষণীয় বিষয় রয়েছে সেটা হলো فسجد ورفع رأسه وقال الحمد لله-"সিজদায় মাথা রাখা বা মাথা ওঠানো কি আকৃতি ছাড়া সম্ভব?

১ ক. আল্লামা আবদুর রহমান ছাফুরী শাফেয়ী : নুযহাতুল মাযালিস : ১ম খন্ড : ২৫২ পৃষ্ঠায় হযরত ইবনে আব্বাস সূত্রে
খ. আল্লামা ইমাম ইবনে যওজী : আল মাওলিদুল আরুস : ১৬ পৃ:

আলহামদুলিল্লাহ বলা দ্বারা প্রমাণিত হয়, তখনও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নূরানী সত্ত্বা বিদ্যমান ছিল। উক্ত হাদীসের মর্ম সেটাই সমর্থন করে।

দলিল নং- ৩৫

মুজাদ্দেদ তরিকার প্রবর্তক ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদ এ আলফেসানী শায়খ আহমদ ফারুকী সেরহিন্দী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) স্বীয় মাকতুবাত শরীফে বলেন,

حقيقت محمد عليه من الصلوة افضلها ومن التسليمات اكملها كه ظهور اول است وحقيقة الحقائق است باں معنى كه حقائق ديگر چه حقائق انبياء كرام وچه حقائق ملائك عظام عليه الصلوة والسلام كا اظلال اندمر او واجل حقائق است قال اول ما خلق الله نورى وقال عليه الصلوة والسلام خلقت من نور الله والمؤمنون من نورى-

-"হাক্বীক্বতে মুহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিকাশের দিক দিয়ে সর্বপ্রথম এবং সকল হাক্বীক্বতের হাক্বিক্বত। সকল আম্বিয়ায়ে কেরাম (আলাইহিমুস সালাম) এবং সম্মানিত সকল ফিরিশতাগণ হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হাক্বিক্বতের নির্যাস। রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, সর্বপ্রথম আল্লাহ তায়ালা যা সৃষ্টি করেছেন তা হল আমারই নূর। আরো বলেছেন যে, আমি আল্লাহর নূর হতে এবং সকল ঈমানদারগণ আমার নূর হতে সৃষ্টি।"[১]

দলিল নং- ৩৬

আল্লামা শায়খ বালি আফেন্দী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

قوله خلق الله أدم على صورته هو أدم الحقيقى الذى يسمى الانسان الكامل والروح وهو جزء من علم الكبير المحمدى وهو قوله اول ما خلق الله روحى وهو عالم اللهوت--- الخ-

-"নূরে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা আদম (আলাইহিস সালাম) কে তাঁর ছুরাতের উপর সৃষ্টি করেছেন। উহা হল আদমে হাকিকী যাকে ইনসানে কামেল বলা হয় ও রুহে মুহাম্মদীও বলা হয়। এ জন্য তিনি বলেছেন, আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম আমার রুহ মোবারককে সৃষ্টি করেছেন। এটা আলমে লাহুতের কথা।"[২]

দলিল নং- ৩৭

ত্রয়োদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আল্লামা শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) স্বীয় "তাফসীরে আযিযী"তে বলেন,

১ মুজাদ্দেদে আলফেসানী : মকতুবাত ৩য় খন্ড : ২৩১ পৃ
২ শায়খ আফেন্দী : ফুছুছুল হেকাম : ৩৮৯ পৃ

در عالم ارواح اول کسے کہ پیدا شد ایشاں بودند۔

-"রুহ জগতে (আলমে আরওয়াহে) সর্বপ্রথম যাকে সৃষ্টি করা হয়, তিনি হচ্ছেন রাসূল (ﷺ)।'[১]

দলিল নং- ৩৮

বিশ্বের অন্যতম মুহাদ্দিস আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) 'মিরকাত' গ্রন্থে উল্লেখ করেন,

قَالَ ابْنُ حَجَر: اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَاتُ فِي أَوَّلِ الْمَخْلُوقَاتِ، وَحَاصِلُهَا كَمَا بَيَّنْتُهَا فِي شَرْحِ شَمَائِلِ التِّرْمِذِيِّ أَنَّ أَوَّلَهَا النُّورُ الَّذِي خُلِقَ مِنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔

-"ইবনে হাযার মক্কী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, আদি সৃষ্টি নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা রয়েছে, যার সার-সংক্ষেপ আমি শামায়েলে তিরমিযীর ব্যাখ্যা গ্রন্থে আলোচনা করেছি। **প্রথমে রাসূল (ﷺ) এর নূর মোবারক সৃষ্টি করা হয়েছে,** তারপর পানি সৃষ্টি করা হয়েছে, তারপর আরশ সৃষ্টি করা হয়েছে।"[২]

দলিল নং- ৩৯

উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠতম মুহাদ্দিস আল্লামা আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) স্বীয় সিরাত গ্রন্থ "মাদারিজুন নবুয়ত" এর দ্বিতীয় খন্ডের ২য় পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন-

بدانك اول مخلوقات وواسطہ صدور کا ئنات وواسطہ خلق عالم وادم علیہ السلام نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ست چنانچہ حدیث در در صحیح دار دشدہ کہ اول ما خلق اللہ نوری وسائر مکونات علوی وسفلی ازاں نور وازاں جوھر پاك پیدا شدہ۔

-"জেনে রেখো, সর্বপ্রথম সৃষ্টি এবং কুল মাখলুকাত তথা আদম সৃষ্টিরও একমাত্র মাধ্যম নূরে মুহাম্মদী (ﷺ)। কেননা "সহিহ" হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে- اول ما خلق اللہ نوری **আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম আমার নূর মোবারক সৃষ্টি করেছেন** এবং উর্ধ্ব ও নিম্ন জগতের সবই তাঁরই নূরে পাক ও মৌলিক সত্ত্বা থেকেই সৃষ্ট।"[৩]

আল্লামা আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) উক্ত হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন। তারা কি উক্ত হাদিসকে জাল-হাদিস বলে শায়খ দেহলভী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকেও বড় মুহাদ্দিস হয়ে গেলেন?

১ শাহ আজিজ মুহাদ্দিস দেহলভী : তাফসীরে আযিযী: ৩০পারা: পৃ-২১৯
২ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : মিরকাতুল মাফাতীহ : ১/১৪৮ পৃ. হাদিস : ৭৯
৩ শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী : মাদারেজুন নবুয়্যাত : ২/২ পৃ.

দলিল নং- ৪০

দেওবন্দের অন্যতম শায়খুল হাদিস হুসাইন আহমদ মাদানী সাহেব স্বীয় গ্রন্থ "আস শিহাবুস সাকিব" এর ৫০ পৃষ্ঠায় লিখেন-

غرضیکہ حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم التحیۃ واسطہ جملہ کمالات عالم عالمیان ہے یہ ھی معنی لولاك لما خلقت الافلاك اور اول ما خلق اللہ نوری اور انا نبی الانبیاء کے ہیں -

-"মোট কথা হলো সমস্ত কায়েনাত বা আলম হাকীকতে মুহাম্মদী তথা নূরে মুহাম্মদী থেকে সৃষ্ট। যেমন হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ বলেন, যদি আপনি না হতেন তবে আমি আসমান যমীন কিছুই সৃষ্টি করতাম না। রাসূল (ﷺ) এর বাণী : মহান **আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম আমার নূর মোবারক সৃষ্টি করেছেন** এবং আরও বলেন, আমি নবীদেরও নবী।"[১]

দলিল নং- ৪১

আল্লামা শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর পিতা আল্লামা শাহ আবদুর রহিম মুহাদ্দিস দেহলভী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আনফাসে রহিমিয়্যাহ' এ লিখেন,

از عرش تا بفرش وملائکۃ علوی و جنس سفلی ہمہ ناشی ازاں حقیقتہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم است وقول رسول مقبول اول ما خلق نوری وخلق اللہ من نوری وقول اللہ تعالی لو لاك لما خلقت الافلاك وقولہ لولاك لما اظہرت الربوبیتی۔

-"আরশ থেকে ফরশ পর্যন্ত উর্ধ্ব জগতের সকল নূরী ফেরেশতা, নিম্নজগতের সকল সৃষ্টি হাক্বীক্বতে মুহাম্মদিয়া থেকেই সৃষ্টি করা হয়েছে। নবী করিম (ﷺ) এর বাণী- সর্বপ্রথম আল্লাহ তায়ালা আমার নূরকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমার নূর থেকেই সকল বস্তুকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তায়ালা প্রিয় মাহবুব (ﷺ) কে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেছেন (হে মাহবুব (ﷺ)!) আপনি না হলে আমি কোন কিছুই সৃষ্টি করতাম না এবং আপনি না হলে আমি আমার প্রভুত্ব প্রকাশ করতে পারতাম না।"[২]

দলিল নং- ৪২

আল্লামা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

১ ক. মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী : শিহাবুস সাকীব : ৫০ পৃ. মাকতুবায়ে থানবী, ইউ.পি, দেওবন্দ।
খ. মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী : রিসালায়ে নূর : ২২ পৃ. মাকতুবায়ে গাউসিয়া, করাচি।
২ আল্লামা শাহ আব্দুর রহিম দেহলভী : আনফাসে রহিমিয়াত : পৃ. ১৩

اما اول وی صلی الله علیہ وسلم اولیت درایجاد کہ اول ما خلق الله نوری اولیت در نبوت کہ کنت اویست نبیا وادم منجدل فی طینة واول در عالم در روز میثاق الست بربکم قالوا بلی واول من امن بالله وبذالك امرت وانا واول المسلمین-

-"তিনি সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম। ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'য়ালা সর্বপ্রথম যা সৃষ্টি করেছেন, তাহলো আমারই নূর। তিনি নবুওয়াত প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও সর্বপ্রথম। অতপর ইরশাদ ফরমান, আমি নবী ছিলাম যখন আদম (আলায়হিস সালাম) এর সৃষ্টি সম্পন্ন হয়নি। তিনি নবীগণের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণের দিন আল্লাহর বাণী 'আমি কি তোমাদের রব নই?' এর বেলায় সর্বপ্রথম 'হ্যা' বলে সম্মানিত উত্তরদাতা। তিনিই সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি ঈমান স্থাপনকারী।[১]

দলিল নং- ৪৩

সূরা আনআমের ১৬৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) "তাফসীরে রুহুল বায়ানে" বলেন,

(وانا اول المسلمین) یعنی اول من استلم عند الایجاد الامر "کن" وعند قبول فیض المحبة لقوله (یحبهم ویحبونه) والاستلام للمحبة فی قوله یحبونه دل علیه قوله علیه السلام اول ما خلق الله نوری-

-"আমি সর্বপ্রথম মুসলিম" এর অর্থ হলো সর্বপ্রথম সৃষ্টি করার সময় আল্লাহ তায়ালার আদেশ "কুন অর্থাৎ হয়ে যাও" কে আমি সর্বপ্রথমে মেনে নিয়েছি। অনুরূপ ভাবে মুহব্বতের ফয়েজ গ্রহণ করার সময় আমি সর্বপ্রথম গ্রহণ করেছি। কারণ, আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, তিনি তাদের মুহব্বত করেন। আর তারা আল্লাহ তায়ালাকে মুহব্বত করেন। এ মুহব্বতের ফয়েয গ্রহণের বেলায় নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রথম যা তার উক্তি "আল্লাহ তা'য়ালা আমার নূরকে সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছেন।[২]

দলিল নং- ৪৪

আল্লামা আলূসী বাগদাদী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার তাফসীরে সূরা আনআমের ১৬৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, وقیل هذا اشارة الی قوله علیه الصلوة والسلام اول ما خلق الله نوری-

১ শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী : মাদারেজুন নবুওয়াত : ১/৬ পৃ
২ আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী : তাফসীরে রুহুল বায়ান : ৩/১২৯ পৃ.,সূরা আনআম.১৬৩

-"কেউ কেউ বলেন আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উক্তি "সর্বপ্রথম আল্লাহ তায়ালা আমার নূর সৃষ্টি করেছেন"- এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।"[১]

দলিল নং- ৪৫

আল্লামা পীর করম শাহ আযহারী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) সূরা আনআমের ১৬৩ নং আয়াতের তাফসীরে বলেন,

یا اولیت سے مراد اولیت حقیقة ہے کہ سب مخلوقات سے پہلے الله تعالی کی توحید کا عرفان تم ہمارے آقا ومولا محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو ہوا کیونکہ ہر چیز سے پہلے حضور کے نور کی تخلیق ہوتی اور سب سے پہلے حضور نے ہی اپنے رب کی توحید کی شہادت دی قال قتادہ ان النبی صلی الله علیه وسلم قال کنت اول الانبیاء فی الخلق واخرهم فی البعث وانه واول الخلق اجمع-(قرطبی)

-"আমি সর্বপ্রথম মুসলমান" বলতে মৌলিক অর্থে প্রথম বুঝানো হয়েছে। কারণ, সকল সৃষ্টির পূর্বে সর্বপ্রথম আল্লাহ তায়ালার তৌহিদের পূর্ণ পরিচয় প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অর্জিত হয়েছিল। **কেননা সকল সৃষ্টির আগে তার নূর সৃষ্টি হয়েছে** এবং সবার আগে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বীয় রবের তৌহিদের সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। হযরত কাতাদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নিশ্চয়ই নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, সৃষ্টির ক্ষেত্রে আমি নবীদের প্রথম এবং প্রেরিত হবার ক্ষেত্রে তাদের সকলের সর্বশেষ। নিশ্চয়ই আমি সকল সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম সৃষ্টি। (কুরতুবী)"[২]

দলিল নং- ৪৬

আনআমের ১৬৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা আলী ছাবুনী বলেন, اول من اقر واذعن وخضع الله عز وجل-"নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হলেন, সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি আল্লাহ তায়ালার রুবুবিয়াতকে সর্বপ্রথম স্বীকার করেছেন, দৃঢ় বিশ্বাস ও আনুগত্য প্রদর্শন করেছেন।"[৩]

দলিল নং- ৪৭

আনআমের ১৬৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা সদরুল আফাযিল নঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

১ আল্লামা আলূসী : তাফসীরে রুহুল মায়ানী : ৫/৯৪ পৃ. আল মাকতাবাতুত তাওফীকীয়্যাহ, মিশর
২ আল্লামা করম শাহ আজহারী : তাফসীরে যিয়াউল কুরআন : ১/৬২০পৃ:
৩ আল্লামা আলী ছাবুনী : তাফসীরে সাফওয়াতুত তাফাসীর : ১/৪৩২ পৃ.

اولیت یا تو اس اعتبار سے ہے کہ انبیاء کا اسلام انکی امت پر مقدم ہوتا
یا اس اعتبار سے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اول مخلوقات ہیں –

-'হুযুর করিম (ﷺ) হয়তো এ হিসেবে প্রথম মুসলিম যে, নবীগণের ইসলাম উম্মতের ইসলামের আগেই হয়ে থাকে। অথবা এই হিসেবে যে, তিনি সর্বপ্রথম সৃষ্টি।''[১]

দলিল নং- ৪৮

হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

میں اللہ کے سارے مطیع بندوں میں پہلا مطیع ہوں حضرات انبیاء واولیاء
ساری مخلوق نے مجھ سے اطاعت الہی سیکھی ھے میں نے کروڑوں سال
جب اللہ کی اطاعت کی ہے جب کہ میرے نور کے سوا کوئی چیز نہ تھی نہ
زمین وآسمان نہ سورج و چاند نہ فرشتے نہ جن وانس وغیرہ مسلمین میں اول
حقیقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ھیں باقی انبیاء اولیا اور مؤمنین اضافی اول
ہیں حقیقی اول اور اضافی اول میں بہت فرق ہوتا ہے ہم اپنی اولاد اپنے بعض
دوستوں بعض ما تتحوں شاگردوں مریدوں میں اول مطیع سکتے ہے مگر
حقیقی پہلے عابد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ھی ہیں-

-"আমি আল্লাহ তায়ালার অনুগত বান্দাদের মধ্যে প্রথম অনুগত। আম্বিয়া কেরাম, আউলিয়া কেরাম এবং সকল সৃষ্টি আমার নিকট থেকে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য শিখেছেন। আমি অনেক বছর যাবৎ আল্লাহ তা'য়ালার আনুগত্য করেছি। যখন আমার নূর ছাড়া কোন কিছুর অস্তিত্ব ছিল না, না যমিন ছিল, না আসমান, না চন্দ্র ছিল, না সূর্য, না ফেরেশতা, না জীন-ইনসান ইত্যাদি। মুসলমানদের মধ্যে মৌলিক অর্থে সর্বপ্রথম হলেন হুযুর (ﷺ) তারপর অবশিষ্ট নবীগণ, আউলিয়া কেরাম এবং ঈমানদারগণ হলেন তুলনামূলক প্রথম। মৌলিক প্রথম ও তুলনামূলক বা আপেক্ষিক প্রথমের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। আমরা আমাদের সন্তান, কোন কোন বন্ধু, কোন অবস্থানের ও শিষ্যদের তুলনায় প্রথম অনুগত হতে পারি। কিন্তু মৌলিক অর্থে হুযুর (ﷺ) হলেন প্রথম সৃষ্টি।"[২]

দলিল নং- ৪৯

ওলামায়ে দেওবন্দ এর তাফসীর। যথা মাওলানা শাব্বির আহমদ ওসমানী বলেন,

عموما مفسرین وانا اول المسلمین کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اس امت محمد
یہ کے اعتبار سے آپ اول المسلمین لیکن جب جامع ترمذی کی حدیث "کنت

১ আল্লামা নঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী : তাফসীরে খাযায়েনুল ইরফান : পৃ-২১৭ : পাদটীকা নম্বর : ৩৪০
২ মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী : তাফসীরে নঈমী : ৮/৩১০পৃঃ

نبیا وآدم بین الروح والجسد" کے موافق آپ اولا الانبیاء ہیں تو اول المسلمین
ہونے میں کیا شبہ ھو سکتا ہے –

-"সাধারণত মুফাসসিরগণ "আমি সর্বপ্রথম মুসলিম" এর ব্যাখ্যা এভাবেই করে থাকেন যে, তিনি উম্মতে মুহাম্মদিয়ার তুলনায় সর্বপ্রথম মুসলিম। কিন্তু জামে তিরমিযীর হাদিস "আমি তখন নবী ছিলাম, যখন আদম রূহ ও দেহের মাঝামাঝি অবস্থানে ছিলেন।" (অর্থাৎ- তাঁর সৃষ্টি হয়নি) এর আলোকে যেহেতু তিনি সর্বপ্রথম নবী, অতএব, তিনি মৌলিক অর্থে সর্বপ্রথম মুসলিম হওয়াতে কি সন্দেহ থাকতে পারে? (অর্থাৎ- তিনি নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম মুসলিম)।"[১]

দলিল নং- ৫০

দেওবন্দীদের অন্যতম আলেম মুফতি শফি সাহেব (পাকিস্তান) বলেন,

اور پہلا مسلمان ہو نے سے اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ مخلوقات
میں سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارك پیدا کیاگیا
ہے اس کے بعد تمام آسمان وزمین اور مخلوقات وجود میں آے ہیں جیسا کہ
ایک حدیث میں ارشاد ہے اول ما خلق اللہ نوری -(روح المعانی)

-"প্রথম মুসলমান বলতে এদিকেও ইঙ্গিত করা হতে পারে যে, সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে **সর্বপ্রথম রাসূলে করীম (ﷺ) এর নুর মোবারক সৃষ্টি করা হয়েছে।** তারপর সকল আসমান যমীন এবং সকল সৃষ্টি অস্তিত্ব লাভ করে। যেমন একটি হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, **সর্বপ্রথম আল্লাহ তায়ালা আমার নুর সৃষ্টি করেছেন।** (রুহুল মায়ানী)"[২]

উক্ত তাফসীর বাংলায় অনুবাদ করে সৌদি সরকার দিচ্ছেন বাংলায় অনুবাদ করেন মাওলানা মহিউদ্দিন খাঁন। বাংলা মারিফুল কোরআনের ৪২৮ পৃষ্ঠায় দেখুন।

দলিল নং- ৫১

আহলে হাদীসের অন্যতম আলেম কাযি শাওকানী বলেন,

قیل اول المسلمین اجمعین لانه وان کان متاخرا فی الرسالة فهو اولهم فی
الخلق ومنه قوله تعالی (واذ اخذنا من النبیین میثاقهم ومنك ومن نوح)

-"হুযুর করীম (ﷺ) সকল মুসলমানের মধ্যে সর্বপ্রথম। কেননা, তিনি রাসূল হিসেবে **পরে আবির্ভূত হলেও সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম।** আল্লাহ তায়ালার উক্তি- স্মরণ

১ মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী : তরজুমানুল কোরআন : পাদটিকা মাওলানা শাব্বির আহমদ ওসমানী : পাদটিকা ২ , পৃ-১৯৪
২ মুফতী শফি : তাফসীরে মারিফুল কুরআন : ৩/৫১০ পৃ ইদারাতুন মা'আরিফ : করাচী)

করুন। যখন আমি মজবুত ওয়াদা নিয়েছি নবীগণ থেকে, আপনার নিকট থেকে এবং নূহ (আলাইহিস সালাম) থেকে। এতে ঐ কথাই বিবৃত হয়েছে।"[১]

দলিল নং- ৫২ NJ

দেওবন্দীদের অন্যতম আলেম রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেবকে প্রশ্ন করা হয় এভাবে

سوال: اول ما خلق الله نوری اور لولاك لما خلقت الافلاك یہ دونوں حدیثیں صحیح حدیثیں ہیں یا وضعی ؟ کو وضعی بلاتا ہے۔

প্রশ্ন ঃ সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'য়ালা যা সৃষ্টি করেছেন, তা হল আমার নূর এবং আপনাকে সৃষ্টি না করলে আসমানসমূহ এবং যমীন কোন কিছুই সৃষ্টি করতাম না। এ মর্মে বর্ণিত হাদিসগুলো বিশুদ্ধ, নাকি জাল, যায়েদ এগুলো জাল বলছে। এ প্রশ্নের উত্তরে গাঙ্গুহী সাহেব বলেন,

جواب: یہ حدیثیں کتب صحاح میں موجود نہیں ہیں – مگر شیخ عبد الحق رحمۃ اللہ نے اول ما خلق اللہ نوری کو نقل کیا ہے اور بتایا ہے کہ اس کی کچھ اصل ہے فقط و اللہ تعالی اعلم۔

-"এ হাদিসগুলো সিহাহ (ছয়টি বিশুদ্ধ কিতাব) এর মধ্যে নেই। কিন্তু শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) "সর্বপ্রথম রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নূর মোবারক সৃষ্টি করা হয়েছে" উক্ত হাদিসটি বর্ণনা করে বলেছেন যে, **এ হাদিসটির ভিত্তি আছে।**"[২]

দলিল নং- ৫৩ JN

মাওলানা আশরাফ আলী থানবী সাহেব এর অন্যতম গ্রন্থ নশরুত্তীব এর ২৫ পৃষ্ঠায় যাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন,

اس حدیث سے نور محمدی کا حقیقۃ سب سے پہلے پیدا ہونا ثابت ہوا کیونکہ جن چیزوں کی بارے میں احادیث میں پہلے پیدا ہونا ایا ھے ان سب چیزوں کا نور محمدی کے بعد پیدا ہونا اس حدیث سے معلوم ہوتا ھے۔

-"এ হাদিস (অর্থাৎ ইমাম আব্দুর রাজ্জাক কর্তৃক হযরত যাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত) দ্বারা বাস্তবিক পক্ষে **সর্বপ্রথম নূরে মুহাম্মদী সৃষ্টি হওয়া** প্রমাণিত। কেননা যেসব সৃষ্টির ক্ষেত্রে "প্রথম সৃষ্টি" বলে হাদীসে বর্ণনায় এসেছে। ওইসব সৃষ্টি

১ কাজী শাওকানী : ফতহুল কাদীর : ২/২৩৬ পৃ.দারুল হাদিস কায়রো, প্রকাশকাল ২০০২ খ্রী:
২ রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী: ফতোয়ায়ে রশিদিয়া : ১/২৭৮ পৃ.

'নূরে মুহাম্মদী' থেকে পরে সৃষ্টি হবার বিষয়টি আলোচ্য হাদিস দ্বারা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত।[১]

দলিল নং- ৫৪ NJ

আল্লামা ইমাম যুরকানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন :

بقوله علیه الصلاة والسلام : اول ما خلق الله نوری-

-"রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বাণী : সর্ব প্রথম আল্লাহ তা'য়ালা যা সৃষ্টি করেছেন তা আমার নূর।"[২]

দলিল নং- ৫৫ JN

আল্লামা শায়খ ইউসূফ নাবহানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ ...ন,

النور الاحمدی المشار الیه بقوله صلی الله علیه وسلم : اول ما خلق الله نوری-

-"নূরে আহমদী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দিকেই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'য়ালা আমার নূর মোবারক সৃষ্টি করেছেন।"[৩]

দলিল নং- ৫৬ JN

আল্লামা শায়খ ইউসূফ ইসমাঈল নাবহানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) অন্য রেওয়ায়েতে বলেন,

واعلم ایها الفهیم ان اول ما خلق الله نوری نبیك صلی الله علیه وسلم ثم خلق جمیع الخلائق من العرش الی الثری من بعض نوره-

-"হে জ্ঞানীগণ! জেনে রাখুন, যা সর্বপ্রথম সৃষ্টি হয়েছে তা হলো তোমার নবীর নূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। তাঁর নূর হতে সমস্ত সৃষ্টি জগৎ সৃষ্টি করা হয়েছে যেমন আরশ হতে যমিনের নিচ বা নিম্ন পর্যন্ত সমস্ত কিছু।"[৪]

দলিল নং- ৫৭ JN

আরিফ বিল্লাহ শায়খ আব্দুল আজীজ দায়রিনী আশ-শাফেয়ী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (ওফাত- ৬৯৪ হি) তার "তাহারাতুল কূলুব" গ্রন্থে সূরা ইনশিরাহের একটি আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন,

১ মৌং আশরাফ আলী থানবী : নশরুততীব ফী যিকরিনবীঈল হাবীব : পৃ. ২৫
২ আল্লামা ইমাম যুরকানী : শরহুল মাওয়াহেব : ১/৫৪ পৃ. দারুল ফিকর ইসলামিয়্যাহ, লেবানন, বয়রুত।
৩ আল্লামা শায়খ ইউসূফ নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ৩/৩৭৭ পৃ
৪ আল্লামা শায়খ ইউসূফ বিন নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ৩/৩৬৩পৃ:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اول نور خلقه الله نورى –

-"রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, সর্বপ্রথম যে নূর আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন সেটা হল আমার নূর।"[১]

দলিল নং- ৫৮ JN

আল্লামা ইমাম আবু আব্দুল্লাহ ইবনুল হাজ্জ আল মালেকী (রহ.) তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "আল মাদখাল" গ্রন্থের ১/১১৫ পৃষ্ঠায় বলেন,

وفيه ايضا ان اول ما خلق الله نور محمد صلى الله عليه وسلم –

-"আরও বর্ণনায় পাওয়া যায়, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ ফরমান, আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম যা সৃষ্টি করেছেন তা হল আমি মুহাম্মদ (ﷺ) এর নূর।"[২]

দলিল নং- ৫৯ JN

ইমাম আব্দুল গণী নাবলুসী (রহ.) তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ مولد النبى صلى الله عليه وسلم مختصر بليغ يقرأ فى جلسة لطيفة তে উল্লেখ করেন,

وكذالك هنا فإن النور المحمدى الذى هو اول مخلوق وكما ورد فى الحديث اول ما خلق الله نور نبيك يا جابر ثم خلق الله منه كل شئ فكان محمد صلى الله عليه وسلم أولا-

-"এমনিভাবে এখানেও বর্ণিত আছে নূরে মুহাম্মদ (ﷺ) সর্বপ্রথম সৃষ্টি। যেমন হাদীসে বর্ণিত আছে- হে যাবের! সর্বপ্রথম আল্লাহ তায়ালা যা সৃষ্টি করেছেন তা হলো তোমার নবীর নূর অতঃপর তা হতে সমস্ত সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করা হয়েছে। কেননা হুযুর (ﷺ) ই হলেন সর্বপ্রথম সৃষ্টি।"[৩]

দলিল নং- ৬০ JN

উক্ত ইমাম আল্লামা আব্দুল গনী নাবলূসী (রহ.) হাদীকাতুল নাদিয়া গ্রন্থে বলেন,

وهو النور الذى هو اول المخلوق ، كما ورد فى الحديث اول ما خلق الله نور نبيك يا جابر ، ثم خلق منه كذا وكذا الحديث فى مصنف عبد الرزاق وغيره بمعناه-

১ আল্লামা ইউসুফ বিন নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ১/২১৯ পৃ)
২ আল্লামা শায়খ ইউসুফ বিন নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ১/২৪১ পৃ.
৩ আল্লামা শায়খ ইউসুফ নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ৩/২৯৭ পৃ:

-"হাদিস মোতাবেক, সর্বপ্রথম আল্লাহ তায়ালা যা সৃষ্টি করেছেন তা নূরে মুহাম্মদী। যেমন হাদীসে বর্ণিত আছে-হে যাবের! সর্বপ্রথম আল্লাহ তায়ালা যা সৃষ্টি করেছেন তা তোমার নবীর নূর। তারপর তা হতে সমস্ত সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন ইমাম আব্দুর রাজ্জাক (রহ.) স্বীয় "মুসান্নাফ" গ্রন্থের হাদিস দ্বারা এবং অন্যান্য বর্ণনা দ্বারাও এই কথা বা অর্থই প্রমাণিত হয়েছে।"[১]

দলিল নং- ৬১ JN

আল্লামা আব্দুল গণী নাবলূসী (রহ.) স্বীয় "হাদীকাতুন নাদিয়া" এ অনুরূপ বলেন,

كما ورد ان الله تعالى أول ما خلق نور محمد صلى الله عليه وسلم ثم خلق منه جميع الاشياء-

-"যেমন বর্ণিত আছে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা যা সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছেন তা হল নূরে মুহাম্মদী (ﷺ)। অতঃপর ঐ নূর হতে সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করা হয়েছে।"[২]

দলিল নং- ৬২ JN

আল্লামা শরীফ সৈয়দ আহমদ বিন আব্দুল গণী বিন উমর দামেস্কী (রহ.) বলেন,

واعلم ايها الفهيم أن اول ما خلق نور نبيك صلى الله عليه وسلم ثم خلق جميع الخلائق من العرش إلى الثرى من بعض نوره-

-"হে জ্ঞানীগণ! তোমরা জেনে রাখ, নিশ্চয়ই প্রথম সৃষ্টি হল তোমাদের নবীর নূর 'নূরে মুহাম্মদী (ﷺ)'। অতঃপর আরশ হতে যমীনের নিম্ন পর্যন্ত সকল সৃষ্টি ঐ নূর হতে সৃষ্টি করা হয়েছে।"[৩]

দলিল নং- ৬৩ JN

আল্লামা ইমাম ইবনুল হাজ্জ আল মালেকী (রহ.)ওফাত.৭৩৭হি. সর্ব প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে বলেন,

فيه ايضا ، أى فى كتاب شفاء الصدور للخطيب أبى الربيع وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورُ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَقْبَلَ ذَلِكَ النُّورُ يَتَرَدَّدُ وَيَسْجُدُ بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -

-"তার মধ্যেও আছে অর্থাৎ আল্লামা খতিবে আবি রবীঈ (রহ.) তাঁর "সিফাউস সূদুর" গ্রন্থে বর্ণনা করেন, নিশ্চয়ই সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'য়ালা যা সৃষ্টি করেছেন তা হল

১ আল্লামা শায়খ ইউসুফ নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ৩/৩১০ পৃ:
২. শায়খ ইউসুফ নাবহানী, যাওয়াহিরুল বিহার: ৩/৩১২ পৃ.
৩ আল্লামা শায়খ ইউসুফ বিন নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ৩/৩৬৩ পৃ

মুহাম্মদ (ﷺ) এর নূর। অতঃপর ঐ নূর ভূ-কম্পিত হচ্ছিল এবং আল্লাহ তা'য়ালার নিকট তা সিজদা করতেছিল।"[১]

দলিল নং- ৬৪ JN

আল্লামা সৈয়দ মাহমুদ আলূসী আল বাগদাদী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সর্বপ্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে বলেন,

وكونه صلى الله عليه وسلم رحمة للجميع باعتبار أنه عليه الصلاة والسلام واسطة الفيض الالهى على الممكنات على حسب القوابل ولذا كان نوره صلى الله عليه وسلم أول المخلوقات -

-"রাহমাতুল্লিল আলামিন (ﷺ) হওয়া, এটা সমস্ত সৃষ্টির যোগ্যতা অনুসারে হয়ে থাকে। আর হুযুর (ﷺ) ফয়েজে এলাহী বিতরণ করেছেন সমস্ত সৃষ্টির উপরে, তাদের যোগ্যতা অনুসারে, আর তিনি যেহেতু সমস্ত সৃষ্টির উপরে ফয়েজ বিতরণ করেন সেহেতু তার নূর মোবারক হচ্ছে সর্বপ্রথম সৃষ্টি।"[২]

দলিল নং- ৬৫ JN ***

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী হানাফী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)ওফাত.৮৫৫হি.সর্বপ্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে বলেন,

بعد ما سرد روايات الاولية مثل أولية القلم والماء والعرش والنور والظلمة وأولية النور المحمدى قال مبرزا وجه التحقيق بينها : التوفيق بين هذه الروايات بأن الاولية (أمر) نسبى وكل شئ قيل فيه إنه أول فهو بالنسبة إلى ما بعد-

-"সর্বপ্রথম সৃষ্টি বর্ণনা করার পরে: যেমন প্রথম সৃষ্টি ছিল কলম, তারপর প্রথম সৃষ্টি পানি, তারপর প্রথম সৃষ্টি আরশ, তারপর প্রথম সৃষ্টি রাসূল (ﷺ) এর নূর, তারপর অন্ধকার। সর্বপ্রথম নূরে মুহাম্মদী (ﷺ)ই প্রকাশ ছিল ঐ সমস্ত সৃষ্টিকে ছাবেত করার জন্য। এই সমস্ত রেওয়ায়েতের সমাধান দেওয়া হয়েছে। এভাবে একটি বস্তু অন্য আরেক বস্তুর দিকে নেসবত বা সম্পৃক্ত করা হয়েছে এর মধ্যে নূরে মুহাম্মদী (ﷺ) সকল সৃষ্টির প্রথমে বা পূর্বে ছিল।"[৩]

দলিল নং- ৬৬ JN

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

১ আল্লামা ইবনুল হাজ্জ : আল মাদখাল : ২/৩২ পৃ.দারুল ইহইয়াউত তুরাস আল আরাবী,বয়রুত।
২ আল্লামা সৈয়দ মাহমুদ আলূসী : তাফসীরে রুহুল মায়ানী: ১৭ পারা, সূরা আম্বিয়া, আয়াত:১০৭, পৃ.১০৫
৩ আল্লামা বদরুদ্দীন মাহমুদ আইনী : উমদাতুল ক্বারী : ১৫/১০৯ পৃ.দারুল ইহইয়াউত তুরাস আল-আরাবী,বয়রূত,লেবানন।

فعلم أن أول الاشياء على الاطلاق النور المحمدى ثم الماء ثم العرش ثم القلم ، فذكر الأولية فى غير نوره صلى الله عليه وسلم اضافية-

-"জেনে নাও, সর্ব প্রথম বস্তু যা মুতলকভাবে সৃষ্টি তা হলো নূরে মুহাম্মদী (ﷺ), তারপর পানি, তারপর আরশ, তারপর কলম, এগুলোর প্রথমে সৃষ্টি করা হয়েছে নূরে মুহাম্মদী আর বাকীগুলো একটি অপরটির আনুপাতিক প্রথম ইযাফত বা সম্পৃক্ত করা হয়েছে ।"[১]

দলিল নং- ৬৭ JN

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সর্বপ্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে বলেন,

اختلفت الروايات فى أول المخلوقات وحاصلها كما بينتها فى شرح الشمائل للترمذى: إن أولها النور الذى خلق منه النبى عليه الصلاة والسلام ثم الماء ثم العرش-

-"সর্বপ্রথম সৃষ্টি নিয়ে মতানৈক্য হয়েছে, যার বিস্তারিত বর্ণনা আমি 'শামায়েলে তিরমিযী' এর শরাহতে দিয়েছি। হুযুর (ﷺ) কে যে নূর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে তাই হলো সৃষ্টির প্রথম, তারপর পানি প্রথম সৃষ্টি,তারপর আরশ প্রথম সৃষ্টি।"[২]

দলিল নং- ৬৮ N

ইমাম আব্দুল ওহাব শা'রানী(রহমাতুল্লাহি আলাইহি)তাঁর 'তবকাতুল কোবরা' কিতাবের ২/৬২ পৃষ্ঠায় রাসূল (ﷺ) এর প্রশংসায় লিখেন-

انت الجوهرة اليتيمة التى دارت عليها اصناف الملو نات – انت الاول فى النظام و الاخر فى الختام والباطن بالاسرار و الظاهر بالانوار-

-"হে রাসূল (ﷺ)! আপনি সেই দুর্লভ মহামনি, যাঁর উপর নির্ভরশীল সকল সৃষ্টিরাজী। আপনি সকল সৃষ্টির প্রথম প্রকাশ, বিকাশের শেষ। তত্ত্বের দিক থেকে বাতিন ও নূর হওয়ার দিক থেকে যাহির বা প্রকাশ।"

দলিল নং- ৬৯ JN

ইমাম মাহমূদ আলূসী বাগদাদী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর তাফসীরে কিতাবে ও প্রথমে বলেন-

الأول المشار إليه بقوله صلى الله عليه وسلم «أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر»

১ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : মাওয়ারিদুর রাভী : ৪৪ পৃ
২ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : মিরকাতুল মাফাতিহ : ১/২৪১ পৃ. হাদিস : ৭৯

-'যেমন এ প্রসঙ্গে রাসূল (ﷺ) বলেন হে যাবের! সর্ব প্রথম তোমার নবির নূরকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন।"[১]

দলিল- ৭০ JN

ইমাম আলূসী বাগদাদী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর তাফসীরে অন্যত্র বলেন-

قوله عليه الصلاة والسلام «أول ما خلق الله تعالى نوري» هذا إشارة إلى

-"এ জন্য এদিকে ইঙ্গিত দিতে গিয়ে রাসূল (ﷺ) বলেন সর্ব প্রথম আমার নূরকে সৃষ্টি করেছেন।"[২]

দলিল নং- ৭১ JN

আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর তাফসীরে বলেন-

الأمور الاوليات قبل خلق الله الخلائق كقوله (أول ما خلق الله نورى)

-"মহান আল্লাহ তা'য়ালা সকল কিছুর পূর্বে তাকেই সৃষ্টি করেছেন এ ব্যাপারে রাসুল (ﷺ) বলেন সর্ব প্রথম আমার নূরকে সৃষ্টি করেছেন।"[৩]

দলিল নং- ৭২ S,R,P

আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর তাফসীরে বলেন-

خلق روح محمد صلى الله عليه وسلم قبل الأرواح كما قال (أول ما خلق الله روحى) ثم خلق الأرواح من روحه فكان آدم أبا البشر وكان محمد صلى الله عليه وسلم أبا الأرواح

-" মহান রব তা'য়ালা সকল রূহের পূর্বে সর্ব প্রথম রাসুল (ﷺ) এর রূহ মোবারককে সৃষ্টি করেছেন,যেমন এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন সর্ব প্রথম আল্লাহ আমার রূহ মোবারককে সৃষ্টি করেছেন। এরপর সমস্ত রূহ সৃষ্টি করেছেন তার রূহ থেকে। হযরত আদম হলেন সমস্ত বাশার (মানবের) পিতা,আর রাসূল হলেন সমস্ত রূহের পিতা।"[৪]

১ মাহমুদ আলূসী বাগদাদী : তাফসীরে রুহুল মা'য়ানী: ১/৫৪ পৃ.সুরা ফাতেহা,দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ,বয়রুত,লেবানন।
২ মাহমুদ আলূসী বাগদাদী : তাফসীরে রুহুল মা'য়ানী: ৪/৩১২ পৃ.,সুরা আন'আম.আয়াত.১৪৮,দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ,বয়রুত,লেবানন।
৩ ইসমাঈল হাক্কী : তাফসীরে রুহুল বায়ান: ১/৪০৩ পৃ.,সুরা বাক্বারা.আয়াত.২৫৫,দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ,বয়রুত,লেবানন।
৪ ইসমাঈল হাক্কী : তাফসীরে রুহুল বায়ান: ১/৪০৩ পৃ.,সুরা আন'আম.আয়াত.৯৮,দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ,বয়রুত,লেবানন।

দলিল নং- ৭৩ JN

আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর তাফসীরে বলেন-

دل عليه قوله عليه السلام (أول ما خلق الله نورى)

-"এ বিষয়ে দলিল হলো রাসুল (ﷺ) বলেন সর্ব প্রথম আমার নূরকে সৃষ্টি করেছেন।"[১]

দলিল নং- ৭৪ JN

আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর তাফসীরে বলেন-

كما قال (أول ما خلق الله روحى) وقال حكاية عن الله (لولاك لما خلقت الكون) فلما كان هو أول الموجودات

-"যেমন এ বিষয়ে রাসুল (ﷺ) বলেন সর্ব প্রথম আল্লাহ আমার রূহকে (নুরকে) সৃষ্টি করেছেন এবং মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন 'আপনাকে সৃষ্টি না করলে কোন জগত সৃষ্টি করতাম না। অতঃপর বুঝা গেল সর্ব প্রথম রাসুল এরই অস্তিত্ব ছিল।"[২]

দলিল নং- ৭৫ JN

আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর তাফসীরে বলেন- وقوله (أول ما خلق الله روحى) -"যেমন এ বিষয়ে রাসুল (ﷺ) বলেন সর্ব প্রথম আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা) আমার রূহকে (নূরকে) সৃষ্টি করেছেন।"[৩]

দলিল নং- ৭৬ JN

আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর উক্ত তাফসীরে উপরের অনূরুপ হাদিস উল্লেখ করেছেন।[৪]

দলিল নং- ৭৭ JN

আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর উক্ত তাফসীরে উপরের অনূরুপ হাদিস উল্লেখ করেছেন।[১]

১ ইসমাঈল হাক্কী : তাফসীরে রুহুল বায়ান: ৩/১২৯ পৃ.,সুরা আন'আম.আয়াত.১৬৩,দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ,বয়রুত,লেবানন।
২ ইসমাঈল হাক্কী : তাফসীরে রুহুল বায়ান: ৩/২৫৫ পৃ.,সুরা আ'রাফ.আয়াত.১৮৯,দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ,বয়রুত,লেবানন।
৩ ইসমাঈল হাক্কী : তাফসীরে রুহুল বায়ান: ৩/২৯৪ পৃ.,সুরা আ'রাফ.আয়াত.১৮৯,দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ,বয়রুত,লেবানন।
৪ ইসমাঈল হাক্কী : তাফসীরে রুহুল বায়ান: ৫/১৯৯ পৃ.,সুরা ইসরা.আয়াত.৮৫,দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ,বয়রুত,লেবানন।

দলিল নং- ৭৮ JN

আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর উক্ত তাফসীরে উপরের অনূরুপ হাদিস উল্লেখ করেছেন।[২]

দলিল নং- ৭৯ JN

আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর উক্ত তাফসীরে উপরের অনূরুপ হাদিস উল্লেখ করেছেন।[৩]

দলিল নং- ৮০ JN

আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর তাফসীরে বলেন-

كما قال أول ما خلق الله روحى وفى رواية نورى

-"যেমন এ বিষয়ে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন সর্ব প্রথম আল্লাহ আমার রূহকে সৃষ্টি অন্য বর্ণনায় নূরকে সৃষ্টি করেছেন।"[৪]

দলিল নং- ৮১ JN

আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর তাফসীরে বলেন-

أشار الى قوله عليه السلام أول ما خلق الله نورى

-"এ জন্য এ বিষয়ে ইঙ্গিত দিতে গিয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন সর্ব প্রথম আমার নূরকে সৃষ্টি করেছেন।"[৫]

দলিল নং- ৮২ JN

ইমাম কুরতুবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর তাফসীরে একটি হাদিস উল্লেখ করেন- وَرَوَى سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ النُّورُ -"মুহাদ্দিস ইবনে সাঈদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বর্ণনা

১ ইসমাঈল হাক্কী : তাফসীরে রুহুল বায়ান: ৬/১৬৮ পৃ.,দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ,বয়রুত,লেবানন।
২ ইসমাঈল হাক্কী : তাফসীরে রুহুল বায়ান: ৭/১৫৭ পৃ.,সুরা. আহযাব,২০দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ,বয়রুত,লেবানন।
৩ ইসমাঈল হাক্কী : তাফসীরে রুহুল বায়ান: ৮/২৮৯ পৃ.,সুরা. আস্-শূরা,৬.দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ,বয়রুত,লেবানন।
৪ ইসমাঈল হাক্কী : তাফসীরে রুহুল বায়ান: ৯/১০ পৃ.,সুরা. ফাতাহ,২.দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ,বয়রুত,লেবানন।
৫ ইসমাঈল হাক্কী : তাফসীরে রুহুল বায়ান: ১০/১০০ পৃ.,সুরা. ক্বালম,.দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ,বয়রুত,লেবানন।

করেন তাবেয়ী হযরত কাতাদা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হতে তিনি বলেন মহান আল্লাহ যা সর্ব প্রথম সৃষ্টি করেছেন তা হলো {রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর} নুর।[১]

দলিল নং- ৮৩ JN

ইমাম নিযামুদ্দীন নিশাপুরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ওফাত.৮৫০হি.তাঁর তাফসীর গ্রন্থে রাসুল এর বানী-

«أول ما خلق الله تعالى نوري،

-"সর্বপ্রথম আল্লাহ আমার নূর মোবারককে সৃষ্টি করেছেন' উল্লেখ করেছেন।[২]

দলিল নং- ৮৫-৮৬ JN

ইমাম নিযামুদ্দীন নিশাপুরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ওফাত.৮৫০হি.তাঁর তাফসীর গ্রন্থে বলেন-

أولىات الأمور قبل خلق الخلائق،كقوله صلى الله عليه وسلم «أول ما خلق الله نوري،

-"সমস্ত সৃষ্টির পূর্বে মহান আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন সে সম্পর্কে রাসূল বলেন 'সর্ব প্রথম আল্লাহ আমার নুর মোবারককে সৃষ্টি করেছেন'।[৩] তিনি এ বিষয়ে অন্য স্থানে আরও উল্লেখ করেন-

كقوله صلى الله عليه وسلم «أول ما خلق الله نوري،

-"রাসূল(ﷺ) বলেন 'সর্ব প্রথম আল্লাহ আমার নূর মোবারককে সৃষ্টি করেছেন'।[৪]

দলিল নং- ৮৬ JN

ইমাম নিযামুদ্দীন নিশাপুরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ওফাত.৮৫০হি.তাঁর তাফসীর গ্রন্থে রাসুল এর বানী অনূরুপও উল্লেখ করেছেন-

قال: أول ما خلق الله روحي فهو أبو الأرواح.

-"সর্বপ্রথম আল্লাহ আমার রুহ মোবারককে সৃষ্টি করেছেন' আর তা হচ্ছে সকল রুহের পিতা।"[৫]

দলিল নং- ৮৭

১ কুরতুবী : তাফসীরে কুরতুবী: ২০/৮০ পৃ.,সুরা. লাইল,১.দারুল কুতুব মিসরিয়্যাহ,কাহেরা,মিশর,শরবীনী আশ্-শাফেয়ী,তাফসীরে সিরাজুম মুনীর,৪/৫৪৪পৃ.সুরা লাইল,আয়াত.১
২ নিযামুদ্দী নিশাপুরী : তাফসীরে নিশাপুরী: ১/৪০৭ পৃ.,.দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ,বয়রুত,লেবানন।
৩ নিযামুদ্দী নিশাপুরী : তাফসীরে নিশাপুরী: ২/১৯ পৃ,দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ,বয়রুত,লেবানন।
৪ নিযামুদ্দী নিশাপুরী : তাফসীরে নিশাপুরী: ২/১৯ পৃ,দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ,বয়রুত,লেবানন।
৫ নিযামুদ্দী নিশাপুরী : তাফসীরে নিশাপুরী: ৩/১৯৬ পৃ.,.দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ,বয়রুত,লেবানন।

ইমাম নিযামুদ্দীন নিশাপুরী (রাহিমাহুল্লাহ) ওফাত.৮৫০হি.তাঁর তাফসীর গ্রন্থে রাসূল(ﷺ) এর বানী অনূরুপ অন্যত্র উল্লেখ করেছেন-

قال: أول ما خلق الله روحي.

-"সর্ব প্রথম আল্লাহ আমার রুহ মোবারককে সৃষ্টি করেছেন' আর তা হচ্ছে সকল রুহের পিতা।[১]

দলিল নং- ৮৮

ইমাম নিযামুদ্দীন নিশাপুরী (রাহিমাহুল্লাহ) ওফাত.৮৫০হি.তাঁর তাফসীর গ্রন্থে রাসূল (ﷺ) এর বানী অনূরুপ অন্যত্র উল্লেখ করেছেন-

كماقال صلى الله عليه وسلم: «أول ما خلق الله روحي»

-"সর্ব প্রথম আল্লাহ আমার রুহ মোবারককে সৃষ্টি করেছেন' আর তা হচ্ছে সকল রুহের পিতা।"[২]

দলিল- ৮৯

ইমাম নিযামুদ্দীন নিশাপুরী (রাহিমাহুল্লাহ) ওফাত.৮৫০হি.তাঁর তাফসীর গ্রন্থে উপরের হাদিসের অনূরুপ তাঁর কিতাবের আরও ৬ স্থানে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।'[৩]

দলিল- ৯২

ইমাম নিযামুদ্দীন নিশাপুরী (রাহিমাহুল্লাহ) ওফাত.৮৫০হি.তাঁর তাফসীর গ্রন্থে দু'স্থানে উল্লেখ করেন-

كما قال أول ما خلق الله روحي وفي رواية نوري

-"যেমন এ বিষয়ে রাসূল (ﷺ) বলেন সর্ব প্রথম আল্লাহ আমার রূহকে সৃষ্টি অন্য বর্ণনায় নূরকে সৃষ্টি করেছেন।"[৪]

দলিল নং- ৯৫

ইমাম শিহাবুদ্দীন খিফ্ফাজী হানাফী (রাহিমাহুল্লাহ) ওফাত.১০৬৯হি. তাঁর তাফসীরে বলেন-

১ নিযামুদ্দী নিশাপুরী : তাফসীরে নিশাপুরী: ৩/১৩৩ পৃ.,.দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ,বয়রুত,লেবানন।
২ নিযামুদ্দী নিশাপুরী : তাফসীরে নিশাপুরী: ৩/৩৩৩ পৃ.,.দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ,বয়রুত,লেবানন।
৩ নিযামুদ্দী নিশাপুরী : তাফসীরে নিশাপুরী: ৩/৫৫২ পৃ.ও ৪/৩০৪পৃ. ও ৪/৩৮৮পৃ.ও ৪/৫৩৯পৃ.৫/৬০পৃ. ও ৫/১০৫পৃ.ও ৫/২০৬,,.দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ,বয়রুত,লেবানন।
৪ নিযামুদ্দী নিশাপুরী : তাফসীরে নিশাপুরী: ৪/৩৮৮ পৃ.ও ৫/৪৬৩পৃ.,.দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

الإشارة بقوله في الحديث: " أوّل ما خلق الله نوري

-"এ বিষয়ের প্রতি রাসূল (ﷺ) ইঙ্গিত করে রাসূল (ﷺ) বলেন 'সর্ব প্রথম আল্লাহ আমার নূরকে সৃষ্টি করেছেন।"[১]

দলিল নং- ৯৬

আল্লামা মুহাম্মদ বিন মাহদী বিন আযিবাত আল হাসানী আল-আনযারী আল ফাসী সূফী (রাহিমাহুল্লাহ) ওফাত.১২২৪হি. তাঁর তাফসীরে সুরা যুখরুফের ৮১ নং আয়াত-

قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ

-"হে হাবিব! আপনি বলুন দয়াময় আল্লাহর যদি কোন সন্তান হতো তাহলে ইবাদাতকারীদের মধ্যে আমিই সর্ব প্রথম হতাম।" এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি একটি হাদিস উল্লেখ করেন এভাবে-

قال جعفر الصادق رضى الله عنه أول ما خلق الله نور محمد صلى الله عليه وسلم قبل كل شيء

-"হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, সকল কিছুর পূর্বে আল্লাহ 'নুরে মুহাম্মাদী' কে সৃষ্টি করেছেন।"[২]

দলিল নং- ৯৭

শায়খুল তৈয়্যবাহ আহমদ হাতিয়্যাহ তাঁর তাফসীরের কিতাবে বর্ণনা করেন-

الحديث أنه قال: (أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر)

-"যেমন হাদিসে রয়েছে রাসূল (ﷺ) বলেছেন হে যাবের! সর্ব প্রথম তোমার নবীর নূরকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন।"[৩]

দলিল নং- ৯৮

ইমাম আবু আব্বাস সাভী আল-মালেকী (রাহিমাহুল্লাহ)ওফাত.১২৪১হি.তাঁর কিতাবে লিখেন-

كَمَا قَالَ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِجَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ نُورَ نَبِيِّكَ مِنْ نُورِهِ» الحَدِيثُ

১ শিহাবুদ্দীন খিফ্ফাজী : হাশীয়াতুল শিহাব আ'লা তাফসীরে বায়যাভী : ৪/১৪৩ পৃ.সুরা আন'আম,দারুস্ সদর,বয়রুত,লেবানন।
২ মুহাম্মদ বিন মাহদী আল ফাসী সূফী: তাফসীরে আল-বাহারুল মুদিদ ফি তাফসীরুল কুরআনুল মাজীদ : ৫/২৭৪ পৃ.,সুরা যুখরুফ,আয়াত.৮১
৩ শায়খ তৈয়্যব আহমদ হাতিয়্যাহ: : তাফসীরে শায়খ আহমদ হাতিয়্যাহ: ৩/৩৯৫ পৃ.।

-'যেমন রাসূল (ﷺ) হযরত যাবেরকে লক্ষ্য করে বলেন হে যাবের! সর্ব প্রথম তোমার নবির নূরকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন।"[১]

দলিল নং- ৯৮-৯৯ JN

শায়খ হুসাইন বিন ইবরাহিম আল-মাগরীবী আল-মক্কী আল-মালেকী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ওফাত.১২৯২হি.তাঁর কিতাবে লিখেন-

مخلوق بشهادة حديث:» أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر

-"রাসূল (ﷺ) এর সৃষ্টির ব্যাপারে একটি হাদিস সাক্ষ্য দেয় যে তিনি হযরত যাবের (রাঃ) কে লক্ষ্য করে একদা বলেছিলেন হে যাবের! সর্ব প্রথম তোমার নবীর নুরকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন।"[২] উক্ত কিতাবে তিনি আরও বলেন-

الأمور الأوليات قبل خلق الله الخلائق، كقوله: "أول ما خلق الله نوري"

-"রাসুল(ﷺ) কে সমস্ত সৃষ্টির পূর্বে সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন তিনি বলেছেন- সর্ব প্রথম আল্লাহ আমার নুরকে সৃষ্টি করেছেন।"[৩]

দলিল নং- ১০০-১০১ JN

ইমাম বদরুদ্দীন মাহমুদ আইনী হানাফী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ওফাত.৮৫৫হি.তিনি তাঁর বুখারী শরীফের ব্যাখা গ্রন্থে লিখেন-

رَحكى ابْن جرير عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق أنه قَالَ: أول مَا خلق الله تَعَالَى النُّور

-"ইমাম ইবনে যারীর ত্বারী(রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তিনি মুহাম্মদ বিন ইসহাক (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন আর তিনি বলেছেন আল্লাহ সর্ব প্রথম (রাসূলের) নুরকে সৃষ্টি করেছেন।"[৪] তিনি একটু অগ্রসর হয়ে লিখেন-

وَقِيل: أول مَا خلق الله تَعَالَى نور مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.

-" অনেকে (এ হাদিস থেকে) বলেছেন সর্ব প্রথম নূরে মুহাম্মাদী (ﷺ)কেই সৃষ্টি করা হয়েছে।"[৫]

১ ইমাম আবু আব্বাস সাভী আল-মালেকী: হাশীয়াতুল সাভী আ'লা শরহে সগীর: ৪/৭৭৮পৃ: দারুল,মা'রিফ, বয়রুত।
২ শায়খ হুসাইন বিন ইবরাহিম আল-মাগরীবী: কুররাতুল আইনী বি ফাতওয়ায়ে উলামায়ে হারামাঈন: ১/৩২৫পৃ.আল-মাকতুবাতুল তাযারিয়্যাতুল কোবরা, মিশর।
৩ শায়খ হুসাইন বিন ইবরাহিম আল-মাগরীবী: কুররাতুল আইনী বি ফাতওয়ায়ে উলামায়ে হারামাঈন: ১/৩৭৩পৃ.আল-মাকতুবাতুল তাযারিয়্যাতুল কোবরা, মিশর।
৪ আইনী : উমদাতুল ক্বারী : ১৫/১০৯ পৃ.দারুল ইহইয়াউত্-তুরাস আল-আরাবী,বয়রুত,লেবানন।
৫ আইনী : উমদাতুল ক্বারী : ১৫/১০৯ পৃ.দারুল ইহইয়াউত্-তুরাস আল-আরাবী,বয়রুত,লেবানন।

দলিল- ১০২ JN

ইমাম দিয়ার বকরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ওফাত.৯৬৬হি.তিনি তাঁর সিরাত গ্রন্থে লিখেন-

خبر أول ما خلق الله نور محمد صلى الله عليه وسلم*

-"হাদিস হলো রাসূল (ﷺ) বলেছেন 'সর্ব প্রথম আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) আমার নূর মোবারককে সৃষ্টি করেছেন'।"[১] তিনি উক্ত কিতাবের একটু সামনে অগ্রসর হয়ে লিখেন-

وأول ما خلق الله روحى أو نورى ولا شك أن اختلاف العبارات

-"রাসুল (ﷺ) বলেছেন সর্ব প্রথম আল্লাহ(সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) আমার রূহ অথবা অন্য বর্ণনায় এসেছে নুর সৃষ্টি করা হয়েছে। এ বর্ণনার মাঝে কোন মতানৈক্য নেই।"[২]

দলিল-১০২ JN

ইমাম দিয়ার বকরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ওফাত.৯৬৬হি.তিনি তাঁর সিরাত গ্রন্থে লিখেন-

أن الله تعالى خلق نور محمد صلى الله عليه وسلم قبل خلق السموات والارض والعرش والكرسى واللوح والقلم والجنة والنار والملائكة والانس والجنّ وسائر المخلوقات

-"নিশ্চয় মহান আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) নূরে মুহাম্মাদী (ﷺ) কে সৃষ্টি করেছেন আসমান,যমিন,আরশ,কুরসী,লাওহ,কলম,জান্নাত,জাহান্নাম,ফেরেশতা,মানব,জ্বিন এবং সমস্ত কুল মাখলুকাত সৃষ্টির পূর্বে।"[৩] ✓

সর্বপ্রথম কি কলম সৃষ্টি করা হয়েছিল? হাদিসটির গ্রহণযোগ্যতা

"বিভ্রান্তির অবসান" বইয়ের ৯৯ পৃষ্ঠায় ওহাবী দেওবন্দী মাওলানা নুরুল ইসলাম ওলীপুরীসহ আরও কয়েকজনে মিলে লিখেছেন এবং আরো কতিপয় দেওবন্দীরা তাদের বইয়ে লিখেছেন যে,"সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করা হয়েছে" আর এই হাদিসটি সহিহ এবং তারা তিরমিযী শরীফের হাদিস দলীল হিসেবে পেশ করেছেন অথচ সনদ বর্ণনা বা আলোচনা করেননি।

পাকিস্তানের দেওবন্দী আলেম মাওলানা সরফরায খাঁন "নূর আওর বাশার" বইয়ের মধ্যেও মিথ্যা, ধোঁকাবাজির আশ্রয় নিয়েছে যার আলোচনা সামনে আসছে।

১ দিয়ার বকরী : তারীখুল খামীস: ১/১৭ পৃ.দারুল সদর,বয়রুত,লেবানন।
২ দিয়ার বকরী : তারীখুল খামীস: ১/১৯ পৃ.দারুল সদর,বয়রুত,লেবানন।
৩ দিয়ার বকরী : তারীখুল খামীস: ১/১৯ পৃ.দারুল সদর,বয়রুত,লেবানন।

তিরমিযী শরীফের হাদিসখানা হলো, হযরত ওবায়দা ইবনে সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন,

إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ القَلَم

-"আল্লাহ সর্বপ্রথম (ভাগ্য নির্ধারণী) কলম সৃষ্টি করেছেন।" ইমাম তিরমিযী হাদিস খানা বর্ণনা করে সাথে সাথে বলেন যে, উক্ত হাদিসটি গরীব। যেমন-

قال عيسى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ -

-"ইমাম তিরমিযী হাদিস খানা বর্ণনা করে বলেন, উক্ত হাদিসটি গরীব।"[১] মিশকাত প্রণেতা তিরমিযীর সূত্রে বর্ণনা করে বলেন,

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ إِسْنَادًا

-"ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন, উক্ত হাদীসের সনদ গরীব।" এমনকি আহলে হাদিস নাসিরুদ্দীন আলবানীও মিশকাতের ত্বাহকীকে সনদটিকে দ্বঈফ বলেছেন।[২] কিতাবের শুরুতেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, গরীব হাদিস দলীলের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু ফাযায়েল আমলের জন্য গ্রহণযোগ্য। কিন্তু উক্ত হাদিসটি আমলযোগ্য বিষয়ের নয়; বরং সম্পূর্ণ আক্বিদাগত বিষয়। তাই উক্ত হাদিস গ্রহণযোগ্য নয় বা গ্রহণ করা যাচ্ছে না। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হলো পাকিস্তানের মিথ্যুক, ধোঁকাবাজ, সনদ চোর, উদ্ধৃতি চোর, মাওলানা সরফরায খাঁন তার কুখ্যাত বই "নূর আওর বাশার" এর মধ্যে উক্ত তিরমিযীর হাদিসটি বর্ণনা করে লিখেছেন যে,

وقال الترمذى حسن صحيح غريب-

-"ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন, হাদিসটি 'হাসান' 'সহিহ' 'গরীব'।"

দেখুন ইমাম তিরমিযী (রহঃ) শুধু গরীব বলেছেন আর তারা ইমাম তিরমিযীর নামে বানোয়াট কথা বলে ধোঁকাবাজী করছে। তারা মনে করেছে যে, বাস্তব আলেমগণ কেউ হয়তো কিতাব খুলে দেখবে না।

২. বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা ইবনে হাযার মক্কী (রহঃ) উক্ত হাদিস সম্পর্কে বলেন- ضعفه جماعة

-"এক জামাত ইমামগণ বলেছেন যে, উক্ত হাদিসটি দূর্বল।"[৩]

১ ক. তিরমিযী : আল জামে : ৪/৪৫৭ : হাদিস : ২১৫৫ : কিতাবুল কদর
খ. তিরমিযী : আল জামে : ৫/৪২৪ : হাদিস : ৩৩১৯
গ. খতিব তিবরিযী : মেশকাতুল মাসাবীহ : ১/৩৪ :বাবুল ইমান বিল ক্বদর,হাদিস : ৯৪
২ ক. আলবানী: দ্বঈফু মিশকাতুল মাসাবীহ : ১/৩৪ :বাবুল ঈমান বিল ক্বদর,হাদিস : ৯৪
৩ ইবনে হাজার মক্কী : ফতোয়ায়ে হাদীসিয়্যাহ : ২১৩ পৃ. মীর মুহাম্মদ কারখানা, করাচি, পাকিস্তান।

৩. আল্লামা আযলূনী (রহঃ) বলেন- ضعفه جماعة

-"এক জামাত ইমামগণ উক্ত হাদিসকে দূর্বল বলে উল্লেখ করেছেন।"[১]

পাঠকদের কাছে অনুরোধ! "মিশকাত শরীফ" এর প্রথম খণ্ডের "কিতাবুল ঈমান বিল ক্বদর" অধ্যায়ে সনদের ব্যাপারে কী লেখা আছে, দয়া করে খুলে দেখুন।

সরফরায খাঁন কেমন মিথ্যুক, ইবারত চোর তা হযরত যাবের (রাঃ) এর নূরের হাদীসের ব্যাখ্যায় সামনে আলোচনায় আসবে ।

৪. উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন,

فالأولية اضافية والأول الحقيقى هو النور المحمدى على ما بينته فى المورد للمولد-

-"প্রথমে বলতে আনুপাতিক প্রথম, বাস্তবিক পক্ষে প্রথম সৃষ্টি হচ্ছে নূরে মুহাম্মদী (ﷺ)। যেমন আমি এ ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা করেছি আমার "আল মাওয়ারিদুলিল মওলুদ" গ্রন্থে।"[২]

৫. উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) বলেন,

وحديث أول ما خلق الله القلم نيز گفته اندكه مراد بعد العرش والماء است كه واقع شده است وكان عرش على الماء- (مدارج النبوة: ٢/٣)

-"এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে- أول ما خلق الله القلم হাদীসে বলা হয়েছে যে আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম ভাগ্য নির্ধারণী কলম সৃষ্টি করেছেন, যা সৃষ্টি হয়েছে পানি ও আরশের পর প্রথম উক্ত হাদীসে তাই বুঝানো হয়েছে।"

৬. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) উক্ত হাদিস সম্পর্কে আরও বলেন,

إن أول شئ خلق الله القلم وهو غير صحيح-

-"নিশ্চয়ই সর্বপ্রথম বস্তু সৃষ্টি কলম, উক্ত হাদিসটি সহিহ নয়।"[৩]

৭. পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী ছাহেবও স্বীকার করেছেন সর্বপ্রথম নূরে মুহাম্মদী (ﷺ) সৃষ্টি করা হয়েছে এ হাদিসটির ভিত্তি আছে। (ফাতাওয়ায়ে রশিদিয়া, ২৬৭ পৃ)

১ আল্লামা আজলূনী : কাশফুল খাফা : ১/২৩৭ পৃ. হাদিস
২ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : মিরকাত : ১/২৬৯ : হাদিস : ৮৮
৩ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : মেরকাত : ১/২৬৯ : হাদিস : ৮৮পৃঃ

৮. আশরাফ আলী থানবী সাহেব এর অন্যতম গ্রন্থ নশরুত্তীব এর ২৫ পৃষ্ঠায় হযরত যাবের (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন,

اس حدیث سے نور محمدی کا حقیقۃ سب سے پہلے پیدا ہونا ثابت ہوا کیونکہ جن چیزوں کی بارے میں احادیث میں پہلے پیدا ہونا ایا ہے ان سب چیزوں کا نور محمدی کے بعد پیدا ہونا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔

-"এ হাদিস (অর্থাৎ ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহ.) কর্তৃক হযরত যাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদিস) দ্বারা সর্বপ্রথম নূরে মুহাম্মদী সৃষ্টি হওয়া প্রমাণিত। কেননা যেসব সৃষ্টির ক্ষেত্রে 'প্রথম সৃষ্টি' বলে হাদীসে বর্ণনায় এসেছে। ওইসব সৃষ্টি 'নূরে মুহাম্মদী' থেকে পরে সৃষ্টি হবার বিষয়টি আলোচ্য হাদিস দ্বারা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত।"[১]

৯. আল্লামা ইমাম কুস্তালানী (রহঃ) উক্ত কলম সৃষ্টির হাদিস সম্পর্কে বলেন,

وقد اختلف هل القلم أول المخلوقات بعد نور المحمدى؟ فقال الحافظ ابو يعلى الهمدانى: الاصح أن العرش قبل القلم-

-"ইমাম হাফেয আবু ই'য়ালা হামদানী (রহঃ) কে প্রশ্ন করা হয়, মুহাদ্দিসগণের নিকট ইখতিলাফ যে, নূরে মুহাম্মদী (ﷺ) এর পরে সর্বপ্রথম কী কলম সৃষ্টি করা হয়েছে? এর উত্তরে ইমাম আবু ই'য়ালা (রহঃ) বলেন, বিশুদ্ধ বর্ণনা হলো কলমের পূর্বে আরশ সৃষ্টি করা হয়েছে।"[২]

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আপনারাই লক্ষ্য করুন, নূরে মুহাম্মদীর পরও সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি নয়, আর সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টিতো প্রশ্নই আসে না।

১০. ইমাম কুস্তালানী (রহঃ) আরও বলেন,

إن أولية القلم بالنسبة إلى ما عدا النور النبوى المحمدى صلى الله عليه وسلم-

-"কলম সর্ব প্রথম সৃষ্টি বলতে নূরে মুহাম্মদী (ﷺ) এর পর অন্য সকল বস্তুর প্রথমের দিকে নেসবত বা ইঙ্গিত করা হয়েছে।"[৩]

১১. আল্লামা ইমাম জওযী (রহঃ) বলেন,

১ আশরাফ আলী থানবী : নশরুততীব ফী যিকরিননবীঈল হাবীব : পৃ. ২৫
২ আল্লামা ইমাম কুস্তালানী : মাওয়াহেবে লাদুন্নীয়া : ১/৭২ পৃ. মাকতুবায়ে ইসলামিয়্যাহ, লেবানন, বয়রুত।
৩ ক. ইমাম কুস্তালানী : মাওয়াহেবে লাদুন্নীয়া : ১৮৭৪ পৃ.
খ. ইমাম যুরকানী : শরহুল মাওয়াহেব : ১/৯৩

أول ما خلق الله نورى ومن نورى خلق جميع الكائنات-

-"সর্ব প্রথম রাসূল (ﷺ) এর নূর মোবারকই আল্লাহ তা'য়ালা সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর নূর থেকে সমস্ত কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে।"[১]

১২. ইমাম আলূসী বাগদাদী (রহঃ) বলেন,

ولذا كان نوره صلى الله عليه وسلم أول المخلوقات ففى الخبر أول ما خلق الله تعالى نور نبيك يا جابر-

-"এজন্যই রাসূল (ﷺ) এর নূরই সর্বপ্রথম সৃষ্টি। যেহেতু হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে, হে যাবের! আল্লাহ তা'য়ালা সর্বপ্রথম তোমার নবীর নূরকে সৃষ্টি করেছেন।"[২]

১৩. আল্লামা শায়খ ইউসূফ নাবহানী (রহঃ) সর্বপ্রথম ক ষ্ট সম্পর্কে ইমাম ইবনুল হাজ্জ (রহঃ) এর বক্তব্য এভাবে বর্ণনা দিচ্ছেন-

وفيه ايضا أن أول ما خلق الله نور محمد صلى الله عليه وسلم فأقبل ذلك النور يتردد ويسجد بين يدى الله عز وجل فقسمه الله تعالى على أربعة أجزاء فخلق من الجزء الأول العرش ومن الثانى القلم ، ومن الثالث اللوح ، ثم قال للقلم اجر واكتب فقال: يا رب ما اكتب قال: ما أنا خالقه إلى يوم القيامة فجرى القلم على اللوح----- ---- الخ-

-"আরও বর্ণনায় আছে সর্বপ্রথম আল্লাহ তায়ালা নবীয়ে মুহাম্মদ (ﷺ) এর নূর মোবারক সৃষ্টি করেছেন। সবার পূর্বে উক্ত নূর আল্লাহর দরবারে তাসবীহ পাঠ করত। উক্ত নূরকে আল্লাহ তা'য়ালা প্রথমে চার ভাগ করলেন, প্রথমভাগ দ্বারা আরশ সৃষ্টি করলেন, দ্বিতীয়াংশ দ্বারা কলম সৃষ্টি করলেন এবং তৃতীয়াংশ দ্বারা লওহ সৃষ্টি করলেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা কলমকে বললেন লাওহে মাহফুজে লেখার জন্য। অতঃপর কলম বললো, হে আমার রব! আমি কী লিখবো? আল্লাহ তায়ালা বললেন কিয়ামত পর্যন্ত যা হবে তা লিখ। তারপর কলম তা লওহে মাহফুজে লিখলেন।"[৩]

অতএব উক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল, কলম সর্বপ্রথম সৃষ্টি নয়।

হযরত যাবের (রাঃ) এর বর্ণিত নবীর (ﷺ) নূরের হাদিস সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা ঃ

১ ইমাম ইবনে জওযী : বয়ানুল মিলাদুন্নাবী: ২২ পৃ.
২ ইমাম আলূসী : তাফসীরে রুহুল মায়ানী : ১৭,পারা,সুরা আম্বিয়া,আয়াত নং৬/১০৫পৃ.
৩ ক. ইমাম ইবনুল হাজ্জ,আল-মাদখাল,২/৩৪-৩৫পৃ.
খ. আল্লামা শায়খ ইউসুফ নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ১/২৪১ পৃ

"প্রচলিত জাল হাদিস" (যা মাওঃ মতিউর রহমানের লিখিত) বইয়ের ২২০ পৃষ্ঠায় লেখক দলীল বিহীনভাবে দাবী করেছেন যে, হযরত যাবের (رضي الله عنه) নূরের হাদিসটি জাল। কিন্তু দু:খের বিষয় তিনি তার দাবীর স্বপক্ষে কোন দলীল উপস্থাপন করতে পারেননি। আর হাদিস বর্ণনা করেছেন বিকৃতি করে যাতে জাল বা বানোওয়াট বুঝাতে এবং প্রমাণ করতে সহজ হয়। যা তিনি অন্যান্য হাদীসের বেলায়ও করেছেন। 'হাদীসের নামে জালিয়াতি' বইয়ের ২৫৮ পৃষ্ঠা হতে ২৬২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত উক্ত হাদিস সম্পর্কে আলোচনা করে তা মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য কোন গ্রহণযোগ্য দলীল বা প্রমাণ উপস্থাপন করতে না পেরে দুটি মিথ্যা দলীল উপস্থাপন করেছেন।

উক্ত বইয়ের ২৫৯ পৃষ্ঠায় আরো লিখেছেন, 'সহিহ দ্বঈফ এমনকি মওদ্বু বা মিথ্যা সনদেও এই হাদিসটি কোন হাদীসের গ্রন্থে সংকলিত হয়নি।' লেখক এ কথা বলে চরম মিথ্যা এবং মুর্খতার পরিচয় দিয়েছেন। আছে নাকি নেই তার জবাব সামনে আসছে।

উক্ত বইয়ের ২৫৯ পৃষ্ঠায়, أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ نُوْرِىْ অর্থাৎ- আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম আমার নূর সৃষ্টি করেছেন। তিনি এ প্রসঙ্গে লিখেন- "হাদিস নামের এই বাক্যটি খুঁজে দেখুন, একটি হাদিস গ্রন্থেও পাবেন না।"

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! ইতিপূর্বেই আমি উক্ত হাদীসের উপরে বিস্তারিত আলোকপাত করেছি, এমনকি ১০২টিরও বেশি দলীল দিয়েছি। দেখে নেয়ার জন্য অনুরোধ রইলো।

একই পৃষ্ঠায় আরো উল্লেখ করেছেন, "এমনকি সনদবিহীন সিরাতুন্নবী, ইতিহাস, ওয়াজ বা অন্য কোন গ্রন্থেও তা পাওয়া যায় না।"

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! কোন গ্রন্থে আছে বা নেই সে আলোচনাও আমি ইতিপূর্বেই করেছি, তা দেখার অনুরোধ রইলো।

২৫৯ পৃষ্ঠায় আরও উল্লেখ আছে, "যতটুকু জানা যায়, ৭ম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ আলিম মহিউদ্দিন ইবনু আরাবী সর্বপ্রথম এই কথা গুলোকে হাদিস হিসেবে উল্লেখ করেন।"

লক্ষ্য করুন! উক্ত বইয়ের লেখক ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীরের মিথ্যা ও ধোঁকাবাজী, এত বড় বুযুর্গ ওলীয়ে কামেল আরিফ বিল্লাহ মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর উপর কি রকম জঘন্য মিথ্যারোপ করেছেন।

হযরত মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর কোন গ্রন্থে তা বর্ণনা করা হয়েছে তা তিনি উল্লেখও করেননি। তার কারন হলো তিনি তার নামে এটি সাজিয়েছেন।

উক্ত বইয়ের ২৫৯ পৃষ্ঠায় মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেন, "বিশেষত মুজাদ্দিদে আলফে সানী সিরহিন্দী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ইবনুল আরাবীর এ সকল জাল ও ভিত্তিহীন বর্ণনার প্রতিবাদ করেছেন বারংবার। কখনো কখনো নরম ভাষায়, কখনো কখনো কঠোর ভাষায়। 'মাকতুবাত শরীফ : ১/১ পৃ. মাকতুবাত নং : ৩১)

প্রিয় পাঠক! এটা একটি চিন্তার বিষয়, তিনি যে দলীল গ্রহণ করেছেন তাও মিথ্যা। আমার কাছে মাকতুবাত শরীফ আছে। তিনি দলীল দিয়েছেন প্রথম খণ্ড প্রথম পৃষ্ঠার ৩১ নং মাকতুবাত, এটা কী করে সম্ভব, প্রথম পৃষ্ঠায় আবার ৩১ নং মকতুবাত **কী হয়? লেখার সময় মনে হয় হাদিসের নামে জালিয়াতি বইয়ের লেখকের মাথা ঠিক ছিল না অথবা তিনি নেশাগ্রস্ত ছিলেন।**

এখন সম্মানিত পাঠকের সামনে উপস্থাপন করবো ইমাম মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) কী তার বিরোদ্ধে বলেছেন নাকি তার কথার সমর্থন জানিয়েছেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নূরের সৃষ্টি সম্পর্কে তিনি মাকতুবাত শরীফের ৩য় খণ্ড ২৩১ পৃষ্ঠায় বলেন-

حقیقت محمد علیہ من الصلوۃ افضلہا ومن التسلیمات اکملہا کہ ظہور اول
است وحقیقۃ الحقائق است باں معنی کہ حقائق دیگر چہ حقائق انبیاء کرام وچہ
حقائق ملائك عظام علیہ الصلوۃ والسلام کا اظلام اند مرا او واجل حقائق است
قال علیہ الصلوۃ السلام أول ما خلق الله نوری وقال علیہ الصلوۃ والسلام خلقت
من نور الله والمؤمنون من نوری-

-"হাকিকতে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিকাশের দিক দিয়ে সর্বপ্রথম এবং সকল হাকিকতের হাকীকত। সমস্ত আম্বিয়া (عليهم السلام) সম্মানিত সকল ফেরেশতাগণ হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাকীকতের নির্যাস। রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'য়ালা **সর্বপ্রথম যা সৃষ্টি করেছেন** তা হল আমার নূর মোবারক। আরও বলেছেন আমি আল্লাহর নূর হতে আর **সমস্ত মুমিনগণ আমার নুর হতে সৃষ্টি।**"[১]

অতএব, প্রমাণিত হলো তার বর্ণনা মুতাবেক শায়খ মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবীর আক্বিদা ও নুরের হাদিস প্রচারকে মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বিরোধিতা তো এস্বয়ং সমর্থন করেছেন। তাই আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীরের বক্তব্যে মিথ্যা ও ধোকাবাজীর সংমিশ্রন রয়েছে বলে বুঝা গেল। সে মূল কিতাবের ইবারত দেয়নি যাতে করে ধোঁকাবাজী সহজে করতে পারে। সাধারন মানুষতো মূল কিতাব গবেষণা করে না,ফলে তাদেও ধোকাই বিভ্রান্তিতে পতিত হচ্ছে। তাই আমি তাদেরকে আমার এই

১ ক. মুজাদ্দেদে আলফেসানী : মকতুবাত শরীফ : ৩/২৩১ পৃ
খ. আল্লামা শায়খ ইউসূফ বিন নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ২/২০৮ পৃ)

কিতাবের মাধ্যমে সতর্ক করছি এবং বিভ্রান্তিতে যেন না পড়ে সে জন্য ধোঁকাবাজদের বই পড়া থেকে বিরত থাকার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।

এখন হযরত যাবের (রাঃ) এর হাদিস বিস্তারিত আলোচনা করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি। হাদিসটি হল -

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قُلتُ يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنتَ وَأُمِّي أَخبِرْنِي عَنْ أَوَّلِ شَيْءٍ خَلَقَهُ اللهُ قَبْلَ الأَشْيَاءِ، فَقَالَ: يَا جَابِرُ! إِنَّ اللهَ خَلَقَ قَبْلَ الأَشْيَاءِ نُورَ نَبِيِّكَ مِنْ نُورِهِ، فَجَعَلَ ذَلِكَ النُّورَ يَدُورُ بِالقُدْرَةِ حَيْثُ شَاءَ اللهُ، وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَا مَلَكٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَا جِنِّيٌّ وَلَا إِنْسِيٌّ. فلما أراد الله تعالى أن يخلق الخلق قسم ذلك النور أربعة أجزاء، فخلق من الجزء الأول القلم، ومن الثانى اللوح، ومن الثالث العرش. ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء، فخلق من الجزء الأول حملة العرش، ومن الثانى الكرسى، ومن الثالث باقى الملائكة، ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء، فخلق من الأول السماوات، ومن الثانى الأرضين ومن الثالث الجنة والنار، ثم قسم الرابع أربعة أجزاء، فخلق من الأول نور أبصار المؤمنين، ومن الثانى نور قلوبهم- وهى المعرفة بالله- ومن الثالث نور أنسهم، وهو التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله-

-"হযরত যাবের ইবনে আব্দুল্লাহ আনসারী (রাঃ) বলেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার মাতা পিতা আপনার প্রতি উৎসর্গ। আমাকে বলুন, আল্লাহ তায়ালা সবকিছুর পূর্বে কি সৃষ্টি করেছেন? হুযুর (ﷺ) ফরমালেন, হে যাবের! নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সবকিছুর পূর্বে তাঁর নূর হতে তোমার নবীর নূরকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর ঐ নূর খোদায়ী কুদরতে যেখানে আল্লাহর ইচ্ছা ভ্রমণ করতে থাকে। তখন লওহ, কলম, জান্নাত, জাহান্নাম, ফেরেশতা, আসমান, যমীন, সূর্য, চন্দ্র, দানব, মানব কিছুই ছিল না। অতঃপর যখন আল্লাহ তায়ালা অন্যান্য মাখলূককে সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করলেন তখন ঐ নূরকে চারভাগে ভাগ করলেন, প্রথমভাগ দ্বারা কলম, দ্বিতীয়ভাগ দ্বারা লওহে মাহফুয, তৃতীয়ভাগ দ্বারা আরশ সৃষ্টি করলেন। চতুর্থ ভাগকে আবার চারভাগ করলেন, প্রথম ভাগ দ্বারা আরশবহনকারী ফেরেশতা, দ্বিতীয় ভাগ দ্বারা কুরসী, তৃতীয় ভাগ দ্বারা অপরাপর সকল ফেরেশতা সৃষ্টি করলেন, চতুর্থ ভাগকে আবার চারভাগ করলেন। প্রথমভাগ দ্বারা সপ্ত আসমান, দ্বিতীয়ভাগ দ্বারা সপ্ত যমীন, তৃতীয় ভাগ দ্বারা জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করলেন। চতুর্থ ভাগকে আবার চারভাগ করলেন। প্রথমভাগ দ্বারা সৃষ্টি করলেন মুমিনদের চোখের জ্যোতি, দ্বিতীয়ভাগ দ্বারা তাদের অন্তরের নূর, যার মাধ্যমে তারা আল্লাহর মা'রেফাত লাভ করে, চতুর্থ ভাগ দ্বারা সৃষ্টি

করলেন তাদের সম্প্রীতি ও ভালবাসার তা হল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।"

উক্ত হাদিসটির বাকী অংশ পড়ে উল্লেখ করা হবে। এতটুকু পর্যন্ত যারা সহিহ সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন তাদের নাম কিতাবের নাম নিম্নে দেওয়া হল ঃ

১। ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহঃ)ওফাত.২১১হি. হাদিসটি তার 'মুসান্নাফ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।[১]

ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহঃ) ওফাত.২১১হি. হলেন যুগবরেণ্য ইমাম, যিনি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) এর মত সুবিখ্যাত ইমাদের উস্তাদ। ইমাম বুখারী (রহঃ) এর দাদা উস্তাদ। উক্ত ইমামের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি সামনে আলোচনায় আসবে।

২। ইমাম বায়হাকী (রহঃ) ওফাত.৪৫৮হি.স্বীয় প্রসিদ্ধ সিরাত সম্পর্কিত হাদিস গ্রন্থ 'দালায়েলুন নবুয়ত' এর ১৩ তম খন্ডের ৬৩ পৃষ্ঠায় উক্ত হাদিসটি বর্ণনা করেন।[২]

৩। বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার ইমাম কুস্তালানী (রহঃ)ওফাত.৯২৩হি.তাঁর প্রসিদ্ধ সিরাত গ্রন্থ "মাওয়াহেবে লাদুন্নীয়া" এর ১/১৫ পৃষ্ঠায় ইমাম আবদুর রায্যাক (রহঃ) এর 'মুসান্নাফ' কিতাবের বরাতে উক্ত হাদিসটি সংকলন করেছেন।

৪। আল্লামা ইমাম যুরকানী (রহঃ)ওফাত.১১২২হি. স্বীয় প্রসিদ্ধ সিরাত গ্রন্থ "শরহুল মাওয়াহেব এর ১/৮৯ পৃষ্ঠায় ইমাম আব্দুর রায্যাক সূত্রে উক্ত হাদিসটি বর্ণনা করেন।

৬। আল্লামা আযলুনী (রহঃ)ওফাত.১১৬২হি. তার "কাশফুল খাফা' এর ১/৩১১ পৃষ্ঠায় হাদিস নং ৮১১ এ আবদুর রায্যাক (রহঃ) এর বরাতে উক্ত হাদিসটি বর্ণনা করেন। আল্লামা আযলূনী আরো বলেছেন- ইমাম আব্দুর রায্যাক উক্ত হাদিসটি সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন।

উক্ত হাদিসকে জাল দাবীকারী আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, মতিউর রহমান এবং জাকারিয়া হাসনাবাদী তাদের বইয়ের অসংখ্য স্থানে 'কাশফুল খাফা' কিতাব হতে দলীল গ্রহণ করেছেন। তাই তাদেরকে বলতে চাই একটু মাথা ঠান্ডা করে চিন্তা করে কাশফুল খাফা গ্রন্থটি খুলে দেখুন ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহঃ)'র মুসান্নাফে হাদিসটি আছে কি নেই বলেছেন। আল্লাহর কাছে পানাহ চাই এই সমস্ত সত্য গোপনকারী

১(ক.)এই তথ্যটি আল্লামা ঈসা মানে হিমইয়ারী (মু.জি.আ.)সংকলিত.'জুযউল মুফকুদ' কিতাব হতে সংগ্রহিত।
২ মাওলানা নুরুল হক : নূরে মুজাস্সাম (দঃ) হতে সংগৃগৃহিত, ই.ফা.বা।

লোকদের থেকে, যারা জেনে শুনে সত্যকে গোপন করে। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন, "তার চেয়ে বড় যালিম কে যে সত্যকে গোপন করে? আল-কোরআন।

৭। ইমাম বুরহানুদ্দিন হালবী আশ শাফেয়ী (রহ.) ওফাত.১০৪৪হি.স্বীয় বিখ্যাত সিরাত গ্রন্থ "সিরাতে হালবিয়্যাহ" এর ১/৩৭ পৃষ্ঠায় ইমাম আবদুর রায্যাক (রহ.) সূত্রে উক্ত হাদিসটি বর্ণনা করেন।

৮। আল্লামা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) স্বীয় প্রসিদ্ধ সিরাত গ্রন্থ "মাদারিজুন নবুয়াত" (ফার্সী, মুদ্রণ: মাকতাবা এ নূরিয়্যাহ,করাচী,পাকিস্তান) এর ২য় খণ্ডের ৫পৃষ্ঠায় উক্ত হাদিসটি বর্ণনা করেন।

৯। আল্লামা আব্দুল হাই লাক্ষনৌভি (রহ.) ওফাত.১৩০৪হি. তাঁর "আছারুল মারফূআ ফিল আখবারিল মাওদ্বুআহ" (আমি তথ্যটি মাকতুবাতুল শামেলা থেকে নিয়েছি) ৪২-৪৩ পৃষ্ঠায় ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহমতুল্লাহি আলাইহি) এর সনদ সহকারে উক্ত হাদিসটি উল্লেখ করেন।

পাঠকবৃন্দ! আপনারা লক্ষ্য করুন, প্রচলিত উক্ত তিনটি বইয়ের লেখকগণ অসংখ্য স্থানে তাদের গুরু হিসেবে মাওলানা আব্দুল হাই লাক্ষনোভী সাহেবের উক্ত গ্রন্থ হতে অসংখ্য স্থানে দলীল গ্রহণ করেছেন, কিন্তু উক্ত হাদিসটির বেলায় তারা উক্ত রায়টিকে এবং উক্ত হাদিসটিকে কি গ্রহণ করেছেন? না, বরং সত্যকে ধামাচাপা দিয়েছেন। তাই আল্লাহ তা'য়ালার নিকট এই সমস্ত সত্য গোপনকারী নামধারী আলেম হতে পানাহ চাই।

১০। আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহমতুল্লাহি আলাইহি)ওফাত.১০১৪হি."আল মাওরিদুর রাভী ফিল মাওলীদিন নবী" গ্রন্থের (মাকতুবাতুল তাওফিকহিয়্যাহ ,কাহেরাহ, মিসর থেকে মুদ্রিত) ২২ পৃষ্ঠায় উক্ত হাদিসটি উল্লেখ করেছেন।

১১। আল্লামা ইবনে হাজর হায়তামী আল মক্কী (রহমতুল্লাহি আলাইহি)ওফাত.৭৯৪হি.তার "ফতোয়ায়ে হাদীসিয়্যাহ" গ্রন্থে উক্ত হাদিসটি ইমাম আবদুর রায্যাক(রহ.)'র সূত্রে প্রথমে তিনি হাদিসটি ৪৪পৃষ্ঠায় (শামেলা) এবং ৩৮০পৃষ্ঠায় সংকলন করেন যা মীর মুহাম্মদ কারখানা, করাচী, পাকিস্তান হতে প্রকাশিত।

১২। আল্লামা শায়খ ইউসূফ নাবহানী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) স্বীয় প্রসিদ্ধ সিরাত গ্রন্থ "হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন" এর ৩২-৩৩ পৃষ্ঠায় উক্ত হাদিসটি উল্লেখ করেছেন।

১৩-১৫। আল্লামা শায়খ ইউসূফ বিন নাবহানী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) স্বীয় অন্যতম প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "যাওয়াহিরুল বিহার" এর ৩য় খন্ডের ৩৭৭ পৃষ্ঠায় এবং ৩/৩১২ এবং ২/২১৯ পৃষ্ঠায়

ইমাম আব্দুর রায্যাকের বরাতে উক্ত হাদিসটি বর্ণনা করে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

১৬। আল্লামা আরেফ বিল্লাহ আবদুল গণী নাবলূসী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) স্বীয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "আল হাদীকাতুন নাদিয়্যাহ শরহে আত তারীকাতুল মুহাম্মাদিয়্যাহ" গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৩৭৫ পৃষ্ঠায় ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহমতুল্লাহি আলাইহি) এর "মুসান্নাফ" গ্রন্থের বরাতে উক্ত হাদিসটি হযরত যাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর সূত্রে উল্লেখ করেছেন।

১৭। আল্লামা শায়খ ইউসূফ বিন নাবহানী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) স্বীয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "আনওয়ারে মুহাম্মাদিয়া" গ্রন্থের ৯ পৃষ্ঠায় উক্ত হাদিসটি বর্ণনা করার পর বলেন, উক্ত হাদিসটি ইমাম আব্দুর রায্যাক সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন।

১৮। ইমাম নাওয়াভী (রহমতুল্লাহি আলাইহি)ওফাত.৬৭৭হি. স্বীয় বিখ্যাত সিরাত গ্রন্থ "আদ্-দুরারুল বাহিয়্যাহ" গ্রন্থের ৪-৮ পৃষ্ঠায় ইমাম আবদুর রায্যাক (রহমতুল্লাহি আলাইহি) এর সনদে উক্ত হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

১৯। আল্লামা আহমদ আবদুল জাওয়াদ দামেস্কী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) স্বীয় সিরাজুম মুনীর গ্রন্থের ১৩-১৪ পৃষ্ঠায় ইমাম আবদুর রায্যাক (রহমতুল্লাহি আলাইহি) এর বরাতে উক্ত হাদিসটি উল্লেখ করেছেন।

২০। ইমাম মুহাম্মদ মাহদী আল-ফাসী সুফী (রহমতুল্লাহি আলাইহি)ওফাত.১২২৪হি. তাঁর "দালায়েলুল খায়রাত" গ্রন্থের ব্যাখ্যা গ্রন্থ "মাত্বালিউল মুসার্‌রাত শরহে দালায়েলুল খায়রাত" এর ২১ পৃষ্ঠায় ইমাম আবদুর রায্যাক (রহমতুল্লাহি আলাইহি) এর বরাতে উক্ত হাদিসটি উল্লেখ করেছেন।

২১। আরেফ বিল্লাহ শায়খ আবদুল করিম জলীলী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) স্বীয় বিখ্যাত গ্রন্থ الناموس الاعظم والقاموس الاقدام فى المعرفة قدر النبى صلى الله عليه و سلم এর ২৪১ পৃষ্ঠায় ইমাম বায়হাকী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) এর বরাতে ও ইমাম আবদুর রায্যাক (রহমতুল্লাহি আলাইহি) এর বরাতে উক্ত হাদিসটি উল্লেখ করেছেন।

২২। মুহাদ্দিস ইমাম খরপূতী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) স্বীয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "কাসীদাতুশ শাহাদাহ শরহে কাসীদায়ে বুরদাহ" গ্রন্থের পৃষ্ঠা নং ১০০ এ ইমাম আবদুর রায্যাক (রহমতুল্লাহি আলাইহি) এর বরাত দিয়ে উক্ত হাদিসটি উল্লেখ করেছেন।

২৩। আল্লামা শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) স্বীয় বিখ্যাত গ্রন্থ তাহফিমাতে ইলাহিয়্যাহ এর ১৯ পৃষ্ঠায় ইমাম আব্দুর রায্যাক সূত্রে উক্ত হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

২৪। আল্লামা ইমাম মাহমুদ আলূসী (রহ.) স্বীয় বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ "তাফসীরে রুহুল মায়ানী" তে সূরা আম্বিয়ার ১০৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় ১৭ তম পারার ৯ম খন্ডের ১৭৭ পৃষ্ঠায় হযরত যাবের (রা.) এর সূত্রে উক্ত হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

২৫। আল্লামা কাযি হোসাইন ইবনে মুহাম্মদ দিয়ার বকরী (রহ.) ওফাত.৯৬৬হি. তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "কিতাবুল খামীস ফি আহওয়ালি আনফাসে নাফীস" গ্রন্থের ১/১৯-২০ পৃষ্ঠায় কিছুটা শব্দ পরিবর্তন করে উক্ত হাদিসটি বর্ণনা করেন।

২৬। ইমাম ইবনুল হাজ্জ আল মালেকী (রহ.) ওফাত.৭৩৭হি.স্বীয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "আল-মাদখাল" এর ২য় খন্ডের ৩২ পৃষ্ঠায় (দারুল ইহইয়াউত তুরাস আল-আরাবী,বয়রুত,লেবানন হতে প্রকাশিত) উক্ত হাদিসটি ইমাম আব্দুর রায্যাকের সনদে বর্ণনা করেছেন।[১]

২৭। আল্লামা ইবনে হাযার হায়তামী মক্কী (রহ.) ওফাত.৭৯৪হি."শরহে শামায়েল" গ্রন্থের ১/১৪৫ পৃষ্ঠায় ইমাম আব্দুর রায্যাকের বরাতে হযরত যাবের বিন আব্দুল্লাহ আনসারী (রা.) হতে উক্ত হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।[২]

২৮। আল্লামা শরীফ সৈয়দ আহমদ বিন আব্দুল গণী বিন উমর দামেস্কী (রহ.) তার একাধিক গ্রন্থে শায়খ ইউসুফ নাবহানী (রহ.) তার কিতাবে সংকলন করেছেন।[৩]

২৯। ইমাম আরিফ বিল্লাহ শায়খ আলী দুদাহুল বুসনভী (রহ.) তার خلاصة الاثر গ্রন্থে ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহ.) হতে সংকলন করে উক্ত হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

৩০। আরিফ বিল্লাহ শায়খ আব্দুল্লাহ বানুভী রুমী (রহ.) যিনি "কাশফুল যুনুন" গ্রন্থের লেখকের তাঁর একটি গ্রন্থের উদ্ধিতি দিয়ে শায়খ ইউসুফ নাবহানী তাঁর যাওয়াহিরুল বিহার গ্রন্থে হাদিসটি ইমাম আব্দুর রায্যাকের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

৩১। আল্লামা ইবনে হাযার হায়তামী আল মক্কী (রহ.) ওফাত.৭৯৪হি.তিনি তার "আন্-নেয়ামাতুল কুবরা আলাল আলাম" গ্রন্থেও দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় হযরত যাবের বিন আব্দুল্লাহ আনসারী (রা.) হতে উক্ত হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, যা মীর মোহাম্মদ কারখানা, করাচী, পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত হয়েছে। ফতোয়ায়ে হাদিসিয়্যার ভূমিকায় উক্ত গ্রন্থটি তারা উল্লেখ করে অনেক উপকার করেছেন।

১ আল্লামা শায়খ ইউসূফ বিন নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ১/২৪১ পৃ.
২ আল্লামা ইউসূফ বিন নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ২/৯৬ পৃ.
৩ আল্লামা শায়খ ইউসূফ বিন নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ৩/৩৭৭ পৃ.

৩২. ইমাম আবু সা'দ নিশাপুরী খারকুশী (রহ.) যার ওফাত হচ্ছে ৪০৭ হিজরীতে তিনি তার প্রসিদ্ধ সিরাত গ্রন্থ "শরফুল মুস্তফা'র ১/৩০৭পৃষ্ঠায় (যা দারুল বাশায়েরুল ইসলামিয়্যাহ, মক্কাতুল মুকাররামা হতে প্রকাশিত, শামেলা) হাদিসটি সংকলন করেছেন।

৩৩. ইমাম ইয়াহইয়া বিন আবি বকর বিন মুহাম্মদ বিন বিন ইয়াহইয়া আল-আমরী আল-হারব্বী (রহ.) যার ওফাত হচ্ছে ৮৯৩ হিজরীতে তিনি হাদিসটি "বাহজাতুল মাহফিল ওয়া বাগিয়াতুল আমসাল ফি তালখিসুল মু'যিজাত ওয়াল সিইরু ওয়াল শামায়েল" গ্রন্থের ১/১৫ পৃষ্ঠায় (যা দারুস্-সদর, বয়রুত, লেবানন হতে প্রকাশিত,শামেলা) পৃষ্ঠায় হাদিসটি সংকলন করেছেন।

৩৪.শায়খ মুহাম্মদ বিন খিলাফাত বিন আলী আল-তাইমী তাঁর সিরাত গ্রন্থ "হুকুকুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আ'লা উম্মাতি ফি যুউল কিতাব ওয়া সুন্নাহ" এর মধ্যে হাদিসটি সংকলন করেন। এটি আল-মুমলাকাতুল আরাবিয়্যাহ,রিয়াদ,সৌদি আরব হতে প্রকাশিত।

৩৫.ইমাম জুরকানী ওফাত.১১২২হি, তাঁর শরহুল মাওয়াহে এর আরেক স্থানে (৫/২৬১পৃ. যা দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ,বয়রুত,লেবানন হতে প্রকাশিত) হাদিসটি সংকলন করেছেন।

৩৬.ইমাম ইয়াদরুসী (রহ.) তার "তারীখে নুরুস সফর" গ্রন্থে হাদিসটি সংকলন করেছেন।

৩৭.ইমাম আলূসী বাগদাদী (রহ.) স্বীয় 'তাফসীরে রুহুল মা'য়ানী' প্রথমে সূরা ফাতেহার তাফসীরেই (১/৫৪পৃষ্ঠায়,শামেলা) হযরত যাবের (রা.) হাদিসটি সংক্ষেপে ইঙ্গিত দিয়ে বর্ণনা করেছেন।

৩৮.ইমাম সাভী আল-মালেকী (রহ.) যার ওফাত.১২৪১হি. তাঁর "হাশিয়াতুল সাভী আ'লাল শরহুল সগীর"গ্রন্থের ৪/৭৭৮পৃষ্ঠায় হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

৩৯. ইমাম মুহাম্মদ মাহদী আল-ফাসী সুফী (রহ.) ওফাত.১২২৪হি. তাঁর লিখিত তাফসীর "আল-বাহারুল মুদিদ ফি তাফসিরুল মাজিদ" এর ৫/২৭৪পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ইমাম আবদুর রায্যাক (রহ.) এর বরাতে উক্ত হাদিসটি উল্লেখ করেছেন।

৪০.ইমাম শিহাবুদ্দীন খিফ্ফাযী হানাফী (রহ.)ওফাত.১০৬৯হি. তাঁর স্বীয় তাফসীর গ্রন্থ "হাশিয়াতুল শিহাব আ'লা তাফসিরুল বায়যাভী" এর (৪/১৪৩পৃষ্ঠায়,সুরা আনআমের এক আয়াতের ব্যাখ্যায়) মধ্যে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

৪১.আহলে হাদিস শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী তার একাধিক গ্রন্থে হাদিসটি সংকলন করেছেন। তার সু প্রসিদ্ধ সহিহ হাদিসের গ্রন্থ "সিলসিলাতুল আহাদিসুস সহিহাহ" এর ১/৮২০পৃষ্ঠায় হাদিস নং ৪৫৮ এ হাদিসটি বর্ণনা করেন। এছাড়া আলবানী তার অপর আরেকটি গ্রন্থ "আলবানী ফিল আকায়েদ"এর ৩/৮১৬পৃ. প্রশ্ন নং.২৮১, ৩/৮১৮পৃ. প্রশ্ন নং.২৮৪ এ সহ এই কিতাবটির মোট ৯ স্থানে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

৪২. সৌদি আরবের আলেমদের সম্মেলিত ফাতওয়ার কিতাব "কুর্‌রাতুল আইনী বি ফাতওয়ায়ে উলামাউল হারামাইন" (যার ১/৩২৫পৃষ্ঠায়,যা মাকতাবাতুল তাযারিয়্যাহতুল কোবরা, মিশর হতে প্রকাশিত) যা সংকলন করেছেন শায়খ হুসাইন বিন ইবরাহিম আল-মাগরীবী আল-মিশরী আল-মালেকী.যার ওফাত হলো.১২৯২হিজরীতে। এ কিতাবটি এখন মাকতুবাতুল শামেলাতেও পাওয়া যায়।

৪৩.আহলে হাদিস শায়খুল তৈয়্যব আহমদ হাতিয়্যাহ তিনি তাঁর "তাফসীরে শায়খ আহমদ হাতিয়্যাহ" এর ৩/৩৯৫পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন।

৪৪.আল্লামা ইমাম আহমদ রেযা খাঁন ফাযেলে বেরলভী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) ওফাত.১৯২১খৃ.তার "নূরুল মোস্তফা" গ্রন্থে ৫-৭ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত ভাবে ইমাম আবদুর রায্‌যাক(রহ.)'র সূত্রে এবং ইমাম বায়হাকী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) 'দালায়েলুল নবুয়ত' এর বরাতসহ অনেক কিতাবের উদ্বৃতি দিয়ে উক্ত হাদিসটি উল্লেখ করেছেন।

৪৫.আল্লামা সৈয়দ আহমদ সাঈদ কাযেমী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) মিলাদুন্নবী গ্রন্থের ২২ পৃষ্ঠায় ইমাম আব্দুর রায্‌যাকের সূত্রসহ আরো অনেক কিতাবের উদ্বৃতি দিয়ে উক্ত হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

৪৬.ইসলামী ইতিহাসবিদ আল্লামা আব্দুল হামিদ মুহাম্মদ যিয়াউল্লাহ কাদেরী (রহ.) স্বীয় গ্রন্থ 'ওহাবী মাযহাব কী হাকীকত' (উর্দু) এর ৬৪১ পৃষ্ঠায় হযরত যাবের (রা.) এর হতে অনেক সূত্রে উক্ত হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

৪৭.আল্লামা মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) স্বীয় অন্যতম গ্রন্থ "রিসালায়ে নূর" এর ১৯ পৃষ্ঠায় যাবের (রা.) হতে উক্ত হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

৪৮.মাওলানা কেরামত আলী জৈনপুরী সাহেব তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ "বারাহেনে কাতেয়া ফি মওলিদে খাইরিল বারিয়্যাহ" এর ৫ পৃষ্ঠায় হযরত যাবের (রা.) এর বর্ণনায় উক্ত হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

৫০.দেওবন্দের অন্যতম আলেম মাওলানা আশরাফ আলী থানবী সাহেব "নশরুত্তীব" এর ২৫ পৃষ্ঠায় ইমাম আবদুর রায্‌যাক (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর সূত্রে উক্ত হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

৫১.দেওবন্দীদের অন্যতম শায়খুল হাদিস ইদ্রিস কান্দ্রলভী সাহেব "মাকামাত ফি হাদিসিয়্যাহর "১ম খন্ডের ২৪১ পৃষ্ঠায় আবদুর রায্‌যাক (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর সূত্রে উক্ত হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

৫২.পাকিস্তানের ওহাবী দেওবন্দী মুহাদ্দিস সরফরায খাঁন সফদও "নূর আওর বাশার" এর ৩২ (উর্দূ) পৃষ্ঠায় বর্ণনা করে হাদীসের সত্যতা স্বীকার করেছেন। কিন্তু তার মাথা ব্যথা হলো ইমাম আবদুর রায্‌যাক (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) নাকি শিয়া পন্থী, তার জবাব সামনে আলোচনায় আসবে।

৫৩। ভারতীয় উপমহাদেশের ওহাবী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা শাহ ইসমাঈল দেহলভী সাহেব তার 'রেসালায়ে একরোজী' পৃষ্ঠা নং ১১ এ উক্ত হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

৫৪। 'তাফসীরে নূরুল কোরআন' এর লেখক মাওলানা আমিনুল ইসলাম সাহেব "নূর নবী" বইয়ের ১৫ পৃষ্ঠায় ইমাম আবদুর রায্‌যাক (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর সূত্রে উক্ত হাদিসটি তার গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। অপরদিকে তিনি মাওলানা আশরাফ আলী থানবী সাহেবের নশরুত্তীব এর হুবহু বাংলা অনুবাদও করেছেন আর তার নাম তিনি দিয়েছেন 'যে ফুলের খুশবোতে সাড়া জাহান মাতোওয়ারা' এ পুস্তকটি এখনও বাংলাবাজার ইসলামী টাওয়ারে পাওয়া যায়।

৫৫. বর্তমানের দেওবন্দীদের তথাকথিত শাইখুল হাদিস মুফতি মনসুরুল হক "মাসিক আদর্শনারীতে (২০১২ইং এর সিরাতুন্নবী (দ.) সংখ্যায় দরসে হাদিসে) এক পর্যায়ে হযরত যাবের (রা.)'র হাদিসটি সংক্ষেপে ইমাম আবদুর রায্‌যাকের সূত্রে সংকলন করেন।

ইমাম আব্দুর রায্‌যাক (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) কি শিয়া পন্থী ছিলেন?

পাকিস্তানের দেওবন্দী মুহাদ্দিস সরফরায খাঁন সফদর "নূর আওর বাশার"(উর্দূ) বইয়ের ৬৭ পৃষ্ঠায় 'তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায' গ্রন্থের নাম দিয়ে দাবী করেছেন যে, ইমাম আব্দুর রায্‌যাক (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) নাকি শিয়াপন্থী ছিলেন, কিন্তু কিতাবের মূল ইবারত উল্লেখ করেননি। অনুরূপ ধোঁকাবাজী করেছেন বাংলাদেশের অন্যতম ওহাবী দেওবন্দী মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলীপুরী তার 'বিভ্রান্তির অবসান' বইয়ের ৯৮ পৃষ্ঠায়। অনুরূপ জঘন্য বক্তব্য দিয়েছেন চট্টগ্রামের পটিয়া মাদ্রাসার নামধারী হাদিস পন্ডিত রফিক

-"আমি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল(রহ.) এর কাছে জানতে চাইলাম, আপনি হাদিস শাস্ত্রে মুহাদ্দিসদের মধ্যে ইমাম আব্দুর রায্যাক (রাহিমাহুল্লাহ) অপেক্ষা উত্তম কাউকে দেখেছেন কি? তিনি বললেন, না।"[১]

দেখুন! ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মত এত উঁচু স্তরের ইমাম ও মুহাদ্দিস বলেন যে, আব্দুর রায্যা (রহ.)'র মত এতবড় মাপের মুহাদ্দিস তিনি আর কাউকে দেখেননি, তাই আমরা তার সম্পর্কে আর কী বলবো !

(২) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রাহিমাহুল্লাহ) আরও বলেন,

حديث عبد الرزاق عن معمرا حب الى من حديث هولاء البصريين-

-"ইমাম আব্দুর রায্যাক (রাহিমাহুল্লাহ) হযরত মা'মার (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে হাদিস বর্ণনা করেন, তা এই সমস্ত বসরা বাসীর বর্ণিত হাদিস হতে আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয়।"[২]

(৩) আল্লামা হাফেয ইমাম যাহাবী (রাহিমাহুল্লাহ) ওফাত.৭৪৮হি.উক্ত ইমাম সর্ম্পকে বলেন :

قال أحمد: كان عبد الرزاق يحفظ حديث معمر. قلت: وثقه غير واحد، وحديثه مخرج في الصحاح وله ما ينفرد به، ونقموا عليه التشيع، وما كان يغلو فيه بل كان يحب عليا رضي الله عنه ويبغض من قاتله، وقد قال سلمة بن شبيب: سمعت عبد الرزاق يقول: والله ما انشرح صدري قط أن أفضل عليا على أبي بكر وعمر. وكان رحمه الله من أوعية العلم، -

-"ইমাম আহমদ(রাহিমাহুল্লাহ)বলেন,তিনি বিখ্যাত রাবি হযরত মা'মার (রহ.) থেকে হাদিস হিফয্ করেছেন। হযরত আব্দুর রায্যাক (রাহিমাহুল্লাহ) তিনি অসংখ্য হাদীসের হাফেয ছিলেন। অসংখ্য মুহাদ্দিস তাকে সিকাহ বা বিশ্বস্ত বলে অবহিত করেছেন। বিশুদ্ধ হাদীসের কিতাব সমূহে তার বর্ণনাকৃত হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তার একক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তার ব্যাপারে শিয়া হওয়ার দোষারোপ করা হয়েছিল। তিনি এ ব্যাপারে (শিয়াদের ন্যায়) সীমালঙ্ঘন করেননি বরং তিনি হযরত আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে ভালবাসতেন এবং তার বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করেছিলেন তাদেরকে ঘৃণা করতেন। বিশিষ্ট মুহাদ্দিস হযরত সালমা বিন সাবিব (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি হযরত আব্দুর রায্যাক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে আল্লাহর কসম খেয়ে এ কথা বলতে শুনেছি যে, আল্লাহর কসম, হযরত আবু

১ ইবনে হাজার আসকালানী : তাহযীবুত তাহযীব : ৬/২৭৯ পৃ.
২ ইবনে হাজার আসকালানী : তাহযীবুত তাহযীব : ৬/২৮০ পৃ

আহমদ তার কুখ্যাত গ্রন্থ "মহা মানব (সাঃ) এর নূর প্রসঙ্গ বা নূর ও মানুষ" বইয়ের ৮১-৮৩ পৃষ্ঠায়।

তিনি উক্ত বইয়ের ৮২ পৃষ্ঠায় লিখেন, "ফাযায়েলে নবী সম্পর্কে তার আনীত হাদিসগুলো এই অনির্ভরযোগ্য হাদিস সমূহের অন্তর্ভুক্ত।" নাউযুবিল্লাহ! তিনি তার বইয়ের মধ্যে আরো অনেক মিথ্যা বক্তব্য প্রদান করেছেন। উক্ত কুখ্যাত লেখকগণ অবশেষে ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহ.) কে জাল হাদিস প্রচারক হিসেবে মিথ্যা অভিযোগ করেই ছাড়লো।

ইমাম আব্দুর রায্যাকের বিশ্বস্ততা লিখার আগে উক্ত তিন লেখক ছাড়াও যারা এই আপত্তি করেছেন তাদেরকে বলতে চাই, ইমাম আব্দুর রায্যাকের হাদিস গ্রহণ করতে যদি এতই অসুবিধা তাহলে বুখারী শরীফের হাদীসের অসংখ্য সনদে ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহ.) রয়েছেন তাও তো তাদের মত অনুসারে অগ্রহণযোগ্য হবে। নাউযুবিল্লাহ!

তাছাড়া মুসলিম শরীফের অসংখ্য সনদে ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহ.) রয়েছেন। তাহলে কি মুসলিম শরীফের এই হাদিসগুলোও অনির্ভরযোগ্য হবে? এমনকি সিহাহ সিত্তাহর ছয়টি কিতাবেই বিভিন্ন সনদে ইমাম আব্দুর রায্যাকের হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তাহলে কি সিহাহ সিত্তাহ বাতিল বা অগ্রহণযোগ্য বলে গণ্য হবে? উহাই নির্ভরযোগ্যতার অকাট্য দলিল। তাই আমি তাদেরকে বলতে চাই, তারা হয়তো নেশাগ্রস্থ বা মাতাল অবস্থায় এই ধরণের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন।

তাদের মিথ্যাচার ও ধোঁকাবাজির জবাব ঃ

এখন আমরা ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহ.) সম্পর্কে গ্রহণযোগ্য ইমামদের মতামত উল্লেখ করব তিনি বিশ্বস্ত মুহাদ্দিস ছিলেন কিনা, তিনি শিয়া ছিলেন কিনা, তার হাদিস গ্রহণযোগ্য কিনা, তার থেকে বিখ্যাত বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণ হাদিস গ্রহণ করেছেন কিনা এবং তার গ্রন্থের হাদিস গ্রহণযোগ্য কিনা? তার সম্পর্কে বিস্তারিত নিম্নে আলোকপাত করা হলো এবং উক্ত হাদিসটির সনদের প্রত্যেকটি রাবী নিয়েও সামনে আলোচনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

(১) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রাহিমাহুল্লাহ) চার মাযহাবের অন্যতম একজন ইমাম, তিনি অনেক উঁচু মানের মুহাদ্দিস ও ফকীহ, যা বলার অপেক্ষা রাখে না। তিনি ইমাম আব্দুর রায্যাক (রাহিমাহুল্লাহ) সম্পর্কে কী বলেছেন, দেখি-আহমদ ইবনে সালেহ মিশরী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

قلت لاحمد بن حنبل ارأيت احدا احسن حديث من عبد الرزاق؟ قال لا!

বকর(রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) এর উপরে হযরত আলী (রাঃ) কে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করতে আমার মন কখনো উদ্যত ছিল না। এবং তিনি জ্ঞানের ভান্ডার ছিলেন।"[১]

(৪) আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন,

وهو ابن همام بن رافع الحافظ الكبير الصغاني أحد الاعلام صاحب التصانيف روى عن عبيد الله بن عمرو عن الأوزاعي والثوري ومعمر وخلائق وعنه أحمد وإسحاق وابن معين وجماعة وقد وثقه غير واحد وأخرج له الأئمة الستة ونقموا عليه التشيع وهو غير ثابت فيه بل كان يحب عليا رضي الله تعالى عنه ويبغض من قاتله وقد قال سلمة بن شبيب سمعت عبد الرزاق يقول والله ما انشرح صدري قط أن أفضل عليا على أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم - (شرح الشفا: ٤٢٨/١)

-"ইমাম আব্দুর রায্যাক ইবনে হুমাম সাগানী (রহঃ) যিনি ছিলেন হাদিস শাস্ত্রের বড় একজন হাফেয, বিজ্ঞ জ্ঞানী গুণীদের একজন আর তিনি হচ্ছেন অনেক গ্রন্থে লেখক। তিনি ওবায়দুল্লাহ ইবনে আমর, আওযায়ী, ইমাম সুফিয়ান সাওড়ী, হযরত মা'মার (রহঃ) ও অন্যান্য অনেক মুহাদ্দিস থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমদ, ইমাম ইসহাক, ইমাম ইয়াহিয়া ইবনে মুঈন এবং অনেক বড় এক জামাতের ইমামগণ তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং তাকে সিকাহ বা বিশ্বস্ত বলেছেন অসংখ্য মুহাদ্দিস। **প্রসিদ্ধ ছয়টি হাদিস গ্রন্থের ইমাম তাঁর হাদিস তাঁদের গ্রন্থে সিকাহ রাবী হিসেবে সংকলন করেছেন।** কেউ কেউ তাকে **শিয়া ধারণা করেছিলেন,** কিন্তু তা মিথ্যা বা তাঁর ব্যাপারে প্রমাণিত নয়, তাদের সাথে তাঁর কোন সম্পর্কে ছিল না; বরং তিনি শুধু হযরত আলী (রাঃ) কে ভালবাসতেন এবং তাঁর হত্যাকারীদেরকে ঘৃণা করতেন। হযরত সালমা বিন শাবিব (রহঃ) বলেন, আমি ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহঃ) কে কসম খেয়ে বলতে শুনেছি "আমার অন্তরে এ কথা কখনও জাগ্রত হয়নি যে, হযরত আলী (রাঃ) হযরত ওমর ও হযরত আবু বকর (রাঃ) হতে উত্তম।"[২]

(৫) শুধু তাই নয়, ইমাম বুখারী (রহঃ) এর মন্তব্যকে ইমাম যাহাবী (রহঃ) এভাবে বর্ণনা দিচ্ছেন, قال البخارى : ما حدث عنه عبد الرزاق من كتابه فهو أصح-

১ ক. আল্লামা ইমাম যাহাবী : তাযকিরাতুল হুফ্ফায : ১ম খন্ডের ৩৬৪ পৃ. রাবী নং ৩৫৭
খ. আল্লামা ইমাম যাহাবী : মিযানুল ই'তিদাল : ২/৪৭০-৪৭১ পৃ. রাবী নং ৫৪৫৭
২ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : শরহে শিফা : ১/৪২৮ পৃ:, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত।

-"ইমাম বুখারী বলেন : ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহঃ) হযরত মা'মার হতে তার গ্রন্থের লিখিত বা সংকলিত সব হাদিস বিশুদ্ধ।"[১]

(৬) ইমাম যাহাবী (রহঃ) বলেন- قلت ثقة غير واحد و حديثه مخرج فى الصحاح

-"ইমাম আব্দুর রায্যাককে অসংখ্য মুহাদ্দিস সিকাহ বা বিশ্বস্ত বলেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদিস (সিহাহ) বুখারী, মুসলিম, তিরমীযী, নাসায়ী, আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ গ্রন্থে রয়েছে।"[২]

(৭) ইমাম আহমদ বিন সালেহ আযলী (রহঃ) (ওফাত : ২৬৯ হিঃ) বলেন- عبد الرزاق بن همام يمانى ثقة

-"ইমাম আব্দুর রায্যাক বিন হুমাম ইয়ামানী (রহঃ) ছিলেন বিশ্বস্ত মুহাদ্দিস বা হাদিস বর্ণনাকারী।"[৩]

(৮) ইমাম আবু হাতেম (রহঃ) বলেন- ثقة

-"ইমাম আব্দুর রায্যাক ছিলেন সিকাহ বা বিশ্বস্ত হাদিস বর্ণনাকারী।"[৪]

(৯) ইমাম নাসায়ী (রহঃ) বলেন- ثقة

-"তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত হাদস বর্ণনাকারী।"[৫]

(১০) ইমাম দারেকুতনী (রহঃ) বলেন : عبد الرزاق بن همام بن نافع ، ثقة

-"ইমাম আব্দুর রায্যাক ইবনে হুমাম ইবনে নাফে (রহঃ) হলেন একজন বিশ্বস্ত মুহাদ্দিস।"[৬]

(১১) ইমাম যাহাবী আরও বলেন,

وقال أحمد بن الأزهر: سمعت عبد الرزاق يقول: أفضل الشيخين بتفضيل علي إياهما على نفسه، ولو لم يفضلهما لم أفضلهما، كفى بى إزراء أن أحب عليا-

-"ইমাম আহমদ বিন আযহার (রহঃ) বলেন : আমি ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহঃ) কে বলতে শুনেছি যে তিনি বলেছেন, আমার অন্তরে কখনও একথা জাগ্রত

১ ইমাম যাহাবী : মিযানুল ইতিদাল : ২/৪৭০-৪৭১ পৃ. রাবী নং- ৫০৪০
২ ইমাম যাহাবী : তাযকিরাতুল হুফফায : ১/৩৬৪ পৃ. রাবী নং- ৩৫৭
৩ ইমাম সালেহ আযলী : মা'রেফাতুস সিকাহ : ২/৯৩ পৃ. রাবী নং- ১০৯৭
৪ ইমাম যাহাবী : সিয়ারু আলামিন আন-নুবালা : ১১/১১৭ পৃ.
৫ ইমাম যাহাবী : সিয়ারু আলামিন আন-নুবালা : ১১/১১৭ পৃ.
৬ আল্লামা ইমাম যাহাবী : মিযানুল ইতিদাল : ২/৪৭০ পৃ: রাবী : ৫৪৫৭

হয়নি যে (শায়খাইন) হযরত আবু বকর ও ওমর (رضي الله عنهما) এর উপরে হযরত আলী (رضي الله عنه) কে প্রাধান্য দেয়া। আমি শুধু হযরত আলী (رضي الله عنه) কে ভালবাসি।"[১]

(১৩) আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) "মিরকাত" গ্রন্থে বলেন,

عَبْدِ الرَّزَّاق: وَهُوَ مِنْ فُضَلَاءِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، رَوَى عَنْهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُمَا، وَهُوَ أَحَدُ الْمَشْهُورِينَ الْمُكْثِرِينَ مِنَ الرِّوَايَةِ، صَاحِبُ تَالِيفَاتٍ كَثِيرَةٍ-

-যেমন উক্ত হাদিসটি ইমাম আব্দুর রায্যাক (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) হতে বর্ণিত, তিনি হাদিস বিশারদদের মধ্যে মর্যাদাবানদের অন্যতম একজন। তার হতে রেওয়ায়েত করেছেন- ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) ও ইয়াহিয়া ইবনে মুঈন (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) সহ অন্যান্য বিখ্যাত ইমামগণ। তিনি মশহুর ও অধিক বর্ণনা কারীদের মধ্যেও একজন, তিনি অনেক রচনাকারী।"[২]

ইমাম আব্দুর রায্যাক (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর জীবনী ও বিশ্বস্ততা আর তার উপর শিয়া হওয়ার মিথ্যা অভিযোগ বিস্তারিত জানার জন্য রিযাল শাস্ত্রের কতিপয় গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হলো-

(١) الطبقات الكبرى لابن سعد : ٥٤٨/٥

(٢) تاريخ الكبير للبخارى: ١٣٠/٦

(٣) الجرح والتعديل : ٣٨/٦

(٤) الثقات لابن حبان : ٤١٢/٨ .

(٥) تذكرة الحفاظ للذهبى : ٢٦٤/١

(٦) سير اعلام النبلاء : ٥٦٣/٩

(٧) العبر : ٣٦٠/١

(٨) ميزان الاعتدال للذهبى : ٣/471-472 رقم : 5459

(٩) والمغنى : ٣٩٣/٢

(١٠) والكشف للسخاوى : ١٧١/٢

(١١) وتاريخ الاسلام (وفيات ٢١١-٢٢٠)

১ আল্লামা ইমাম যাহাবী : মিযানুল ইতিদাল : ২/৪৭১ পৃ : রাবী : ৫৪৫৭
২ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : মিরকাত : ১/৪৬০, কিতাবুল ইলম : হাদিস : ২৪৬

(١٢) تهذيب التهذيب للعسقلانى : ٥٧٢/٢

(١٣) تقريب التهذيب للعسقلانى : ٣٥٥/١ رقم : ٤١٨٥

(١٤) لسان الميزان للعسقلانى : ٢٨٧/٧

(١٥) الكامل فى الضعفاء لابن عدى : ١٩٤٨/٥

(١٦) رجال صحيح البخارى للكلاباذى: ٤٩٦/٢

(١٧) الجمع بين الصحيحين : ٣٢٨/١

(١٨) تهذيب ال مال : ٥٢/١٨

(١٩) البداية ية لابن كثير : ٢٦٥/١٠

(٢٠) التاريخ لابن معين برواية الدورى: ٣٦٢/٢

হযরত যাবের (رضي الله عنه) এর হাদীসের সনদ পর্যালোচনা

হযরত যাবের (رضي الله عنه) এর উক্ত হাদিসের সনদ ঃ-

عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله الانصارى رضى الله تعالى عنه -

-"ইমাম আব্দুর রায্যাক (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) তিনি মা'মর (رضي الله عنه) হতে তিনি মুনকাদার (رضي الله عنه) থেকে তিনি হযরত যাবের বিন আব্দুল্লাহ আনসারী (رضي الله عنه) হতে হযরত যাবের (رضي الله عنه)।"

সনদ পর্যালোচনা

প্রথম রাভী ঃ ইমাম আব্দুর রায্যাক (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর জীবনীর সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমি ইতিপূর্বে করে এসেছি দ্বিতীয় বার আলোচনা করে কিতাব দীর্ঘ করতে চাই না।

দ্বিতীয় রাভী ঃ ইমাম মা'মার (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) সম্পর্কে বিশ্ব বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও চার মযহাবের একজন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, حديث عبد الرزاق عن معمر احب إلى من حديث هولاء البصريين

-"ইমাম আব্দুর রায্যাক (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) হযরত মা'মার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত হাদিস এ সমস্থ বসরা বাসীদের বর্ণিত হাদিস হতে আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয়।"[১]

২. স্বয়ং ইমাম আব্দুর রায্যাক (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) হযরত মা'মার (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) সম্পর্কে বলেন,

قال عبد الرزاق: كتبت عن معمر عشر الاف حديث-

১ আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী : তাহযীবুত তাহযীব : ৬/২৮০ পৃ.

-"ইমাম আব্দুর রাজ্জাক (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন : আমি হযরত মা'মার (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) হতে দশ হাজার হাদিস লিপিবদ্ধ করেছি।"[১]

দেখুন ইমাম আব্দুর রায্যাক (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) একাই দশ হাজার হাদিস যার থেকে লিপিবদ্ধ করেছেন তাহলে তিনি কত বড় মুহাদ্দিস হতে পারেন, আপনারাই চিন্তা করুন।

৩. আল্লামা ইমাম আবু হাতেম (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,- قال ابو حاتم: صالح الحديث

-"ইমাম আবু হাতেম (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, মা'মর হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে সৎ বা যোগ্য ব্যক্তি।"[২]

৪. ইমাম আবু যারওয়া দামেস্কী বর্ণনা করেন :

قال ابو زرعة الدمشقى: قلت لأحمد بن حنبل: كان عبد الرزاق يحفظ حديث معمر؟ قال: نعم-

-"আবু যারওয়া দামেস্কী বলেন, আমি আহমদ বিন হাম্বল (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) কে জিজ্ঞাসা করলাম, ইমাম আব্দুর রায্যাক (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) কী হযরত মামার (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) হতে হাদিস মুখস্ত করেছেন বা সংকলন করেছেন। ইমাম আহমদ বলেন, হ্যাঁ।"[৩]

৫. আল্লামা ইমাম ইয়াহিয়া ইবনে মুঈন (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

وقال ابن معين: معمر أثبت من ابن عيينة في الزهري.-

-"ইমাম ইবনে মঈন বলেন : হযরত মা'মার (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) তিনি সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি), ইমাম জুহরী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) যে হাদিসগুলো বর্ণনা করেছেন সে হাদিসগুলো খুবই দৃঢ় বা শক্তিশালী।"[৪]

৬.ইমাম যাহাবী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন- احد الاعلام الثقات-"তিনি উচ্চ স্তরের বিশ্বস্তের মধ্যে একজন।"[৫]

৭. ইমাম আহমদ বিন সালেহ আযলী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) (ওফাত : ২৬১ হিজরী) বলেন-

১ ক. আল্লামা ইমাম যাহাবী : মিযানুল ই'তিদাল : ৪/১৪২ পৃ. রাবী নং ৯১৬৫
খ. ইমাম আদি : আল-কামিল : ৬/৩৭০ পৃ. রাবী নং- ১৮৫৩ ও ২৩২
২ ক. আল্লামা ইমাম যাহাবী: মিযানুল ই'তিদাল : ৪/১৫৪ নং ৮৬৮২
খ. ইমাম আবু হাতেম : যর্‌রাহ ওয়াত তা'দীল : ৮/২৫৬ পৃ. রাবী নং- ১১৫৬
৩ আল্লামা ইমাম যাহাবী : মিযানুল ই'তিদাল : ২/৪৭০ নং ৫৪৫৭
৪ আল্লামা ইমাম যাহাবী : মিযানুল ই'তিদাল : ৪/১৪২ রাবী নং ৯১৬৫
৫ ক. ইমাম যাহাবী ঃ মিযানুল ই'তিদাল ঃ ৪/১৪২ পৃ. রাবী নং- ৯১৬৫
খ. ইমাম যাহাবী : সিয়ারু আলামিন আন-নুবালা : ৭/৫-৬ পৃ.

معمر بن راشد الغرماء ابا عروة بصرى سكن ثقة رجل صالح -

-"হযরত মা'মার (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বসরায় অবস্থান করতেন। তিনি হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত এবং একজন সৎ ব্যক্তি ছিলেন।"[১]

৮. ইমাম শামসুদ্দীন যাহাবী(রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) (ওফাত : ৭৪৮ হিজরী) বলেন-

الامام الحافظ شيخ الاسلام .... و كان من او عية العلم مع الصدق و التحرى والورع والجلالة و حسن التصنيف -

-"তিনি ছিলেন যুগের ইমাম, হাদীসে হাফেয, শাইখুল ইসলাম। তিনি ইলমের ভাণ্ডার, সৎ, বিচক্ষণ, পরহেযগার এবং উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাছাড়া তিনি একজন চমৎকার লেখক।"[২]

উক্ত মা'মার রাবী সম্পর্কে জানতে হলে নিম্নোক্ত রিযাল শাস্ত্রের কিছু কিতাব দেখা যেতে পারে।

(١) تاريخ الكبير للبخارى: ١٤٢/٧ ، والصغير: ١١٥/٢
(٢) والجرح والتعديل: ٢٥٥/٨ رقم: 1125
(٣) والثقات لابن حبان: ٤٨٤/٧
(٤) سير أعلام النبلاء: ٥/٧
(٥) تذكرة الحفاظ: ١٩٠/١
(٦) ميزان الاعتدال للذهبى: ٤/ ١٥٤ رقم: 9125
(٧) تهذيب التهذيب: ١٢٧/٤
(٨) التقريب التهذيب للعسقلانى: ٥٩٦/٢ رقم : ٧٠٨٧
(٩) تهذيب الكمال: ٣٠٣/٢٨
(١٠) شذرات الذهب: ٢٣٥/١
(١١) العبر: ٢٢٠/١
(١٢) وفياة الأعيان: ١٤١-١٦٠

তৃতীয় রাবী ঃ

১ ইমাম ছালেহ আযলী : মা'রেফাতুস-সিকাহ :
২ ইমাম যাহাবী : তাজকিরাতুল হুফফায :

উক্ত হাদীসের তৃতীয় রাবী হযরত মুনকাদার (রাহিমাহুল্লাহ) । তার সম্পর্কে ইমামগণ বলেন,

هو محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير التيمى ، ابو عبد الله المدنى أحد الأئمة الأعلام، روى عن جابر بن عبد الله وأبو هريرة وعائشة وابن عباس وابن عمر وغيرهم ، وروى عنه خلق كثير منهم زيد بن أسلم والزهرى والثورى وابن عيينة والأوزاعى ، وهو ثقة فاضل ، مات سنة ثلاثين ومائة.

-"হযরত মুহাম্মদ বিন মুনকাদার (রাহিমাহুল্লাহ) তাবেয়ী তৎকালীন জ্ঞানী এবং হাদিস বর্ণনাকারী ইমামদের মধ্যে অন্যতম। তিনি হযরত যাবের বিন হযরত আব্দুল্লাহ(রাযিয়াল্লাহু আনহু), হযরত আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু), হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ও অন্যান্য সাহাবীদের হতে হাদিস বর্ণনা করতেন। তাঁর হতে অনেক মুহাদ্দিস হাদিস বর্ণনা করতেন। যেমন তাদের মধ্যে জায়েদ বিন আসলাম (রাহিমাহুল্লাহ), ইমাম যুহুরী (রাহিমাহুল্লাহ), ইমাম সাওরী (রাহিমাহুল্লাহ), সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (রাহিমাহুল্লাহ) এবং আওযাঈ (রাহিমাহুল্লাহ) প্রমুখগণ। তিনি ছিলেন সিকাহ বা বিশ্বস্ত মুহাদ্দিস এবং উচ্চ মর্যাদাশীল জ্ঞানী । তিনি ১৩০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।"[১]

২. হযরত মুনকাদার (রাহিমাহুল্লাহ) সম্পর্কে ইমাম যাহাবী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন- الامام الحافظ القدوة شيخ الاسلام

-"তিনি ছিলেন সে যুগের ইমাম হাফেযুল হাদিস, মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব এবং শাইখুল ইসলাম (ইসলামের শায়খ)।"[২]

৩. ইমাম যাহাবী (রাহিমাহুল্লাহ) আরো বলেন- وقال الحميدى حافظ و قال ابن معين و ابو حاتم ثقة

-"ইমাম হুমাইদী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, তিনি হাদীসের হাফেয ছিলেন। ইমাম ইয়াইয়া ইবনে মুঈন এবং ইমাম আবু হাতেম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, তিনি ছিলেন হাদিস শাস্ত্রে বিশ্বস্ত ব্যক্তি।"[৩]

৪. ইমাম আহমদ বিন সালেহ আযলী (রাহিমাহুল্লাহ) (ওফাত : ২৬১ হিজরী) বলেন-

১ ক. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী : তাকরীবুত তাহযীব : ২/১৪৮ পৃ. রাবী নং - ৬৩২৭
খ. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী : তাহযীবুত তাহযীব : ৩/৭০৯পৃঃ
গ. আল্লামা ইবনে মিয্যী : তাহযীবুত কামাল : ২৬/৫০৩ পৃ
২ ইমাম যাহাবী : সিয়ারু আলামিন আন-নুবালা : ৫/৩৫৩-৩৫৪ পৃ.
৩ ইমাম যাহাবী : সিয়ারু আলামীন আন-নুবালা : ৫/৩৫৪ পৃ.

محمد بن المنكدر مدنى تابعى ثقة رجل صالح -

-"হযরত মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদার মাদানী (রাহিমাহুল্লাহ) যিনি প্রসিদ্ধ তাবেঈ ছিলেন। তিনি একজন বিশ্বস্ত ও সৎ ব্যক্তি ছিলেন।"[১]

উক্ত তাবেয়ী মোট দশজন সাহাবীর সাক্ষাত এবং তাদের থেকে হাদিস শুনেছেন। তাঁর সম্পর্কে ইমাম মালেক (ওফাত ১৭৯ হিজরী) বলেন- كان ابن المنكدر سيد القراء-"ইমাম ইবনে মুনকাদির কারীদের নেতা ছিলেন।"[২]

ইমাম সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (ওফাত ১৯৮ হিজরী) তার সম্পর্কে বলেন, كان من معادن الصدق، ويجتمع إليه الصا الحون

-"তিনি সত্যের খনি ছিলেন, তার নিকট সৎব্যক্তিদের সমাগম থাকত।"[৩]

তার ব্যাপারে সর্বশেষ ইমাম যাহাবী (ওফাত ৭৪৮ হিজরী) বলেন-

مجمع على ثقته و تقد مه فى العلم والعمل، وهومن طبقه عطكء لكنه تاخر مو ته

-"ইমাম মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদিরের বিশ্বস্ততা এবং তাঁর জ্ঞানের ও আমলের অগ্রগতির উপর সকল মুহাদ্দিস একমত। তিনি 'আতা ইবনে আবু রিবাহের স্তরের। কিন্তু তিনি ইমাম ইবনে মুনকাদির পরে ওফাত বরণ করেছেন।"[৪]

হযরত যাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদিসের বাকী অংশ ঃ

ইমাম আব্দুর রায্যাক (রাহিমাহুল্লাহ) হাদিসটি সম্পূর্ণ বর্ণনা করেছেন কিন্তু ইমাম কুস্তালানী (রাহিমাহুল্লাহ) ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ মূল গুরুত্বপূর্ণ অংশটি তাদের কিতাবে উল্লেখ করেছেন। তবে ইমাম নাওয়াবী (রাহিমাহুল্লাহ) ও ইমাম দিয়ারবকরী (রাহিমাহুল্লাহ) তার হাদিস গ্রন্থে বাকী অংশটি বর্ণনা করেছেন এভাবে-

ثم قسم الرابع اربعة اجزاء فخلق الشمس من جزء وخلق القمر من جزء والكواكب من جزء واقام الجزء الرابع فى مقام الرجاء اثنى عشر الف سنة ثم جعله اربعة اجزاء فخلق العقل من جزء والعلم والحلم من جزء والعصمة والتوفيق من جزء واقام الرابع فى مقام الحياء اثنى عشر الف سنة ثم نظر اليه فترشح النور عرقا فقرمنه مائة الف وعشرون الفا واربعة الاف قطرة فخلق الله من كل قطرة نبيا ورسولا ثم تنفست ارواح الانبياء فخلق الله من انفاسهم نور ارواح الاولياء

১ ইমাম ছালেহ আযলী : মা'রেফাতুস সিকাত : ২/২৫৪ পৃ. রাবী নং- ১৬৫১
২ ইমাম যাহাবী : সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৫/৩৫৫ পৃ.
৩ ক. ইমাম মিয্যী : তাহযীবুল কামাল : ২৬/৫০৮ পৃ.
খ. ইমাম সুয়ূতি : তাবাকাতুল হুফ্ফায : ২/৫৮ পৃ.
৪ ইমাম যাহাবী : তাযকিরাতুল হুফ্ফায : ১/১২৭ পৃ.

والسعداء والشهداء والمطيعين من المؤمنين إلى يوم القيامة فالعرش والكرسى من نورى والكروبيون والرحانيون من الملائكة من نورى وملائكة السموات التسبع من نورى والجنة وما فيها من النعيم من نورى الشمس والقمر والكواكب من نورى والعقل والعلم والتوفيق من نورى وارواح الانبياء والرسل من نورى والشهداء والسعداء والصالحون من نتائج نورى ثم خلق اثنى عشر حجابا فاقام النور وهو الجزء الرابع فى كل حجاب الف سنة وهى مقامات العبودية وهى حجاب الكرامة والسعادة والزينة والرافة والحلم والعلم والوقار والسكينة والصبر والصدق واليقين فعبد الله ذلك النور فى كل حجاب الف سنة فلما خرج ذلك النور من الحجب ركبه الله فى الارض فكان يضئ منه بين المشرق والمغرب كالسراج فى الليل والمظلم ثم خلق الله آدم من الارض وركب فيه النور فى جبهته ثم انتقل منه إلى شيث ولده وكان ينتقل من طاهر إلى طاهر ومن طيب إلى طيب إلى ان وصل إلى صلب عبد الله بن عبد المطلب ثم اخرجنى إلى الدنيا فجعلنى سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وقائد الغر المحجلين هذا كان بدء نور يا جابر-

-"অতঃপর চতুর্থভাগকে আবার চার ভাগ করলেন। প্রথম ভাগ দ্বারা সূর্য, দ্বিতীয়ভাগ দ্বারা চন্দ্র এবং তৃতীয়ভাগ দ্বারা নক্ষত্র সমূহ সৃষ্টি করলেন। চতুর্থ ভাগকে উচ্চাশার মাকামে বার হাজার বছর স্থিতিশীল রেখেছেন। অতঃপর তাকে চারভাগ করলেন। প্রথমভাগ দ্বারা বিবেক দ্বিতীয় ভাগ দ্বারা জ্ঞান ও গাম্ভীর্য এবং তৃতীয়ভাগ দ্বারা চারিত্রিক পবিত্রতা ও সামর্থ্য সৃষ্টি করলেন। চতুর্থ ভাগকে লজ্জাশীলতার মাকামে বার হাজার বছর স্থিতিশীল রেখেছেন। অতঃপর তার প্রতি এমন এক দৃষ্টি দান করলেন যে, ঐ নূর থেকে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার বিন্দু ঝড়ে পড়ল। আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক বিন্দু থেকে নবী ও রাসূল সৃষ্টি করলেন। অতঃপর আম্বিয়ায়ে কেরামের রূহ সমূহ শ্বাস ফেলল তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের শ্বাস হতে কিয়ামত পর্যন্ত সৃজিতব্য সৎকর্ম পরায়ণ, শহীদ ও আনুগত্যশীল মুমিনদের আত্মার নূর সৃষ্টি করলেন। রাসূল (ﷺ) আরও বলেন, আরশ ও কুরসী আমার নূর হতে সৃজিত। মর্যাদাবান ও আত্ম জগতের ফেরেশতাগণ আমার নূর হতে সৃজিত। সপ্ত আসমানের ফেরেশতাগণ আমার নূর হতে সৃজিত। জান্নাত ও তার সমুদয় নিয়ামত আমার নূর হতে সৃজিত। বিবেক, জ্ঞান ও সামর্থ আমার নূর হতে সৃজিত। শহীদ, খোশ নসীব ও সৎকর্ম পরায়ণগণ আমার নূরী বাচ্চাগণ হতে সৃজিত। অনন্তর আল্লাহ তায়ালা বারখানা পর্দা সৃষ্টি করলেন এবং নূরের চতুর্থভাগকে প্রত্যেক পর্দায় এক হাজার বছর করে স্থিতিশীল রেখেছেন। তা হল বন্দেগীর মাকাম সমূহ উদারতা, সৌভাগ্য, সৌন্দর্য, দয়া, সহানুভূতি, জ্ঞান, ভদ্রতা, গাম্ভীর্য, স্থিতিশীলতা, ধৈর্য, সততা ও বিশ্বাসের পর্দা সমূহ। অতঃপর ঐ নূর প্রত্যেক পর্দায় এক হাজার বছর করে ইবাদত করেছে। অনন্তর যখন

ঐ নূর পর্দা সমূহ থেকে বের হল তখন আল্লাহ তাকে পৃথিবীতে স্থাপন করলেন। তখন সেটা উদয়াচল ও অস্তাচলের মধ্যে দীপ্তি ছড়াতে থাকে যেমন অন্ধকার রাতে উজ্জল প্রদীপ। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা হযরত আদমকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করলেন এবং ঐ নূরকে তার ললাটে স্থাপন করলেন। তারপর ঐ নূর তার নিকট থেকে স্থানান্তর হয়ে তাঁর পুত্র হযরত শীষ (আলায়হিস সালাম) এর নিকট চলে আসে। এভাবে পবিত্র ব্যক্তি হতে পবিত্র ব্যক্তির নিকট উত্তম ব্যক্তি হতে উত্তম ব্যক্তির নিকট ঐ নূর স্থানান্তর হতে থাকে। অবশেষে তা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের পৃষ্ঠদেশে এল। {হুজুর (ﷺ)} ফরমান অতঃপর আল্লাহ আমাকে পৃথিবীতে বের করলেন এবং আমাকে সৈয়্যদুল মুরসালীন (তথা নবীদের সরদার), খা'তামুন্নাবিয়্যিন (নবীদের শেষ), রহমাতুল্লিল আলামীন ও কায়েদুল গুররিল মুহাজ্জিলীন (ধবধবে সাদা ললাট ও শুভ্র হাত-পা বিশিষ্টদের দিশারী) করেছেন। হে যাবের! এ হল তোমার নবীর নূরের সূচনা।"[১]

হযরত যাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসের ব্যাপারে আপত্তি ও তার জবাব ঃ

আপত্তি ১ ঃ বাতিল পন্থীগণ উক্ত হাদিস শরীফকে জাল প্রমাণ করতে না পেরে বলেন, ইমাম আব্দুর রায্যাক (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) শিয়া পন্থী ছিলেন।[২]

জবাব : ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহ.) শিয়া ছিলেন এটা তাদের আপত্তি। তাহলে বুঝা গেল হাদিসটি মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাকে আছে। তাদের সমস্যা ইমাম নিয়ে। আমি ইতিপূর্বে ইমাম আব্দুর রায্যাক (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) সহ সনদের প্রত্যেক ইমামের বিশ্বস্ততা নিয়ে আলোচনা করেছি এবং ইমাম আব্দুর রায্যাক যে শিয়া ছিলেন না, তা হক্কানী ইমামগণের মতামতের দ্বারা প্রমাণ করেছি, দেখে নিবেন।

আপত্তি ২ ঃ কিছু নামধারী বক্তাগণ ও আহলে হাদীসের কিছু ব্যক্তি / আলেম বলে থাকেন। উক্ত হাদীসের সনদে দুর্বলতা রয়েছে।

জবাব : উক্ত হাদীসের সমস্ত রাবীর সিকাহ বা বিশ্বস্ততা সম্পর্কে রিয়াল শাস্ত্র হতে ইতিপূর্বে প্রমাণ দিয়েছি উক্ত হাদীসের মধ্যে কোন দুর্বল রাবী থাকলে

১ ক. আল্লামা ইমাম আব্দুর রায্যাক : জুযউল মুফকুদ মিনাল জুযউল আউয়্যাল মিনাল মুসান্নাফ : ১/৭৫ হাদিস :১৮
খ. শায়খুল ইসলাম ইমাম নববী : আদ্দুররুল বাহিয়্যাহ ফি শরহে খাসায়িসুল নবভীয়্যাহ : পৃ: ৪-৮
গ. আল্লামা শায়খ ইউসুফ বিন নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার :
ঘ. আল্লামা শফী উকাড়ভী : যিকরে হাসীন : ২৩-২৪ পৃ

২ ক. নূরুল ইসলাম ওলীপুরী : বিভ্রান্তির অবসান, ৯৮ পৃ
খ. সরফরায খাঁন সফদর : নূর আওর বাশার, পৃ-৩৩-৪৪

আমাদেরকে বলুন, কোন রাবী দুর্বল। উক্ত হাদীসের সনদের একজন রাবীও দ্বঈফ প্রমাণ করার গ্রহণযোগ্য দলীল থাকলে আমাদেরকে অবহিত করুন।

আপত্তি ৩ ঃ ইমাম আব্দুর রায্যাক (রাহিমাহুল্লাহ) এর হাদীসের উপরে দুর্বলতা রয়েছে,কোন গ্রহণযোগ্য ইমাম তার হাদিস গ্রহণ করেননি।

জবাব ঃ কত বড় মিথ্যুক হলে এ কথা দাবী করতে পারে, অথচ মুহাদ্দিসকূল শিরমনি ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) ইমাম আব্দুর রায্যাকের কিতাবের হাদিস গ্রহণযোগ্য কিনা বলতে গিয়ে বলেন, قال البخارى: ما حدث عنه عبد الرزاق من كتابه فهو أصح-

"ইমাম বুখারী বলেন ইমাম আব্দুর রায্যাক (রাহিমাহুল্লাহ) হযরত মা'মার হতে তার গ্রন্থেও লিখিত বা সংকলিত সব হাদিস বিশুদ্ধ।"[১] তাই আর কি বলবো! ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) যার কিতাবের হাদিস সহিহ বলে গ্রহণ করেছেন। তার গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে জানতে আরবীতে যে রিযাল শাস্ত্রের নাম দিয়েছি তা পড়ুন। জ্ঞান শূন্যতায় লাফালাফি বন্ধ করুন।

আপত্তি ৪ ঃ উক্ত হাদিসটি ইমাম আব্দুর রায্যাক (রাহিমাহুল্লাহ) এর বর্তমানে মুসান্নাফ গ্রন্থে নেই, তাই হাদিসটি গ্রহনযোগ্য নয়।

জবাব : ইতিপূর্ব আমি যাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদিস বর্ণনার পর নিচে সকল বর্ণনাকারীর নাম তাদের কিতাব সহ তাদের মতামত উল্লেখ করেছি। ইমাম কাস্তালানী (রাহিমাহুল্লাহ) হাদিসটি এনেছেন মুসান্নাফ গ্রন্থ হতে আর তার মতামত গ্রহণ করেছেন ইমাম যুরকানী (রাহিমাহুল্লাহ) তার শরাহ গ্রন্থে। অপর দিকে আল্লামা ইমাম নাওয়াবী (রাহিমাহুল্লাহ) এর মতো উঁচু স্তরের ইমাম বলেছেন, ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহ.) তার 'মুসান্নাফ' গ্রন্থে হাদিসটি সংকলন করেছেন। তাছাড়া উঁচু স্তরের মুহাদ্দিসগণের মধ্যে যারা উক্ত হাদিস শরীফটি ইমাম আব্দুর রাজ্জাক (রহ.) এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তাদের নাম ইতিপূর্বে আমি উল্লেখ করেছি। তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন, ইমাম আবু সা'দ খারকুশী নিশাপুরী, আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রাহিমাহুল্লাহ), আল্লামা আব্দুল গনী নাবলূসী (রাহিমাহুল্লাহ),আল্লামা শায়খ ইউসূফ নাবহানী (রাহিমাহুল্লাহ), আল্লামা আব্দুল করিম জলিলী শাফেয়ী (রাহিমাহুল্লাহ), আল্লামা ইমাম ইবনুল হজ্জ আল মালেকী (রাহিমাহুল্লাহ), শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রাহিমাহুল্লাহ), শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী, আল্লামা ইমাম সৈয়দ মাহমুদ আলূসী বাগদাদী (রাহিমাহুল্লাহ), ইমাম ফাসী (রাহিমাহুল্লাহ), আল্লামা বুরহান উদ্দিন হালবী (রাহিমাহুল্লাহ) প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ। শুধু তাই নয়, ভ্রান্ত তিনটি বইয়ের মধ্যে প্রায় চার ভাগের দুই ভাগ

১ ইমাম যাহাবী : মিযানুল ইতিদাল : ২/৪৭০-৪৭১ পৃ. রাবী নং- ৫০৪০

স্থানে যার দলিল গ্রহণ করা হয়েছে, তিনি হলেন আল্লামা আযলূনী (রাহিমাহুল্লাহ), তার "কাশফুল খাফা" ১/৩৩৭ পৃষ্ঠায় হাদিস নং ৮১১ এ বর্ণনার পর তিনি বলেন,

رواه عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصارى رضى الله عنه

-"ইমাম আব্দুর রায্যাক (রাহিমাহুল্লাহ) সনদ সহকারে হযরত যাবের বিন আব্দুল্লাহ আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে উক্ত হাদিসটি বর্ণনা করেন।"

শুধু তা নয়, দেওবন্দীদের অন্যতম আলেম মাওলানা আশরাফ আলী থানবী সাহেব তার "নশরুত্তীব" গ্রন্থের ২৫ পৃষ্ঠায় উক্ত হাদিসটি বর্ণনার পরে লিখেছেন "ইমাম আব্দুর রাজ্জাক সনদ সহকারে উক্ত হাদিসটি বর্ণনা করেছেন'। কিন্তু তিনি এ কথা বলেন নি যে আমি কাস্তালানী(রহ.)'র গ্রন্থ হতে আমি হাদিসটি সংগ্রহ করেছি?। আর তার কথা যদি তারা ভুল ধরেন তাহলে তাদের মুরব্বী মূর্খ এবং মিথ্যাবাদী বলে প্রমাণিত হবে। শুধু তাই নয়, ইমাম আব্দুর রায্যাকের বর্ণনার সমর্থন জানিয়েছেন এবং উক্ত হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, দেওবন্দী শায়খুল হাদিস, বর্তমান তাবলীগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতার ছেলে ইদ্রিস কান্ধলভী এবং বিভ্রান্তিকর একজন ব্যক্তি ইসমাঈল দেহলভী তাদের স্ব-স্ব কিতাবে। যার বর্ণনা আমি ইতিপূর্বে দিয়েছি।

তাই সর্বপরি বলা যায়, উক্ত উঁচু স্তরের ইমামগণের রায় মানাই আমাদের জন্য যথেষ্ট, উক্ত ইমামদের রায়ের কাছে দলীলবিহীনভাবে দেওবন্দী, ওহাবী, আহলে হাদিসদের মনগড়া নিজেদের বক্তব্যের বা ব্যাখ্যার আদৌ?কোন মূল্য নেই ।

৫। আপত্তি ঃ অনেকে ইমাম আব্দুর রায্যাক (রাহিমাহুল্লাহ) এর বর্তমান মার্কেটের "মুসান্নাফ" গ্রন্থ দেখেছেন; কিন্তু উক্ত হাদিসটি দেখতে পাননি, তাই হাদিসটি গ্রহণযোগ্য নয়।

জবাব : ইমাম আব্দুর রায্যাক (রাহিমাহুল্লাহ) এর গ্রন্থে উক্ত হাদিসটি না থাকলে ৩৭-৪০ জন মুহাদ্দিস মিথ্যাবাদী ও তারা হাদিস শাস্ত্রের ব্যাপারে জ্ঞান শূন্য বলে বিবেচিত হবে। অপরদিকে ইমাম আব্দুর রায্যাকের মুসান্নাফ গ্রন্থের বিভিন্ন কপি বা পাণ্ডুলিপি বিভিন্ন স্থানে ছিল। অপরদিকে লেবানন, মিশরসহ আহলে হাদিসদের লাইব্রেরীগুলোতে রাসূল বিদ্বেষী হওয়াতে আহলে হাদিস আলেমগণ ইমাম আব্দুর রায্যাক (রাহিমাহুল্লাহ) এর বর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ প্রায় ৪০ টির বেশি হাদিস মূল গ্রন্থ হতে ফেলে দিয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হলো উক্ত যাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণিত হাদিসটি। উক্ত আহলে হাদিসদের ধোঁকাবাজ সবার সামনে প্রকাশ করে দেওয়ার জন্য ইমাম আব্দুর রায্যাকের সেই হাদিসগুলো যা তারা জালিয়াতি করেছে তার ব্যাপারে আলাদা একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন সংযুক্ত আরব আমিরাত দুবাই এর ওয়াকফ বিভাগের সাবেক

পরিচালক আল্লামা ঈসা মানে হিমইয়ারী (মা.জি.আ) তিনি তার নাম দেন الجزء المفقود من الجزء الأول

আর উক্ত হাদিসগুলো কয়েকটি অধ্যায়ের হাদিস,যেগুলো লা মাযহাবীরা ফেলে দিয়েছে। সেগুলোর তিনি সেগুলো সন্নিবেশিত করেন অধ্যায়গুলো এভাবে-

১। باب فى تخليق نور محمد صلى الله عليه وسلم كتاب الايمان অধ্যায় থেকে পরিচ্ছেদের রাসূল (ﷺ) এর নূর প্রসঙ্গের হাদিস মোট ১৮ টি।

২। আর كتاب الطهارة (কিতাবতু তাহারাত) থেকে باب فى الوضوء ওজু পরিচ্ছেদের ১টি হাদিস।

৩। ত্বাহারাত অধ্যায়ের باب التسمية فى الوضوء পরিচ্ছেদের মোট ২টি হাদিস।

৪। উক্ত অধ্যায়ের باب اذا فرغ من الوضوء পরিচ্ছেদের মোট ৩টি হাদিস।

৫। উক্ত অধ্যায়ের باب فى كيفية الوضوء পরিচ্ছেদের ২টি হাদিস।

৬। উক্ত অধ্যায়ের باب فى غسل اللحية فى الوضوء পরিচ্ছেদের ২টি হাদিস।

৭। উক্ত অধ্যায়ের باب فى تخليل اللحية فى الوضوء পরিচ্ছেদের ৪টি হাদিস

৮। উক্ত অধ্যায়ের باب فى مسح الرأس فى الوضوء পরিচ্ছেদের ৩টি হাদিস।

৯। উক্ত অধ্যায়ের باب فى كيفية المسح পরিচ্ছেদের ২টি হাদিস

১০। উক্ত অধ্যায়ের باب فى مسح الأذنين পরিচ্ছেদের ২টি হাদিস

সর্বমোট ৪০টি সহিহ বিশুদ্ধ হাদিসকে তারা বাদ দিয়ে ইমাম আব্দুর রায্যাকের মুসান্নাফ গ্রন্থ প্রকাশ করে দিয়েছেন। তারা মনে করেছেন সত্য গোপন থাকবে, তা কখনও প্রকাশ হবে না। আল্লামা হিমইয়ারী এর গ্রন্থটি (আরবী) পাওয়াতে আমরা অনেক তথ্য জানতে পেরেছি এবং তিনি ভূমিকায় বলেছেন যে তাহা ৫০০ বছর আগের সংগৃহীত। আল্লামা হিমইয়ারী ইমাম আব্দুর রায্যাকের পাণ্ডুলিপির চিত্রসহ তার বইতে তুলে ধরেছেন এবং চ্যালেঞ্জ করেছেন যে তার কাছে একাধিক পাণ্ডুলিপি রয়েছে। আল্লামা হিমহিয়ারী উক্ত হাদিসগুলো সনদ সহকারে উল্লেখ করে প্রত্যেক রাবীর জীবনী ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে টিকায় উল্লেখ করেছেন। শুধু তাই নয়, উক্ত হাদিসগুলোর সমর্থনে হাদিস শাস্ত্রের কোন কোন কিতাবে প্রমাণ রয়েছে তাও তিনি টিকা আকারে সাজিয়েছেন।

তাই অনেক আলেম সমাজ এ হাদিস চুরির ইতিহাসটি না জানার কারণে বিভ্রান্তির শিকার হচ্ছেন। উক্ত কিতাবটি আমার কাছেও রয়েছে এমনকি বিভিন্ন আলেমদের ফটোকপি করেও দিয়েছি এবং দিচ্ছি।

৬। **আপত্তি ঃ** ড. আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর তার বইয়ে (৩২৪ ও ৩২৬পৃ. চতুর্থ প্রকাশ) উল্লেখ করেছেন নুর সম্পর্কিত হাদিসগুলো সর্বপ্রথম শায়খ মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) ই.ওফাত.৬৩৮হি. একমাত্র বর্ণনা করেছেন এবং দাবি করেছেন হযরত যাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদিসটি **একমাত্র ইমাম কাস্তালানী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)ই ওফাত.৯২৩ হি.** বর্ণনা করেছেন তার পূর্বে কেউ বর্ণনা করেননি। তাই তিনি ভুল করে ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহ.) এর নাম দিয়ে বলে ফেলেছেন। আর তার থেকে তার পরবর্তীরা বর্ণনা করেছেন।

জবাব ঃ আমি বলবো এ বক্তব্যটি কুফুরী পর্যায়ের বলা চলে, কেননা কুরআনের দ্বারা রাসুল (ﷺ) এর সৃষ্টি নূর হওয়া প্রমানিত, সেহেতু কাস্তালানী (রহ.) ও মহিউদ্দিন ইবনুল আরবী(রহ.)'র নাম ভাঙ্গিয়ে উক্ত মিথ্যা বক্তব্যটিই নিরর্থক। আর কুস্তালানী যদি ভূয়া তথ্য দিয়ে থাকেন এ গ্রন্থের শরাহ করেছেন সর্বজন গ্রহিত ইমাম যুরকানী (রহ.) তিনি কী তাহলে নীরবতা পালন করে সত্য গোপন করেছিলেন? নাউযুবিল্লাহ! কিন্তু রাসুল (ﷺ) এর নূর সম্পর্কে এ হাদিস ছাড়াও অনেক হাদিস আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যা সাহাবি তাবেয়ীদের থেকে বর্ণিত। আমার এখন আলোচনা হলো ইমাম কাস্তালানী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)'র পূর্বে হাদিসটি কেউ সংকলিত করেছেন কীনা। এ প্রশ্নটি এখন অনেকেই আপত্তি করে থাকেন। **অথচ এটি তাদের জঘন্য একটি মিথ্যা কথা।**

১. ইমাম আবু সা'দ নিশাপুরী খারকুশী (রহ.) যার ওফাত হচ্ছে ৪০৭ হিজরীতে তিনি তার প্রসিদ্ধ সিরাত গ্রন্থ "শরফুল মুস্তফা'র ১/৩০৭পৃষ্ঠায় (যা দারুল বাশায়েরুল ইসলামিয়্যাহ, মক্কাতুল মুকাররামা হতে প্রকাশিত, শামেলা) হাদিসটি সংকলন করেছেন। তাই সুস্পষ্টভাবে আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীরের কথা মিথ্যাই প্রমানিত হলো।

২. ইমাম ইয়াহইয়া বিন আবি বকর বিন মুহাম্মদ বিন বিন ইয়াহইয়া আল-আমরী আল-হারব্বী (রহ.) যার ওফাত হচ্ছে ৮৯৩ হিজরীতে তিনিও ইমাম কুস্তালানী (রহ.) এর পূর্বের অথচ তিনি হাদিসটি "বাহজাতুল মাহফিল ওয়া বাগিয়াতুল আমসাল ফি তালখিসুল মু'যিজাত ওয়াল সিইরু ওয়াল শামায়েল" গ্রন্থের ১/১৫(যা দারুস্-সদর, বয়রুত, লেবানন হতে প্রকাশিত,শামেলা) পৃষ্ঠায় হাদিসটি সংকলন করেছেন।

৩. সবার নিকট গ্রহনযোগ্য যিনি কুস্তালানীর বহু পূর্বের মুহাদ্দিস। যার নাম হলো ইমাম আবু যাকারিয়্যাহ মহিউদ্দিন ইয়াহইয়া বিন শরফ আন্-নাওয়াবী (রহ.) যার

ওফাত হলো ৬৭৬ হিজরীতে। তিনিও তার 'আদ্ দুরারুল বাহিয়্যাত' গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, যা ইতিপূর্বে আমি বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করেছি।

৪. ইমাম দিয়ারবকরী (রহ.) যিনি ইমাম কুস্তালানীর সমকালীন মুহাদ্দিস ও সিরাতবিদ ছিলেন যার ওফাত.৯৬৬হিজরীতে, তিনিও হাদিসটি তার 'তারিখুল খামিস' গ্রন্থে সংকলন করেছেন, যা আমি ইতিপূর্বে বিস্তারিতভাবে আমি বর্ণনা করেছি।

৫. ইমাম বায়হাকী (রহ.) তার 'দালায়েলুল নবুয়তে' (যার ওফাত হলো ৪৫৮ হিজরীতে) হাদিসটি সংকলন করেছেন এবং পুরোনো পাণ্ডুলিপিতে তা ছিল বলে "নুরে মুজাস্সাম' (যা ইসলামিক ফাউন্ডেশন হতে প্রকাশিত) গ্রন্থে মাওলানা নুরুল হক (রহ.) তার এ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন,তার খন্ড,পৃষ্ঠা নাম্বারও তিনি উল্লেখ করেছেন। তাই আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সহ তার এ মতের পথের পথিক যারা সকলের মুখোশ উন্মোচন অবশ্যই হয়েছে।

৬. তিনটি পুস্তকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে কিতাবটির নির্ভর করেছে সেটি হলো ইমাম আযলূনী (রহ.) ওফাত.১১৬২হিজরী এর কাশফুল খাফা'র। অথচ তারা এখানে এসে আবার এ কিতাবে হযরত যাবের (রা.)'র নুরের হাদিস তিনি ইমাম আবদুর রায্যাক (রহ.)'র সূত্রে সংকলন করেছেন কথাটি তারা যানার পরও এ চরম সত্য কথাটি বেমালুল ভুলে গেলেন। পাঠকবৃন্দ! এরকম ধোঁকাবাজদের কিতাব পরে মুসলমান কিভাবে হিদায়াত লাভ করতে পারে?

৭. অপরদিকে তারা সকল লিখকগন আরেকটি কিতাবের তথ্য বেশী দিয়েছে সেটি হলো আল্লামা আব্দুল হাই লাক্ষনৌভী (রহ.)'র 'আসারুল মারফূ'আ'র। কিন্তু বড় আশ্চর্যের ব্যাপার হলো এ গ্রন্থাকার উক্ত হাদিসটি তার এ গ্রন্থের ৪২ পৃষ্ঠায় (যা মাকতুবাতুল শারকুল জাদীদ,বাগদাদ,ইরাক হতে প্রকাশিত, যা এখন মাকতুবাতুল শামেলাতেও পাওয়া যায়) খুবই সুন্দর করে ইমাম আবদুর রায্যাক (রহ.)'র সূত্রে সংকলন এভাবে করেছেন-

هُوَ ظَاهِرُ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قُلتُ يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنتَ وَأُمِّي أَخْبِرْنِي عَنْ أَوَّلِ شَيْءٍ خَلَقَهُ اللهُ قَبْلَ الأَشْيَاءِ، فَقَالَ: يَا جَابِرُ! إِنَّ اللهَ خَلَقَ قَبْلَ الأَشْيَاءِ نُورَ نَبِيِّكَ مِنْ نُورِهِ، فَجَعَلَ ذَلِكَ النُّورِ يَدُورُ بِالْقُدْرَةِ حَيْثُ شَاءَ اللهُ، وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ لَوْحٌ وَلا قَلَمٌ وَلا جَنَّةٌ وَلا نَارٌ وَلا مَلَكٌ ولا سِمَاءٌ وَلا أَرْضٌ وَلا شَمْسٌ وَلا قَمَرٌ وَلا جِنِّيٌّ وَلا إِنْسٌ.

-"এটা প্রকাশ্য বর্ণনা ইমাম আবদুর রায্যাক (রহ.) তাঁর 'মুসান্নাফ' গ্রন্থে হাদিসটি হযরত যাবের (রা.) হতে সংকলন করেছেন.....।" পাঠকবৃন্দ! আপনারা গভীরভাবে লক্ষ্য করুন যে তারা হাদিস শাস্ত্রের কতবড় গোপনকারী।

৮. দেওবন্দী আলেমদের সবার মান্যবড় মাওলানা আশরাফ আলী থানবী সাহেব তার 'নশরুত্তীব' গ্রন্থে হাদিসটি ইমাম আবদুর রায্যাক (রহ.) বর্ণনা করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। তাহলে আমি বলবো উপরের সকল আলেম ,মুহাদ্দিস যারা এ হাদিসটি সংকলন করেছেন সকলে, এমনকি ইমাম যুরকানী,আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী, মোল্লা আলী ক্বারী, দিয়ারবকরী, আযলূনী, নাওয়াবী, আবদুল গনী নাবলুসী, কাস্তালানী, আবদুল হাই লাক্ষনৌভি, আবু সা'দ নিশাপুরীসহ ৫১ থেকে ৫২জন মুহাদ্দিস কি আপনাদের ফতোয়ায় মিথ্যাবাদী ছিলেন? তারা কি আপনার থেকে কম হাদিস বিশারদ ছিলেন? বিবেক দিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করুন। আর এ কথাও চিন্তা করুন সাধারন মানুষকে আর কত দিন ধোঁকা দিয়ে যাবেন?

আপনারা এ হাদিসের বিষয়ে ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহ.)'র দোহাই দিয়েছেন অথচ ইমাম সুয়ূতি তার খাসায়েসুল কোবরা গ্রন্থে অনেক হাদিস রাসূল (দ.) নুরের সৃষ্টি মর্মে সংকলন করেছেন। যার প্রমান স্বরূপ "সর্ব প্রথম রাসূল (দ.) এর নুর সৃষ্টি করা হয়েছে" আলোচনায় আমি ৩য় বর্ণনা হিসেবে যে হাদিসটি উল্লেখ করেছি তা দেখুন এবং আমার এ কিতাবের বিভিন্ন স্থানে তার সূত্রে এ বিষয়ে অনেক দলিল দিয়েছি সেগুলোও দেখার অনুরোধ রইল। তাই এ মহান, ইমাম সুয়ূতি (রহ.) কে পুরোপুরীভাবে না মানলে সুবিধা অনুসারে ব্যবহার করা থেকে দুরে থাকুন।

হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) এর সৃষ্টির চৌদ্দ হাজার বছর পূর্বে আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর নিকট নূর হিসেবে বিদ্যমান ছিলাম ঃ

মাওলানা মতিউর.রহমান স্বীয় "প্রচলিত জাল হাদিস" বইয়ের ২২৪ পৃষ্ঠায় উক্ত সহিহ হাদিসটিকে মাওদ্বু বা জাল বানানোর জন্য অপচেষ্টা চালিয়েছে। আর তিনি তাতে বিকৃতি করে বর্ণনা করেছেন, যাতে জাল বানাতে সহজ হয়। তাই তিনি বাংলায় উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন,"হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) এর জন্মের চৌদ্দ হাজার বছর পূর্বে আমি{(রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)} নূর আকারে বিদ্যমান ছিলাম।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আপনারাই লক্ষ্য করুন যে, উক্ত বর্ণনায় "আদম (আলাইহিস সালাম) এর জন্মের আগে নূর আকারে বিদ্যমান ছিলাম" উল্লেখ আছে। আদম (আলাইহিস সালাম) এর কী জন্ম হয়েছিল? নাউযুবিল্লাহ! মুল হাদীসের উদ্ধৃতি-

عن على رضى الله تعالى عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال: كنت نورا بين يدى ربى قبل خلق آدم عليه السلام باربعة عشر الف عام-

-"হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত নিশ্চয়ই নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ ফরমান: আমি আদম (আঃ) সৃষ্টি হওয়ার চৌদ্দ হাজার বছর পূর্বে আমার প্রতিপালকের সমীপে নূর আকারে বিদ্যমান ছিলাম।"[১]

আল্লামা শায়খ ইউসুফ নাবহানী (রহঃ) উক্ত হাদিসটির এভাবে বর্ণনা করেন তার অপর একটি গ্রন্থে :

رواه على بن الحسين عن أبيه عن جده رضى الله تعالى عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نورا بين يدى ربى عز وجل قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر الف عام-

-"হযরত আলী বিন হুসাইন (রহঃ) তিনি তার বাবা (রহঃ) হতে তিনি তার দাদা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন : রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, আমি আদম (আঃ) **এর সৃষ্টি হওয়ার চৌদ্দ হাজার বছর পূর্বে** আমার প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালার দরবারে নূর হিসেবে বিদ্যমান ছিলাম।"[২]

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল উক্ত হাদিসটির দুটি সনদ পাওয়া গেল। অপরদিকে আল্লামা ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহঃ) আরেকটু বয়স বৃদ্ধি করে। অন্য সূত্র বর্ণনা করেন, যেমন-

وَأخرج ابْن ابي عمر العَدنِي فِي مُسْنده عَن ابْن عَبَّاس ان قُرَيْشًا كَانَت نورا بَين يَدي الله تَعَالى قبل ان يخلق آدم بألفي عَام يسبح ذَلِك النُّور وتسبح الْمَلَائِكَة بتسبيحه فَلَمَّا خلق الله آدم ألقى ذَلِك النُّور فِي صلبه قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فأهبطني الله إِلَى الأَرْض فِي صلب آدم وَجَعَلَنِي فِي صلب نوح وَقذف بي فِي صلب إِبْرَاهِيم ثمَّ لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الكَرِيمَة والأرحام الطاهرة حَتَّى اخرجني من بَين أَبَوي لم يلتقيا على سفاح قطّ-

১ ক. ইমাম ইবনে কাত্তান : কিতাবুল আহকাম : ১/১৪২ পৃ.
খ. আল্লামা ইমাম কুস্তালানী : মাওয়াহেবে লাদুন্নীয়া : ১/৭৪ পৃ. মাকতবায়ে ইসলামিয়্যাহ, বয়রুত।
গ. আল্লামা ইমাম যুরকানী : শরহুল মাওয়াহেব : ১/৯৫ পৃ. মাকতবায়ে ইসলামিয়্যাহ, বয়রুত।
ঘ. আল্লামা ইমাম বুরহানুদ্দিন হালবী : সিরাতে হালবীয়া : ১/৩০ পৃ.
ঙ. আল্লামা ইমাম আযলূনী : কাশফুল খাফা : ১/২৩৭ পৃ. হাদিস : ৮২৬
চ. ইমাম আযলূনী : কাশফুল খাফা: ২/১৭০ পৃ.
ছ. আশরাফ আলী থানবী : নশরুত্তীব : ২৬ পৃ. মাকতুবায়ে থানবী, দেওবন্দ।
জ. ইমাম শফী উকাড়ভী : যিকরে হাসীন : ৩০ পৃ.
ঝ. ইবনে কাসীর : বেদায়া ওয়ান নেহায়া : ২/৪০২ দারুল ফিকর ইসলামিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।
ঞ. শায়খ ইউসুফ বিন নাবহানী : আনওয়ারে মুহাম্মাদিয়া : ২৮ পৃ.
ট. ইমাম দিয়ার বকরী : আনাফাসীল খামীস : ১/৩৫ পৃ.
২ ক. আল্লামা শায়খ ইউসুফ নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ৩/৫১৭ পৃ.
খ. আল্লামা শায়খ ইউসুফ নাবহানী : হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামিন : ২১৮ পৃ.

-"হযরত ইবনে আবী ওমর আদনী (রাঃ)তার "মুসনাদ" গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নিশ্চয়ই কুরাইশ {নূরে মুহাম্মাদী (সাঃ) }**আদম সৃষ্টির দু'হাজার বছর পূর্বে আল্লাহর সামনে একটি নূর** আকারে বিদ্যমান ছিল। এই নূর যখন তাসবীহ পাঠ করত, তখন ফেরেশতারাও তাঁর সঙ্গে তাসবীহ পাঠ করত। আল্লাহ তা'য়ালা আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করে এই নূর তাঁর ঔরসে রেখে দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন : এরপর আল্লাহ আমার নূর আদমের ঔরসের মাধ্যমে পৃথিবীতে নামালেন। তারপর হযরত নূহ (আঃ) এর ঔরসে স্থানান্তর করলেন। অতঃপর হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ঔরসে।

এমনিভাবে আল্লাহ পাক আমাকে সম্মানিত বান্দাদের ঔরসে এবং পবিত্রাত্মা নারীদের গর্ভে স্থানান্তর করতে থাকেন। অবশেষে আমার পিতা মাতার কাছে আগমন করান, যাদের মাধ্যমে দুনিয়ায় আগমন করি। আমার পিতৃপুরুষদের মধ্যে কেউ কখনও ব্যভিচারের ভিত্তিতে সঙ্গম করেনি।"[১]

অপরদিকে আল্লামা শায়খ ইউসূফ নাবহানী (রহঃ) হাদিসটি তিনি এভাবে বর্ণনা করেন,

رواه على بن حسين ، عن أبيه عن جده رضى الله تعالى عنهم إن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال: كنت نورا بين يدى ربى قبل خلق ادم باربعة عشر الف عام جواهر البحار: ٣٣٩/٣ رواه ابن القطان- جواهر البحار: ٣٨٠/٣

-"হযরত আলী ইবনে হুসাইন (রাঃ) তিনি তার বাবা হতে তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেন, নিশ্চয়ই রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, আমি আদম (আঃ) এর সৃষ্টির চৌদ্দ হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ তা'য়ালার নিকট নূর ছিলাম। ইমাম আহমদ ইবনে কাত্তান তার আহকাম নামক গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।"[২]

এমনকি মাওলানা আশরাফ আলী থানবী তার নশরুত্তীব গ্রন্থের ১৫ (উর্দু)পৃষ্ঠায় এভাবেই সংকলন করেছেন-

-"পঞ্চম রেওয়ায়েতঃ হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) ইরশাদ ফরমান, আমি আদম (আঃ) সৃষ্টির চৌদ্দ হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ তা'আলার

১ ক.সুয়ূতি : খাসায়েসুল কুবরা,১/৬৯পৃ. হাদিস,১৭১,অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন, ইমাম কাজী আয়াজ : শিফা শরীফ : দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ১/১৭ পৃ. শায়খ ইউসুফ নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ১/২১ পৃ.ইমাম ইবনে সালেহ,সবলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১/৬৯পৃ. বুরহান উদ্দিন হালবী, সিরাতে হালবিয়্যাহ, ১/৪৬পৃ. ,যুরকানী, শরহুল মাওয়াহেব, ১/৯৫ পৃ. ইসমাঈল হাক্কী, তাফসীরে রুহুল বায়ান, ২/৩৭০পৃ. সুরা মায়েদা,আয়াত.১৭,
২ আল্লামা শায়খ ইউসুফ বিন নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ৩/৩৮০ এবং ৩/৩৩৯ পৃ.

দরবারে নূর হিসেবে বিদ্যমান ছিলাম। উক্ত হাদিসটি ইমাম ইবনে কাত্তান (রহ.) তার আহকাম নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।"[১]

শুধু তাই নয় বিশ্ব বিখ্যাত মুফাস্‌সির আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী (রহ.) তার তাফসীরে রুহুল বায়ানে সূরা মায়েদার ১৫ নং আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করেন :

وروى- عن النبي عليه السلام انه قال (كنت نورا بين يدى ربى قبل خلق آدم باربعة عشر ألف عام وكان يسبح ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله آدم القى ذلك النور فى صلبه-

-"বর্ণিত আছে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন : আমি আদম (আলাইহিস সালাম) এর সৃষ্টির চৌদ্দ হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ তায়ালার নিকট নূর হিসেবে বিদ্যমান ছিলাম। উক্ত নূর আল্লাহ তায়ালার তাসবীহ পাঠ করত। উক্ত নূরের সাথে সাথে ফিরিশতারাও তাসবীহ পাঠ করতো। যখন আল্লাহ তাআলা আদম (আলাইহিস সালাম) কে সৃষ্টি করলেন, তখন উক্ত নূর আদমের পৃষ্ঠতে আমানত রাখলেন।"[২]

অপরদিকে আল্লামা আযলূনী (রহ.) যার দলীল গ্রহণ করেছেন উক্ত ভ্রান্ত তিনটি বইয়ের লেখকগণ। আমি পর্যালোচনা করে দেখেছি, তিনটি বইয়ে ৬০% স্থানেই তথ্য সূচিতে তারা আল্লামা আযলূনী (রহ.) দলীল গ্রহণ করেছেন। তাই আল্লামা আযলূনীর মতামত এখানে উল্লেখ করা অধিক গুরুত্বপূর্ন মনে করছি।

প্রথম সূত্র ঃ

আল্লামা আযলূনী (রহ.) এভাবে হাদীসের সনদটি বর্ণনা করেন -

وفي أحكام ابن القطان فيما ذكره ابن مرزوق عن علي بن الحسين عن أبيه عن جده أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "كنت نورًا بين يدي ربي قبل خلق آدم باربعة عشر ألف عام":

-"আল্লামা ইবনে কাত্তান (রহ.) তার আহকাম নামক গ্রন্থে এভাবে বর্ণনা করেন, তিনি আল্লামা মারযুক থেকে তিনি হযরত আলী বিন হুসাইন থেকে তিনি তার পিতা হতে তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেন। নিশ্চয়ই নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, আমি আদম (আলাইহিস সালাম) এর সৃষ্টির চৌদ্দ হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ তায়ালার নিকটে নূর হিসেবেই বিদ্যমান ছিলাম।"[৩]

১ আশরাফ আলী থানবী ঃ নশরুত্বী ঃ ২৬ পৃ. মারকাযে মা'রেফে হাকীমুল উম্মত, ইউ.পি. সাহারানপুর, ভারত।
২ ক. আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী : তাফসীরে রুহুল বায়ান : ২/৩৭০ পৃ.দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ,বয়রুত।
খ. আল্লামা ইউসুফ বিন নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ২/২৪০ পৃ.
৩ আল্লামা আযলূনী : আল কাশফুল খাফা : ১/২৩৮ পৃ: হাদিস : ৮২৬

দ্বিতীয় সূত্র ঃ

আল্লামা আযলূনী দ্বিতীয় সূত্রটি এভাবে বর্ণনা করেন-

ونقل العلقمي عن علي بن الحسين، عن أبيه عن جده مرفوعًا: "أنه قال كنت نورًا بين يدي ربي عزل وجل قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام"

-"আল্লামা আলকামা (রহ.) তিনি আলী বিন হুসাইন (রহ.) থেকে তিনি তার পিতা থেকে তিনি তার দাদা থেকে মারফূ সূত্রে (যার সনদ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পর্যন্ত প্রসারিত) বর্ণনা করেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, আমি আদম (আলাইহিস সালাম) এর সৃষ্টির চৌদ্দ হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে নূর আকারে বিদ্যমান ছিলাম।"[১]

দেখুন,উক্ত তিন বইয়ের লেখক এই রেওয়ায়েতগুলোকে জাল বার পরও গোপন করেছে। এখন আপনারাই চিন্তা করুন তারা কতবড় ধোঁকাবাজ এবং সত্য গোপনকারী। অপরদিকে আল্লামা ইবনে কাত্তান (রহ.) হাদিস শাস্ত্রের অনেক বড় ইমাম ছিলেন। যার দলীল গ্রহণ করেছেন আল্লামা ইমাম যাহাবী, আল্লামা ইবনে হাযার আসকালানী, ইমাম সাখাভী, আল্লামা আযলূনী, ইমাম নাওয়াবী, এবং শত শত গ্রহণযোগ্য মুহাদ্দিসগণ।[২] তাই প্রমাণিত হলো তারা তিন পুস্তকের লেখকগণ ধোঁকাবাজীই করেছে এবং সত্যকে গোপন করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

তাই উক্ত হাদিসটি জাল বা বানোয়াটের প্রমাণ আজ পর্যন্ত কোন ভ্রান্তবাদীরা দিতে পারেনি এবং কিয়ামত পর্যন্ত পারবেও না, ইনশাআল্লাহ। এ হাদিসটি আমি অনুসন্ধান করে দেখেছি ইমাম আবু সা'দ ইবরাহিম নিশাপুরী আল-খারকশী (রহ.) ওফাত.৪০৭ হি.তিনি তাঁর বিখ্যাত সিরাত গ্রন্থ "শরফুল মোস্তফা' গ্রন্থে হাদিসটি সংকলন করেছেন হযরত আলী বিন হুসাইন (রহ.) থেকে তিনি তার পিতা (রহ.) থেকে তিনি তার দাদা (রাযি.) থেকে মারফূ সূত্রে।[৩] অপরদিকে বিখ্যাত সিরাত গ্রন্থকার ইমাম ইবনে সালেহ শামী (রহ.)ওফাত.৯৪২হি.হাদিসটি উপরুক্ত অনুরূপ সনদে সংকলন করেছেন।[৪] অপরদিকে বিখ্যাত সিরাত গ্রন্থকার ইমাম তকি উদ্দিন মুকরিযী (রহ.)ওফাত.৮৪৫হি.হাদিসটি উপরুক্ত অনুরূপ সনদে সংকলন করেছেন।

১ আল্লামা আযলূনী : আল কাশফুল খাফা : ২/১১৮ পৃ: হাদিস : ২০০৫
২ ক. আল্লামা ইমাম যাহাবী : মিযানুল ইতিদাল : ৪/৩৬৭ পৃ: রাবী নং : ৯৪৬৯
খ. আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ১/৩১৫ পৃ:
গ. আল্লামা ইমাম সাখাভী : ফতহুল মুগীস : "হাসান" হাদীসের অধ্যায়ে : ১/১৩৫ পৃ:
৩ আবূ সা'দ,শরফে মোস্তফা, ১/৩০৮পৃ.দারুল বাশায়েরুল ইসলামিয়্যাহ,মক্কাতুল মুকাররামা।
৪ ইমাম ইবনে সালেহ শামী,সবলুল হুদা ওয়ার রাশাদ,১/৬৯পৃ.দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ,বয়রুত।

[1] শুধু তাই নয় বিখ্যাত সিরাত গ্রন্থকার ইমাম বুরহান উদ্দিন হালবী (রহ.)ওফাত.১০৪৪হি.হাদিসটি উপরুক্ত অনুরূপ সনদে সংকলন করেছেন।[2]

আমি আল্লাহর নুর হতে সৃষ্টি আর আমার নূর হতে সব কিছু সৃষ্টি – উক্ত হাদিস পর্যালোচনা ঃ

"প্রচলিত জাল হাদিস" বইয়ের ২২০ পৃষ্ঠায় মাওলানা মতিউর রহমান একটি সহিহ হাদিসকে জাল বানানোর অপচেষ্টা চালিয়েছেন। হাদিসটি হল انا من نور الله وكل شئ من نورى-

মূলত উক্ত হাদিসটি হযরত যাবের (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসের সারসংক্ষেপ। হযরত যাবের (রা.) এর হাদিস আমি ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তারপরও উক্ত শব্দে কিছু কিছু মুহাদ্দিস হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। যেমন-

১। উক্ত বর্ণিত হাদিস আল্লামা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী (রহ.) মাদারেজুন নবুয়ত গ্রন্থের ২য় খন্ডে বর্ণনা করেন।

২। আল্লামা আব্দুল গনি নাবলুসি (রহ.) তাঁর "হাদীকায়ে নাদীয়া" গ্রন্থের ২/৩৭৫ পৃষ্ঠায় বলেন- JN

خلق كل شئ من نوره صلى الله عليه وسلم كما ورد به الحديث الصحيح-

-"রাসূল (সা.) এর নূর হতে সকল বস্তু সৃষ্টি করা হয়েছে। তা সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।"[3]

৩। বিখ্যাত মুফাস্‌সির আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী তাঁর তাফসীরে রুহুল বায়ানের ৯/৫৬ পৃষ্ঠায় সুরা ফাতাহ এর ২৮ নং আয়াতের ব্যাখায় হাদিসটি সংকলন করেছেন।

দলিল নং- ৩ JN

আল্লামা শায়খ ইউসূফ বিন ইসমাঈল নাবহানী (রহ.) বর্ণনা করেন :

والدليل على ما قلناه قوله عليه الصلوة والسلام أنا من الله أى مخلوق من نوره تعالى اى النور الذى خلقه الله قبل كل شئ-

১ মুকরিবী,ইমতাউল আসমা,৩/১১৯পৃ.দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ,বয়রুত।
২ হালবী,সিরাতে হালবিয়্যাহ,১/৪৬পৃ.দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ,বয়রুত।
৩ আল্লামা আব্দুল গণী নাবলূসী : হাদিকাতুল নাদিয়া :২/৩৭৫পৃ.

অর্থাৎ- সহিহ দলীল এবং রাসূল (সা.) এর বাণী : আমি আল্লাহ হতে অর্থাৎ তাঁর নূর হতে সৃষ্টি। আর আল্লাহ তা'য়ালা সবকিছুর পূর্বেই রাসূল (সা.) এর নূর মোবারক সৃষ্টি করেছেন।[1]

দলিল নং- ৪-৫

আল্লামা শায়খ মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবী (রহ.) "ফতোয়ায়ে মক্কীয়া" এর ৩য় খন্ডের ১৩ তম বাবের ৬৪ পৃষ্ঠায় বলেন-

ان أصل أرواحنا روح محمد صلى الله عليه وسلم فهو أول الأباء روحا ، وادم اول الاباء جسما

-"নিশ্চয়ই আমাদের সমস্ত রুহের আসল (মূল) হল রাসূল (সা.) এর নূরানী রুহ মোবারক, তিনি হচ্ছেন সর্বপ্রথম সমস্ত রুহের পিতা। আর আদম (আ.) হলেন দেহ বিশিষ্ট মানবের পিতা।"[2]

দলিল নং- ৬ JN

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকায়েদের ইমাম আবুল হাসান আশআ'রী (রহ.) আর তিনি যে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকাঈদের ইমাম তা স্বীকার করেছেন ওহাবী,দেওবন্দী পথভ্রষ্ট নুরুল ইসলাম ওলীপুরী তার "মাওয়ায়েজে ওলীপুরী" বইয়ের ২২১ পৃষ্ঠায়, (যা আনোয়ার লাইব্রেরী, ১১/১ ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা হতে প্রকাশিত)। ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী (রহ.) বলেন,

انه تعالى نور ليس كالانوار وروح النبوية القدسية لمعة من نوره والملائكة اشرار تلك الانوار وقال صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله نورى ومن نورى خلق كل شئ- مطالع المسرات : صـ ٢٦٥جواهر البحار: ٢٢٠/٢

-"আল্লাহ তাঁয়ালা নূর কিন্তু অন্যান্য নূরের মতো নন। এবং নবী করীম (সা.) এর রুহ মোবারক তাঁর নূরের জ্যোতি আর ফেরেশতারা হলো ঐ নূর সমূহের শিখা। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন : আল্লাহ তা'য়ালা সর্ব প্রথম আমার নূরকে সৃষ্টি করেছেন আর আমার নূর হতে প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি হয়েছে।"[3]

দলিল নং- ৭-৮

১ শায়খ আল্লামা ইউসূফ বিন নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ১/৩৪৬-৩৪৭ পৃ
২ আল্লামা শায়খ ইউসূফ বিন নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ১/১৩৬ পৃ
৩ ক. আল্লামা ইমাম মাহদী আল ফারসী : মাতালিউল মুসাররাত ফি শরহে দালায়েলুল খায়রাত : ২১ পৃ:
খ. আল্লামা শায়খ ইউসুফ নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ২/২২০ পৃ:

এছাড়া আরো অনেক হাদিস "প্রচলিত জাল হাদিস" বইয়ে ২২৩ পৃষ্ঠায় শাইখুল ইসলাম ইবনে হাযার আসকালানী (রহঃ) এর উক্তি দিয়ে দাবী করেছেন যে সেগুলো জাল। অথচ ইবনে হাযার আসকালানী (রহঃ) কখনো উক্ত হাদিসগুলোকে জাল মনগড়া কিছুই বলেননি। আল্লামা সাখাভী (রহঃ) উল্লেখ করেন,

أنا مِنَ اللّٰه، وَالمُؤْمِنُونَ مِنِّي، ....بل عند الديلمي بلا إسناد عن عبد الله بن جراد مرفوعا: أنا من الله عز وجل، والمؤمنون مني، فمن آذى مؤمنا فقد آذاني، كذا مقاصد الحسنة: صـ ١٨٠

-"আমি {রাসূল (ﷺ)} আল্লাহ হতে, মুমিনগণ আমার হতে সৃষ্টি। আল্লামা ইবনে হাযার আসকালানী (রহঃ) বলেন, উক্ত রেওয়ায়েতটুকু মিথ্যা ও মনগড়া উক্তি। বরং ইমাম দায়লামী (রহঃ) 'আল-ফিরদাউস' মুসনাদ গ্রন্থে সনদ উল্লেখ না করে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যারাদ (রাঃ) হতে মারফূ সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেন। রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন : "আমি আল্লাহ হতে আর মুমিনগণ আমার হতে সৃষ্টি, আর যে মুমিনকে কষ্ট দিল সে যেন আমাকে কষ্ট দিল।"[১]

তাই বুঝা গেল, ইমাম আসকালানী (রহঃ) যে হাদিসকে জাল বা মনগড়া বলেছেন, সে হাদীসে নূরের কোন কথা উল্লেখই নেই। অথচ আলোচ্য হাদিস হচ্ছে: أنا من نور الله وكل شئ من نورى

তাই বুঝা গেল তারা এক হাদীসের আলোচনায় অন্য হাদীসের সাথে মিলিয়ে জাল প্রমাণ করার অপচেষ্টা চালিয়েছেন।

ইবনে হাযার (রহঃ) এর মন্তব্যসহ উক্ত হাদিসটি অনেকে সংকলন করেছেন।[২]

তাই বলতে চাই এক হাদীসের ব্যাখ্যা অন্য হাদীসের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করে ধোঁকাবাজির আশ্রয় নিয়েছেন প্রচলিত জাল হাদিস বইয়ের লেখক। আল্লাহ তায়ালা এই সমস্ত ধোঁকাবাজ লেখকের হাত থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুক।

দলিল নং- ৯

বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা যাওজী (রহঃ) বলেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, أول ما خلق الله نورى ومن نورى خلق جميع الكائنات-

১ আল্লামা ইমাম সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ১২২ পৃ. হাদিস নং- ১৯০, দারুল কুতুব ইসলামিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

২. ক. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : আল মাওদ্বআতুল কাবীর : পৃ-৪০
খ. আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ১/২০৫পৃ.
গ. আল্লামা তাহের পাটনী : তাযকিরাতুল মওদ্বুআত পৃ-৮৬
ঘ. মাওলানা কাজী শাওকানী : আল ফাওয়াইদুল মাওদ্বুআত : ২/৪১২পৃ.

অর্থাৎ- আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম আমার নূর মোবারক সৃষ্টি করেছেন, আর আমার নূর হতে সমস্ত কুল কায়েনাত সৃষ্টি করেছেন।[১]

দলিল নং- ১০

৯। আল্লামা শায়খ ইউসূফ বিন নাবহানী (রহঃ) বলেন,

وأنه صلى الله عليه وسلم هو النور المحيط بالعرش والكرسى واللوح والقلم ، والسماء والارض والجنة والنار وجميع العالم :

অতঃপর নিশ্চয়ই হুযুর (ﷺ) এর নূর মোবারক আরশ, কুরসী, লওহ, কলম, আসমান, যমীন, জান্নাত, জাহান্নাম এবং সমস্ত আলম বেষ্টন করে আছে।[২]

১০। আল্লামা শায়খ মুহাদ্দিস ইউসূফ বিন নাবহানী : আরও উল্লেখ করেন :

لأنه أول ما خلق الله من نوره ثم خلق منه كل شئ-

-"নিশ্চয়ই সর্ব প্রথম রাসূল (ﷺ) এর নূর মোবারক আল্লাহর নূর হতে সৃষ্টি করা হয়েছে অতঃপর তার নূর হতে সবকিছু সৃষ্ট করা হয়েছে।"[৩]

দলিল নং- ১১

আল্লামা আব্দুল করীম জলিলী শাফেয়ী (রহঃ) তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ইনসানুল কামিল' গ্রন্থে বলেন,

قوله صلى الله عليه وسلم : أنا من الله (أى مخلوق من نوره تعالى أى النور الذى خلقه الله قبل كل شئ وإضافته لله للتشريف) المؤمنون منى-.

-"আল্লাহ তা'য়ালার প্রিয় হাবীব (ﷺ) ইরশাদ ফরমান, আমি আল্লাহর নূর হতে, (আমি তার হতে সৃষ্টি নূর যা আল্লাহ সকল কিছুর পূর্বে সৃষ্টি করেছেন, আর আল্লাহর দিকে ইজাফত বা সম্পৃক্ত করাটা তার শ্রেষ্ঠত্ব) আর মুমিনগণ আমার নূর হতে সৃষ্টি।"[৪]

দলিল নং- ১২

১২। আল্লামা শরীফ সৈয়দ আহমদ বিন আব্দুল গণী বিন উমর দামেস্কী (রহঃ) স্বীয় গ্রন্থে একটি হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন,

১ ইমাম ইবনে যাওজী : বয়ানুল মিলাদুন্নবী : পৃ-২২
২ শায়খ আল্লামা ইউসূফ বিন নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ৩/৩৩৮ পৃ.
৩ আল্লামা শায়খ ইউসূফ বিন নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ৩/৩৭৭ পৃ.
৪ আল্লামা শায়খ ইউসূফ বিন নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ১/২৩৩ পৃ.

كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا من الله والمؤمنون من فيض نورى-

-"যেমন নবী করীম (ﷺ) ইরশাদ ফরমান : আমি আল্লাহর (নূর) হতে আর মুমিনগণ আমার নূরের ফয়েজ (বরকত) হতে সৃষ্টি।"[১]

১৩। ইমাম আরিফ বিল্লাহ সায়্যেদ শরীফ আব্দুল্লাহ মীরগিনী তায়ফী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার উল্লেখযোগ্য প্রসিদ্ধ গ্রন্থ الأسئلة النفسية এর ৩৩তম প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন,

قوله سبحانه (الله نور السموات والأرض) والمصرح به الحديث : أنا من نور الله المؤمنون من نورى وما فى حديث جابر: إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره فهذا هو النور الذاتى ومنه الصفاتى-

-"আল্লাহর বাণী : (আল্লাহ হচ্ছেন আসমান ও যমীনের নূর) উক্ত আয়াতটি স্পষ্ট হয়েছে এই হাদিস দ্বারা "আমি আল্লাহর নূর হতে, সকল মুমিনগণ আমার নূর হতে সৃষ্টি।" যেমনটি হাদীসের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে হে যাবের! সর্ব প্রথম তোমার রব যা সৃষ্টি করেছেন তা হলো তাঁর নূর হতে তোমার নবীর নূর, আর উক্ত নূর হলো জাতি নূর, আর তার থেকে যা বের হয়েছে তা হলো ছিফাতি নূর।"[২]

দলিল নং- ১৪

বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস আরিফ বিল্লাহ ইসমাঈল হাক্কী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার তাফসীরে রুহুল বয়ানে সূরা ফাতাহ এর ২৮ নং আয়াতের তাফসীরে বলেন,

كما قال عليه السلام: أنا من نور الله والمؤمنون من فيض نورى-

-"যেমন বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন : আমি আল্লাহর নূর হতে মুমিনগণ আমার নূরের ফয়েয থেকে সৃষ্টি হয়েছে।"[৩]

দলিল নং- ১৫

ইমাম আরিফ বিল্লাহ শায়খ আলী বুসনবী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ كتاب خلاصة الأثار (কিতাবু খুলাসাতুল আসার) এর ১৪৯ পৃষ্ঠায় বলেন,

كما قال عليه السلام: أنا ابو الارواح وادم ابو البشر ثم خلق نوره ثم من نوره الأنوار كما قال عليه السلام : أنا من نور الله ، المؤمنون من فيض نورى-

১ আল্লামা শায়খ ইউসুফ বিন নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ৩/৩৯৮ পৃ.
২ আল্লামা শায়খ ইউসুফ নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ৪/১১ পৃ.
৩ ক. ইসমাঈল হক্কী : তাফসীরে রুহুল বয়ান : সূরা ফাতাহ : আয়াত : ২৮
খ. আল্লামা ইউসুফ নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ২/২৫১ পৃ.

-"রাসূল (ﷺ) এর বাণী : আমি হলাম সকল রূহের পিতা, আর আদম (আলাইহিস সালাম) হলেন, দেহের পিতা। অতঃপর আল্লাহ তায়ালার নূর হতে আমাকে সৃষ্টি করেছেন। যেমন বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, আমি আল্লাহর নূর হতে আর মুমিনগণ আমার নূরের ফয়জ হতে সৃষ্টি।"[১]

দলিল নং- ১৬

ইমাম শায়খ আরিফ বিল্লাহ আলী বুসনবী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) উল্লেখিত কিতাবের ৭৮ নং প্রশ্নের জবাবে বলেন-

قال صلى الله عليه وسلم: كنت نبيا وادم بين الماء والطين وأنا من نور الله والمؤمنون من فيض نورى-

-"রাসূল (ﷺ) এর জবান মোবারকের বাণী, আমি তখনও নবী ছিলাম যখন আদম মাটি ও পানির মাঝখানে ছিল। এবং তাঁর বাণী আমি আল্লাহর নূর হতে আর মুমিনগণ আমার নূরের ফয়েজ হতে সৃষ্টি।"[২]

দলীল নং- ১৭

আল্লামা শায়খ ইউসুফ বিন নাবহানী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

قال بعض العارفين الانبياء خلقوا كلهم من الرحمة ونبينا صلى الله عليه وسلم عين الرحمة-

অর্থাৎ- কোন কোন আরিফ বান্দা বলেছেন, সমস্ত নবী রহমত থেকে পয়দা হয়েছেন, কিন্তু আমাদের প্রিয় নবী (ﷺ) স্বয়ং নিজেই রহমত।[৩]

হযরত শায়খ আবুল হাসান শাযালী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর খলিফা যিনি একজন ছাহেবে কাশ্‌ফ, তিনি وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন-

جميع الانبياء خلقوا من الرحمة و نبينا صلى الله عليه و سلم هو عين الرحمة – اللطائف المنن – 42/1

-"সকল নবী রহমত হতে সৃজিত, আর আমাদের নবী পাক (ﷺ) নিজেই রহমত।" (লাতায়েফুল মানান,১/৪২পৃ.)

১ আল্লামা শায়খ ইউসুফ নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ৪/১৯৭ পৃ.
২ আল্লামা শায়খ ইউসুফ নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ৪/২১৭ পৃ:
৩ আল্লামা শায়খ ইউসুফ নাবহানী : আনোওয়ারে মুহাম্মদিয়া: ৩৭১ পৃ.

রাসূল (ﷺ) এর তারকা রূপে থাকার হাদিস তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও গবেষণামূলক আলোচনা ঃ-

প্রচলিত জাল হাদিস বই এর ২২৩ পৃষ্ঠায় মাওলানা মতিউর রহমান বিকৃতি করে একটি সহিহ হাদিসকে জাল প্রমাণ করার হীন চেষ্টা করেছেন, যেমনটি করেছেন আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর তার জঘন্য কিতাব "হাদীসের নামে জালিয়াতি" এর ২৬২ পৃষ্ঠায়। তিনি উল্লেখ করেন এভাবে- "রাসূল (ﷺ) হযরত জিবরাঈল (আঃ) কে তার বয়স সম্পর্কে জিজ্ঞাস করলে তিনি বলেন, একটি তারকা প্রতি সত্তর হাজার বছর পরপর উদিত হত, আমি সেটিকে সত্তর হাজার বার উদিত হতে দেখেছি। এতে আপনি আমার বয়স আন্দাজ করে নিন। রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, সেটিই আমার নূর।

উক্ত মিথ্যা বর্ণনার জবাব মূল কিতাবে রয়েছে এভাবে- "আমি ৭২ হাজার বার উদিত হতে দেখেছি আর তারা বাংলায় লিখেছে ৭০ হাজার বার, যা মিথ্যা ও ধোকাবাজীর নামান্তর। তারপর জিবরাঈল (আঃ) রাসূল (ﷺ) কে নাকি বলেছেন,"আপনি আন্দাজ করে নিন আমার বয়স কত"

অথচ মূল কিতাবে এমন কোন কিছুই নেই যা তারা সম্পূর্ণ বিকৃতি করে বর্ণনা করেছেন।

আর তারা কোন একটা প্রমাণও উপস্থাপন করতে পারেন নাই যে, উক্ত হাদিসটি জাল বা বানোওয়াট। কারণ জাল হলেও কোন কারণে হয়েছে তা উল্লেখ করতে হবে। অবশেষে তারা ইবনে তাইমিয়ার বক্তব্যের আশ্রয় নিয়েছে। আমরা পূর্বেই ইবনে তাইমিয়ার আক্বিদা সম্পর্কে আলোচনা করেছি, পুনরায় আলোচনা করার প্রয়োজন মনে করছি না। সে বাতিল পন্থী, তার রায় কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হবে না। ইবনে তাইমিয়া উক্ত হাদিস সম্পর্কে বলেছেন, এটা মনগড়া বানানো রেওয়ায়েত। কিতাবুল ইসতিগাসা ১/১৩৮ পৃষ্ঠায় এই সহিহ হাদিসটি যে বানানো তা কিন্তু উল্লেখ করা হয়নি আর এমনেতে ইবনে তাইমিয়ার ফতোয়াও গ্রহণযোগ্য নয়।

এখন উক্ত হাদিস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করা হল-

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل جبريل عليه الصلاة والسلام فقال يا جبريل كم عمرت من السنين؟ فقال يا رسول الله لست أعلم، غير أن في الحجاب الرابع نجما يطلع في كل سبعين ألف سنة مرة، رأيته اثنين وسبعين ألف مرة فقال: «يا جبريل وعزة ربي جل جلاله أنا ذلك الكوكب»-

-"বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নিশ্চয়ই একদা নবী পাক (ﷺ) জিবরাঈল (আঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বয়স কত? জিবরাঈল (আঃ) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ﷺ)! (আমার বয়স সম্পর্কে) আমি জানি না, তবে চতুর্থ পর্দায় একটি নক্ষত্র প্রতি সত্তর হাজার বছর পর পর একবার উদিত হতো, তাকে আমি ৭২ হাজার বার দেখেছি। নবী করীম (ﷺ) ফরমালেন, হে জিবরাঈল! আমার প্রতিপালকের ইজ্জতের কসম। আমিই ছিলাম সেই নক্ষত্র।[১]

ইমাম বুরহান উদ্দিন হালবী আশ শাফেয়ী (রহঃ) একজন গ্রহণযোগ্য মুহাদ্দিস তার উপর কোন অভিযোগ নেই। আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) শরহে শিফা ১/৩৭ সহ অসংখ্য স্থানে ইমাম হালবী (রহঃ) এর মতামত উল্লেখ করেছেন।

দেওবন্দীদের অন্যতম আলেম রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী ও খলিল আহমদ সাহারানপুরী "বারাহানে কাতেয়ার" অনেক পৃষ্ঠায় ইমাম হালবী এর নামের পাশে رحمة الله عليه শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং তাঁর থেকে দলীলও গ্রহণ করেছেন।

শাইখুল হাদিস সরফরায খাঁন সফদর এর লেখা বই "নূর আওর বাশার" (উর্দু) ৬২ পৃষ্ঠায় বাংলা অনুবাদিত থানবী প্রকাশনী হাটহাজারী চট্টগ্রাম হতে প্রকাশিত ৮২ পৃষ্ঠায় ইমাম হালবীর পাশে رحمة الله عليه শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং তার দলীলও গ্রহণ করেছেন।

আল্লামা বুরহান উদ্দিন হালবী (রহঃ) কিতাবের ভূমিকায় বলেন-

ولا يخفى أن السير تجمع الصحيح والسقيم، والضعيف والبلاغ، والمرسل والمنقطع والمعضل دون الموضوع،-

অর্থাৎ- সীরাত গ্রন্থ সমূহে সহিহ, সাক্বীম, দ্বঈফ, বালাগ, মুরসাল, মুনকাতা ও মু'দাল হাদিস সমূহ একত্রিত করা হয়, কিন্তু মওদু বা জাল হাদিস নয়।[২]

---

১ ক. ইমাম বুখারী : আত তাশরীফাতে ফি খাসায়েস ওয়াল মুজিজাত : ২/২৫৪ পৃ
খ. ইমাম বুরহান উদ্দিন হালবী শাফেয়ী : সিরাতে হালবিয়্যাহ : ১ম খন্ড : পৃ-৪৯ (তিনি ইমাম বুখারীর সূত্রে)
গ. আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী : তাফসীরে রুহুল বায়ান : ৩/৫৪৩ পৃ: ৩য় খন্ড : সূরা তাওবা : আয়াত : ১২৮)
ঘ. আল্লামা শায়খ ইউসুফ বিন নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ৩/৩৩৯ : নিজস্ব বর্ণনা অনুসারে কারও মতামত উল্লেখ ছাড়া হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।
ঙ. আল্লামা শফি উকাড়ভী : যিকরে হাসীন : ৩০ পৃ.

২ আল্লামা বুরহান উদ্দিন হালবী : সিরাতে হালবিয়্যাহ : ১ম খন্ড : পৃ-৭

অপরদিকে نجم "তারকা" রাসূল (ﷺ) এর অন্যতম একটি নাম মোবারক, রাসূল (ﷺ) এর নূরানী সত্ত্বাকে তারকা বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। যেমন অনেক স্থানে কুরআনে পাকের সূরা "ওয়ান্নাজম" এর মধ্যে মজবুত যোগসূত্র পাওয়া যায়। কারণ, অনেক তাফসীরকারক উক্ত সূরাতে আন নাজম বলতে রাসূলে করীম (ﷺ) কে বুঝিয়েছেন যেমন,

وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: (وَالنَّجْمِ) يَعْنِي مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا هَوَى) إِذَا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ.-

-"ইমাম যাফর সাদেক (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, আন নাযম বলতে হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) কে বুঝানো হয়েছে। اذا هوى দ্বারা রাসূল (ﷺ) মি'রাজ রজনীতে আসমান হতে যমিনে অবতরণ কে বুঝানো হয়েছে।"[১]

অপরদিকে আল্লামা ইসা মানে হিমাইরি তিনি তার نُورُ الْبَرَايَاتُ وَخَتْمُ النِّهَايَاتِ গ্রন্থে ১১৯ পৃষ্ঠায় উক্ত হাদিসটি অন্য একটি সনদ সহকারে সংকলন করেন, যেটা আল্লামা ইমাম বুরহান উদ্দিন হালবী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর "সিরাতে হালবিয়্যাহ" গ্রন্থে التَّشْرِيفَاتُ فِيْ الْخَصَائِص وَالْمُعْجِزَاتِ (আত্তাশরিফাতে ফি খাসায়েস ওয়াল মুজিযাত) গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন। তারপর তিনি গ্রন্থকার বা মুসান্নাফের নাম না দিয়ে হাদিসটি সম্পূর্ণ বর্ণনা করে শেষে তিনি লিখেছেন رواه البخارى অর্থাৎ- ইমাম বুখারী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আল্লামা ইমাম হালবী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) উক্ত বক্তব্য দ্বারা এটাই বুঝিয়েছেন যে, উক্ত গ্রন্থকারের নামই হল ইমাম বুখারী। এ জন্যই তিনি উল্লেখ করেছেন, "বুখারী বর্ণনা করেছেন।" আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর ইমাম হালবীর শেষের উক্তিটি দিয়ে বুঝেছেন যে, উক্ত হাদিসটি বুখারী শরীফে আছে। কত বড় মূর্খ হলে এই কথা বলতে পারে? কেননা ইমাম হালবী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) হাদিসটি বর্ণনার পূর্বে যে গ্রন্থ হতে তা সংকলন করেছেন তার নাম উল্লেখ করেছেন। তিনি তো আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীরের মত জাহেল নন, তিনি অনেক বড় উচু স্তরের ফকীহ, ইমাম ও মুহাদ্দিস ছিলেন। ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন বলে শুধু সহিহ বুখারীই বুঝায় না, তার লিখিত আরো অনেক গ্রন্থ রয়েছে। সঠিক ইতিহাস প্রকাশ করেছেন। যেহেতু ইমাম বুখারীর

১ ক. আল্লামা ইমাম কুরতুবী : জামিউল আহকামুল কোরআন : ১৭/৮৩ পৃ,দারুল কুতুব মিসরিয়্যাহ,কাহেরা,মিশর।
খ. আল্লামা ইমাম বগভী : মুআলিমুত তানযিল : ৭/৪০০ পৃ
গ. আল্লামা ইমাম আলূসী : তাফসীরে রুহুল মায়ানী : ১৪/৪৪পৃ.
ঘ. আল্লামা ইমাম কাজী সানাউল্লাহ পানীপথী : তাফসীরে মাযহারী : ৯/১০৩ পৃ
ঙ. আল্লামা ইমাম সাভী : তাফসীরে সাভী : ৪/১২৯ পৃ
চ. আল্লামা ইমাম খাযেন : তাফসীরে খাযেন :৪/২০৩পৃ.
ছ. আল্লামা ইমাম ইসমাঈল হাক্কী : তাফসীরে রুহুল বয়ান :৯/২০৮পৃ.

বর্ণনা সেহেতু সনদ যাচাইয়ের কোনো প্রয়োজনই হয় না। অপরদিকে আরেকটি বিষয় বুঝা গেল নাজম বা তারকা হল রাসূল (ﷺ) এর সত্ত্বার একটি নাম যা মূলত নূরে মুহাম্মদী (ﷺ) কেই বুঝানো হয়েছে।

নূরে মুহাম্মদী (ﷺ) ময়ূর রূপে থাকার হাদিস প্রসঙ্গে

"হাদীসের নামে জালিয়াতি" বইয়ের ২৬২ পৃষ্ঠায় আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর উক্ত রেওয়ায়েতটি খুজে পায় নি বলে এগুলোকে জাল রেওয়ায়েত বলেছেন এবং এগুলো যা-ই বর্ণিত হয়েছে সবই নাকি জাল রেওয়ায়েত বলে হাদীসের নামে জালিয়াতি করেছেন। হাদীসের কোন কিতাবে খুঁজে না পাওয়া তার মূর্খতা ও জাহিলিয়াতির পরিচায়ক ✗ উক্ত হাদিসটি আল্লামা হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গায্যালী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার "দাখায়েকুল আখবার" গ্রন্থে হাদীসের বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ ব্যতীত হাদিসটি সংকলন করেছেন। অপরদিকে উক্ত হাদিসটি বাতিলপন্থীগণ কর্তৃক "মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক" থেকে বাদ দেয়া হাদিস সমূহের একটি, যা ঈসা মানে হিমাইরী সাহেব পাণ্ডুলিপি আকারে প্রকাশ করেছেন। যার ইতিহাস যাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর নূরের হাদিস প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে আমি আলোচনা করেছি। উক্ত হাদিসটির সনদের ব্যাপারে মূর্খ আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর তার বইয়ের মধ্যে লিখেন - এ বিষয়ক সকল কথাই ভিত্তিহীন, কোন সহিহ, দ্বঈফ বা মাউদ্বু হাদীসের গ্রন্থে এর কোন প্রকার সনদ বা ভিত্তি উল্লেখ পাওয়া যায় না। (হাদীসের নামে জালিয়াতি, পৃ-২৬২)

উক্ত মূর্খ বক্তব্যের জবাব ঃ

মূর্খ বক্তব্যের জবাবে আমি সনদসহ আলোচনা করে তার মূর্খতার প্রমাণ দিচ্ছি। ইনশাআল্লাহ!

উক্ত হাদীসের সনদটি হল :

عن عبد الرزاق عن معمر عن جريج عن السائب بن يزيد قال..الخ

-"ইমাম আব্দুর রাজ্জাক তিনি হযরত মা'মার (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হতে, তিনি প্রসিদ্ধ তাবেই হযরত যুরাইজ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হতে তিনি বিশিষ্ট সাহাবী হযরত সায়িব বিন ইয়াযিদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন।"[১] উক্ত হাদিসটি সনদে মওকুফ (যার সনদ সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছেছে)।

১ ইমাম আব্দুর রায্যাক : জুযউল মুফকুদ মিনান আল-মুসান্নাফ : (ঈসা মানে হিমইয়ারী কৃত সংকলিত)

প্রথম রাবী ঃ উক্ত হাদীসের প্রথম রাবী বা বর্ণনাকারী ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহঃ) সম্পর্কে এবং তাঁর জীবনী ও গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে আমি ইতিপূর্বে যাবের (রাঃ) এর নূরের হাদিসে আলোকপাত করেছি।

দ্বিতীয় রাবী ঃ উক্ত হাদীসের দ্বিতীয় রাবী হযরত মা'মার (রহঃ) সম্পর্কেও আমি হযরত যাবের (রাঃ) এর নূরের হাদীসের দ্বিতীয় রাবী হিসেবে তাও আলোকপাত করেছি, দেখে নেওয়ার অনুরোধ রইল। জীবনীদ্বয় দু'বার উল্লেখ করে অহেতুক কিতাব দীর্ঘায়িত করা নিষ্প্রয়োজন।

তৃতীয় রাবী ঃ উক্ত হাদীসের তৃতীয় রাবী বিখ্যাত তাবেঈ হযরত যুরাইজ (রহঃ) ছিলেন একজন মশহুর তাবেঈ। তিনি ছিলেন বিখ্যাত ফকীহ ও মুহাদ্দিস, তার উপরে সকল ইমামগণ ঐকমত পোষণ করেছেন। তিনি হেজাজ ও শাম বাসীদের জ্ঞানী গুনিদের অন্যতম একজন। তিনি হাদিস বর্ণনা করেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ), হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাফর (রাঃ), হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ), হযরত যাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ), হযরত সায়িদ বিন ইয়াযিদ (রাঃ), হযরত সায়িদ ইবনে মুসায়্যিব (রাঃ), হযরত সালমান বিন ইয়াসির (রাঃ) এবং আরো অনেক সাহাবাগণ হতে, তার ওফাত হয় ১২৫ হিজরীতে।[১]

ইতিপূর্বে আমি উক্ত রাবী সম্পর্কে আলোকপাত করেছি, সেখানে আরবী এবারত সহ উল্লেখ করেছি পাঠকবৃন্দের সেখানে দেখে নেওয়ার অনুরোধ রইল।

চতুর্থ রাবী ঃ হযরত সায়িব বিন ইয়াযিদ (রাঃ) একজন মশহুর সাহাবী ছিলেন। তিনি রাসূল (সাঃ) থেকে অনেক হাদিস বর্ণনা করেছেন। উক্ত সাহাবী ৮২ হিজরীতে ওফাত শরীফ হয়।[২] তাই প্রমাণিত হয়ে গেল যে, উক্ত হাদীসের প্রত্যেকটি রাবী বা বর্ণনাকারী সিকাহ বা বিশ্বস্ত।

১ ক. আল্লামা ইমাম ইবনে সা'দ : তবকাতুল কুবরা : ৪/১২৬ পৃঃ
খ. ইমাম বুখারী : তারিখুল কবীর : ১/২২০ পৃঃ
গ. ইমাম বুখারী : তারিখুস সগীর : ১/৩২০ পৃঃ
ঘ. আল্লামা ইমাম ইবনে হিব্বান : আস সিকাত : ৫/৩৪৯ পৃ
ঙ. আল্লামা ইমাম যাহাবী : সিয়ারু আন নুবালা : ৫/৩২৬ পৃ
চ. আল্লামা ইমাম যাহাবী : মিযানুল ইত্তিদাল :
ছ. আল্লামা ইমাম যাহাবী : তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ : ১/১০৮ পৃঃ
জ. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী : তাকরীবুত তাহযীব : রাবী : ৬২৯৬ পৃঃ
ঝ. আল্লামা ইবনে মিযযী : তাহযীবুল কামাল : ২৬/৪১৯ পৃঃ

২ ক. আল্লামা ইমাম বগভী : মুজামুস সাহাবা : ৩/১১৮ :
খ. আল্লামা ইমাম আবু নঈম ইস্পাহানী : মু'জামুস সাহাবা : ৩/১৩৭৬

সুতরাং প্রমাণিত হলো উক্ত হাদীসের সনদ সহিহ বা বিশুদ্ধ আর আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর চরম মিথ্যাবাদী ও ধোঁকাবাজ। অপরদিকে উক্ত হাদীসের সম্পূর্ণ বাংলা অনুবাদ দেখতে হলে হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযযালী (রহঃ) এর দাখায়েখুল আখবার এর ২-৫ পৃষ্ঠা পড়ুন (যা বাংলা প্রকাশিত হয়েছে বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী থেকে) কিতাব বড় হয়ে যাওয়ার আশংকায় আমি সম্পূর্ন বাংলা হাদিসটি উল্লেখ করলাম না কারণ তা খুবই দীর্ঘ একটি হাদিস।

যে কাজ মুসলমানগণ ভাল মনে করে তা আল্লাহর নিকট ভাল হাদিস প্রসঙ্গ ঃ

عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاخْتَارَ مُحَمَّدًا فَبَعَثَهُ بِرِسَالَاتِهِ وَانْتَخَبَهُ بِعِلْمِهِ ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ النَّاسِ بَعْدَهُ فَاخْتَارَ لَهُ أَصْحَابَهُ فَجَعَلَهُمْ أَنْصَارَ دِينِهِ وَوُزَرَاءَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ قَبِيحًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ قَبِيحٌ»-

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন,আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের কলবগুলো দেখলেন,এতে তিনি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কলবকে বান্দাগণের কলবের মধ্যে উত্তম কলব হিসেবে পেলেন, অত:পর তাকে নিজের দ্বীন প্রচারের জন্য রিসালাত দিয়ে প্রেরণ করলেন অতঃপর বাকী বান্দার কলবগুলোর দিকে আবার তাকালেন, তখন আল্লাহ নবীর সাহাবীগণের কলবগুলোকে বান্দাদের কলবের মধ্যে উত্তম কলব হিসেবে পেলেন, অতঃ পর তাদেরকে নবীর সঙ্গী বানালেন। তারা আল্লাহর দ্বীনের উপর সাহায্যকারী হলেন। সুতরাং **মুসলমানগণ যা ভাল মনে করেন তা আল্লাহর নিকটও ভাল, আর যা মন্দ মনে করেন তা আল্লাহর নিকটও মন্দ।"** [১]

১ ইমাম আবু দাউদ তায়লসী : আল-মুসনাদ : ১/১৩০ হাদিস : ২৪৬,ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ : ১/৩৭৯ : হাদিস : ৩৬০০ এবং ১৭০২, ইমাম আবু নুঈম ইস্পাহানী : হুলিয়াতুল আউলিয়া : ১/৩৭৫পৃ.ইমাম তাবরানী, মুজামুল আওসাত, ৪/৫৮পৃ. হাদিস, ৩৬০২,দারুল হারামাঈন,কাহেরা,মিশর, আল্লামা ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউদ যাওয়াইদ : ১/১৭৭-১৭৮ পৃ.দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ,বয়রুত,লেবানন, আল্লামা ইবনে কাসীর : বেদায়া ওয়ান নিহায়া : ১০/৩২৭ : হাদিস:৪০২,আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/২৪৫ পৃ. : হাদিস : ২২১৪, ইমাম বায্যার : আল মুসনাদ : ৫/২১২ পৃ. : হাদিস : ১৮১৬, ইমাম বায়হাকী : আল-ই'তিক্বাদ : ১/৩২২ পৃ.,আল্লামা খতিব বাগদাদী : তারীখে বাগদাদ : /৪৪৬ পৃ.,ইমাম বগভী : শরহে সুন্নাহ : ১/১০৫ পৃ.,ইমাম আহমদ : মুসনাদ : ১/৩৬৭ পৃ. : হাদিস : ৫৪১,আল্লামা হাকেম নিশাপুরী : আল-মুস্তাদরাক : ৩/৮৩পৃ.হাদিস: ৪৪৬৫,তিনি বলেন হাদিসের সনদটি সহিহ,আর তাঁর সাথে যাহাবী একমত পোষন করেছেন,ইমাম তাবরানী : মু'জামুল কবীর :৭/১১২-১১৫ হাদিস নং ৮৫৮২ ও ৮৫৯৩,ইমাম ইবনে রযব : জামিউল উলূম : ১/২৫৪পৃ. ইমাম সাখাভী : আল মাকাসিদুল হাসানা : ৪২২ পৃ. : হাদিস : ৯৫৭

মাওলানা যাকারিয়া হাসনাবাদী ও মাওলানা জুনায়েদ বাবুনগরী লিখিত "প্রচলিত জাল হাদিস" নামক বইয়ের ৮৯ পৃষ্ঠায় কোন দলীলবিহীনভাবে উক্ত সহিহ হাদিসকে জাল বানানোর অনেক অপচেষ্টা চালিয়েছে, তিনি লিখেছেন এটি নবীযির বর্ণিত হাদিস নয়' কোন দলীল দিতে না পেরে আহলে হাদিস নাসির উদ্দিন আলবানীর দলীল পেশ করেছে।

অপরদিকে পাকিস্তানের দেওবন্দী মাওলানা সরফরায খাঁন সফদর সাহেবের বই "রাহে সুন্নাত" (উর্দূ) এর ৭২ পৃষ্ঠায়ও উক্ত সহিহ হাদিসকে জাল প্রমাণ করার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। "হাদীসের নামে জালিয়াতি" বইয়ের ১৬৪ পৃষ্ঠায় লেখক আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর প্রমাণহীন উক্ত হাদিসকে জাল বানানোর অপচেষ্টা চালিয়ে সর্বশেষ মারফূ হওয়াকে অস্বীকার করেছেন। অথচ উক্ত হাদিসটি সম্পর্কে মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) বলেন,

صَحَّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنٌ-

-"সহিহ সূত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) হতে (দুইভাবে) মারফূ এবং মওকুফ রেওয়ায়েত আছে, "মুসলমানগণ যে কাজ ভাল মনে করেন এটা আল্লাহর নিকটও ভাল।"[১]

উক্ত হাদিসটি বর্ণনা করে আল্লামা ইবনে হাযার হাইসামী (রহ.) বলেন :

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী ,মওদুআতুল কবীর : ৩২ পৃ. নূর মুহাম্মদ কারখানা, করাচি, আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : মিরকাত : ৩/২৫৪ পৃ.,ইমাম আহমদ,ফাদ্বায়েলুল সাহাবা,১/৩৬৭পৃ.হাদিস,৫৪১,আবূ সাঈদ ইবনে আরাবী (ওফাত.৩৪০হি.) মু'জামে ইবনে আরাবী,২/৪৪৩পৃ.হাদিস,৮৬১,তিনি হাদিসটি উক্ত সাহাবির দুইজন ছাত্রের দ্বারা দু'টি সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যায়লাঈ,নাসবুর রায়্যাহ,৪/১৩৩পৃ.তিনি হাকিম নিশাপুরীর রায়কে গ্রহন করেছেন,তিনি তার কিতাবের অন্যত্র বাবুল ইসতিহাসানেও বর্ণনা করেছেন, ইবনে কাসীর,তুহফাতুল তালেব বি মা'রিফাতু আহাদিস, ১/৩৯১পৃ. হাদিস,৩৩৪, তিনি বলেন,হাদিসটির সনদ শক্তিশালী। হায়সামী,গায়াতুল মাকসুদ ফি যাওয়াইদুল মুসনাদ, ১/১১১পৃ. হাদিস,২৪৬,দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ,বয়রুত,লেবানন, ইবনে হাজার আসকালানী, ইত্তেহাফুল মুহরাত,১০/১৯৬পৃ.হাদিস,১২৫৬৮, ইবনে হাজার, দিরায়া ফি তাখরীজে হেদায়া, অধ্যায়, কিতাবুল ইজারা, ২/১৮৭পৃ.হাদিস,৮৬৩, তিনি বলেন সনদটি 'হাসান', সুয়ূতি,আদ্দরুল মুনতাসিরা ফি আহাদিসুল মুসতাহিরাহ, ১/১৮৮পৃ. হাদিস,৪০১, জামিয়াতুল মুলকে সুউদ, রিয়াদ. সৌদি আরব, দরবেশ হুত, আস্-সুনানিল মুত্তালিব, ১/২৪৭পৃ. হাদিস, ১২৫৭, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ,বয়রুত, তিনি এ হাদিসটির ইবনে আব্বাস থেকে আরেকটি সূত্র আছে বলে উল্লেখ করেছেন। ছুহাইব আব্দুল জাব্বার, জামেউল সহিহ লিল সুনান ওয়াল মাসানিদ, ৩/১১২পৃ.ও ৩/৪৩৮পৃ., দারেকুতনী, আল-ইল্লল, ৫/৬৬পৃ. হাদিস,৭১১, তিনি তাঁর এ গ্রন্থে উক্ত সাহাবির অনেক ছাত্রের সূত্রের দ্বারা হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তাহের পাটনী, তাযকিরাতুল মওদুআত,১/৯১পৃ. তিনি বলেন সনদটি 'হাসান',মোল্লা আলী ক্বারী, আসরারুল মারফূআহ, ১/১০৬পৃ. হাদিস,৫৫, তিনি এ সাহাবি থেকে মারফূ ও মওকুফ উভয় সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হাসকাফী, দুররুল মুখতার ওয়া হাশিয়ায়ে ইবনে আবেদীন, ২/২৩৭পৃ. মায়্যেতের দাফন অধ্যায়,ও ৪/৩৬৪পৃ. কিতাবুল ওয়াক্ফ অধ্যায়।

১ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : মওদুআতুল কবীর : পৃ-৩২

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ مُوثَّقُونَ

-"উক্ত হাদিসটি ইমাম আহমদ তার 'মুসনাদ', ইমাম তাবরানী তার "মু'জামুল কবীর",ইমাম বায্যার তাঁর "মুসনাদ" গ্রন্থে বর্ণনা করেন, উক্ত হাদীসের সবগুলো রাবী বিশ্বস্ত।"[১]

ইমাম সাখাভী (রহ.) ও আল্লামা আযলূনী (রহ.) বলেন,

-هذا حديث هو موقوف حسن- "উক্ত হাদিসটি এই সনদে মওকুফ ও "হাসান" হাদিস।"[২]

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) আরও উল্লেখ করেন : قد صح قال ابن مسعود : ما رأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن - "যেমন সহিহ সূত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) হতে বর্ণিত আছে, যে কাজকে উত্তম মুসলমানগণ ভাল মনে করেন, তা আল্লাহ তায়ালার নিকট ভাল হিসেবে গণ্য।"[৩]

উক্ত হাদিসটি বিভিন্ন বিখ্যাত ফতোয়ার কিতাবেও বর্ণিত হয়েছে মারফূ তথা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হাদিস হিসেবে যেমন ফতোয়ায়ে শামীতে প্রথম খন্ডে "কিতাবুয জানায়েয" অধ্যায়ে বাবুদ দাফনে আছে,

وَقَالَ - صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنٌ»

-"রাসূল করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ ফরমান, যে কাজকে মু'মিনগণ ভাল মনে করেন, তা আল্লাহ তায়ালার নিকট ভাল হিসেবে গণ্য।[৪]

শুধু তাই নয় মারফূ হাদিস হিসেবে ইমাম শামী (রহ.) ফতোয়ায়ে শামী তৃতীয় খন্ডের "কিতাবুল ওয়াকফের" وقف منقولات শীর্ষক আলোচনায় উক্ত হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।[৫]

শুধু তাই নয় ফতোয়ায়ে শামী দ্বিতীয় খন্ডে "কিতাবুত দাফন" অধ্যায়ে ولا يخصص এরপর ইমাম শামী (রহ.) বলেন,

وقال عليه السلام ما رأه المؤمنون حسنا فهو عند الله الحسن-

১ আল্লামা ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউদ যাওয়াইদ : ১/১৭৭-১৭৮ পৃ.
২ ক. ইমাম সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ৪২২ পৃ. : হাদিস : ৯৫৭
খ. আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/১৪৫ : হাদিস : ২২১৪
৩ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : মিরকাতুল মাফাতীহ : ৩/২৫৪ পৃ
৪ আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী : ফতোয়ায়ে শামী : ২/২৩৭ কিতাবুয জানায়েয অধ্যায়
৫ আল্লামা ইবনে আবিদীন : ফতোয়ায়ে শামী : ৪/৩৬৪ : কিতাবুল ওয়াক্ফ

-"রাসূল(ﷺ)বলেন, মু'মিনগণ যে কাজ ভাল মনে করেন সে কাজ আল্লাহর নিকটও ভাল।"[১]

দেখুন "ফাতওয়ায়ে শামী" হলো হানাফীদের জগত বিখ্যাত ফতোয়ার কিতাব যা সবার নিকট গ্রহণযোগ্য। তাহলে ইমাম শামী (رحمه الله) কী রাসূলের হাদিস বলে (মারফূ) ভুল করেছেন! তিনি কী জাল আর সহিহ হাদিস চিনেন না? নাকি শুধু আপনারাই তা চিনেন?

শুধু তাই নয় "দুররুল মুখতার" প্রনেতা আল্লামা আলাউদ্দিন হাসকাফী (رحمه الله) উক্ত গ্রন্থের ৫ম খন্ডের কিতাবুল ইজারাতের اجارة الفاسده অধ্যায়ে উল্লেখ করেন,

وَجَازَ إجَارَةُ الْحَمَّامِ لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - دَخَلَ حَمَّامَ الْجُحْفَةِ« رلِلْعُرْفِ. وَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - »مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ«.

-"স্নানাগার ভাড়া দেয়া জায়েয, কেননা হুযুর (ﷺ) যুহফা শহরের স্নানাগারে তাশরীফ নিয়ে গিয়েছিলেন এবং এজন্য এটা প্রচলিত হয়ে গেছে। হুযুর (ﷺ) ইরশাদ করেন, যে কাজ মুসলমানগণ ভাল মনে করেন, সেটা আল্লাহর কাছেও ভাল।"[২]

দেখুন উক্ত ফতোয়ার কিতাবটি থেকে দেওবন্দীগণ সহ বিভিন্ন বাতিল পন্থীগণ দলীল দিয়ে থাকেন, অপরদিকে এখানে তাদের রায়কে গোপন করা হয়েছে। পাঠকবৃন্দ! ফতোয়ার কিতাব দ্বারা একটি বিষয় প্রমাণিত হল যে হাদিসটি মারফূ (যার সনদ রাসূল (ﷺ) পর্যন্ত প্রসারিত) তাতে কোন সন্দেহ নেই।

তাই সর্বোপরি বলা যায় যে, মোল্লা আলী ক্বারী (رحمه الله) এর বক্তব্য সুস্পষ্ট করে দেয় হাদিসটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ হতে মওকুফ সূত্রে এবং মারফু সূত্রে উভয় সূত্রে হাদিসটি এসেছে।

এ সম্পর্কে আল্লামা আযলূনী (رحمه الله) বলেন,

وقال الحافظ ابن عبد الهادى روى مرفوعا عن انس باسناد ساقط۔

-"আল্লামা হাফেয ইবনে আব্দুল হাদী (رحمه الله) তার "আস-সারিম" গ্রন্থে হযরত আনাস (رضي الله عنه) হতে মারফূ (যার সনদ রাসূল (ﷺ) পর্যন্ত প্রসারিত) সূত্রে বর্ণনা করেছেন তারপর উক্ত হাদীসের সনদের ব্যাপারে নীরব ছিলেন[৩]

১. আল্লামা ইবনে আবিদীন : ফতোয়ায়ে শামী : ২/২৩৭ : কিতাবুল ওয়াক্ফ
২ আল্লামা ইবনে আবেদীন : ফতোয়ায়ে শামী: ৫/৩৫ পৃ.।
৩ আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/১৬৮ পৃ. হাদিস : ২২১২

অপরদিকে মোল্লা আলী ক্বারী (رحمه الله) স্বীয় মিরকাত গ্রন্থে "কিতাবুল ই'তিসাম" অধ্যায়ে হাদিসটিকে মারফূ বলেছেন।

পাঁচ রাতের দোয়া বিফল হয় না হাদিস প্রসঙ্গঃ

"হাদীসের নামে জালিয়াতি" বইয়ের ৪২৪ পৃষ্ঠায় হযরত আবু উমামা বাহেলী (رضي الله عنه) এর বর্ণিত হাদিস যা ইমাম দায়লামী ও ইবনে আসাকিরের সূত্রে বর্ণিত। সে নাসিরুদ্দিন আলবানীর দলীল দিয়েছে, সে বর্তমান যুগের আহলে হাদীসের মুহাদ্দিস, সে মনগড়া হাদিস নিয়ে আলোচনা করে। তাদের আক্বিদার সাথে মিলে গেলে যঈফ হাদিসকেও সে সহিহ বলতে দিতে দ্বিধা করেন না।

অথচ হযরত আবু উমামা (رضي الله عنه) বর্ণিত সূত্র ছাড়াও অন্য অনেক সূত্রে হাদিসটি বর্ণিত আছে যেমন,

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ الْبَيْلَمَانِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " خَمْسُ لَيَالٍ لَا تُرَدُّ فِيهِنَّ الدُّعَاءَ: لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ، وَأَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ، وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَلَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ "۔

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ ফরমান, পাঁচ রাত্রির দোয়া আল্লাহ তায়ালা ফিরত দেন না। ১. জুমার রাত্র, ২. রযব মাসের প্রথম রাত, ৩. শাবানের ১৫ তারিখের রাত ও ৪-৫. দুই ঈদের (ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা) রাতের দোয়া।"[১] এ হাদিসটির সনদটি সহিহ,তবে ইমাম আবদুর রায্যাক (রহ.) তাদলীস করেছেন।

আর তারা হযরত আবু উমামা (رضي الله عنه) বর্ণিত যে হাদিস নিয়ে মন্তব্য করেছেন তা নিম্নে দেয়া হল-

عن عَن أبي أمَامَة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خَمْسُ لِيالٍ لا تُرَدُّ فِيهِنَّ الدَّعْوَةُ أوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ وَلَيْلَةُ النِّصفِ مِنْ شَعْبانَ وَلَيْلَةُ الجُمُعَةِ وَلَيْلَةُ الفِطْرِ وَلَيْلَةُ النَّحْرِ

১ ক. ইমাম আব্দুর রাজ্জাক : মুসান্নাফ : ৪/৩১৭ : হাদিস :২৯২৭,মাকতুবাতুল ইসলামী,বয়রুত।
খ. আল্লামা বায়হাকী : শুয়াবুল ইমান : ২/১৩ : হাদিস :
গ. আল্লামা বায়হাকী : ফাযায়েলে ওয়াক্ত : পৃ : ৩১২ : হাদিস : ১৪৯
ঘ. ইমাম বায্যার : আল মুসনাদ : হাদিস : ৭৯২৭
ঙ.ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, ফতোওয়ায়ে শামী,৬/৫১-৫২পৃ.ও ২/২৩৭পৃ. দাফন অধ্যায়. এ ছাড়া হাদিসটি উক্ত কিতাবের, ১/৩৮৯পৃ. আযান অধ্যায়, ২/৪৭৩পৃ. অধ্যায়। আহকামুল উমরাহ, ৪/৩৬৪ পৃ. কিতাবুল ওয়াক্ফ, ৫/১৬৭.পৃ. ৫/১৭৬ পৃ. ৫/৬৫৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে, যা দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ,বয়রুত।

"রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, পাঁচ রাতের দোয়া আল্লাহ ফিরত দেন না। ১. রযবের প্রথম রাত, ২. মধ্য শাবান (শবে বরাত) ৩. জুমার রাত ৪. ঈদুল ফিতরের রাত ৫. ঈদুল আযহার রাত।[১]

উক্ত হাদিসটি ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহ.) দ্বঈফ বলেছেন। তাই বলে মওদু বা জাল কোন মুহাদ্দিস বলেননি। আর আহলে হাদিস নাসিরুদ্দিন আলবানী শবেই বরাতের প্রতিহিংসুক। তাই দ্বঈফ হাদিসকেও মওদু বলতে সে দ্বিধা করেন না। পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, দ্বঈফ হাদিস একাধিক সূত্রে বর্ণিত হলে "'হাসান'" পর্যায়ে উন্নিত হয়। আর আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত সহিহ সনদের হাদিস পূর্বে উল্লেখ করেছি, আমলের জন্য পূর্বের উল্লেখিত হাদিসই যথেষ্ট, যেই হাদীসের ব্যাপারে কোন মুহাদ্দিস মন্তব্য করেননি, সুতরাং বাতিলের কথায় আমাদের কিছু যায় আসে না।

আমার সাহাবীদের মতভেদ রহমত স্বরূপ হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা

"হাদীসের নামে জালিয়াতি" বইয়ের ৩১১ পৃষ্ঠায় লেখক উক্ত হাদিস সম্পর্কে বলেন,"কোন সহিহ দ্বঈফ বা জাল সনদেও এই কথাটি বর্ণিত হয়নি।"

উক্ত মিথ্যা বক্তব্যের জবাব ঃ

কত বড় মিথ্যাবাদী ধোকাবাজ হলে এ ধরনের মিথ্যা কথা বলার দুঃসাহস দেখানো যায় সনদ আছে কী না তা আলোচনা করা যাক।

ইমাম বায়হাকী (রহ.) "আল-মাদখাল" গ্রন্থে উক্ত হাদিসটি সনদ সহ বর্ণনা করেন এভাবে-

الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَدْخَلِ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ ابن أبي كَرِيمَةَ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَهْمَا أُوتِيتُمْ مِنْ كِتَابِ اللَّه فَالْعَمَلُ بِهِ لا عُذْرَ لأَحَدٍ فِي تَرْكِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّه فَسُنَّةٌ مِنِّي مَاضِيَةٌ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ سُنَّةٌ مِنِّي فَمَا قَالَ أَصْحَابِي، إِنَّ أَصْحَابِي بِمَنْزِلَةِ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ، فَأَيُّمَا أَخَذْتُمْ بِهِ اهْتَدَيْتُمْ، وَاخْتِلافُ أَصْحَابِي لَكُمْ رَحْمَةٌ

-" হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ ফরমান, তোমরা আল্লাহর কিতাবুল্লাহ হতে যা পেয়েছ তার উপর আমল কর, আর

১ ক. ইবনে আসাকীর, তারীখে দামেস্ক, ১০/৪০৮পৃ. হাদিস, ৯৬৮,দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।
খ. ইমাম সূয়তী : জামেউস সগীর : ১/৬০৮ : হাদিস : ৩৯৫২
গ. ইমাম দায়লামী : আল মুসনাদুল ফিরদাউস : ২/১৯৬ পৃ.হাদিস,২৯৭৫
ঘ.ইউসুফ নাবহানী,ফতহুল কাবীর,২/৮৭পৃ.হাদিস:৬০৭৫

তাতে কোন ওজর বা আপত্তি করা যাবে না। আর যদি কিতাবুল্লায় না পাওয়া যায়, তাহলে সুন্নাহ বা হাদিসকে আকড়ে ধর বা আমল কর। আর যদি আমার হাদীসে না পাওয়া যায় তাহলে আমার সাহাবার কথার উপর আমল কর। কেননা আমার সাহাবাগণ নক্ষত্র তুল্য। আর তাদের যাকেই অনুসরণ কর হেদায়াত বা সুপথ পাবে। আর আমার সাহাবাগণের মতবিরোধও তোমাদের জন্য রহমত স্বরূপ।"[১]

অতএব প্রমাণিত হয়ে গেলো যে, উক্ত হাদিসটি সনদসহ বর্ণিত হয়েছে। উক্ত সনদে যুয়াইবার রাবী হিসেবে দূর্বল, আবার অনেকে তাকে সিকাহও বলেছেন। অপরদিকে ইমাম যারকশি (রহ.) ও ইমাম মাকদাসী (রহ.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর সূত্রে অপর আরেকটি দূর্বল সনদ বর্ণনা করেছেন।[২]

শুধু তাই নয়, ইমাম সুয়ূতি, ইমাম সাখাভী ও আল্লামা মুত্তাকী হিন্দী ইমাম বায়হাকীর "রেসালায়ে আশ আরিয়্যা"র উদ্ধৃতি দিয়ে উক্ত হাদিসটির অংশ বিশেষ اَخْتِلافُ أَصْحَابِي لَكُمْ رَحْمَةٌ বর্ণনা করেছেন।[৩]

সুতরাং বিভিন্ন সূত্রে হাদিসটি বর্ণিত হওয়ায় নিঃসন্দেহে "হাসানের" মর্যাদা রাখে।

তোমরা এমনভাবে যিকির কর যাতে মানুষ তোমাদেরকে পাগল বলে

অনেক আহলে হাদিস আলেম জোরে জিকির নিষেধ করতে গিয়ে উক্ত হাদিসটিকে দ্বঈফ বা জাল বলে থাকেন। যেমন নাসিরুদ্দীন আলবানী তার দ্বঈফাহ গ্রন্থের ২/১৫ পৃষ্ঠায় হাদিস নং ৫১৭ এ বলেন হাদিসটি দ্বঈফ। অথচ তার কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ তিনি উল্লেখ করেন নি। উক্ত হাদিসটি হল :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَكْثِرُوا ذِكْرَ اللهِ حَتَّى يَقُولُوا مَجْنُونٌ» هَذِهِ صَحِيفَةٌ لِلْمِصْرِيِّينَ صَحِيحَةُ الْإِسْنَادِ،

১ ক. ইমাম সূয়তী : জামেউস সগীর : ১/২৮ পৃ., হাদিস : ২৮৮,ইমাম মানাবী : ফয়জুল কাদীর : ১/২০৯ পৃ., হাদিস : ২৮৮,ইমাম আযলূনী : কাশফুল খাফা : ১/২৪৭ : হাদিস : ১৫৩,ইমাম দায়লামী : আল মুসনাদে ফিরদাউস : ৪/ ১৬০ পৃ.হাদিস:৬৪৯৭,ইমাম বায়হাকী : আল মাদখাল : ৩১৯ পৃ..ইমাম সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ৪৬ পৃ. : হাদিস : ৩৯, আল্লামা মুত্তাকী হিন্দী : কানযুল উম্মাল : ১/১৩৬ পৃ., হাদিস : ২৮৬৮৬,আলবানী : সিলসিলাতুল ..দ্বঈফাহ : হাদিস : ৫৭
২ ক. ইমাম সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ৪৬ পৃ. : হাদিস : ৩৯
খ. আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ১/২৪৭ পৃ. : হাদিস : ১৫৩
৩ ক. ইমাম সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ৪৬ পৃ. হাদিস : ১৫৩,আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ১/২৪৭ পৃ. হাদিস : ১৫৩, মুত্তাকী হিন্দী : কানযুল উম্মাল : হাদিস : ২৮৬৮৬, ইমাম হাতেম : আত-তাফসীর : ২/১৩৮ পৃ., তিনি বলেন, উক্ত সনদটি দূর্বল,ইমাম ইরাকী, তাখরীজে ইহইয়াউল উলূম : ১/২৫ পৃ., তিনি বলেন, উক্ত সনদটি দূর্বল, ইবনে আসাকির : তারীখে দামেস্ক,ক : ২/৩১৫ পৃ.ইমাম আছেম : আস-সুনান : হাদিস : ১৪২,খতিবে বাগদাদ : কেফায়াতে উলুমুল হাদিস : ৪৮ পৃ.

-"হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, তোমরা বেশি বেশি করে আল্লাহর যিকির কর, যতক্ষণ পর্যন্ত না লোকেরা তোমাদেরকে পাগল বলে।"[১]

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! ইমাম সুয়ূতি বলেন, হাদিসটি 'হাসান', তিনি একজন মুজাদ্দিদ, আর আলবানী কী? সে একজন কট্টর বাতিল পন্থী। ইমাম হাকিম নিশাপুরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, হাদিসটি সহিহ। এমনকি ইমাম যাহাবীও তার কথার উপর ঐক্যমত পোষণ করেছেন। ইমাম ইবনে হিব্বান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন। এছাড়া এর সমর্থনে আরো একটি হাদিস পাওয়া যায়। যেমন–

وَعَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا حَتَّى يَقُولَ الْمُنَافِقُونَ: إِنَّكُمْ مُرَاءُونَ»

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (দঃ) ইরশাদ ফরমান, তোমরা বেশি করে যিকির কর। মুনাফিকরা দেখে যেন বলতে পারে তোমরা তাদের দেখানোর জন্য যিকির করছো।" [২]

---

১ ক. ইমাম জালালুদ্দীন সূয়তী : আল জামিউস সগীর : ১/২০৭ : হাদিস : ১৩৯৭,ইমাম আহমদ : আল মুসনাদ : ১৮/২১২পৃ., হাদিস:১১৬৭৪ তাঁর এই সনদে রাবি ইবনে লাহি'আহ রয়েছেন তাই সনদটি হাসান, এবং ১৮/১৯৫পৃ:হাদিসঃ ১১৬৫৩ তবে এই সনদে কোন দুর্বল রাবি নেই, ইমাম আবু ই'য়ালা : আল মুসনাদ : ২/৫২১ পৃ.হাদিস :১৩৭৬,ইমাম ইবনে হিব্বান : আস্-সহীহ : ৩/৯৯পৃ., হাদিস : ৮১৭,ইমাম হাকেম নিশাপুরী : আল মুস্তাদরাক : ১/৬৭৭ পৃ., হাদিস : ১৮৩৯,মতনটি তার, ইমাম বায়হাকী : শুয়াবুল ঈমান : ২/৬৪পৃ. হাদিস : ৫২৩, বায়হাকী, দাওয়াতুল কাবীর, ১/৮২পৃ. হাদিস,২১, ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি : জামিউল আহাদিস : ২/৫৭ পৃ. : ৩৮৫৭, ইমাম দায়লামী : মুসনাদিল ফিরদাউস : ১/৭২ পৃ. হাদিস : ২১২,মুত্তাকী হিন্দী : কানযুল উম্মাল : ১/৪১৪ পৃ., হাদিস : ১৭৪৮, ইমাম মুনযির : তারগীব : ২/২৫৬ পৃ., হাদিস : ২৩০৪,ইবনে রজব : জামিউল উলুম : ১/৪৪৪ পৃ.তাবরানী,কিতাবুদ্-দোয়া,১/৫২১পৃ.হাদিস,১৮৫৯, ইবনে শাহীন, আত্-তারগীব ফি ফাযায়েলে আ'মাল, ১/৫৬পৃ. হাদিস, ১৫৬, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত,লেবানন, হায়সামী,আল-মাকসাদুল উ'লা,৪/৩১৮পৃ. হাদিস,১৬২৪,হায়সামী,গায়াতুল মাকসুদ, ৪/২৮১পৃ. হাদিস,৪৫৬৭, ও মাযমাউদ যাওয়াইদ, ১০/৭৫পৃ. হাদিস,১৬৭৬১, ইবনে হাজার আসকালানী, ইতরাফুল মুসনাদ, ৬/৩৭৩পৃ. হাদিস,৮৬০২, দারুল ইবনে কাসীর,দামেস্ক,সাখাবী, মাকাসিদুল হাসানা, ১/১৩৮পৃ. হাদিস,১৪৬,তিনি ইমাম হাকিমের রায়কে মেনে নিয়েছেন, শায়খ ইউসুফ নাবহানী, ফতহুল কাবীর, ১/২১২পৃ. হাদিস,২৩০৯, শায়খ সুলায়মান বিন ফাসী, জামিউল ফাওয়াইদ, ৪/৪৫পৃ. হাদিস,৯২১৪, আযলূনী, কাশফুল খাফা, ১/১৮৬পৃ. হাদিস,৪৯৭, তিনি ইবনে হিব্বানের ও হাকিম নিশাপুরীর সহিহ বলা রায়কে মেনে নিয়েছেন, দরবেশ হুত, আস্-সুনানিল মুত্তালিব, ১/৬৫পৃ. শায়খ মুহাম্মদ মাহমুদ খলিল, মুসনাদে জা'মে, ৬/৪১৯পৃ. হাদিস,৪৫৫৩, ছা'লাভী, আত্-তাফাসীর, ৩/১১৭পৃ-১১৮পৃ. আলবানী, সিলসিলাতুস আহাদিসুস দ্বঈফাহ, ২/৯পৃ. হাদিস, ৫১৭,ও ১৪/১১৪৫পৃ. হাদিস,৭০৪২, দ্বঈফু জা'মেউস সগীর,১/১৫৬পৃ. হাদিস,১১০৮,

২ ক. ইমাম তাবরানী : মু'জামুল কবীর : ১২/১৬৯ পৃ., হাদিস : ১২৭৮৬, ইমাম আবু নঈম ইস্পাহানী : হুলিয়াতুল আউলিয়া : ৩/৮০ পৃ., ইমাম বায়হাকী : শু'আবুল ঈমান : ২/৬৪ পৃ., হাদিস : ৫২৪,শায়খ ইউসুফ নাবহানী, ফতহুল কাবীর,১/১৫৩পৃ. হাদিস,হাদিস,১৫৮২, ইমাম হায়সামী : মাযমাউদ-যাওয়ায়েদে : ১০/৭৬ পৃ. হাদিস,১৬৭৬২, ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী : জামেউস সগীর : ১/১০৪ পৃ.,

উক্ত হাদিসটির আরও একটি সনদ পাওয়া যায়। যেমন-

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الحَافِظُ، حدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الشَّعْرَانِيُّ، حدثنا جَدِّي، قَالَ: حدثنا أَبُو تَوْبَةَ، حدثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، حدثنا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَكْثِرُوا ذِكْرَ اللهِ حَتَّى يَقُولَ الْمُنَافِقُونَ: إِنَّكُمْ مُرَاءُونَ" "هَذَا مُرْسَلٌ" قَالَ الْحَلِيمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: "وَمِنْهَا مَا جَاءَ فِي لُزُومِ مَجَالِسِ الذِّكْرِ وَمُصَاحَبَةِ أَهْلِهِ" وَذَكَرَ بَعْضَ مَتْنِ الْحَدِيثِ

-"হযরত আবি জাওযাঈ (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, তোমরা বেশি বেশি করে যিকির কর, যতক্ষণ না পর্যন্ত মুনাফিকরা তোমাদের জিকির শুনে বলে তোমরা তাদের শুনানোর জন্য যিকির করছো।"[১]

হে আবু বকর আমার হাকীকত আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না

অনেক আহলে হাদিস মৌলভী উক্ত হাদিসটি সম্পর্কে বলেন কোন হাদীসের কিতাবে এরূপ হাদিস বর্ণিত বা সংকলিত হয়নি।

অথচ উক্ত হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে এভাবে - হযরত আবু বকর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদা আমাকে লক্ষ্য করে বলতে শুনেছি

يا ابا بكر والذى بعثنى بالحق لم يعلمنى حقيقة غير ربى-

-"হে আবু বকর! শুনে রেখো আমার হাকীকত আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না।"[২]

আজ পর্যন্ত কোন মুহাদ্দিস উক্ত হাদিস সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেন নি। তাই মুহাদ্দীসদের নীরবতা দ্বারা প্রমাণিত হয় উক্ত হাদিস নিঃসন্দেহে সহিহ।

হাদিস : ১৩৯৮, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল,১/৪১৫পৃ. হাদিস,১৭৫৬,আলবানী :দ্বঈফাহ : ২/১৫ পৃ., হাদিস : ৫১৬, তিনি বলেন হাদিসটি দূর্বল।

১. ক. ইমাম বায়হাকী : শু'আবুল ঈমান : ১/৩৯৭ পৃ., হাদিস : ৫২৭,মুনযির, তারগিব ওয়াত তারহীব, ২/২৫৬পৃ., হাদিস-২৩০৫, ইমাম হায়সামী : মাযমাউদ-যাওয়ায়েদে : ১০/৭৬ পৃ.,আযলূনী, কাশফুল খাফা, ১/১৮৭পৃ., হাদিস-৪৯৭, ইমাম মানাভী, ফয়যুল কাদীর, ২/৮৫পৃ. সাখাবী,মাকাসিদুল হাসানা,১/১৩৮পৃ. হা.দিস,১৪৬, দরবেশ হুত, আস্-সুনানিল মুত্তালিব, ১/৬৫পৃ. তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ১২/১৬৯পৃ. হাদিস,১২৭৮৬, শায়খ ইউসুফ নাবহানী, ফতহুল কাবীর,১/২১২পৃ. হাদিস,২৩০৮, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ১/৪১৪পৃ. হাদিস,১৭৫৪ ও ১/৪৩৯পৃ.হাদিস,১৮৯৭,

২ ক. ইমাম ফার্সী : মাতালেউল মুসাররাত : ১২৯পৃ.
খ. আল্লামা ইউসুফ বিন নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ৩/৬৭ পৃ.
গ. আল্লামা ইউসুফ বিন নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ২/২৫৫ পৃ.
ঘ. আল্লামা শায়খ ইউসুফ নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ২/১৫ পৃ.
ঙ. শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী : শরহুল ফতহুল গায়ব : ১/৩৪০ পৃ:

অপরদিকে উক্ত হাদীসের সমর্থনে আরেফীনকুল সম্রাট হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (ﷺ) বলেন,

غصت لجة المعارف طالبا للوقوف على عين حقيقة النبى صلى الله عليه وسلم : فإذا بينى وبينها ألف حجاب من نور ، لو دنوت من الحجاب الأول لاحترقت به كما تحترق الشعرة إذا القيت فى النار۔

-"আল্লাহর মারেফাতের (পরিচয়ের) সমুদ্রে আমি ডুব দিয়ে ছিলাম, তার কারণ হলো আমি যাতে রাসূল (ﷺ) এর হাকীকতের পরিচয় পেতে পারি। কী আশ্চর্য! আমি এ হাকীকতের মধ্যখানে আমার এবং রাসূল (ﷺ) এর মাঝে এক হাজার নূরের পর্দা প্রতিবন্ধক হয়ে গেল। যদি আমি এই নূরের পর্দা সমূহের প্রথম পর্দার নিকটে যাই তাহলে আমি জ্বলে ছাই হয়ে যাব, যেমনিভাবে একটি চুল আগুনের নিকট গেলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।" [১]

যে মুসলমানকে কষ্ট দিল সে যেন আমাকে কষ্ট দিল হাদিস প্রসঙ্গ

বিভিন্ন টিভি চ্যানেল ও পত্র পত্রিকায় অনেক বাতেলপন্থীরা উক্ত হাদিসটির ব্যাপারে দ্বঈফ বলেছেন, আবার কেউ জাল বানোওয়াট বলতেছে। হাদিসটি হল :

عن أنس رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله عليه وسلم مَنْ آذَى مُسْلِمًا فَقَدْ آذَانِي، وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ»

-"হযরত আনাস (ﷺ) হতে বর্ণিত রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন : যে মুসলমানকে কষ্ট দিল সে যেন আমাকেই কষ্ট দিল, আর যে আমাকে কষ্ট দিবে সে যেন আল্লাহকেই কষ্ট দিল। ইমাম তাবরানী (রহ.) তার মু'জামুল আওসাত গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণনা করেন।" [২]

ইমাম সূয়তি (রহ.) উক্ত হাদিসটিকে 'হাসান' পর্যায়ের হাদিস বলে উল্লেখ করেছেন। যেখানে একজন মুজাদ্দেদ, হাফিযুল হাদিস ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী (রহ.)

১ আল্লামা শায়খ ইউসুফ নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ৩/৬৭ পৃ:

২ তাবরানী, মু'জামুল আওসাত,৪/৬০পৃ. হাদিস,৩৬০৭,ও মু'জামুস সগীর,১/২৮৪পৃ. হাদিস,৪৬৮, মু'জামুল কাবীর, ৩/৪২পৃ. হাদিস,২৬২৭, বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, ৪/৪১৬পৃ. হাদিস,২৭৪১, হায়সামী, মাযমাউয যাওয়াউদ, ২/১৭৯পৃ. হাদিস,৩০৯২, তিনি বলেন,উক্ত সনদে 'কাসেম বিন মুতায়িব' কিছুটা ভুল করতেন, তার কারনে আমি বলবো সনদটি দ্বঈফ হবেনা বরং 'হাসান' হবে, ইমাম জালালুদ্দীন সূয়তী : জামেউস সগীর : ২/৫৪৭ হাদিস : ৮২৬৯, শায়খ ইউসুফ নাবহানী, ফতহুল কাবীর, ৩/১৩৫পৃ. হাদিস, ১১১৮৩, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ১৬/১০পৃ. হাদিস,৪৩৭০৩, আযলূনী, কাশফুল খাফা, ২/২৬০পৃ. হাদিস,২৩৪৯, ইরাকী, তাখরীজে ইহইয়াউল উলূম, ১/৪২৮পৃ. আলবানী, দ্বঈফু জামেউস সগীর, ১/৭৬৭পৃ. হাদিস,৫৩১৬

'হাসান' বা গ্রহণযোগ্য বলেছেন সেখানে আহলে হাদিস আলবানীর স্বীয় "রিয়াদুন নাযির" গ্রন্থের ১০১ নং হাদিস এ দ্বঈফ বলার কোন মূল্য নেই।

যে ব্যক্তি রমাদ্বানের শেষ দশদিন ই'তিকাফ করবে, সে দুটি হজ্জ ও উমরার সাওয়াব লাভ করবে ঃ-

প্রচলিত কিছু ইসলামী পত্রিকায় উক্ত হাদিসটি কোন কিতাবে পাওয়া যায় না বলে জাল বলে উল্লেখ করেছেন। অপরদিকে আহলে হাদীসের গুরু নাসিরুদ্দীন আলবানী তার "সিলসিলাতুল আহাদিসুদ দ্বঈফাহ" গ্রন্থের ২/১২ পৃষ্ঠায় হাদিস নং ৫১৮ এ উক্ত হাদিসকে মওদু বা জাল বলে উল্লেখ করেছেন।

অথচ উক্ত হাদীসের সনদে কোন মিথ্যাবাদী রাবী নেই তবে প্রত্যেক সনদে দুর্বল রাবী রয়েছেন। তাছাড়া হাদিসটির একাধিক সনদ রয়েছে। হাদিসটি হলো-

عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنِ اعْتَكَفَ عَشْرًا فِي رَمَضَانَ كَانَ كَحَجَّتَيْنِ وَعُمْرَتَيْنِ

-"হযরত হুসাইন ইবনে আলী (ﷺ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি রমযান মাসে দশদিন ই'তিকাফ করবে তার জন্য রয়েছে দুটি হজ্জ এবং দুটি উমরার সাওয়াব।" [১]

যদিও হাদিস 'হাসান' বা দ্বঈফ হোক ফাযায়েলে আমলের জন্য তা গ্রহণযোগ্য, যা আমি পূর্বেই কিতাবের শুরুতে বিস্তারিত আলোচনা করেছি, দেখার অনুরোধ রইলো। তাই প্রমাণহীন কারও কথা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কোন মুহাদ্দিস হাদিসটিকে মওদু বলেননি। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি(রহ.)তার কিতাবের ভূমিকায় বলেছেন যে, আমি উক্ত গ্রন্থে দ্বঈফ হাদিস সংকলন করেছি কিন্তু মওদু বা জাল নয়। অপরদিকে ইমাম মুনযিরও অনুরূপ বলেছেন। উক্ত প্রথম সূত্রকে ইমাম সুয়ুতী (রহ.) দূর্বল বলে উল্লেখ করেছেন। ইমাম তাবরানী (রহ.) ও ইমাম যাহাবী (রহ.) অপর আরেকটি দূর্বল সনদ উল্লেখ করেছেন। তা হল-

১ ক. ইমাম বায়হাকী : শুয়াবুল ঈমান : ৫/৪৩৬ : হাদিস : ৩৬৮০,ইমাম সূয়তী : জামেউস সগীর : ২/৫৭৫ : হাদিস : ৮৪৭৯, ইমাম মুনযির : আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব : ২/৯৬ : হাদিস : ১৬৪৯, আল্লামা ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউদ যাওয়াইদ : ৩/১৭৩, বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, ৫/৪৩৬পৃ. হাদিস,৩৬৮১, শায়খ ইউসুফ নাবহানী, ফতহুল কাবীর, ৩/১৫৬পৃ. হাদিস,১১৪৫, মুত্তাকি হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৮/৫৩০পৃ. হাদিস,২৪০০৬,ও ৮/৫৩০পৃ. হাদিস, ২৪০০৮, শায়খ আলবানী, দ্বঈফু জামে, হাদিস,৫৪৫১,ও দ্বঈফাহ,২/১০পৃ. হাদিস,৫১৮, তিনি বলেন হাদিসটি জাল, কিন্তু আমি বলবো তার জাল বলাটা এক পয়সার মূল্য নেই। জালালুদ্দীন সুয়ূতি, জামিউল আহাদিস, ২০/৯পৃ. হাদিস,২১৩৫৭।

عثمان الطرائفي، حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن، عن محمد بن سليمان، عن علي ابن الحسين، عن أبيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتكف عشرا في رمضان عدلن بحجتين وعمرتين-

-"হযরত আনবাসা বিন আব্দুর রহমান (রহ.)এর সূত্রে হযরত আলী বিন হুসাইন (রাঃ)থেকে তিনি তার পিতা থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি রমযান মাসে দশদিন ই'তিকাফ করবে তার জন্য রয়েছে দুটি হজ্জ এবং দুটি উমরার সাওয়াব।" [১]

প্রমাণিত হল হাদিসটি ইমাম বায়হাকী ও তাবরানীর দুটি সনদ দ্বারা কমপক্ষে 'হাসান' হওয়ার মর্যাদা রাখে।

মিসওয়াক করে নামাজ পড়লে ৭০ গুণ বেশি সাওয়াব পাওয়া যায় হাদিস প্রসঙ্গ ঃ-

বর্তমানে কিছু আহলে হাদিসরা বলতেছে যে, মিসওয়াক করা সুন্নাত কিন্তু মিসওয়াক করে নামায পড়লে সাওয়াব বৃদ্ধি সংক্রান্ত কোন সহিহ হাদিস বর্নিত হয়নি আর যা বর্নিত আছে সবই নাকি জাল অথবা দুর্বল। তাই তার জবাবে কিছু হাদিস পাঠকের সামনে তুলে ধরলাম।

প্রথম হাদিস :

وَعَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: " «فَضْلُ الصَّلَاةِ بِسِوَاكٍ عَلَى الصَّلَاةِ بِغَيْرِ سِوَاكٍ سَبْعِينَ صَلَاةً» ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَأَبُو يَعْلَى وَقَدْ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

-"উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন, মেসওয়াক করে নামায পড়া মেসওয়াক না করে নামায পড়া হতে সত্তর গুণ উত্তম। ইমাম হাইসামী বলেন, ইমাম আহমদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি), ইমাম বায্যার (রহমাতুল্লাহি আলাইহি), ইমাম আবু ই'য়ালা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁদেও স্বস্ব 'মুসনাদে' আর ইমাম হাকিম নিশাপুরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর 'আল-মুস্তাদরাক' গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণনা করেন আর তিনি বলেন, হাদিসটির সনদ সহিহ।"[২]

দ্বিতীয় হাদিস :

১ ক. ইমাম যাহাবী : মিযানুল ই'তিদাল : ৩/২৯১ পৃ., রাভী নং- ৬৯৫৭, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বৈরুত।
খ. আল্লামা হায়সামী : মাযমাউদ যাওয়ায়েদ : ৩/১৩৭ পৃ.
গ. ইমাম তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, ১/১৯৩।

২ ইমাম হায়সামী : মাযমাউদ যাওয়ায়েদ : ২/৯৮ পৃ. হাদিস : ২৫৫৪, মাকতুবাতুল কুদসী,কাহেরা,মিশর, হাকিম নিশাপুরী,আল-মুস্তাদরাক,১/২৪৪পৃ.হাদিস,৫১৫,বায্যার,আল-মুসনাদ, ১৮/১৪৫পৃ. হাদিস,১০৮।

عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «رَكْعَتَانِ بِسِوَاكٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ-قال الهيثمى: رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.

-"হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন, মেসওয়াক করে দুই রাকাত নামায পড়া মিসওয়াক ছাড়া সত্তর রাকাত নামাজের চেয়ে উত্তম। ইমাম ইবনে হাযার হাইসামী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,ইমাম বায্যার (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর আল-মুসনাদ গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আর সনদের সমস্ত রাবী সিকাহ বা বিশ্বস্ত।" [১]

অতএব সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হল মেসওয়াকে নামায ৭০ গুণ সাওয়াব বৃদ্ধি হয়। এ সম্পর্কে জানতে হলে মাযমাউয যাওয়াইদ, মাকাসিদুল হাসানা এই কিতাবগুলো দেখুন। [২]

নাসিরুদ্দিন আলবানী বিনা প্রমাণে তার দ্বঈফ্ জামে হাদিস নং ৩১২৮ এ উক্ত হাদিসকে দ্বঈফ বলেছেন, অথচ ইমাম হাকিম, ইমাম আবু ই'য়ালা ও ইমাম হাইসামী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) উক্ত হাদিসটি সহিহ বলেছেন। তাই নাসিরুদ্দিন আলবানী বর্তমান যুগের বাতিল পন্থী আহলে হাদিসদের মুহাদ্দিস তার রায় কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়।

তৃতীয় হাদিস : ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার প্রসিদ্ধ হাদিস গ্রন্থ জামিউস সগীরে ১/৩৩২ পৃষ্ঠায় ইমাম দারে কুতনীর সূত্রে আরেকটি হাদিস বর্ণনা করেন,

عن أم الدرداء قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ركعتان بسواك خير من سبعين ركعة بغير سواك- رواه الدارقطنى وقال السيوطى هذا حديث حسن-

-"হযরত উম্মে দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন : মেসওয়াক করে দু রাকাত নামায আদায় করা, মেসওয়াক ছাড়া সত্তর রাকাত নামায আদায় হতে বেশি উত্তম বা বেশি সাওয়াব।"

ইমাম দারেকুতনী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর সুনান গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণনা করেন। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, হাদিসটির সনদ 'হাসান'। [১] সুতরাং বলতে চাই, ইমাম সুয়ূতির চেয়েও উক্ত ভ্রান্তরা কি বড় মুহাদ্দিস হয়ে গেলেন?

১ আল্লামা ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউদ যাওয়াইদ : ২/৯৮ পৃ.ও কাশফুল আশতার,১/২৪৫পৃ.হাদিস,৫০৩।

২ ক. ইমাম হায়সামী: মাযমাউদ যাওয়াইদ : ২/৯৮-৯৯ পৃ
খ. ইমাম আব্দুর রহমান সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ২৯৮ পৃ

চতুর্থ হাদিস : ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতি (রাহিমাহুল্লাহ) তার উক্ত গ্রন্থে অন্য সনদের আরেকটি হাদিস সংকলন করেছেন এভাবে-

عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صَلَاةٌ بِسِوَاكٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ صَلَاةً بِغَيْرِ سواك- رواه ابن زنجويه والسيوطى فى جامع الصغير: ٢٨٠/٢ رقم الحديث: ٥١٠٠

-"হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মিসওয়াক করে নামায পড়বে সে ৭০ গুণ বেশি সাওয়াব পাবে। উক্ত হাদিসটি ইমাম ইবনে যানযুইয়া (রাহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন।"[২]

পঞ্চম হাদিস : আল্লামা জালালুদ্দীন সূয়ুতী (রাহিমাহুল্লাহ) আরেকটি সনদে এ হাদিস সংকলন করেছেন,

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: " فَضْلُ الصَّلَاةِ بِالسِّوَاكِ، عَلَى الصَّلَاةِ بِغَيْرِ سِوَاكٍ، سَبْعِينَ ضِعْفًا– وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي

-"হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, মিসওয়াক করে নামায পড়া মিসওয়াকবিহীন নামাযের চেয়ে ৭০ গুণ বেশি সাওয়াব পাবে।' ইমাম আহমদ (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর "আল মুসনাদ" গ্রন্থে ও ইমাম হাকিম নিশাপুরী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর "আল মুস্তাদরাক" গ্রন্থে বর্ণনা করে বলেন, হাদিসটি সনদের দিক দিয়ে বিশুদ্ধ। ইমাম সুয়ুতী (রাহিমাহুল্লাহ)ও বলেন, হাদিসটি সহিহ।"[৩]

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল উক্ত হাদীসের ব্যাপারে বিজ্ঞ ইমামগণ সহিহ মতামত দিয়েছেন। আহলে হাদিস নাসিরুদ্দীন আলবানী উক্ত সহিহ হাদিসটিকে তার "সিলসিলাল আহাদিসুদ্-দ্বঈফা" এর ১৫০৩ নংএ দ্বঈফ হাদিস হিসেবে উল্লেখ করেছেন, তাই তার নিজস্ব মতামত কখনও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না;আর সহজেই বুঝা গেল তার এ কথার কোন ভিত্তি নেই।

১ ইমাম জালালুদ্দীন সূয়তী : জামেউস সগীর : ১/৩৩২ হাদিস : ৪৪৬৬,ও জামিউল আহাদিস,১৩/১৪৩পৃ.হাদিস,১২৭৭৩।

২ ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী : জামেউস সগীর: ২/২৮০ হাদিস নং: ৫১০০

৩ মুসনাদে আহমদ,৪৩/৩৬১পৃ.হাদিস:২৬৩৪০, হাকিম নিশাপুরী,আল-মুস্তাদরাক, ১/২৪৪পৃ. হাদিস,৫১৫, বায়হাকী, আস্-সুনানিল কোবরা, ১/৬১পৃ. হাদিস ১৫৯, বায্যার,আল-মুসনাদ, ১৮/১৪৫পৃ. হাদিস,১০৮, বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, ৪/২৭৯পৃ. হাদিস,২৫১৮,আবু ই'য়ালা,আল-মুসনাদ, ৮/১৮২.পৃ. হাদিস,৪৭৩৮, ইবনে খুযায়মাহ,আস্-সহিহ,১/৭১পৃ.হাদিস,১৩৭,ইবনে মুলাক্কীন,বদরুল মুনীর,২/১৫পৃ.সুয়ূতি : জামেউস সগীর: ২/৪৩৬ পৃ.হাদিস,৫৮৫৭

তোমরা মুমিনদের অন্তর দৃষ্টিকে ভয় কর, কেননা তারা আল্লাহর নূর দ্বারা দেখে- হাদিস প্রসঙ্গে ঃ

প্রচলিত কিছু নামধারী ইসলামী পত্রিকায় ও টিভি চ্যানেলে আল্লাহর ওলীগণ কাশফে অনেক কথা জানতে পারে বলে বিশ্বাস করলে কুফরী হবে বলে থাকে।

তারপর উক্ত হাদিসটি তারা ইমাম তিরমিযীর বরাতে গরীব হাদিস বলে উড়িয়ে দেয়। অথচ ইমাম তিরমিযীর হযরত আবু সাঈদ খুদরীর একটি সনদ ছাড়াও বহু সনদ পাওয়া যায়, তাই তার এই গরীব বলাটা ভুল বলে বিবেচিত,কেননা এই হাদিসটি প্রায় ১০জন সাহাবি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আহলে হাদিস আলবানী তা জানার পরও ইচ্ছা করে সত্যকে গোপন করেছে, আর সে তার সিলসিলাতুল আহাদিসুদ্-দ্বঈফাহ'র হাদিস নং ১৮২১এ হাদিসটি দ্বঈফ বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল।

প্রথম হাদিস ঃ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللهِ،

-'তোমরা মুমিন বান্দার অন্তরদৃষ্টিকে ভয় কর, কেননা তারা আল্লাহর নূর দ্বারা দেখে থাকেন।"[১]

১ ক. ইমাম বুখারী, তারীখুল কাবীর,৭/৩৫৪পৃ.হাদিস,১৫২৯, সুয়ূতি : আল জামেউস সগীর : ১/২৯ পৃ.: হাদিস : ১৫১, জামিউল আহাদিস,১/৩৩৪পৃ. হাদিস,৫৩১, ইমাম তিরমিযী : আস-সুনান : কিতাবুত-তাফাসীর : সূরা হিযর : ৫/১৪৯পৃ.হাদিস: ৩১২৭,ইমাম সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ৩৮ পৃ. হাদিস : ২৩,আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ১/৩৫ পৃ. হাদিস : ৮০,আহলে হাদিস নাসিরুদ্দীন আলবানী : দ্বঈফাহ : ৩/১৪২ পৃ.,ইমাম আবু নুঈম : হুলিয়াতুল আউলিয়া : ৪/৯৪ পৃ.,ইমাম তাবরানী : মু'জামুল কবীর : ৮/১২১ পৃ. হাদিস :,ও মু'জামুল আওসাত,৮/২৩পৃ.হাদিস,৭৮৪৩,আবু নুঈম ইস্পহানী,আল-তিব্বুল নববী,১/২০৪পৃ.হাদিস,৬৩,ও ১/২০৪পৃ.হাদিস,৬৪, ও ১/২০৪পৃ. হাদিস,৬৫, হযরত আবু উমামার সূত্রে,তাঁর অপর গ্রন্থ হুলিয়াতুল আওলিয়া, ১০/২৮১পৃ.,ইমাম যুবাইদী উত্তাহাদুস-সা'দাতুল মুত্তাকীন : ৬/৫৪৪ পৃ.,আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী : আদ-দুররুল মানসুর : ৪/১০৩ পৃ.,আল্লামা ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউদ যাওয়ায়েদ :,আল্লামা মানবী : ফয়জুল কাদীর : ১/১৪২ পৃ. হাদিস : ১৫১,শায়খ উসায়িদ আব্দল্লাহ আসাদী,আল-মুকতাছারুল নসীহ,১/১৮পৃ.হাদিস,১৬, হাসকাফী,মুসনাদে আবি হানিফাহ, খালেদ বিন সালেম নিশাপুরী (ওফাত.৪১২পৃ.), আল-আরবাঈন ফিল তাসাউফ, ১/১৪পৃ. হাদিস,৩৫ ও ১/৯০পৃ. ইমাম ইবনে আছির, জামিউল উসূল, ২/২০৫পৃ. হাদিস,৬৮৪, সুয়ূতি,আব্দরুল মুনতাসিরাহ, ১/৪৩পৃ, হাদিস,৩, শায়খ ইউসুফ নাবহানী, ফতহুল কাবীর,১/৩৬পৃ. হাদিস,২৪৩, ও ১/৪৭পৃ. হাদিস,৩৮৫, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল,১১/৮৮পৃ. হাদিস,৩০৭৩,সুলাইমান বিন ফাসী, জামিউল ফাওয়াইদ,৩/১৫৩পৃ.হাদিস,৭০৩৭, দরবেশহুত, আস্-সুনানিল মুত্তালিব, ১/২৮পৃ. হাদিস,৪৮ তিনি বলেন হাদিসটি 'হাসান', ইবনে যওজী, সিফাতুস্-ছাফা,২/১২৬পৃ.

ইমাম তিরমিযী (রহ.) এর গরীব বলার উপর নির্ভরশীল হওয়া যাবে না, কেননা শুধু একজন মুহাদ্দিসের মতামতের বা সনদ বিচার বিশ্লেষণের উপর নির্ভরশীল হওয়া যাবে না, ইমাম তিরমিযীর নিকট একজন সাহাবির সনদ পৌছেছে তাই তার নিকট সনদটি গরীব; তাই বলে কী অন্য অনেক সনদ পাওয়ার পরেও সনদটি গরীবই থেকে যাবে নাকি? হাদিসটি প্রায় ১০জন সাহাবি থেকে বর্ণিত।

দ্বিতীয় হাদিস ঃ এ হাদিসটির আরেকটি সূত্র পাওয়া যায় যেমন-

حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «احْذَرُوا دَعْوَةَ الْمُؤْمِنِ وَفِرَاسَتَهُ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللهِ وَيَنْظُرُ بِالتَّوْفِيقِ»—

-"হযরত ওয়াহ ইবনে মুনাব্বাহ (রহ.) তিনি হযরত তাউস (রহ.) হতে তিনি হযরত সাওবান (রা.) হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (দ.) বলেন, তোমরা মু'মিনদের (ওলীদের) অন্তদৃষ্টিকে ভয় কর, কেননা তারা আল্লাহর নূর দ্বারা দেখে এবং তারা আল্লাহর দেয়া ক্ষমতা বলে,দেখে বলে।"[১]

তৃতীয় হাদিস ঃ এ বিষয়ে অনুসন্ধান করে আরেকটি সনদ পাওয়া যায় যেমন তা হলো-

مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ»

-'তোমরা মুমিন বান্দার অন্তরদৃষ্টিকে ভয় কর, কেননা তারা আল্লাহর নূর দ্বারা দেখে থাকেন।"[২] এ হাদিসটির সনদকে ইমাম হাইসামী 'হাসান' বলেছেন।"[১]

১ আবু নুঈম ইস্পাহানি, হুলিয়াতুল আওলিয়া, ৪/৮১পৃ.ও তার অপর গ্রন্থ আর-আরবাঈন আ'লা মাযহাবিল মুহাক্কাকি মিনাল সূফিয়া,১/১০৫পৃ.হাদিস,৫৫, আবু শায়খ ইস্পাহানী, তবকাতুল মুহাদ্দিসীন, ৩/৪১৯পৃ. ইমাম সুয়ূতি, জামেউল আহাদিস, ১/৪৭৫পৃ. হাদিস,৭৬১, ইমাম তবারী, আল-জামিউল বায়ান ফি তাফসীরুল কোরআন,১৪/৪৭পৃ.

২ ক.সূয়তী : আল জামেউস সগীর : ১/২৯ : হাদিস : ১৫১, জামিউল আহাদিস, ১/৩৩৪পৃ. হাদিস,৫৩১, ইমাম সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ৩৮ পৃ. হাদিস : ২৩, আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ১/৩৫ পৃ. হাদিস : ৮০, আহলে হাদিস নাসিরুদ্দীন আলবানী : সিল.. দ্বঈফাহ : ৩/১৪২ পৃ.হাদিস,১৮২১, ইমাম তাবরানী : মু'জামুল কবীর : ৮/১০২ পৃ. হাদিস,৭৪৯৭ ও মু'জামুল আওসাত, ৩/৩১২পৃ. হাদিস,৩২৫৪, আবু নুঈম ইস্পহানী, আল-তিব্বুল নববী, ১/২০৪পৃ. হাদিস,৬৩, ও ১/২০৪পৃ. হাদিস,৬৪,ও ১/২০৪পৃ.হাদিস,৬৫পৃ. ও হুলিয়াতুল আওলিয়া, ৬/১১৮পৃ., ইমাম যুবাইদী উত্তাহাদুস-সা'দাতুল মুত্তাকীন : ৬/৫৪৪ পৃ.,আল্লামা মানাবী : ফয়জুল কাদীর : ১/১৪২ পৃ. হাদিস : ১৫১,সুয়ূতি,আদ্দুররুল মুনতাসিরাহ,১/৪৩পৃ, হাদিস,৩, শায়খ ইউসুফ নাবহানী, ফতহুল কাবীর, ১/৩৬পৃ. হাদিস,২৪৩, ও ১/৪৭পৃ. হাদিস,৩৮৫, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ১১/৮৮পৃ. হাদিস, ৩০৭৩, দরবেশহুত,আসনাল মুনানিল মুত্তালিব, ১/২৮পৃ. হাদিস,৪৮, ইমাম কুদায়ী, মুসনাদে শিহাব, ১/৩৮৭পৃ. হাদিস,৬৬৩, ইমাম ইবনুল বার্, জামিউল বায়ানুল ইলমে ওয়া ফাদ্বলিহী, ১/৬৭৭পৃ. হাদিস, ১১৯৭, হাকিম তিরমিযী, নাওয়ারিদুল উসূল ফি আহাদিসুর রুসূল, ৩/৮৬পৃ. ইবনে কাসীর, জামিউল মাসানিদ ওয়াল সুনান, ৮/৫১৬পৃ. হাদিস,১০৮৬১, হায়সামী, মাযমাউদ যাওয়াউদ, ১০/২৬৮পৃ. হাদিস,১৭৯৪০,

চতুর্থ হাদিস ঃ অনুরূপ মতনে (শব্দে) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হতে আরেকটি সনদ বর্ণিত আছে।"[২]

পঞ্চম হাদিস ঃ এ ব্যাপারে মাকতু সূত্রে শক্তিশালী সনদে একটি হাদিস বর্ণিত আছে যেমন-

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: «إِيَّاكُمْ وَفِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ»

-"হযরত হাসান বসরী (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন 'তোমরা মু'মিনের দূরদৃষ্টি থেকে বেচে থাক,কেননা তারা আল্লাহর নুর দ্বারা দেখে।"৩ এ সনদটি অনেক শক্তিশালী।

৬ষ্ঠ হাদিস ঃ এ বিষয়ে প্রথম হাদিসটির ন্যায় হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে একটি সনদে বর্ণিত আছে।৪

৭ম হাদিস ঃ এ বিষয়ে প্রথম হাদিসটির ন্যায় হযরত আবু দারদা (রা.) থেকে একটি সনদে বর্ণিত আছে।৫

৮ম হাদিস ঃ এ বিষয়ে আরেকটি হাদিস পাওয়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত,রাসুল (সা.) বলেন,

الْمُؤمن ينظر بنور الله عز وَجل الَّذِي خلق مِنْهُ

-"মু'মিন সে নুর দ্বারা দেখে যে নুর দ্বারা তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।"[৬] ইমাম আযলূনী (রহ.) বলেন;

رواه الديلمى عن ابن عباس رضى الله عنه رفعه

-"ইমাম দায়লামী (রহ.) তার "মুসনাদিল ফিরদাউস" গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)হতে মারফূ (যা রাসূল (সা.) পর্যন্ত প্রসারিত) সূত্রে বর্ণনা

১ হায়সামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ১০/২৬৮পৃ. হাদিস,১৭৯৪০

২ ক. আবু নুঈম ইস্পাহানী, হুলিয়াতুল আওলিয়া, ৪/৯৪পৃ. সাখাবী, মাকাসিদুল হাসানা, ১/৫৯পৃ. হাদিস, ২৩, শায়খ ইউসুফ নাবহানী, ফতহুল কাবীর, ১/৩৬পৃ. হাদিস,২৪৩, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ১১/৮৮পৃ. হাদিস, ৩০৭৩, জালালুদ্দীন সুয়ূতি, জামিউল আহাদিস, ১/৩৩৪পৃ. হাদিস,৫৩১, ইমাম ত্বাবারী, আত্-তাফাসীর, ১৪/৪৬পৃ. ইবনে আদি,আল-কামেল, ৪/২০৬পৃ.নং ১০১৫, আব্দুল্লাহ বিন ছালেহ এর জিবনীতে,খতিবে বাগদাদী,তারীখে বাগদাদ,৫/৯৯পৃ.

৩ ইমাম আব্দুর রাজ্জাক,জামে মা'মার বিন রাশেদ,১০/৪৫১পৃ.হাদিস,১৯৬৭৪

৪ ইমাম আবিল হুসাইন বিন বিশরান,মাজালিসানে মিন আমালি,১/২২৭পৃ.হাদিস,২০

৫ ইমাম সাখাবী, মাকাসিদুল হাসানা, ১/৫৯পৃ. হাদিস,২৩

৬ ইমাম দায়লামী : মুসনাদিল ফিরদাউস : ৪/১৭৮পৃ. হাদিস,৬৫৫২, আযলূনী , কাশফুল খাফা,২/২৬৪ পৃষ্ঠা, হাদিস,২৭০০,

করেন।"এ হাদিসটি সম্পর্কে কিতাবের শেষের দিকে বিস্তারিত আলোকপাত করা হবে। তাই সর্বশেষ বলতে চাই এ হাদিসটি মোটামুটি মুতাওয়াতির পর্যায়ের মর্যাদা রাখে,আর এ পর্যায়ের হাদিসকে অস্বীকার করা কফুরী পর্যায়ের।

দোয়া হল ইবাদতের মগজ বা দোয়া হল ইবাদত হাদিস প্রসঙ্গে

প্রচলিত কিছু পত্রিকায় এবং নাসিরুদ্দিন আলবানী উক্ত হাদিসটিকে দ্বঈফ কেউ আবার মওদ্বু বা বানোয়াট হাদিস বলেও বেড়ায়। [১]

عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الدُّعَاءُ مُخُّ العِبَادَةِ»:

-"হযরত আনাস বিন মালিক (ﷺ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, দোয়া হল ইবাদতের মগজ স্বরূপ।" [২] এ হাদিসটিতে সমালোচিত রাবি 'ইবনে লাহি'আহ' রয়েছেন আমি কিতাবের শুরুতে আলোকপাত করেছি যে, উক্ত রাবির হাদিস হাসান পর্যায়ের। এ সমর্থনে হাদিস পাওয়া যায়-

عَنْ النُّعْمَان بْن بَشِير، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الدُّعَاءُ هُوَ العِبَادَةُ- وقال الترمذى«هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» قال الحاكم إسناده صحيح

-'হযরত নু'মান বিন বশির (ﷺ) হতে বর্ণিত রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন: দোয়া হলো একটি ইবাদত।" [৩]

---

১ আহলে হাদিস নাসিরুদ্দীন আলবানী : রওজুন-নাযির : ২/২৮৯ পৃ.

২ ক. ইমাম তিরমিযী : আস সুনান : ৫/৪৫৬ : কিতাবুত দাওয়াত, হাদিস : ৩৩৭১, ইমাম জালালুদ্দীন সূয়তী : জামেউস সগীর : ১/৬৫৪ : হাদিস : ৪২৫৬, সূয়তী, জামেউল আহাদিস : ৪/৩৬০পৃ.হাদিস : ১২১৬০,ইমাম দায়লামী : আল ফিরদাউস : ২/২২৪ পৃ: হাদিস : ৩০৮৭, ইমাম হাকেম তিরমিযী : নাওয়ারিদুল উসূল : ২/১১৩ পৃ:,ইমাম মুনযির : তারগিব আত তারহীব : ২/৩১৭ পৃ: হাদিস : ২৫৩৪,আল্লামা ইবনে রজব : জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম : ১/১৯১ পৃ:, খতিব তিবরিযী : মিশকাত : কিতাবুত দাওয়াত : ২/৪১৯ পৃ. হাদিস : ২২৩১,আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : কিতাবুত দাওয়াত : ৫/১২০ পৃ. হাদিস : ২২৩১,তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, ৩/২৯৩পৃ. হাদিস:৩১৯৬, তাবরানী,কিতাবুদ-দোয়া, ১/২৪পৃ. হাদিস,৮, ইবনে আছির, জামিউল উসূল,৯/৫১১পৃ. হাদিস,৭২৩৭, মিযযী,তুহফাতুল আশরাফ বি মা'রিফাতুল আতরাফ, ১/৮০পৃ. হাদিস,১৬৫, শায়খ ইউসুফ নাবহানী,ফতহুল কাবীর, ২/১০৯পৃ. হাদিস,৬৩৮৬, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল,২/৬২পৃ.হাদিস,৩১১৪,

৩ ক. ইমাম আবু দাউদ : আস-সুনান : কিতাবুস-সালাত : ২/৭৬ পৃ. হাদিস : ১৪৭৯
খ. ইমাম তিরমিযী : আস-সুনান : ৪/২৭৯ পৃ. হাদিস : ৪০৪৯
গ. ইবনে মাজাহ : আস-সুনান : ২/১২৫ পৃ. হাদিস : ৩৮২৮
ঘ. ইবনে হিব্বান : আস-সহীহ : ৩/১৭২ পৃ. হাদিস : ৮৯০
ঙ. ইমাম হাকেম, আল মুস্তাদরাকে : ২/৫০ : হাদিস : ১৮০২
চ. ইমাম জালালুদ্দীন সূয়তী : জামেউস সগীর : ১/৬৫৪ : হাদিস : ৪২৫৫
ছ. ইমাম আহমদ : আল মুসনাদ : ৪/২৬৭ পৃ.
জ. ইমাম তিরমিযী : আস-সুনান : কিতাবুত তাফসীর : ৫/৩৭৪ পৃ. হাদিস : ৩২৪৭
ঝ. ইমাম তিরমিযী : আস-সুনান : কিতাবুত তাফসীর : ৫/২১১ পৃ. হাদিস : ২৯৬৯
ঞ. ইমাম নাসায়ী : আস-সুনানুল কোবরা : ৬/৪৫০ পৃ. হাদিস : ১১৪৬৪

উক্ত হাদিসটিকে ইমাম হাকিম নিশাপুরী ও সুয়ূতি তাঁদের স্ব-স্ব গ্রন্থে সহিহ বলেছেন। এ ব্যাপারে হযরত আবু হুরায়রা (ﷺ) হতে বর্ণিত, أَشْرَفُ العِبَادَةِ الدُّعاءُ -"রাসুল (দ.) ইরশাদ ফরমান শ্রেষ্ঠ ইবাদাত হলো দোয়া।" [১] এ হাদিসটিতেও 'ইবনে লাহিআ'হ' রাবি রয়েছেন তাই হাদিসটি সহিহ হতে অসুবিধা থাকলেও 'হাসান' হাদিস হওয়াতে কোন অসুবিধা নেই।

প্রথম হাদিসটি ইমাম তিরমিযি গরীব বলেছেন। কিন্তু আমি বলবো হাদিসটি যেহেতু ৩ জন বর্ণনাকারী দ্বারা বর্ণিত হয়েছে সেহেতু হাদিসটি গরীব পর্যায়ের নয়। আর গরীব হাদিসের সনদ অনেক সময় সহিহ পর্যায়ের হয়ে থাকে, গরীব হাদীসের মাঝে অনেক ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী বর্ণনাকারী থাকে না,সে অনুযায়ী এ হাদিসের ক্ষেত্রেও তা হয়েছে। আহলে হাদিস নাসিরুদ্দিন আল বানী তার রিয়াদ্ব নাজির ২/২৮৯ পৃষ্ঠা হাদিসটিকে দ্বঈফ বলেছেন। আলবানী দ্বঈফ বলার কারণ হিসেবে "ইবনে লাহিআ'হ" রাবিকে দায়ী করেছেন। আমি 'ইবনে লাহিয়াহ' এর বিশ্বস্ততা সম্পর্কে শবে বরাতের ৭নং হাদীসে এবং কিতাবের শুরুতে 'সনদে একজন রাবি সাধারন দ্বঈফ হলে হাদিস দ্বঈফ হওয়া শর্ত নয়' শিরনামে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তাই হাদিসটি কমপক্ষে 'হাসান' হওয়ার মর্যাদা রাখে। আর দ্বিতীয় হাদিস সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী নিজেই বলেন, হাদিসটি 'হাসান', সহিহ। এমনকি আলবানী তার সহীহুল আবি দাউদ এর ১৩২৯ নং হাদীসে বলেন, হাদিসটি সহিহ।

*নবীগনের যিকির ইবাদাত ও ওলীগনের আলোচনা গুনাহের কাফ্ফারাঃ

অনেকেই উক্ত হাদিসকে জাল বা বানোওয়াট বলে থাকে যেমন আহলে হাদিস নাসিরুদ্দিন আলবানী সিলসিলাতুল আহাদিসুদ্-দ্বঈফাহ গ্রন্থে ৪/৪৮২ পৃ. হাদিস : ১৯৩২ এ বলেন, হাদিসটি মওদ্বু বা বানোওয়াট। তাছাড়া অনেকে টিভি চ্যানেলেও হাদিসটিকে জাল বানোয়াট বলে বেড়ায়। হযরত মু'য়ায ইবনে জাবাল (ﷺ) হতে বর্ণিত-

---

ট. ইমাম আবু ই'য়ালা : আল'মুজাম : ১/২৬২ পৃ. হাদিস : ৩২৮
ঠ. ইমাম তায়লসী : আল-মুসনাদ : ১/১৮০ পৃ. হাদিস : ৮০১
ড. খতিব তিবরিযী : মেশকাত : কিতাবুত দাওয়াত : ২/৪১৯ পৃ. হাদিস : ২২৩০

১ ইমাম বুখারী, আদাবুল মুফরাদাত, ১/৬৬পৃ. হাদিস,৭১৩, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ২/৬২পৃ. হাদিস:৩১১৫, শায়খ ইউসুফ নাবহানী, ফতহুল কাবীর, ১/১৭৭পৃ. হাদিস : ১৮৭১, সালিম জার্রার, মুসনাদে জা'মে, ১৭/৭১৩পৃ. হাদিস:১৪৩৬, আহলে হাদিস নাসিরুদ্দীন আলবানী : দ্বঈফু আদাবুল মুফরাদ, হাদিস :৭১৩।

ذِكْرُ الأَنْبِيَاءِ مِنَ العِبَادَةِ وذِكْرُ الصَّالِحِينَ كَفَّارَةٌ وَذِكْرُ المَوْتِ صَدَقَةٌ وَذِكْرُ القَبْرِ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ الجَنَّةِ -"রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন : নবীগণের যিকির হলো ইবাদত, সালেহীনদের (ওলীদের) যিকির হলো গুনাহের কাফ্ফারা, মওতের যিকির বা স্মরণ হলো সদকার সমতুল্য, কবরের কথা যিকির বা স্মরণ করলে তা তোমাদেরকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে দেবে।"[১]

হাদিসটিকে আলবানী ব্যতীত আজ পর্যন্ত আর কোন মুহাদ্দিস জাল বলেননি। উক্ত হাদিসটি নবী ও ওলীদের ফযীলতের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে, তাই দ্বঈফ সনদেও হলেও তা হাদিস ফাযায়েলে আমলের জন্য গ্রহণযোগ্য, যা আমি কিতাবের শুরুতে আলোচনা করে এসেছি। আর ইমাম সুয়ূতি (রহ.) উক্ত কিতাবের শুরুতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মিথ্যাবাদী রাবী এবং জাল হাদিস বর্ণনা হতে এ গ্রন্থকে (জামেউস সগীরকে) হেফাজত করবেন। তবে সনদটি যে দুর্বল তাতে কোন সন্দেহ নেই, কেননা উক্ত সনদে একজন রাবি রয়েছেন যার নাম 'মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন আশআত' রয়েছেন ইমাম দারেকুতনী, যাহাবী, ইবনে আদি প্রমুখগন দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন। (সূত্র:মানাবী, ফয়যুল কাদীর,৩/৫৬৪পৃ.)

যারা জ্ঞান অর্জন করে তাদের জন্য ফিরিশতারা পাখা বিছিয়ে দেন

অনেক মৌলভী সাহেব ওয়ায-মাহফিলে বলে থাকেন এটা নাকি কোন হাদিস নয়, এটা ওলী বা সুফিদের কথা। আবার অনেকে টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে বলে এটা জাল হাদিস। তাদের কাছে আমার প্রশ্ন কোন মুহাদ্দিস হাদিসটিকে জাল বলেছেন?

১। ইমাম হাফেয আব্দুর রহমান সুয়ূতি (রহ.) তার বিখ্যাত হাদিস সংকলিত কিতাব জামেউস সগীর গ্রন্থে একটি হাদিস বর্ণনা করেন।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اطْلُبُوا العِلْمَ وَلَوْ بِالصِّينِ فَإِنَّ طَلَبَ العِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ،إِنَّ المَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ العِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ- رواه ابن البر وفى جامع بيان العلم-

-"খাদেমুর রাসূল হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন : জ্ঞান অর্জনের জন্য সূদুর চীন দেশে হলেও যাও, কেননা জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমান নর নারীর উপর ফরয। নিশ্চয় যখন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তলাবারা ইলমের জন্য বের হন তখন ফেরেশতারা তাদের নূরানী পাখা বিছিয়ে দেন।"[১]

ইমাম সুয়ূতি উক্ত হাদিস বর্ণনা করে সহিহ, 'হাসান', দ্বঈফ কিছুই বলেন নাই, তাই বুঝা গেল হাদিসটি নিশ্চয় সহিহ পর্যায়ের, যা হল মুহাদ্দিসগণের নিরবতা নীতিমালা।

আল্লামা ইবনে হাযার হাইসামী (রহ.) এ প্রসঙ্গে একটি হাদিস অন্য আরেক সনদে বর্ণনা করেন- আর তা হলো

وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ المُرَادِيِّ قَالَ: مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ ابْتِغَاءَ العِلْمِ، فَإِنَّ المَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِلْمُتَعَلِّمِ وَالعَالِمِ ".رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الكَبِيرِ، وَهُوَ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ خَلَا ذِكْرَ العَالِمِ، وَفِيهِ عَبْدُ الكَرِيمِ بْنُ أَبِي المُخَارِقِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.-

-"হযরত সাফওয়ান (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, যখন কেউ ইলম অন্বেষণের জন্য ঘর হতে বের হয়, তখন ফেরেশতারা ছাত্র এবং শিক্ষকদের জন্য তাঁদের পাখা বিছিয়ে দেন।"

ইমাম তাবরানী মু'জামুল কবীর এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তবে ইমাম তিরমিযী العالم আলেম শব্দ ব্যতীত বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযীর সনদে আব্দুল করীম বিন আবি মাখরুক একজন দুর্বল রাবীও রয়েছে।[২]

সমস্ত নবী (আ.) তাদের কবরে জীবিত সেখানে তাঁরা নামাযও পড়েন

সাম্প্রতিক কালে আহলে হাদিস নামক এক বাতিল মতবাদ প্রবল বেগে গজিয়ে উঠেছে। তাদের বাতিল আক্বিদার অন্যতম হলো রাসুল কে হায়াতুন্নবী না মানা। তারা অনেক সহিহ হাদিসটিও গোপন করে বলে থাকে, সমস্ত প্রাণীই মরণশীল আর তারা হাশরের ময়দান ছাড়া আর কোন সময়ই জীবিত হবে না। নাউযুবিল্লাহ! অনুরূপ টিভির আলোচনায়ও কিছু নামধারী আলেম, যারা আলেম হবার কোন যোগ্যতা রাখে না, এগুলো আলেম নামের কলঙ্ক, এগুলোর ঈমান আছে কিনা সন্দেহ রয়েছে তারা এ সমস্ত কুফরী কথা বলে থাকে। বর্তমান সময়ে সবচেয়ে ভয়ংকর ফিত্নাবাজ ডা. জাকির নায়কও রাসূল (ﷺ) এর সাধারণ মানুষের মত মৃত্যুবরণ করে রওযা শরীফে

১ ক. ইমাম দায়লামী : আল মুসনাদুল ফিরদাউস : ১/৮২ পৃ. ,ইমাম সূয়তী : জামেউস সগীর : ১/৬৬৫ হাদিস নং : ৪৩৩১, ইমাম দায়লামী "হাসান" বলেছেন, কিন্তু ইমাম সূয়তী সনদে একজন দুর্বল রাভী হওয়ার কারণে হাদিসটিকে "দ্বঈফ" বলেছেন,ইমাম সূয়তী : জামিউল আহাদিস : ১৩/৪০পৃ.হাদিস : ১২৫০২,মুত্তাকী হিন্দী : কানযুল উম্মাল : ১৫/৮৬৪ পৃ. হাদিস:৪৩৪৩৮,ও ১৫/৯১৮পৃ.হাদিস:৪৩৫৮৪, আজলুনী, কাশফুল খাফা,১/৪৮০পৃ. হাদিস,১৩৪৫,শায়খ ইউসুফ নাবহানী,ফতহুল কাবীর, ২/১১৫পৃ.হাদিস, ৬৪৫৯,মানাবী,ফয়যুল কাদীর,৩/৫৬৪পৃ.তিনি বলেন সনদটি দুর্বল।

১ ক. ইমাম ইবনুল বার : "কিতাবু বায়ানুল ইলম" ১/২৮ পৃ: হাদিস : ২০, ২১ সহীহ সূত্রে।
খ. ইমাম সূয়তী : জামেউস সগীর : ১/১৬৮ হাদিস : ১১১১

২ আল্লামা ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউদ যাওয়াইদ : ১/১২৩

রয়েছেন বলে তার লেকচারে বলেছেন। ১ তাই এ বিষয়ে কিছু হাদিস উল্লেখ গুরুত্বপূর্ন মনে করছি।

عَنْ انس بْن مَالِكٍ قال: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ - صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الْأَنْبِيَاءُ احْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ-

-"হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন: নিশ্চয় আম্বিয়ায়ে কিরাম (আঃ) তাঁদের নিজ নিজ কবরে জীবিত এবং তারা সেখানে নামায আদায় করেন।"[২]

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহঃ) বলেন, হাদিসটি 'হাসান'। আর আহলে হাদীসের অন্যতম আলেম নাসিরুদ্দীন আলবানী তার দুটি গ্রন্থে হাদিসটি সহিহ বলে মত প্রকাশ করেছেন। অপরদিকে আল্লামা ইবনে হাযার হাইসামী (রহঃ) উক্ত হাদিসটির সনদ সর্ম্পকে বলেন,

رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَالْبَزَّارُ، وَرِجَالُ أَبِي يَعْلَى ثِقَاتٌ.– مجمع الزوائد: ٢١١/٨ باب ذكر الأنبياء صلى الله عليه وسلم-

-"উক্ত হাদিসটি ইমাম আবু ই'য়ালা ও ইমাম বায্যার (রহঃ) তাঁদের মুসনাদে বর্ণনা করেছেন, আর ইমাম আবু ই'য়ালার বর্ণনার বর্ণনাকারী সকল রাবি সিকাহ বা বিশ্বস্ত।" এ প্রসঙ্গে সহিহ মুসলিম শরীফে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত যেখানে বর্ণিত আছে মি'রাজে মুসা (আঃ)এর কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় রাসূল (ﷺ) দেখেন مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى وَهُوَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ»- "তিনি মুসা (আঃ) তাঁর কবরের মাঝে দাড়িয়ে নামায পড়ছেন।"[৩]

১. ডা. জাকির নায়ক, লেকচার সমগ্র, ভলিউম নং-৩, পৃ. পিস পাবলিকেশন্স, ঢাকা।
২ ক. ইমাম আবু ইয়ালা : আল মুসনাদ : ৬/১৪৭ পৃঃ হাদিসঃ৩৪২৫, ইমাম বায়হাকী : হায়াতুল আম্বিয়া : ৬৯-৭০পৃ.ইমাম হায়সামী : মাযমাউদ যাওয়াইদ : ৮/২১১পৃ. হাদিস,১৩৮১২, ইমাম আবু নঈম ইস্পাহানী : তবকাতে ইস্পাহানী : ২/৪৪ পৃঃ, ইমাম আদী : আল কামিল : ২/৭৩৯ পৃঃ,ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতীঃ আল-জামেউস সগীর : ১/২৩০ পৃঃ হাদিস- ৩০৮৯, ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতীঃ শরহুস সুদূরঃ পৃ. ২৩৭, আহলে হাদিস নাসিরুদ্দীন আলবানীঃ সিলসিলাতুস সহীহাঃ হাদিস নং- ৬২২, আহলে হাদিস নাসিরুদ্দীন আলবানী : সাহীহুল জামে : হাদিস নং- ২৭৯০, দায়লামী, আল-ফিরদাউস, ১/১১৯পৃ. হাদিস,৪০৩
৩ ক. ইমাম মুসলিম : আস-সহীহ : ৪/১৮৪৫ : হাদিস : ২৩৭৫, ইমাম নাসায়ী : সুনান : ৩/১৫১ : হাদিস : ১৬৩৭,ইমাম আহমদ : মুসনাদ : ৩/১২০ পৃঃ, ইমাম বগভী : শরহে সুন্নাহ : ১৩/৩৫১ : হাদিস : ৩৭৬০, ইমাম ইবনে হিব্বান : আস-সহীহ : ১/২৪১ : হাদিস : ৪৯, ইমাম আবি শায়বাহ : আল মুসান্নাফ : ১৪/৩০৮ : হাদিস : ১৮৩২৪, ইমাম নাসায়ী : সুনানে কোবরা : ১/৪১৯ : হাদিস : ১৩২৯, ইমাম আবু ই'য়ালা : আল-মুসনাদ : ৭/১২৭ : হাদিস : ৪০৮৫, ইমাম মানাবী : ফয়যুল কাদীর : ৫/৫১৯ পৃঃ হাদিস : ৩০৮৯, আল্লামা মুকরিযি : ইমতাঈল আসমা'আ : ১০/৩০৪ পৃঃ

হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) এর সূত্রে কিছু শব্দ বৃদ্ধি করে আরো হাদিস আছে এভাবে-

مَرَرْتُ - عَلَى مُوسَى لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ

-"রাসূল (ﷺ) বলেন, আমি মি'রাজের রাতে মুসা (আঃ) এর কবরের পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে দেখি তিনি রক্তিম লাল বালুর স্তুপের নিকট কবরে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছেন।"[১]

অনুরূপ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, আরও সহিহ হাদিস রয়েছে, তাতে পরিস্কার হয়ে যাবে বিষয়টি-

عَنْ ابي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:وَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَإِذَا مُوسَى قَائِمٌ يُصَلِّي، فَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ، جَعْدٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ، وَإِذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَائِمٌ يُصَلِّي، أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ، وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَائِمٌ يُصَلِّي، أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ - يَعْنِي نَفْسَهُ - فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَأَمَمْتُهُمْ-

-"রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, মি'রাজের রাত্রে আম্বিয়া (আঃ) এর এক বিরাট জামাতকে দেখেছি, মুসা (আঃ)কে তার কবরে নামায পড়তে দেখেছি। তাকে দেখতে মধ্য আকৃতির চুল কোকরানো সানওয়া দেশের লোকের মত। আমি ঈসা (আঃ) কে দন্ডায়মান অবস্থায় নামায পড়তে দেখেছি, তিনি দেখতে ওরওয়া ইবনে মাসউদ সাকাফীর মত .... তার পরে নামাযের সময় আসলো আমি সকল নবী (আঃ)এর ইমামতি করলাম।"[২]

উক্ত বিষয়ে শত শত হাদিস রয়েছে কিতাব দীর্ঘ হওয়ার আশংকায় সব হাদিস উল্লেখ করা সমীচীন মনে করি নি। এ প্রসঙ্গে আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহঃ) বলেন,

১ ক. ইমাম মুসলিম : কিতাবুল ফাযায়েল : ৪/১৮৪৫ : হাদিস : ২৩৭৫, ইমাম আহমদ : আল মুসনাদ : ৩/১৪৮ পৃঃ, ইমাম বায়হাকী : দালায়েলুল নবুয়ত : ২/৩৮৭ পৃঃ, ইমাম মানাবী : ফয়যুল কাদীর : ৫/৫১৯ পৃঃ, ইমাম সুবকী : সিফাস সিকামঃ ১৩৭ পৃ, ইমাম মুকরিযি : ইমতাঈ আসমা : ৮/২৫০পৃঃ, ইমাম মুকরিযি : ইমতাঈল আসমা : ১০/৩০৪পৃঃ, ইমাম সূয়তী : হাবীলিল-ফাতওয়া : ২/২৬৪ পৃঃ,ইমাম সাখাভী : ক্বওলুল বদী : ১৬৮ পৃ, ইমাম আব্দুর রায্যাক : আল-মুসান্নাফ : ৩/৫৭৭ পৃ. হাদিস : ৬৭২৭
২ ক. ইমাম মুসলিম : সহীহ : ফাদ্বায়েলে মূসা (আঃ) : ১/১৫৭ : হাদিস : ১৭৩, খতিব তিবরিজী : মিশকাতুল মাসাবীহ : ৩/২৮৭ : হাদিস : ৫৮৬৬,ইমাম বায়হাকী : দালায়েলুন নবুয়ত : ২/৩৮৭ পৃঃ,ইমাম তকি উদ্দিন সুবকী :শিফাউস-সিকাম : ১৩৫-১৩৮পৃ. ইমাম সূয়ূতী : আল-হাভীলিল ফাতওয়া : ২/২৬৫পৃঃ, ইমাম সাখাভী : কওলুল বদী : ১৬৮পৃ., ইমাম মুকরিজী : ইমতাঈল - আসমাঃ ৮/২৪৯ পৃঃ

والأنبياء اولى بذلك فهم اجل واعظم وما نبى الا وقد جمع مع النبوة وصف الشهادة فيدخلون فى عموم لفظ الاية۔

-"আম্বিয়ায়ে কেরাম জীবিত থাকার ব্যাপারে শহীদগণ অপেক্ষা উত্তম, উন্নত ও শ্রেষ্ঠতম। নি:সন্দেহে আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক নবীর মধ্যে নবুওয়াত ও শাহাদাত উভয় গুণকে একত্রিত করেছেন। সুতরাং আম্বিয়ায়ে কেরামও আয়াতের ব্যাপকতায় অন্তর্ভূক্ত।"[১] আল্লামা জালালুদ্দীন সূয়ুতী (রহ.) সর্বশেষ বলেন,

حَيَاةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَبْرِهِ هُوَ وَسَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ مَعْلُومَةٌ عِنْدَنَا عِلْمًا قَطْعِيًّا لِمَا قَامَ عِنْدَنَا مِنَ الْأَدِلَّةِ فِي ذَلِكَ وَتَوَاتَرَتْ الْأَخْبَارُ، وَقَدْ أَلَّفَ الْبَيْهَقِيُّ جُزْءًا فِي حَيَاةِ الْأَنْبِيَاءِ فِي قُبُورِهِمْ، فَمِنَ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى ذَلِكَ

"হায়াতুন্নবী (ﷺ) তথা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) স্বীয় রওযা মোবারকে জীবিত এবং সমস্ত নবীগণই জীবিত যা অকাট্য জ্ঞান দ্বারা পরিজ্ঞাত। কেননা, এ ব্যাপারে আমাদের নিকট দলীল প্রমাণ অকাট্য এবং এ প্রসঙ্গে অনেক মুতাওয়াতির হাদিস বর্ণিত হয়েছে।" (আনবিয়াউল আযকিয়া)[২]

যে জ্ঞান অন্বেষণে বের হয় তার পেছনের গুনাহ মাফ ঃ

"হাদীসের নামে জালিয়াতি" বইয়ের ৩৪১ পৃষ্ঠায় লেখক দাবী করেছেন যে, হাদিসটি নাকি জাল বানোওয়াট। কোনো মুহাদ্দিস হাদিসটিকে জাল বানোয়াট বলেননি, হ্যাঁ, তবে আল্লামা ইবনে হাযার হাইসামী উক্ত হাদীসের মধ্যে সনদের একজন বর্ণনাকারী অন্ধ আবু দাউদ রয়েছে তার ব্যাপারে মিথ্যার অভিযোগ করেছেন। (মাযমাউদ যাওয়াইদ : ১/১২৩) অপরদিকে আল্লামা ইবনে হাযার হাইসামী তার উক্ত গ্রন্থের ১০/১৬৩ পৃষ্ঠায় উক্ত রাবীকে শুধু দ্বঈফ বলেছেন, তাই বুঝা গেল আল্লামা হাইসামীরই দুটি মতামত, আমি অধমের এত বড় উঁচু সম্পন্ন মুহাদ্দিস সম্পর্কে মন্তব্য করতে চাইনা। কিন্তু ইমাম সুয়ূতি (রহ.) এর নিকট সে মিথ্যাবাদী নয়, কারণ ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতি হাদিসটি নিজে সংকলন করেছেন জামেউস সগীর গ্রন্থে। আর ইমাম সুয়ূতি হাদিস সংকলনের পূর্বে উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন,

فتركت القشر وأخذت اللباب وصنعته عما تفرد به وضاع أو كذاب۔

১ ক. আল্লামা আব্দুর রহমান জালালুদ্দীন সূয়ুতী : আল হাভীলিল ফাতাওয়া : ২/৩৩০ পৃ.
খ. আল্লামা আব্দুর রহমান জালালুদ্দীন সূয়ুতী : শরহুস সুদুর : ২৫৬ পৃ.
২ ক. আল্লামা আব্দুর রহমান জালালুদ্দীন সূয়ুতী : আল হাভীলিল ফাতাওয়া : ২/১৪৯ পৃ.

-"আমি (সুয়ূতি) কোশাকে ছিন্ন করে মগজ বের করেছি। মনগড়া হাদিস রচনাকারী ও মিথ্যুকদের বর্ণনা থেকে এ গ্রন্থকে রক্ষা করেছি।"[১]

তাই বলতে চাই ইমাম সুয়ূতি কি মিথ্যাবাদী রাবী অর্থাৎ মিথ্যা বর্ণনা কারীকে চিনেননি? আর হাদিসটি ইমাম তিরমিযী (রহ.), ইমাম তাবরানী, ইমাম হাইসামী, ইমাম দারেমী, ইমাম সুয়ূতি (রহ.) প্রমুখ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী হাদিসটি গরীব বলেছেন, কিন্তু মওদ্বু বা জাল বানোওয়াট বলেননি।

তাই প্রমাণিত হলো যে, যে অন্ধ আবু দাউদের উপর মিথ্যাবাদীর অভিযোগ রয়েছে তা সন্দেহপূর্ণ উক্তি।

عَنْ سَخْبَرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،مَنْ طلبَ العِلْمَ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى»

-"হযরত সাখবারাহ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন : যদি কোনো ব্যক্তি ইলম শিক্ষা করে, তবে তা তার পূর্ববর্তী পাপের জন্য ক্ষতিপূরণ (পাপ মোচনকারী) হবে।"[২]

ইমাম তাবরানী (রহ.) 'মু'জামুল কবীর' গ্রন্থে অনেকটা শব্দ বৃদ্ধি করে হাদিসটি বর্ণনা করেন :

وَعَنْ سَخْبَرَةَ قَالَ: «مَرَّ رَجُلَان عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَهُوَ جَالِسٌ وَهُوَ يَذْكُرُ، فَقَالَ: " اجْلِسَا، فَإِنَّكُمَا عَلَى خَيْرٍ "، فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَتَفَرَّقَ عَنْهُ أَصْحَابُهُ، فَقَامَا، فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ قُلْتَ لَنَا: اجْلِسَا، فَإِنَّكُمَا عَلَى خَيْرٍ، أَلَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً؟ فَقَالَ: " مَا مِنْ عَبْدٍ يَطْلُبُ العِلْمَ إِلَّا كَانَ كَفَّارَةً مَا تَقَدَّمَ»—

-"হযরত সাখবারাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, দুজন ব্যক্তি রাসূল (ﷺ) পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি বসাছিলেন। রাসূল (ﷺ) বলেন, তোমরা উভয়ই বস। নিশ্চয় তোমরা উভয়ই কল্যাণের উপরে রয়েছে। অতঃপর রাসূল (ﷺ) দন্ডায়মান হলেন রাসূল (ﷺ) এর নিকট আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নিশ্চয় আপনি আমাদেরকে বলেছেন তোমরা বস, তোমরা কল্যাণের উপরে আছ, এটা কি শুধু আমাদের জন্য খাছ (নির্দিষ্ট)? অতঃপর রাসূল (ﷺ) বললেন, আল্লাহর যে বান্দা দ্বীনি

১ ইমাম জালালুদ্দীন : জামেউস সগীর : ১/৫ পৃ
২ ক. ইমাম তিরমিযী : আস-সুনান : কিতাবুল ইলম : ৪/২৯ পৃ. হাদিস : ২৬৪৮,ইমাম দারেমী : আস সুনান : ১/১৪৯ পৃ. হাদিস : ৫৬১, শায়খ ইউসুফ নাবহানী, ফতহুল কাবীর, ৩/২০১পৃ. হাদিস,১২০১৩, ইমাম সূয়ূতী : জামেউস সগীর : ২/৬২১ মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ১০/১৩৯পৃ. হাদিস,২৮৬৯৯, জামিউল আহাদিস : ৭/৬১ পৃ. হাদিস : ২০৮৭১, খতিব তিবরিজী : মিশকাত : কিতাবুল ইলম : ১/ হাদিস : ২২১, আহলে হাদিস আলবানী : দ্বঈফুল মিশকাত : হাদিস : ২০৮৭১, ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী : হাদিস : ২২১

ইলম হাছিল করার ইচ্ছা করে বের হয় আল্লাহ তা'য়ালা তার পিছনের গুনাহ মাফ করে দেন।"[১]

ইমাম তিরমিযী উক্ত সনদের রাবী আবু দাউদের কারণে সনদকে দুর্বল বলেছেন। আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর অন্ধ আবু দাউদকে ইমাম হাইসামী (রহ.) এর দলীল দ্বারা মিথ্যাবাদী প্রমাণ করতে চেয়েছেন, তাই হাইসামীর জবাব হাইসামীর রায় দ্বারাই দিতে চাই হাইসামীর দলীল সন্দেহপূর্ণ কেননা তিনি অন্য স্থানে উক্ত রাবী সম্পর্কে বলতে গিয়ে নিজেই অন্য মতামত লিখেন, যেমন-

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَفِيهِ أَبُو دَاوُدَ الْأَعْمَى وَهُوَ ضَعِيفٌ.

-"উক্ত হাদিসটি ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন, উক্ত হাদীসে অন্ধ আবু দাউদ দুর্বল রাবী।"[২]

শুধু তাই নয় আল্লামা ইবনে হাযার হাইসামী তাঁর গ্রন্থেও অসংখ্য স্থানে তাকে শুধু সাধারন দুর্বল বলেছেন।[৩] তাই সর্বশেষে বলা যায়, অন্ধ আবু দাউদ দ্বঈফ হলেও হাদিসটি দ্বঈফ হয়নি বরং "হাসান" পর্যায়ের বা গ্রহণযোগ্য, কেননা হাদিসটি দুটি সূত্রে এসেছে।

দুনিয়ার ভালবাসা সকল পাপের মূল হাদিসটির সনদ পর্যালোচনা

"হাদীসের নামে জালিয়াতি" বইয়ের ১৬৩ পৃষ্ঠায় উক্ত হাদিসকে অস্বীকার করেছেন। বলেছেন এটা নাকি নেককার আবেদদের কথা। তার আবার কোন প্রমাণও দেননি যে কোন নেককার আবেদের কথা। এ সম্পর্কে একাধিক হাদিস পাওয়া যায় যেমন- বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহ.) একটি হাদিস সংকলন করেছেন।

عن عبد الله ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ حُبُّ الدُّنْيَا- رواه الديلمى مسند الفردوس

১ ইমাম তিরমিযি, আস্-সুনান, ৪/৩২৬পৃ. হাদিস,২৬৪৮, দায়লামী, আল-ফিরদাউস, ৪/৩৪পৃ. হাদিস,৬১০৫, ইবনে আছির,জামিউল উসূল, ৮/৭পৃ. হাদিস,৫৮২৮, আল্লামা ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউদ যাওয়াইদ : ১/১২৩ পৃ

২ আল্লামা হায়সামী : মাযমাউদ যাওয়াইদ : ১০/১৬৩

৩. ইমাম হাইসামী :মাযমাউদ যাওয়াইদ, :২/১৪৪পৃ.হাদিস,২৮৬৯,৩/২৫২পৃ.হাদিস,৫৫৫১,৯/১৬৮পৃ.হাদিস, ১৪৯৮৫,১০/১৬৩পৃ.হাদিস,১৭৩০৩,১০/১৭৮পৃ.হাদিস,১৭৪২৪, মাকতুবাতুল কুদসী,কাহেরা,মিশর। এ স্থানগুলোতে শুধু তিনি এই রাবিকে সাধারন দুর্বল বলেছেন,মিথ্যাবাদী নয়।

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন,দুনিয়ার ভালবাসা (প্রাচুর্যের লালসা) হলো সবচেয়ে বড় পাপ।"[১]

তাই এটি হাদিস নি:সন্দেহে প্রমাণিত হলো উক্ত রেওয়ায়েতটি কোন আবেদের কথা নয় বরং রাসূল (সা.) এরই হাদিস। অনুরূপ শব্দের কাছাকাছি আরও হাদিস পাওয়া যায়। যেমন ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহ.) আরো একটি হাদিস সংকলন করেন-

عن حسن البصرى رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حُبُّ الدُّنْيا رَأسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ- و قال السخاوى: هذا حديث اسناد حسن والى الحسن البصرى رفعا مرسلا-

-"হযরত 'হাসান' বসরী (রা.)হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন : দুনিয়ার ভালবাসা সমস্ত পাপের মূল।"[২] [উক্ত হাদিসটি ইমাম বায়হাকী তাঁর শুয়াবুল ঈমান গ্রন্থে মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন সাখাভী, 'হাসান' বলেছেন।]

ইমাম সুয়ূতি তার কিতাবের শুরুতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে উক্ত গ্রন্থে মিথ্যা তথা জাল হাদিস বর্ণনা করবেন না।

অপরদিকে ইমাম দায়লামী (রহ.) তার মুসনাদুল ফিরদাউস গ্রন্থে হযরত আলী (রা.) হতে মারফূ সূত্রে দ্বঈফ সনদে আরেকটি হাদিস বর্ণনা করেন।[৩]

অপরদিকে ইমাম আবু নুঈম (রহ.) হুলিয়াতুল আউলিয়া গ্রন্থে মুরসাল সূত্রে আরেকটি হাদিসের সনদ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু ইমাম দারেকুতনী (রহ.) তাকে দ্বঈফ বলেছেন।[৪]

১ ক. ইমাম দায়লামী : আল-মুসনাদিল ফিরদাউস : ১/৩৬৪পৃ. হাদিস,১৪৬৮, ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি : জামেউস সগীর : ১/২০৯ পৃ. হাদিস : ১৩৭৫,ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি : জামেউল আহাদিস : ২/৫৩ পৃ. হাদিস : ৩৮২২, মুত্তাকী হিন্দী,কানযুল উম্মাল, ৩/১৮৪পৃ. হাদিস,৬০৭৪, আযলূনী, কাশফুল খাফা, ১/১৯৯পৃ. হাদিস,৫২৪, তিনি বলেন সনদে কিছুটা দুর্বলতা বিদ্যমান। শায়খ ইউসুফ নাবহানী,ফতহুল কাবীর, ১/২০৯পৃ. হাদিস, ২২৭৪

২ ক. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়তী : জামেউস সগীর : ১/৫৬৬ পৃ. : হাদিস : ৩৬৬২, ইমাম জালালুদ্দীন সুয়তী : জামেউল আহাদিস : ৪/২১৪ পৃ: হাদিস : ১১১৬৩,ইমাম সাখাভী : আল মাকাসিদুল হাসানা : পৃ: ১৭৭ : হাদিস : ৩৮৪ (হাদিসটি সনদের দিক দিয়ে "হাসান") আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ১/৩৪৫ পৃ: হাদিস : ১৮৫, ইবনে আছির, জামিউল উসূল,৪/৫০৬পৃ. হাদিস,২৬০৩, ইরাকী, তাখরীযে ইহইয়াউল উলূম, ১/১১০২পৃ. সুয়ূতি,আব্দুরুল মুনতাসিরাহ ফি আহাদিসুল মুনতাসিরাহ, ১/১০৫পৃ. হাদিস, ১৮৫, শায়খ ইউসুফ নাবহানী, ফতহুল কাবীর, ২/৬৪পৃ. হাদিস,৫৭৮২, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৩/১৯২পৃ. হাদিস,৬১১৪,

৩ ক. ইমাম সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা - ১৭৭ পৃ, হাদিস : ৩৮৪
খ. ইমাম আযলূনী : কাশফুল খাফা : ১/৩৪৫ পৃ. হাদিস : ১৮৫

৪ ক. ইমাম আবু নঈম : হুলিয়াতুল আউলিয়া : ৬/২৮৮ পৃ.

ইমাম সুফিয়ান বিন সা'দ তিনি একটি সূত্র হযরত ঈসা হতে বর্ণনা করেছেন।[১] সুতরাং সব গুলোর সনদেই কোন মিথ্যাবাদী রাবী নেই, তাই হাদিসটি হাদীসের নীতিমালা অনুসারে কমপক্ষে 'হাসান' হওয়ার যোগ্যতা রাখে, যা আমি কিতাবের শুরুতে উল্লেখ করেছি।

পাঁচ রাতের দোয়া বিফল হয় না – হাদিস প্রসঙ্গে

"হাদীসের নামে জালিয়াতি" বইয়ের ৪২৪ পৃষ্ঠায় একটি সহিহ হাদিসকে মওদু বলার অপচেষ্টা চালিয়েছেন। শুধু তাই নয় একজন হক্কানী ইমামের নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছেন। হাদিসকে বিকৃতি করে বর্ণনা করা হয়েছে মূলত চার রাতের কথা বলা হয়েছে। ইবনে আসাকিরের ও ইমাম সুয়ূতি (রাহিমাহুল্লাহ) এর হাদীসের গ্রন্থে। তার আরেকটি মিথ্যা কথা হলো ইমাম সুয়ূতি (রাহিমাহুল্লাহ) নাকি বলেছেন যে, হাদিসটি দ্বঈফ। কেমন মিথ্যা বাদী হলো এ কথা বলতে পারেন আপনারাই বলুন, অথচ ইমাম সুয়ূতি (রাহিমাহুল্লাহ) হাদিসটি সহিহ বলেছেন। উক্ত হাদিসটি হল-

مُعَاذ بن جبل ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: من أحيى اللَّيَالِي الأَرْبَع وَجَبت لَهُ الجنَّة لَيْلَة التَّرويَة وَلَيْلَة عَرَفَة وَلَيْلَة النَّحْر وَلَيْلَة الفطر- و قال السيوطى حديث صحيح

-"হযরত মুয়ায বিন যাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন: যে চার রাতে জাগরণ করে ইবাদত করবে, তার জন্য জান্নাত অনিবার্য। ১. তরবিয়াত (৮ই যিলহজ্জের রাত) ২. লাইলাতুল আরাফার রাত, ৩. কুরবানীর ঈদের রাত ৪. ঈদুর ফিতরের রাতে ইবাদতকারী।" [২]

ইমাম সুয়ূতি (রাহিমাহুল্লাহ) উক্ত হাদিসটি সংকলন করে হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন। তাই প্রমাণিত হল আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব মিথ্যাকথা বলেছেন এবং ইমাম সুয়ূতি

খ. আল্লামা সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ১৭৭ পৃ. হাদিস : ৩৮৪
ঘ. আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ১/৩৪৫ পৃ. হাদিস : ১৮৫

১ ক. ইমাম বায়হাকী,শুয়াবুল ঈমান,১৩/৭৪পৃ.হাদিস,৯৯৭৪

২ ক. ইমাম ইবনে আসাকির : তারীখে দামেস্ক : ৪৩/৯৩পৃ.হাদিস ঃ ৪৯৮৮,ইমাম দায়লামী : আল-ফিরদাউস :৩/৬২০পৃ.হাদিস,৫৯৩৭,ইমাম জালালুদ্দীন সূয়তী : জামেউস সগীর : ২/৫৫৭ : হাদিস : ৮৩৪২,ইমাম যওজী,আল-ইল্লুল মুতনাহিয়্যাত ফি আহাদিসুল ওয়াহিয়্যাত, ২/৭৮পৃ.হাদিস,৯৩৪, ইবনুল মুলাক্কিন, বদরুল মুনীর, ৫/৩৯পৃ.,শায়খ ইউসুফ নাবহানী,ফতহুল কাবীর, ৩/১৪৩পৃ. হাদিস, ১১২৭৭, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৫/৬৬পৃ. হাদিস, ১২০৭৬, ইরাকী, তাখরীযে ইহইয়াউল উলূম, ২/৮৯৬পৃ. নাবিল সা'দ উদ্দিন সালিম জাররার, ইমা ইলা যাওয়াইদুল আমালি, ৫/৫০৮পৃ. হাদিস,৫০৫২, সুয়ূতি, জামেউল আহাদিস, ৪১/৩৮৭পৃ. হাদিস,৪৫৩৬৭, আলবানী,দ্বঈফু জামে, হাদিস,৫৩৫৮,তিনি বলেন হাদিসটি জাল।

(রাহিমাহুল্লাহ) নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছেন। আর আমরা এ হাদিসের সাথে মিলপূর্ন ইতিপূর্বে পাঁচ রাতের দোয়া ফেরত দেন না হাদিস নিয়ে আলোচনা করছি।

পাঁচ রাতের সংক্রান্ত যে হাদিস বর্ণিত হয়েছে সেখানে একরাতকে বেশি সংযুক্ত করা হয়েছে সে রাত হলো ليلة النصف الشعبان অর্থাৎ- শবেই বরাতের রাত। মুল কথা হলো অনেকের আপত্তি হলো ইমাম যওজী তাঁর ইল্লল গ্রন্থে হাদিসটির ব্যাপারে বলেছেন হাদিসটি সহিহ পর্যায়ের নয়। আমি বলবো এমনেই যওজী কট্টরপন্থী অপরদিকে 'সহিহ নয়' তার বক্তব্য দ্বারা হাদিসটি 'হাসান' হাদিস বুঝায় দ্বঈফ বা মওদু নয়,যা আমি কিতাবের শুরুতে বিস্তারিত আলোকপাত করেছি। এ হাদিসের সনদেও ব্যাপারে .,,,। অপরদিকে ইমাম আবু শামাহ মুকাদ্দাসী দামেস্কী.(ওফাত.৬৬৫হি.) একটি সূত্র এভাবে উল্লেখ করেন

أخرجه صَاحب كتاب التَّرْغِيب والترهيب من طريق سويد بن سعيد، ثنا عبد الرحمن بن زيد، عن أبيه، عن وهب بن منبه، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحْيَا اللَّيَالِي الخمس وَجَبت لَهُ الجنَّة لَيْلَة التَّرويَة وَلَيْلَة عَرَفَة وَلَيْلَة النَّحْر وَلَيْلَة الفطر وَلَيْلَة النصْف من شعْبَان

-"ইমাম মুনযিরী (রহ.) তাঁর তারগীব ওয়াতারহীব গ্রন্থে মুয়ায বিন যাবাল (রা.) হতে পাঁচ রাতের কথা উল্লেখ করেছেন,আর তাতে অতিরিক্ত হলো ১৫ই শাবানের রাত (শবেই বরাতের রাত)।"[১]

হযরত আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর যিকির (আলোচনা) হলো ইবাদত

হযরত আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এ সাথে বিদ্রুপকারীরা অর্থাৎ-খারেজীরা যেমন আলবানী তার "দ্বঈফাহ" গ্রন্থের ১৭২৯ নং হাদিসে উক্ত হাদিসকে জাল বলেছেন, এছাড়া আরো অনেক বাতিলপন্থী হাদিসটিকে মওদু বলে থাকেন। উক্ত হাদিসটি হল –

عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ذِكْرُ عَلِي عِبادَةٌ-

১ ক. মুনযিরী,তারগীব-ওয়াতারহীব,২/৯৮পৃ. হাদিস,১৬৫৬,দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ,বয়রুত,লেবানন। ইমাম আবু শামাহ মুকাদ্দাসী দামেস্কী : আল বাগিছ আ'লা ইনকারুল বদই ওয়াল হাওয়াদিছ -১/৭৭ পৃ,দারুল হাদি,কাহেরা,মিশর,তাহতাভী, মারাকিল ফালাহ শরহে নুরুল ঈযাহ,সলাতুল ঘোহা,১/৩৫১পৃ. ইমাম তাহতাভী,হাশীয়ায়ে তাহতাভী আ'লা মারাকিল ফালাহ,সলাতল ঘোহা,১/৪০১পৃ.দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ,বয়রুত,লেবানন। আব্দুর রহমান ছাফুরী আশ্-শাফেয়ী, নুযহাতুল মাযালিস,১/১৭৫পৃ. ও ১/১৭৬পৃ. মাকতুবাতুল কাস্তালিয়া, কাহেরা, মিশর, মোল্লা আলী ক্বারী, মিরকাত, ৪/৩৪২পৃ. হাদিস,১৩১৫।

-'হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন হযরত আলী (রাঃ) এর যিকির বা আলোচনা হল ইবাদতের অন্তর্ভূক্ত।'[১] আল্লামা সুয়ূতি (রহঃ) বলেন হাদিসটির সনদে দুর্বল একজন রাবী রয়েছেন তাই সনদটি দুর্বল।

ইমাম সুয়ূতি (রহঃ) হাদিসটি গ্রহণযোগ্য বলে তার হাদিস শাস্ত্রের অদ্বিতীয় গ্রন্থ জামিউল আহাদিসের বর্ণনা করেছেন। আর হাদিসটি যেহেতু হযরত আলী (রাঃ) এর ফাযাইলের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে দ্বঈফ হলেও অসুবিধা নেই, যা আমি কিতাবের শুরুতে আলোচনা করেছি।

যে ব্যক্তি দুই ঈদের রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত করল তাঁর কলব মৃত্যুর পরও অমর ঃ

"হাদীসের নামে জালিয়াতি" বইয়ের ৪১৩ পৃষ্ঠায় উক্ত হাদিসকে মওদু প্রমাণ করার জন্য অনেক অপচেষ্টা চালিয়েছেন।

প্রথম হাদিস ঃ

حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ المَرَّارُ بْنُ حَمُّوَيَهَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُصَفَّى قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الوَلِيدِ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَامَ لَيْلَتَيِ العِيدَيْنِ مُحْتَسِبًا لِلَّهِ لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ القُلُوبُ»

-'হযরত আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন,যে ব্যক্তি দুই ঈদের রাতে ইবাদতের জন্য জাগ্রত থাকবে (মৃত্যুর পরও) তার অন্তরের মৃত্যু হবে না, যে দিন সকল অন্তর মরে যাবে।'[২]

১ ক. ইমাম সূয়তী : জামেউস সগীর : ১/৬৬৫ : হাদিস : ৪৩৩২, আল্লামা মুত্তাকী হিন্দী : কানযুল উম্মাল : ১১/৬০০ পৃ. হাদিস : ৩২৮৯৪,ইমাম দায়লামী : আল-ফিরদাউস: ২/২৪৪পৃ. হাদিস,৩১৪৭,ইমাম সূয়তী : জামিউল আহাদিস : ৪/৩৭৭ পৃ. হাদিস : ১২২৭৬, শায়খ ইউসুফ নাবহানী, ফতহুল কাবীর, ২/১১৫পৃ. হাদিস, ৬৪৬।

২ ক. ইমাম ইবনে মাজাহ : আস-সুনান :১/৪৬৭পৃ.হাদিস:১৭৮২,ইমাম বুছুরী : মিসবাহুয যুজ্জাহ : ২/৮৫ পৃ,হাদিস: ৬৪৪, ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউদ যাওয়াইদ,ইমাম জালালুদ্দীন সূয়তী : জামেউস সগীর : ২/৬৪৪ : হাদিস : ৮৯০৩, ও জামিউল আহাদিস, ২১/১৯৭পৃ. হাদিস, ২৩২৯৬, ইমাম তাবরানী : মু'জামুল আওসাত : ১/৯৫ পৃ. হাদিস : ২৮৭, দারেকুতনী, আল-ইল্লল, ১২/২৬৯পৃ .হাদিস, ২৭০৩, নাওয়াবী, আল-আযকার, ১/১৪৫পৃ.ও খুলাসাতুল আহকাম, ২/৮৪৭পৃ.হাদিস :২৯৯৭,তিনি হাদিসটি তাঁর এ গ্রন্থে হযরত আবু উমামার সূত্রে মারফূ, মাওকুফ এবং আবু দারদা থেকে মাওকুফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। মিয্যী, তুহফাতুল আশরাফ, ৪/১৬৩পৃ. হাদিস,৪৮৫৭, ইবনে কাসীর, জামিউল মাসানিদ ওয়াল সুনান, ৮/৫১২পৃ. হাদিস,১০৮৪৬, ইবনুল মুলাক্কীন, আল-বদরুল মুনীর, ৫/৩৯পৃ., শায়খ ইউসুফ নাবহানী, ফতহুল কাবীর, ৩/২১১পৃ. হাদিস,১২১২৭, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৮/৫৪৮পৃ. হাদিস, ২৪১০৩, ইরাকী, তাখরীজে ইহইয়াউল উলূম, ২/৯৯৬পৃ. তাহের পাটনী, তাযকিরাতুল মওদুআত, ১/৪৬পৃ. মুনযিরী, তারগীব ওয়াত-তারহীব, ২/৯৮পৃ. হাদিস, ১৬৫৫, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত,লেবানন।

উক্ত হাদিস সম্পর্কে হাফিযুল হাদিস ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহঃ) বলেন হাদিসটি "হাসান" পর্যায়ের।[১] এ হাদিসটির 'বাক্বিয়াতুল বিন ওয়ালিদ' রাবির কারণে আহলে হাদিস নাসিরুদ্দীন আলবানী হাদিসটিকে তার এক গ্রন্থে জাল বলেছেন[২],তার অপর আরেক গ্রন্থে সনদটিকে সাধারন দুর্বল বলেছে[৩],আবার তার অন্য আরেক পুস্তকে অত্যন্ত দুর্বল বলেছেন।[৪]

পাঠকবৃন্দ! দেখুন সে এক মুখে কত রকমের কথা বলতে পারে? এমন যে আবোল তাবাল তাহক্বীক করে তার তাহক্বীক কিভাবে গ্রহন করা যেতে পারে? উক্ত রাবির বিস্তারিত উপরে আমি দরুদ শরীফ সম্পর্কিত 'কিয়ামতে সেই ব্যক্তিই নবিজীর সবচেয়ে নিকটে থাকবে যে সবচেয়ে বেশী দরুদ পড়বে' এ আলোচনায় সামনে আমি দীর্ঘ পর্যালোচনা করবো। ইনশাআল্লাহ

তাই এ রাবি যেহেতু সিকাহ যদিও তিনি তাদলীস করতেন তাই হাদিসটি সহিহ,তাতে কোন সন্দেহ নেই। ইমাম মুনযিরী (ওফাত.৬৫৬হি.) বলেন-

رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَرُوَاته ثِقَات إِلَّا أَن بَقِيَّة مُدَلّس وَقد عنعنه

-"উক্ত হাদিসটি ইমাম ইবনে মাযাহ বর্ণনা করেছেন আর তার সনদের সমস্ত বর্ণনাকারি সিকাহ,তবে বাকিয়াত ছাড়া,কেননা তিনি তাদলীস করতেন।[৫] আমি বলবো রাবি সিকাহ হলে তাদলীস করা কোন দূষনীয় নয়।

দ্বিতীয় হাদিস ঃ

উক্ত হাদিসটির অপর আরেকটি সনদ পাওয়া যায়। যেমন–

159 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَالِدِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ: نا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى البَلْخِيُّ قَالَ: نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الحَمِيدِ، عَنْ رَجُلٍ وَهُوَ: عُمَرُ بْنُ هَارُونَ البَلْخِيُّ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الفِطْرِ وَالأَضْحَى، لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ القُلُوبُ»-

-"হযরত উবায়দা বিন সমিত (রাঃ)হতে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (দঃ) ইরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার রাতে নামায পড়বে, প্রত্যেকের

১ ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী : জামেউস-সগীর : ২/৬৪৪ পৃ. হাদিস : ৮৯০৩

২ আলবানী,দ্বঈফু ইবনে মাজাহ,হাদিস,১৭৮২, তিনি বলেন হাদিসটি জাল।

৩ আলবানী,দ্বঈফু জামেউস সগীর,হাদিস,৮৯০৩, তিনি এ গ্রন্থে বলেন হাদিসটি দ্বঈফ।

৪ আলবানী, সিলসিলাতুস আহাদিসুদ-দ্বঈফাহ, ২/১১পৃ. হাদিস,৫২১,

৫ মুনযিরী, তারগীব ওয়াত-তারহীব, ২/৯৮পৃ. হাদিস, ১৬৫৫, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

কলবের মৃত্যু হলেও তার কলবের মৃত্যু হবে না।" [১] উক্ত হাদিসে একজন রাবি দুর্বল রয়েছে বলে হাইসামী বলেন- رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ مُدْرِكٍ الْبَلْخِيُّ وَالْغَالِبُ عَلَيْهِ الضَّعْفُ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ابْنُ مَهْدِيٍّ وَغَيْرُهُ، وَلَكِنْ ضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ -"ইমাম তাবরানী তাঁর মু'জামুল কাবীর ও আওসাত গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন,উক্ত সনদে উমর বিন হারুন বলখী' রয়েছেন তার মধ্যে দুর্বলতা বিদ্যমান,ইবনে মাহদী ও অন্যান্যরা তার প্রসংশা করেছেন। তবে অনেকে তাকে দুর্বল বলেছেন,আর তাঁর ব্যাপারে মহান আল্লাহ তা'য়ালাই ভাল জানেন।[২] আল্লামা ইবনে হাযার হাইসামী তার এ গ্রন্থের একাধিক স্থানে তাকে সাধারন দুর্বলতা আছে বলে উল্লেখ করেছেন।[৩]

তৃতীয় হাদিস ঃ

শুধু তাই নয়, ইমাম যাহাবী (রহঃ) আরো একটি দুর্বল সনদ বর্ণনা করেছেন। যেমন–

مفضل بن فضالة المصري، عن عيسى [بن إبراهيم القرشي، عن] سلمة بن سليمان الجزري، عن مروان بن سالم، عن ابن كردوس، عن أبيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا ليلتى العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب

-"তাবেঈ হযরত ইবনে কারদুস (রহঃ) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (দঃ) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি দুই ঈদের রাতে ও শবে বরাতের রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত করবে, মৃত্যুর পর প্রত্যেকের কলবই মৃত্যুবরণ করবে কিন্তু তাদের কলব অমর থাকবে।"[৪] উক্ত সনদে ঈসা বিন তুহমান ও মারওয়ান বিন সালেম কিছুটা দুর্বল রাবি।

১ ইমাম তাবরানী ,মুজামুল আওসাত : ১/৫৯ পৃ. হাদিস : ১৫৯, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল,৫/৬৬পৃ. হাদিস,১২০৭৭, ও ৮/৫৪৯পৃ. হাদিস,২৪১০৮, দায়লামী, আল-ফিরদাউস, ৩/৬১৯পৃ. হাদিস,৫৯৩৩, শায়খ ইউসুফ নাবহানী, ফতহুল কাবীর, ৩/১৪৩পৃ. হাদিস,১৬৪৮, সাজারী, তারতিবুল আমালি, ২/৭৩পৃ. হাদিস,১৬৩৫,

২ ইমাম ইবনে হাজার হাইসামী, মাযমাউদ যাওয়াইদ, ২/১১৮পৃ. হাদিস, ৩২০৩,মাকতুবাতুল কুদসী,কাহেরা,মিশর।

৩ ইমাম ইবনে হাজার হাইসামী, মাযমাউদ যাওয়াইদ, ২/১১৮পৃ. হাদিস,৩২০৩ ও ৫/১৩৮পৃ. হাদিস,৮৬২৩, ১০/২৮৬পৃ.হাদিস,১৮০৬০, মাকতুবাতুল কুদসী,কাহেরা,মিশর।

৪ ইমাম যাহাবী : মিযানুল ই'তিদাল : ৩/২৯৭ পৃ. রাভী : ৬৯৯২, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত,লেবানন। দায়লামী,আল-ফিরদাউস,৩/৬১৯পৃ.হাদিস,৫৯৩৫, ইবনে কাসীর, জামিউল মাসানিদ ওয়াল সুনান, ৭/১৫৭পৃ. হাদিস,৮৯৪০, ইবনে হাজার আসকালানী, ইসাবা ফি তামীজিস সাহাবা, ৩/২৭৪পৃ. ও তার অপর গ্রন্থ তালখিসুল হবির, ২/১৬০পৃ. নং.৬৭৫, ও ২/১৬০পৃ. হাদিস,৬৭৬, ইবনে আছির, জামিউল উসূল, ৪/৪৬৬পৃ. ইবনুল মুলাক্কিন, বদরুল মুনির,৫/৩৮পৃ. মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল,৮/৫৪৮পৃ. হাদিস,২৪১০৩, শাওকানী, ফাওয়াইদুল মওদুআত, ১/৫২পৃ. হাদিস,১১০,

চতুর্থ হাদিস ঃ

এ বিষয়ে প্রথম হাদিসের মতনের ন্যায় হযরত আবু দারদা (রা.) হতে মওকুফ সূত্রে আরেকটি বর্ণনা রয়েছে। ইবনে হাযার সে সনদটি সম্পর্কে বলেন মওকুফ হলেও সনদটি সহিহ,আর ইবনুল মুলাক্কিন 'সহিহ নয়' মত প্রকাশ করেছেন যার দ্বারা হাসান বুঝা যায়,যা আমি কিতাবের শুরুতে আলোকপাত করেছি।[১]

৫ম হাদিস ঃ

এ বিষয়ে প্রথম হাদিসের মতনের ন্যায় হযরত মুয়ায বিন যাবাল (রাঃ) হতে মারফূ সূত্রে আরেকটি বর্ণনা রয়েছে।[২] এ সনদটি 'হসান' পর্যায়ের।

৬ষ্ঠ হাদিস ঃ

এ ব্যাপারে তাবেয়ী মেকহুল (রহ.) থেকে একটি সূত্র বর্ণিত আছে। এ সনদ নিঃসন্দেহে সহিহ।[৩]

৭ম হাদিস ঃ

এ বিষয়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) থেকে তাবেয়ী বলকিনী (রহ.) সূত্রে একটি মকতু হাদিস রয়েছে।[৪] উক্ত বিষয়ের হাদিসটিকে কোন মতেই "দ্বঈফ বা দুর্বল" বলার কোন সুযোগ নেই। কারণ বিভিন্ন সনদে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে।

পিতা মাতার দিকে নেক নজরে তাকালে কবুল হজ্জের সাওয়াব

বর্তমান যুগের অন্যতম আহলে হাদিস নাসিরুদ্দীন আলবানী তার সিললিাতুল আহাদিসুদ্-দ্বঈফাহ গ্রন্থের ৬/২৪২পৃষ্ঠা হাদিস নং ২৭১৬ ও ১৩/৫৯০পৃ.হাদিস নং ঃ৬২৭৩ এ এবং দ্বঈফু মিশকাত এর ৩/১৩৮৩ পৃ.হাদিস নং ৪৯৪৪ এ উক্ত হাদিসটিকে জাল বলে উল্লেখ করেছে। বাংলাদেশে তারই উত্তরসূরী শায়খ আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসূফ বলেন এটি নাকি বাংলাদেশের বানানো একটি জাল হাদিস।

আরাবী, মু'জামে ইবনে আরাবী, ৩/১০৪৭পৃ. হাদিস,২২৫২, যওজী, আল-ইল্লল আল-মুতনাহিয়্যাহ, ২/৭২পৃ. হাদিস,৯২৫

১ ইমাম বায়হাকী,শুয়াবুল ঈমান, ৫/২৮৭পৃ. হাদিস,৩৪৩৮,ও মা'রিফাতুল সুনানি ওয়াল আছার, ৫/১১৮পৃ.ও ফাযায়েলুল ওয়াক্ত, ১/৩১২পৃ. হাদিস,১৫০, ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তালখিসুল হবির, ২/১৯০পৃ. হাদিস,৬৭৫, ইবনুল মুলাক্কিন, বদরুল মুনীর,৫/৩৮পৃ.

২ ইমাম দারেকুতনী,আল-ইল্লল, ১২/২৬৯পৃ.হাদিস,২৭০৩, ইবনে জওজী, ইল্লল ইল মুতনাাহিয়্যাহ,২/৭২পৃ.হাদিস,৯২৫।

৩ ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী,তালখিসুল খবির,২/১৯০পৃ.হাদিস,৬৭৫,তিনি বলেন সনদটি সহিহ।

৪ ইমাম মারুজী (ওফাত.২৪৬হি.),আল-বিরূ ওয়াল ছিলাত,১/৩৩পৃ.হাদিস,৬৩,

নাউযুবিল্লাহ! সে আরও বলেছে কোন হাদীসের কিতাবে নাকি উক্ত হাদিসটি নেই, উক্ত মূর্খকে নিম্নের উক্ত আলোচনা থেকে শিক্ষা নেওয়ার জন্য পরামর্শ রইল।

প্রথমে উল্লেখ করা জরুরী মনে করছি যে উক্ত হাদিসটি সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এর সুত্রে বর্ণিত,আর তাঁর থেকে তার দু'জন ছাত্র হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। ইকরামা ও যাহ্হাক, কিন্তু যাহ্হাকের সনদ দ্বঈফ কিন্তু ইকরামার বর্ণনা নয়। অথচ ধোঁকাবাজ আলবানী একটি সনদকে উল্লেখ করে অন্যটিকে গোপন করেছে।

প্রথম হাদিসের বর্ণনা ঃ

عَنِ الحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَا مِنْ وَلَدٍ بَارٍّ يَنْظُرُ نَظْرَةَ رَحْمَةٍ إِلَّا كَتَبَ اللهُ بِكُلِّ نَظْرَةٍ حَجَّةً مَبْرُورَةً "، قَالُوا: وَإِنْ نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ؟ قَالَ: " نَعَمْ، اللهُ أَكْبَرُ وَأَطْيَبُ "-

-"হযরত হাকাম ইবনে আবান (রহ.) তাবেঈ ইমাম ইকরামা (ﷺ)হতে তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছন, যখন সদাচারী সন্তান নেক দৃষ্টিতে নিজের মাতাপিতার দিকে তাকায়, তখন আল্লাহ তায়ালা তার প্রতিটি নেক দৃষ্টির বিনিময়ে তার আমলনামায় একটি কবুল হজ্জের সাওয়াব লিপিবদ্ধ করেন। উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সন্তান যদি দৈনিক একশ বার দৃষ্টিপাত করে? রাসূল (ﷺ) বললেন, হ্যাঁ তাহলেও (দৈনিক একশত হজ্জের সাওয়াব পাওয়া যাবে) আল্লাহ অতি মহান ও অতি পবিত্র।"[১] আর অনেকের আপত্তি রাবি 'হাকাম ইবনে আবান' এর কারনে। তাদের ধোকার জবাব হলো আল্লামা ইবনে হাযার হাইসামী (রহ.) একটি হাদিস প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেন رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ الحَكَمُ بْنُ أَبَانٍ، وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ وَجَمَاعَةٌ، وَضَعَّفَهُ ابْنُ المُبَارَكِ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ. -"হাদিসটি তাবরানী বর্ণনা করেছেন আর উক্ত সনদে 'হাকাম বিন আবান আল-আদনী' রয়েছেন,তাকে ইমাম নাসাঈ ও একজামাআ'ত মুহাদ্দিসেকেরাম সিকাহ বা বিশ্বস্ত বলেছেন,তবে আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক তাকে দ্বঈফ বলেছেন,আর এ হাদিসের বাকি সমস্ত রাবি সিকাহ।[২]

১ ক.বায়হাকী : শুয়াবুল ঈমান : ১০/২৬৫পৃ.হাদিস:৭৪৭২,অধ্যায়ঃ কিতাবুল বিররুল ওয়ালিদাইন।
খ. খতিব তিবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ : ৪/২০৯ পৃষ্ঠা, হাদিস : ৪৯৪৪
গ. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : মিরকাত : ১০/২৪৮ পৃ. হাদিস : ৪৯৪৪
ঘ. শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী : আশিয়াতুল লুম'আত : ৩/১৮৪ পৃ. হাদিস : ৪৯৪৪
২ ইমাম ইবনে হাজার হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ,৭/৩৩পৃ.হাদিস,১১০৫১,অধ্যায়,কিতাবুত-তাফাসীর,সূরা বারাআ'ত।

অপরদিকে হাইসামী উক্ত গ্রন্থের অন্যস্থানেও তাকে সিকাহ বলেছেন।[১] তাই সর্বশেষ আমি বলবো যে একজন মুহাদ্দিসের রায়কে কেন্দ্র করে তাকে কোন ক্রমেই দ্বঈফ বলা যাবে না। হাদিসটি অবশ্যই সহিহ বলা যেতে পারে। অপরদিকে ইমাম আবু হাতেম বলেন আমি আবদুর রহমান থেকে তিনি আবু যারওয়া থেকে তিনি বলেন 'হাকাম' হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে সৎ ব্যক্তি।[২] ইমাম ইবনে শাহিন বলেন 'ইমাম আহমদ ও ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন তাকে সিকাহ বলেছেন।[৩] ইমাম যাহাবী উল্লেখ করেন 'ইমাম ইবনে মুঈন,নাসাঈ,আহমদ আযলী তাকে সিকাহ বলেছেন।[৪]

দ্বিতীয় হাদিস ঃ

نَهْشَلُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا مِنْ وَلَدٍ بَارٍّ يَنْظُرُ إِلَى وَالِدَيْهِ نَظْرَةَ رَحْمَةٍ إِلَّا كَانَ لَهُ بِكُلِّ نَظْرَةٍ حَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ "، قَالُوا: وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهِمَا كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ؟ قَالَ: " نَعَمْ، اللهُ أَكْبَرُ وَأَطْيَبُ "-

-"নাহশাল বিন সাঈদ 'বিখ্যাত তাবেয়ী ইমাম যাহ্হাক (ﷺ) হতে তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, যখন কোন সদাচারী সন্তান রহমতের দৃষ্টিতে নিজের মাতা পিতার দিকে তাকান প্রতিটি দৃষ্টির বিনিময়ে তার আমল নামায় একটি কবুল হজ্জের সাওয়াব দান করেন। উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন কেউ যদি একশতবার তাকায়? রাসূল (ﷺ) বললেন, তাহলে একশত হজ্বের সাওয়াবই পাবে। আল্লাহ মহান ও অতি পবিত্র।" [৫]

এ হাদিসের সনদটি নিঃসন্দেহে দ্বঈফ তা আমরা স্বীকার করি,তবে জাল নয়,কেননা অন্য শক্তিশালী সনদ দ্বারা তা সমর্থিত। আর রাবি 'নাহশাল' সুপরিচিত দুর্বল রাবি। তিনি তাবে-তাবেঈ ছিলেন। ইমাম যাহাবী উল্লেখ করেন ' ইসহাক ইবনে রাহবিয়্যাহ,আবু হাতেম,নাসাঈ,ইবনে মুঈন,দারেকুতনী তাকে দুর্বল হাদিস বর্ণনাকারী বলেছেন।[৬] ইমাম আদি বলেন তিনি সেকাহ রাবি নয়।[৭] তাই বুঝা গেল সনদটিতে দুর্বলতা বিদ্যমান। তাই হাদিসটি সহিহ বিস্-শাহেদ। উল্লেখ্য যে, উক্ত হাদিসটি যে

১ ইমাম ইবনে হাজার হাইসামী,মাযমাউয-যাওয়াইদ,৮/২৫৫পৃ.হাদিস,১৩৯২৭।
২ ইমাম আবু হাতেম,আল-জর্‌রাহ ওয়াত তা'দিল,৩/১১৩পৃ.ক্রমিক,৫২৬।
৩ ইমাম ইবনে শাহিন,তারিখু আসমাউল সিকাত,১/৬২পৃ.ক্রমিক,২১৫,দারুল সালাফিয়্যাহ,কুয়েত।
৪ ইমাম যাহাবী,তারীখুল ইসলামী,৪/৩৮পৃ.ক্রমিক,২৩।
৫ ইমাম বায়হাকী : শুয়াবুল ঈমান : ১০/২৬৬পৃ.,হাদিস:৭৪৭৫
৬ ইমাম যাহাবী,মিযানুল ই'তিদাল,ও তারীখুল ইসলাম,৪/৫৩১পৃ.ক্রমিক,৪১২,বুখারী,তারীখুল কাবীর,৮/১১৫পৃ.ক্রমিক,২৪০১।
৭ ইমাম আদি,আল-কামিল,৮/৩২৩পৃ.ক্রমিক,১৯৮৬।

সব কিতাব থেকে সংকলন করা হয়েছে তার মধ্যে একটি কিতাবও বাংলাদেশের রচিত নয়। তাই প্রমানিত হলো আহলে হাদিস উক্ত মোল্লার কথা অকাট্য মিথ্যা। আর উক্ত আলোচনার দ্বারা আলবানীর তাহক্বীক ভূয়া বলে প্রমানিত।

জুমার দিনের নির্দিষ্ট দুরূদ পড়ার হাদিস থাকা প্রসঙ্গ ঃ

"হাদীসের নামে জালিয়াতি" বইয়ের ৪৮৬ পৃষ্ঠায় আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর লিখেছেন, জুমার দিনে নির্দিষ্ট সংখ্যায় এবং নির্দিষ্ট দুরূদের নাকি কোন হাদিস নেই। অথচ সহিহ সূত্রে পাওয়া যায় রাসূল (ﷺ) কমপক্ষে নির্দিষ্ট একটি দুরূদকে জুমার দিনে জুমার পর ৮০ বার পড়ার আদেশ করেছেন। যেমন বর্ণিত আছে :

حَدِيث أبي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعا من صلى عَلَيَّ يَوْم الْجُمُعَة ثَمَانِينَ مرَّة غفر الله لَهُ ثَمَانِينَ سنة قيل يَا رَسُول الله كَيفَ الصَّلَاة عَلَيْك قَالَ تَقول اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد عَبدك وَنَبِيك وَرَسُولك النَّبِي الْأُمِّي وتعقد وَاحِدَة -

-"বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ ফরমান : যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার প্রতি ৮০ বার দুরূদ শরীফ পড়বে তাহলে আল্লাহ তায়ালা তার ৮০ বছরের (সগীরা) গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। সাহাবীরা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনার প্রতি দুরূদ শরীফ আমরা কিভাবে পড়বো। রাসূল (ﷺ) ইরশাদ ফরমান :

اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد عَبدك وَنَبِيك وَرَسُولك النَّبِي الْأُمِّي

"আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন আবদিকা ওয়া নাবিয়্যিকা ওয়া রাসূলিকা আন্-নাবিয়্যি উম্মি' এভাবে পড়বে।"[১]

১ ক. দারে কুতনী : আস সুনান : ২/১৫৪ পৃ:,আল্লামা শায়খ ইউসুফ বিন নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ৪/১৭৯পৃ.,খতিবে বাগদাদী : তারীখে বাগদাদ : ১৩/৪৮৯, তিনি হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) হতে, ইমাম সাখাভী : কওলুল বদী : ১৪৫ পৃ হযরত আবু হুরায়রা (রা.) এর সূত্রে,ইমাম সাখাভী : আল কাশেফ : ১/১৬৭.পৃ.ইরাকী,তানযিহুল শারীয়াতুল কোবরা, ২/৩৩১পৃ.হাদিস ঃ ৪৫,দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ,বয়রুত,লেবানন,তিনি বলেন হাদিসটি 'হাসান',ইবনুল যওজী,আল-ইল্লুল মুতনাহিয়্যাত ফি আহাদিসুল ওয়াহিয়্যাত, ১/৪৬৮পৃ. হাদিস ঃ ৭৯৬, ইরাকী, তাখরীযে ইহইয়াউল উলূম,১/২২০পৃ. তিনি বলেন ইমাম ইবনে নু'মান হাদিসটিকে 'হাসান' বলেছেন ও ১/৪৪৫পৃ.হাদিস,৫১১ তিনি বলেন ইমাম ইবনে কাত্তান হাদিসটিকে হাসান বলেচেন, আযলূনী,কাশফুল খাফা, ১/১৮৯পৃ. হাদিস,৫০১,তিনি বলেন 'ইমাম ইরাকি হাদিসটিকে হাসান বলেছেন,আবু ত্বালেব মক্কী,কুউয়াতুল কুলুব,১/১২১পৃ.দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ,বয়রুত,লেবানন,গায্যালী, ইহইয়াউল উলূমুদ্দীন,১/১৮৬পৃ.,দারুল মা'রিফ বয়রুত,লেবানন, শায়খ খলিল (ওফাত.৮৬৯ হি.),বাশারাতুল মাহবুব বি তাকফীরুল যুনুব,১/৩৯পৃ. আবদুর রহমান সাফুরী,নুযহাতুল মাযালিস,১/১৩৮পৃ.মাতবায়ে কাস্তালিয়া,কাহেরা,মিশর।

অপরদিকে ইমামুল কবীর আবুল 'হাসান' বকরী মিসরী (রহ.) তার আল আক্বদ গ্রন্থে ২৬ তম দরূদ হিসেবে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্নিত উক্ত দরূদ শরীফটি দারেকুতনীর বরাতে বর্ণনা করেন।[১]

অপরদিকে ইমাম মুহাদ্দিস আবু মুহসিন সৈয়দ ইউসূফ বিন আব্দুল্লাহ হুসাইনী (রহ.) এর ছোট সংক্ষিপ্ত চমৎকার গ্রন্থ "كتاب الاربعون حديثا" কিতাবুল আরবাঈন হাদিস এর ১০৩ তম হাদিস হিসেবে উল্লেখ করে বলেন : رواه ابن شاهين و الضياء المقدسى و الدارقطنى فى سننه و قال حديث حسن- অর্থাৎ- উক্ত হাদিসটি ইমাম ইবনে শাহীন (রহ.), ইমাম যিয়া মাকদেসী (রহ.) এবং ইমাম দারে কুতনী (রহ.) সুনান গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণনা করেন এবং তারপর বলেন হাদিসটি 'হাসান' অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য।[২] [উক্ত হাদিসটির এই সনদ ছাড়াও অপর আরেকটি সনদ রয়েছে]

ইমাম খতিবে বাগদাদী তার তারীখে বাগদাদ : ১৩/৪৮৯ পৃষ্ঠায় হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) এর সূত্রে আরেকটি সনদ বর্ণনা করেছেন। আর উক্ত সনদের সমর্থন করেছেন ইমাম আব্দুর রহমান সাখাভী (রহ.) তার আল কাশেফ গ্রন্থের ১/১৬৭ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন।

উক্ত দুটি সনদের কোন একটি সনদের ব্যাপারেও মুহাদ্দিসগণ কোন মন্তব্য করেননি, তাই উক্ত হাদিসটি নি:সন্দেহে সহীহে হওয়ার যোগ্যতা রাখে। অপরদিকে ইমাম যাহাবী (রহ.) উক্ত হাদীসের অপর একটি সনদ হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি উক্ত সনদ সম্পর্কে বলেন, উক্ত হাদিস গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই।[৩]

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! উক্ত হাদিস আরো অনেক গুলো সনদে বর্ণিত হয়েছে, তাই হাদিসটি নিঃসন্দেহে কমপক্ষে "'হাসান' লিগাইরিহী" হওয়ার মর্যাদা রাখে।

রওযা মোবারক যিয়ারত সম্পর্কিত হাদিসঃ

১ নং হাদীসের পর্যালোচনা : যে আমার রওযা যিয়ারত করবে তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব।

"হাদীসের নামে জালিয়াতি" বইয়ের ৪৬৩ পৃষ্ঠা হতে ৪৬৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দীর্ঘ আলোচনা করে একটি সহিহ হাদিসকে দ্বঈফ ও মওদ্বু প্রমাণ করার অনেক চেষ্টা

১ আল্লামা ইউসূফ বিন নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ৪/১৭৯ পৃ.
২ আল্লামা শায়খ ইউসূফ বিন নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ৪/১৮৭ পৃ
৩ ইমাম যাহাবী : মিযানুল ইতিদাল : ৪/৩২২ পৃ: রাবী নং : ৯৯২৯, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত।

করেছেন, কিন্তু তা প্রমাণ করতে পারেন নি। কারণ কোন হক্কানী মুহাদ্দিস উক্ত হাদিসটিকে জাল বা বানোয়াট বলে উল্লেখ করেননি।

عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي»-

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন,যে আমার রওযা মোবারক যিয়ারত করবে তার জন্য আমার শাফায়াত অনিবার্য।"[1] আল্লামা ইবনে হাযার হাইসামী উক্ত হাদিসটি সংকলন করে বলেন,

১ ক. ইমাম বায়হাকী : শুয়াবুল ঈমান : ৬/৫১.পৃষ্ঠা, হাদিস,৩৮৬২, কাজী আয়াজ আল-মালেকী, আশ-শিফা শরীফ : ২/৮৩ পৃষ্ঠা, দারেকুতনী, আস-সুনান, ৩/৩৩৪পৃ., হাদিস,২৬৬৫, মুয়াস্সাতুল রিসালাহ, বয়রুত,লেবানন, বায্যার,আল মুসনাদ, ২/২৪৮পৃষ্ঠা, হাকিম তিরমিযী, নাওয়ারিদুল উসূল ফি আহাদিসির রুসুল,২/৬৭পৃষ্ঠা, ইস্পাহানী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/২৭পৃ. হাদিস,১০৮১,আদি,আল-কামিল, ৮/২৬৯পৃষ্ঠা, ক্রমিক নং.১৮৩৪, ও ৪/১৯০-১৯১পৃষ্ঠা, সুয়ূতি, জামিউল আহাদিস, ২০/৩৪৮পৃ. হাদিস,২২৩০৪, সুয়ূতি, জামিউস-সগীর : ২/৬০৫ পৃষ্ঠা, হাদিস : ৮৭১৫, ইমাম হায়সামী : মাযমাউয যাওয়াইদ : ৪/২ পৃষ্ঠা, হাদিস,৫৮৪১, ও কাশফুল আশতার,২/৫৭পৃ.হাদিস:১১৯৮,সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ৪১৯পৃ. হাদিস নং ১১২৫, আযলূনী,কাশফুল খাফা,১/২২৪পৃ.হাদিস,২৪৮৭, মুসলিম আনসারী আদ্-দাওলাবী, কানাঈ আসমাউল দাওলাবি, ২/৮৪৬পৃ. হাদিস ঃ ১৪৮৩, দারুল ইবনে হাযম, বয়রুত,লেবানন, ইমাম দিন্নুরী (ওফাত.৩৩৩হি.),মাজালিসুল ওয়া যাওয়াহিরুল ইলম, ১/৪৩১পৃ. হাদিস ঃ ১/৪৩১পৃ. হাদিস,১২৯, ইবনে আসাকির, ইত্তাহাফুল যায়েরাহ ওয়াতরাফাল মুকিম, ১/২০পৃ. ১/২১পৃ.,মহিবুদ্দীন ইবনে রাশেদ আল-ফিহরী সুবতী, মালাইল গিবাত,১/৩২পৃ. ইমাম যাহাবী,মিযানুল ই'তিদাল,২/৪৩৫পৃ. ক্রমিক নং, ৫২৬৭,যাহাবী,এসবাতুল শাফাআ'ত,১/৫২পৃ.হাদিস ঃ ৪৬,আবুল হাসান খিলঈ শাফেয়ী, আল-সাবেঈ মিন খিলঈয়্যাত, হাদিস ঃ ৫৩,খিলঈ,ফাওয়াইদুল হাসান সিহাহ ওয়া গারায়েব, ১/৭০পৃ. হাদিস : ৬৯,খিলঈ,আল-ফাওয়াইদুল মুনতাকাত,১/২২২পৃ.হাদিস:২৮৪, ইবনুল সাকান,হাদিসু সাকান বিন জা'মে, ১/৪১৯ পৃ. হাদিস ঃ ১/৪১৯পৃ. ক্রমিক নং-৪, ইবনে নাজ্জার, আদ-দুররাতুল সামিয়্যাত, ১/১৫৫পৃ. কুস্তালানী, মাওয়াহেব লাদুন্নীয়া : ২/৫৭১.পৃষ্ঠা, ইমাম যুরকানী, শরহে মাওয়াহেব :১২/১৮০পৃ.পৃষ্ঠা, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, ইবনুল মুলাক্কিন,আল-বদরুল মুনীর, ৬/২৯৬পৃ. ও তুহফাতুল মুহতাজ, ২/১৮৯পৃ. হাদিস : ১১৪৯, তিনি বলেন 'ইবনে খুযায়মার সনদ সহিহ, ইরাকী, তাখরীজে ইহইয়াউল উলূম, ১/১৮৭৩পৃ. ইমাম সুয়ূতি,আল-আলীল মাসনূ, ১৪০পৃষ্ঠা, মোল্লা আলী ক্বারী, আসারুল মারফূআ,২০৭পৃ. শায়খ ইউসূফ বিন নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার :২/২০৬পৃ.,মোল্লা আলী ক্বারী : শরহে শিফা :২/১৫০ পৃ.,আল্লামা শায়খ ইউসূফ বিন নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার :২/২০৬পৃষ্ঠা, ইমাম আব্দুর রউফ মানাবী : ফয়যুল ক্বাদির : ৬/১৪০পৃ.হাদিস : ৮৭১৫,তিনি বলেন,ইমাম সুবকী বলেছেন হাদিসটি হাসান অথবা সহিহ। নুরুদ্দীন সানাদী,হাশীয়ে সানাদী আ'লা সুনানি ইবনে মাজাহ, ২/২৬৮পৃ. ইমাম উকায়লী : আদ্-দ্বঈফাউল কাবীর : ৪/১৭০ পৃষ্ঠা,আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী : তালখীসুল হবির : ২/৫৬৯পৃ: তিনি বলেন ইবনে খুযায়মা সহিহ সনদে, ইমাম নাওয়াভী,আল-ঈযাহ : ৪৮৮ পৃষ্ঠা, ইমাম তকি উদ্দিন সুবকী : শিফাউস সিকাম ফি যিয়ারাতিল খাইরিল আনাম : ১৫ পৃষ্ঠা,আল্লামা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী : জযবুল কুলুব : ৬১পৃ., মুফতী আমিমুল ইহসান : ফিকহুস সুনানি ওয়াল আছার : ১/৪১৩ পৃ: হাদিস : ১১৭৯, ই.ফা.বা,হতে প্রকাশিত, আল্লামা মুত্তাকী হিন্দী : কানযুল উম্মাল : ১৫/৬৫১ পৃ. হাদিস : ৪২৫৮৩, আল্লামা শিহাবুদ্দীন খিফফাযি : নাসিমুর রিয়াদ্ব : ২/১৫০ পৃ. শাওকানী, নায়লুল আউতার, ৫/১১৩পৃ. মোবারকপুরী, মেরআ'তুল মাফাতিহ, ৯/৫৫৬পৃ. হাদিস,২৭৮২, ইবনে হাজার আসকালানী, ইত্তিহাফুল মুহরাত, ৯/১১৪পৃ. হাদিস:১০৬৬২, ৯/১২৩পৃ.হাদিস,১০৬৬৪,

رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَفِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغِفَارِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ

-"উক্ত হাদিসটি ইমাম বায্যার বর্ণনা করেছেন আর সনদে "আবদুল্লাহ বিন ইবরাহিম আল-গিফারী" নামক দুর্বল রাবী রয়েছেন।"[1] মূলত উক্ত হাদিসটির চারটিরও বেশি সনদ রয়েছে, আর প্রত্যেকটি সনদের অবস্থা ভিন্ন তাই হুকুমও ভিন্ন। এ সনদেও উক্ত রাবি দুর্বল তাতে কোন সন্দেহ নেই,কেননা হাইসামী তাঁর উক্ত গ্রন্থেও আরও একাধিক স্থানে তাকে দুর্বল বলেছেন।[2] যাহাবী বলেন 'তাঁর থেকে ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী তাঁর শামায়েলে তিরমিযীতে হাদিস এনেছেন।[3]

দ্বিতীয় সুনানে দারেকুতনীর সনদে 'মূসা বিন হেলাল' রাবি রয়েছেন,তাঁর সম্পর্কে ইমাম দারেকুতনী বলেন وارجو انَّهُ لا باس بِهِ -"নিশ্চয় আমি আশা রাখি তাঁর হাদিস গ্রহন করতে অসুবিধা নেই।[4] ইমাম যাহাবী বলেন– صالح الحديث **"তিনি হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে সৎ ছিলেন।[5] দু'একজন মুহাদ্দিস** উক্ত রাবিকে মজহুল (অপরিচিত) বলেছেন,তার মধ্যে ইমাম দারেকুতনী,আবু হাতেমের পিতাও রয়েছেন।[6] আমি বলবো ইমাম আদি ও ইমাম যাহাবী সহ অনেকে তাঁর পরিচয়ের কথা বলেছেন। এমনকি যাহাবী বলেছেন "আমি তাকে কোন কোন মুহাদ্দিস দ্বঈফ বলতে আমি দেখিনি।[7] আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর উক্ত হাদিসটির শুধু ২টি সনদ বর্ণনার পর পর্যালোচনা করেছেন। মূলত উক্ত হাদিসটির চারটিরও অধিক সনদ রয়েছে। কিন্তু তিনি দুটি সনদ বর্ণনার পর হাদীসের দুটি সনদ হতে কোন একজন রাবী মিথ্যাবাদী আছে বলে প্রমাণ দিতে পারেন নি বরং বলেছেন **"সর্বাবস্থায় এই সনদটি দুর্বল হলেও এতে কোনো মিথ্যাবাদী বা মিথ্যা বর্ণনার অভিযোগে অভিযুক্ত বা পরিত্যক্ত রাবী নেই।** (হাদীসের নামে জালিয়াতি, পৃ. ৪৬৫)

তাই প্রমাণ পাওয়া গেল উক্ত হাদীসে কোন মিথ্যাবাদী রাবী নেই। আমরা কিতাবের প্রথম দিকে আলোচনা করেছি হাদিস দ্বঈফ হলেও একাধিক সনদে বর্ণিত হলে হাদিস '''হাসান''' পর্যায়ে উন্নিত হয়ে যায়।

১ ক. আল্লামা ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউয-যাওয়ায়েদ : ৪/২পৃ.হাদিস,৫৮৪১
২ ক. আল্লামা ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউদ যাওয়ায়েদ : ১/৬০পৃ. হাদিস,২০৫, ৩/৬৪পৃ. হাদিস,৪৩৪২, ৯/৪১পৃ. হাদিস,১৪২৯৭, মাকতুবাতুল কুদসী,কাহেরা,মিশর।
৩ .ইমাম যাহাবী : তাহযীবুত-তাহযীব,১/২৪৯পৃ.ক্রমিক নং.৪৬৮
৪ . আদি,আল-কামিল,৮/২৬৯পৃষ্ঠা,ক্রমিক নং.১৮৩৪
৫ . আল-ওয়াদী,রিজালুল দারেকুতনী ফি সুনান,১/৪৫৭পৃষ্ঠা,ক্রমিক নং.১১৮৫
৬ যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৩/১৭২পৃ. ক্রমিক নং ৬০১১,আবু হাতেম, জর্হরাহ ওয়া তা'দীল,৮/১৬৬পৃ. যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৩/১৭২পৃ. ইবনে জওজী, দ্বঈফাহ ওয়াল মাতরুকুন, ক্রমিক,৭৩৪, ইবনে হাজার, লিসানুল মিযান, ৪/২৭৬পৃ. ৩/১৫১পৃ. ক্রমিক,৩৪৭৮
৭ যাহাবী,তারিখুল ইসলাম,৫/২০৫পৃ.ক্রমিক,৩৭৯

শুধু তাই নয় আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর উক্ত বইয়ের ২৬৯ পৃষ্ঠায় এক হাদিস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, এ দুটি সনদ ছাড়াও হাদিসটি আরো কয়েকটি দুর্বল সনদে বর্ণিত হয়েছে। এ সকল সনদে দুর্বল রাবী থাকলেও মিথ্যার অভিযুক্ত নেই। কাজেই সামগ্রিকভাবে হাদিসটি "'হাসান"' বা গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য। (ঐ, পৃষ্ঠা-২৬৯)

এমনকি তিনি হাসান লিগাইরিহীর পরিচয়ে অনূরূপ বক্তব্য দিয়েছেন। তাই প্রমাণ পাওয়া গেল দুর্বল রাবী থাকলেও একাধিক সনদে হাদিস বর্ণিত হলে হাদিসটি 'হাসান' বা গ্রহণযোগ্য যা আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর-এরও অভিমত। অপরদিকে বলতে চাই ভ্রান্ত আহলে হাদিস মোল্লাদের থেকে আমাদের বেঁচে থাকতে হবে, যেমন বিশেষ করে নাসিরুদ্দিন আল বানী যে তার "ইরওয়া উল গালীল" গ্রন্থের হাদিস নং- ১১১৩ এ বলেছেন যে, উক্ত হাদিসটি মওদু বা বানোয়াট দেখুন কত বড় দু:সাহস দেখিয়েছেন উক্ত জঘন্য মৌলভী।

মুফতি আমিমুল ইহসান (রহ.) স্বীয় ফিকহুস সুনানি ওয়াল আছার গ্রন্থে উক্ত হাদিসটি সংকলন করে (এ পুস্তকটি স্বয়ং আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব নিজেই অনুবাদ করেছেন) বলেন, "উক্ত হাদিসটি ইমাম দারেকুতনী, ইবনুস সাকান, আল্লামা আব্দুল হক মুহাদ্দিস, ইমাম সুবকী সহিহ বলেছেন, আল্লামা নীমাবী হাদিসটিকে 'হাসান' বলেছেন। তাবরানী হাদিসটি সংকলন করেছেন ও ইবনুস সাকান সহিহ বলেছেন।" দেখুন আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর এই সত্যকে নিজেই অনুবাদ করে সে নিজেই সত্যকে ধামাচাপা দিয়েছেন। এখন দেখি গ্রহণযোগ্য ইমামগণ উক্ত হাদিস সম্পর্কে কী বলেছেন, বিশ্ব বিখ্যাত মুহাদ্দীস আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) তার "শরহে শিফা" এ বলেন- شرح الشفاء: 150\2 "উক্ত হাদিসটি ইমাম ইবনে খোযায়মা, ইমাম বায্যার, ইমাম তাবরানী (রহ.) ও অন্যান্য ইমামগণ বর্ণনা করেছেন। এ সমস্ত বর্ণনা থেকে হাদিসটি 'হাসান' হওয়া সাক্ষ্য প্রমাণিত হয়।"[১] শুধু তাই নয় একটু সামনে অগ্রসর হয়ে মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) আরো বলেন, رواه ابن خزيمة و البزار و الطبرانى و له شواهد حسنه- رواه الدارقطنى و غيره و صححه جماعة من الحديث انمة

-'ইমাম দারেকুতনীসহ অন্যান্য ইমামগণ উক্ত রেওয়ায়েতকে বর্ণনা করেছেন এবং এক জামাত ইমামগণ উক্ত হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।"[২]

তিনি আরো বলেন, عَن ابْن عُمَرَ و غيره مرفوعا

১ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : শরহে শিফা : ২/১৫০ পৃ. দারুল কুতুব ইসলামিয়্যাহ, বৈরত।
২ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : শরহে শিফা : ২/১৫০ পৃ.

বর্ণনাকারীর মাধ্যমে মারফু সূত্রে (যার সনদ রাসূল (সা.) পর্যন্ত পৌছেছে) বর্ণিত হয়েছে।[১] তাই বুঝা গেল হাদিসটির আরো অনেক সনদ বা বর্ণনাকারী রয়েছেন। অপরদিকে আল্লামা শায়খ ইউসুফ নাবহানী (রহ.) উক্ত হাদিস সম্পর্কে বলেন- صححه جماعة من ائمة الحديث "এক জামাত ইমামগণ উক্ত হাদিসকে সহিহ বলে মেনে নিয়েছেন।"[২] তিনি আরো বলেন, و ابن السكن و صححه-

-"ইমাম ইবনে সাকান (রহ.) ও উক্ত হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।[৩]

ইমাম ইবনে খোযায়মা উক্ত হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন, তাঁর হাদিস গ্রন্থে। আল্লামা ইমাম তকী উদ্দীন সুবকী (রহ.) তার "শিফাউস সিকাম ফি যিয়ারাতিল খায়রিল আ'নাম" এর ১১ পৃষ্ঠায় বলেন, "উক্ত হাদিসটি উক্ত সনদে (দারে কুতনীর) বর্ণনায় হাসানের মর্যাদা রাখে। আর একাধিক তরিকায় বর্ণিত হওয়ায় শক্তিশালী হওয়ার দরুন صحيح لغيره এর মর্যাদা রাখে।"

শুধু তাই নয় আল্লামা ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী (রহ.) তার مناهل الصفا فى تخريج احاديث الشفاء এর ৭১ পৃষ্ঠায় বলেন উক্ত হাদিসটি সহিহ। আল্লামা শায়খ মাহমুদ সাঈদ হামাভী তার رفع المناره গ্রন্থের ৩১৮ পৃষ্ঠায় উক্ত সনদ সম্পর্কে অনেক গবেষণার পর বলেন হাদিসটির সনদ 'হাসান' পর্যায়ের। ইমাম ইবনে সাকান (রহ.) তার السنن الصحاح ما ثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم এ বলেন হাদিসটি সহিহ। আল্লামা ইমাম হাজার মক্কী (রহ.) তার الجوهر المنظم فى زيارة القبر الشريف النبوى المكرم এর ৪২ পৃষ্ঠায় বলেন- صححه جماعة من ائمة الحديث- অর্থাৎ- এক জামাত ইমামগণ উক্ত হাদিসটি সহিহ বলেছেন। আল্লামা শিহাবুদ্দীন খিফাযি (রহ.) তার "নাসিমুর রিয়াদ্ব শরহে শিফা" এর ২/২৪৮ পৃষ্ঠায়ও অনুরূপ বক্তব্য দিয়েছেন। ইমাম কুস্তালানী (রহ.) বলেন-

رواه عبد الحق فى احكامه الوسطى و فى الصغرى و سكت عنه و سكوته عن الحديث فيهما دليل على صحته-

-"আল্লামা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দীস (রহ.) তার দুটি গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণনা করেন, আর তিনি উক্ত হাদীসের বিষয়ে চুপ ছিলেন, আর তার চুপ থাকা সহিহ হওয়ার উপরে দালালত করে।"[৪]

১ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : শরহে শিফা : ২/১৫১ পৃ.
২ আল্লামা শায়খ ইউসুফ নাবহানী : শাওয়াহিদুল হক্ব : ৭৭ পৃ.
৩ আল্লামা শায়খ ইউসুফ নাবহানী : শাওয়াহিদুল হক্ব : ৭৭ পৃ.
৪ ইমাম যুরকানী : শরহুল মাওয়াহেব : ১২/১৮০ পৃ.

এর ব্যাখ্যায় ইমাম যুরকানী বলেন, -تحققت و ثبتت 'তার (কুস্তালানির) এই তাহকীক দ্বারা হাদিসটি দৃঢ় বা শক্তিশালী প্রমাণিত হয়েছে।' [১]

অপরদিকে ইমাম তকীউদ্দীন সুবকী (রহিমাহুল্লাহ) উক্ত হাদিস সম্পর্কে বলেন,

قال السبكى بقوله: بل حسن أوصحيح-

-"ইমাম সুবকী বলেন, উক্ত হাদিস 'হাসান' লিজাতিহী অথবা সহিহ লিগাইরিহী এর মর্যাদা রাখে। [২]

ইমাম যুরকানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, -ان ابن خزيمة صححه অর্থাৎ- নিশ্চয়ই ইবনে খুযায়মা (রহিমাহুল্লাহ) উক্ত হাদিসটিকে সহিহ সূত্রে বর্ণনা করেন। [৩] ইমাম ইবনুল মুলাক্কিন বলেন وَهَذَا إِسْنَاد جيد -"উক্ত সনদটি শক্তিশালী। [৪] ইমাম নুরুদ্দীন সানাদী বলেন

رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ عَبْدُ الْحَقِّ

-"ইমাম দারেকুতনী ও অন্যান্যরা হাদিসটি বর্ণনা করেছেন,আর মুহাদ্দিস আবদুল হক হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।[৫]

সম্মাণিত পাঠকবৃন্দ! আমরা কী তাহলে গ্রহণযোগ্য ইমামদের কথা মানব নাকি আহলে হাদিস মোল্লা আলবানী ও তার অনুসারীদের কথা মানব? আপনারই বলুন।

যে ব্যক্তি আমার রওযা শরীফ যিয়ারত করবে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য শাফায়াতকারী ও সাক্ষী হবো

২ নং হাদীসের পর্যালোচনা :

"হাদীসের নামে জালিয়াতি" বইয়ের ৪৬৫-৪৬৬ পৃষ্ঠায় উক্ত হাদিসটিকে জাল প্রমাণ করার অপচেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন মুহাদ্দিস উক্ত হাদিসটিকে জাল বা বানোয়াট বলেননি।

কোন মুহাদ্দিস জাল বলেছেন তার প্রমাণও আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর উল্লেখ করতে পারেন নি। তবে উক্ত হাদিসটি দুটি সনদে বর্ণিত হয়েছে। হযরত উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যা ইমাম তায়লসী (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন, উক্ত সনদে হযরত উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বংশের একজন ব্যক্তির নাম সনদে বর্ণিত হয়নি তবে তিনি তাবেয়ী তাই তাদের দাবী

১ ইমাম যুরকানী : শরহুল মাওয়াহেব : ১২/১৮০ পৃ.
২ ইমাম যুরকানী : শরহুল মাওয়াহেব : ১২/১৮০ পৃ.
৩ ইমাম যুরকানী : শরহুল মাওয়াহেব : ১২/১৮০ পৃ.
৪ ইমাম ইবনুল মুলাক্কিন : আল-বদরুল মুনীর : ৬/২৯৬ পৃ.
৫ ইমাম নুরুদ্দীন সানাদী : হাশীয়াতুল সানাদী আ'লা সুনানে ইবনে মাযাহ: ২/২৬৮ পৃ.

হাদিসটির সনদ মাজহুল। ইমাম বায়হাকী (রহিমাহুল্লাহ) তবে সুনানে বায়হাকীতে ও ইমাম দারেকুতনী স্বীয় সুনানে উক্ত হাদিসটি হযরত হাতেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম দারেকুতনী (রহিমাহুল্লাহ) এর বর্ণনায় হযরত হাতেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর সূত্রে হযরত হাতেবের বংশের একজন লোক অজ্ঞাত রয়েছে। উক্ত সনদেও কোন দুর্বল রাবী নেই। আমরা পূর্বেই কিতাবের শুরুতে উল্লেখ করেছি যদিও হাদিস দ্বঈফ হউক না কেন একাধিক সনদে বর্ণিত হওয়ার কারণে হাদিসটি 'হাসান' হয়ে যায়। আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর তার বইয়ের ৪৬৫ পৃষ্ঠায়ও তা স্বীকার করেছেন। তাই উক্ত হাদিসটি একাধিক রাবী অজ্ঞাত নয় বরং শুধু একজন রাবী। তাই হাদিস শাস্ত্রের ইমামদের নীতি অনুসারে হাদিসটি নি:সন্দেহে 'হাসান' আর উক্ত হাদিসটির সম্পূর্ণ অংশটুকু আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর উল্লেখ করেননি। হাদিসটি হল :

حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ آلِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ زَارَ قَبْرِي» أَوْ قَالَ: «مَنْ زَارَنِي كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا وَمَنْ مَاتَ فِي أَحَدِ الحَرَمَيْنِ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي الآمِنِينَ يَوْمَ القِيَامَةِ»

-"হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে একথা বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আমার রওযা যিয়ারত করবে, তার জন্য আমি শাফায়াতকারী এবং সাক্ষী হব। যে ব্যক্তি দুই হারামাঈন শরীফের মাঝে মৃত্যুবরণ করবে আল্লাহ তায়ালা তাকে নিরাপত্তা সহ হাশরে উঠাবেন।' [১]

উক্ত হাদীসের যে দুটি সূত্র রয়েছে তার দুটি সূত্রেই দুর্বলতা ধরে নেওয়া হলেও তার একটি সূত্র অপর সূত্রকে শক্তিশালী করেছে। তাই হাদিসটি লিগাইরিহি।

যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার রওযা শরীফ জিয়ারত করবে, কিয়ামতের দিন সে আমার প্রতিবেশী হবে

১ ক. ইমাম তায়লসী : আল-মুসনাদ : ১/৬৬ পৃ : হাদিস : ৬৫, ইমাম বায়হাকী : আস সুনানে কোবরা : ৫/২৪৫ পৃ.,ইমাম ওকাইলী : আদ-দ্বঈফাহ : ৪/৩৬২পৃ. ইমাম বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান : ৬/৪৮পৃ. হাদিস :৩৮৫৭,ইমাম তকী উদ্দিন সুবকী : আস-সুনান : ১৫ পৃ., ইমাম কুস্তালানী : মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া : ৪/৫৭১ পৃ. ইমাম যুরকানী : শরহুল মাওয়াহেব : ১২/১৮০ পৃ.,ইমাম দারেকুতনী : আস সুনান : ১/২১৭ পৃ : হাদিস :২৬৬৮,আল্লামা কুস্তালানী : মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া : ৩/১৮৪ পৃ.,ইমাম তকি উদ্দিন সুবকী : সিফাউস সিকাম : ১৮ পৃ.,মোল্লা আলী ক্বারী : শরহে শিফা : ২/১৫০ পৃ.,কাযী আয়ায : শিফা শরীফ : ২/১০২ পৃ.,ইমাম আবু ই'য়ালা : আল-মুসনাদ,আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/২২৪ পৃ. হাদিস : ২৪৮৭,ইমাম সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ৪১৯ পৃ. হাদিস : ১১২৫, ইমাম ইবনুল মুলাক্কিন : আল-বদরুল মুনীর : ৬/২৯৮ পৃ. ইবনে আসাকির, ইত্তাহাফুল যায়েরাহ ওয়াতরাফাল মুকিম,১/২৩পৃ.কেনানী, ইত্তেহাফুল খায়রাত,৩/২৫৮পৃ.হাদিস:২৬৯১

৩ নং হাদীসের পর্যালোচনা

"হাদীসের নামে জালিয়াতি" বইয়ের ৪৬৬ পৃষ্ঠায় উক্ত হাদিসটিকে জাল প্রমাণ করার জন্য অনেক অপচেষ্টা চালিয়েছেন। অবশেষে তা প্রমাণ করতে না পেরে মুরসাল বলে ক্ষান্ত হয়েছেন। উক্ত হাদিসটি ইমাম বায়হাকী (রাহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন, কিন্তু ইমাম বায়হাকী (রাহিমাহুল্লাহ) কিছুই মন্তব্য করেননি। ইবনে হাযার আসকালানী (রাহিমাহুল্লাহ) লিসানুল মীযান গ্রন্থে বলেন- হারুন ইবন কুযাআহ একজন রাবী দুর্বল রয়েছেন। (লিসানুল মীযান : ৬/১৮০ পৃ)

হাদিসটিকে মওদ্বু বা বানোয়াট কোন মুহাদ্দিসও বলেন নাই। হাদিসটি দ্বঈফ হলেও ফাযায়েলে আমলের জন্য অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। আর আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর তার বইয়ের ৪৬৬ পৃষ্ঠায় সর্বশেষে হাদিসটি মুরসাল বলেছেন, ইমাম মালেক ও ইমাম আবু হানিফা (রাহিমাহুল্লাহ) এর মতে সিকাহ রাবীর মুরসাল হাদিস গ্রহণযোগ্য।[১]

হাদিসটি হলো :

، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ قَزَعَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ الخَطَّابِ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ زَارَنِي مُتَعَمِّدًا كَانَ فِي جِوَارِي يَوْمَ القِيَامَةِ، وَمَنْ سَكَنَ المَدِينَةَ وَصَبَرَ عَلَى بَلَائِهَا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا وَشَفِيعًا يَوْمَ القِيَامَةِ، وَمَنْ مَاتَ فِي أَحَدِ الحَرَمَيْنِ بَعَثَهُ اللهُ مِنَ الآمِنِينَ يَوْمَ القِيَامَةِ ". -

"হযরত খাত্তাবের বংশধরের এক ব্যক্তি রাসূল (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার জিয়ারত করবে, কিয়ামতের দিন সে আমার প্রতিবেশী হবে, আর যে ব্যক্তি মদীনায় বসবাস করে এবং দুঃখ কষ্টে ধৈর্যাবলম্বন করবে, আমি তার জন্য সাক্ষী ও সুপারিশকারী হব। আর যার ওফাত দুই হেরেমে কোন হেরেমে হবে সে হাশরে নিরাপদ লোকদের শামিল হবে।[২]

১ ক. মুফতী আমিনুল ইহসান : মিযানুল আখবার পৃ - ১৮
খ. আল্লামা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী : মুকাদ্দাসাতুশ শায়খ ২৫ পৃষ্ঠা
গ. ইমাম সুয়তী : তাদরীবুর রাভী : ৮২ পৃ.
ঘ. ইমাম সাখাভী : ফতহুল মুগীস: ১/১৪০ পৃ

২ ক. ইমাম বায়হাকী : শুয়াবুল ঈমান : ৩/৪৮৮ পৃ: হাদিস : ৪১৫২ :
খ. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী : লিসানুল মিযান : ৬/১৮০ পৃ:
গ. ইমাম যাহাবী : মিযানুল ই'তিদাল, ৪/২৬২ পৃ: রাভী নং : ৯৬৬৫ (উক্ত রাবীর আলোচনায়)
ঘ. খতিব তিবরিযী : মেশকাতুল মাসাবীহ : ২/৫১২ পৃ : হাদিস : ২৭৫৫
ঙ. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : মেরকাত : ৫/৬৩৮ পৃ. হাদিস : ২৭৫৫
চ. ইমাম সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ৪১৯ পৃ. হাদিস : ১১২৫
ছ. আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/২২৪ পৃ. হাদিস : ২৪৮৭

যে ব্যক্তি অন্য কোন উদ্দেশ্য ছাড়া একমাত্র আমার রওযা শরীফ যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে আসবে কিয়ামতে তার জন্য আমি সুপারিশকারী হব ঃ

৪ নং হাদীসের পর্যালোচনা :

"হাদীসের নামে জালিয়াতি" বইয়ের ৪৬৭ পৃষ্ঠায় উক্ত হাদিসকে জাল প্রমাণ করার অনেক চেষ্টা করেছেন কিন্তু পারেন নি। উক্ত হাদিসটির একজন রাবী 'মুসলিম ইবনুল সালিম আল জুহায়নী' সম্পর্কে সে মন্তব্য করেছেন নাকি দুর্বল রাবী দেখুন উক্ত রাবী সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে, ইমাম ইবনে হিব্বান, ইমাম ইবনুল হাইয়্যান (রাহিমাহুল্লাহ) এর মতে এবং আরও অনেক মুহাদ্দিসের মতে উক্ত রাভী সিকাহ বা বিশ্বস্ত। কিন্তু আল্লামা ইবনে হাযার হাইসামী (রাহিমাহুল্লাহ) উক্ত রাবীকে দ্বঈফ বা দুর্বল বলেছেন। তারপরও তার রায় মানা হলেও হাদিসটি "হাসান" পর্যায়ের হবে। একজন রাবী সাধারণ দুর্বল হলেও হাদিসটি দ্বঈফ হয়ে যায় নাই বরং "হাসান" বলা যেতে পারে, আর উক্ত হাদীসের বাকী সব রাবী সিকাহ অপরদিকে তার দ্বঈফ হওয়াটা সন্দেহযুক্ত। আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীরও তার বইয়ের ২৬৭ পৃষ্ঠায় শুধু একজন রাবী দুর্বল হওয়ার ব্যাপারেই শুধু মন্তব্য করেছেন।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «مَنْ جَاءَنِي زَائِرًا لَا يَعْلَمُ لَهُ حَاجَةً إِلَّا زِيَارَتِي كَانَ حَقًّا عَلَيَّ أَنْ أَكُونَ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ القِيَامَةِ»

-"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত,রাসুল (ﷺ) বলেন যে ব্যক্তি আমার কাছে যিয়ারত কারী হিসেবে আগমন করবে, আমার যিয়ারত ছাড়া অন্য কোনো প্রয়োজন তাকে ধাবিত করবে না, তার জন্য আমার দায়িত্ব হবে যে, আমি কিয়ামতের দিন তার শাফায়াত করব।"[১]

ইমাম হাইসামী (রাহিমাহুল্লাহ) এই সনদটি সর্ম্পকে বলেন, رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيرِ وَفِيهِ مَسْلَمَةُ بْنُ سَالِمٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. "উক্ত হাদিসটি ইমাম তাবরানী (রাহিমাহুল্লাহ)

১ ক. ইমাম তাবরানী : মুজামুল কবীর : ১২/২৯১পৃ.হাদিস : ১৩১৪৯, ইমাম তাবরানী : মু'জামুল আওসাত : ৫/১৬পৃ.,হাদিস,৪৫৪৬,ইমাম ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউদ যাওয়াইদ : ৪/২পৃ. হাদিস: ৫৮৪২, ইমাম দারেকুতনী : আস্-সুনান : ২/২৭৮ হাদিস, ইমাম তকিউদ্দনি সুবকী : সিফাউস সিকাম : ১৩ পৃ.,ইমাম যাহাবী : মিযানুল ই'তিদাল : ৪/৯৬ : রাবী নং : ৮৯৬৪, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত,ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী : লিসানুল মিযান : ৮/৫০পৃ.ক্রমিক নং.৭৭০৫,জীবনী: মুসলিম বিন সালেম,ও তার অপর গ্রন্থ তালখিসুল হবির, ২/৫৬৯পৃ.,ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী :আদ্দুররুল মুনতাসিরাহ : ১/২৩৭ পৃ., ইমাম সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ৪১৯ পৃ. হাদিস : ১১২৫, আযলূনী : কাশফুল খাফা : ১/৪২৬ পৃ. হাদিস নং-২৪৮৭, ইবনে নাজ্জার,আখবারে মদিনা, ১/১৫৫পৃ. নুরুদ্দীন সানাদী, হাশীয়ায়ে সানাদী আ'লা সুনানি ইবনে মাজাহ, ২/২৬৮পৃ. ইবনুল মুলাক্কিন,বদরুল মুনীর, ৬/২৯৮পৃ. খিলঈ, আল-সাবেঈ মিনাল খিলাআ'ত,৫২পৃ. হাদিস,৫২, ফাওয়াইদুল হাসান সিহাহ ওয়াল গারায়েব, ১/৬৯পৃ. হাদিস:৬৮, ও আল-ফাওয়াইদুল মুনতাক্বাত, ১/২২২পৃ . হাদিস:২৮৩,

তার মু'জামুল আওসাত ও কাবীরে বর্ণনা করেছেন। উক্ত সনদে 'মাসলামা বিন সালিম' তিনি দ্বঈফ বা দুর্বল।[১] উক্ত রাবী দুর্বল হওয়া নিয়ে যেহেতু ইমামদের মাঝে মত পার্থক্য দেখা দিয়েছে সেহেতু তাকে দুর্বল বলা থেকে বিরত থাকা উচিত। তবে ইমাম আবু দাউদ(রহ.)তাকে গায়রে সিকাহ বলেছেন।[২] অপরদিকে ইমাম হাইসামী (রহ.) উক্ত রাবি সম্পর্কে বলেন-

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُسْلِمُ بْنُ سَالِمٍ، وَيُقَالُ: مَسْلَمَةُ بْنُ سَالِمٍ، ضَعَّفَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ

-"ইমাম তাবরানী (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন,আর উক্ত সনদে 'মাসলামা বিন সালেম' রাবি রয়েছেন ইমাম আবু দাউদ (রহ.) তাকে কিছুটা দুর্বল বলেছেন,কিন্তু ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) তাকে তাঁর সিকাহ গ্রন্থে সিকাহ রাবির অন্তভুক্ত করেছেন।[৩] ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন (রহ.) বলেন তিনি সিকাহ ছিলেন।[৪]

তাই তাকে সরাসরি দ্বঈফ বলা যাবে না। তাই উক্ত হাদিস সম্পর্কে ইমাম সুয়ূতি (রহ.) বলেন, -وصححه ابن السكن-"ইমাম ইবনে সাকান (রহ.) উক্ত হাদিসকে সহিহ বলেছেন।"(আদ্দুররুল মুনতাসিরাহ,১/২৩৭পৃ.)

অপরদিকে আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর উক্ত হাদীসের অপর আরেকটি সূত্রকে গোপন করেছেন। তা হল ইমাম আবু শাইখ (রহ.) সংকলন করেছেন। মোট পূর্বের সূত্রের মতই মাসলামা (মুসলিম) ইবনু সালিম আয-জুহানী তিনি বলেন, আমাকে আব্দুল্লাহ (অথবা উবায়দুল্লাহ) ইবনু উমার বলেছেন, তিনি নাফি থেকে, তিনি সালেম বিন আব্দুল্লাহ (রহ.) থেকে তিনি তার পিতা ইবন ওমর থেকে, তিনি মারফূ সূত্রে।[৫]

তাই মাসলামার একটি সূত্র অপর আরেকটি সূত্রকে শক্তি যুগিয়েছেন। অপরদিকে ইবনে উমর (রাঃ) এর সূত্র সম্পর্কে ইমাম কুস্তালানী(রহ.) ও ইমাম যুরকানী (রহ.) বলেন- صححه ابن السكن অর্থাৎ- ইমাম ইবনুস্-সাকান (রহ.) নিম্নোক্ত সনদকে সহিহ বলেছেন।[৬]

৫ নং হাদীসের পর্যালোচনা :

১ আল্লামা ইবনে হাজার হাইসামী,৪/২পৃ.হাদিস,৫৮৪২
২ আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী : লিসানুল মিযান : ৫/২৯ পৃষ্ঠা :
৩ আল্লামা ইবনে হাজার হাইসামী,১/১৯৫পৃ.হাদিস,৯৪৪
৪ যাহাবী :মিযানুল ই'তিদাল : ৪/১০৪পৃষ্ঠা,ক্রমিক নং,৮৪৮৯
৫ ইমাম যাহাবী : মিযানুল ই'তিদাল : ৪/৯৬ পৃ. রাভী নং- ৮৯৬৪, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত।
৬ ক. ইমাম কুস্তলানী : মাওয়াহেবে লাদুন্নীয়া : ৩/১৮৫ পৃ. মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ, বয়রুত।
খ. ইমাম যুরকানী : শরহুল মাওয়াহেব : ১২/১৮০ পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত।

"হাদীসের নামে জালিয়াতি" বইয়ের ৪৬৭ পৃষ্ঠায় উক্ত সহিহ হাদিস

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " مَنْ زَارَنِي بِالْمَدِينَةِ مُحْتَسِبًا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا وَشَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ " قال السيوطى هذا حديث حسن-

-"হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে মদীনা মুনাওয়ারা হাজির হয়ে আমার যিয়ারত করবে কিয়ামত দিবসে আমি তার সাক্ষী এবং শাফায়াত কারী হব।"[১] ইমাম সুয়ূতি (রহ.) বলেন এই হাদিসটি হাসান।

আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর উক্ত হাদীসের এক বর্ণনাকারী "আবুল মুসান্না সুলাইমান ইবনু ইয়াযিদ" নামক রাবীকে দ্বঈফ প্রমাণ করার অপচেষ্টা চালিয়েছেন। অথচ উক্ত রাবীকে মুহাদ্দিস ইমাম তিরমিযী, ইমাম ইবনে হিব্বান সহ আরও অনেক হক্কানী মুহাদ্দিস সেকাহ বা বিশ্বস্ত রাবী বলে উল্লেখ করেছেন।[২] তবে অনেকে তাকে দ্বঈফও বলেছেন। ইমাম মিয্যী বলেন "উক্ত রাবির হাদিস সুনানে তিরমিযী ও সুনানে ইবনে মাযাহ তে রয়েছে।[৩]

তাই উক্ত হাদিসটি সহিহ না হউক কমপক্ষে 'হাসানের' মর্যাদা রাখে। আর ইমাম তিরমিযি তার হাদিসকে হাসান পর্যায়ের বলে গ্রহন করেছেন। তাই মুহাদ্দিস আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহ.) উক্ত হাদিসটিকে "'হাসান'" বলেছেন।[৪]

১ ক. ইমাম বায়হাকী : শুয়াবুল ঈমান : ৬/৫০পৃ.হাদিস :৩৮৭০,ইমাম সুবকী : শিফাউস সিকাম-ফি যিয়ারাতিল খায়রিল আনাম :১৫পৃ.,ইমাম যাহাবী : মিযানুল ইতিদাল : ৩/৩২১পৃ.রাবি,৩৫২৪, ইবনে হাজার আসকালানী : তালখিসুল হাবীর : ২/২৬৭ পৃ.,ইমাম জুরজানী : তারীখে জুরজান :১/২২০পৃ., কাজী শাওকানী : নায়লুল আউতার : ৫/১৭৯ পৃ.,ইমাম সূয়তী : জামেউস সগীর : ২/৬০৫ পৃ. হাদিস : ৮৭১৬,জালালুদ্দীন সূয়তী : জামিউল আহাদিস : ২০/৩৪৯পৃ. হাদিস,২২৩০৬, শায়খ ইউসুফ নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ২/২০৬পৃ., মোল্লা আলী ক্বারী : শরহে শিফা : ২/১৫০ পৃ.,ইমাম কাজী আয়াজ : শিফা শরীফ : ২/১০২ পৃ.,মুত্তাকী হিন্দী : কানযুল উম্মাল : ১৫/৬৫১ পৃ. হাদিস : ৪২৫৮৪, জুরজানী, তারীখে জুরজান, ১/৪৩৩পৃ, ইবনে হাজার আসকালানী, তালখিসুল হবির,২/২৬৭পৃ.ও ৫৭০পৃ. ক্রমিক নং.১০৭৫, ইমাম ইরাকী, তাখরীজে ইহইয়াউল উলূম, ২/৬৬৬পৃ. শায়খ ইউসুফ নাবহানী, ফতহুল কাবীর, ৩/১৮৬পৃ. হাদিস:১১৮২৩, যিয়া মুকাদ্দাসী, আল মুনতাকী মিনাল মুসমুআত, ১/২৭৭পৃ.হাদিস,৫১৫, আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুদ্ দ্বঈফাহ, ১০/১১২পৃ. হাদিস:৪৫৯৮, তিনি বলেন হাদিসটির সনদ দ্বঈফ।
২ ক. ইমাম ইবনে হিব্বান : আস-সিকাত : ৬/৩৯৫ পৃ. ইমাম যাহাবী : মিযানুল ইতিদাল ২/১৭৭ পৃ. রাভী, ৩৮৭৫, আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী : লিসানুল মিযান : ৭/৪৮১পৃ. মিয্যী, তাহযিবুল কামাল, ৩৪/২৫৬পৃ. ক্রমিক নং.৭৬০২, ইবনে হাজার আসকালানী : তাহযীবুত তাহযীব : ১২/২৪২ পৃ
ইমাম মিয্যী, তাহযীবুল কামাল, ৩৪/২৫৩পৃ. ক্রমিক নং.৭৬০২, সুনানে তিরমিযি, হাদিস:১৪৯৩, সুনানে ইবনে মাজাহ, ৩১২৬, তিনি বলেন হাদিসটি হাসান,গরীব।
৪ ক. ইমাম সূয়তী : জামেউস সগীর ২/৬০৫ : হাদিস : ৮৭১৬
খ. ইমাম সুয়তী : জামিউল আহাদিস : ৪/৩৬ পৃ

৬ নং হাদীসের পর্যালোচনা :

"হাদীসের নামে জালিয়াতি" বইয়ের ৪৫৯ পৃষ্ঠায় একটি হাদিস উল্লেখ করেন,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِي فِي مَمَاتِي كَانَ كَمَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي» " -

-"যে ব্যক্তি হজ্জ করতে এসে আমার ওফাতের পরে আমার রওযা যিয়ারত করলো, সে যেন আমার জীবদ্দশাতেই আমার যিয়ারত বা সাক্ষাত করল।"[১] ইমাম হাইসামী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ وَفِيهِ حَفْصُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْقَارِئُ؛ وَثَّقَهُ أَحْمَدُ، وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ. -"উক্ত হাদিসটি ইমাম তাবরানী মু'জামুল কবীর ও মু'জামুল আওসাত গ্রন্থে বর্ণনা করেন। উক্ত হাদীসের সনদে 'হাফস বিন আবি দাউদ ক্বারী' রয়েছেন তিনি ইমাম আহমদ (রহিমাহুল্লাহ) এর নিকট সিকাহ বা বিশ্বস্ত রাবী কিন্তু এক জামাত মুহাদ্দিসের নিকট সে দুর্বল রাবী।"[২] পৃথিবীর সাতজন শ্রেষ্ঠ ক্বারীদের মধ্যে হাফস অন্যতম। তবে তিনি কেরাতের প্রতি বেশী মনযোগী হওয়ায় হাদিসের প্রতি বেশী যত্নবান বা প্ররিশ্রমী হননি।

ইমাম হাইসামী অন্য স্থানে উক্ত রাবী সম্পর্কে বলেন যে,

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْقَارِئُ، وَثَّقَهُ وَكِيعٌ وَغَيْرُهُ، وَضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ. مجمع الزوائد : ১৬৩\১০

-"উক্ত হাদিসটি ইমাম তাবরানী বর্ণনা করেছেন উক্ত হাদীসে একজন রাবী 'হাফস বিন সুলায়মান ক্বারী' রয়েছেন, তাকে ইমাম ওকী এবং অন্যান্য ইমামগণ সিকাহ বা বিশ্বস্ত বলেছেন, তবে অনেক হাদিসের ইমামগণ তাকে দুর্বল বলেছেন।"[৩]

১ ক.বায়হাকী : সুনানে কোবরা : ৫/২৪৬ পৃ.,বায়হাকী : শুয়াবুল ঈমান : ৩/৪৮৯ পৃ. হাদিস : ৪১৫৪,ইমাম তাবরানী : মু'জামুল কবীর : ১২/৪০৬ পৃ. হাদিস : ১৩৪৯৭,তাবরানী : মু'জামুল আওসাত : ১/৯৫ পৃ. হাদিস : ২৮৭,ইমাম দারেকুতনী : আস সুনান : ১/২১৭ পৃ. হাদিস : ২৬৬৭,ইমাম যাহাবী : মিযানুল ই'তিদাল : ১/৫৫০ পৃ. রাবী : ২৩৬৯, ইমাম তকি উদ্দিন সুবকী : শিফাউস সিকাম ফি যিয়ারতি খাইরিল আনাম ১৭ পৃ, হায়সামী : মাযমাউদ যাওয়াইদ : ৪/২ পৃ., সুয়ুতী : জামেউস সগীর : ২/৫২৪ পৃ: হাদিস : ৮৬২৮, ইমাম সূয়ুতী : জামেউল আহাদিস : ৭/১৯ পৃ: হাদিস : ২০৫৫১, কাজী শাওকানী : নায়লুল আওতার : ৫/১১৩পৃ., মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল : ১৫/৬১৫ পৃ. হাদিস : ৪২৫৮২, ইবনে নাজ্জার,,আখবারে মদিনা, হাদিস : ১৫৬১, ইস্পাহানী, তারগীব ওয়াতারহীব, ২/২৭পৃ. হাদিস : ১০৮০, নুল মুলাক্কিন, বদরুল মুনীর, ৬/২৯৩পৃ. ভূয়া তাহকীককারী আহলে হাদিস আলবানী, দ্বঈফাহ, হাদিস ৪৭ এ তিনি বলেন হাদিসটির সনদটি জাল।

২ হায়সামী, মাযমাউয যাওয়েদ, ৪/২পৃ.

৩ আল্লামা ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউদ যাওয়ায়েদ : ১০/১৬৩ পৃ:

সর্বোপরি উক্ত রাবীকে দ্বঈফ বা দুর্বল বলা থেকে বিরত থাকাই উচিত। উক্ত হাদীসে 'হাফস বিন সুলাইমান ক্বারী' সম্পর্কে আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব মন্তব্য করেছেন যে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহিমাহুল্লাহ) তাকে সিকাহ বলেছেন। আমরা বলবো ইমাম আহমদ (রহিমাহুল্লাহ) উক্ত রাবীর কাছাকাছি যুগের লোক তাই তিনি তাকে চিনতেন তাই তাকে সিকাহ বলেছেন। অন্য সব মুহাদ্দিস অনেক পরের তারা অন্য আরেকজন থেকে শুনে তাকে দ্বঈফ বা দুর্বল বলেছেন। তার মিথ্যা হাদিস রটানোর কোন অপবাদ আছে বলে কোন মুহাদ্দিস বলেননি। তাই ইমাম আহমদ ও ইমাম ওকী এবং অন্যান্যদের মতে হাদিসটি সহিহ। আর অন্য ইমামদের মতামত ধরা হলেও হাদিসটি "হাসান" হতে কোন অসুবিধা নেই। দেখুন আল্লামা ইবনে হাযার হাইসামী (রহিমাহুল্লাহ) একটি হাদিস প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে লিখেন। رواه ابن لهيعة و فيه ضعيف و هو حسن حديث- مجمع الزوائد ১০২\৮ و ১৭০\১০ অর্থাৎ- উক্ত হাদীসে ইবনে লাহিয়াহ (রহিমাহুল্লাহ) তিনি দুর্বল রাবী, তবে উক্ত রাবী দুর্বল হলেও হাদিসটি "হাসান"।[১]

অতএব হাইসামী (রহিমাহুল্লাহ) এর রায় দ্বারা বুঝা গেল একজন রাবী দুর্বল হলেও হাদিস সহিহ না হোক কিন্তু তা "হাসান" হতে কোন অসুবিধা নেই। তাই উক্ত হাদিসটি "হাসান" গ্রহণযোগ্য। আর ইমাম আহমদ (রহিমাহুল্লাহ) ও অন্যান্য মুহাদ্দিস ও ইমামদের মতামতের রায় গ্রহণ করা হলে হাদিসটি সহিহ বলে বিবেচিত হবে। অপরদিকে ইমাম ওকী, ইমাম যাহাবী, ইমাম আহমদ এবং মুহাদ্দীস আব্দুল্লাহ তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন- صالح অর্থাৎ- তিনি ছিলেন হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে সৎ অন্য বর্ণনায় ইমাম ওয়াকী বলেন, كان ثقة তিনি হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত।[২] তাঁর থেকে সুনানে তিরমিযি ও ইবনে মাজায় এবং নাসাঈর মুসনাদে আলীতে হাদিস সংকলন করেছেন।[৩]

অপরদিকে ইমাম আদি, যাহাবী, আসকালানী প্রমুখ বলেন যে, তিনি অনেক বড় ক্বারী ছিলেন। তাই তিনি ক্বেরাতের প্রতি বেশী যত্নবান হওয়ার কারণে হাদীসের প্রতি বেশি গুরত্ব দিতে পারেন নি। তাই তার বেশী বর্ণিত হাদীসগুলো সংরক্ষিত নয়।[৪] আল্লামা হাইসামী বলেন-"আল্লাহ তা'য়ালাই ভাল জানেন তবে ইবনে হিব্বান তাকে

১ আল্লামা ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউদ যাওয়াইদ : ৮/১০২ এবং ১০/১৭০ পৃ.

২ ইমাম যাহাবী : মিযানুল ই'তিদাল : ১/৫৪৯-৫৫০ পৃ. রাভী : ২৩৬৯

৩ ইমাম মিযি্যী: তাহযীবুল কামাল : ৩৪/১০৮পৃ. রাবী,২৩৬৯

৪ ক. ইমাম যাহাবী : মিযানুল ই'তিদাল : ১/৫৪৯ পৃ. রাভী : ২৩৬৯ খ. আসকালানী : লিসানুল মিযান : ২/২৬৪ পৃ. তাক্বরিবুত তাহযীব : ১/১৭২ পৃ.,তারিখুল ইসলা 8/৬০২পৃ. হাদিস:৫৭

সিকাহ গ্রন্থে সেকাহ রাবির তালিকায় অর্ন্তভুক্ত করেছেন।[১] বুঝা গেল হাদিসটি "হাসান" পর্যায়ের, তাতে কোন সন্দেহনেই।

৭ নং হাদীসের পর্যালোচনা :

হাদীসের নামে জালিয়াতি বইয়ের ৪৭০ পৃষ্ঠায় একটি গ্রহণযোগ্য হাদিসকে অগ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন। হাদিসটি হল :

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «مَنْ زَارَ قَبْرِي بَعْدَ مَوْتِي كَانَ كَمَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي» — و قال الهيثمى : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَالْأَوْسَطِ وَفِيهِ عَائِشَةُ بِنْتُ يُونُسَ وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهَا.

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি আমার ওফাতের পর আমার রওযা শরীফ যিয়ারত করবে, সে যেন আমার জীবিত অবস্থায় যিয়ারত করল।"[২]

আল্লামা হাইসামী (রহঃ) বলেন, উক্ত হাদিসটি ইমাম তাবরানী মুজামুস সগীর এবং মু'জামুল আওসাত গ্রন্থে বর্ণনা করেন। উক্ত হাদীসে "আয়েশা বিনতে ইউনূছ" এর জীবনী আমি পাইনি, (বাকী রাবীর উপর কোন অভিযোগ নেই)।

উক্ত হাদীসের সনদ বর্ণনা ও গবেষণায় ইমাম হাইসামী (রহঃ) বলেন, এই হাদীসের শুধুমাত্র একজন রাবী আয়েশা বিনতে ইউনূছ তাঁর জীবনী আমি পাইনি। তাই বুঝা গেল উক্ত হাদীসের সমস্ত রাবী সিকাহ বা বিশ্বস্ত কেননা সবার জীবনী তিনি পেয়েছেন শুধুমাত্র উক্ত রাবীর জীবনী তিনি পাননি। তাই প্রমাণিত হয়ে গেল বাকী রাবীর মধ্যে কেউ দ্বঈফ নেই আর দ্বঈফ থাকলে অবশ্যই তিনি বলতেন কেননা সবার জীবনীই তার জানা। তাই আমরা বলতে চাই উক্ত রাবীটি দ্বঈফ ধরে নেওয়া হলেও হাদিসটি "হাসান" হওয়াতে অসুবিধা নেই, কারণ,কোনো হক্কানী মুহাদ্দিস উক্ত হাদিসটিকে জাল বা বানোওয়াট বলেন নি। তবে এই রাবীর জীবনী না পাওয়ার কারণে ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহঃ) উক্ত হাদিসকে দ্বঈফ বলে উল্লেখ করেছেন।[৩]

১ ইমাম হাইসামী, মাযমাউয যাওয়াইদ, ২/১৪৮পৃ. হাদিস : ১৮৯৫, ও ১/৩২৮পৃ. হাদিস, ১৮৫০, ৯/২৪৭পৃ. হাদিস,১৫৩৪৪, ও ১/১২২পৃ. হাদিস,৪৯৬

২ ইমাম তাবরানী : মু'জামুল কবীর : ১২/৪০৬ : হাদিস : ১৩৪৯৬, ইমাম তাবরানী : মু'জামুস আওসাত : ১/৯৪ : হাদিস :২৮৯, ইমাম তাবরানী : মু'জামুস সগীর : ১/২০৯ পৃ হাদিস :,ইমাম হায়সামী : মাযমাউদ যাওয়ায়েদ : ৪/২ পৃ, আল্লামা তাহের সালাফী : মাশায়েখে বাগদাদিয়্যাহ : ২/৫৪ পৃ. ইবনে নাজ্জার, আখবারে মদিনা, ১/১৫৫পৃ. তবে তিনি হযরত আনাস এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, মোবারকপুরী, মিরআ'ত, ৯/৫৫৬পৃ. হাদিস:২৭৮২।

৩ ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী : জামেউস সগীর : ২/৬২৭ পৃ. হাদিস : ৮৬২৮

কিন্তু আহলে হাদিস আলবানীর মত আজ পর্যন্ত কেউ মওদ্বু বা বানোয়াট বলেন নি।[১]

৮ নং হাদীসের পর্যালোচনা :

হাদীসের নামে জালিয়াতি বইয়ের ৪৭০ পৃষ্ঠা হতে ৪৭১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আলোচনা করে একটি গ্রহণযোগ্য হাদিসকে ইবনে তাইমিয়া এবং নাসিরুদ্দিন আলবানীর বক্তব্যের মাধ্যমে জাল প্রমাণ করার অনেক অপচেষ্টা চালিয়েছে।

عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ حَاطِبٍ، عَنْ حَاطِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ زَارَنِي بَعْدَ مَوْتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي، وَمَنْ مَاتَ بِأَحَدِ الْحَرَمَيْنِ بُعِثَ مِنَ الْآمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

-"হযরত হাতেব (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার ওফাতের পর আমার রওযা যিয়ারত করল সে যেন আমার জীবিত অবস্থাতেই আমার জিয়ারত করল। যে ব্যক্তি দুই হারামাঈন শরীফ হতে যে কোন এক স্থানে মৃত্যুবরণ করবে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তাকে নিরাপত্তা সহ উঠাবেন।"[২]

হাদিসটির দুটি সনদ রয়েছে, একটি সনদ হযরত হাতেব (রাঃ) হতে অপরটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে।

হাদিসটিকে গ্রহণযোগ্য কোন মুহাদ্দিস জাল বা বানোয়াট বলেননি। ইবনে তাইমিয়া ও নাসিরুদ্দিন আলবানীই শুধু জাল বলার অপচেষ্টা চালিয়েছেন। "হারুন আবু কুযা'আহ" সম্পর্কে আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর তার বইয়ের ৪৬৬ পৃষ্ঠায় মন্তব্য করেছেন ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, এই ব্যক্তির হাদিস ভিত্তিহীন। দেখুন ইমাম বুখারীর নামে কেমন মিথ্যা অপবাদ দিয়েছেন অথচ ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন : لا يتابع عليه তার হাদিস বিশুদ্ধ স্তরের মোতাবেক হতো না।[৩]

১ আলবানী : দ্বঈফাহ : ১/১২৩ পৃ. হাদিস : ৪৭

২ বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, ৩/৪৮৮পৃ. হাদিস,৪১৫১, বায়হাকী : সুনানে কোবরা : ৫/২৪৫, দারেকুতনী : সুনান : ২/২৭৮ : হাদিস : ১৯৩, ইবনে হাজার আসকালানী : লিসানুল মিযান : ৬/১৮০ পৃ. তিনি হযরত ইবনে উমর হতে, যাহাবী : মিযানুল ইতিদাল : ৪/২৬২ পৃ. রাভী : ৯৬৬৫,তাবরানী : মু'জামুল কবীর : ১২/৩১০ পৃঃ হাদিস,১৩৪৯৭, সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ৪৭৩ পৃ. হাদিস : ১১২৩,আজলুনী : কাশফুল খাফা : ২/২২৪ পৃ. হাদিস নং- ২৪৮৭, কাজী শাওকানী : নায়লুল আওতার : ৫/১৭৯ পৃ.,ইবনে হাজার আসকালানী : তালখিসুল হাবির : ২/২৬৭ পৃ.ইবনে আসাকীর, ইত্তিহাফুল জায়েরা, ১/২৫পৃ.ইবনে হাজার আসকালানী, ইত্তিহাফুল মুহরাত, ৪/১৯৬পৃ. হাদিস : ৪১২৫, সুয়ুতি, জামিউল আহাদিস: ২০/৩৪৯পৃ. হাদিস : ২২৩০৭,

৩ ইমাম যাহাবী : মিযানুল ই'তিদাল : ৪/২৬২ : পৃ. রাবী নং- ৯৬৬৫

দেখুন ইমাম বুখারী কী বলেছেন যে, তার হাদিস ভিত্তিহীন? উক্ত রাবী সম্পর্কে দ্বঈফ ধারণা করা হলেও উক্ত হাদিসটি "হাসান" হওয়াতে কোন অসুবিধা নেই।

রাবী সম্পর্কে ইমাম বুখারী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এরও পূর্বের গ্রহণযোগ্য মুহাদ্দিস ওকী ইবনুল জাররাহ (ওফাত ১৯৭ হি:) এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। অপর আরেক সনদ ইউসুফ ইবনু মুসা (৩য় শতকের মুহাদ্দিস) হতে বর্ণিত হয়েছে। আমরা কিতাবের শুরুতেই আলোচনা করেছি, হাদিস যদিও দ্বঈফ হোক না কেন একাধিক সনদে বর্ণিত হলে তা "হাসান" পর্যায়ের হয়ে যায়। আর "হাসান" হাদিস গ্রহণযোগ্য ও দলীল যোগ্য।

তবে হাদিসটির ব্যাপারে সঠিক কথা হচ্ছে, উক্ত হাদিসের তৃতীয় আরেকটি সনদ রয়েছে যা তাবরানী মু'জামুল কবীরে ১২/৩১০ পৃষ্ঠায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে।

আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর তার বইয়ের ২৬৯ পৃষ্ঠায় বলেছেন যে, একাধিক সনদে দ্বঈফ হাদিস বর্নিত হলেও মিথ্যাবাদী রাবী না থাকলে হাদিস "হাসান" হয়ে যায়। তাই তার ফতোয়ায় হাদিসটি "হাসান"। গ্রহণযোগ্য দলীল হিসেবে প্রয়োগ করা যাবে। তবে এটি ঠিক যে, ইবনে হাযার আসকালানী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) হযরত হাতেবের সনদকে বলেন এটি মুরসাল। আর রাভী হারুন বিন কুযা'ঈ দুর্বল রাভী হিসেবে পরিচিত। এই দুটি কারণে উক্ত সনদটি (প্রথম সনদ) দুর্বল।[১] তবে হাদিসটির যেহেতু একাধিক সূত্রে বর্ণিত রয়েছে তাই হাদিসটি গ্রহণযোগ্য।

অপরদিকে ইমাম যুরকানী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন-

و قال الحافظ : حديث غريب، اخرجه ابن خزيمة فى صحيحه- شرح المواهب، 180/12

-"আল্লামা হাফেয ইবনে হাযার হাদিসটিকে গরীব বলেছেন। তবে ইমাম ইবনে খুযায়মা সহিহ সনদে তাঁর একটি গ্রন্থে উক্ত হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।"

শুধু তাই নয় ইমাম সুবকী বলেন- بل حسن او صحيحه অর্থাৎ- উক্ত হাদিসটি 'হাসান' অথবা সহিহ এর মর্যাদা রাখে।[২]

৯ নং হাদীসের পর্যালোচনা :

হাদীসের নামে জালিয়াতি বইয়ের ৪৭২ পৃষ্ঠায় নিম্নের হাদিসটিকে জাল প্রমাণ করার অনেক অপচেষ্টা করেছেন। উক্ত হাদিসটি হলো :

১ আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী : লিসানুল মিযান : ৬/২১৮ পৃ.
২ ইমাম যুরকানী : শরহুল মাওয়াহেব : ১২/১৮০ পৃ.

عن انس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ما من احد من امتى له سعة ثم لم يزرنى الا و ليس له عذر- رواه النجار في التاريخ المدينة

-"হযরত আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ ফরমান : আমার কোন উম্মতের সচ্ছলতা বা সুযোগ থাকে, তা সত্ত্বেও সে আমার সাথে সাক্ষাত বা যিয়ারত করলো না, তাহলে তার কোন অজুহাত বা ক্ষমা নেই।"[১]

আর তারা দাবী করেছে সনদে একজন রাভী 'জাফর ইবনু হারুন' নামক মিথ্যাবাদী রয়েছেন। আমি বলবো তাহলে বিজ্ঞ বিজ্ঞ ইমামগণ অবশ্যই প্রকাশ করতেন, আমার কাছে ইমাম ইবনে নাজ্জারের গ্রন্থটি না থাকায় আমি উক্ত সনদে উক্ত রাবীটি আছে কিনা যাচাই করে দেখতে পারিনি। তাই দুজন গ্রহণযোগ্য ইমামের রায় গ্রহণ করায় আমাদের জন্য উচিত। আর আমি আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবকে বলছি, আপনি কি! তাদের চেয়েও বড় মুহাদ্দিস হয়ে গেলেন?

তবে এতটুকু সত্য যে উক্ত রাবী দ্বঈফ পর্যায়ের আর উক্ত হাদিসটির দুটি সনদ রয়েছে। যেমন আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

و عن انس بسند ضعيف بلفظ: ما من احد من امتى له سعة ثم لم يزرنى الا و ليس له عذر و عن ابن عدى بسند يحتج به من حج البيت و لم يزرنى فقد جفانى- شرح الشفا:2\150

-"হযরত আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে দ্বঈফ সনদে তার শব্দ যেমন .....আর ইমাম আদি প্রমাণযোগ্য সনদে বর্ণনা করেন যে, (ইবন ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে) যে হজ্ব করল অথচ আমার রওযা যিয়ারত করলনা সে আমাকে কষ্ট দিল।"[২] তাই বুঝা গেল ইমাম আদির সনদটি গ্রহণযোগ্য।

শুধু তাই নয় আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) উক্ত হাদিসটির অন্য আরেকটি সনদ আছে বলে উল্লেখ করে বলেন-

১ ক.ইবনে নাজ্জার,আখবারে মদিনা,১/১৫৫পৃ.হযরত আলী হতে ও ১/১৫৫পৃ. এটি হযরত আনাস হতে সংকলন করেন। ইমাম সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ৪৩৪ পৃষ্ঠা হাদিস নং ১১৭৮,আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/৩৬৬ পৃষ্ঠা হাদিস : ২৪৮৭,ইবনে হাজার আসকালানী : লিসানুল মিযান : ৬/১১৮পৃ.তকী উদ্দীন সুবকী : শিফাউল সিকাম : ২১ পৃ.ইবনে হাজার মক্কী : যাওয়াহিরুল মুনাজ্জাম : ২৮,শায়খ ইউসুফ নাবহানী : শাওয়াহিদুল হক্ব : ৮২ পৃ.,মোল্লা আলী ক্বারী : শরহে শিফা : ২/১৫০পৃ.,সাখাভী : আল-মাকাসিদুল হাসানা : ৪৯০ পৃ. হাদিস : ১১৭৬,আযলূনী : খাশফুল খাফা ; ২/২৪৮ পৃ. হাদিস : ২৬১১,ইমাম যাহাবী : মি'যানুল ইতিদাল : ৪/২৪৪ পৃ. রাভী, ৯৫৯১,ইমাম কুত্তালানী : মাওয়াহেবে লাদুন্নীয়া : ৩/১৮৫ পৃ., ইমাম বাকী যুরকানী : শরহুল মাওয়াহেব : ১২/১৮০ পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত,লেবানন, ইবনুল মুলাক্কিন,বদরুল মুনীর,৬/২২৯পৃ.
২ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : শরহে শিফা : ২/১৫০ পৃ.

لم يزر قبرى فقد جفانى و جاء عند موقوفا- شرح شفا:151/2

-"যে আমার রওযা যিয়ারত করল না সে আমাকে কষ্ট দিল। এই রেওয়ায়েতটি মওকুফ সূত্রে আমাদের নিকট এসেছে।"[১]

১০ নং হাদীসের পর্যালোচনা :

যে হজ্জ করতে এসে আমার রওযা শরীফ জিয়ারত করল না সে যেন আমাকে কষ্ট দিল ঃ

উক্ত হাদিসটি ইমাম গায্যালী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ইহইয়াউল উলুমিদ্দীন' গ্রন্থে এভাবে বর্ণনা করেছেন- من وجد سعة ولم يفد الى فقد جفانى-"যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আমার রওযা যিয়ারত করলো না সে যেন আমাকে কষ্ট দিল। হাদিসটি সম্পর্কে আল্লামা ইরাকী তাঁর তাখরীজে ইহইয়া গ্রন্থে কিছুটা দুর্বলতা আছে বলে মত প্রকাশ করেন। তিনি উক্ত হাদীসের সমর্থনে ইমাম ইবনুল নাজ্জার (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার প্রসিদ্ধ হাদিস গ্রন্থ তারীখে মদিনা গ্রন্থ থেকে হযরত আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে হাদিস বর্ণনা করেছেন যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি।

অপরদিকে "হাসান" সনদে ইমাম আদি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার কামিল গ্রন্থে, ইমাম ইবনে হিব্বান তার দ্বঈফাহ গ্রন্থে, ইমাম দারেকুতনী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার ইল্লল গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, من حج و لم يزرنى فقد جفانى- অর্থাৎ- যে ব্যক্তি হজ্জ করতে আসলো কিন্তু আমার রওযা জিয়ারত করলো না (সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও) সে যেন আমাকে কষ্ট দিল।[২]

ইমাম সাখাভী ও আল্লামা আযলূনী (রহমাতুল্লাহি আলাইহিমা) উভয় মুহাদ্দিসই উক্ত হাদিসটি সম্পর্কে বলেন, لا يصح অর্থাৎ উক্ত হাদিসটি সহিহ পর্যায়ের নয়।[৩]

ইমাম সাখাভী, আল্লামা আযলূনী, ইমাম কুস্তালানী, ইমাম যুরকানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহিম) বলেন,

رواه ابن عدى فى الكامل، و ابن حبان فى الضعفاء، و الدارقطنى فى العلل و غرائب مالك، و اخرين، كلهم عن ابن عمر مرفوعا-

১. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : শরহে শিফা : ২/১৫১ পৃ.
২ ক.সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ৪৯০ পৃ. হাদিস : ১১৭৬, আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/২৪৮ : হাদিস : ২৬১১, যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৪/২৪৪পৃ. রাবী-৯৫৯১, আদি-আল-কামিল, ৮/২৪৮পৃ. ক্রমিক,৯১৫৬, নু'মান বিন শাবল এর জীবনীতে।
৩ ক. ইমাম সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ৪৯০ পৃ. হাদিস : ১১১৭৬
খ. ইমাম আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/২৪৮ পৃ: হাদিস : ২৬১১

-"হাদিসটি ইমাম আদি তার কামেল গ্রন্থে, ইমাম ইবনে হিব্বান তার দ্বঈফাহ গ্রন্থে, ইমাম দারে কুতনী তার কিতাবুল ইল্লল ও গারায়ীবু মালেক গ্রন্থে এছাড়া আরো অনেকে অন্য গ্রন্থে প্রত্যেকেই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। শুধু তাই নয়, তারা সবাই বলেছেন لا يصح و الله اعلم- "উক্ত হাদিসটি সহিহ পর্যায়ভুক্ত নয়। আল্লাহ ভাল জানেন।"[১]

আমরা কিতাবের শুরুতে আলোচনা করে এসেছি যে হাদিসটি "সহিহ নয়" বলতে "'হাসান'" হাদিস বুঝায়, তাই আমি এই বিষয়টি নিয়ে দ্বিতীয়বার আলোচনা করে কিতাব দীর্ঘায়িত করতে চাই না। পাঠকবৃন্দের কিতাবের প্রথম দিকে দেখে নেয়ার জন্য অনুরোধ রইল।

অস্তমিত সূর্য রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হুকুমে পুনরায় উদিত হওয়া ঃ

প্রচলিত কিছু টিভি চ্যানেলে এবং কিছু নামধারী ইসলামী পত্রিকায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উক্ত মুজিজাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয়। আর কিছু নামধারী বক্তা রয়েছেন তারা ওয়াযে বলে বেড়ান উক্ত মুজিযা নাকি কোন হাদীসের কিতাবে নেই, অপরদিকে আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর তার হাদীসের নামে জালিয়াতি বইয়ের ১৭৯ পৃষ্ঠায় উক্ত হাদীসের তিনটি সনদকে মওদ্বু বা বানোয়াট প্রমাণের অনেক ব্যর্থ চেষ্টা করেন। তাই তাদের জবাবে উক্ত হাদিসটি মূল ইবারত সহ উল্লেখ করলাম।

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوحَى إِلَيْهِ وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ عَلِيٍّ، فَلَمْ يُصَلِّ الْعَصْرَ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللهُمَّ إِنَّ عَلِيًّا كَانَ فِي طَاعَتِكَ وَطَاعَةِ رَسُولِكَ فَارْدُدْ عَلَيْهِ الشَّمْسَ» قَالَتْ أَسْمَاءُ: «فَرَأَيْتُهَا غَرَبَتْ وَرَأَيْتُهَا طَلَعَتْ بَعْدَمَا غَرَبَتْ»-

-"হযরত আসমা বিনতে উমায়েস (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্নিত : একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর কোলে মাথা মোবারক রেখে ঘুমাচ্ছিলেন/আরাম ফরমাচ্ছিলেন ছিলেন, তখন (ঘুমে) ওহী নাযিল হচ্ছিল। সূর্য অস্তমিত হয়ে গেল ততক্ষণ পর্যন্ত হযরত আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আসর নামায পড়তে পারেন নি। অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হে আল্লাহ! আলী তোমার এবং তোমার রাসূলের আনুগত্য করেছে তাই সূর্যকে পুনরায় উদিত করে দাও। বর্ণনাকারী আসমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন : আমি

১ ক. ইমাম কুস্তালানী : মাওয়াহেব লাদুন্নিয়া : ৩/১৮৫ পৃ.
খ. ইমাম সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ৪৯০ পৃ. হাদিস : ১১৭৬
গ. ইমাম যুরকানী : শরহুল মাওয়াহেব : ১২/১৮০ পৃ.
ঘ. আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/২৪৮ পৃ. হাদিস : ২৬১১

দেখেছি যে সূর্য অস্তমিত হয়ে গেছে তা পুনরায় রাসূল (ﷺ) এর আদেশে উদয় হয়েছে।"[১]

ইমাম হাইসামী তাবরানীর সনদ সম্পর্কে বলেন, হাদিসটি ইমাম তাবরানী (রহ.) বর্ণনা করেছেন, উক্ত হাদীসের সমস্ত রাবী সিকাহ, ইব্রাহীম ইবনে 'হাসান' তিনিও সিকাহ বা বিশ্বস্ত, এমনকি ইমাম ইবনে হিব্বান এর দৃষ্টিতেও তিনি বিশ্বস্ত, তবে ফাতেমা বিনতে আলী বিন আবি তালিব সম্পর্কে আমার জানা নেই। অপরদিকে উক্ত হাদিসটি অন্য আরেকটি সনদে কিছুটা শব্দ পরিবর্তন হয়ে বর্ণিত হয়েছে নিম্নোক্তভাবে-

وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عَمِيسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى الظُّهْرَ بِالصَّهْبَاءِ ثُمَّ أَرْسَلَ عَلِيًّا فِي حَاجَةٍ، فَرَجَعَ وَقَدْ صَلَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعَصْرَ، فَوَضَعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأْسَهُ فِي حِجْرِ عَلِيٍّ فَنَامَ، فَلَمْ يُحَرِّكْهُ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اللَّهُمَّ إِنَّ عَبْدَكَ عَلِيًّا احْتَبَسَ بِنَفْسِهِ عَلَى نَبِيِّهِ فَرُدَّ عَلَيْهِ الشَّمْسَ ". قَالَتْ أَسْمَاءُ: فَطَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ حَتَّى وَقَفَتْ عَلَى الْجِبَالِ وَعَلَى الْأَرْضِ، وَقَامَ عَلِيٌّ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ غَابَتْ فِي ذَلِكَ بِالصَّهْبَاءِ.-

-"হযরত আসমা বিনতে উমায়েস (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (ﷺ) 'ছাহবা' নামকস্থানে যোহরের নামায পড়লেন। অতঃপর হযরত আলী (رضي الله عنه) কে কোন এক ওজরে প্রেরণ করলেন অতঃপর তিনি ফিরে আসলেন। রাসূল (ﷺ) আসরের নামাজ পড়লেন তারপর হযরত আলী (رضي الله عنه) এর কোলে মাথা মোবারক রেখে ঘুমালেন। হযরত আলী (رضي الله عنه) রাসূল (ﷺ) কে জাগাননি এমনকি সূর্য অস্তমিত হয়ে গেল। অতঃপর রাসূল (ﷺ) জাগ্রত হয়ে বলতে লাগলেন। হে আল্লাহ! নিশ্চয় তোমার পেয়ারা গোলাম আলী তোমার নবীর প্রেমে নিজেকে আবদ্ধ / মগ্ন রেখেছেন, অতঃপর আলী (رضي الله عنه) নামায আদায় করার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা পুনরায় অস্তমিত সূর্যকে উদিত করেছেন। বর্ণনাকারী হযরত আসমা বিনতে উমায়েস (رضي الله عنها) বলেন : সূর্য পুনরায় উদিত হয়ে যমীন ও পাহাড়ের উপর এসে গেল। অতঃপর হযরত আলী

১. ইমাম তাবরানী : মু'জামুল কবীর : ২৪/১৪৪পৃ. হাদিস:৩৮২, ইমাম তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, ইবনে কাসীর : আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়া : ৬/৮৩ পৃ.,হায়সামী : মাযমাউদ যাওয়াইদ : ৮/২৯৭ পৃ.,ইমাম তাহাভী, মুশকিলুল আসার : ২/৮-৯ পৃ. হাদিস নং : ১২০৭, তিনি সহীহ সনদে। তাহাভীর মুশকিলুল আসার,৮/৩৮৮পৃ.,উকাইলী : আদ্ব-দ্বঈফাউল কাবীর : ১/৪২২পৃ., ইবনে কাছির,আস-শামায়েল : ১৪৪পৃ.ইমাম ইবনে আবি আছিম,আস-সুনান, হাদিস নং,১৩২৩,সুয়ূতি : মুখতাসারুল মিনহাজুল আস-সুন্নাহ : ৫২৪-৫২৮পৃ. শিহাবুদ্দীন খিফ্ফাযী : নাসিমুর রিয়াদ্ব : ৩/১০-১৪পৃ., ইবনে হাজার আসকালানী : ফাতহুল বারী : ৬/২২১-২২২পৃ. ইবনে কাইয়্যম : মানারুল মুনীফ : ৫৭-৫৮পৃ., আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী : উমদাদুল কারী : ১৫/৪৩পৃ. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি : খাসায়েসুল কোবরা : ২/৩২৪ পৃ.

(رضي الله عنه) ওযু করে নামায আদায় করলেন। তারপর ছাহ্বা নামক স্থানে সূর্য অস্তমিত হয়ে গেল।"[১]

. উক্ত হাদীসের সমর্থনে আরও হাদিস পাওয়া যায়। যেমন-

عَنْ جَابِرٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ الشَّمْسَ فَتَأَخَّرَتْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ» قال الهيثمى.رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

-"হযরত যাবের (رضي الله عنه) বলেন,নিশ্চয় রাসূল (ﷺ) এর আদেশে সূর্য অস্তমিত হতে কিছুটা বিলম্ব করেছিল। ইমাম হাইসামী (رحمه الله) বলেন : হাদিসটি ইমাম তাবরানী মু'জামুল আওসাত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন আর হাদিসটি সনদের দিক দিয়ে 'হাসান' বা গ্রহণযোগ্য।"[২]

সর্বশেষে আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর এ বিষয়ের হাদিসটিকে 'হাসান' বলে স্বীকার করেছেন। এ পর্যন্ত তাবরানীর সনদ নিয়ে পর্যালোচনা হল।

ইমাম সাখাভী ও আল্লামা আযলূনী (رحمه الله) প্রথম ও দ্বিতীয় হাদিস সম্পর্কে বলেন-

ولكن قد صححه الطحاوي، وصاحب الشفاء، وأخرجه ابن منده، وابن شاهين

-"তার উক্ত হাদিসটি হযরত আসমা বিনতে উমায়েস (رضي الله عنها) হতে সহিহ সূত্রে বর্ণনা করেন ইমাম ত্বাহাবী (رحمه الله) এবং শিফা শরীফে ইমাম কাযী আয়ায (رحمه الله)। অপরদিকে ইমাম ইবনে মুনাদাহ (رحمه الله), ইমাম ইবনে শাহীন (رحمه الله) প্রমুখ তাদের কিতাবে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।" [৩]

১. ক. আল্লামা ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউদ যাওয়ায়েদ : ৮/২৯৭ পৃ:
খ. আল্লামা তাবরানী : মু'জামুল কবীর : ২৪/১৫১-১৫২ পৃ: হাদিস : ৩৯১
গ. আল্লামা ইবনে কাসীর : বেদায়া ওয়ান নেহায়া : ৬/৮৪ পৃ:
ঘ. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী : ফাতহুল বারী শরহে বুখারী : ৬/২২১-২২২ পৃ. হাদিস : ৩১২৪
ঙ. আল্লামা ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউদ যাওয়ায়েদ : ৮/২৯৮ পৃ.
চ. ইমাম তাহাভী : মুশকিলুল আছার : ৪/৭ পৃ. হাদিস : ১২০৮
ছ. আল্লামা ওকাইলী : আদ্ব-দ্বঈফা : ১/৪২২ পৃ.
জ. আল্লামা ইবনে কাছির : বেদায়া ওয়ান নেহায়া : ৬/৮৪ পৃ.
ঝ. আল্লামা ইবনে কাছির : আস-শামায়েল : ১৪৫ পৃ.
ঞ. আল্লামা ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী : খাসায়েসুল কোবরা : ২/৩২৪ পৃ.

২ ক. ইমাম তাবরানী : মুজামুল আওসাত :৪/২২৪পৃ,হাদিস:৪০৩৯
খ. আল্লামা ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউদ যাওয়াইদ : ৮/২৯৭ পৃ.
গ. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী : ফাতহুল বারী : ৬/২২২ পৃ. হাদিস : ৩১২৪
ঘ. আল্লামা শিহাবুদ্দীন খিফফাজী : নাসিমুর রিয়াদ্ব : ৩/১০-১৪৫ পৃ.

৩ ক. আল্লামা ইমাম সাখাভী : মাকাসিদুল হাসান : ২৬৪ পৃ. হাদিস : ৫১৭
খ. আল্লামা ইমাম আযলূনী : কাশফুল খাফা : ১/৩৭৮ পৃ. হাদিস : ১৩৭৭

তাই প্রমাণিত হয়ে গেল ইমাম তাবরানী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর সনদে একজন রাবি অপরিচিত হলেও ইমাম সাখাভীর মতে ইমাম ত্বাহাবীও ইমাম কাযী আয়ায (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) সহ অন্যান্য মুহাদ্দীসগণ অন্যধারায় সহিহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। অপরদিকে আল্লামা সাখাভী ও আল্লামা আযলূনী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) উক্ত হাদীসের অন্য সনদ সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেন-

وابن مردويه من حديث أبي هريرة، -"ইমাম ইবনে মারদুআহ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার হাদীসের গ্রন্থে হযরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে একটি সূত্রে বর্ণনা করেন।"[১]

অপরদিকে আল্লামা আযলূনী, হযরত যাবের (رضي الله عنه) এর বর্ণিত হাদিস প্রসঙ্গে আরো বলেন- روى الطبرانى فى الكبيروالاوسط بسند حسن

-"হাদিসটি ইমাম তাবরানী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর "মু'জামুল কবীর" ও "মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে 'হাসান' সনদে বর্ণনা করেছেন।"[২]

অতএব উক্ত হাদিসটির চারটিরও বেশি সনদ পাওয়া গেল। তাই বলতে চাই, যখন দ্বঈফ হাদিস একাধিক সনদে বর্ণিত হয় তা দ্বঈফ বা দুর্বল থাকে না। কিন্তু উক্ত হাদিসের প্রথম আসমা বিনতে উমায়েস (রা.)'র তাবরানীর সূত্র ছাড়া বাকী সবগুলো সনদ সহিহ ও 'হাসান' মানের। তাই অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। সর্বশেষ বলতে চাই, ইবনে তাইমিয়া শুধু একজন ব্যক্তি উক্ত হাদিসটিকে জাল বলেছেন তার "মিএটাজুস-সুন্নাহ" গ্রন্থে। আর সে যেহেতু বাতিল পন্থী তার ব্যক্তিগত মতামতের কোন মূল্য নেই হক্কানী গ্রহণযোগ্য মুহাদ্দীসদের কাছে।

একজন পীর তাঁর মুরিদের কাছে তেমন, যেমনি নবী তাঁর উম্মতের কাছে

"হাদীসের নামে জালিয়াতি" বইয়ের ৫১১ পৃষ্ঠায় উক্ত হাদিসকে বিনা দলীলে জাল বলে তিনি মূর্খতার পরিচয় দিয়েছেন। উক্ত হাদিসটি কোন মুহাদ্দিস জাল বা বানোয়াট বলেছেন তা কিছুই তিনি উল্লেখ করেন নি, তাই বলতে চাই কিভাবে বিনা দলীলে প্রমাণ হবে যে উক্ত হাদিসটি মওদ্বু বা জাল। উক্ত হাদিসটি হলো :

عن عبد الله ابن عمر ان النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشيخ في البيته كالنبى فى قومه_

১ ক. ইমাম সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ২৬৪ : পৃ. হাদিস : ৫১৭
খ. আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ১/৩৭৮ পৃ. হাদিস : ১৩৭৭

২ আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ১/৩৭৮ পৃ. হাদিস : ১৩৭৭,

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত,নিশ্চয় রাসূল (ﷺ) ইরশাদ ফরমান : পীর তার পরিবারবর্গের (মুরীদের) কাছে তেমন, যেমন নবী তার কওমের কাছে।"[১]

দেখুন ইমাম সুয়ূতি (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এবং ইমাম ইবনে হিব্বান (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁদের কিতাবে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম সুয়ূতি (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার কিতাবের শুরুতেই বলেছেন তিনি তার কিতাবকে মিথ্যাবাদী রাবী ও জাল হাদিস হতে রক্ষা করবেন, যা আমি ইতিপূর্বে বহুবার উল্লেখ করেছি, তাই ইমাম সুয়ূতি (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর বক্তব্য দ্বারা হাদিসটির ভিত্তি আছে বলে প্রমাণিত হয়। অপরদিকে উক্ত হাদিসের যে রাবি নিয়ে আপত্তি তিনি হলেন "আবদুল্লাহ ইবনে উমর বিন গানাম ইফরাকি" কে নিয়ে। আমি বলবো তাঁর হাদিস 'হাসান' পর্যায়ের। তিনি হাদিসে কিছু ভুল করতেন। আমি বলবো তাঁর সম্পর্কে ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম যাহাবী যে বক্তব্য দিয়েছেন তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তারা তাঁর সম্পর্কে বলেন احاديث مستقيمة -"তাঁর হাদিস সঠিক, ইমাম ইবনে হিব্বান বলেন তিনি ছিলেন তৎকালিন কাযী,ইমাম ইবনে হাযার আসকালানীও অনূরূপ বলেছেন।[২] ইবনে হাযার তাঁর ত্বাকরীবুত তাহযীব গ্রন্থে তাকে সিকাহ বলেছেন।[৩] আমার সর্বশেষ কথা হলো হাদিসটি কখনই জাল হতে পারে না। তাই এ হাদিসের ব্যাপারে যওজীর বক্তব্য গ্রহ যোগ্য নয়।[৪]

উক্ত হাদীসের সমর্থনে ইমাম সুয়ূতি (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)আরেকটি সনদ বর্ণনা করেছেন যেমন :

عن ابى رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الشيخ فى اهله كالنبى فى امته

১ ক. ইমাম ইবনে হিব্বান : মাজরুহীনঃ ২/৩৯পৃ. হাদিস,৫৭১, যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ২/৪৬৪পৃ ক্রমিক.৪৪৭০, ইমাম সিরাজী : ইলকাব : ১/২০৬পৃ.,ইমাম সূয়ূতী : জামিউস সগীর : ২/৯০ পৃ. হাদিস : ৪৯৭০,সুয়ূতি,জামিউল আহাদিস,১৩/৪৫৫পৃ.হাদিস:১৩৫১৬, ইমাম সাখাভী, মাকাসিদুল হাসানা, ২১৮পৃ. হাদিস,৬০৭, ইমাম ইবনুল জওজী : কিতাবুল মওদ্বুআত : ১/১৮৩ পৃ., ইমাম আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/১৭৯ পৃ. হাদিস : ১৫৭৬, ইমাম আহমদ রেযা,আহকামে বায়াত আওর খিলাফত : ৫০পৃ., ইমাম মানাবী : ফয়যুল ক্বাদীর শরহে জামেউস সগীর : ৩/১৪২ পৃ. হাদিস : ৪৯৭০,ইরাকী, তানযিহুশ শরীয়াহ, ১/২০৭পৃ.হাদিস,৭৩,

২ ইমাম যাহাবী : মিযানুল ই'তিদাল, ২/৪৬৪পৃঃ ক্রমিক,৪৪৭০, ইবনে হাজার আসকালানী, লিসানুল মিযান, ৭/২৬৬পৃ. ক্রমিক.৩৫৭৭, ইরাকি, তানযিহুশ শারীয়াহ, ১/২০৭পৃ. হাদিস:৭৩, মিয্যী, তাহযীবুল কামাল, ৫/৩৪৩পৃ. ক্রমিক.৩৪৪৩,

৩ ইরাকি,তানযিহুশ শারীয়াহ,১/২০৭পৃ.হাদিস:৭৩,

৪ ইমাম ... ১/১৮৩ পৃ:

-"হযরত আবি রাফে' (রাঃ) বর্ণিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন : শায়খ বা পীর তার আহলে বা মুরীদের কাছে তেমন, যেমন একজন নবী তার উম্মতের কাছে।"[১]

আমি অনুসন্ধান করে দেখেছি এ হাদিসটির আরও একটি সনদ পাওয়া যায় ইমাম দায়লামী বর্ণনা করেন الشَّيْخ فِي أهله كالنبي فِي أمته -"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসুল বলেছেন পীর তার আহালের (মুরীদের) কাছে তেমন যেমন নবি তার উম্মতের কাছে।[২] তাই হাদিসটির অবশ্যই ভিত্তি রয়েছে।

আমি তখনও নবী ছিলাম যখন আদম (আ.) মাটি ও পানির সাথে মিশ্রিত

"হাদীসের নামে জালিয়াতি" বইয়ের ২৬৮ পৃষ্ঠায় এবং প্রচলিত জাল হাদিস বইয়ের ৫৭ পৃষ্ঠায় (যা যাকারিয়া হাসনাবাদী লিখিত) উক্ত হাদিসটিকে জাল বা বানোয়াট বলে উল্লেখ করেছেন। আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর কোন দলীল উল্লেখ করেন নি, দলীল না দিয়ে মুখের জোরে জাল প্রমাণ করার অনেক অপচেষ্টা করেছেন। আর অপর দিকে হাটহাযারীর মুহাদ্দিস সাহেব তাদের ওহাবী ও আহলে হাদীসের ইমাম ইবনে তাইমিয়ার দলীল দিয়ে তা জোরে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে হাদিসটি জাল বা বানোয়াট।

উক্ত হাদিস সম্পর্কে শুধুমাত্র ইমাম সাখাভী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বিরূপ মন্তব্য করে বলেন: فلم نقف عليه بهذا اللفظ অর্থাৎ- উপরোক্ত শব্দের সাথে বর্ণিত হাদীসের উপর আমি অবগত বা পরিচিত নই।[৩]

অপরদিকে আল্লামা আযলূনী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) উক্ত হাদিস সম্পর্কে বলেন-

و لكن قال العلقمى فى شرح الجامع الصغير حديث صحيح-

১ ইমাম জালালুদ্দীন সূয়তী : জামেউস সগীর : ২/৯০ হাদিস: ৪৯৬৯,ও আব্দুরুল মুনতাসিরাহ, ১/১৩৩পৃ. হাদিস,২৬৬,ও আল-মাসনূ ফি মা'রিফাতুল মাওদু,১/১১৫পৃ.হাদিস,১৬৭,তিনি বলেন সনদটি জইফ, জামিউল আহাদিস : ১৩/৪৫৫পৃ. হাদিস,১৩৫১৫, ইমাম খলিলী : মাশায়েখু তুহ : ১৮০ পৃ., ইবনে নাজ্জার : তারীখে মাদীনা :, ইমাম মানাবী : শরহুল জামেউস সগীর : ৩/১৪৩পৃ. সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ২৬৪ পৃ : হাদিস : ৬০৭, ইমাম আহমদ রেযা খাঁন বেরলভী : আহকামে বায়াত আরও খিলাফত : ৫০পৃ, ইমাম আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/১৭৯ হাদিস : ১৫৭৬,আল্লামা মুত্তাকী হিন্দী : কানযুল উম্মাল : হাদিস : ৪৬৩৩, তাহের পাটনী, তাযকিরাতুল মওদুআত, ১/১৯০পৃ. ইরাকী,তাখরীজে ইহইয়াউল উলূম, ১/৯৮পৃ. তিনি বলেন সনদটি দুর্বল, শাওকানী, ফাওয়াইদুল মওদুআত, ১/২৮৬, ক্রমিক,৪৬, দরবেশহুত, আস্-সুনানিল মুত্তালিব, ১/১৬৯পৃ. হাদিস,৮০৮, তাহের পাটনী, তাযকিরাতুল মওদুআত, ১/২০পৃ. মোল্লা আলী ক্বারী,আসরারুল মারফূ, ১/৩৩৯পৃ. হাদিস,৪৭৮,

২ ইমাম দায়লামী: আল-ফিরদাউস : ২/৩৭৩পৃ. হাদিস : ৩৬৬৪, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, গাযযালী, ইহইয়াউল উলূম, ১/৮৩পৃ. ও মিযানুল আ'মাল,১/৩৩৩পৃ.

৩ ক. ইমাম সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ৫২১ পৃ : হাদিস : ৮৪০, ৮৩৫
খ. আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/১৩২ : হাদিস :

-"তবে শরহে জামেউস সগীর গ্রন্থে আল্লামা আলকামা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন হাদিসটি সহিহ বা বিশুদ্ধ।"[১]

দেখুন সাখাভী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) উক্ত হাদীসের শব্দ নিয়ে মন্তব্য করেছেন উক্ত হাদীসের মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে নয় এ হল তার একক মতামত। মূল শব্দ হলো كنت نبيا و ادم উক্ত হাদীসের দুটি শব্দ بين الماء و الطين- الماء و الطين নিয়ে মুহাদ্দিসগণ মন্তব্য করেছেন কিন্তু الطين মাটি শব্দের সমর্থনে সহিহ সূত্রে হাদিস পাওয়া যায় যেমন :

عن عمر بن خطاب رضى الله تعالى عنه قال: جعلت نبيا ؟ قال: و ادم منجدل فى الطين –

-"হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে জানতে চাওয়া হল আপনি কখন নবী মনোনীত হয়েছেন? রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করলেন : আদম (আ.) যখন মাটি ও দেহের সাথে লুটিপুটি খাচ্ছিলেন।"[২]

অনুরূপ উক্ত শব্দের কাছাকাছি আরও হাদিস পাওয়া যায়

عن جابر رضى الله عنه قال: ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم: متى كنت نبيا؟ قال بين الروح و الطين من ادم-

-"হযরত যাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে জানিতে চাইলেন, আপনি কখন হতে নবী হিসেবে মনোনীত? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, আদম (আলায়হিস সালাম) যখন রুহ এবং মাটির মাঝামাঝি অবস্থায় ছিলেন।"[৩]

সুতরাং উক্ত হাদিস দ্বারা الطين শব্দের প্রমাণ পাওয়া গেল এখন বাকী রইলো الماء শব্দের ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণের ব্যাখ্যা।

অপরদিকে আল্লামা আরিফ বিল্লাহ কুতুবুল ইমাম ফার্সী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর উল্লেখ যোগ্য গ্রন্থ كتاب خلفائه এর ১৮১ পৃষ্ঠায় বলেন :

১ আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/১২০ পৃ. হাদিস : ২০১৫, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত।

২ ক. ইমাম আবু নুঈম : হুলিয়াতুল আউলিয়া : ৭/১২২ ও ৯৫৩ পৃ.
খ. ইমাম তাবরানী : মুজামুল কবীর : ২২/৩৩৩ পৃ: হাদিস : ৮৩৫
গ. আল্লামা ইবনে কাসীর : বেদায়া ওয়ান নেহায়া : ২/৩০৭ ও ২/৩২০ পৃ
ঘ. ইমাম জালালুদ্দীন সূয়তী : খাসায়েসুল কোবরা : ১/৮ পৃ
ঙ. ইমাম জালালুদ্দীন সূয়তী :আল-হাভী লিলফাতওয়া : ২/১০০ পৃ
চ. ইমাম তাবরানী : মুসনাদে সামীন : ২/৯৮-৯৯ পৃ হাদিস : ৯৮৪

৩ ক. ইমাম ইবনে সাদ : আত্-তবকাতুল কোবরা : ১/১৪৮ পৃ
খ. ইমাম তকী উদ্দিন সুবকী : তাজীমে মুনতাহা : ১৫ পৃ.

و يدل على هذا الذى ذكرناه قوله صلى الله عليه و سلم : كنت نبيا و ادم بين الماء و الطين – جواهر البحار: ৩\৫৯

-"এটার উপর দলীল হলো যা আমরা উল্লেখ করেছি রাসূল (ﷺ) এর বাণী আমি তখন নবী ছিলাম যখন আদম মাটি ও পানির সাথে মিশ্রিত।"[১]

শুধু তাই নয় ইমাম শায়খ সামীন কাদেরী আল মাদনী ওফাত (১১৮৯ হি) তিনি তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ رسالة فى التوحيد الروحى له صلى الله عليه و سلم এ হাদিসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

فكان خاتم النبين لانه اولهم اذ كان نبيا و ادم بين الماء و الطين بل كان نبيا ولا ادم و لا الماء و لا طين صلى الله عليه و سلم ، جواهر البحار: 3\167

-"আর তিনি সর্বশেষ নবী হলেও প্রথম কেননা রাসূল (ﷺ) তখনও নবী ছিলেন যখন আদম (আলায়হিস সালাম) মাটি ও পানির সাথে মিশ্রিত। আর তিনি তখন নবী যখন না ছিল আদম, না পানি, না মাটি শুধু রাসূল (ﷺ) ছিলেন।"[২]

আল্লামা শায়খ ইউসুফ বিন নাবহানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) উক্ত বর্ণনাটি এভাবে বর্ণনা করেন:

قال الامام العارف بالله الشيخ على دده البوسوى فى كتاب محاضرة الاولئل و مسامرة الاواخر صفحة 15 لهذا قال صلى الله عليه وسلم : كنت نبيا و ادم بين الماء و الطين – جواهر البحار: ৩\১৯৪

-"হযরত আরিফ বিল্লাহ ইমাম শায়খ আলী দুদাহী বুসুনভী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার লিখিত কিতাব محاضرة الاولئل و مسامرة الاواخر গ্রন্থের ১৫ পৃষ্ঠায় বলেন, এই জন্য রাসূল (ﷺ) বলেন, আমি তখনও নবী ছিলাম আদম (আলায়হিস সালাম) যখন মাটি ও পানির সাথে ছিলেন।[৩] অতএব বুঝা গেল এতবড় আরিফ বিল্লাহও স্বীকার করলেন এটি রাসূল (ﷺ) এর হাদিস।

৫। আল্লামা শায়খ মুহাদ্দিস ইউসুফ বিন নাবহানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) অনেক আলোচনার পরে বলেন :

كما اشار بقوله عليه الصلوة السلام : كنت نبيا و ادم بين الماء و الطين- جواهر البحار: ৩\১৯৭

১ আল্লামা শায়খ ইউসুফ বিন নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ৩/৫৯ পৃ.
২. ইউসুফ নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ৩/১৬৭পৃ.
৩ ইউসুফ নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ৩/১৯৪ পৃ.

৬। শুধু তাই নয় আল্লামা শায়খ ইউসুফ বিন ইসমাইল নাবহানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তিনি আল্লামা শায়খ নূরু উদ্দিন আলী বিন যঈনুদ্দীন ইবনে জাযরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর বক্তব্যকে এভাবে বর্ণনা করেন :

فاذا كان النبى تلك الامة الطاغية الشديدة العداوة لنا لو ادركه اتبعه كان غيره بذالك اولى فانه نبى اليه و الي غيره حتى لابيه ادم ففى الحديث الشريف "كنت نبيا و ادم بين الماء و الطين" جواهر البحار: 3\96

৭। ইমাম মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন :

و قال صلى الله عليه و سلم: كنت نبيا و ادم بين الماء و الطين- فتوحات المكية: 174، و جواهر البحار: 1\115

-"রাসূল (ﷺ) ইরশাদ ফরমান : আমি তখনও নবী ছিলাম যখন আদম মাটি ও পানির সাথে মিশ্রিত।"[১]

দেখুন এত বড় কাশফধারী ওলী ঐ যুগের সবচেয়ে বড় কুতুব তিনি উক্ত হাদিসটি রাসূল (ﷺ) এর বাণী হিসেবেই বর্ণনা করেছেন।

৮। অনুরূপ মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার ফতুহাতে মক্কিয়া গ্রন্থের ১৪তম বাবের ১৯৪ পৃষ্ঠায় আবারও উল্লেখ করেন-

فقال صلى لله عليه و سلم: كنت نبيا و ادم بين الماء و الطين-

-"অতঃপর রাসূল (ﷺ) ইরশাদ ফরমান- আমি তখনও নবী ছিলাম যখন আদম মাটি ও পানির সাথে মিশ্রিত।"[২]

৯। ইমাম ফখর উদ্দিন রাজী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সূরা কাউসারের তাফসীরে বলেন :

و لهذا فقال صلى لله عليه و سلم: كنت نبيا و ادم بين الماء و الطين-

-"অত:পর রাসূল (ﷺ) ফরমান- আমি তখনও নবী ছিলাম যখন আদম মাটি ও পানির সাথে মিশ্রিত।"[৩]

১০। ইমাম, সূফী, শায়খ আব্দুল করীম জলিলী শাফেয়ী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ইনসানে কামিল গ্রন্থে বলেন-

১ ক. ইমাম মুহিউদ্দিন ইবনুল আরাভী : ফতোতে মক্কিয়া : ১৭৪ পৃ.
খ. আল্লামা শায়খ ইউসুফ নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ১/১১৫ পৃ.
২ আল্লামা ইউসুফ বিন নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ১/১১৯ পৃ.
৩ ক. ইমাম রাজী : তাফসীরে কাবীর : ১৫/২৪৫ : সূরা কাউসার
খ. ইউসুফ বিন নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ১/১৮৪ পৃ.

و يدل على ما اردناه قوله صلى الله عليه و سلم: كنت نبيا و ادم بين الماء و الطين- جواهر البحار: 1\263

১১। ইমাম আব্দুল ওয়াহাব শা'রানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ইয়াকুত জাওয়াহির এ হাদিসটি এভাবে উল্লেখ করেছেন-

قال فان قلت فما معنى قوله صلى الله عليه و سلم: كنت نبيا و ادم بين الماء و الطين- جواهر البحار:2\45

১২। শুধু তাই নয় তিনি একটু অগ্রসর হয়ে আবারও উল্লেখ করেন :

فقد عرفت معنى قوله صلى الله عليه و سلم: كنت نبيا و ادم بين الماء و الطين- جواهر البحار:2\46

১৩। ইমাম আরিফ বিল্লাহ শায়খ আলী দুদাহ বুসনভী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ كتاب خلاصة الاثر এর ১৪৯ পৃষ্ঠায় হাদিসটি এভাবে বর্ণনা করেন-

كما اشار بقوله صلى الله عليه و سلم: كنت نبيا و ادم بين الماء و الطين- جواهر البحار:4\197

১৪। আল্লামা আরিফ বিল্লাহ ইসমাঈল হাক্কী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "তাফসীর রুহুল বায়ান" এর সূরা ফাতাহ এর ২৮ নং আয়াতে উল্লেখ করেন-

و لذا قال صلى الله عليه و سلم: كنت نبيا و ادم بين الماء و الطين- جواهر البحار:2/251

উক্ত হাদিসটি সনদসহ এবং সনদবিহীনভাবে অনেকেই বর্ণনা করেছেন।[১]

১ ক. ইউসুফ নাবহানী : জামিউল কবীর : ৬/৪৬৩ পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত।
খ. আল্লামা ইবনে কাসির : সিরাতে নববিয়্যাহ : ১/৩৩৬ পৃ.
গ. ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউদ যাওয়ায়েদ : ৮/২২৩ পৃ. দারুল কুতুব আরাবী, বৈরুত্ লেবানন।
ঘ. ইমাম আবু নঈম ইস্পাহানী : হুলিয়াতুল আউলিয়া : ৭/১২২ পৃ.
ঙ. ইমাম মানাভী : ফয়যুল কাদীর : ৫/৫৩ পৃ.
চ. ইমাম সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ৫২০-৫২১ পৃ. হাদিস :৮৪০,৮৪৫
ছ. আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/১৬৯ পৃ. হাদিস :২০১৫
জ. ইমাম আবু নঈম ইস্পাহানী : মু'জামুস সাহাবা : ১/৩৭৪ পৃ. রাবী : ৪৩৭
ঝ. ইমাম আবু নঈম ইস্পাহানী : মুজামুস সাহাবা : ৩/১২৯ পৃ. রাবী : ১০০৩
ঞ. ইমাম তাবরানী : মুজামুল কবীর : ২০/৩৫৩ পৃ. হাদিস : ৮৩৩
ট. ইমাম বুখারী : তারিখুল কবীর : ৭/২৫১ পৃ. হাদিস : ১০৯৪৪, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত।
ঠ. ইমাম আহমদ : আল-মুসনাদ : ৫/৫৯ পৃ. মিশর।
ড. ইমাম ইবনে হিব্বান : আস-সহীহ : হাদিস ২০৯০
ঢ. ইমাম ইবনে আছেম : আস-সুনান : হাদিস ৪১০
ণ. ইমাম ইবনুল বার : আল-ইস্তেয়াব : ৪/১৪৮৮ পৃ. হাদিস : ২৫৮২
ত. ইমাম ইবনে সা'দ : আত-তবকাতুল কোবরা : ১/১৪৮ পৃ.

যে নিজকে চিনেছে সে তার রবকে চিনেছে- হাদিস কিনা প্রসঙ্গে

"হাদীসের নামে জালিয়াতি" বইয়ের ২২২ পৃষ্ঠায় উক্ত বইয়ের লেখক বলেন, মুহাদ্দিসগণ এক বাক্যে বলেছেন যে, এই বাক্যটি রাসূল (ﷺ) এর কথা নয়।

প্রচলিত জাল হাদিস যা মতিউর রহমান লিখিত তার ১৩৩ পৃষ্ঠায় শুধু মাত্র ইবনে তাইমিয়ার দলীল দিয়ে দাবী করেছেন এটি রাসূল (ﷺ) এর হাদিস নয়, মিথ্যা বানোয়াট কথা।

আল্লামা ইবনে হাযার হায়তামী আল মক্কী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ফতোয়ায়ে হাদীসিয়্যাহ গ্রন্থের ২১১ পৃষ্ঠায় বলেন, قوله عليه الصلوة و السلام: مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ- "রাসূল (ﷺ) এর বাণী, যে নিজকে চিনেছে সে তার প্রভুকে চিনেছে।"[১]

আল্লামা ইবনে হাযার মক্কী একজন উচ্চ পর্যায়ের মুহাদ্দিস ও মুফতী ছিলেন। অবশ্যই তার নিকট উক্ত হাদীসের সনদ জানা রয়েছে। আর অপর দিকে ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) উক্ত রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করে বলেন : قال السيوطى هذا الحديث ليس بصحيح- "ইমাম সুয়ূতি বলেন, তাই হাদিসটি অস্তিত্ব সহিহ'র পর্যায়ে নেই (অর্থাৎ 'হাসান')।"[২]

দেখুন ইমাম সুয়ূতি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এ বর্ণনাটিকে হাদিস বলেছেন তবে তিনি বলেছেন হাদিসটি "সহিহ" নয়। তাই বলে মওদু নয়, যা আমি কিতাবের শুরুতে আলোচনা করিছে যে, হাদিসটি সহিহ নয় বললে "'হাসান'" হাদিস বুঝায় এ কথা দ্বারা হাদিসটি জাল বুঝায় না।

সুফিবাদের উপরে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনকারী ড. ফকির আব্দুর রশিদ এর "সুফি দর্শন" গ্রন্থের ৩০ ও ৩২ পৃষ্ঠায় বলেন, "উক্ত রেওয়ায়েতটি মূলত হযরত আলী (রাঃ) এর কওল বা কথা,. আবার কেউ কেউ হযরত 'হাসান' বসরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর কওল বলে উল্লেখ করেছেন।" অপরদিকে আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, উক্ত হাদিসটি অধিকাংশ সূফীয়ায়ে কেরামই বলে থাকেন।[৩] এ হাদিসটি অনেকে তাদের

থ. ইমাম আবি শাইবাহ : আলমুসান্নাফ : ১৪/১৯২ পৃ. দারুল কোরআন, করাচি, পাকিস্তান।
দ. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী : আল-ইসাবা : ৪/৩৭ পৃ. রাভী : ৪৫৮৯
ধ. যায়লঈ : আহাদিসুল মুখতার : ৯/১৪২-১৪৩ পৃ. হাদিস : ১২৩-১২৪
১ আল্লামা ইবনে হাজার হায়তামী : ফাতোওয়ায়ে হাদীসিয়্যাহ : ২১১ পৃ. মীর মোহাম্মদ কারখানা, করাচি, পাকিস্তান।
২ ইমাম জালালুদ্দীন সুয়তী : আল হাভীলিন ফাতওয়া, ২/৪১২ পৃ.
৩ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : মওদুআতুল কবীর: পৃ-৩৫১

কিতাবে বর্ণনা করেছেন তারা হলেন।[১] অনেক বিখ্যাত মুহাদ্দিসগন বলেছেন যে মূলত এটি বিখ্যাত সূফি ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মায়ায আর-রাযি (ওফাত.২৫১-২৬০ হি.) এর কওল বা বানী।[২] ইমাম যাহাবী, তাজদ্দীন সুবকী,ইবনে খল্লিকানসহ অনেকে বলেছেন যে তিনি একজন আ'রিফীন ছিলেন,তৎকালিন যুগের হাকিম বা বিচারক ছিলেন,তিনি প্রসিদ্ধ ওয়াজীন ছিলেন,তিনি তাঁর যুগের মাশায়েখদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিলেন।[৩]

ইবনে তাইমিয়া এটা রাসূল (ﷺ) এর বাণী হিসেবে প্রমাণিত নয় বলে উল্লেখ করেছেন। আর ইবনে তাইমিয়ার রায় কখনও মানা হবে না, আর তাকে কাফের ফতওয়া দিয়েছেন বড় বড় ইমামগণ এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন 'ওহাবী মাজহাবের হাকীকতে' বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

অপরদিকে ইমাম নওয়াবী (রহ.) বলেন, انه ليس بثبت অর্থাৎ- নিশ্চয় হাদিসটি দৃঢ় এর উপরে নেই।[৪] ইমাম সাখাভী (রহ.) তার "ফাতহুল মুগীস" গ্রন্থের ১/১৪০ পৃষ্ঠায় ليس بثبت বলতে "'হাসান' লি গাইরিহি" বুঝায় বলে উল্লেখ করেছেন। মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) ইবনে তাইমিয়ার যে বক্তব্য পেশ করেছেন মূলত ইমাম সাখাভী (রহ.) ও আযলূনী (রহ.) অনুরূপ বক্তব্য তাদের কিতাবে বর্ণনা করেছেন।

উক্ত হাদিস সম্পর্কে ইমাম ওকাইলী (রহ.) বলেন, انه لا يعرف অর্থাৎ- নিশ্চয় উক্ত হাদিসটি (মারফূ) হাদিস হিসেবে আমি পরিচিত নয়।[৫]

১ ইবনে হাজার মক্কী, ফতোয়ায়ে হাদিসিয়্যাহ, ১/২০৬পৃ. ইমাম সুয়ূতি, হাভিলিল ফাতওয়া,২/২৮৮পৃ. ও২/২৯০পৃ.দরবেশহুত, আস সুনানুল মুত্তালিব, ১/২৭৭পৃ.হাদিস, ১৪৩৫, ইরাকী,তাখরীজে আহাদিসুল ইহইয়াউল উলূম,৪/১৫৩৫পৃ.হাদিস : ২৩৫৪, সাখাবী, মাকাসিদুল হাসান, ১/৬৫৭পৃ. হাদিস : ১১৪, সুয়ূতি, আদ্দরুল মুনতাসিরাহ, ১/১৮৫পৃ. হাদিস, ৩৯৩, যাহাবী,তারিখুল ইসলামী, ৬/২৩১পৃ. ক্রমিক.৫৯৯, ও ১১/৩১পৃ. আবু নুঈম ইস্পাহানী, ১০/৫১-৭০পৃ. খতিবে বাগদাদ, বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ১৪/২০৮-২১২পৃ.

২ ইবনে হাজার মক্কী,ফতোয়ায়ে হাদিসিয়্যাহ, ১/২০৬পৃ. ইমাম সুয়ূতি,হাবী লিল ফাতওয়া,২/২৮৮পৃ. ও২/২৯০পৃ. দরবেশহুত, আস সুনানুল মুত্তালিব, ১/২৭৭পৃ. হাদিস,১৪৩৫, ইরাকী, তাখরীজে আহাদিসুল ইহইয়াউল উলূম, ৪/১৫৩৫পৃ. হাদিস : ২৩৫৪, সাখাবী, মাকাসিদুল হাসান, ১/৬৫৭পৃ. হাদিস:১১৪, সুয়ূতি, আদ্দুরুল মুনতাসিরাহ, ১/১৮৫পৃ. হাদিস,৩৯৩, যাহাবী, তারিখুল ইসলামী, ৬/২৩১পৃ. ক্রমিক.৫৯৯, ও ১১/৩১পৃ. আবু নুঈম ইস্পাহানী, ১০/৫১-৭০পৃ. খতিবে বাগদাদ, বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ১৪/২০৮-২১২পৃ.

৩ ইমাম সুয়ূতি, হাবী লিল ফাতওয়া, ২/২৮৮পৃ. দরবেশহুত, আস সুনানুল মুত্তালিব, ১/২৭৭পৃ. হাদিস,১৪৩৫, যাহাবী, তারিখুল ইসলামী, ৬/২৩১পৃ. ক্রমিক.৫৯৯, ও ১১/৩১পৃ. আবু নুঈম ইস্পাহানী,১০/৫১-৭০পৃ.খতিবে বাগদাদ, তারীখে বাগদাদ, ১৪/২০৮-২১২পৃ. ইবনে কাসীর, বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ১১/৩১পৃ.খল্লিকান, ওফায়তুল আইয়্যান.৬/১৬৫পৃ.

৪ ইমাম নববী : ফতওয়ায়ে নববীতে : ১২০ পৃ.তাজুদ্দীন সুবকী, তবকাতুল শাফিয়্যাহ,১০৭পৃ-১১৪পৃ. আবু নুঈম ইস্পাহানী,হলিয়াতুল আউলিয়া, ১০/৫১-৭০পৃ.

৫ ইমাম সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ৪২৬ পৃ.

দেখুন ইমাম ওকাইলী বললেন হাদিসটি মারফূ কিনা এ সম্পর্কে আমি এ সম্পর্কে পরিচিত নই। তাই বলে উক্ত মুহাদ্দিস জাল বানোয়াট বলেননি। বরং তার উক্তি দ্বারা হাদিস হিসেবে প্রমাণিত হয়, কিন্তু মারফূ কিনা এ সম্পর্কে তিনি অপরিচিত। দেখুন হাদিস মারফূ, মওকুফ, মাকতু তিন প্রকার হয়ে থাকে সুতরাং উক্তি দ্বারা বুঝা গেল হাদিসটি মওকুফ হাদিস।

পিতামাতা বা বুযুর্গানে কিরামের হাতে পায়ে চুমু দেয়া প্রসঙ্গে হাদিস

"শরীয়ত ও প্রচলিত কুসংস্কার" যা এক ঈমান বিধ্বংসী বই যার ১৯৩ পৃষ্ঠায় দলীলবিহীন ভাবে পিতা-মাতা অথবা পীর বুযুর্গের হাতে পায়ে চুমু দেয়া শিরকের আহবায়ক বলে উল্লেখ করেছেন উক্ত মূর্খ মুফতী ইব্রাহিম খাঁন (হাটহাযারীর মেখল মাদ্‌রাসার মুহতামীম)। কোন একটি দলীলও তিনি পেশ করেননি যে, কদমবুচি নাজায়েয, হারাম বা মাকরূহ। অপরদিকে আরেকটি বিভ্রান্তিকর পুস্তক বিদ'আত ৩/২১৯ পৃষ্ঠায় ডঃ আহমদ আলী লিখেন, "এ রীতি একদিকে বিধিবদ্ধ ও সুপ্রচলিত সুন্নতের পরিপন্থী, অপরদিকে বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুকরণ।" নাউযুবিল্লাহ! শুধু তাই নয় আরো লিখেছেন এটি নাকি ছোট শিরক।

দলীল নং- ১-১৯

মিশকাতুল মাসাবীহতে المصافحة و المعانقة অধ্যায়ে রয়েছে-

وَعَن زارع وكَانَ فِي وَفْدِ عَبْدِ القَيْسِ قَالَ: لَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا فَنُقَبِّلُ يَدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجله. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

-"হযরত যারে (রা.) হতে বর্ণিত আছে, যিনি আবদুল কায়েসের প্রতিনিধিভুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন, যখন আমরা মদীনা মনোওয়ারায় আসলাম তখন আমরা নিজ নিজ বাহন থেকে তাড়াতাড়ি অবতরণ করতে লাগলাম। অতঃপর আমরা হুযুর (ﷺ) এর পবিত্র হাত ও পা মুবারককে চুমু দিয়েছিলাম।"[১]

১ ক. ইমাম বুখারী : তারীখুল কবীর : ৪/৪৪৭ পৃ. : হাদিস : ১৪৯৩
খ. ইমাম বুখারী : আদাবুল মুফরাদাত : ২৩৮ পৃ: হাদিস : ৯৭৫
গ. ইমাম ইবনে আবি শায়বা : আল মুসান্নাফ : ৮/৫৬২ পৃ:
ঘ. ইমাম আবু দাউদ : আস সুনান : ৪/৩৫৭ পৃ. : কিতাবুল আদাব : হাদিস : ৫২২৫
ঙ. ইমাম তাবরানী : মুজামুল কবীর : ৫/২৭৫ পৃ. : হাদিস : ৫৩১৩
চ. ইমাম তাবরানী : মুজামুল আওসাত : ১/১৩৩ পৃ. : হাদিস : ৪১৮
ছ. ইমাম বায়হাকী : আস সুনানে কোবরা : ৭/১০২ পৃ. : হাদিস : ১৩৩৬৫
জ. ইমাম বায়হাকী : শুয়াবুল ঈমান : ১১/২৯৪ পৃ.,হাদিস : ৮৫৬০
ঝ. ইমাম শায়বানী : আহাদিসুল মাসানী : ৩/৩০৪ পৃ. : হাদিস : ১৬৮৪
ঞ.ইবনে হাজার আসকালানী : তালখীসুল হবির : ৪/৯৩ পৃ. : হাদিস : ১৮৩০

উক্ত হাদিসটি আরও অনেক মুহাদ্দিসীনগণ বর্ণনা করেছেন। ডঃ আহমদ আলী সাহেব তার বিদআত ৩/২২১ পৃষ্ঠায় উক্ত হাদিসটিকে দুর্বল বলে প্রমাণ করার অপচেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু তিনি কোন গ্রহণযোগ্য দলীল উল্লেখ করেননি। অথচ উক্ত হাদিসটি আল্লামা ইবনে হাযার আসকালানী, মোল্লা আলী ক্বারী, শায়খ আব্দুল হক্ব মুহাদ্দেসে দেহলভী (রহঃ), ইমাম বায়হাকী, মোবারকপুরী, ইমাম যায়লাঈ, ইমাম বুখারী এবং ইমাম শায়বানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাদের নিজ নিজ গ্রন্থে হাদিসটিকে বিশুদ্ধ বা গ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন। সম্মাণিত পাঠকবৃন্দ! আমরা তাহলে এই বিজ্ঞ ইমামদের কথা শুনবো নাকি তাদের? এমনকি হাদিসটি কি কারণে দুর্বল হবে বা কোন রাবীটি দুর্বল তা কিছুই তিনি উল্লেখ করেন নি। সুতরাং কীভাবে প্রমাণিত হবে যে, হাদিসটি দুর্বল? অপরদিকে আহলে হাদিসরা যাকে ইমাম মানে সে নাসিরুদ্দীন আলবানীও হাদিসটিকে 'হাসান' বলেছেন।[1]

দলীল নং- ২০

মিশকাতুল মাসাবীহ শরীফের الكبائر و علامات النفاق অধ্যায়ে রয়েছে-

عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلِمَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ، «أَنَّ قَوْمًا مِنَ الْيَهُودِ قَبَّلُوا يَدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَيْهِ

-"হযরত সাফওয়ান বিন আস্সালাম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নিশ্চয় ইয়াহুদীদের একটি জামাত (দল) রাসূল (ﷺ) এর হাত ও পা মোবারকে চুমু খেয়েছেন।"[2]

ট.আসকালানী : আদ-দিরায়্যাত ফি তাখরীজ আহাদিসুল হিদায়াত : ২/২৩২পৃ.হাদিসঃ ৬৯১
ঠ. ইমাম খতিব তিবরিযী : মিশকাতঃ ৩/১৩২৮পৃ. হাদিস : ৪৬৮৮ (মুসাফা ও মু'আনাকা অধ্যায়)
ড. ইমাম মিয্যী : তাহজীবুল কামাল : ৭/২৬৬ পৃ. রাভী নং - ১৯৪৬
ঢ. ইমাম যায়লাঈ : নাসীবুর রিয়াদ্ধ : ২/২৩২.পৃ.
ণ. ইমাম আবি আছেম,আস্-সুন্নাহ,হাদিস,১৯০.
ত. ইমাম শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী : আশিআতুল লুমআত : ৩/৫০৮ পৃ. : হাদিস : ৪৬৮৮
থ. মোবারকপুরী : তুহফাতুল আহওয়াজী : ৭/৫৬২ পৃ.
দ. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী : ফতহুল বারী : ৮/৮৫ পৃ.
ধ. ইমাম বায়হাকী : দালায়েলুল নবুওয়াত : ৫/৩২৭ পৃ.

১. আলবানীঃ সহিহুল আবু দাউদ, ৪/৩৫৭পৃ.হাদিস,৫২২৫
২ ক. ইমাম ইবনে মাজাহ : আস্-সুনান : ২/১২২১পৃ. : হাদিস : ৩৭০৫
খ. খতিব তিবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ : ১/৩২ পৃ. হাদিস : ৫৮
গ. ইমাম তিরমিযী : আস্-সুনান, ৫/৭২ পৃ. হাদিস : ২৭৩৩
ঘ. ইমাম নাসায়ী : আস-সুনান : ৭/১১১ পৃ. হাদিস : ৪০৭৮
ঙ. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল : আল-মুসনাদ : ৪/২৩৯ পৃ.
চ.আবি শায়বাহ,আল-মুসান্নাফ,১/১২৭পৃ.হাদিসঃ৩, ও
ছ.আবি শায়বাহ,আল-মুসান্নাফ,৫/২৯২পৃ.হাদিসঃ২৬২০৭
জ.যায়লাঈ,নাসিবুর রায়্যাহ,৪/২৫৮পৃ.তিনি তিরমিযির হাসান,সহিহ বলা মতকে মেনে নিয়েছেন।
ঝ. ইমাম হাকেম নিশাপুরী : আল-মুস্তাদরাক : কিতাবুল ঈমান : হাদিস : ২০

উক্ত হাদিস সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদিসটি 'হাসান', সহিহ। ইমাম হাকিম নিশাপুরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন হাদিসটি সহিহ। উক্ত হাদিসের সনদে 'আবদুল্লাহ বিন সালমাহ আল-মারাদী আল-কূফী' রাবির কারনে আহলে হাদিস আলবানী হাদিসটিকে দ্বঈফ বলেছেন। আমি প্রথমে বলবো ইমাম তিরমিযি,হাকিম নিশাপুরী, ইমাম যায়লাঈ সহ অনেকে হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন। অপরদিকে উক্ত রাবি সম্পর্কে ইমাম ইবনে আদি বলেন ارجوا انه لاباس به -"আমি আশা রাখি তাঁর হাদিস গ্রহন করতে কোন অসুবিধা নেই। ইমাম আযলী ও ইয়াকুব বিন শায়বাহ বলেন তিনি (ثقة) সিকাহ বা বিশ্বস্ত ছিলেন।[1] ইমাম মিয্যী বলেন 'ইমাম ইবনে হিব্বান তাঁর সিকাহ গ্রন্থে তাকে সিকাহ রাবির তালিকায় অর্ন্তভুক্ত করেছেন।'[2] তবে হ্যাঁ, নাসাঈসহ আরও কয়েকজন তাকে দ্বঈফ বলেছেন। তাই আমি বলবো হাদিসটি কমপক্ষে 'হাসান'।

দলীল নং- ২১

عن الزَّارِعَ بْنَ عَامِرٍ قَالَ: قَدِمْنَا فَقِيلَ: ذَاكَ رَسُولُ اللَّهِ، فَأَخَذْنَا بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ نُقَبِّلُهَا

-"হযরত যারি ইবনে আমের (রাঃ) বলেন, আমরা যখন মদীনা শরীফে এসে পৌঁছলাম শুনতে পেলাম কে যেন বলছে ইনি আল্লাহর রাসূল। আমরা তৎক্ষণাৎ তার হাত ও পা মোবারকে চুমু করলাম।"[3]

দলীল নং- ২২-২৩

عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا يُقَبِّلُ يَدَ العباس ورجليه.

-"সুহাইব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত মাওলা আলী (রাঃ) কে দেখেছি হযরত আব্বাস (রাঃ) আলী (রাঃ) এর সম্মানিত চাচা এর হাতে ও পায়ে চুমু দিতে।"[4] এ হাদিসটিকে আলবানী ইমাম বুখারীর 'মুফরাদ' গ্রন্থের টিকায় দ্বঈফ বলেছেন। তার দাবি হলো সুহাইব অপরিচিত বর্ণনাকারী। আমি বলবো তিনি অপরিচিত নন কেননা তাকে অনেক মুহাদ্দিস বলেছেন যে তিনি وهو مولى العباس -

ঞ.আসকালানী,আল-দেরায়া ফি তাখরীজে হেদায়া,২/২৩২পৃ.
ট.শায়খ মাহমুদ মুহাম্মদ খলিল,আল-মুসনাদিল জামে,৭/৫০৪পৃ.
ঠ.আলবানী, দ্বঈফু সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিসঃ৩৭০৫, তিনি বলেন সনদটি দ্বঈফ।

১. ক.যাহাবীঃ মিযানুল ই'তিদাল, ২/৪৩১পৃ., ও তারিখুল ইসলাম,২/৮৪০পৃ. ক্রমিক.৬০, আদি, আল-কামিল, ৫/২৭৯পৃ. ক্রমিক.৯৮৯,
২. মিয্যী,তাহযীবুল কামাল,১৫/৫১পৃ.ক্রমিক.৩৩১৩
৩ ক.ইমাম বুখারী : আদাবুল মুফরাদাত : ২৩৮ পৃ. হাদিস : ৯৭৫
৪ ক. ইমাম বুখারী, আদাবুল মুফরাদাত : ২৩৮ পৃ. : হাদিস : ৯৭৬
খ. ইমাম মুকরী : আর-রুখসাত : হাদিস : ১৫
গ.ইবনে আসাকীর,তারীখে দামেস্ক,২৬/৩৭২পৃ.

" হযরত আব্বাস এর গোলাম ছিলেন এবং আরও বলেছেন তাঁর থেকে আবু ছালেহ যাকওয়ান সহ অনেক তাবেয়ীরা হাদিস শুনেছেন।'[১] মিয্যী বলেন 'ইমাম ইবনে হিব্বান তাঁর সিকাহ গ্রন্থে তাকে সিকাহ রাবির তালিকায় অর্ন্তভুক্ত করেছেন।[২]

দলীল নং- ২৪-২৫

হযরত বুরায়দা (ﷺ) হতে দীর্ঘ হাদিস এসেছে যে, এক বেদুঈন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে রাসূল (ﷺ) কে মু'জিযা দেখাতে বললেন। রাসূল (ﷺ) তাকে বললেন তুমি এই গাছটির নিকট গিয়ে আমার নিকট আসতে বল। অতঃপর গাছটি তার শিকড় ও ডালপালাগুলো টেনে নিয়ে রাসূল (ﷺ) এর নিকট উপস্থিত হয়ে শাহাদাতের সাক্ষ্য দেয়। অতঃপর ঐ বেদুঈন লোকটি রাসূল (ﷺ) এর কাছে আরয করলেন, ائذن لى ان اقبل رأسك و رجليك-"আমাকে আপনার মাথা এবং পদযুগলে চুমু খাওয়ার অনুমতি দিন। রাসূল (ﷺ) তাকে অনুমতি দিলেন। উক্ত হাদিসটি দুটি সূত্রে হযরত বুরায়দা (ﷺ) পর্যন্ত পৌছেছে। ইমাম হাকিমের সনদ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন যে, হাদিসটির সনদ সহিহ। তবে ইমাম যাহাবী বিরূপ সমালোচনা করেছেন। তিনি সালিহ ইবনু হাইয়্যাল রাবীকে দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন। তবে ইমাম বায্যারের সূত্রে এই রাবীটি নেই, তাই সনদটি গ্রহণযোগ্য।[৩]

দলীল নং- ২৬-২৮

অপরদিকে উক্ত হাদিসটি আরো অনেক মুহাদ্দীস হযরত আনাস (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন।"[৪]

দলীল নং- ২৯-৩৭

দ্বিতীয় বর্ণনার ন্যায় কিছুটা দীর্ঘ করে ইমাম তিরমিযী (রহঃ) স্বীয় হাদীসের কিতাবে বর্ণনা করেন ইহুদীরা রাসূল (ﷺ) কে কিছু প্রশ্ন করলে রাসূল (ﷺ) তার জবাব দিলেন তখন তারা রাসূল (ﷺ) এর হাতে পায়ে চুমু খায়।

১. যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ২/১৪৩. ক্রমিক. ৩৯২৪, তাহযিবুত-তাহযীব, ৪/৪৩৯পৃ. তারিখুল কাবীর, ৪/১৪৩পৃ. ক্রমিক.২৯৬৫, মিয্যী, তাহযীবুল কামাল, ১৩/২৪০পৃ. ক্রমিক.২৯০৫, আবু হাতেম, জারহু ওয়া তা'দিল, ৪/৪৪৪পৃ. ক্রমিক.১৯৫২, ইবনে আসাকীর, তারীখে দামেস্ক, ২৬/৩৭২পৃ. ও ২৬/৩৭৩পৃ.

২. যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ২/১৪৩. ক্রমিক.৩৯২৪,তাহযিবুত-তাহযীব, ৪/৪৩৯পৃ. মিয্যী,তাহযীবুল কামাল, ১৩/২৪০পৃ. ক্রমিক.২৯০৫

৩ ক. ইমাম হাকেম নিশাপুরী : আল-মুস্তাদরাক : কিতাবুল বিরর ওয়াস সিলাতি : হাদিস : ৭৩২৬
খ. ইমাম বায্যার : আল-মুসনাদ : হাদিস : ৪৪৫০
গ.মুকাদ্দাসী শায়বানী,যাখিরাতুল হুফ্ফাজ,২/১১৯৪পৃ.হাদিস:২৫৪৮

৪ ক. ইমাম ইবনে মাজাহ : আস-সুনান : কিতাবুল ফিতান : হাদিস : ৪০২৮
খ. ইমাম আবু ইয়ালা : আল-মুসনাদ : হাদিস : ৩৬৮৫
গ. ইমাম আবু শায়বাহ : আল-মুসান্নাফ : হাদিস : ৩২৩৯০

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ، أَنَّ يَهُودِيَّيْنِ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اذْهَبْ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ نَسْأَلُهُ: ..... فَقَبَّلاَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ وَقَالاَ: نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ، قَالَ: فَمَا يَمْنَعُكُمَا أَنْ تُسْلِمَا؟ قَالاَ: إِنَّ دَاوُدَ دَعَا اللَّهَ، أَنْ لاَ يَزَالَ فِي ذُرِّيَّتِهِ نَبِيٌّ، وَإِنَّا نَخَافُ إِنْ أَسْلَمْنَا أَنْ تَقْتُلَنَا اليَهُودُ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَفِي البَابِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِ، وَابْنِ عُمَرَ، وَكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ.
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.2733: كتاب الادب-

-"সাফওয়ান (ﷺ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) কে প্রশ্ন করা হলে জবাব দিলেন .... তখন তারা নবী (ﷺ) এর দু' হাত ও দু'পায়ে চুম্বন করে বললো, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি সত্যই নবী। তিনি বললেন, তা হলে আমার অনুসরণ করতে তোমাদেরকে কিসে বাধা দিচ্ছে? তারা বললো হযরত দাউদ (ﷺ) তার রবের নিকট দুআ করেছিলেন তার বংশেই যেন সব সময় নবীর আগমন হয়। আমাদের আশংকা হয় যদি আমরা আপনার অনুসরণ করি তাহলে ইয়াহুদীরা আমাদের হত্যা করে ফেলবে। ইমাম তিরমিযী বলেন, এ বিষয়ে হযরত ইয়াযীদ ইবনে আসওয়াদ (ﷺ) ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (ﷺ) এবং কাব ইবনে মালিক (ﷺ) থেকেও অন্য সনদে এ হাদিস বর্ণিত আছে।[১] তাই ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য থেকে বুঝা গেল, হাদীসের তার নিকট আরও তিনটি সনদ জানা রয়েছে। এই সনদগুলো বর্ণিত হয়েছে ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন, এ হাদিসটি হাসান ও সহিহ।"[২]

উক্ত হাদিসটি 'বিদ'আত' বইয়ের ৩য় খন্ডের ২২৩ পৃষ্ঠায় অতিশয় প্রত্যাখ্যানযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন। অথচ ইমাম তিরমিযীর মত বিজ্ঞ একজন ইমাম হাদিসটিকে 'হাসান', সহিহ বলেছেন। অপরদিকে ইমাম হাকিম নিশাপুরী (রহঃ) তার সনদকে সহিহ বলে উল্লেখ করেছেন।

১ ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী বলেন : উক্ত হাদিসটি : হাসান, সহীহ।

২ ক. ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী : ৫/৫৫ পৃ. : কিতাবুল আদাব : হাদিস : ২৭৩৩
খ. ইমাম ত্বাহাবী : শরহে মা'আনিল আছার : ৩/২১৫ পৃ.
গ. ইমাম নাসায়ী : আস-সুনান : ৩/১৪২ পৃ. হাদিস : ৪০৭৮
ঘ. ইমাম নাসায়ী : আস সুনানুল কোবরা : ২/৩০৬ পৃ. হাদিস : ৩৫৪১
ঙ. ইবনে মাযাহ : আস-সুনান : ৪/১৪২ পৃ. হাদিস : ৩৭০৫
চ. ইমাম তাবরানী : মু'জামুল কবীর : ৮/৬৯ পৃ. হাদিস : ৭৩৯৬
ছ. ইমাম আবি শায়বাহ : আল-মুসান্নাফ : ৫/২৯২ পৃ. হাদিস : ২৬২০৭
জ. ইমাম হাকেম নিশাপুরী : আল-মুস্তাদরাক : ১/৯ পৃ. হাদিস : ২০
ঝ. ইমাম আহমদ : আল-মুসনাদ : ৪/২৩৯ পৃ.

অপরদিকে মোল্লা আলী ক্বারী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) ইমাম তিরমিযীর 'হাসান', সহিহ্ হওয়াকে গ্রহণ করেছেন। শুধু তাই নয় ইমাম হাকিম (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর রায়কেও তিনি গ্রহণ করেছেন।[১]

দলীল নং- ৩৮

অপরদিকে মুহাদ্দিসকুল শিরমনি ইমাম বুখারী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর কদমবুচি করার জন্য (পা মোবারকে চুমু) অনুমতি প্রার্থনা করেছেন স্বয়ং ইমাম মুসলিম (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) যেমন। তিনি কদমবুচীর প্রার্থনাটি এভাবে করেন যে,

دعنى اقبل رجليك ياستاذ الاستاذين وسيد المحدثين ويا طبيب الحديث فى علله

-"ইমাম মুসলিম তার নিকটে গিয়ে বলেন- আমাকে আপনার পদদ্বয় চুম্বন করার অনুমতি প্রদান করুন হে সকল শিক্ষকের শিক্ষক, মুহাদ্দিসগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং হাদিসের রোগের চিকিৎসক।"[২] দেখুন ইমাম মুসলিম (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) কদমবুচি করার অনুমতি প্রার্থনা করেছেন। তাহলে কি তিনি আপনাদের থেকে হাদিস বিষয়ে কম জানতেন? আহলে হাদিসদের অন্যতম আলিম মোবারকপুরী আবু দাউদের প্রথম হাদিস প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেন-এই হাদিসটি হচ্ছে কদমবুচি বৈধ হওয়ার দলীল।[৩]

আ'লা হযরত (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর ফতোয়ায়ে আফ্রিকা এ সংকলিত রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাটির সৃষ্টি হওয়া হাদীসের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ঃ

উক্ত হাদিসটি নিয়ে সমাজের কিছু নামধারী আলেম রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে তাঁর রওযা মোবারকের মাটি দ্বারা সৃষ্টি তা প্রমাণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

ইমাম আহমদ রেযা খাঁন বেরলভী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর ফতোয়ায়ে আফ্রিকা ৮৯ পৃষ্ঠায় খতিবে বাগদাদীর বরাতে মানব সৃষ্টির ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে উক্ত হাদিসটি উল্লেখ করেন ।

প্রথমত ঃ বলে রাখা ভাল আ'লা হযরত (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) হাদিস বর্ণনাকারী নন বরং খতিবে বাগদাদী এমন একটি হাদিস তাঁর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন বলে আ'লা হযরত (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর কিতাব থেকে হাদিসটি সংকলন করেছেন।

১ মোল্লা আলী ক্বারী : মিরকাতুল মাফাতীহ : ১/২১৭ পৃ. হাদিস : ৫৮
২ ক. ইমাম যাহাবী : সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১২/৪৩২ পৃ.
খ. আল্লামা ইমাম ইবনে মিয্যী : তাহযিবুল আসমা : ১৭০ পৃ.
৩. ক. মোবারকপুরী, তোহফাতুল আহওয়াজী,

দ্বিতীয়ত ঃ উক্ত হাদিসটির সনদের উপরে ভিত্তি করবে হাদিসটি গ্রহণযোগ্য না অগ্রহণযোগ্য।

তৃতীয়ত ঃ হক্কানী গ্রহণযোগ্য মুহাদ্দিসগণের মতামত কী উক্ত হাদীসের ব্যাপারে তা দেখতে হবে, তার পর বলা যাবে যে উক্ত হাদীসের উপরে আক্বীদা রাখা যাবে কি না।

উক্ত হাদীসের আলোচনার পূর্বে বলে রাখা ভাল যে, কিছু সংখ্যক ওহাবী দাজ্জাল মৌলভীরা আ'লা হযরত (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর উপরে মিথ্যা অপবাদ চাপিয়ে দিতে চায় যে, আ'লা হযরত (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) নাকি বলেছেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে মাটির দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে এটি মিথ্যাবাদীদের মিথ্যা কথা ও অপবাদ ছাড়া আর কিছু নয়। তার বিরোদ্ধে উক্ত মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন যে সমস্ত ওহাবী আলেম তারা হলেন-

১. পাকিস্তানের ওহাবী দেওবন্দী মাওলানা সরফরায খাঁন সফদর তার নূর আওর বাশার ৫ পৃষ্ঠায় (যা বাংলায় অনুবাদ করেছেন হাটহাজারী মাদরাসার থানবী প্রকাশনী হতে)

২. ওহাবী দেওবন্দী মাওলানা নুরুল ইসলাম ওলীপুরী তার বিভ্রান্তির অবসান বইয়ের ৯৪-৯৫ পৃষ্ঠায় এবং মাওয়ায়েজে ওলীপুরীর পৃষ্ঠা নং- ১/২৪২ (আনোয়ার লাইব্রেরী, ১১/১ বাংলা বাজার ইসলামী টাওয়ার হতে প্রকাশিত)

৩. ধামতী মাদ্‌রাসার সাবেক মুহাদ্দিস ওহাবী দেওবন্দী মাওলানা আব্দুল করিম সাহেবের "তাওহীদ, রেসালাত ও নূরে মুহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সৃষ্টি রহস্য" এর ২১১ পৃ:

৪. অপরদিকে ওলীপুরী তার "সুন্নি নামের অন্তরালে" বইয়ের একাধিক স্থানেও অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

৫। ওহাবী দেওবন্দী মাওলানা আমিরুল ইসলাম ফরদাবাদী তার "বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সৃষ্টি ও ইলমে গায়ব" পুস্তকের ৫৪ পৃষ্ঠায় (ফরদাবাদ প্রকাশনী)।

উক্ত হাদিসটি হল :

عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ الْجُشَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلا وَفِي سُرَّتِهِ مِنْ تُرْبَتِهِ الَّتِي تَوَلَّدَ مِنْهَا؛ فَإِذَا رُدَّ إِلَى أَرْذَلِ عُمُرِهِ رُدَّ إِلَى تُرْبَتِهِ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا حَتَّى يُدْفَنَ فِيهَا؛ وَإِنِي وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ خُلِقْنَا مِنْ تُرْبَةٍ وَاحِدَةٍ وَفِيهَا نُدْفَنُ». غريب من حديث الثوري عن الشيباني لا أعلم يروي إلا من هذا الوجه تاريخ البغداد:

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন : প্রত্যেক নবজাতকের নাভিতে ঐ মাটি থাকে যে মাটি থেকে তাকে সৃষ্টি করা

হয়েছে এমনকি তাতে দাফন করা হবে। আমি, আবু বকর ও ওমর (রাঃ) এমন এক মাটি থেকে সৃষ্টি যাতে আমাদের দাফন করা হবে। খতিবে বাগদাদী হাদিসটি বর্ণনার পরে বলেন, হাদিসটি গরিব।" [১] খতিবে বাগদাদী (রহঃ) আরও বলেন,

غريب من حديث الثوري عن الشيباني لا أعلم يروي إلا من هذا الوجه- تاريخ البغداد: 3\313

-"হাদিসটি বর্ণনার দিক দিয়ে গরীব, ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) তিনি ইমাম শায়বানী (রহঃ) হতে বর্ণনা ব্যতীত উক্ত হাদিস অন্য কোন বর্ণনাকারীর দ্বারা বর্ণিত বা অস্তিত্ব আছে বলে আমার জানা নাই।" [২]

ইমাম খতিবে বাগদাদী (রহঃ) বলেন যে, হাদিসটি গরিব। যা কোন বিধান বা আহকামের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়, উক্ত হাদিসটি আমলগত নয়, আক্বিদাগতের কারণে তা গ্রহণ করা হবে না। খতিবে বাগদাদীর বক্তব্য দ্বারা আরেকটি বিষয় প্রমাণ হলো তা হলো ইমাম সাওরী (রহঃ) সূত্র দ্বারাই এটা বর্ণিত হয়েছে। উক্ত হাদিসটির আর অন্য কোন সনদের অস্তিত্ব নেই, তাই কোন লোক যদি বলে উক্ত হাদিসটির আরও অন্য সনদ রয়েছে তাহলে সে চরম মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হবে। তার কারণ সে, ইমাম খতিবে বাগদাদীর চেয়েও বড় মুহাদ্দিস হওয়ার দাবী করেছে। খতিবে বাগদাদীর গ্রন্থ হতে তাফসীরে মাযহারী প্রণেতা ও আ'লা হযরত (রহঃ) ফতোয়ায়ে আফ্রিকায় সংকলন করেছেন।

হাদিসটির সনদ একটিই যা খতিবে বাগদাদী বর্ণনা করেছেন। এখন সনদের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে আলোচনা ও মুহাদ্দিসীনগণের বক্তব্য আলোকপাত করা হল। আল্লামা ইবনে যওযী (রহঃ) তার "কিতাবুল মওদ্বুআত" গ্রন্থে হাদিসটিকে জাল বা বানোওয়াট বলেছেন। [৩]

ইমাম ইবনে যওজী (রহঃ) এর কওল বা মতামত গ্রহণ করেছেন ওহাবী দেওবন্দী আলেম মাওলানা মুফতি শফি তার "তাফসীরে মা'রিফুল কোরআন" (যা মহিউদ্দিন খাঁন অনুবাদিত, যা সৌদি সরকার হতে বিনা মূল্যে দিয়ে থাকে) তার ৮৫৬ পৃষ্ঠায়। অপরদিকে আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর তার "হাদীসের নামে জালিয়াত" বইয়ের ২৬৮-৬৯ পৃষ্ঠায়ও ইবনে যওজীর রায় গ্রহণ করেছেন এবং উল্লেখ করেছেন। তাই

১ ইমাম খতিবে বাগদাদী : তারিখে বাগদাদ, ৩/৫৪২পৃ. হাদিস,১০৬২ ও ৩/১৫৫পৃ. হাদিস : ১১১৪ ১৫/৩২পৃ. হাদিস : ৬৯৫০, ইবনে আসাকীর, তারীখে দামেস্ক, ৪৪/১২০পৃ. হাদিস: ৯৫৭৬, দায়লামী, আল-ফিরদাউস, ৪/২৮পৃ. হাদিস: ৬০৮৭, মুতনাহিয়্যাত, ১/১৯৩পৃ. হাদিস:৩১০, আলবানী, ১১/৩৮৮পৃ. হাদিস:৫২৪০, তিনি বলেন,হাদিসটি বাতিল।

২ আল্লামা খতিবে বাগদাদী : তারিখে বাগদাদ : ৩/৩১৩-৩১৪, হাদিস : ৭৯৭

৩ ইমাম যাওজী : কিতাবুল মওদ্বুয়াত : ১/৩২৮ পৃ., দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবনন।

উক্ত মত দ্বারা বুঝা গেল হাদিসটি জাল বা বানোয়াট। কেউ কেউ ইবনে যওজীর বক্তব্যকে তিনি কঠোর পন্থী ছিলেন বলে উড়িয়ে দিতে চাইলেও ইবনে যওজীর এ ব্যাপারে উত্তর হল ইবনে যওযী জাল বা বানোয়াটের ব্যাপারে কারণ উল্লেখ করেছেন। তার কারণ হিসেবে তিনজন রাবীকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। ইবনে যওজী বলেন :

مُحَمَّد وَاحمد مطعون فيهمَا وَفِيهِ مَجَاهِيل مِنْهُم أَبُو اليسع.-

-"উক্ত হাদীসে মুহাম্মদ মারুজী, আহমদ বিন সাইদ আখমীমি অভিযুক্ত বা দোষী, 'আবুল আল ইয়াস'আ' তথা অপরিচিত।" [১]

ইবনে যওজী দেখলেন উক্ত হাদিসটি বর্ণনার দিক দিয়ে একক অর্থাৎ গরীব। অপরদিকে তিন জন রাভী সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। তাই তিনি দেখলেন হাদিসটি দ্বঈফ হওয়ারও যোগ্যতা রাখে না, তাই তিনি মওদ্বু বা বানোয়াট বলে উল্লেখ করেছেন।

হাদীসের তৃতীয় রাবী সম্পর্কে ইমাম যাহাবী (রহঃ) বলেন :

فأبو اليسع لا يدري من هو، والسند بذلك مضطرب-

-"আবুল ইয়াসা'আ সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। আর হাদিসের সনদে এজতেরাব বা বিশৃঙ্খলা (এলোমেলো) রয়েছে।" [২]

ইমাম ইবনে হিব্বান (রহঃ) বলেন-

كَانَ يُخَالف الثِّقَات فِي الرويات

-"তার সকল বর্ণনা বিশ্বস্ত রাবীর বিপরীত।" [৩] ইমাম আবু হাতেম বলেন তিনি মজহুল অপরিচিত রাবি। [৪] তাই বলা যায়, উক্ত হাদিসটি দ্বঈফ হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহঃ) ও আল্লামা তাহের পাটনী উক্ত হাদিসটি সম্পর্কে বলেন যে, ضعيف جدا- অত্যন্ত দ্বঈফ। [৫]

১ আল্লামা ইবনে যওজী : কিতাবুল মওদ্বুআত : ১/৩২৮ পৃ.

২ ক. ইমাম যাহাবী : মিযানুল ইতিদাল : ৪/৫৮৯ পৃ. রাভী : ১০৭৪৮

৩ ক. ইমাম ইবনে হিব্বান,আল-মাজরুহীন, ৮/১৮১পৃ. হাদিস:১২০, যওজী, দ্বঈফাহ ওয়াল মাতরুকুন, ১/৯৬পৃ. ক্রমিক.২৯০, ইমাম যাহাবী : মিযানুল ইতিদাল : ১/১৭৬পৃ. রাভী : ৭৭১৩ যাহাবী, তাহযীবুত-তাহযীব,১/২১২পৃ. রাবি.৩৯৭

৪ ক. ইমাম আবু হাতেম,জার্‌রাহ ওয়া তা'আদিল,২/৩৩৩পৃ. ক্রমিক. ১২৬৪,মিযযী, তাহযীবুল কামাল, ২/৩৫৯পৃ. ক্রমিক. ৩২২,যওজী,দ্বঈফাহ ওয়াল মাতরুকুন, ১/৯৬পৃ. ক্রমিক.২৯০, ইমাম যাহাবী : মিযানুল ই'তিদাল : ১/১৭৬পৃ. রাভী : ৭৭১৩, যাহাবী, তাহযীবুত-তাহযীব, ১/২১২পৃ. রাবি.৩৯৭

৫. আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ূতি, আল লা আলিল মাসনু, ১/৩০৯-৩১০ পৃ.

আল্লামা ইবনুল ইরাক, ইমাম আদি, আহলে হাদিস শাওকানী তারা সবাই যওযীর কথার সাথে মিল রেখে বলেন, হাদিসটি জাল বা বানোয়াট।

বলা যায়, উক্ত হাদিসটি ইমাম সুয়ূতির রায় অত্যন্ত দুর্বল বলা ব্যতীত সকল মুহাদ্দিসই উক্ত হাদিসটিকে জাল বলেছেন, আর ইমাম সুয়ূতির রায় (অত্যন্ত দুর্বল) ধরে নেওয়া হলেও উক্ত হাদীসের কোন মূল্য শরীয়তে নেই। অপরদিকে উক্ত হাদিসের বিপরীতে তিনটির বেশি দুর্বল হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম হাদিস ঃ এটি ইমাম আবু নুঈম ইস্পাহানী (রহ.) তার "আমলিয়্যাহ" গ্রন্থে সংকলন করেছেন হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত রাসূল (সা.) ইরশাদ ফরমান-

قال أبو نعيم في أماليه: حدثنا محمد بن محمد بن عمرو بن زيد إملاء، حدثنا احمد بن يوسف، حدثنا أبو شعيب صالح بنُ زياد السوسي، حدثنا الهيثم بن جميل، حدثنا أبو معشر، عن المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقني الله من نوره، وخلق أبا بكر من نوري، وخلق عمر من نور أبي بكر، وخلق أمتي من نور عمر، وعمر سراج أهل الجنة.

-"আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে তাঁর নূর (ফয়েযের নূর) থেকে সৃষ্টি করেছেন। হযরত আবু বকরকে আমার নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন, উমারকে আবু বকরের নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমার উম্মতকে উমরের নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন। আর উমর হল জান্নাত বাসীদের প্রদীপ স্বরূপ।" তবে উক্ত সনদে একজন রাবী বা বর্ণনাকারী 'আহমদ ইবনে ইউসুফ আল মানবিযী' রয়েছেন।

ইমাম যাহাবী (রহ.) তাকে لا يعرف -"তার ব্যাপারে আমি পরিচিত নই। অনুরূপ ইবনে হাযার আসকালানী (রহ.)ও উল্লেখ করেছেন।[১]

হাদিসটি দুর্বল পর্যায়ের তাতে কোন সন্দেহ নেই, তবে এর সমর্থনে আরো দুটির বেশি সনদ রয়েছে।

দ্বিতীয় হাদিস ঃ ইমাম দায়লামী (রহ.) (ওফাত: ৫০৯ হিজরী) তিনি অনুরূপ আরেক সনদ বর্ণনা করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস হতে (রা.) বর্ণিত- রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন

إن الله عز وَجل خلقني من نوره وَخلق أَبَا بكر من نوري وَخلق عمر من نور أبي بكر وَخلق المُؤمنِينَ كلهم من نور عمر غير النَّبيين وَالمُرْسلِينَ -

১ ক. ইমাম যাহাবী : মিযানুল ই'তিদাল : ১/১৯০ পৃ. রাভী : ৮০৯, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত,
খ. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী : লিসানুল মিযান : ১/৩৬২ পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত।

-"আল্লাহ আমাকে তাঁর নূর (ফয়েযের নূর) থেকে সৃষ্টি করেছেন, আবু বকরকে আমার নূর থেকে, উমরকে আবু বকরের নূর থেকে এবং নবী রাসূল ব্যতীত মুমিনগণের সকলকেই উমরের নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন।"[১] আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর প্রথম বর্ণনাটি সম্পর্কে তার বইয়ের (চতুর্থ সংস্করন) ৩২০ পৃষ্ঠায় লিখেন- "মুহাদ্দীসগণ একমত যে, কথাটি মিথ্যা ও বানোয়াট।" তার নিকট আমার প্রশ্ন কোন মুহাদ্দিস হাদিসটি জাল বা বানোয়াট বলেছেন? আর বলে থাকলে তার নাম উল্লেখ করলেন না কেন? আমি নিজে স্বীকার করেছি যে হাদিসটির সনদ দুর্বল তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে হাদিসটির একাধিক সনদ রয়েছে,

দ্বিতীয় সনদটির ব্যাপারে তিনি বলেন, "এ অর্থে আরেকটি ভিত্তিহীন কথা"। তার কাছে আমার প্রশ্ন উক্ত হাদিসটির সনদ ভিত্তিহীন তাকে কে বলল? আর তার কাছে গ্রহণযোগ্য প্রমাণ থাকলে তিনি উল্লেখ করলেন না কেন?

ইমাম কুরতুবী (রহ.) ওফাত.৪৩৭হি. উক্ত হাদিসটির তৃতীয় একটি সূত্র বর্ণনা করেছেন-

وَذَكَرَ الثَّعْلبِيُّ: وَقَالَ أَنَسٌ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَنِي مِنْ نُورِ وَخَلَقَ أَبَا بَكْرٍ مِنْ نُورِي وَخَلَقَ عُمَرَ وَعَائِشَةَ مِنْ نُورِ أَبِي بَكْرٍ وَخَلَقَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أُمَّتِي مِنْ نُورِ عُمَرَ وَخَلَقَ الْمُؤْمِنَاتِ مِنْ أُمَّتِي مِنْ نُورِ عَائِشَةَ

-"ইমাম ছালাভী(রহ.)তাঁর 'তাফসীরে' উল্লেখ করেন হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত রাসুল (সা.) বলেন নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে তাঁর নূর (ফয়যের নূর) থেকে সৃষ্টি করেছেন, আবু বকর(রা.) কে আমার নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন, উমার (রা.) ও আয়েশা (রা.)কে আবুবকরের নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন সমস্ত মু'মিনদেরকে উমরের নুর হতে আর সমস্ত মু'মিন নারীদেরকে হযরত আয়েশার নুর থেকে সৃষ্টি করেছেন।"[২]

ইমাম ছালাভী (ওফাত.৪৩হি.) তার 'তাফসীরে ছালাভীতে' হাদিসটি সনদসহ সংকলন করেছেন এভাবে-

أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بنِ براهيم العدل قال: حدثنا أبو الحسين محمد بن منصور الواعظ قال: حدثنا أبو عه محمد بن عبد الواحد الزاهد قال: حدثنا محمد ابن يونس الكديمي قال: حدثنا عد الله بن عائشة قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: قال رسول ا. صلى الله عليه وسلم: «أنّ الله تعالى خلقني من نوره، وخلق أبا بكر من نوري، خلق عمر وعائشة من نور

১ ইমাম দায়লামী : আল-মুসনাদি ফিরদাউস : ১/১৭১ পৃ.হাদিস:৬৪০
২ ইমাম কুরতুবী : তাফসীরে কুরবী: ১২/২৮৬ পৃ.সুরা নুর,আয়াত,৩৯

ابي بكر!، وخلق المؤمنين من أمّتي من الرجال من نور عمر، وخلق المؤمنات من أمّتي من النساء من نور عائشة،

-"আমাকে সংবাদ দিয়েছেন আবু উসমান... তিনি তাবেয়ী হযরত সাবেত (রহঃ) হতে তিনি হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন রাসুল (ﷺ)বলেন...।[১] তাই তিনটি দুর্বল সনদ ছাড়া আরো সনদ পাওয়া যায়। তাই সামগ্রিকভাবে হাদিসটি 'হাসান' বা গ্রহণযোগ্য।"[২]

সুতরাং আমাদের উচিত উক্ত 'হাসান' পর্যায়ের হাদিসগুলো বর্ণনা করা এবং মওদ্বু বা জাল হাদিস বর্ণনা পরিহার করা। ইমাম যাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ) হতে মিথ্যাবাদী এক রাবী যার নাম হলো-মূসা বিন শাহল বিন হারুন আর-রাযী' তার সম্পর্কে বলেন, بخبر باطل عن الثورى 'তিনি ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রাঃ) হতে তার নাম ব্যবহার করে মিথ্যা হাদিস বর্ণনা করতেন। তার পর তিনি উক্ত জাল হাদিসটি উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করেন।[৩] বুঝা গেল ইমাম সুফিয়ান সাওরী(রহঃ)'র নামে সে এবং অন্যান্য হাদিস জালকারীরাই হাদিসটি জাল বানিয়েছেন।

পিতা-মাতার কবরের নিকট সূরা ইয়াসিন পাঠ করা সংক্রান্ত হাদিস প্রসঙ্গ ঃ

হাদিসটি হল :

عن أبي بكر قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «مَن زارَ قبرَ والديهِ في كلِّ جمعةٍ أحدِهما فقرأ عندَهما أو عندَهُ {يس} غُفرَ له

-"হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁর পিতা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন : রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি তার পিতামাতা উভয়ের বা

১ ক. ইমাম ছালাভী, তাফসীরে ছালাভী,৭/১১১পৃ.সূরা নং৩৯,দারুল ইহইয়াউত তুরাস আল-আরাবী,বয়রুত,লেবানন।

২ ক. ইমাম দায়লামী : আল-ফিরদাউস : ৪/১৭৮ পৃ.
খ. তাহের পাটনী : আত-তাযকিরাতুল মওদুআত : ১৯৫ পৃ.
গ. ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতী : আল-লাআলিল মাসনূ : ১/১৫০ ও ১/৩২০ পৃ.
ঘ. ইবনুল ইরাক : তানযীহুশ-শরীয়্যাহ : ১/৩৫১ পৃ.

৩. যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৪/১৮৯পৃ. রাবী, নং ৯৩৬৬,

একজনের কবর শুক্রবার দিন যিয়ারত করবে এবং তাদের কবরের নিকট সূরা ইয়াসিন পাঠ করবে, তাহলে তাকে ক্ষমা করা হবে।"[১]

"হাদীসের নামে জালিয়াতি" বইয়ের ৪৪৯ পৃষ্ঠায় উক্ত হাদিসকে বিনা দলীলে জাল প্রমাণ করার অপচেষ্টা করেছেন।

আহলে হাদিস নাসিরুদ্দিন আলবানী তার ভ্রান্ত বই 'সিলসিলাতুল আহাদিসুদ্ দ্বঈফা' হাদিস নং ৫০ এ একজন রাবী নিয়ে আলোচনা করে উক্ত হাদিসকে জাল বলে আখ্যা দিয়েছেন।

উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারী হলেন হযরত আবু বকর (রাঃ) তাই বলতে চাই যেহেতু আবু বকর (রাঃ) পর্যন্ত পৌঁছেছে তাই সনদ দুর্বল হলেও হযরত বকর (রাঃ) এর অনুসরণই আমাদের জন্য যথেষ্ট।

আমি বহু স্থানে ইমাম সুয়ূতি (রহঃ)-এর বক্তব্য উল্লেখ করেছি, তিনি তার জামে উস-সগীর গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন যে, আমি নিজের জন্য অপরিহার্য করে নিয়েছি যে, আমি মিথ্যা বর্ণনাকারী ও জাল হাদিস হতে এ গ্রন্থকে হিফাযত করব। উক্ত সনদে 'আমর বিন যিয়াদ' রাবি রয়েছেন তিনি কিছুটা দুর্বল রাবি। কেউ কেউ তাকে মজহুল বা অপরিচিত বলেছেন।[২]

অপরদিকে ইমাম মানাবী (রহঃ) তার ফয়যুল কাদীর গ্রন্থে হাদিসটিকে উল্লেখ করে মওদ্বু বা বানোয়াট কিছুই বলেন নি। এ হাদিসটির আরও একটি সনদ ও মতন বর্ণনা পাওয়া যায় যা ইমাম আবু নুঈম ইস্পাহানী (রহঃ) সংকলন করেছেন। যেমন-

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثنا أَبُو عَلِيِّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا أَبُو مَسْعُودٍ يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا عَمْرُو بْنُ زِيَادٍ الْبَقَّالُ الْخُرَاسَانِيُّ بِجُنْدَيْسَابُورَ، ثنا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ زَارَ قَبْرَ وَالِدَيْهِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ فَقَرَأَ عِنْدَهُمَا، أَوْ عِنْدَهُ يس، غُفِرَ لَهُ بِعَدَدِ كُلِّ آيَةٍ أَوْ حَرْفٍ "

১ ক. ইমাম আদি : আল কামিল : ৫/১৫১ পৃ:হাদিস:১৩১৬, ইমাম সূয়ূতী : আল জামিউস সগীর : ২/৬২২ পৃ. : হাদিস : ৮৭১৭,ও জামিউল আহাদিস : ২০/৩৪৪পৃ. হাদিস:২২৩০২, ইমাম মানাবী : ফয়জুল কাদীর : ৬/১৪১ পৃ. : হাদিস : ৮৭১৭, আল-মুত্তাকী হিন্দী : আল-কানযুল উম্মাল ,১৬/৪৬৮পৃ.হাদিস ৪৫৪৮৬,আল-মুত্তাকী হিন্দী : আল-কানযুল উম্মাল, ১৬/৪৭৯পৃ. হাদিস ৪৫৫৪১,সাজারী,তারতিবুল আমালি, ২/১৬৯পৃ. হাদিস, ২০০৪, শায়খ ইউসুফ নাবহানী, ফতহুল কাবীর, ৩/১৮৫পৃ. হাদিস, ১১৮২০, ইরাকী, তাখরীজে ইহইয়াউল উলূম, ৬/২৬১০পৃ. সালিম জারুরার, ইমাঈ ইলা যাওয়াইদ, ৪/১১৫পৃ. হাদিস,৩১৯০, আবি দুনিয়া, মাকারিমুল আখলাক্ব, ১/৮৩পৃ. হাদিস,২৪৯, আলবানী,দ্বঈফাহ, ১/১২৬পৃ.হাদিস,৫০, তিনি বলেন হাদিসটি জাল।

২. ইমাম আবু হাতেম, জরুরাহ ওয়া তা'দিল, ৩/৫৪০পৃ. রাভী, নং ২৪৩৬,

-"আমাকে হাদিস বলেছেন হযরত আবু মুহাম্মদ ইবনে হাইয়ান (রহ.) তিনি......তিনি হিশাম বিন ওরওয়া(রহ.) তিনি তার পিতা থেকে তিনি হযরত আয়েশা(রা.)হতে তিনি হযরত আবু বকর(রা.)হতে তিনি বলেন আমি রাসুল(ﷺ)কে বলতে শুনেছি যে ব্যক্তি তার পিতামাতা বা একজনের কবর যিয়ারত শুক্রবার দিন করবে এবং তাদের কবরের নিকট কুরআন তিলাওয়াত করবে বা সূরা ইয়াসিন পাঠ করবে তাহলে তাদের তিলাওয়াতের প্রতিটি হরফের সমপরিমাণ গুনাহ ক্ষমা করা হবে।[১]

আর আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সর্বশেষে নিজেই স্বীকার করেছেন যে, হাদিসটির দুটি সূত্র রয়েছে। আমি বলবো দুটি সূত্রকে একত্রিত করলে এক প্রকার শক্তি অর্জিত হয় যা 'হাসান' পর্যায়ে পৌছে যায়। একই ভাবে প্রথম সূত্রকে জাল প্রমাণ করার জন্য আরো অনেক অপচেষ্টা চালিয়েছেন আহমদ আলী তার রচিত "বিদ'আত" গ্রন্থের ২/১৭৩ পৃষ্ঠায়।

যে ব্যক্তি প্রত্যেক শুক্রবার পিতামাতার কবর যিয়ারত করবে তাকে পিতা মাতার দায়িত্ব পালনকারী হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হবে

"হাদীসের নামে জালিয়াতি" বইয়ের ৪৪৮ পৃষ্ঠায় এ হাদিসটিকে জাল বলে প্রমাণ করার জন্য অনেক অপচেষ্টা চালিয়েছেন। অপরদিকে আহলে হাদিস নাসিরুদ্দিন আলবানী সিলসিলাতুল আহাদিসুদ্-দ্বঈফাহ হাদিস নং ৪৮ এ উক্ত হাদিসটিকে জাল বলে আখ্যা দিয়েছেন। উক্ত হাদিসটি হল :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا كُلَّ جُمُعَةٍ غُفِرَ لَهُ وَكُتِبَ بَرًّا» -

-"হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত রাসূলে খোদা (ﷺ) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক শুক্রবার তার পিতামাতা উভয়ের বা একজনের কবর যিয়ারত করবে আল্লাহ তাকে মাফ করে দিবেন এবং পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব পালনকারী হিসেবে তার নাম লিপিবদ্ধ করা হবে।"[২]

১. ইমাম আবু নাঈম ইস্পাহানী,তারীখে ইস্পাহান,২/৩২৩পৃ.দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ,বয়রুত,লেবানন।
২ .হাকেম তিরমিযী, নাওয়ারিদুল উসূল, ১/১২৬পৃ. তাবরানী, মুজামুল আওসাত,৬/১৭৫পৃ. হাদিস,৬১১৪,তাবরানী, মুজামুস সগীর, ২/১৬০পৃ, হাদিস:৯৫৫, বায়হাকী : শুয়াবুল ঈমান : ১০/২৯৭পৃ. হাদিস,৭৫২২, দায়লামী : মুসনাদিল ফিরদাউস : ৩/৪৯৫পৃ. হাদিস: ৫৫৩৭,হায়সামী : মাযমাউদ যাওয়ায়েদ : ৫/৫৯ পৃ:, সূয়ূতী : জামেউস সগীর : ২/২৬০ পৃ: হাদিস : ৮৭১৮,ও জামিউল আহাদিস: ২০/৩৪৬পৃ. হাদিস,২২২৯৮, তায়মী ইস্পাহানী, তারগীব ওয়াত তারহীব,১/২৮২পৃ. হাদিস,৪৫১, ইরাকী, তাখরীজে ইহইয়াউল উলূম, ১/১৮৭৩পৃ. হায়সামী, মাযমাউদ যাওয়াউদ, ৩/৫৯পৃ. হাদিস: ৪৩১২, শায়খ ইউসুফ নাবহানী, ফতহুল কাবীর,৩/১৮৫পৃ. হাদিস ১১৮১৯, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ১৬/৪৬৮পৃ.

উক্ত হাদিস সম্পর্কে আল্লামা ইমাম হাইসামী (রহ.) বলেন-

الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالصَّغِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

-"হাদিসটি ইমাম তাবরানী তাঁর মু'জামুল আওসাত ও মু'জামুস সগীরে বর্ণনা করেছেন, উক্ত সনদে 'আবদুল করীম আবু উমায়্যাহ' তিনি দ্বঈফ।"[১] আল্লামা হাইসামী তাঁর এ গ্রন্থের অনেক স্থানে তাকে দ্বঈফ বলেছেন।২

তার মূলনাম 'আবদুল করীম বিন আবি মাখরুখ' আর তিনি সাহাবী হযরত আনাস,তাবেয়ী মুযাহিদ (রহ.), সাঈদ ইবনে জুবাইর (রহ.) সহ অনেকজন থেকে হাদিস শুনেছেন। আর তাঁর থেকে ইমাম মালেক (রহ.) সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (রহ.), সুফিয়ান সাওরী (রহ.), হাম্মাদ বিন সালমাহ (রহ.) সহ প্রমুখ খ্যাতনামা মুহাদ্দিসগন হাদিস গ্রহন করেছেন।৩ তাকে ইমাম নাসাঈ,দারেকুতনী,ইবনে মুঈন তাকে দ্বঈফ বলেছেন,ইমাম আহমদ তার হাদিস আক্রান্ত বলে উল্লেখ করেছেন।[৪] ইমাম যাহাবী বলেন 'তিনি তৎকালিন যুগের অনেক বড় আলেম ও ফকীহ ছিলেন,যদিও তিনি হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে দুর্বল ছিলেন,এ জন্য ইমাম আবু হাতেম তাকে দ্বঈফ বলেছেন।[৫] উক্ত রাবি কিছুটা দুর্বল হওয়ার কারনে, হাদিসের সনদ কিছুটা দুর্বল হলেও ফাযায়েলে আমলের জন্য তা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য, যা আমি কিতাবের শুরুতে আলোচনা করেছি।

সূরা ইখলাস তিনবার পড়লে সম্পূর্ণ কোরআন পড়ার সাওয়াব

বর্তমান প্রসিদ্ধ আহলে হাদিস শায়খ আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফ তার ওয়াজে এবং টেলিভিশনে বক্তৃতায় বলেন উক্ত হাদিসটি নাকি জাল বা বানোয়াট অথচ মুখের চাপাবাজি ছাড়া আর কিছুই বলতে পারেননি, এমনকি একটি দলীলও উপস্থাপন

হাদিস : ৪৫৪৮৭, ইবনে হাজার হায়তামী,ফতোয়ায়ে হাদিসিয়্যাহ,৩৫৮পৃ.প্রশ্ন.নং-২৭৬,খতিব তিবরিযী,মিশকাত,হাদিস,১৭৬৮, সুয়ূতি, লা-আলীল মাসনু, ২/৩৬৬পৃ. ইরাকী, তানযিহুশ শরীয়াহ, ২/৩৭৩পৃ. তাহের পাটনী, তাযকিরাতুল মওদ্বুআত, ১/২১৯পৃ. আলবানী,সিল..দ্বঈফু জামে, হাদিস, ৫৬০৫, তিনি বলেন হাদিসটি জাল।
১ ইমাম হাইসামী : মাযমাউয যাওয়াইদ : ৩/৬০ পৃ: হাদিস : ৪৩১২,
২ হাইসামী: মাযমাউয-যাওয়াইদ: ২/২২২.পৃ: হাদিস:৩৩৩২, ৩/৮২পৃ. হাদিস, ৪৪৪২, ৪/১৫৮পৃ.হাদিস,৬৭৯১, ৪/২৭৭পৃ. হাদিস,৭৪৫৮, ৫/৬৭পৃ. হাদিস,৮১৭২, ৬/১৪০পৃ. হাদিস, ১০১৫৯, ৬/২৫৪পৃ. হাদিস,১০৫২৮, ৭/৮৭পৃ. হাদিস,১১২৪৮, ৭/১৯৫পৃ. হাদিস,১১৮২১, মাকতুবাতুল কুদসী,কাহেরা,মিশর।
৩ ইমাম যাহাবী :সিয়ারু আলামিন আন্-নুবালা, ৬/৮৩পৃ. ক্রমিক.২০,ও মিযানুল ই'তিদাল,২/৬৪৬পৃ.
৪ ইমাম যাহাবী :সিয়ারু আলামিন আন্-নুবালা,৬/৮৩পৃ.ক্রমিক.২০,ও তারীখুল ইসলাম, ৩/৪৫৫পৃ. ক্রমিক.২১১,ও মিযানুল ই'তিদাল,২/৬৪৬পৃ.
৫ ইমাম যাহাবী : সিয়ারু আলামিন আন্-নুবালা, ৬/৮৩পৃ. ক্রমিক.২০,ও তারীখুল ইসলাম, ৩/৪৫৫পৃ. ক্রমিক.২১১,

করেন নি, কোন মুহাদ্দিস তার কিতাবে হাদিসটিকে জাল বা বানোওয়াট বলেছেন, শুধু নাসিরুদ্দিন আলবানীর বক্তব্য নিয়ে লাফালাফি করলেই হবে না। আলবানী তার দ্বঈফাহ গ্রন্থের ৪৬৩৪ নং হাদিসে উক্ত হাদিসকে জাল বলে উল্লেখ করেছেন।

১ম সূত্র ঃ

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: مَنْ قَرَأَ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} فَكَأَنَّمَا قرأ ثلث القرآن۔

-"হযরত আবি মাসউদ আনসারী (ﷺ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি একবার সূরা ইখলাস পড়বে সে যেন কুরআনের তিনভাগের একভাগ পড়লো।"[১] হাদিসটিকে ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতি সহিহ বলেছেন। এমনকি আহলে হাদিস নাসিরুদ্দীন আলবানীও তার গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন। আমার বক্তব্য হলো এ হাদিসটি মুতাওয়াতির পর্যায়ের।

২য় সূত্র ঃ

এ হাদিসটি এ শব্দে হযরত আবু হুরায়রা (ﷺ) থেকেও বর্ণিত আছে।[২]

৩য় সূত্র ঃ

এ হাদিসটি এ শব্দে হযরত আবি সাঈদ খুদরী (ﷺ) থেকেও বর্ণিত আছে।[৩]

৪র্থ সূত্র ঃ

এ হাদিসটি এ শব্দে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (ﷺ) থেকেও বর্ণিত আছে।[৪]

১ ক. ইমাম নাসায়ী : আস-সুনানুল কোবরা : হাদিস ১০৫২৮
খ. ইমাম আহমদ : আল-মুসনাদ :, সুয়ুতী : জামেউস সগীর : ২/৩৪৪ পৃ. হাদিস : ৮৯৪৪, আহলে হাদিস আলবানী : সহীহুল জামে : হাদিস : ৬৪৭৩, তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ১৭/২৫৫পৃ. হাদিস,৭০৯,
২ ইমাম দায়লামী, আল-ফিরদাউস, ৩/২১৫পৃ. হাদিস, ৬৪২০, সুনানে ইবনে মাজাহ, ২/১২৪৪পৃ. হাদিস,৩৭৮৭, আলবানী পর্যন্ত এ গ্রন্থের টিকায় হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন। মুসনাদে বায্যার, ১৭/১৫৬পৃ. হাদিস, ৯৭৬৪,
৩ ইমাম মালেক,আল-মুয়াত্তা, ২/২৯০পৃ. হাদিস,৭০৮, মুসনাদে আহমদ, ১৭/৪০৭পৃ. হাদিস:১১৩০২, সুনানে আবু দাউদ, ২/৭২পৃ. হাদিস,১৪৬১, সুনানে তিরমিযি, ৫/১৮পৃ. হাদিস,২৮৯৯, তিরমিযি বলেন হাদিসটি হাসান,সহিহ,নাসাঈ, সুনানে কোবরা, ২/১৯পৃ. হাদিস,১০৬৯, ও ২/১৯পৃ. হাদিস,১০৭০, ও ৭/২৬৩পৃ. হাদিস,৭৯৭৫,
৪ ইমাম আবু দাউদ তায়লসী, আল-মুসনাদ, ২/১২পৃ. হাদিস,৬৫১, মুসনাদে আহমদ, ২৮/৩০৭পৃ. হাদিস,১৭১০৬, সুনানে ইবনে মাজাহ, ২/১২৪৫পৃ. হাদিস,৩৭৮৯, মুসনাদে বায্যার, ৫/২৪০পৃ. হাদিস,১৮৫৬, ও ৫/২৫১পৃ. হাদিস,১৮৬৬, নাসাঈ, সুনানে কোবরা, ৯/২৫১পৃ. হাদিস,১০৪৪১, ও ৯/২৫১পৃ. হাদিস,১০৪৪২,

৫ম সূত্র ঃ

এ হাদিসটি এ শব্দে হযরত আবি দারদা (ﷺ) থেকেও বর্ণিত আছে।[১]

৬ষ্ঠ সূত্র ঃ

এ হাদিসটি এ শব্দে হযরত আমর বিন মায়মুন আওদী(ﷺ) থেকেও বর্ণিত আছে।[২]

৭ম সূত্র ঃ

এ হাদিসটি এ শব্দে হযরত হুমাঈদ বিন আবদুর (ﷺ) থেকেও বর্ণিত আছে।[৩]

৮ম সূত্র ঃ

এ হাদিসটি এ শব্দে হযরত আইয়ুব আনসারী (ﷺ) থেকেও বর্ণিত আছে।[৪]

৯ম সূত্র ঃ

এ হাদিসটি এ শব্দে হযরত আনাস বিন মালেক (ﷺ) থেকেও বর্ণিত আছে।[৫]

১০ম সূত্র ঃ

এ হাদিসটি এ শব্দে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (ﷺ) থেকেও বর্ণিত আছে।[৬]

১১তম সূত্র ঃ

এ হাদিসটি এ শব্দে হযরত আয়েশা বিনতে সা'দ তাঁর পিতা (ﷺ) থেকেও বর্ণিত আছে।[৭]

১২তম সূত্র ঃ

এ হাদিসটি এ শব্দে হযরত উবাই ইবনে কা'ব (ﷺ) থেকেও বর্ণিত আছে।[৮]

১৩ম সূত্র ঃ

এ হাদিসটি এ শব্দে হযরত উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা (ﷺ) থেকেও বর্ণিত আছে।[১]

১ ইমাম আবু দাউদ তায়লসী, আল-মুসনাদ, ২/৩২০পৃ. হাদিস,১০৬৭, নাসাঈ, সুনানে কোবরা, ৯/২৫৯পৃ. হাদিস,১০৪৬৯,
২ ইমাম আবদুর রায্যাক,আল-মুসান্নাফ,৩/৩৭১পৃ.হাদিস,৬০০৩,
৩ ইমাম আবদুর রায্যাক,আল-মুসান্নাফ,৩/৩৭১পৃ.হাদিস,৬০০৪,
৪ ইমাম সাঈদ বিন মানসুর, তাফসীরে সাঈদ বিন মানসুর, ২/২৭৭পৃ. হাদিস,৭৪, সুনানে তিরমিযি, ৫/১৭পৃ. হাদিস,২৮৯৬, নাসাঈ, আস্-সুনান, ৯/৫১পৃ. হাদিস,৯৮৬৮,
৫ সুনানে ইবনে মাজাহ,২/১২৪৪পৃ.হাদিস,৩৭৮৮, মুসনাদে বায্যার,১৪/৯৬পৃ. হাদিস,৭৫৮১, মুসনাদে আবু ই'য়ালা, ৭/১৫০পৃ. হাদিস,৪১১৮,তাবরানী,মু'জামুল আওসাত, ২/২৯৮পৃ. হাদিস,২০৩৫,
৬ সুনানে তিরমিযি,৫/১৬পৃ.হাদিস,২৮৯৪, তাবরানী,মু'জামুল আওসাত,৫/৩২পৃ.হাদিস,৪৫৯৪,
৭ মুসনাদে বায্যার,৪/৪৭পৃ.হাদিস,১২১১,
৮ নাসাঈ,সুনানে কোবরা,৯/২৫৪পৃ.হাদিস,১০৪৫৩,ও ৯/২৫৪পৃ.হাদিস,১০৪৫৪,

১৪তম সূত্র ঃ

এ হাদিসটি এ শব্দে হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (ﷺ) থেকেও বর্ণিত আছে।[১]

১৫তম সূত্র ঃ

এ হাদিসটি এ শব্দে মুরসাল সূত্রে হযরত ইবরাহিম নাখঈ (ﷺ) থেকেও বর্ণিত আছে।[৩]

১৬তম সূত্র ঃ

এ হাদিসটি এ শব্দে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (ﷺ) থেকেও বর্ণিত আছে।[৪]

১৭তম সূত্র ঃ

এ হাদিসটি এ শব্দে হযরত মু'য়ায বিন যাবাল (ﷺ) থেকেও বর্ণিত আছে।[৫] তাই বুঝা গেল হাদিসটি মুতাওয়াতির আর সেটাকে অস্বীকার নিঃসন্দেহে কুফুরী।

উপরের হাদিসগুলো থেকে বুঝা গেল একবার পড়লে কুরআন তিন ভাগের একভাগ পড়া হয় আর তিনবার পড়া হলে সম্পূর্ণ কোরআন পড়ার সাওয়াব পাওয়া যায়।

অপরদিকে ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রাহিমাহুল্লাহ) তার হাদিস গ্রন্থে এক সাথে তিনবার পড়া প্রসঙ্গে একটি দুর্বল সনদের হাদিস সংকলন করেছেন এভাবে -

عن رجاء الغنوى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ قَرَأَ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَكَأَنَّمَا قَرَأَ الْقُرْآنَ أَجْمَعَ- و قال السيوطى: هذا حديث ضعيف

-"হযরত রাযাঈ গানভী (ﷺ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি সূরা ইখলাস তিনবার পাঠ করবে সে যেন সম্পূর্ন কোরআন তেলাওয়াত করলো বা কোরআন তেলাওয়াতের সওয়াব পেলো।"[৬] এ হাদিসের সনদটিকে ইমাম সুয়ূতী (রহ.) দ্বঈফ বলেছেন।

১ নাসাঈ,সুনানে কোবরা,৯/২৫৭পৃ.হাদিস,১০৪৬৪,তাবরানী,মু'জামুল আওসাত, ৮/২৫৬পৃ. হাদিস,৮৫৬২,
২ নাসাঈ,সুনানে কোবরা,৯/২৫৭পৃ.হাদিস,১০৪৬৫,
৩ তাবরানী,মু'জামুল আওসাত,১/৬৬পৃ.হাদিস,১৮৬
৪ নাসাঈ, সুনানে কোবরা, ৯/২৫৪পৃ. হাদিস,১০৪৫৩,ও ৯/২৫৪পৃ. হাদিস,১০৪৫৪, তাবরানী,মু'জামুল কাবীর,১২/৪০৫পৃ. হাদিস,১৩৪৯৩, তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ১৭/২৫৫পৃ. হাদিস,৭০৯,
৫ তাবরানী,মু'জামুল কাবীর,২০/১১২পৃ.হাদিস,২২৩
৬ ইমাম উকাইলী, দ্বঈফাউল কাবীর, ১/১২৫পৃ. ক্রমিক.১৫২, সূয়তী : জামেউস সগীর : ২/৫৪৬ হাদিস : ৮৯৪৫, ইমাম সূয়তী, বলেন হাদিস সনদের দিক দিয়ে দ্বঈফ অর্থাৎ- দুর্বল,ও জামিউল আহাদিস : ২১/২৬৬পৃ. হাদিস, ২৩৪৬৭, শায়খ ইউসুফ নাবহানী, ফতহুল কাবীর, ৩/২১৬পৃ. হাদিস,১২১১, মুস্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ১/৫৯৬পৃ. হাদিস,২৭২৫, ইরাকী, তাখরীযে ইহইয়াউল উলূম, ৫/২৩৪পৃ. আলবানী, দ্বঈফাহ,১/১২৫৫০পৃ. হাদিস,১২৫৫০,ও দ্বঈফু জামেউস সগীর,৮৯৪৫।

আমি কিতাবের শুরুতে আলোচনা করেছি যে দ্বঈফ হাদিস ফাযায়েলে আমলের জন্য গ্রহণযোগ্য, তাই উক্ত হাদিসটির বেলাও তাই।

'মুমিনগণকে যে নূর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে তা দ্বারা সে দেখে' হাদিসের গ্রহণযোগ্যতা ঃ

"হাদীসের নামে জালিয়াতি" বইয়ের ২৫৭-৫৮ পৃষ্ঠায় বিনা প্রমাণে ইমাম সাখাভী (রাহিমাহুল্লাহ) এবং আল্লামা আযলূনী এর বরাতে দাবী করেছেন উক্ত দুই মুহাদ্দিস নাকি হাদিসটিকে জাল বা বানোয়াট বলেছেন, অথচ কেমন মিথ্যাবাদী হলে এমন দুই ইমামের নামে মিথ্যা অপবাদ দিতে পারেন। উক্ত হাদিসটি হল :

عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المُؤمن ينظر بنور الله عز وَجل الَّذِي خلق مِنْهُ-

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (ﷺ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, মুমিনগণ আল্লাহর নূর দ্বারা দেখে যে নূর দ্বারা তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।"[১]

উক্ত হাদিসটি সংকলন করে হাফেয ইমাম সাখাভী (রাহিমাহুল্লাহ) ও আল্লামা আযলূনী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন : رواه الديلمى عن ابن عباس به مرفوعا- "ইমাম দায়লামী (রাহিমাহুল্লাহ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (ﷺ) হতে মারফূ (যার সনদ রাসূল (ﷺ) পর্যন্ত পৌঁছেছে) সূত্রে বর্ণনা করেন।"[২]

এমনকি প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা তাহের পাটনী তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'তাযকিরাতুল মওদ্বুআত' পৃষ্ঠা নং ১৯৫ এ বলেছেন হাদিসটি মারফূ। তাদের কেউ হাদিসটিকে জাল বলেননি।

কিন্তু আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর-এর নিজের মনগড়া ব্যাখ্যা কওে উক্ত হক্কানী গ্রহণযোগ্য মুহাদ্দিসগণের রায়কে উপেক্ষা করে দিয়ে প্রমান করতে চেয়েছিল যে হাদিসটি জাল। অতএব কখনোই তার একক মতামত গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তাই পরিশেষে বলতে চাই উক্ত উচ্চ স্তরের ইমামদের রায় গ্রহণ করাই আমাদের জন্য শ্রেয়।

১ .ইমাম দায়লামী : আল-ফিরদাউস : ৪/১৭৮ পৃ.হাদিস:৬৫৫৪,সাখাবী : মাকাসিদুল হাসানা : পৃষ্ঠা নং ৪৪৮ : হাদিস : ১২৩৪,আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/৩৯৬ : ২৪৬ পৃ. হাদিস : ২৭০০,আল্লামা তাহের পাটনী : তাযকিরাতুল মওদ্বুআত : ১৯৫ পৃ.সুয়ূতি,জামিউল আহাদিস:২২/১১৪পৃ.হাদিস,২৪৪৪১
২ ক. ইমাম আব্দুর রহমান সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ৪৪৮ পৃ : হাদিস : ১২৩৪
খ. আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/২৬৪ পৃ. হাদিস : ২৭০০

আলেমের কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও পবিত্র -হাদীসের সনদের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণঃ

"হাদীসের নামে জালিয়াতি" বইয়ের ৩৩৭ পৃষ্ঠায় এ হাদিসটিকে জাল প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়ে ইমাম 'হাসান' বসরী (রহঃ) এর কথা বলে উড়িয়ে দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন এবং এভাবে তিনি যে একজন হাদিস শাস্ত্রে চরম মূর্খ তার পরিচয় দিয়েছেন। আমি দেখেছি এ হাদিসগলোকে অনেক বাংলা পুস্তকে মনগড়াভাবে জাল বলেছে।

প্রথমে বলা রাখা ভাল উক্ত হাদিসটির দশটিরও বেশী সনদ রয়েছে,যা দ্বারা হাদিসটি মুতাওয়াতির পর্যায়ের বলে বুঝা যায়। আমি এ বিষয়টির প্রত্যেক সনদ নিয়েই আলোচনা করার চেষ্টা করবো।

প্রথম সনদ :

ইমাম আব্দুর রহমান সাখাভী (রহঃ) ও আল্লামা আযলুনী (রহঃ) উক্ত হাদিসটির তিনটি সনদ উল্লেখ করেছেন প্রথম সনদের হাদিসটি হল :

رغد ابن عبد البر فى "فضل بين العلم فضله" عن ابى الدرداء مرفوعا: يُوزَنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِدَادُ الْعُلَمَاءِ وَدَمُ الشُّهَدَاءِ فَيَرْجَحُ مِدَادُ الْعُلَمَاءِ عَلَى دَمِ الشُّهَدَاءِ"

-"ইমাম ইবনুল বার (রহঃ) তার লিখিত হাদিস গ্রন্থ 'জামিউল বায়ানুল উলমে ওয়া ফাদ্বলিহী' গ্রন্থে হযরত আবু দারদা (রাঃ) হতে মারফূ (যার সনদ রাসূল (সাঃ) পর্যন্ত পৌঁছেছে) সনদে বর্ণিত হয়েছে, কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে সত্যিকারের আলেমের কলমের কালি আর শহীদের রক্ত ওজন বা পরিমাপ করা হবে আলেমের কলমের কালির পাল্লা ভারী হয়ে যাবে আর শহীদের রক্তের পাল্লা নিচু হয়ে যাবে।"[১]

বুঝা গেল এটা রাসূল (সাঃ) এর হাদিস। আর ইমাম সাখাভী ও আযলুনী (রহঃ) হাদিসটি সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেন নাই, তবে ইমাম সুয়ুতী একজন রাভী দুর্বল হওয়াতে হাদিসটি দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন। অপরদিকে আহলে হাদিস আলবানী তার "দ্বঈফাহ" গ্রন্থের হাদিস নং ৪৮৩২ এ হাদিসটিকে মওদ্বু বা জাল বলে সীমালংঘন করেছেন।

১ ক. ইমাম ইবনুল বার, জামিউল বায়ানুল ইলমে ওয়া ফাদ্বলিহি, ১/১৫০পৃ. হাদিস,১৫৩, যারকশী,তাযকিরাহ, ১/১৬৯পৃ. ইরাকী, তাখরীজে ইহইয়াউল উলূম, ১/১৩পৃ. তিনি বলেন সনদটি দুর্বল, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ১০/১৭৩পৃ. হাদিস,২৮৯০১,শাওকানী,ফাওয়াইদুল মওদুআত, ১/২৮৭পৃ. হাদিস,৫৩,ও ইবনে হাজার আসকালানী,রওদ্বাতুল মুহাদ্দিসীন,৩/১৪০পৃ. হাদিস:৪৮৯১ , সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ৩৮৪ পৃ. : হাদিস : ১০০৫, সুয়ূতি : জামেউস সগীর : ২/৭১৫ পৃ. : হাদিস : ১০০২৬, ইবনুল যওজী : আল-ইল্লালুল মুতনাহিয়্যাহ, ১/১৪৮পৃ.,আযলূনী,কাশফুল খাফা : ২/১৭৯পৃ. হাদিস,২২৭৪,তাহের পাটনী, তাযকিরাতুল মওদুআত,১/২৩পৃ. মোল্লা আলী ক্বারী, আসরারুল মারফূআহ, ১/৩১৩পৃ. হাদিস,২৩৯,

দ্বিতীয় সনদ ঃ এ হাদিসটি খতিবে বাগদাদী (রহঃ) তার "তারীখে বাগদাদ" গ্রন্থে দু'টি ধারায় বর্ণনা করেছেন । আর ইমাম সাখাভী (রহঃ) খতিবে বাগদাদী হতে সংকলন করেছেন :

حديث نافع، عن عبد الله ابن عمر رفعه: (وزن حبر العلماء بدم الشهداء فرجح عليهم)

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি মারফু সনদে বর্ণনা করেন, যখন শহীদের রক্তের সাথে আলেমের কলমের কালির ওজন করা হবে, তখন শহীদের রক্তের পাল্লা নিঁচু হয়ে যাবে।"[১]

ইমাম সাখাভী (রহঃ) বলেন, উক্ত হাদিসটির মধ্যে 'মুহাম্মদ বিন জাফর' নামক একজন রাভী দোষী। তবে মিথ্যার অভিযোগ নেই। অপরদিকে জালালুদ্দীন সুয়তী (রহঃ) উক্ত হাদিসটির সনদের উক্ত রাবীকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম ইরাকী এ সনদটি সম্পর্কে বলেন হাদিসটি সহিহ পর্যায়ের নয়।[২] আমি কিতাবের শুরুতে আলোচনা করেছি যে হাদিসটি সহিহ নয় বলতে হাসান হাদিস বুঝায়। এ সনদের অভিযুক্ত রাবি ব্যতিত ইমাম যারকশী আরেকটি ধারা বর্ণনা করেছেন যা নিম্নরূপ-

رَوَاهُ صَاحب مُسْنَد الفردوس من حَدِيث عبد الْعَزِيز بن ابي دَاوُد عَن نَافِع عَن ابْن عمر مَرْفُوعا يُوزن حبر العلمَاء بِدَم الشُّهَدَاء فيرجح ثَوَاب حبر العلمَاء على ثَوَاب دم الشُّهَدَاء

-"ইমাম দায়লামী (রহঃ) তাঁর মুসনাদিল ফিরদাউস হযরত আবদুল আযিয বিন আবি দাউদ থেকে তিনি না'ফে (রহঃ) হতে তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন।"[৩]

তৃতীয় সনদ ঃ আল্লামা সাখাভী ও আযলুনী (রহঃ) তাদের গ্রন্থে ইমাম দায়লামী, ইমাম সিরাজী (রহঃ) এর গ্রন্থে হতে আরেকটি হাদিস সংকলন করেছেন তা হলো :

عن انس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : (يوزن يوم القيامة مداد العلماء و دم الشهداء فيرجح مداد العلماء على دم الشهداء)

১ ক. খতিবে বাগদাদ, তারীখে কাগদাদ, ২/১৯০পৃ. হাদিস,৬১৮, সাখাভী, মাকাসিদুল হাসানা,৩৮৪, হাদিস,১০০৫, সুয়ূতি : জামেউস সগীর : ২/৭১৫ : হাদিস : ১০০২৬, আজলূনী,কাশফুল খাফা,২/১৭৯পৃ.হাদিস:২২৭৪,ইমাম যারকশী,তাযকিরাহ ফি আহাদিসুল মুশতাহিরাহ,১/১৬৯পৃ.ইমাম ইরাকী,তাখরীজে আহাদিসুল ইহইয়াউল উলূম,১/২৭পৃ.

২ ক. ইমাম যারকশী,তাযকিরাহ ফি আহাদিসুল মুশতাহিরাহ,১/১৬৯পৃ.

৩ ক. ইমাম ইরাকী,তাখরীজে আহাদিসুল ইহইয়াউল উলূম,১/২৭পৃ.

-"হযরত আনাস বিন মালিক (ﷺ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন: কিয়ামতের মাঠে আলিমের কলমের কালির সাথে শহীদের রক্তের পরিমাপ করা হবে। অত:পর আলেমের কলমের কালির পাল্লা ভারি আর শহীদের রক্তের পাল্লা নিচু হয়ে যাবে।"[১]

চতুর্থ সনদ ঃ অপরদিকে আল্লামা মাওহিবী (রহ.) তার হাদিস গ্রন্থে উক্ত হাদিসটি হযরত ইমরান বিন হুসাইন (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন।[২]

৫ম সনদ ঃ অতএব বুঝা গেল, উক্ত হাদিসটির ১০টির বেশি সনদ পাওয়া যায়। প্রত্যেক সনদ যদিও দ্বঈফ সূত্রে আসে তাহলেও হাদীসের নীতিমালা অনুসারে হাদিসটি কমপক্ষে "'হাসান'" হওয়ার যোগ্যতা রাখে। আল্লামা ইমাম ইবনুল বার (রহ.) তার প্রসিদ্ধ হাদিস গ্রন্থ- جامع بيان العلوم و فضله গ্রন্থের ১/৩১ পৃষ্ঠায় হযরত আবু হুরায়রা (ﷺ) হতে সহিহ সনদে শহীদের উপরে আলেমের মর্যাদা প্রসঙ্গে একটি হাদিস বর্ণনা করেন। যেমন-

لانبياء على العلماء فضل درجتين و للعلماء على الشهداء فضل درجة.

"আলেমদের উপরে নবীদের মর্যাদা আর শহীদদের উপরে আলেমদের মর্যাদা।"

৬ষ্ঠ সনদ ঃ এ বিষয়ে হযরত হাসান বসরী (রহ.) হতেও একটি সনদে হাদিস বর্ণিত আছে।[৩]

৭তম সনদ ঃ এ বিষয়ে ইমাম যওজী (রহ.),ও মুত্তাকী হিন্দী (রহ.) তাদের গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (ﷺ) থেকে একটি সূত্র এভাবে বর্ণনা করেছেন-

نا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْن ثَابِتٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الحَسَنُ بْن أبي طَالِبٍ قَالَ نا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْن العَبَّاس قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَن العَسْكَرِيُّ قَالَ نا العَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ البَحْرَانِيُّ قَالَ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّة قَالَ نا أَيُّوبُ

১ ক. সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ৩৮৪ পৃ : হাদিস : ১০০৫,সুয়ূতি : জামেউস সগীর : ২/৭১৫ পৃ. : হাদিস : ১০০২৬, দায়লামী : আল-ফিরদাউস : ২/১৮৭পৃ. ইমাম সিরাজী : ইনকিলাব : ২/১৪২ পৃ,ইবনে জওজী : ইল্লাল : ১/১৪৮, আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/২০০ পৃ. হাদিস : ২২৭৪, শায়খ ইউসুফ নাবহানী, ফতহুল কাবীর, ৩/৪০৯পৃ. হাদিস, ১৪৫৩৪, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ১০/১৪১পৃ. হাদিস,২৮৭১৫, ইমাম ইরাকী, তাখরীযে আহাদিসুল ইহইয়াউল উলূম, ১/২৭পৃ. সুয়ূতি,জামিউল আহাদিস : ৪/২৩পৃ. হাদিস,২৬৯৪ ও ২৪/২৭৫পৃ.হাদিস,২৭১৪৫,

২ আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়তী : জামেউস সগীর : ২/৭১৫ পৃ.

৩. যারকশী, আল-তাযকিরাহ ফি আহাদিসুল মুশতাহিরাহ, ১/১৬৮পৃ. সুয়ূতি, আদ্দুরুল মুনতাসিরাহ,১/১৭৬পৃ. হাদিস,৩৬৬, আযলূনী, কাশফুল খাফা, ২/২৩৬পৃ. হাদিস,২২৭৬, শাওকানী, ফাওয়াইদুল মাওদুআত, ১/২৮৭পৃ. হাদিস,৫৩,ও ১/১০৭পৃ. হাদিস,১০০, তাহের পাটনী, তাযকিরাতুল মুওদুআত,১/২৩পৃ. মোল্লা আলী ক্বারী,আসরারুল মারফূআহ, ১/৩১২পৃ. হাদিস, ৪২৯,

عَنْ نَافِعٍ عَن ابْن عُمَرَ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وُزِنَ حِبْرُ العُلَمَاءِ بِدَمِ الشُّهَدَاءِ فَرَجَحَ عَلَيْهِمْ".

-"আবদুর রাহমান বিন মুহাম্মদ (রহ.) তিনি..... যথাক্রমে মুহাদ্দিস আইয়ুব (রহ.) থেকে তিনি না'ফে (রহ.) থেকে তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (ﷺ) থেকে তিনি বলেন রাসুল (দ.) ইরশাদ ফরমান ---।[১] এ হাদিসটি সম্পর্কে ইমাম যওজী বলেন হাদিসটি لا يَصِحُّ -"সহিহ পর্যায়ের নয়। খতিবে বাগদাদী বলেন قَالَ الخَطِيبُ: رِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ غَيْرُ مُحَمَّدِ بْنَ الحَسَن -"এ হাদিসের সমস্ত রাবিগন সিকাহ শুধু মাত্র 'মুহাম্মদ বিন হাসান' ছাড়া।[২] আমি কিতাবের শুরুতে আলোকপাত করেছি যে কোন মুহাদ্দিস হাদিসটি 'সহিহ নয়' বললে তাদের সে বক্তব্য দ্বারা হাদিসটি 'হাসান' বুঝায়।

৮ম সনদ ঃ এ বিষয়ে ইমাম যওজী তার গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর বিন আস (ﷺ) থেকে একটি সূত্র এভাবে বর্ণনা করেছেন-

حَدِيثُ ابْن عَمْرو نا ابْنُ نَاصِرٍ قَالَ نا نَصْرُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ نا أَبُو الحَسَن بْنُ رِزْقَوَيْهِ قَالَ نا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْن المُهْتَدِي قَالَ نا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَن الزَّارِعُ قَالَ نا محمد بن يزيد الو اسطي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن زِيَادِ بْن أَنْعَمَ الأَفْرِيقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن يَزِيدَ الحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرو بْن العَاص قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَوْ وُزِنَ مِدَادُ العُلَمَاءِ عَلَى دَمِ الشُّهَدَاءِ لَرَجَحَ مِدَادُ العُلَمَاءِ عَلَى دَمِ الشُّهَدَاءِ".

-"ইবনে নাসের যথাক্রমে...হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (ﷺ) থেকে তিনি রাসুল থেকে...।[৩] ইমাম যওজী বলেন হাদিসটি لايَصِحُّ-"সহিহ পর্যায়ের নয়।"[৪]

নবম সনদ ঃ আল্লামা মুত্তাকী হিন্দী (রহ.) তার গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (ﷺ)থেকে উপরের হাদিসের ন্যায় একটি সূত্র বর্ণনা করেছেন।[৫]

১ ইমাম জওজী, আল-ইল্ললুল মুতনাহিয়্যাহ, ১/৭১পৃ. হাদিস,৮৩, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ১০/১৭৩পৃ. হাদিস, ২৮৯০৩, তিনি ইবনে নাজ্জারের সূত্রে। সুয়ূতি, জামিউল আহাদিস: ১৮/১৬৯পৃ. হাদিস,১৯১৩৬,

২ ইমাম জওজী, আল-ইল্ললুল মুতনাহিয়্যাহ,১/৭১পৃ.হাদিস,৮৩,

৩ ইমাম জওজী,আল-ইল্ললুল মুতনাহিয়্যাহ,১/৭১পৃ.হাদিস,৮৪,

৪ ইমাম জওজী,আল-ইল্ললুল মুতনাহিয়্যাহ,১/৭১পৃ.হাদিস,৮৪,

৫ ইমাম মুত্তাকী হিন্দী,কানযুল উম্মাল,১০/১৭৩পৃ.হাদিস,২৮৮৯৯, তিনি ইবনে নাজ্জারের সূত্রে হাদিসটি সংকলন করেছেন।

দশম সনদ ঃ এ বিষয়ে ইমাম যওজী(রহ.)তাঁর গ্রন্থে হযরত নু'মান বিন বাশীর (রা.) থেকে একটি সূত্র বর্ণনা করেছেন।[১] ইমাম যওজী(রহ.) বলেন হাদিসটি لا يَصِحّ -"সহিহ পর্যায়ের নয়।"[২]

একাদশ সনদ ঃ এ বিষয়ে ইমাম দায়লামী (রহ.)তাঁর গ্রন্থে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে একটি সূত্র বর্ণিত আছে।[৩]

দ্বাদশ সনদ ঃ এ বিষয়ে আল্লামা আযলূনী (রহ.) তাঁর গ্রন্থে হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) থেকে একটি সূত্র বর্ণনা করেছেন।[৪]

তাই এ হাদিস সম্পর্কে সর্বশেষ বলতে চাই যে হাদিসটি নিঃসন্দেহে মুতাওয়াতির,আর এ ধরনের হাদিসকে অস্বীকার করা কুফুরী।

আগে সালাম তারপর কালাম বা কথাবার্তা হাদিস প্রসঙ্গঃ

ইমাম তিরমিযী (রহ.) তার হাদিস গ্রন্থে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন উক্ত হাদিসটিকে আহলে হাদিস নাসিরুদ্দিন আলবানী জাল বলেছেন তার সিলসিলাতুস দ্বঈফা ৩/১৪২, হাদিস : ১৭৩৬ এ। হাদিস শাস্ত্রে বাতিল পন্থীদের কোন কথা গ্রহণযোগ্য নয় তাই আমরা ইমামদের অভিমত উল্লেখ করব।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: السَّلَامُ قَبْلَ الكَلَامِ.-

-"হযরত যাবের (রা.) হতে বর্ণিত রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, কথাবার্তার পূর্বেই সালাম দিতে হবে।"[৫]

১ .ইমাম জওজী, আল-ইল্লুল মুতনাহিয়্যাহ, ১/৭২পৃ. হাদিস,৮৫, আযলূনী, কাশফুল খাফা, ২/৪০০পৃ. হাদিস,৩২৮১,

২ ইমাম জওজী, আল-ইল্লুল মুতনাহিয়্যাহ, ১/৭২পৃ. হাদিস,৮৫, ইরাকী, তাখরীজে ইহইয়াউল উলূম, ১/২৭পৃ. দরবেশহুত, আস্-সুনানিল মুত্তালিব, ১/২৫৩পৃ. হাদিস,১২৯৯,

৩ ইমাম দায়লামী, আল-ফিরদাউস, ৫/৪৮৬পৃ. হাদিস,৪৮৮

৪ আযলূনী, কাশফুল খাফা, ২/৪০০পৃ. হাদিস,৩২৮১, সালিম জার্‌রার, ইমা ইলা যাওয়াইদ, ৫/৩৪৩পৃ. হাদিস,৪৮০০, সুয়ূতি, জামেউল আহাদিস, ২৪/২৭৫পৃ. জুরজানী, তারীখে জুরজানী,১/১৮১পৃ.

৫ ক. ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী : আস সুনান : ৪/৩৫৬পৃ.: হাদিস : ২৬৯৯ কিতাবুল আদাব, মুত্তাকী হিন্দী : কানযুল উম্মাল ৯/১২২পৃ.: হাদিস,২৫২৯১,ইমাম আদী : আল-কামিল : ৬/২২১০ পৃ.আজলূনী : কাশফুল খাফা : ১/৪০২ পৃ. হাদিস : ১৪৮১,সুয়ূতি : দুররে মানসুর : ৫/৩৯ পৃ.সুয়ূতি : জামেউস সগীর : ২/৩৬১ পৃ. হাদিস : ৪৮৪২,ও জামিউল আহাদিস, ১৩/৩৮১পৃ. হাদিস,১৩৩৪৮,ও ২০/১১২পৃ. হাদিস,২১৬৪৩, আবু ই'য়ালা : আল-মুসনাদ :৪/৪৮পৃ. হাদিস : ২০৫৯, খতিব তিবরিযী : মিশকাত : ৩/১৬৫ পৃ. কিতাবুল আদব : হাদিস : ৪৬৫৩, আবু সাঈদ বিন আরাবী, মু'জামে ইবনে আরাবী, ২/৫৪৩পৃ. হাদিস,১০৫৯, ক্বদায়ী, মুসনাদে শিহাব, ১/৫৬পৃ. হাদিস,৩৪, ইবনে মুকরী, মু'জামে ইবনে মুকরী, ১/৩০৯পৃ. হাদিস,১০০১, ইবনে আছির, জামিউল উসূল, ৬/৫৯৬পৃ. হাদিস,৪৮৪০, সুয়ূতি, আদ্দুরুল মুনতাসিরাহ, ১/১৩২পৃ. হাদিস,২৬০, শায়খ ইউসুফ নাবহানী, ফতহুল কাবীর, ২/১৬৫পৃ. হাদিস. ৭০৪৯,

উক্ত হাদিসটি সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলেন :

هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا، يَقُولُ: عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ضَعِيفٌ فِي الحَدِيثِ ذَاهِبُ الحَدِيثِ.- وَمُحَمَّدُ بْنُ زَاذَانَ مُنْكَرُ

-"ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (রহ.) বলেন, হাদিসটি সনদের দিক দিয়ে গরীব ও মুনকার। এ সূত্র ছাড়া আমার অন্য কোন সূত্র জানা নাই। ইমাম বুখারী (রহ.) কে বলতে শুনেছি আম্বাসা ইবনে আব্দুর রহমান হাদীসের ক্ষেত্রে দ্বঈফ দুর্বল ও উপেক্ষিত বা অবহেলিত। আর মুহাম্মদ ইবনে যাযান হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে মুনকার রাবী।"[১]

তবে উক্ত সনদে কোন রাবী মিথ্যার অভিযুক্ত নেই। সর্বপরি ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহ.) ও ইমাম নববী, আযলূনী এ হাদীসের সনদের সিদ্ধান্ত দিয়ে বললেন উক্ত হাদিসটি সনদের দিক দিয়ে দ্বঈফ আর দ্বঈফ হাদিস ফাযায়েলে আমলের জন্য গ্রহণযোগ্য।[২]

তবে উক্ত বিষয়ের সমর্থনে সহিহ হাদিস বর্ণিত হয়েছে যা দ্বারা হাদিসটির ব্যাপারে শক্তিশালী হয়েছে।

عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَدَأَ بِالكَلَامِ قَبْلَ السَّلَامِ فَلَا تُجِيبُوهُ»- رواه طبرانى معجم الاوسط و ابو نعيم فى حلية الاولياء-

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, যদি কেউ সালাম দেওয়ার পূর্বে কথা বার্তা বলে তাহলে তার কথার জবাব দিবে না।" উক্ত হাদিসটি ইমাম তাবরানী (রহ.) মু'জামুল আওসাত গ্রন্থে ইমাম আবু নঈম ইস্পাহানী (রহ.) 'হুলিয়াতুল আউলিয়া' গ্রন্থে বর্ণনা করেন।[৩]

আজলূনী, কাশফুল খাফা, ১/৪৫৪পৃ. হাদিস:১৪৮৩, তিনি বলেন সনদটি দ্বঈফ,দরবেশহুত,আস্-সুনানিল মুত্তালিব, ১/১৬৩পৃ. হাদিস,৭৭৮, আলবানী,দ্বঈফু জামে, হাদিস,৩৩৭৩, দ্বঈফু সুনানে তিরমিযি,হাদিস, ২৬৯৯, তিনি বলেন হাদিসটি জাল।

১ আবু ঈসা তিরমিযী : আস সুনান : কিতাবুল আদাব : ৫/৪৫ : হাদিস : ২৬৯৯

২ ক. আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী : জামিউস সগীর : ২/৩৬১ পৃ : হাদিস : ৪৮৪২
খ. আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ১/৪০২ পৃ. হাদিস : ১৪৮১
গ. ইমাম নববী : কিতাবুল আযকার : ১/২৮২ পৃ.

৩ ক. সুয়ূতি : জামেউস সগীর : ২/৬২২ : হাদিস : ৮৫৫৬, ও জামিউল আহাদিস, ১৬/১৮পৃ. হাদিস:১৬০৯৭, সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : পৃষ্ঠা নং ২৫০ : হাদিস : ৫৬৬, ইমাম মানাবী : ফয়যুল কাদীর : ৪/১৪৯ পৃ. হাদিস : ৮৫৫৬, আযলূনী : কাশফুল খাফা : ১/১৮৫ পৃ. ইমাম কাদ্বাঈ : মুসনাদে শিহাব : ১/৯ পৃ. আলবানী : সিলসিলাতুল আহাদিসুল সহীহা ,হাদিস নং-৮১৬,ও সহিহুল জামে, হাদিস:৬১২২, তিনি বলেন হাদিসটি হাসান,সহিহ,ইমাম আদি : আল-কামিল : ৬/২২১০ পৃ.ইবনে সুন্নি,আমালুল ইয়াওম ওয়াল লায়লা, ১/১৭৬পৃ. হাদিস,২১৪, হাকিম তিরমিযি, নাওয়াদিরুল ওসূল, ২/১৭৫পৃ. ইরাকী, তাখরীযে ইহইয়াউল উলূম, ১/৬৬৩পৃ. সাখাবী, মাকাসিদুল হাসানা, ১/৩৯০পৃ. হাদিস,৫৬৬, শায়খ ইউসুফ নাবহানী, ফতহুল কাবীর,

উক্ত হাদিস সম্পর্কে ইমাম সাখাভী (রহঃ) বলেন- و رجاله من اهل الصدق . "উক্ত হাদিসের সমস্ত রাবীই সত্যবাদী।"

উক্ত হাদিস সম্পর্কে আমরা আর কী বলবো স্বয়ং আহলে হাদিসদের অন্যতম মুহাদ্দিস নাসিরুদ্দিন আলবানী উক্ত হাদিসকে "'হাসান'" বলে উল্লেখ করেছেন।

এ প্রসঙ্গে আরো হাদিস পাওয়া যায়-

عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ وَلَا تَدْعُوا اَحَدًا إِلَى الطعام حتى يسلم- رواه ابو يعلى فى مسنده

-"হযরত যাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, কথাবার্তা বলার পূর্বে প্রথমে সালাম দিতে হবে। কোন ব্যক্তিকে খাদ্যের জন্য ডাকবে না যে পর্যন্ত না তোমাকে সালাম দেয়।"[১] আল্লামা সুয়ুতী (রহঃ) উক্ত হাদিস প্রসঙ্গে বলেন, উক্ত হাদিসটি সনদের দিক দিয়ে দ্বঈফ যা ফাযায়েলে আমলের জন্য গ্রহণযোগ্য।

অপরদিকে এর সমর্থনে আরো হাদিস পাওয়া যায়। যেমন-

عن عمر رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام قبل السؤال- فمن بدأكم بالسؤال قَبْلَ السَّلَامِ فَلَا تُجِيبُوهُ - رواه ابن النجار-

-"হযরত উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, কাউকে কোন প্রশ্ন করার পূর্বে যেন তাকে সালাম দেয়া হয়। আর কেউ যদি সালামের পূর্বে প্রশ্ন করে তাহলে তার কথার জবাব দেবে না।"[২] উক্ত হাদিসটি ইমাম ইবনুন নাজ্জার (রহঃ) স্বীয় 'তারীখে মাদীনা' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

৩/১৬৫পৃ. হাদিস,১১৫৬৮, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৯/১২৬পৃ. হাদিস,২৫৩২০, ও ৯/১২৯পৃ. হাদিস,২৫৩৩৬, আযলূনী, কাশফুল খাফা, ১/৪৫৪পৃ. হাদিস:১৪৮৩, দরবেশহুত, আস্-সুনানিল মুত্তালিব, ১/২৬৪পৃ. হাদিস,১৪৬৩, আবু নুঈম ইস্পাহানী, হুলিয়াতুল আউলিয়া, ৮/১৯৯পৃ. তাবরানী, মু'জামুল-আওসাত, ১/১৩৬পৃ.হাদিস,৪২৯,

১ ক. আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী : জামেউস সগীর : ২/৩৬১ পৃ. হাদিস : ৪৮৪৩
খ. ইমাম আবু ইয়ালা : আল-মুসনাদ : হাদিস : ২০৫৯

২ ক.সুয়ূতি : জামেউস সগীর : ২/৩৬১ পৃ. হাদিস : ৪৮৪৪, ও সুয়ূতি, জামিউল আহাদিস : ১৩/৩৮১পৃ. হাদিস, ১৩৩৪৭, আলবানী : সহীহা : হাদিস : ৮১৬, আবু ই'য়ালা, আল-মুসনাদ, ৪/৪৮পৃ. হাদিস, ২০৫৯,আদি, আল-কামিল, ৫/২৯০পৃ. ক্রমিক.১৪২৯, ইবনুল মুলাক্কিন, বদরুল মুনীর,৭/১৭পৃ. ইবনে হাজার ইসকালানী,তালখিসুল হবির, ৩/১৩৮পৃ. শায়খ ইউসুফ নাবহানী, ফতহুল কাবীর,২/১৬৫পৃ. হাদিস,৭০৪৮, মুত্তাকি হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৯/১২২পৃ. হাদিস,২৫২৯২, আযলূনী,কাশফুল খাফা, ১/৫২০পৃ. হাদিস, ১৪৮৩,

উক্ত হাদিস সম্পর্কে আমরা কী আর বলবো, আহলে হাদীসের মুহাদ্দিস নাসিরুদ্দীন আলবানী তার "সিলসিলাতুল আহাদিসুল সহিহাহ" গ্রন্থে হাদিসটিকে "হাসান" বলেছেন।

প্রথমে সালাম প্রদানের আরো হাদিস পাওয়া যায়। যেমন-

عن امامة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ بَدَأَ بِالسَّلَامِ فَهُوَ أَوْلَى بِاللهِ وَرَسُولِهِ

-"হযরত আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সালামের মাধ্যমে শুরু করবে সে আল্লাহ ও তার রাসূলের নিকট অধিক প্রিয় ব্যক্তি।"[১] উক্ত হাদিসকে আহলে হাদিস আলবানী "সহিহ" বলেছেন আর ইমাম সুয়ুতী 'হাসান' বলেছেন।

নামাজ বেহেস্তের চাবি-হাদিস সম্পর্কে বিশ্লেষণঃ

আহলে হাদিস নাসিরুদ্দীন আলবানী উক্ত হাদিসটিকে দ্বঈফ বলেছেন। আর তার উত্তরসূরী সহ ইদানিং আরো কিছু নামধারী আলেম উক্ত হাদিসটি কোন সময় দ্বঈফ আবার কোন সময় মওদ্বু বলে অভিহিত করেছেন।

প্রথম হাদিস ঃ

عن جابر رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلَاةُ،و مفتاح الصلوة الطهور-

-"হযরত যাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, জান্নাতের চাবি হল নামাজ আর নামাজের চাবিকাঠি হল পবিত্রতা।"[২]

১ ক. সুয়ূতি : জামেউস সগীর : ২/২৬৬ পৃ. হাদিস : ৮৫৫৫,ও জামিউল আহাদিস,২০/১১২পৃ. হাদিস,২১৬৪২,ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : আল-মুসনাদ : ৩৬/৫৩০ পৃ.হাদিস,২২১৯২, আবু দাউদ : আস-সুনান : ৫/৩৮০ পৃ. কিতাবুল আদব : হাদিস : ৫১৯৭, তিরমিযী : আস-সুনান : ৫/৫৪ পৃ. হাদিস : ২৬৯৪,খতিব তিবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ : ৪/১৬৪ পৃ. হাদিস : ৪৬৪৬,ও ৩৬/৫৮৯পৃ.হাদিস,২২২৫২,ও ৩৬/৬১১পৃ.হাদিস, ২২২৭৯, ৩৬/৬৫৫পৃ. হাদিস,২২৩১৭, আবু ই'য়ালা, ১/১৩৫পৃ. হাদিস,১৪৫, তাবরানী,মু'জামুল কাবীর, ৮/১৭৯পৃ. হাদিস,৭৭৪৩,ও ৮/২০০পৃ. হাদিস,৭৮১৪, ৮/২০০পৃ. হাদিস,৭৮১৫, ও ৮/২১৩পৃ. হাদিস,৭৮৫৮, ও মুসনাদিল ছামীন,২/৪৩পৃ. হাদিস,৮৮৭, হাকিম তিরমিযি, নাওয়াদিরুল উসূল, ২/১৭৭পৃ. ইবনে কাসীর, জামিউল মাসানীদ ওয়াল সুনান, ৮/৫৭০পৃ. হাদিস,১১০২৭, ও ৮/৫৭৫পৃ. হাদিস, ১১০৪২, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৯/১১৭পৃ. হাদিস:২৫২৬০, শায়খ ইউসুফ নাবহানী, ফতহুল কাবীর, ৩/১৬৫পৃ. হাদিস,১১৫৬৭, আলবানী : সহীহুল মেশকাত : হাদিস : ৪৬৪৬,ও সহিহুল জামে,হাদিস:৬১২১

২ ক. আহমদ : আল-মুসনাদ : ২৩/২৯ পৃ.হাদিস : ১৪৬৬২, উকাইলী,দ্বঈফাউল কাবীর,২/১৩৭পৃ. আদি,আল-কামেল, ৩/১১০৭পৃ. সুনানে তিরমিযি, ১/৫৫পৃ. হাদিস,৪, বায়হাকী : শুয়াবুল ঈমান : ৩/৪ পৃ. কিতাবুত ত্বাহারাত, হাদিস : ২৭১১, খতীব তিবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ : ১/৬২ পৃ. হাদিস :

উক্ত হাদিসটিকে ইমাম সুয়ূতি (রহ.) বলেন, 'হাসান' বা গ্রহণযোগ্য। তাই উক্ত হাদিসটি আহকামের জন্যও প্রযোজ্য।

দ্বিতীয় হাদিস ঃ

উক্ত হাদিসটি অন্য হাদীসের কিতাবে সহিহ সূত্রে কিছুটাশব্দ পরিবর্তিত হয়ে বর্ণিত হয়েছে। যেমন–

عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلَاةُ،وَمِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ.

-"হযরত যাবের (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, ওযু বা পবিত্রতা হল নামাযের চাবি। আর নামায হল জান্নাতের চাবি।"[১]

তৃতীয় হাদিস ঃ এ হাদিসটির আরও একটি সনদ পাওয়া যায় যা ইমাম দায়লামী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে এভাবে বর্ণনা করেছেন الدُّعَاء مِفْتَاح الرَّحْمَة وَالْوُضُوء مِفْتَاح الصَّلَاة وَالصَّلَاة مِفْتَاح الْجنَّة "- দোয়া হল রহমতের চাবি ,ওযু হল নামাযের চাবি আর নামায হলো জান্নাতের চাবি।"[২] তাই এ হাদিসটির তিনটি সূত্র দ্বারা বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রমানিত হলো।

আযানের দোয়ায় "শাফায়াতাহু" যোগে দোয়া পড়ার হাদিস প্রসঙ্গে

বর্তমানকালে কিছু নামধারী আলেম বাংলাদেশ সহ আর অন্যান্য রাষ্ট্রের কিছু বক্তা, লেখক যাদের নাম উল্লেখ করা সমীচীন মনে করি না তারা রাসূল (ﷺ) এর وَاجْعَلْنَا فِي شَفَاعَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ শাফায়াতকে অস্বীকার করে আযানের দোয়ায়

২৯৪, কিতাবুত ত্বাহারাত,সুয়ূতি : জামেউস সগীর : ২/৫৯৯ পৃ. হাদিস : ৮১৯২, সুয়ূতি : জামেউল আহাদিস :,আবু দাউদ তায়লসী : আল-মুসনাদ : ২/৩৭০ পৃ. হাদিস : ১৮৯৯, তিরমিযী : আস-সুনান : ১/৪ পৃ. কিতাবুত ত্বাহারাত, হাদিস : ৪, আলবানী : দ্বঈফু মিশকাত : হাদিস : ২৯৪

১ ক. ইমাম বায়হাকী : শুয়াবুল ঈমান : ৪/২৩৯পৃ. কিতাবুত তাহারাত : হাদিস,২৪৫৫,ও ৪/২৩৯পৃ.হাদিস,২৪৫৬,তিরমিযী : আস-সুনান : ১/১৫ পৃ. হাদিস : ৫,আবু দাউদ তায়লসী : আল-মুসনাদ : ৩/৩৩৭ পৃ. হাদিস : ১৮৯৯, আবু শাইখ তবকাতে ইস্পাহানী : ২/২৬২ পৃ.ইমাম আবু নুঈম : আখবারে ইস্পাহান : ১৭৬ পৃ.খতীবে বাগদাদী : আল-মাওয়াদ্বিহ : ১/৩৫০-৩৫১ পৃ. ইমাম ওকাইলী : আদ্-দ্বঈফাউল কাবীর : ২/১৩৭ পৃ., ইমাম তাবরানী : মু'জামুল আওসাত : ৪/৩৩৬পৃ. হাদিস ৪৩৬৪,ও মু'জামুস সগীর : ১/৩৫৬ পৃ.হাদিস,৫৯৬, ইবনে আদি : আল-কামিল : ৩/১১০৭ পৃ. মারওয়াজী, তা'জীমে ক্বদরুল সলাত, ১/২০৬পৃ. হাদিস, ১৭৫, শায়খ ইউসুফ নাবহানী, ফতহুল কাবীর,৩/১২৮পৃ.হাদিস,১১০৯০, মুত্তাকি হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৭/২৯১পৃ. হাদিস, ১৮৯৩২, সুয়ূতি, জামিউল আহাদিস, ১৯/৪৩৮পৃ. হাদিস,২১১৬১,ও ২৩/৯পৃ. হাদিস, ২৫৪৩৯, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৯৮পৃ. হাদিস,২৯৪, দ্বঈফু মিশকাত, হাদিস, ২৯৪, দ্বঈফু জামে, হাদিস,৫২৬৫, দ্বঈফু জামেউস সগীর, হাদিস,১২০৪৪, তিনি বলেন সনদটি দুর্বল।

২ দায়লামী : আল-ফিরদাউস: ২/২২৪পৃ.হাদিস:২০৮৬

এই যোগে কাউকে পড়তে দেখলে বিদয়াত বলে থাকে। অপরদিকে আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর তার "হাদিসের নামে জালিয়াতি" বইয়ের ৪৮৬ (৪র্থ সংস্করণ) পৃষ্ঠায় লিখেন, "কোন সহিহ বা দ্বঈফ সনদে আযানের দুয়ার মধ্যে এ বাক্যটি বর্ণিত হয়নি।" তাই সরাসরি হাদিস উল্লেখ করাই গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি। তবে বলে রাখা ভাল হাদিস শরীফে وَاجْعَلْنَا فِي شَفَاعَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ কিয়ামতের দিন তাঁর তথা রাসূল (ﷺ) এর শাফায়াত আমাদের নসীব করুন- উক্তিটি উল্লেখ রয়েছে। وَاجْعَلْنَا আর وارزقنا হল সমার্থক শব্দ وارزقنا শব্দের অর্থ হল নসীব করুন আর واجعلنا শব্দের অর্থ হল বানিয়ে দিন।

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ قَالَ: " اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، صَلِّ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، وَاجْعَلْنَا فِي شَفَاعَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ". قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " مَنْ قَالَ هَذَا عِنْدَ النِّدَاءِ جَعَلَهُ اللَّهُ فِي شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ» -

-"হযরত আবু দারদা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করিম (ﷺ) যখন আযান শুনতে পেতেন তখন বলতেন- "আল্লাহুম্মা রব্বা হাযিহিদ দাওয়াতিত তাম্মাতি ওয়াস সালাতিল কাইয়েমাতি সল্লি আলা আবদিকা ওয়া রাসূলিকা ওয়া যাআলনা ফি শাফায়াতিহি ইয়াওমাল কিয়ামাহ" অতঃপর বলেন- যে ব্যক্তি আযানের সময় এ দোয়া পড়বে কিয়ামতের দিন আমার শাফায়াতের মধ্যে আল্লাহ তাকে অন্তর্ভুক্ত করবেন।"[১]

আল্লামা নূরুদ্দীন হাইসামী (রহ.) উক্ত হাদিসের সনদ সম্পর্কে বলেন-

قَالَ الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّمِينُ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمْ، وَوَثَّقَهُ دُحَيْمٌ وَأَبُو حَاتِمٍ وَأَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ

-"উক্ত হাদিসটি ইমাম তাবরানী (রহ.) তাঁর "মু'জামুল কাবীরে" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদীসে "সাদাকাত বিন আব্দুল্লাহ আস-সামিন" রাভী ইমাম আহমদ,

১ ক.তাবরানী : মু'জামুল আওসাত : ৪/৭৮ পৃ. হাদিস ৩৬৬২,ও মু'জামুল কাবীর,১২/৮৫পৃ. হাদিস,১২৫৫৪, হাইসামী : মাযমাউদ যাওয়ায়েদ : ১/৩৩৩ পৃ.হাদিস ঃ ১৮৭৯,মাকতুবাতুল কুদসী, কাহেরা,মিশর,অধ্যায়,কিতাবুল আযান, সাখাভী :মাকাসিদুল হাসানা : ২৪৮ পৃ. হাদিস : ৪৮২, আযলূনী : কাশফুল খাফা : ১/৩৫৬ পৃ. হাদিস : ১২৮৭, ইবনে হাজার মক্কী, আল-ফাতওয়ায়ে ফিকহিয়্যাহতুল কুবরা, ১/১৩১পৃ. অধ্যায়,আযান, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ,বয়রুত,লেবানন, মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/১১৬পৃ. হাদিস,৩৯৬, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত,লেবানন, শাওকানী, তুহফাতুল-যাকীরীন, ১/১৫৩পৃ. কেনানী, ইত্তাহফুল খায়রুল মুহরাহ, ১/৪৯০পৃ. হাদিস,৯১৫,

বুখারী, মুসলিম ও আরো কিছু মুহাদ্দীসগণের দৃষ্টিতে দুর্বল। তবে ইমাম দুহাইম, আবু হাতেম [1] ও আহমদ বিন সালেহ মিশরী () এর দৃষ্টিতে তিনি সিকাহ বা বিশ্বস্ত।"[2]

দেখুন উক্ত হাদিসটি সহিহ সনদে বর্ণিত হয়েছে কিন্তু ইমাম বুখারী, মুসলিম ও আহমদ () উক্ত রাবীকে কিছুটা দুর্বল বলেছেন; কিন্তু মিথ্যাবাদী, জাল হাদিস রচনার কোন অভিযোগ তার বিরুদ্ধে কারও নেই। আমি অসংখ্য রিযাল শাস্ত্র গবেষণা করে দেখেছি যে একজন মুহাদ্দীসেরও এরূপ মতামত নেই। অপরদিকে এক জামাত গ্রহণযোগ্য মুহাদ্দীসগণ তাকে সিকাহ বলেছেন।[3]

অতএব উক্ত বর্ণনাকারীকে দ্বঈফ বলা থেকে বিরত থাকা উচিত। কারণ অসংখ্য ইমাম তাকে সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত বলেছেন। যেমন ইমাম হাইসামী ()একটি সনদ সম্পর্কে বলতে গিয়ে উক্ত রাবি সম্পর্কে বলেন- رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّمِينُ، وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَجَمَاعَةٌ، وَضَعَّفَهُ غَيْرُهُمْ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ. -"ইমাম তাবরানী () হাদিসটি ইমাম তাবরানী বর্ণনা করেছেন আর সনদে রাবী সাদাকাত রয়েছেন আর তাকে ইমাম আবু হাতেম () ও একজামাত মুহাদ্দিস সিকাহ বলেছেন,আর তিনি ছাড়া এ সনদের সকলেই সিকাহ।[4] তাই আমি বলবো তাকে সরাসরি দ্বঈফ না বলাই ভাল,আর তা বললে অনেক ইমামের রায়কে উপেক্ষা করা হবে। অপরদিকে ইমাম দারেমী () বলেন, তিনি সিকাহ বা বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী,ইমাম ইবনে শাহীন বলেন তিনি সিকাহ রাবি।[5] যাহাবী () বলেন তিনি ইমাম আওযায়ী () থেকে পাঁচহাজার হাদিস শুনেছেন।[6]

আল্লামা আবু যারওয়া দামেস্কী () এর দৃষ্টিতে সে সত্যবাদী। তাই উক্ত বর্ণনাকারী সিকাহ ধরে নেয়া হলে হাদিসটি "সহিহ" হিসেবে ধর্তব্য হবে আর তাকে একটু শিথিলতাপূর্ণ রাবি ধরলেও হাদিসটি নিঃসন্দেহে 'হাসান' এর পর্যায়ভুক্ত হবে। আমি এ হাদিসটির ব্যাপারে সর্বশেষ বলবো যে সনদটি নিঃসন্দেহে 'হাসান' কেননা

১ আবু হাতেম : জারহাহ ওয়া তা'দিল : ৪/৪২৯ পৃ.হাদিস,১৮৮৯
২ আল্লামা ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউদ যাওয়ায়েদ : ১/৩৩৩ পৃ.হাদিস,১৮৭৯
৩ ক. যাহাবী : মিযানুল ই'তিদাল : ২/৩১০পৃ. ক্রমিক.৩৮৭২, ও তাহযীবুত তাহযীব, ৪/৪১৫.পৃ. হায়সামী : মাযমাউদ যাওয়ায়েদ : ১/৩৩৩ পৃ. ১০/৬৯পৃ. ৯/৩০৮পৃ. ৬/২৬১পৃ. ২/১২৯পৃ. ৪/৩১০পৃ., মিযযী: তাহযীবুল কামাল ফি আসমায়-রিযাল : ৭/৭৮-৭৯পৃ. রাভী নং- ২৮৪৬, আসকালানী : তাক্বরীবুত তাহযীব : ১/৩৬৬ পৃ.ক্রমিক.২৯৯২
৪ হাইসামী,মাযমাউয যাওয়াইদ: ৬/২৬১ পৃ.হাদিস:১০৫৭১
৫ ইবনে শাহীন : আস্-সিকাত : ক্রমিক.৫৭৭
৬ যাহাবী,মিযানুল ই'তিদাল :

ইমাম হাইসামী () এ রাবির হাদিসকে তাঁর এ গ্রন্থে 'হাসান' বলেছেন। যেমন তিনি একটি হাদিসের সনদের ব্যাপারে বলেন-

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّمِينُ، وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَغَيْرُهُ، وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ، فَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

-"হাদিসটি তাবরানী তার মু'জামুল আওসাত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন আর সনদে 'সাদাকাত বিন সামীন' রয়েছেন তাকে ইমাম আবু হাতেমসহ অনেক মুহাদ্দিস তাকে সিকাহ বলেছেন, তবে এক জামাত মুহাদ্দিসীনে কেরাম তাকে দ্বঈফও বলেছেন,অতঃপর আমি বলবো তাঁর সনদ হাসান।[1] তাই সুস্পষ্টভাবে প্রমানিত হলো এ রাবির বর্নিত হাদিস 'হাসান' পর্যায়ের।

দ্বিতীয় হাদিস :

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَبَلِّغْهُ دَرَجَةَ الْوَسِيلَةِ عِنْدَكَ، وَاجْعَلْنَا فِي شَفَاعَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - وَجَبَتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ» ".-

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস () থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় নবী করীম () ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি আযান শ্রবণ করে অত:পর "আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলায়হি ওয়াবাল্লিগুহু দারজাতাল ওয়া সিলাতি ইনদাকা ওয়াজা আলনা ফি শাফা আতাহু ইয়াওমাল কিয়ামাহ" আর যে এ দোয়া আযানের পর পাঠ করে তার জন্য (আমার) শাফাআত ওয়াযিব হয়ে যাবে।"[2]

উক্ত হাদিসের সনদ সম্পর্কে আল্লামা ইবনে হাযার হাইসামী () বলেন :

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَيْسَانَ لَيَّنَهُ الْحَاكِمُ وَضَعَّفَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.-

অধ্যায়,ফযলুল উম্মত।
১ হাইসামী,মাযমাউয যাওয়াইদ: ১০/৬৯ পৃ.হাদিস: ১৬৭১৭,আবু শায়খ ইস্পাহানী: আল-আযান: ১/১৫২
২ ক.তাবরানী : মু'জামুল কবীর : ১২/৬৬ হাদিস : ১২৫৫৪,হায়সামী : মাযমাউদ যাওয়াইদ : পৃ:,মুত্তাকী হিন্দী : কানযুল উম্মাল : ৭/৭০৪ : হাদিস : ২১০১৭,জামিউল জাওয়ামী : হরফে মীম : হাদিস : ১/৩৩৩ পৃ: বাবঃ কিতাবুল আজান,হাদিস,১৮৮১,সুয়ূতি, শাওকানী, তুহফাতুল যাকীরীন, ৫২১২,মুনযিরী : তারগীব ওয়াত তারহীব :১/১১৭পৃ.হাদিস: ৪০০, হাদিস : ২২৪৮১, ইবনে ১/১৫৩পৃ. কিতাবুল আজান :, সুয়ূতি : জামিউল আহাদিস : ২০/৪০৯পৃ. অধ্যায়,বাবুল:আযান, হাজার মক্কী, আল-ফাতওয়ায়ে আল-ফিকহিয়্যাহতুল কোবরা, ১/১৩১পৃ.

-"হাদিসটি ইমাম তাবরানী (রহ.) মু'জামুল কবীর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদীসে "ইসহাক বিন আব্দুল্লাহ কায়সান" ইমাম হাকেমের দৃষ্টিতে নরম প্রকৃতির রাবী। আর ইমাম ইবনে হিব্বানের দৃষ্টিতে উক্ত রাবী দুর্বল, এছাড়া এ সনদের বাকী সব রাবিগুলো সিকাহ।"[১] ইমাম ইবনে হিব্বান বলেন তিনি হাদিসে কিছুটা ভুল করতেন,তারপরও তিনি তাকে সিকাহ রাবির তালিকায় রেখেছেন।[২] মিয্যী বলেন উক্ত রাবির হাদিস ইমাম বুখারী তাঁর আদাবুল মুফরাদাত ও ইমাম আবু দাউদ তাঁর সুনানে সংকলিত হয়েছে।[৩]

উক্ত হাদিস শরীফের ইসহাক নামক রাবীকে ইমাম হাকিম لين তথা নরম প্রকৃতির। হাদিস শাস্ত্রে لين দ্বারা 'হাসান' সুন্দর পর্যায়ের রাবীদেরকে বুঝানো হয়ে থাকে।[৪] ইমাম কিনানী আশ্-শাফেয়ী (ওফাত.৮৪০হি.) এ হাদিসটির সনদ সম্পর্কে বলেন- وَهُوَ لَيِّنُ الحَدِيثِ -"হাদিসটির সনদটি কিছুটা নরম প্রকৃতির।"[৫] ইমাম ইবনে হাযার আসকালানী বলেন 'ইসহাক সত্যবাদী ছিলেন,তবে সে হাদিসে ভুল করতেন।[৬] ইমাম যাহাবী (রহ.) বলেন- لينه ابو احمد الحاكم-"উক্ত রাবী ইমাম আবু আহমদ হাকেমের নিকট নরম প্রকৃতির রাবী।"[৭]

তাই বুঝা গেল যাহাবীর বক্তব্য দ্বারা তিনি উক্ত রাবীকে لين তথা নরম প্রকৃতির মতকেই গ্রহণ করেছেন, তবে দুর্বল নয়। তাই দুর্বল বলা থেকে বিরত থাকাই উচিত। তাই সর্বশেষ এই সনদের ব্যাপারে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল সনদটি 'হাসান'। অপরদিকে ফকিহগণ উক্ত দোয়াটি এভাবে বর্ণনা করেন।

اللهم رب هذه الدعوة التامة و الصلوة القائمة ات سيدنا مجمدن الوسيلة و الفضيلة و الدرجة الرفيعة و ابعثه مقاما محمودن الذى وعدته و ارزقنا شفاعته يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد-

উক্ত দোয়াটি বর্ণনা করেছেন হানাফী অন্যতম ফকীহ ও ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম আল হালবী (রহ.) এর মশহুর ফতোয়ার কিতাব ছগীরীর ১৯৮ পৃষ্ঠায় আযান অধ্যায়ে। অপরদিকে আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা

১ আল্লামা ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউদ যাওয়াইদ : ১/৩৩৩ : কিতাবুল আযান
২ ইমাম ইবনে হিব্বান, আস্-সিকাত, ৭/৩৩পৃ. হাদিস,৮৮৭৮, আসকালানী, লিসানুল মিযান, ২/৬৩পৃ. ক্রমিক.১০৪১, যাহাবী, তারীখুল ইসলামী, ৪/৪২৬পৃ. ক্রমিক. ২০৭, মিয্যী, তাহযিবুল কামাল, ১৫/৪৮১পৃ. ক্রমিক. ৩৫০৮,
৩ মিয্যী,তাহযিবুল কামাল,১৫/৪৮১পৃ.ক্রমিক.৩৫০৮,
৪ ইমাম সাখাভী : ফতহুল মুগীস : ১/১৯৯ পৃ.
৫ কেনানী,ইত্তাহফুল খায়রম্নল মুহরাহ,১/৪৯০পৃ.হাদিস : ৯১৫
৬ আসকালানী,তাক্বরীবুত-তাহযীব,১/৪৪৩ পৃ.
৭ ইমাম যাহাবী : মিযানুল ইতিদাল : ১/১৯৪ : রাভী : ৭৭০

গ্রন্থ উমদাতুল কারী শরহে বুখারী ৪র্থ খন্ডের ১৭৩ পৃষ্ঠায় শাফাআত শব্দ যোগে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

আল্লামা মুফতী আমজাদ আলী (রহ.) তাঁর ফিকাহ শাস্ত্রের অন্যতম গ্রন্থ বাহারে শরীয়ত এর ৪র্থ খন্ডের ১৭৩ নং পৃষ্ঠায় রুদ্দুল মুহতার ও গুনিয়া কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে উক্ত দোয়াটি বর্ণনা করেছেন।

ছারছিনার আল্লামা নেছারুদ্দীন আহমদ সাহেবের 'তরিকুল ইসলাম' গ্রন্থের প্রথম খন্ডের ১৯৩ পৃষ্ঠায় আল্লামা আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) এর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আশিয়াতুল লুমআত (ফার্সী) গ্রন্থের কিতাবুল আজান অধ্যায়ের উদ্বৃতি দিয়ে উক্ত দোয়াটি তিনি বর্ণনা করেন। সর্বশেষে ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীরও বলেছেন, আযানের পর শাফাআতাহু শব্দেসহ পড়াতে কোন অসুবিধা নেই।

রাসূল (সা.) এর প্রতি ঈমান আনার জন্য ঈসা (আ.) এর প্রতি আদেশ সংক্রান্ত হাদীসের তাত্ত্বিক আলোচনা ঃ

"হাদীসের নামে জালিয়াতি" বইয়ের ২৪৯-২৫০ পৃষ্ঠায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, "আপনাকে সৃষ্টি না করলে কিছুই সৃষ্টি করা হতো না" যা আমি এই বিষয়ের হাদিস প্রসঙ্গে তৃতীয় বর্ণনার হাদিস হিসেবে উল্লেখ করেছি, দ্বিতীয়বার সম্পূর্ণ হাদিসটি উল্লেখ করা সমীচীন মনে করি না। আল্লাহ তায়ালা ঈসা (আ.) কে বললেন,

فلولا محمد ماخلقت ادم ولولا محمد ما خلقت الجنة و لاالنار-

-"হে ঈসা! আমি মুহাম্মদ (সা.) কে সৃষ্টি না করলে আমি আদমকে সৃষ্টি করতাম না। মুহাম্মদ (সা.) না হলে জান্নাত ও জাহান্নামও সৃষ্টি করতাম না।"

হাদিসখানা ইমাম হাকিম নিশাপুরী (রহ.) তার হাদিস গ্রন্থ "আল-মুস্তাদরাক লিল হাকীম" দ্বিতীয় খন্ডের ৬৭১ পৃষ্ঠায় হাদিস নং ৪২২৭ এ বর্ণনা করেন। ইমাম হাকিম উক্ত হাদিসটি বর্ণনার পর বলেন হাদিসটির সনদ সহিহ। উক্ত হাদিসটির ব্যাপারে ইমাম হাকেমের মতকে গ্রহণযোগ্য বলে যারা গণ্য করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন-বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহ.), আল্লামা ইবনে হাযার মক্কী (রহ.), আল্লামা ইবনে হাযার আসকালানী (রহ.). ইমাম ইবনে হাইয়্যান, আল্লামা সিরাজুদ্দীন বলকী, আল্লামা ইবনে হাযার হাইসামী, আল্লামা শায়খ ইউসুফ নাবহানী, ইমাম তকি উদ্দিন সুবকী, ইমাম কুস্তালানী, ইমাম যুরকানী (রহ.) সহ মোট ১৭ জন ইমাম, মুহাদ্দিস।[১]

১ ক. ইবনে হাজার মক্কী : আফদ্বালুল কোবরা : ১/১৮৯ পৃ.

অপরদিকে শুধু মাত্র একক ইমাম যাহাবী (রাহিমাহুল্লাহ আলাইহি) উক্ত হাদিসটির ব্যাপারে বিপরীত অভিমত পোষণ করেছেন, তার কারণ উল্লেখ করেছেন যে উক্ত হাদীসের একজন রাবী 'আমর ইবনু আউস আল আনসারী' নামক ব্যক্তির উপরে দোষারোপ করেছেন, বলেছেন তিনি অপরিচিত। আমাদের বক্তব্য হলো একজন রাবী অপরিচিত হওয়াতে হাদিস জাল কোন কারণই হতে পারে না। আর তা হলো শুধু তার নিজস্ব মতামত সেহেতু একক মতামত দ্বারা সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে না। আর উক্ত রাভী শুধু ইমাম যাহাবীর দৃষ্টিতেই অপরিচিত, অথচ তার চেয়ে উঁচু স্তরের ইমামগণ উক্ত হাদিসকে সহিহ ও উক্ত রাবীকে সিকাহ বলেছেন। বিশ্ববিখ্যাত রিযাল গ্রন্থ- تهذيب الكمال فى اسماء الرجال এর গ্রন্থকার বলেন-(الثقات) و ذكره ابن حبان فى অর্থাৎ- ইমাম ইবনে হিব্বান (রাহিমাহুল্লাহ আলাইহি) বলেন, উক্ত রাবী (আমর বিন আউস) সিকাহ বা বিশ্বস্ত। ইমাম বুকারী, ইমাম আবু নুঈম (রাহিমাহুল্লাহ আলাইহি) ও তাকে সিকাহ বলেছেন।[১] শুধু তাই নয় আল্লামা ইবনে হাযার আসকালানী (রাহিমাহুল্লাহ আলাইহি) উক্ত রাবীকে বিশ্বস্ত বলে উল্লেখ করেছেন।[২]

বুঝা গেল উক্ত রাভী সিকাহ ইমাম যাহাবী তার সম্পর্কে পরিচিত নয় বলে আর কারো নিকট পরিচিত হবে না এমনটি নয়। অথচ ইমাম যাহাবী তাকে মিথ্যাবাদী বলেননি।[৩]

অতএব হাদিসটি নি:সন্দেহে সহিহ হওয়ার যোগ্যতা রাখে, আর উক্ত হাদিসটি, আমল ও আহকাম সমর্কিত নয় তাই 'হাসান' হলেও মানতে বিশ্বাস করতে অসুবিধা নেই।

আদম (আলাইহিস সালাম) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ওসিলায় পরীক্ষায় সফল হওয়ার হাদিস সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনা ঃ

"হাদীসের নামে জালিয়াতি" বইয়ের ২৪৭-২৪৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত উক্ত হাদিসকে জাল প্রমাণ করার অনেক অপচেষ্টা চালিয়েছেন। উক্ত হাদিসকে "আমি আপনাকে সৃষ্টি না করলে কিছুই সৃষ্টি করতাম না" হাদিস প্রসঙ্গে ১ নং হাদিস হিসেবে বিস্তারিত দলীল

খ. আল্লামা ইবনে হাজার হায়সামী : শরহে শামায়েল : ১/১৪২ পৃ.
গ. আল্লামা শায়খ ইউসুফ নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ২/১৪২ পৃ.
ঘ. আল্লামা ইবনে হাইয়্যান : তবকাতে মুহাদ্দিসীন : ৩/২৮৭ পৃ.
ঙ. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী : লিসানুল মিযান : ৪/৩৫৪ পৃ. রাভী : ১০৪০
চ. ইমাম তকী উদ্দিন সুবকী : সিফাউস সিকাম : ২৮২ পৃ.
ছ. ইমাম কুস্তালানী : মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া : ১/১৮ পৃ.
জ. ইমাম যুরকানী : শরহুল মাওয়াহেব : ১/৭৬ পৃ.

১ ইমাম মিয্যী, তাহযীবুল কামাল ফি আসমা রিজাল : ১৪/১৭৭ : রাবী : ৪৯১৩
২ ইবনে হাজার আসকালানী : তাকরীবুত তাহযীব : ১/৪৩৬
৩ ইমাম যাহাবী : মিযানুল ইতিদাল : ১/২৪৬ : রাবী : ৬৩৩০

উল্লেখ করেছি। তবে সনদ পর্যালোচনা করি নি। হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) যখন অনভিপ্রেত হলেন তখন তিনি বললেন- يا رب اسألك بحق محمد لما غفرت لى অর্থাৎ- আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে বললেন, হে প্রভু! আমি হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হক্কের ওসিলায় আপনার নিকট প্রার্থনা করছি আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আল্লাহ তায়ালা বললেন, তুমি তাকে কিভাবে চিনলে? আদম (আলাইহিস সালাম) বললেন আরশের পায়ায় আপনার নামের পাশে তার নাম দেখেই বুঝেছি যে, তিনি আপনাকে সে তোমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। আল্লাহ তা'য়ালা বললেন, فقال الله صدقت يا ادم انه لاحب الخلق الى ادعنى بحقه فقد غفرت لك ولولا محمد ماخلقتك- "হে আদম! তুমি সত্য বলেছ। তিনি আমার কাছে সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে প্রিয়। আমি তোমাকে ক্ষমা করেছি এবং জেনে রেখ হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে সৃষ্টি না করলে তোমাকে সৃষ্টি করতাম না।

ইমাম হাকিম নিশাপুরী (রাহিমাহুল্লাহ আলাইহি) তাঁর মুস্তাদরাক হাকিম ২য় খন্ডের হাদিস নং ৪২২৮ এ বলেন, হাদিসটির সনদ সহিহ, তাই বুঝা গেল তার মতে সনদের সমস্ত রাবী সিকাহ। অপরদিকে উক্ত হাদিসটির ব্যাপারে ইমাম হাকেমের রায় সহিহ বা বিশুদ্ধ বলে যারা অভিহিত করেছেন তারা হলেন :

১. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি : খাসায়েসুল কোবরা : ১/১২ হাদিস : ১২ এ তিনি ইমাম হাকেমের রায়কে গ্রহণ করেছেন।

২. আল্লামা শায়খ ইউসুফ নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ২/১১৪ পৃ.

৩. তার আরেক গ্রন্থ হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন এর ৭৯৫ পৃষ্ঠায় এবং অপর আরেক গ্রন্থে আনওয়ারে মুহাম্মাদিয়া : ৯-১০ পৃষ্ঠায়, শাওয়াহিদুল হক্ব ১৩৭ পৃষ্ঠায়, তার আরেক গ্রন্থ আফদ্বালুস সালাত : পৃ-১১৭ এর মধ্যেও ইমাম হাকিম (রাহিমাহুল্লাহ) এর সহিহ হওয়ার মতকে গ্রহণ করেছেন।

৪. ইমাম কুস্তালানী (রাহিমাহুল্লাহ আলাইহি) তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ মাওয়াহেবে লাদুন্নীয়ার প্রথম খন্ডের ঃ২ পৃষ্ঠায় ইমাম হাকেমের রায়কে গ্রহণ করেছেন।

৫. আল্লামা ইবনে হাযার হাইসামী : তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ শরহে শামায়েল ১/১১৫ পৃষ্ঠায় ইমাম হাকেমের মত গ্রহণ করেছেন।

৬. ইমাম যুরকানী : তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ শরহে মাওয়াহেবে লাদুন্নীয়া : ১/৬২ পৃঃ ইমাম হাকেমের মতামতকে গ্রহণ করেছেন।

রিযাল শাস্ত্রবিদদের অন্যতম আল্লামা আযলূনী (রাহিমাহুল্লাহ) তার কাশফুল খাফা এর দুই স্থানে ইমাম হাকেমের রায়কে গ্রহণ হাদিসটিকে করে বর্ণনা করেছেন। যেমন :

কাশফুল খাফা : ১/৪৬ : এবং ২/২১৪ পৃষ্ঠায়। আর আলোচ্য তিন ওহাবীর বইয়ের মধ্যেও অসংখ্য পৃষ্ঠায় দলীল হিসেবে তার রায়কে গ্রহণ করেছেন।

৮. আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী : তাফসীরে রুহুল বায়ান এর ২/৩৭০ পৃষ্ঠায় ইমাম হাকেমের সূত্রে সহিহ বলে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন।

৯. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : মাওয়ারিদুর রাবী ফি মওলদুন্নবী : ১/১৮ পৃষ্ঠায় ইমাম হাকেমের রায়কে গ্রহণ করেছেন।

১০. এমনকি দেওবন্দীদের অন্যতম আলেম মাওলানা আশরাফ আলী থানবী সাহেব তার নশরুত্তীব গ্রন্থের ২৭ পৃষ্ঠায় ইমাম হাকেমের সহিহ মত গ্রহণ করে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন।

সুতরাং বুঝা গেল উক্ত হাদিসটিকে হক্কানী গ্রহণযোগ্য ইমামগণ সহিহ বলে গ্রহণ করে তাঁদের স্ব-স্ব কিতাবে বর্ণনা করেছেন। অপরদিকে কেবল ইমাম যাহাবী ইমাম হাকেমের উক্ত মতামতের বিপরীত মত পোষণ করেছেন। উক্ত বিপরীত মতামতের জবাবে বলতে চাই এত বড় বড় ইমামগণ উক্ত হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন তাই একক মতামতকে গ্রহণ করা হবে না। আর যাহাবী একটি কারণ উল্লেখ করেছেন তা হলো উক্ত হাদীসে আব্দুর রহমান ইবনু যাইদ ইবনু আসলাম(রহমাতুল্লাহি আলাইহি) দ্বঈফ। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) উক্ত রাবীকে সিকাহ বা বিশ্বস্ত বলে উল্লেখ করেছেন।[১]

অপরদিকে রবীঈ বিন সুলাইমান বলেন, ইমাম শাফেয়ী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) জনৈক এক ব্যক্তির প্রশ্নের সম্মুখীন হলো আব্দুর রহমান বিন যায়েদ বিন আসলাম কী তার পিতা হতে হাদিস বর্ণনা করতেন এবং বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফের সময় কি তিনি দুরাকাত নামায পড়াতেন? ইমাম শাফেয়ী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বললেন, হ্যাঁ।[২]

তাই বুঝা গেল উক্ত রাভী সিকাহ বলে ইমামদের সমর্থন পাওয়া যায়। আর অসংখ্য ইমামগণ হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন। তার দিকে লক্ষ্য করতে হবে।

অপরদিকে ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি, ইমাম ইবনে যওজী, ইমাম দায়লামী, নতুন অপর এক সূত্রে সহিহ সনদের হাদিস বর্ণনা করেছেন তবে তাদের উক্ত বর্ণনায় কিছুটা শব্দ পরিবর্তন রয়েছে, তা আমি "আপনাকে সৃষ্টি না করলে কিছুই সৃষ্টি করতাম না" হাদিস প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে প্রথম বর্ণনা হিসেবে উল্লেখ করেছি।

তারাবীহ'র নামায বিশ রাকাত সংক্রান্ত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণিত হাদীসের সনদ পর্যালোচনাঃ

১ ইমাম যাহাবী : মিযানুল ইতিদাল : ২/৫৬৪ : রাভী : ৪৮৬৮
২ আল্লামা যাহাবী : মিযানুল ইতিদাল : ২/৫৬৪ : রাভী : ৪৮৬৮

আহলে হাদিস নাসিরুদ্দিন আলবানী তার "সিলসিলাতুল আহাদিসুদ্ দ্বঈফাহ গ্রন্থের ২/৩৫ হাদিস নং ৫৬০ এ উক্ত হাদিসটিকে জাল প্রমান করতে ব্যস্ত হয়ে জাল হওয়ার কোন নির্ভরযোগ্য প্রমান উল্লেখ করতে না পেরে সে হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)এর তাহাজ্জুদ নামাযের হাদিসের বিরোধী বলে সনদটিকে জাল বলে আখ্যা দিয়েছেন। হাদিসটি হল :

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَالْوِتْرَ»

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রমযান মাসে জামাত ব্যতীত ২০ রাকাত নামায পড়তেন এবং বিতির পড়তেন।"[১]

আহলে হাদিস আলবানী উক্ত হাদীসের 'আবু শায়বাহ ইব্রাহীম' নামক রাবী নিয়ে তার আপত্তি। আল্লামা ইবনে হাযার হাইসামী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) উক্ত হাদিসটির সনদ সম্পর্কে বলেন-

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ أَبُو شَيْبَةَ إِبْرَاهِيمُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

-"উক্ত হাদিসটি ইমাম তাবরানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর মু'জামুল কবীর ও মু'জামুল আওসাত গ্রন্থে বর্ণনা করেন, উক্ত হাদীসে 'আবু শায়বাহ ইব্রাহীম' হাদিস বর্ণনার

১ ক. ইমাম আবি শায়বাহ : আল মুসান্নাফ : ২/১৬৪ পৃ : ২২৭ নং অধ্যায় হাদিস নং- ৭৬৯২ মাকতুবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সৌদি আরব,ইমাম তাবরানী :মু'জামুল কবীর : ১১/৩৯৩ পৃ. : হাদিস : ১২১০২,ইমাম হুমাইদী : আল মুন্তাখাবুল মিনাল মুসনাদ : পৃ: ৬৫৩,বায়হাকী : সুনানে কোবরা : ২/৪৯৫ পৃ, : হাদিস : ৪৩৯২,খতিবে বাগদাদী : আল মাওয়াযিঈ : ১/৩৮৭পৃ.ইমাম আদি : আল কামিল : ১/২৪০ পৃ:ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউদ যাওয়ায়েদ : ৩/১৭২ পৃ:যাহাবী : যাওয়ায়েদুল মাআয়ামিন : ১/১০৯ পৃ:আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী : ফতহুল বারী শরহে বুখারী : ৪/২৫৪ পৃ: হাদিস : ২১৩,মানাবী : আল মুন্তাখাবুল মিনাল ফাওয়াইদ : ২/২৬৮,তাবরানী : মু'জামুল আওসাত : ১/২৪৩ পৃ. হাদিস : ৭৯৮,আবুল হাসান নুআলী : হাদিসাহ : ১/১২৭ পৃ: আলবানী : সিলসিলাতুল আহাদিসুদ্-দ্বঈফা : ২/৩৫ পৃ. : হাদিস : ৫৬০,ইমাম তাবরানী : মু'জামুল আওসাত : ৫/৪২৪ পৃ. হাদিস : ৫৪৪০,ইমাম খতিবে বাগদাদ : তারিখে বাগদাদ : ৬/১১৩ পৃ.ইমাম ইবনুল আব্দুল বার : আত-তামহীদ : ৮/১১৫, পৃ.আসকালানী : ফতহুল বারী : ১/২০৩ পৃ. হাদিস : ২৫৭,সুয়ূতি : তানভীরুল হাওয়ালিক : ১/১০৮ পৃ. হাদিস : ২৬৩,যাহাবী : মিযানুল ই'তিদাল : ১/১৭০ পৃ. রাভী : ৯৮৫৫, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত,ইমাম সান-আনী : সবলুস-সালাম : ২/১০ পৃ. মিয্যী : তাহযীবুল কামাল : ২/১৪৯ পৃ. যায়লাঈ : নাসিবুর রাইয়্যাহ : ২/১৫৩পৃ. ইমাম যুরকানী : শরহে আলা মুওয়াত্তা : ১/৩৪২পৃ. ও ১/৩৫১পৃ., আযীমাবাদী : আওনুল মা'বুদ : ৪/১৫৩ পৃ. মোবারকপুরী : তুহফাতুল আহওয়াজী : ৩/৪৪৫ পৃ.,আসকালানী : লিসানুল মিযান : ৩/২৪২পৃ. ইমাম আদি : আল-কামিল : ১/২৪০ পৃ.

ক্ষেত্রে দুর্বল রাবী।"[১] ইমাম হাইসামী তার উক্ত গ্রন্থের অনেক স্থানে তাকে দুর্বল বলেছেন,তবে মিথ্যাবাদী কেউ বলেছেন বলে তিনি উল্লেখ করেননি।[২]

আলবানীর পূর্বে আজ পর্যন্ত কোন মুহাদ্দিস হাদিসটির সনদকে জাল বলেছেন বলে তার প্রমাণ স্বয়ং আলবানীই দিতে পারেন নি। অপরদিকে ইমাম বায়হাকী (রহ.) উক্ত রাবি দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন।[৩] ইমাম আবু হাতেম (রহ.) বলেন, উক্ত রাবী দ্বঈফ বা দুর্বল, আবু আহমদ হাকিম বলেন, তিনি মজবুত রাভী নয়।[৪]

তাই বলা যায় উক্ত রাভী জাল বা বানোয়াট হাদিস বানানোর কোন অভিযোগ নেই যা আলবানী পর্যন্ত দেখতে পারেননি পারবেও না ইনশাআল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত। আল্লামা ইবনে হাযার আসকালানী বলেন একক 'আবি শায়বাহ' রাবি হিসেবে দুর্বল বর্ণনাকারী।[৫]এই রাবীটি শুধুই দুর্বল কেননা আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) বলেন- متفق على ضعفه -"উক্ত রাভী দুর্বল হওয়ার উপরে সকলেই ঐকম্যত পোষন করেছেন।"[৬]

আহলে হাদীসের গুরু নাসিরুদ্দিন আলবানী উক্ত হাদিসটিকে মওদ্বু, জাল বা বানোয়াট প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়ে সর্বশেষে বলেন, উক্ত হাদিসটি নাকি সহিহ হাদীসের মুখালিফ (বিপরীত) আর সে হাদিসটি হল হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত তিনি বলেন-

ما كان النبى صلى الله عليه وسلم يزيد فى رمضان ولافى غيره على إحدى عشرركعة – رواه الشيخان

-"হুযুর (সাঃ) রমযান ও রমযানের বাইরে এগার রাকাত থেকে বেশী পড়তেন না।"[৭]

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ লক্ষ্য করুন, এখানে উক্ত হাদিস দ্বারা তাহাজ্জুদ নামাযের কথা বুঝিয়েছেন তা না হলে হযরত আয়েশা (রাঃ) কেন বললেন, رمضان ولافى غيره যে রমযান মাসে এবং অন্য সময়ে। এখন আহলে হাদিসদের কাছে প্রশ্ন যে তারাবীহ নামায কী রমযান মাস ছাড়াও অন্য মাসে পড়া হয়? তাহলে তোমাদেরও পড়তে হবে।

১ আল্লামা ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউদ যাওয়াইদ : ৩/১৭২ পৃ: হাদিস ঃ ৫০১৮
২ আল্লামা ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউদ যাওয়াইদ : ৩/১৭২পৃ. ১/১৬৯পৃ. ২/১৪০পৃ. ২/১৮৯পৃ. ২/২৪৬পৃ. ৩/৬পৃ. ৩/১৭২পৃ. ৪/৪৬পৃ. ৪/১৫৩পৃ. ৪/২৪৫পৃ.
৩ ইমাম বায়হাকী : আস সুনানে কোবরা : ২/৪৯৬ পৃ: অধ্যায় : রাসূল (ﷺ) এর রমযান মাসের রাতের নামাযের সংখ্যা।
৪ ইমাম যাহাবী : মিযানুল ই'তিদাল : ৪/৪৬১ পৃ: রাভী : ৯৮৫৫
৫ ইমাম আসকালানী : ফতহুল রাভী শরহে বুখারী : ৪/২৫৪ পৃ: হাদিস : ২০১৩
৬ মোল্লা আলী ক্বারী : মেরকাত : ৩/৩৪৫ পৃ. হাদিস : ১৩০৩
৭. বুখারী, আস্-সহীহ, হাদিস নং ২০১৩

দ্বিতীয়ত : উক্ত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় বিতির নামায তিন রাকাত, আহলে হাদিসদের কাছে প্রশ্ন, যে আপনারা কেন বিতর এক রাকাত পড়েন? জবাব দিন।

তৃতীয়ত : উক্ত হাদিসটি ইমাম বুখারী, মুসলিম সহ অন্যান্য প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণ তারাবীহ নামাযের অধ্যায়ে সংকলন করেননি তারা করেছেন "বাবুল কিয়ামুল লাইল" অর্থাৎ রাসূল (ﷺ) এর রাতের নামায, তাই আমি আহলে হাদিসদেরকে এবং আলবানীর উদ্দেশ্যে বলতে চাই তাহলে কী আপনারা ইমাম বুখারী ও মুসলিমসহ হক্কানী মুহাদ্দিসগণের চাইতে বেশী জ্ঞানের অধিকারী হয়ে গেছেন? নাউযুবিল্লাহ। হাদিসটি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের বিরোধী নয় বরং এটা তাহাজ্জুদ নামাযের হাদিস এবং বিতিরের। ইমাম বুখারী (রহ.) সহ সকল মুহাদ্দিস ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহ.)'র সূত্রে হাদিসটি সংকলন করেছেন। আর ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহ.) হযরত আয়েশা (রাঃ) হাদিসটি তাঁর গ্রন্থেও এ অধ্যায় সংকলন করেন -

باب صلاة النبى صلى الله عليه وسلم من الليل و وتره-

-"রাসূল (ﷺ) এর রাতের নামায (তাহাজ্জুদ) ও বিতরের নামাজের অধ্যায়।"[১]

এ হাদিসের ব্যাপারে সর্বশেষ বক্তব্য ঃ

এ হাদিসের ব্যাপারে আমার সর্বশেষ বক্তব্য হলো হাদিসটি 'হাসান'। এমনকি এ ব্যাপারে বাংলাদেশের অন্যতম আহলে হাদিস আবুল কালাম আযাদ তাঁর তাক্বলীদ গ্রন্থে হাদিসটিকে 'হাসান' বলেছেন।

ওযু থাকা অবস্থায় ওযু করা নূরের উপরে নূর হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা

হাদিসটি ইমাম গায্যালী (রহ.) 'ইহইয়াউল উলুমুদ্দীন' গ্রন্থে সনদবিহীনভাবে বর্ণনা করেছেন। অপরদিকে শায়খ আবদুল কাদের জিলানী(রহ.) তাঁর সিররুল আসরার গ্রন্থেও সনদ বিহীনভাবে বর্ণনা করেছেন। অধমের বিশ্বাস যে, তাদের অবশ্যই সনদ জানা ছিল তার কারণ জাল হাদিস বলা লিখা জঘন্য গুনাহ তারা তা জানতেন।

তাই আল্লামা ইরাকী উক্ত হাদিস সম্পর্কে বলেন لم اقف عليه অর্থাৎ উক্ত হাদিসটির ব্যাপারে আমি অবগত নই।[২]

হাদিসটি সম্পর্কে দুজন প্রসিদ্ধ ওলীই অবগত আছেন। ইমাম সুয়ূতি ও আল্লামা আযলূনী (রহ.) এর সমর্থনে একটি হাদিস সংকলন করেছেন যেমন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত যে,- من توضا على طهر كتب له عشر حسنات

১ ইমাম আব্দুর রাজ্জাক : আল-মুসান্নাফ : ৩/৩৮ পৃ. হাদিস : ৪৭১১, মাকতুবায়ে ইসলামী, বয়রুত।
২ আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/৩০৩ হাদিস : ২৮৯৭

-"যে ব্যক্তি ওযু থাকা অবস্থায় ওযু করলো তার জন্য দশটি নেকী রয়েছে।"[১]

ইমাম সাখাভী ও আল্লামা আযলূনী (رحمة الله عليه) বলেন,

ابوداود ، والترمذی وابن ماجه ، عن ابن عمربه مرفوعا وضعيف الترمذی اسناده-

-"ইমাম আবু দাউদ, ইমাম তিরমিযী, ইমাম ইবনে মাযাহ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (رضي الله عنه) এর মারফূ সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, তবে ইমাম তিরমিযীর সনদটিতে দুর্বলতা বিদ্যমান।"[২]

সুতরাং বুঝা গেল, ইমাম সাখাভী ও আল্লামা আযলূনী (رحمة الله عليه) এর বক্তব্য দ্বারা শুধু ইমাম তিরমিযীর সনদেই দুর্বলতা রয়েছে অন্য ইমামের সনদে নয়।

"তিনটি কারণে আরবীকে ভালবাসবে" হাদীসের তাত্ত্বিক আলোচনা

"হাদীসের নামে জালিয়াতি" বইয়ের ৫১৩ পৃষ্ঠায় লিখেন "এই কথাকে অধিকাংশ মুহাদ্দিস বানোয়াট ও মিথ্যা হাদিস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কেউ কেউ দ্বঈফ বা দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সনদ বিচারে কথাটি বানোয়াট বলেই বুঝা যায়।"

তার উক্ত মিথ্যা বক্তব্যের জবাবে বলতে চাই যে কোন মুহাদ্দিস উক্ত হাদিসটিকে জাল বলেছেন তাদের মূল ভাষ্য সহ উল্লেখ করতে হবে, অপরদিকে কোন রাভী উক্ত হাদীসের দ্বঈফ তা তিনি উল্লেখ করতে হবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) হতে হতে বর্ণিত রাসূল (ﷺ) বলেন-

أحِبُّوا العَرَبَ لِثَلاثٍ لأنّي عَرَبِيٌّ والقُرْآنُ عَرَبِيٌّ وكلامُ أهْلِ الجَنَّةِ عَرَبِيٌّ

-"তিনটি কারণে আরবীকে (আরবের লোকদের নয়) ভালবাসবে, আমি আরাবী, কুরআনের ভাষা আরবী এবং জান্নাতের ভাষা ভাষীও আরবী।"[৩]

১ ক.আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/৩০৩ : হাদিস : ২৮৯৭,সুয়ূতি : জামেউস সগীর : ২/৬২৫ : হাদিস : ৮৬০৭,তিরমিযী : আস সুনান : ১/৫২ : হাদিস : ৫৯,আবু দাউদ : আস্-সুনান : ১/৭২ : হাদিস : ৬২,ইবনে মাযাহ : আস সুনান : ১/৩৭২ : হাদিস : ৫১২,সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ৪৫৮ পৃষ্ঠা : হাদিস : ১২৬৪,বায়হাকী : সুনানে কোবরা : ১/১৬২ পৃ.আসকালানী : ফতহুল বারী : ১/২৩৪ পৃ.মোল্লা আলী ক্বারী : আসারুল মারফূআ : ৩৭৭ পৃ.খতিব তিবরিজী : মিশকাত : ১/৭৪ পৃ. হাদিস : ২৯৩, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত।

২ ক. ইমাম সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ৪৬৮ : হাদিস : ১১০১
খ. ইমাম আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/২১৭ : হাদিস : ২৪৪৬

৩ ক. হাকিম নিশাপুরী : আল-মুস্তাদরাক : ৪/৯৭-৯৮ পৃ. হাদিস : ৬৯৯৯,তাবরানী : মু'জামুল কবীর : ১১/১৮৫পৃ. হাদিস : ১১৪৪১, বায়হাকী : শুয়াবুল ঈমান : ৩/৩৪ পৃ.হাদিস.১৩৬৪,ও ৩/১৬০পৃ.হাদিস,১৪৯৬, সুয়ূতি : লা-আলীল মাসনূ : ১/৪৪২ পৃ. সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ৪৫-৪৬ পৃ. হাদিস : ৩১,আযলূনী : কাশফুল খাফা : ১/৪৮ : হাদিস : ১৩৩, সুয়ূতি : জামেউস সগীর : ১/৪০ পৃ.

ইমাম সাখাভী, ইমাম হাইসামী ও ইমাম আযলূনী (رحمة الله عليه) বলেন, উক্ত সনদে একজন রাবী দ্বঈফ রয়েছেন। আমি বলবো নির্দ্বিধায় এ সনদটিকে 'হাসান' পর্যায়ের হাদিস বলা যেতে পারে,কেননা হাদিসটির আরও একাধিক সনদ রয়েছে।[১]

এ ব্যাপারে আরও একটি সনদের হাদিস পাওয়া যায় হযরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে এভাবে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَا عَرَبِيٌّ، وَالْقُرْآنُ عَرَبِيٌّ، وَلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ»

-"আমি আরাবি ভাষী, কুরআন আরবী ভাষায় এবং জান্নাতের ভাষাও আরবী হবে।"[২] ইমাম হাইসামী 'আবদুল আযিয বিন ইমরান' রাবীর কারনে সনদটিকে দ্বঈফ বলেছেন।[৩] তবে তিনি উক্ত রাবির ব্যাপারে তাঁর উক্ত কিতাবের অন্যস্থানে বলেন 'ইমাম ইবনে হিব্বান তাকে তাঁর সিকাহ গ্রন্থে সিকাহ রাবির তালিকায় অর্ন্তভুক্ত করেছেন।'[৪] ইমাম আযলূনী (رحمة الله عليه) বলেন- وهو مع ضعفه اقوى من حديث ابن عباس-"উক্ত দ্বঈফ বা দুর্বল সনদের দ্বারা হযরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) এর সনদ কে শক্তি শালী করেছে।"[৫] ইমাম হাকিম নিশাপুরী (رحمة الله عليه) হাদিসটির তিনি নিজেই দুটি সনদ বর্ণনা করেছেন। তাই সর্বশেষ ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতি (رحمة الله عليه) সঠিক সমাধান দেন যে- هذا حديث صحيح - 'উক্ত হাদিসটি সহিহ।' তাই আমরা কি ইমাম সুয়ূতির মত মুজাদ্দেদের রায় মানব? না আহলে হাদিস আলবানীর? যে উক্ত হাদিসটি সরাসরি তার দ্বঈফাহ গ্রন্থের ১/২৯৩ পৃষ্ঠায় হাদিস নং ৩৬০ এ মওদ্বু বা জাল বলে উল্লেখ করেছেন।

হাদিস : ২২৫, তাবরানী : মু'জামুল আওসাত : ৫/৩৬৯পৃ. হাদিস, ৫৫৮৩, ইমাম উকাইলী : আদ্-দ্বঈফাউল কাবীর : ৩/৩৪৮পৃ. ক্রমিক. ১৩৮০,হায়সামী : মাযমাউদ যাওয়ায়েদ : ১০/৫২ পৃ.হাদিস,১৬৬০০, মুত্তাকী হিন্দী : কানযুল উম্মাল : ১২/৪৪ পৃ. হাদিস : ৩৩৯২২, ইবনে আসাকীর : তারীখে দামেস্ক : ১/২৩০ পৃ. ও ১/৩৪পৃ. ইমাম মাকদেসী : সিফাতুল জান্নাত : ১/৭৯ পৃ. আল্লামা ওয়াহেদী : আত-তাফসীরে ওয়াহেদী : ১/৮১ পৃ., শায়খ ইউসুফ নাবহানী, ফতহুল কাবীর, ১/৪৬পৃ. হাদিস,৩৫০, যাহাবী, তারীখুল ইসলাম, ৫/৬৪৯পৃ. ক্রমিক.৩১৬, ইবনে হাজার আসকালানী, লিসানুল মিযান, ৫/৪৬৬পৃ. ক্রমিক. ৫২৮০, সুয়ূতি, জামেউল আহাদিস ঃ ১/৪৪৭পৃ. হাদিসঃ৭১৪, যওজী, আল-ইল্ললুল মুতনাহিয়্যাহ, ৬/৪২৬পৃ. হাদিস.২৬৪১,ও কিতাবুল মওদ্বুআত,২/২৯২পৃ.ক্রমিক.৮৫৯,আবু নুঈম ইস্পাহানী,ছিফাতুল জান্নাত, ১/৬১পৃ. হাদিস : ১৩৪,ও ২/১১২পৃ. হাদিস,২৬৮, ইমাম জুনাইদ বাজলী দামেস্কী, ফাওয়াইদু তামাম, ১/৬১পৃ. হাদিস,১৩৪

১ ক. আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ১/৪৮ : হাদিস : ১৩৩
খ.হাইসামী.মাযমাউয-যাওয়াইদ,১০/৫২পৃ.হাদিস.১৬৬০
গ. ইমাম সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ৪৫-৪৬ পৃ হাদিস : ৩১

২ ইমাম তাবরানী : মু'জামুল আওসাত : ৯/৬৯ পৃ.: হাদিস : ৯১৪৭, হাইসামী, মাযমাউয যাওয়াইদ, ১০/৫৩পৃ. হাদিস, ১৬৬০৩,

৩ ইমাম হাইসামী,মাযমাউয যাওয়াইদ,১০/৫৩পৃ.হাদিস,১৬৬০৩,

৪ ইমাম হাইসামী,মাযমাউয যাওয়াইদ,১/১৯৩পৃ.হাদিস,৯৩৪

৫ আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ১/৪৮ : হাদিস : ১৩৩

আমার উম্মতের আলেমগণ বনী ইসরাঈলের নবী তুল্য হাদিসের গ্রহণযোগ্যতা প্রসঙ্গে আলোকপাতঃ

প্রচলিত তাবলীগ জামাতের অনুসারীদের মুখে উক্ত জাল হাদিসটি অধিকাংশ সময় বলতে শুনা যায়। তারা তাবলীগ করার ফযীলত বর্ণনা করতে গিয়ে উক্ত জাল হাদীসের আশ্রয় নেন। অপরদিকে তাবলীগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইলিয়াস মেওয়াতি সাহেব তার মালফুযাতে ইলিয়াছ গ্রন্থের ৫০ নং মালফুযাতে (উর্দু) নিজেকেই নবীর মত আল্লাহ প্রেরণ করেছেন বলে দাবী করেছেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে হলে আমার ওস্তাদ আল্লামা মুফতি আলী আকবর (মা.জি.আ.) কৃত "প্রচলিত তাবলীগ জামাতের স্বরূপ উন্মোচন" গ্রন্থটি দেখুন। অপরদিকে তার (ইলিয়াছ) অনুসারীরা উক্ত কুফুরী বাক্যকে এ জাল হাদিস দিয়ে ধামাচাপা দিতে চায়। উক্ত হাদিসটি হল :

عُلَمَاءُ أُمَّتِي كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ

-'আমার উম্মতের আলেমগণ বনী ইসরাঈলের নবীদের ন্যায়। উক্ত হাদিসটি সম্পর্কে আল্লামা আযলূনী (রহ.) বলেন-

قال السيوطي في "الدرر": لا أصل له، وقال في "المقاصد": قال شيخنا -يعني ابن حجر-: لا أصل له، وقبله الدميري والزركشي،وزاد بعضهم: ولا يعرف في كتاب معتبر،-

-"ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহ.) তার দুররুল মুনতাসিরাহ গ্রন্থে বলেন উক্ত হাদিসটির কোন ভিত্তি নেই। 'মাকাসিদুল হাসানা' প্রণেতা ইমাম সাখাভী (রহ.) বলেন আমার শায়খ অর্থাৎ-আল্লামা ইবনে হাযার আসকালানী (রহ.) বলেন, উক্ত রেওয়ায়েতটির কোন ভিত্তি নেই, তার উক্ত মতামত ইমাম দামেরী ও আল্লামা মুহাদ্দিস যারকশী (রহ.) গ্রহণ করেছেন এবং তাদের কেউ কিছুটা শব্দ বৃদ্ধি করে বলেন, উক্ত হাদিসটি কোন গ্রহণযোগ্য মজবুত কিতাবে আছে বলে জানা নেই।"[১]

উক্ত হাদিস সম্পর্কে যারকশী বলেন 'হাদিসটির ভিত্তি আছে বলে আমি পরিচিত নই।'[২] ইমাম সুয়ূতি বলেন "হাদিসটির কোন ভিত্তি নেই"।[৩] আল্লামা ইবনে হাযার মক্কী (রহ.) তাঁর 'ফতোয়ায়ে হাদীসিয়্যাহ' গ্রন্থের ২০৪ পৃষ্ঠায় বলেন হাদিসটির কোন ভিত্তি নেই। শুধু তাই নয় উক্ত হাদিসটি সম্পর্কে আলবানী বলেন 'ভিত্তিহীন'।[৪]

সে আরও লিখেছে-

১ ইমাম আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/৬০ : হাদিস : ১৭৪২
২ ক. যারকশী,আত্-তাযকিরাহ ফি আহাসিুল মুশতাহিরাহ,১/১৬৬পৃ.
৩ ইমাম সুয়ূতি,আদ্দরুল মুনতাসিরাহ,১/১৪৮পৃ.হাদিস,২৯৪,
৪ আলবানী,সিলসিলাতুল আহাদিসুদ-দ্বঈফা, ১/৪৮১ পৃষ্ঠা.হাদিস.৪৬৬

لا إصل له باتفاق العلماء

-"সমস্ত হক্কানী ওলামায়ে কেরাম একমত পোষন করেছেন যে, এটির কোন ভিত্তি নেই।" শুধু তাই নয় আহলে হাদিসদের ইমাম শাওকানী তার 'ফাওয়াইদুল মওদ্বুআত' গ্রন্থের ২৮৬ পৃষ্ঠায় বলেন "ইবনে হাযার আসকালানী ও যারকশী হাদিসটির ভিত্তি নেই বলে উল্লেখ করেছেন।"

হাদিসটি বিখ্যাত তাফসীরকারক আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী (রহ.) তাঁর তাফসীরে রুহুল বয়ানের অনেক স্থানে বিনা সনদে বর্ণনা করেছেন। তাই অনেকে উক্ত কিতাবের উপর নির্ভর করে হাদিসটি প্রচার করেন।[১] তাদের এ উক্ত প্রচার ও ধারণা ভুল,কেননা অসংখ্য আলেমগণ ঐক্যমত্য পোষণ করেছেন হাদিসটি জাল। আর আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী তো বলেননি যে হাদিসটি সহিহ, 'হাসান', দ্বঈফ তাই কিভাবে আমরা সিদ্ধান্ত নিব সনদটি গ্রহণযোগ্য।

জানাযার নামাযের পর দোয়া করার ব্যাপারে প্রসঙ্গে

জানাযার নামাযের পর সম্মিলিতভাবে মুনাজাত আবহমান কাল ধরে চলে আসা একটি উত্তম আমল। এটি কুরআন হাদিস সমর্থিত উত্তম আমল হওয়া সত্ত্বেও একশ্রেণির লোকদের বিরোধিতা করতে দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে এ নিয়ে তারা বাড়াবাড়ি করে। এমনকি জানাযা পরিমন্ডলে ঝগড়া-বিবাদ করতেও দ্বিধাবোধ করে না। ফলে সাধারণ মুসল্লিরা পড়ে যায় বিভ্রান্তির ভেড়াজালে। অধিকাংশ লোকের কাছে বিষয়টি অস্পষ্ট বিধায় প্রতিবাদ করতেও ভয় পায়। তাই হাদিসের আলোকে উক্ত বিষয়ে পাঠক সমীপে কিছু দলীল উপস্থাপনের ইচ্ছা পোষণ করলাম। আশা করি বিরুদ্ধবাদীরাও সঠিক দিকনির্দেশনা পেয়ে যাবেন। আমি এ বিষয়টি আমার এক বন্ধুর পরামর্শে এখানে সংযোজন করেছি।

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর তার আরেকটি গ্রন্থ "ইহইয়াউস সুনান" এর ৩৬৩ পৃষ্ঠায় বলেন, "জানাযার নামাযের পর দোয়ার ব্যাপারে সহিহ, দ্বঈফ ও মওদ্বু কোন সনদেও এ ধরনের হাদিস বর্ণিত হয়নি।" অপরদিকে চট্টগ্রামের মেখল মাদরাসার মুহতামিম মুফতী ইব্রাহীম খাঁন তার নিকৃষ্ট গ্রন্থ "শরীয়ত ও প্রচলিত কুসংস্কার" বইয়ের ৯৯ পৃষ্ঠায় লিখেন, জানাযার নামাযের পর দোয়া করা মাকরূহে তাহরীমী এবং দোয়া করলে নাকি কবীরা গুনাহ হবে। নাউযুবিল্লাহ! শুধু তাই নয়, তিনি আরো লিখেছেন, এ প্রচলিত মোনাজাত হুযুর (সা.) এর যমানায় এবং সাহাবা, তাবেয়ীন, তাবে-

১ আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী,তাফসীরে রুহুল বায়ান,১/২৪৮পৃ. সূরা বাক্বারা, আয়াত.১৪৩,ও ১/২৪৯পৃ. সূরা বাক্বারা,ও ৩/২৫৫পৃ. সূরা আ'রাফ,আয়াত.১৫৬,ও ৪/৬০পৃ.সূরা ইউনূস,৬৪,ও ৪/৩৭৬পৃ. সূরা রা'দ, আয়াত.৩১, ও ৫/৩৭৫পৃ.সূরা ত্বহা.আয়াত.১৯, ও ৫/৪৬৬পৃ.সূরা আম্বিয়া, আয়াত.২৪,ও ৯/২১১পৃ. সূরা নজম,আয়াত.২

তাবেয়ীনদের যমানায় ছিল না। নাউযুবিল্লাহ! সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! তাদের যমানায় ছিল কি ছিল না সামনে অসংখ্য হাদীসে পাক দেয়া হবে তা পড়লেই বুঝতে পারবেন। তাদের জবাবে কিছু সহিহ গ্রহণযোগ্য হাদিস উল্লেখ করতে চাই। এ ব্যাপারে আমাদের সম্মানিত উলামায়ে কিরাম অনেক বই প্রকাশ করেছেন, কিন্তু তারা এ বিষয়ে মাত্র অল্প কিছু হাদিসই উল্লেখ করেছেন। তার কারণে আমি কিছু হাদিস এ বিষয়ে উল্লেখ করলাম যাতে করে পাঠকবৃন্দ উপকারীতা লাভ করতে পারেন।

দলীল নং- ১-৩৪

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ، فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ»

-"হযরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ ফরমান : যখন মৃত ব্যক্তির উপর জানাযার নামায পড়ে ফেলবে অত:পর তার জন্য খাস করে দোয়া কর।"[১]

[১] ক.ইবনে মাযাহ : আস-সুনান : কিতাবুল জানায়েজ : ১/৪৮০ পৃ. : হাদিস : ১৪৯৭, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত,আবি দাউদ : আস্-সুনান : কিতাবুল জানায়েজ : ৩/৫৩৮ পৃ. : হাদিস : ৩১৯৯, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত,ইবনে হিব্বান : আস সহীহ : ৭/৩৪৬পৃ.হাদিস.৩০৭৭,সুয়ূতি : জামেউস সগীর : ১/৫৮ পৃ. : হাদিস : ৭২৯, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত,খতিব তিবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ : ২/৩১৯ পৃ. : হাদিস : ১৬৭৪, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত,আলবানী : সহীহুল মিশকাত : হাদিস : ১৬৭৪ এ তিনি বলেন, হাদিসটি 'হাসান',বায়হাকী : আস-সুনানুল কোবরা : ৪/৪০ পৃ. দারুল মা'রিফ, বয়রুত, ইমাম নববী : রিয়াদুস সালেহীন : ৩১০-৩১১ প. হাদিস : ৯৩৭,ইমাম তাবরানী : কিতাবুদ-দোয়া : ৩৬২ পৃ. হাদিস : ১২০৫-১২০৬,দায়লামী,আল-ফিরদাউস,৩/৩১৯পৃ.হাদিস,২২৭৫,ইমাম ইবনে কুদামা : আল-মুগনী : ২/১৮১ পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত,মোবারকপুরী : তুহফাতুল আহওয়াজী : ৪/৯৫ পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত,ইমাম নববী : আজ-আজলূ : ৫/১৯২ পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত,আহলে হাদিস নাওয়াব সিদ্দক হাসান খাঁন ভূপালী : আওনুল বারী : ৩/৩০০ পৃ. মিশর হতে প্রকাশিত,শাওকানী : নায়লুল আউতার : ৪/১০৫ পৃ. দারুল জলীল, বয়রুত,ইমাম মিযী : তুহফাতুল আশরাফ বি মা'রিফাতুল আতরাফ : ১০/৪৭২ পৃ. হাদিস : ১৪৯৯৩, ইমাম নববী : ফতহুর রব্বানী : ৭/২৩৮ পৃ. মিশর হতে প্রকাশিত,মোল্লা আলী ক্বারী : মিরকাত : ৩/২৪৮ পৃ. হাদিস নং-১৬৭৪, শাওকানী : তুহফাতুল মুহতাজ : ১/৫৯৪ পৃ. হাদিস : ৭৮৬, ইমাম তাবারী : গায়াতুল আহকাম : ৩/৫৫৭ পৃ. হাদিস : ৬৮১৬, শায়খ আব্দুল হক্ব মুহাদ্দেস দেহলভী : আশিয়াতুল লুমআত : হাদিস : ১৬৭৪, ইবনুল আছির, জামিউল উসূল, ৬/২১৯পৃ. হাদিস:৪৩১১, নাওয়াবী, খুলাসালাতুল আহকাম, ২/৯৭৮পৃ. হাদিস.১৪৯৯৩, ইমাম ইবনুল মুলাক্কিন, বদরুল মুনীর, ৫/২৬৯পৃ. ইবনে হাজার আসকালানী, ইত্তিহাফুল মুহরাহ, ১৪/৭৪৭পৃ. হাদিস,১৮৬৩৫,ও ১৫/২৮পৃ. হাদিস, ১৮৭৯৬,ও ১৬/১৯০পৃ. হাদিস,২০৬২৫,আসকালানী, তালখিসুল হবির, ২/২৮৮পৃ. ক্রমিক.৭৬৯,ও ২/২৪৭পৃ. ক্রমিক.৭৭০, শায়খ ইউসুফ নাবহানী, ফতহুল কাবীর, ১/১২২পৃ. হাদিস.১২৩৯,ও ১৫/৫৮৩পৃ. হাদিস, ৪২২৭৯, সুলাইমান ফাসী, জামিউল ফাওয়াইদ, ১/৪২৮পৃ. হাদিস,২৫৩৮, আহলে হাদিস আলবানী, ইরওয়াউল গালীল, ৩/১৭৯পৃ. হাদিস,৭৩২, সহিহুল জা'মে, হাদিস,৬৬৯, তিনি বলেন সনদটি 'হাসান'।

উক্ত হাদিসে রাসুল (ﷺ) বলেছেন فَأَخْلِصُوا- "অত:পর খাস (নির্দিষ্ট) করে দোয়া কর।" কালিমার প্রথমে فاء বর্ণ তা'কিবাতের (বিলম্ব ব্যতীত অন্যটা শুরু করা) জন্য এসে থাকে।

দরসুল বালাগাত প্রণেতা আল্লামা হাফনী নাসিফ বেগ (رحمه الله) বলেন, و عطف النسق يكون للاغراض التى تؤديها احرف العطف كالترتيب مع التعقيب فى "الفاء" و مع التراخى فى ثم- كذا درس البلاغة :৫৮ অর্থাৎ- عطف النسق দ্বারা বাক্যের হুকুমকে মুকাইয়্যাদ করা হয় এমন সব উদ্দেশ্য থাকে حرف عطف প্রকাশ করে। যেমন فاء হরফ দ্বারা ترتيب مع التعقيب তথা পরাগমন সহ বিন্যাস (একটি কাজের পর অবিলম্বে অন্যটা করা) এবং ثم হরফ দ্বারা ترتيب مع التراخى তথা বিলম্বসহ ধারাবাহিক বিন্যাস উদ্দেশ্য। (দরসুল বালাগাত-পৃ.৫৮পৃ.)

২. কাফিয়া প্রণেতা আল্লামা জালালুদ্দীন ইবনে হাযেব (رحمه الله) বলেন, الاول للجمع قالوا و للجمع مطلقا لا ترتيب فيه و الفاء للترتيب و ثم مثلها بمهلة و حتى مثلها- অর্থাৎ- অত:পর واو হরফটি ধারাবাহিকতা ব্যতীত সাধারণভাবে একত্রিত করণের জন্য ব্যবহৃত হয়। আর فاء হরফটি তরতীব তথা বিরামহীনভাবে ক্রমধারা (অত:পর একটা কাজেরপর দেরী ব্যতীত অন্যটা) বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। ثم ও তার মতে অবকাশ সহ বিরাম যুক্তভাবে ক্রমধারা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।

তাছাড়া অনূরূপ "ফা" হুরুফের বর্ণনা সম্পর্কে নুরুল আনোয়ার গ্রন্থে আল্লামা মোল্লা জিওন এবং আল্লামা সিরাজ উদ্দিন উসমান (رحمه الله) এর নাহু শাস্ত্রের বিখ্যাত কিতাব হেদায়াতুন নাহুতেও অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। তাই বুঝা গেল রাসূল (ﷺ) জানাযার নামাযের পরপরই দোয়া করার জন্য আদেশ করেছেন, আর যারা রাসূল (ﷺ) এর আদেশের বিপরীতে কথা বলে তাদের ঈমান আছে কিনা তাতে সন্দেহ রয়েছে। উক্ত হাদিসটি আহলে হাদিসদের তথাকথিত ইমাম আলবানী তার, সহীহুল মিশকাত এ উক্ত হাদিসটিকে "হাসান" বলেছেন।[১] এমনকি ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি তার জামেউস সগীরে 'হাসান' বলেছেন, ইবনে হিব্বান তাঁর 'সহিহ' গ্রন্থে সহিহ'র তালিকায় রেখেছেন। এ হাদিসের সনদটি সহিহ তাতে কোন সন্দেহ নেই,কিন্তু যদিও আহলে হাদিস আলবানী ভূয়া তাহক্বীক করে 'হাসান' বলেছেন। আলবানী সনদে 'মুহাম্মদ বিন ইসহাক বিন ইয়াসীর' রাবির কারণে সনদটি 'হাসান' বলেছেন। আমি বলবো তাঁর মধ্যে কোন দুর্বলতা নেই। তাঁর সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন- احد الائمة وثقة غير واحد الاعلام- "তিনি তৎকালিন বিখ্যাত লোকদের একজন অন্যতম

[১] ক. আহলে হাদিস আলবানী,ইরওয়উল গালীল,৩/১৭৯পৃ.হাদিস,৭৩২,সহিহুল জা'মে,হাদিস,৬৬৯,সহিহুল মিশকাত,তিনি বলেন সনদটি 'হাসান'।

ইমাম।[১] ইমাম দারেকুতনী বলেন-তিনি হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে সৎ ছিলেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলেন 'তার হাদিস সুন্দর। ইবনে মুঈন বলেন তিনি সিকাহ,আলী বিন মাদনী বলেন 'তার হাদিস আমার নিকট সহিহ',ইমাম শা'বী বলেন 'তিনি সত্যবাদী ছিলেন।'[২]

দলীল নং- ৩৫-৩৭

প্রসিদ্ধ ফকীহ ইমাম কামালুদ্দীন ইবনুল হুমাম (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর ফতোয়ার কিতাবে মুতার যুদ্ধের ঘটনায় উল্লেখ করেন-

عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَا: «لَمَّا الْتَقَى النَّاسُ بِمُؤْتَةَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْمِنْبَرِ وَكُشِفَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّامِ فَهُوَ يَنْظُرُ إِلَى مُعْتَرَكِهِمْ، فَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ فَمَضَى حَتَّى اسْتُشْهِدَ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَدَعَا وَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لَهُ، دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ يَسْعَى، ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَمَضَى حَتَّى اسْتُشْهِدَ، فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَدَعَا لَهُ وَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ فَهُوَ يَطِيرُ فِيهَا بِجَنَاحَيْنِ حَيْثُ شَاءَ» -

-"হযরত আবদুল জাব্বার বিন উমারাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তিনি হযরত আবদুল্লাহ বিন আবি বাকরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে তিনি বলেন-...অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার জানাযার নামাজ পড়লেন এবং তার জন্য দু'আ করলেন। লোকদেরকেও তার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করতে বললেন।"[৩]

দলীল নং- ৩৮-৪০

মুতার যুদ্ধে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবীর জানাযার নামাযের পর কী করলেন তা ইমাম বায়হাকী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) সুন্দর করে সহিহ সনদে এভাবে বর্ণনা দিচ্ছেন-

عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَمَّا قُتِلَ زَيْدٌ أَخَذَ الرَّايَةَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَجَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَحَبَّبَ إِلَيْهِ الْحَيَاةَ وَكَرَّهَ إِلَيْهِ الْمَوْتَ وَمَنَّاهُ الدُّنْيَا فَقَالَ: الْآنَ حِينَ اسْتَحْكَمَ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ تُمَنِّينِي الدُّنْيَا ثُمَّ مَضَى قُدُمًا حَتَّى اسْتُشْهِدَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعَا لَهُ وَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ فَإِنَّهُ شَهِيدٌ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ يَطِيرُ فِي الْجَنَّةِ بِجَنَاحَيْنِ مِنْ يَاقُوتٍ حَيْثُ يَشَاءُ مِنَ الْجَنَّةِ،

১ ক. যাহাবী,মিযানুল ই'তিদাল,৩/৪৬৮পৃ.ক্রমিক.৭১৯৭,
২ ক. যাহাবী,মিযানুল ই'তিদাল,৩/৪৬৮পৃ.ক্রমিক.৭১৯৭,
৩ ক. আল্লামা ইমাম কামালুদ্দীন ইবনে হুমাম : ফাতহুল ক্বাদীর : কিতাবুয জানাইয : ১/২৫৬ পৃ.
খ. আল্লা বদরুদ্দীন আইনী : উমদাদুল ক্বারী : ৮/২২ পৃ.
গ. আল্লামা ওয়াকেদী : কিতাবুযল মাগাজী : ২/২১০-২১১ পৃ.

-"হযরত আছিম বিন উমর বিন কাতাদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন-----অত:পর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার জানাযার নামায পড়লেন এবং তার জন্য দোয়া করলেন। তারপর বললেন তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য আল্লাহর দরবারে ইস্তিগফার কর, নিশ্চয় সে এখন শহীদ হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করেছে এবং ইয়াকুত ডানায় ভর করে জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা সেখানে উড়ে বেড়াচ্ছেন।"[১]

হাদিস নং-৪১

উক্ত বর্ণনাটি ইমাম ইবনে সা'দ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) ওফাত ২৩০ হি. বর্ণনা দিচ্ছেন এভাবে

فصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعَا لَهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَغْفِرُوا له وقد دخل الجنة ---- الخ

-"অত:পর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর জানাযার নামাজ আদায় করলেন এবং বললেন তোমরা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা বা দোয়া কর সে এখন জান্নাতে অবস্থান করছেন........।"[২]

হাদিস নং -৪২

শুধু তাই নয় ইমাম আবু নুঈম ইস্পাহানী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)ওফাত.৪৩০হি.তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর মুতার যুদ্ধের ঘটনা এভাবে উল্লেখ করলেন-

فصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعَا لَهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ

-"অত:পর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর জানাযার নামায পড়লেন এবং তিনি সাহাবীদেরকে বললেন তোমরা তার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া ইস্তেগফার কর।"[৩]

হাদিস নং-৪৩

ইমাম কুস্তালানী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) ওফাত ৯২৩ হি. তাঁর বিখ্যাত সিরাত গ্রন্থ 'মাওয়াহেবে লাদুন্নীয়া' المغيبات بالأنباء ص فى إنبائه الفصل الثالث অধ্যায়ে এভাবে বর্ণনা দিচ্ছেন-

جلس النبى- صلى الله عليه وسلم- على المنبر، فكشف له حتى نظر إلى معركتهم فقال: «اخذ الراية زيد بن حارثة حتى استشهد» ، فصلى عليه ثم قال: «استغفرو له، ثم اخذ الراية جعفر بن ابى طالب حتى استشهد» ، فصلى عليه ثم

১. ইমাম বায়হাকী,দালায়েলুল নবুয়ত,দারুল ফিকর ইলামিয়াহ, বয়রুত।
২. ইমাম ইবনে সা'দ:- আত-তবকাতুল কোবরা:- ৩/৪৬পৃ. দারুল ফিকর ইলামিয়াহ, বয়রুত।
৩. ইমাম আবু নঈম ইস্পাহানী :-দা'লায়েলুন নবুয়ত :-২/১৯২-১৯৩ পৃ.।

قال: «استغفروا لأخيكم جعفر، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فاستشهد» فصلى عليه، ثم قال:«استغفروا لأخيكم» ----- الخ

-"রাসুল (ﷺ) মিম্বার শরীফে আরোহন করলেন অতঃপর আল্লাহ তা'য়ালা মুতার যুদ্ধের চিত্র তাঁর হাবীবের নিকট প্রকাশিত করলেন;তিনি যুদ্ধের অবস্থা দেখতে লাগলেন। অতঃপর বললেন এখন যায়েদ বিন হারেসা (ﷺ) শহীদ হয়েছেন;অত:পর রাসূল (ﷺ) সহ আমরা তাঁর যানাযার নামাজ পড়লাম তারপর বললেন তোমরা তাঁর জন্য দোয়া ইস্তেগফার কর। তারপর বললেন এখন যাফর বিন আবি তালেব (ﷺ) শহীদ হয়েছেন; অত:পর রাসূল (ﷺ) সহ আমরা তাঁর জানাযার নামায পড়লাম তারপর বললেন তোমরা তোমাদের ভাই যাফরের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া ইস্তেগফার কর। তারপর বললেন এখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (ﷺ) শহীদ হয়েছেন; অত:পর রাসূল (ﷺ) সহ আমরা তাঁর জানাযার নামাজ পড়লাম তারপর বললেন তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া ইস্তেগফার কর।"[১]

হাদিস নং-৪৪-৪৫

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ «إِذَا انْتَهَى إِلَى جِنَازَةٍ وَقَدْ صُلِّيَ عَلَيْهَا دَعَا وَانْصَرَفَ وَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ»

-"বিশিষ্ট তা'বেয়ী না'ফে (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বর্ণনা করেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (ﷺ) তিনি যদি কোনো যানাযায় উপস্থিত হয়ে দেখতেন যে, সালাতুল জানাযা আদায় করা হয়ে গেছে, তাহলে তিনি (জানাযার) পর দোয়া করে ফিরে আসতেন, পুনরায় সালাত (জানাযা) আদায় করতেন না।" [২]

হাদিস নং-৪৬

শামসুল আয়িম্মা ইমাম সারখসী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ওফাত.৪৮৩হি. তাঁর বিখ্যাত 'মবসুত শরীফে' "মাইয়্যাতের গোসল"শীর্ষক অধ্যায়ে একটি হাদিস সংকলন করেন-

مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُمَا فَاتَتْهُمَا الصَّلَاةُ عَلَى جِنَازَةٍ فَلَمَّا حَضَرَا مَا زَادَا عَلَى الِاسْتِغْفَارِ لَهُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى جِنَازَةِ عُمَرَ فَلَمَّا حَضَرَ قَالَ: إنْ سَبَقْتُمُونِي بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَلَا تَسْبِقُونِي بِالدُّعَاءِ لَهُ.

১. ইমাম কাত্তালানী,মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া,৩/১৩২পৃ. বায়হাকী :-দালায়েলুল নবুয়ত :- ৪/৩৬৮-৩৬৯পৃ.
২. ইমাম আব্দুর রায্যাক :- আল-মুসান্নাফ :-৩/৫১৯ পৃ. হাদিস :-৬৫৪৫; মুফতি আমিমুল ইহসান :- ফিকহুস-সুনানি ওয়াল আছার :- ১/৪০০পৃ. হাদিস:৩১৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশন হতে প্রকাশিত। তিনি বলেন হাদিসটির সনদ সহীহ।

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) এবং হযরত ইবনে আব্বাস (ﷺ) থেকে বর্ণিত আছে উভয়ে এক জানাযায় গিয়ে জানাযার নামায না পেয়ে মায়্যিতের জন্য ইস্তগফার পড়লেন বা দোয়া করলেন। একদা হযরত উমর (ﷺ) এর জানাযা যখনই শেষ হয়ে গেল তখন হযরত আবদুল্লাহ বিন সালাম (রা.) আসলেন তিনি বললেন হে আমার সাথীরা ! তোমরা আমাকে নামাজে মাসবুক করেছো তবে জানাযার পর দোয়াতে আমাকে মাসবুক (বাদ দিয়ে) করনা (এসো আমরা সবাই মিলে দোয়া করি)।"[১]

হাদিস নং-৪৮

ইমাম ইবনে সা'দ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)ওফাত,২৩০ হি. উক্ত হাদিসটি এভাবে বর্ণনা করেন-

بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَالَ: جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ وَقَدْ صُلِّيَ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ: وَاللَّهِ لَئِنْ كُنْتُمْ سَبَقْتُمُونِي بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ لَا تَسْبِقُونِي بِالثَّنَاءِ عَلَيْهِ.

-"হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম (ﷺ)'র সাথীরা জানিয়েছেন। তিনি হযরত উমর (ﷺ) এর জানাযা এসে পেলেন না, অত:পর তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন আল্লাহর শপথ! তোমরা আমাকে এমন মহান ব্যক্তির জানাযায় মাসবুক করেছ, তাই তাঁর জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করার ব্যাপারে আমাকে তোমাদের থেকে মাসবুক কর না।"[২]

হাদিস নং-৪৯

ইমাম ইবনে আসাকীর (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ওফাত.৫৭১হি. এ ঘটনার দু'টি সনদ বর্ণনা করেন-

প্রথম সনদের হাদিস ঃ

عن عبيد الله بن سارية قال جاء عبد الله بن سلام بعدما صلي على عمر فقال إن كنتم سبقتموني بالصلاة عليه فلا تسبقوني بالثناء

-"হযরত উবায়দুল্লাহ বিন সারিয়া (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হতে বর্ণিত তিনি বলেন- হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হযরত ওমর (ﷺ)এর জানাযার পর উপস্থিত হলেন এবং বললেন- নিশ্চয় তোমরা আমাকে এক মহান ব্যক্তির জানাযায় মাসবুক করেছো, তাই তার জন্য দোয়া করার ব্যাপারে আমাকে মাসবুক করনা।"[৩]

দ্বিতীয় সনদের হাদিস ঃ

১. ইমাম সরখ্সী :আল-মবসুত :-২/৬৭পৃ.।
২. ইমাম ইবনে সা'দ :-আত-তবাকাতুল কোবরা :-৩/৩৬পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ বয়রুত।
৩. ইমাম ইবনে আসাকীর :-তারীখে দামেস্ক :৪৪/৪৫৮পৃ.হাদিস : ৯৮৩৮

محمد بن عبيد الطنافسي نا سالم المرادي نا بعض أصحابنا قال جاء عبد الله بن سلام وقد صلي على عمر فقال والله لئن كنتم سبقتموني بالصلاة لا تسبقوني بالثناء-"হযরত মুহাম্মদ বিন উবায়দুল তানাফাসী তিনি সালেম মারাদী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) হতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন আমি; হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর সাথীদেও থেকে জেনেছি তিনি যখন হযরত ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)এর জানাযার পর উপস্থিত হলেন এবং বললেন- আল্লাহর শপথ! তোমরা আমাকে এক মহান ব্যক্তির জানাযায় মাসবুক করেছ, তাই এ জন্য এখন দোয়া করার ব্যাপারে আমাকে মাসবুক করনা।"[১]

হাদিস নং-৫০

বিখ্যাত হানাফী ফকীহ ও মুহাদ্দিস আল্লামা ইমাম কাসানী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি).ওফাত. ৫৮৭হিজরী.হাদিসটি দু'জন সাহাবী এভাবে বর্ণনা করেন-

وَرُوِيَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ فَاتَتْهُمَا صَلَاةٌ عَلَى جِنَازَةٍ فَلَمَّا حَضَرَا مَا زَادَا عَلَى الِاسْتِغْفَارِ لَهُ وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ أَنَّهُ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى جِنَازَةِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَلَمَّا حَضَرَ قَالَ: إنْ سَبَقْتُمُونِي بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَلَا تَسْبِقُونِي بِالدُّعَاءِ لَهُ،

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে উভয়ে এক জানাযায় গিয়ে জানাযার নামায না পেয়ে মায়্যিতের জন্য ইস্তিগফার পড়লেন বা দোয়া করলেন। আরেক বর্ণনায় রয়েছে একদা হযরত উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)এর জানাযা যখনই শেষ হয়ে গেল তখন হযরত আবদুল্লাহ বিন সালাম (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) আসলেন তিনি বললেন হে আমার সাথীরা! তোমরা আমাকে নামাযে মাসবুক করেছো তবে জানাযার পর দোয়া আমাকে বাদ দিয়ে করোনা (এসো আমরা সবাই মিলে দোয়া করি)।"[২]

হাদিস নং- ৫১

প্রসিদ্ধ ফকীহ আবু বকর দিমিয়াতী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) ওফাত.১৩০২হি. তাঁর ফতোয়ার কিতাব "ফতহুল মুঈন" এ হাদিসটি এভাবে বর্ণনাটি করেন-

عن عبدالله بن سلام لما فاتته الصلوة علي عمر رضي الله عنه قال ان سبقت بالصلاة فلم تسبق بالدعاء له- فتح المعين

১. ইমাম ইবনে আসাকীর :-তারীখে দামেস্ক :৪৪/৪৫৮পৃ.হাদিস : ৯৮৩৮
২. আল্লামা আবু-বকর বিন মাসউদ কাসানী :-বাদায়ে সানায়ে:১/৩১১পৃ.দারুল কুতুব ইলমিয়াহ, বয়রুত।

-"হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন হযরত উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর জানাযার নামাযে এসে উপস্থিত হয়ে জানাযা পেলেন না। অত:পর তিনি বললেন তুমি জানাযায় আমায় মাসবুক করেছো কিন্তু জানাযার পর দোয়ায় আমায় মাসবুক কর না।"[১]

হাদিস নং- ৫২

হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম মুহাম্মদ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)ওফাত.হাদিসটি এভাবে বর্ণনা করেন-

وعن عبدالله بن سلام فاتته الصلاة علي جنازة عمر رضي الله عنه فلما حضر قال ان سبقتموني بالصلاة عليه فلا تسبقوني له

-"হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র জানাযা পেলেন না, অত:পর তিনি বলেন নিশ্চয় তোমরা আমাকে জানাযায় মাসবুক করেছে, তবে দোয়া করার ব্যাপারে আমাকে মাসবুক কর না।"[২]

হাদিস নং- ৫৩-৬৫

عَنْ إِبْرَاهِيمَ الهَجَرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: تُوُفِّيَتْ بِنْتٌ لَهُ فَتَبِعَهَا عَلَى بَغْلَةٍ يَمْشِي خَلْفَ الجِنَازَةِ، وَنِسَاءٌ يَرْثِينَهَا، فَقَالَ: يَرْثِينَ، أَوْ لَا يَرْثِينَ، «فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ المَرَاثِي» .وَلْتُفِضْ إِحْدَاكُنَّ مِنْ عَبْرَتِهَا مَا شَاءَتْ، ثُمَّ «صَلَّى عَلَيْهَا فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، ثُمَّ قَامَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ قَدْرَ مَا بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ يَسْتَغْفِرُ لَهَا وَيَدْعُو» وَقَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ هَكَذَا» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ،

-"হযরত ইব্রাহিম হিজরী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন আমি হযরত আব্দুল্লাহ বিন আওফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যিনি বাইতুর রিদওয়ানে উপস্থিত ছিলেন। তার কন্যার ওফাত হলে তিনি তার মেয়ের কফিনের পিছনে একটি খচ্চরের উপর সাওয়ার হয়ে যাচ্ছেন। তখন মহিলারা কান্না করতে ছিলেন। তিনি তাদেরকে বললেন তোমরা মর্সিয়া করুনা, যেহেতু হুযুর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মর্সিয়া থেকে নিষেধ করেছেন। তবে তোমাদের মধ্যে যে কেউ চায় অশ্রু ঝরাতে পারবে। এরপর জানাযার নামায চারটি তাকবীরের মধ্যে সম্পন্ন করলেন। চতুর্থ

১. ইমাম সায়্যেদ আবি বকরী :- এনাতুত-ত্বালেবীন আ'লা ফতহুল মঈন:-১/৩৫৩পৃ.
২. ইমাম মুহাম্মদ :- হাশীয়ায়ে কিতাবুল আছার :-১/১২০পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়াহ, বয়রুত।

তাকবীরের পর, দুই তাকবীরের মধ্যেখানের সময় পরিমান দোয়া করতেছিলেন এবং তিনি (সাহাবী) বললেন অনুরূপ হুযুর (ﷺ) জানাযায় করতেন।"[১]

উক্ত হাদিসটি ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়ূতি, ইমাম হাকিম সংকলন করে বলেন হাদিসটি সহিহ বা বিশুদ্ধ।

হাদিস নং -৬৬

অপরদিকে ইমাম হাকিম নিশাপুরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)উক্ত সাহাবী থেকে অন্য সনদ দ্বারা এভাবে বর্ণনা করেন-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قال -------- ثُمَّ «صَلَّى عَلَيْهَا فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، ثُمَّ قَامَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ قَدْرَ مَا بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ يَسْتَغْفِرُ لَهَا وَيَدْعُو» وَقَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ هَكَذَا -

-"হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবি আওফা (রাঃ)হতে বর্ণিত তিনি এক যানাযার নামায পড়তে গেলেন -------- তার পর চার তাকবীরের সহিত জানাযার নামায আদায় করলেন। যানাযার নামাযের চার তাকবীরের পর দ্বিতীয় তাকবীরের সম-পরিমান তার জন্য ইস্তিগফার ও দোয়া করলেন এবং তিনি বললেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুরূপ করতেন।"[২]

হাদিস নং-৬৮

رُوِيَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ جَاءَ عُمَرُ وَمَعَهُ قَوْمٌ فَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ ثَانِيًا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ لَا تُعَادُ، وَلَكِنْ ادْعُ لِلْمَيِّتِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ»

-"বর্ণিত হয়েছে একবার রাসূল (ﷺ)একটা যানাযার নামায শেষ করলেন। এরপর হযরত ওমর (রাঃ) উপস্থিত হলেন, তার সাথে কিছু লোকও ছিল। তিনি দ্বিতীয় বার যানাযা পড়তে চাইলেন। তখন রাসূল (ﷺ) তাকে বললেন যানাযার

১. আহমদ : আল-মুসনাদ :৫/৪৭৪-৪৭৫পৃ. হাদিস:১৮৩৫১;ইমাম বাজ্জার : আল-মুসনাদ :৮/২৮৭পৃ. হাদিস: ৩৩৫৫; ইমাম বায়হাকী : আল-সুনানুল কোবরা: ৪/৭০পৃ. হাদিস: ১৫৮১; ইমাম জালাল উদ্দিন সূয়তী : জামিউল জাওয়ামে : ১৪/৪৯৩ পৃ. হাদিস:১১৫৫৪; সুয়ূতি : জামিউল আহাদিস :১৭/১৪৫-১৪৬পৃ. হাদিস:৯৫০৯, দারুল ফিকর ইলমিয়াহ, বয়রুত;লেবানন। সুয়ূতি : জামিউল আহাদিস : ২০/২২৭ পৃ. হাদিস:১৬৪৬৮;সুয়ূতি : জামিউস সগীর,২/৫৬০ পৃ. হাদিস: ৯৩৮৫; শায়খ ইউসুফ নাবহানী :-ফতহুল কাবীর : ৩/২৬৬পৃ. হাদিস:১২৮৬৫; আহলে হাদিস নাসিরউদ্দিন আলবানী : সিলসিলাতুল আহাদিসুদ্-দ্বইফাহ :হাদিস নং-৪৭২৪; ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল: আল-মুসনাদ : হাদিস: ১৮৬০২; ইমাম হাকেম নিশাপুরী : আল-মুস্তাদরাক,হাদিস : ১২৭৭; আল্লামা মুত্তাকী হিন্দি : কানযুল উম্মাল :৮/১১৪পৃ.।

২. ইমাম হাকেম নিশাপুরী :আল-মুস্তাদরাক: ১/৫১২পৃ. হাদিস : ১৩৩০

নামায দ্বিতীয় বার পড়া যায় না। তবে তুমি মৃতব্যক্তির জন্য দু'আ করতে পার এবং তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো।"[১]

উপরোল্লিখিত দলিলাদির মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারলাম জানাযার নামাযের পর মৃতব্যক্তির জন্য তার বিদায় বেলায় মুনাজাত বা দোয়া করা একটি উত্তম উপহার। আমাদের সাধারণ বিবেক বলে এতদিন যারা আমাদের একান্ত আপনজন হিসেবে ছিলেন, যারা আমাদের সুখে দুঃখে ছিলেন তাদের উপকার করার অন্য কোন উপায় আমাদের নেই। কেবল তাদের জন্য দোয়া করাই একমাত্র উপহার।

শরীয়ত সম্মত একটি উত্তম আমল জানাযার পর দোয়ার বিরোধিতা করতে গিয়ে সমাজে ফিতনা সৃষ্টি কারীরা একটি খোঁড়া যুক্তির অবতারনা করে। বলে-জানাযাইতো দোয়া, আবার দোয়ার কী প্রয়োজন? আমরা বলতে চাই দোয়ার পর দোয়া করা যদি নাজায়েয হয় তাহলে ভাত খাওয়ার পর আর কিছু খাওয়া যাবে না। কারণ খাওয়ার পর আবার কিসের খাওয়া? বিষয়টি একেবারে হাস্যকর।

মূলত: জানাযার নামায কেবল দোয়া হিসেবে আখ্যায়িত করা অজ্ঞতার নামান্তর। কারণ, যে কারণে তারা জানাযাকে দোয়া বলতে চায় সে সমস্ত কারণে অন্যান্য নামাজকেও দোয়া বলতে হবে। কেননা সকল নামাযের ভিতরে কেননা কোনভাবে দোয়া রয়েছে।

এবার যুক্তিকে যুক্তি দিয়ে খন্ডন করা প্রয়োজন। জানাযার নামায; দোয়া নয়। নিচের বর্ণিত কারণে-

১. জানাযার জন্য ওযু কিংবা তায়াম্মুম শর্ত কিন্তু দোয়ার জন্য শর্ত নয়।
২. জানাযার জন্য কেবলামুখী হওয়া শর্ত; দোয়ার জন্য নয়।
৩. জানাযার জন্য কিয়াম তথা দন্ডায়মান হওয়া শর্ত; দোয়ার জন্য নয়।
৪. ফিকহের কিতাবসমূহে কোথাও জানাযাকে দোয়া হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি বরং সব জায়গায় লেখা আছে 'সালাতুল জানাযাহ' তথা জানাযার নামায।
৫. এমনকি জানাযার পূর্বে যে নিয়ত করা হয় তাতেও আমরা বলে থাকি 'সালাতিল জানাযাহ'; "দোয়া-ইল জানাযাহ" কেউ বলে না। সুতরাং একটি ফরযে কিফায়ার নামাজকে কেবল দোয়া হিসেবে আখ্যায়িত করে তাকে হালকা করে দেয়ার কোন মানে হয় না।

অতএব আসুন, তর্কের খাতিরে তর্ক নয়; বরং সত্যকে জানার চেষ্টা করি। আল্লাহ পাক আমাদের সকলের সহায় হোন। আমীন!

ফরয নামাজের পর দোয়া করার একটি হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা প্রসঙ্গে

১. আল্লামা ইমাম কাসানী :-বাদাঈ সানায়ে : ৩/৩১১পৃ.।

হযরত আবু উমামা (ﷺ) বর্ণিত তিনি বলেন-

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ:قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: «جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرِ، وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ».: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.-

-"রাসূল (ﷺ) এর কাছে জানতি চাওয়া হল, কোন সময়ের দোয়া সবচেয়ে বেশি কবুল হয়? রাসূল (ﷺ) উত্তরে বলেন, রাতের শেষ অংশে (তাহাজ্জুতের সময়) ও ফরয নামাজের পরবর্তী দোয়া।"[১]

উক্ত হাদিসটি সম্পর্কে আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর তার "এহইয়াউস সুনান" গ্রন্থের ৩৫৫ পৃষ্ঠায় লিখেন, "কোন কোন মুহাদ্দীস হাদিসটির সনদ দ্বঈফ বলে উল্লেখ করেছেন।"

দেখুন কত বড় মিথ্যাবাদী হলে দলীল বিহীনভাবে একথা দাবী করতে পারে। সে কোন মুহাদ্দিসের উক্তি দলীল হিসেবে উপস্থাপন করতে পারে নাই।

হাদিসটি সম্পর্কে 'ইমাম তিরমিযী,ইবনে হাযার আসকালানী,ইমাম যায়লাঈ,ইবনুল আছির,মিয্যী,মুনযিরী (রহিমাহুল্লাহ) এবং স্বয়ং নাসিরুদ্দীন আলবানীও তিরমিযির তাহক্বীকে হাদিসটির সনদ 'হাসান' বা সুন্দর বলে উল্লেখ করেছেন।'[২] ইমাম আব্দুর রায্যাক সহিহ সনদে উক্ত সাহাবি হতে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন যার সনদে কোন দুর্বল রাবী নেই।[৩]

হযরত কা'ব (ﷺ) এর সূত্রে ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহিমাহুল্লাহ) আরেকটি বিশুদ্ধ সনদ সংকলন করেছেন।[৪]

১ ক. তিরমিযি : আস-সুনান : ৫/৫২৬ পৃ. হাদিস :৩৪৯৯,নাসাঈ : আস-সুনান :·৯/৪৭পৃ. হাদিস : ৯৮৫৬,ও আমালুল ইয়াউম ওয়াল লাইলা,১/১৮৬পৃ.হাদিস,১০৮,মুনযিরী : তারগীব ওয়াত তারহীব : ২/৪৮৬ পৃ. হাদিস : ২৫৫০,বায়হাকী, দাওয়াতুল কাবীর, ২/২৩৮পৃ. হাদিস,৬৭০, ইবনে আছির,জামিউল উসূল, ৪/১৪১পৃ. হাদিস:২০৯৮, আসকালানী : ফাতহুল বারী, ১২/৪১৮ পৃ. হাদিস : ৬৩৩০, তিনি বলেন হাদিসটি "হাসান",ও তাঁর অপর গ্রন্থ দিরায়া ফি তাখরীজে আহাদিসুল হিদায়া,১/২২৫পৃ. হাদিস,২৯১, যায়লাঈ: নাসিবুর রাঈয়াহ : ২/২৩৫পৃ. তিনি ইমাম তিরিমিযির 'হাসান' বলা মতকে মেনে নিয়েছেন,খতিব তিবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ : কিতাবুস সালাত : ১/১৯৬ পৃ. হাদিস : ৯৬৮ পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, মিয্যী, তুহফাতুল আশরাফ বি মা'রিফাতুল আতরাফুল, ৪/১৭৩পৃ. হাদিস:৪৮৯২, ইবনে কাসীর, জামিউল মাসানীদ ওয়াল সুনান, ৮/৫৫৮পৃ. হাদিস,১০৯৮৪, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ২/১১৪পৃ. হাদিস,৩৪০২, সুয়ূতি, জামিউল আহাদিস, ১২/৫৬পৃ. হাদিস,১১৪২৭,

২ ক. তিরমিযি : আস-সুনান : ৫/৫২৬ পৃ. হাদিস : ৩৪৯৯, মুনযিরী : তারগীব ওয়াত তারহীব : ২/৪৮৬ পৃ. হাদিস : ২৫৫০, ইবনে আছির,জামিউল উসূল,৪/১৪১পৃ.হাদিস:২০৯৮,আসকালানী : ফাতহুল বারী, ১২/৪১৮ পৃ. হাদিস : ৬৩৩০, তিনি বলেন হাদিসটি "হাসান",ও তাঁর অপর গ্রন্থ দিরায়া ফি তাখরীজে আহাদিসুল হিদায়া,১/২২৫পৃ.হাদিস,২৯১, যায়লাঈ: নাসিবুর রাঈয়াহ : ২/২৩৫পৃ. তিনি ইমাম তিরিমিযির 'হাসান' বলা মতকে মেনে নিয়েছেন, মিয্যী, তুহফাতুল আশরাফ বি মা'রিফাতুল আতরাফুল, ৪/১৭৩পৃ. হাদিস:৪৮৯২, ইবনে কাসীর, জামিউল মাসানীদ ওয়াল সুনান, ৮/৫৫৮পৃ. হাদিস,১০৯৮৪,

৩ ইমাম আব্দুর রাজ্জাক : আল-মুসান্নাফ : ২/৪২৪ পৃ. হাদিস : ৩৯৪৮, মাকতুবাতুল ইসলামী, বয়রুত।
ইমাম আব্দুর রাজ্জাক : আল-মুসান্নাফ : ২/৪২৪ পৃ. হাদিস : ৩৯৪৯

রাসূল (ﷺ) এর ইলমে গায়েব সংক্রান্ত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (ﷺ) এর হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা

হিফাযতে ইসলামের আমীর আহমদ শফি তার নিকৃষ্ট গ্রন্থ "সুন্নত বিদআতের সঠিক পরিচয়" এর ১৪৭ পৃষ্ঠায় নিম্নের হাদিস সম্পর্কে বলেন, "কানযুল উম্মালে বলা হয়েছে যে, তার সনদ অর্থাৎ-বর্ণনা সূত্র অত্যন্ত দুর্বল।" নাউযুবিল্লাহ!

দেখুন সে কতবড় মিথ্যাবাদী! অথচ উপরোক্ত গ্রন্থাকার আল্লামা মুত্তাকী হিন্দী (রহিমাহুল্লাহ) হাদিসটি সম্পর্কে কিছুই মন্তব্য করেন নি বরং তিনি শুধু এতটুকুই বলেছেন-

رواه الطبرانى فى معجم الكبير و ابو نعيم فى حلية الاولياء عن ابن عمر-

-"হাদিসটি ইমাম তাবরানী তাঁর মু'জামুল কবীরে ও ইমাম আবু নুঈম ইস্পাহানী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর হুলিয়াতুল আউলিয়া গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন।"[১] অপরদিকে আহলে হাদিস আলবানী তার দু'টি গ্রন্থে হাদিসটিকে সাধারন দুর্বল বলেছেন।[২]

উক্ত গ্রন্থকার (রহিমাহুল্লাহ) উপরোক্ত উক্তি ব্যতিত আর একটি শব্দও বলেন নি। তাই বুঝা গেল আহমদ শফী হাদিসের সনদের ব্যাপারে জঘন্য মনগড়া অপব্যাখ্যা করে থাকে। আল্লামা ইমাম কুস্তালানী (রহিমাহুল্লাহ) ও আল্লামা ইমাম যুরকানী (রহিমাহুল্লাহ) উক্ত হাদিসটিকে গ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন। আহমদ শফির আরেক বই "হক্ব ও বাতিলের চিরন্তন দ্বন্দ্ব" এর ৪৮ পৃষ্ঠায় উক্ত হাদিসটি হযরত উমর (ﷺ) হতে বর্ণিত বলে উল্লেখ করেছেন। তার এ উক্তিটিও জঘন্য মিথ্যা,কেননা সে রাবির নামেই ভুয়া বলেছেন।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ رَفَعَ لِي الدُّنْيَا فَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ كَمَا أَنْظُرُ إِلَى كَفِّي هَذِهِ» -

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (ﷺ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ ফরমান, আল্লাহ তা'য়ালা আমার সামনে সারা দুনিয়া তুলে ধরেছেন। আমি এ দুনিয়াতে এবং এতে কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে এমনভাবে দেখতে পাচ্ছি যেভাবে আমি আমার নিজ হাতকে দেখতে পাচ্ছি।"[৩]

১ আল্লামা মুত্তাকী হিন্দী : কানযুল উম্মাল : ১১/৪০০ পৃ. হাদিস : ৩১৯৭
২ আলবানী,দ্বঈফু জামে:হাদিস : ১৬২৪,সিলসিলাতুল আহাদিসুদ্-দ্বঈফাহ,২/৩৭৪পৃ.হাদিস:৯৫৭
৩. নুঈম বিন হাম্মাদ, আল-ফিতান,১/২৭পৃ. হাদিস : ২,আবু নঈম ইস্পাহানী : হুলিয়াতুল আউলিয়া : ৬/১০১ পৃ. দারুল কিতাব আল-আরাবী, বয়রুত, লেবানন, তাবরানী : মু'জামুল কবীর, ১৩/৩১৮পৃ.হাদিস :১৪১১২,কুস্তালানী : মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া : ৩/৯৫ পৃ. ইমাম যুরকানী : শরহুল

আমার মনে প্রশ্ন জাগে, যে হাদিসের রাবী চিনে না, সে কীভাবে মানুষকে হক বাতিল চিনাবে? এখন আমার সর্ব শেষ এ হাদিসের ব্যাপারে বক্তব্য হলো হাদিসটি এ সাহাবী থেকে একজন 'কাসির বিন সাঈদ বিন সিনান' দুর্বল রাবি সহও আরেকটি সূত্র বর্নিত বর্ণিত আছে। [১] তাকে ইমাম আহমদ ইবনে মুঈন,যুরযানী,বুখারী,নাসাঈ,ইবনে আদি সকলেই তাঁর দুর্বলতার কথা বর্ণনা করেছেন। [২] আমাদের শেষ কথা হলো সনদটি কমপক্ষে 'হাসান'।

রাসূল (ﷺ)এর ইলমে গায়েব সংক্রান্ত হযরত মু'য়ায বিন জাবাল(রাঃ)এর হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা ও পর্যালোচনা

হেফাজতে ইসলামের আমীর আহমদ শফী তার 'সুন্নাত বিদআতের সঠিক পরিচয়' এর ১৪৭ পৃষ্ঠায় নিম্নের হাদিসটি সম্পর্কে বলেন, "ইমাম বায়হাকী দ্বিতীয় হাদিসটিকে দূর্বল বলেছেন।"

মিথ্যাবাদী আহমদ শফি ইমাম বায়হাকী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর কোন কিতাবে সনদ দুর্বল বলেছেন তা উল্লেখ করেন নি। সে মানুষকে ধোকা দিতে চেয়েছিল। অথচ উক্ত হাদিসটি সম্পর্কে ইমাম খতীব তিবরিযী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ ابْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ

-"ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল তার "মুসনাদ" গ্রন্থে এবং ইমাম তিরমিযী তার "আস-সুনান" গ্রন্থে উক্ত হাদিসটি বর্ণনা করেন। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদিসটি 'হাসান', সহিহ। তারপর ইমাম তিরমিযী আরো বলেন, আমি মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) কে উক্ত হাদিস সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, উক্ত হাদিসটি সহিহ।"[১]

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আপনারা অবশ্যই লক্ষ্য করেছেন, আহমদ শফীর জঘন্য মিথ্যাচারিতা। যে হাদিসটিকে ইমাম বুখারী, তিরমিযী এবং মিশকাত প্রণেতা সহিহ বলেছেন আর সে ইমাম বায়হাকী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর নামে মিথ্যা অপবাদ চালিয়েছে। সে মনে করেছিল কেউ কিতাব খুলে দেখবে না। হাদিসটি হল- হযরত মু'য়ায বিন যাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ ফরমান- আমি আল্লাহ্ তাআলাকে উত্তম আকৃতিতে দেখেছি। ... আল্লাহ তা'য়ালা তার কুদরতি হাত মোবারক আমার কাঁধ মোবারকে রাখলেন। অতঃপর

فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ

-"তখন প্রত্যেক কিছুই আমার কাছে প্রকাশিত হল এবং সবগুলিকে চিনতেও পেরেছি।"[২]

মূর্খের ইবাদতের চেয়ে আলিমের ঘুম উত্তম হাদীসের প্রমাণ

"হাদীসের নামে জালিয়াতি" বইয়ের ৩৩৯ পৃষ্ঠায় উক্ত বিষয়ের হাদিস গুলোকে জাল বলে জালিয়াতি করেছে। আমরা তার মূর্খতার জবাব গ্রহনযোগ্য হাদিস দ্বারাই দেব ইনশাআল্লাহ!

হযরত সালমান ফারসী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ ফরমান نَوْمٌ عَلَى عِلْمٍ خَيْرٌ مِنْ صَلَاةٍ عَلَى جَهْلٍ -

-"জ্ঞানবান আলিমের নিদ্রা যাওয়া মূর্খজন সারারাত নামায আদায় করা হতে উত্তম।"[৩] আহলে হাদিস আলবানী তার দুটি গ্রন্থেই উক্ত হাদিসটিকে দ্বঈফ সনদ বলে

মাওয়াহেব : ৭/২০৪ পৃ.আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী : জা'আল হক্ব : ১/১০৬ পৃ. মুত্তাকী হিন্দী : কানযুল উম্মাল : ১১/৪২০৯ পৃ. হাদিস : ৩১৯৭৯,ও ১১/৪২০পৃ. হাদিস,৩১৯৭১,সুয়ূতি : খাসায়েসুল কোবরা : ২/১৮৫ পৃ.সুয়ূতি : জামিউল জাওয়ামে : হাদিস : ৪৮৪৯,ও জামিউস সগীর,১/৩৫৪৭পৃ. হাদিস,৩৫৪৭,ও জামিউল আহাদিস, ৮/৫৫পৃ. হাদিস,৬৮৫৪, হাইসামী : মাযমাউয যাওয়ায়েদ : ৮/২৮৭ পৃ. হাদিস : ১৪০৬৭,শায়খ ইউসুফ নাবহানী : জামিউল কবীর : হাদিস : ৪৮৪৯, আবুল কাসেম তায়মী ইস্পাহনী, আল-হুজ্জাত, ২/৪৪০পৃ. হাদিস,৪২১, তায়মী ইস্পাহানী,আত্ তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/২১১পৃ. হাদিস,১৪৫৬,দারুল হাদিস, কাহেরা, মিশর, শায়খ ইউসুফ নাবহানী,ফতহুল কাবীর,১/৩১৬পৃ. হাদিস,৩৪০৫,

১ হিন্দী,কানযুল উম্মাল, ১১/৩৭৮পৃ.হাদিস,৩১৮১, হাইসামী,মাযমাউয যাওয়াইদ,৮/২৮৭পৃ.

২ যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ২/১৪৩পৃ. ক্রমিক.৩২০৮,ও তারীখুল ইসলাম, ৪/৩৭৭পৃ. আদি, আল-কামিল, ৪/৩৯৯পৃ. মিয্যী, তাহযীবুল কামাল, ১০/৪৯৬পৃ. ক্রমিক.২২৯৫, হাইসামী, মাযমাউয যাওয়াইদ,৮/২৮৭পৃ.

১ ক. আল্লামা ইমাম খতিব তিবরিযী : মেশকাতুল মাসাবীহ : ১/৭২ পৃ. হাদিস : ৬৯২
খ. ইমাম তিরমিযী : আস-সুনান : কিতাবুত-তাফাসীর : ৫/১৬০ পৃ. হাদিস : ৩২৩৫

২ ক. ইমাম তিরমিযী : আস-সুনান : কিতাবুত-তাফাসীর : ৫/১৬০ পৃ. হাদিস : ৩২৩৫
খ. খতিব তিবরিযী : মিশকাত : মসজিদ অধ্যায় : ১/৭১-৭২ পৃ. হাদিস : ৬৯২

৩ ক. ইমাম আবু নঈম ইস্পাহানী : হুলিয়াতুল আউলিয়া : ৪/৩৮৫ পৃ.দারুল কুতুব আল-আরাবী,বয়রুত,লেবানন,সুয়ূতী : জামেউস সগীর : ২/৬৬৯ পৃ. : হাদিস : ৯২৯৪, জামিউল আহাদিস,২২/২৮৭পৃ. হাদিস,২৪৯০০,মোল্লা আলী ক্বারী : আসারুল মারফূআ : ২৫৫ পৃ., নাসিরুদ্দিন আলবানী : সিলসিলাতুল আহাদিসুদ্-দ্বঈফা : ৪/১১২ পৃ. : হাদিস : ৪৬৯৭,দ্বঈফু জামে : ১/৮৬১ পৃ.হাদিস,৫৯৭৩, আযলূনী, কাশফুল খাফা : ২/২৯৬ পৃ. হাদিস : ২৮৬৬, মুত্তাকী হিন্দী : কানযুল উম্মাল : ১০/১৪০ পৃ. হাদিস : ২৮৭১১,ও ১০/২৬১পৃ. হাদিস,২৯৩৮৬, এটি আলী হতে,মুকাদ্দাসী শায়বানী,আতরাফুল গারায়েব ওয়াল ইফরাদ, ৩/১১৮পৃ. হাদিস,২২০৫, দায়লামী,আল-ফিরদাউস, ৪/২৪৭পৃ. হাদিস, ৬৭৩, শায়খ ইউসুফ নাবহানী, ফতহুল কাবীর, ৩/২৫৪পৃ. হাদিস,১২৬৯৩, ইরাকী,

উল্লেখ করেছেন। তার রায় অনুযায়ী বলা যায় উক্ত হাদিসটি আলেমদের ফযীলতের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে দ্বঈফ হলেও তা গ্রহণযোগ্য। অপরদিকে আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহ.) উক্ত হাদীসের সনদে একজন রাবী দুর্বল হওয়াতে সনদটিতে দুর্বলতা আছে বলে উল্লেখ করেছেন। অপরদিকে আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) উক্ত হাদিসটি সম্পর্কে বলেন :

رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى لٰكِنْ رَوَى أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ عَنْ سَلْمَانَ نَوْمٌ عَلَى عِلْمٍ خَيْرٌ مِنْ صَلَاةٍ عَلَى جَهْلٍ

-"ইমাম বায়হাকী (রহ.) দুর্বল সনদে হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবি আওফা (রা.) হতে বর্ণনা করেন তবে ইমাম আবু নুঈম ইস্পাহানী (রহ.) তার হুলিয়াতুল আউলিয়া গ্রন্থে হযরত সালমান ফারসী (রা.) এর সূত্রে বর্ণনা করেন এভাবে- "একজন আলেমের নিদ্রা যাওয়া মূর্খ ব্যক্তির সারারাত নামায পড়া হতে উত্তম।" [১]

তার বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেল যে উক্ত হাদিসটির দুটি সনদ রয়েছে। আমরা কিতাবের শুরুতে বিস্তারিত আলোচনা করেছি যে একাধিক তরিকায় দুর্বল সনদের হাদিস বর্ণিত হলেও তা 'হাসান' পর্যায়ে উন্নিত হয়, তাই উক্ত হাদিসটি নি:সন্দেহে 'হাসান' বা গ্রহণযোগ্য।

অপরদিকে আল্লামা আযলূনী এবং ইমাম সাখাভী (রহ.) তাদের গ্রন্থে বলেন:

رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى لٰكِنْ رَوَى أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ عَنْ سَلْمَانَ

-"ইমাম বায়হাকী (রহ.) দুর্বল সনদে হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবি আওফা (রা.) এর সূত্রে আর ইমাম আবু নুঈম ইস্পাহানী (রহ.) 'হুলিয়াতুল আউলিয়া' গ্রন্থে হযরত সালমান ফারসী (রা.) এর সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা। তাই প্রমাণিত হলে গেল হাদিসটির একাধিক সনদ রয়েছে।"[২] এ হাদিসটির তৃতীয় একটি সূত্র পাওয়া যায় মুত্তাকী হিন্দী(রহ.)সংকলন করেছেন এভাবে- عن علي قال: نوم على علم خير من اجتهاد على جهل. آدم في العلم. "হযরত আলী(রা.)হতে বর্ণিত তিনি বলেন একজন জাহেলের ইজতিহাদ বা গবেষনা থেকে আলিমের ঘুম উত্তম।"[৩] তাই তিনজন

তাখরীজে ইহইয়াউল উলূম, ২/৮৬৯পৃ. ও ৬/৩০৮পৃ. সালিম জাররার, ইমা ইলা যাওয়াইদ, ৩/২৭পৃ. হাদিস,১৯৫২,

১ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : আসরারুল মারফূআহ : ১/৩৭৪-৩৭৫পৃ.হাদিস,৫৬৭,মুয়াস্সাতুর রিসালা,বয়রুত,লেবানন।

২ ক. ইমাম সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ৩৪৭ পৃ. হাদিস : ৭৩৯
খ. আযলূনী, কাশফুল খাফা, ২/২৯১পৃ., হাদিস-২৮৩৮।

৩ ক. ইমাম মুত্তাকী হিন্দী,কানযুল উম্মাল,১০/২৬১পৃ.হাদিস,২৯৩৮৬

সাহাবীর বর্ণনা দ্বারা হাদিসটির যে গ্রহনযোগ্য পর্যায়ে পৌছেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ওযুর পরে রুমাল দ্বারা আর্দ্র অঙ্গগুলি মুছা প্রসঙ্গে

"হাদীসের নামে জালিয়াতি" বইয়ের ২১০ পৃষ্ঠায় লিখেছে এই বিষয়ে নাকি কোন সহিহ হাদিস বর্ণিত হয়নি। আমরা তার জবাবে বলতে চাই আমলের জন্য শুধুমাত্র সহিহ বা গ্রহণযোগ্য হাদিসই নির্ভরশীল নয়, আমি কিতাবের শুরুতে আলোচনা করেছি যে দ্বঈফ হাদিস ফাযায়েলে আমলের জন্য গ্রহণযোগ্য বরং এর উপর আমল করা মুস্তাহাব। আর এ বিষয়ে সকল ইমাম ও মুহাদ্দিসগণ একমত; পাঠকবৃন্দের কিতাবের শুরুতে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইলো।

ওযুর পর রুমাল দ্বারা মুছা সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী (রহ.) এর বর্ণিত হাদিস সম্পর্কে বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ আল্লামা ইব্রাহীম হালবী (রহ.) তাঁর বিখ্যাত ফিকহের গ্রন্থ 'গুনিয়াতুল মুসতামলীর কিতাবুত্-ত্বহারাত' অধ্যায়ে রয়েছে উক্ত হাদিসটি বর্ণনা করে তিনি বলেন-

(يسحب ان يمسح بدنه بمنديل بعد الغسل) لما روت عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِرْقَةٌ يُنَشِّفُ بِهَا بَعْدَ الوُضُوءِ. رواه الترمذى هو ضعيف لكن يجوز العمل بالضعيف فى الفضائل

-"গোসল বা ওযুর পরে রুমাল দ্বারা শরীর মুছা মুস্তাহাব। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর একটি কাপড়ের টুকরা ছিল যা দ্বারা ওযুর পরে অঙ্গ মোবারক মাসেহ করতেন।[১] উক্ত হাদিসটি সনদের দিক থেকে দুর্বল থাকলেও তা ফাযায়েলে আমলের জন্য গ্রহণযোগ্য।" আমি বলবো এ হাদিসের সনদটি 'হাসান' কেননা ইমাম তিরিমিযি হাদিসটির আরেকটি সূত্র হযরত মু'য়ায বিন যাবাল (রা.) হতে রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। তাই দু'টি সূত্রের দ্বারা হাদিসটি গ্রহনযোগ্য বলে বুঝা যায়। হযরত আয়েশা(রা.)এর হাদিসটির সনদটিকে আহলে হাদিস আলবানী তিরমিযীর তাহকীকে 'দ্বঈফ' বলেছেন; কিন্তু জাল বলেননি, তাই আমল করতে কোন অসুবিধা নেই।

হযরত আমের আনসারী (রা.) এর বাড়ীতে মিলাদ অনুষ্ঠিত হওয়ার আবু দারদা (রা.) এর হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

"হাদীসের নামে জালিয়াতি" বইয়ের ৩৯৭ পৃষ্ঠায় (৪র্থ প্রকাশ, জুলাই ২০১৩) উক্ত হাদিসটি জাল বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু উক্ত লিখকের কাছে আমার প্রশ্ন কোন গ্রহণযোগ্য ইমাম বা মুহাদ্দিস হাদিসটি জাল বলেছেন? অথচ উক্ত বইয়ের লেখক দাবী করেছেন যে, এই হাদিসগুলো নাকি ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতি, আল্লামা আবদুল হক্ব

১ সুনানে তিরমিযি,১/১০৭পৃ.হাদিস,৫৩

ইলাহাবাদী ও আরো অন্যান্য মুহাদ্দিস নাকি বর্ণনা করেন। এর উত্তরে আমি তাকে বলতে চাই, তারপরও তো অনেক গ্রহণযোগ্য ইমাম বর্ণনা করেছেন এবং করছেন। কিন্তু জাল বলেছেন কোন গ্রহণযোগ্য মুহাদ্দিস?

উক্ত হাদিসটি নিয়ে বাতিলপন্থীরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে যে উক্ত সহিহ হাদিসটি জাল বানোয়াট। আমাদের প্রশ্ন তাদের কাছে উক্ত হাদিসটি কোন কারণে জাল তা আমাদেরকে জানাতে হবে, উক্ত হাদীসের কোন রাবী অভিযুক্ত তা আমাদেরকে বলতে হবে। হাদিসটি হল :

عَنْ اَبِیْ الدَّرْدَاءِ رَضِیَ اللہ عَنۀ اَنَّه مَرَّ مَعَ النبی صلی اللہ علیه وسلم اِلٰی بَیْتِ عَامِرِ الانصَارِیْ وَکَانَ یُعَلِّمُ وَقَائِعَ ولا دَتِه صلی اللہ علیه وسلم لِاَبنائه وَعَشِیْرَتِهِ وَیَقُولُ هَذَا الْیَوْمُ هَذَا الْیَوْمُ فَقَالَ عَلَیْهِ الصَّلٰوۃ وَالسَّلَامُ اِنَّ اللّٰه فَتَاحَ لَکَ اَبْوَابَ الرَّحْمَةِ وَالْمَلَائِکَتُه یَسْتَغْفِرُوْنَ لَکَ وَمَنْ فَعَلْ فِعْلَکَ نَجَا نَجَاتَکَ

-"হযরত আবু দারদা (রাঃ) হতে বর্নিত, একদা তিনি হুযুর (ﷺ) এর সাথে হযরত আমের আনসারী (রাঃ) এর ঘরে গিয়েছিলেন। হযরত আমের আনসারী (রাঃ) তার সন্তান ও স্বগোত্রীয় লোকদের সাথে নিয়ে হুযুর করীম (ﷺ) এর জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা করেছিলেন এবং বলছিলেন "এই দিনটি, এই দিনটি" তখন হুযুর (ﷺ) ইরশাদ করলেন- (হে আমের আনসারী) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তায়ালা তোমার জন্য রহমতের দরজা সমূহ খুলে দিয়েছেন। আর ফিরিশতাগণ তোমার জন্য মাগফেরাত কামনা করছে। তাছাড়া যারা তোমার মতো আমার মিলাদ বা জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে তারা তোমার মতোই নাযাত লাভ করবে।"

উক্ত হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, বিখ্যাত আলেম ইমাম আল্লামা উমর ইবনে দাহইয়া আবুল খাত্তাব (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর (আত্তানভীর ফী মাওলিদিল বাশীরিন্নাযীর) এর ৪২ পৃষ্ঠায়। এ বিষয়ে তিনি উক্ত হাদিসসহ আরও অনেকগুলো হাদিস সনদ সহ বর্ণনা করেছেন। আল্লামা ইবনে দাহইয়া (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর উক্ত হাদীসের কোন রাবী অনির্ভরযোগ্য নেই, তার কারণে উক্ত হাদিস সম্পর্কে আপত্তি করতে না পেরে আল্লামা ইবনে দাহইয়া সম্পর্কে তাদের আপত্তি যে, তিনি দুনিয়া লোভী ছিলেন। আবার কেউ তাকে বাংলায় লিখেছেন সে বিশ্বস্ত ছিলেন না; অথচ, কোন বিশুদ্ধ রিযাল গ্রন্থ হতে কোন প্রমাণ তারা দিতে পারেননি ? আমরা জানি পারবেন না কিয়ামত পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ!

আল্লামা ইবনে হাযার আসকালানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার বিখ্যাত রিযাল গ্রন্থ লিসানুল মিযান এ বলেন তিনি উচু স্তরের একজন ফকীহ ও মুহাদ্দিস ছিলেন।[১]

লিসানুল মিযান প্রণেতার দলীল দিয়ে ইদানিং ইবনে দাহইয়া (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর বিরুদ্ধে খারাপ বক্তব্য দিচ্ছেন। অথচ উক্ত গ্রন্থ প্রণেতা স্বয়ং তার দলীল দিয়ে হাদিস সহিহ না যঈফ তা নির্ণয় করেছেন। তাহলে নিঃসন্দেহে তাকে সিকাহ বলেই তিনি অনেক স্থানে তার দলীল গ্রহণ করেছেন। যেমন এক হাদিস উল্লেখ করে তিনি বলেন-

قال النووی: ذكر ابن الصلاح ان الذى ذكره ابن دحية ليس بصحيح-

-"ইমাম নববী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, মুহাদ্দিস ইবনে সালাহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) উল্লেখ করেন মুহাদ্দিস ইবনে দাহইয়া (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) উক্ত হাদিস সম্পর্কে বলেন হাদিসটি ليس بصحيح অর্থাৎ- হাদিস সহিহ নয়।"[২]

শুধু তাই নয় ইমাম ইবনে যওজী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার 'মিরআতুয যামান' গ্রন্থের ৮/৬৮৩ পৃষ্ঠায় বলেন, আল্লামা ইবনে দাহইয়া (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ছিলেন ইরাকের তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ ফকীহ ও মুহাদ্দিস। তাকে রাসূল (ﷺ) এর মিলাদুন্নবী (ﷺ) এর উপরে লিখিত গ্রন্থের জন্য তৎকালীন বাদশা মুযাফ্ফর (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) খুশি হয়ে তাকে এক হাজার দিনার উপহার দেন।"[৩] ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার সম্পর্কে বলেন :

وَقَالَ ابن خلكان فِي تَرْجَمَةِ الحَافِظِ أَبِي الخَطَّابِ بْن دِحْيَةَ: كَانَ مِنْ اعْيَان العُلَمَاءِ وَمَشَاهِيرِ الفُضَلَاءِ، قَدِمَ مِنَ المَغْرِبِ، فَدَخَلَ الشَّامَ وَالعِرَاقَ وَاجْتَازَ بِإِرْبِلَ سَنَةَ ارْبَعٍ وَسِتِّمِائَةٍ، فَوَجَدَ مَلِكَهَا المُعَظَّمَ مظفر الدين بن زين الدين يَعْتَنِي بِالمَوْلِدِ النَّبَوِيِّ، فَعَمِلَ لَهُ كِتَابَ التَّنْوِيرِ فِي مَوْلِدِ البَشِيرِ النَّذِيرِ، وَقَرَاَهُ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ، فَأَجَازَهُ بِأَلْفِ دِينَارٍ، قَالَ: وَقَدْ سَمِعْنَاهُ عَلَى السُّلْطَانِ فِي سِتَّةِ مَجَالِسَ فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَسِتِّمِائَةٍ. انْتَهَى.

-"ইবনে খাল্লিকান (বিখ্যাত ইতিহাসবিদ) তিনি ইবনে দাহইয়ার জীবনীতে লিখেন বড় বড় বিখ্যাত আলেমরা পাশ্চাত্য থেকে তার নিকট আগমন করতেন এবং তিনি সিরিয়া ও ইরাকে প্রবেশ করতেন এবং বাদশা ইরবল এর কাছে গেলেন ৬০৪ খৃষ্টাব্দে। তখন মহান বাদশা মুজাফ্ফর উদ্দিন বিন জয়নুদ্দিন (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) কে পেলেন তিনি মওলুদ শরীফ চর্চা করছেন। তখন তার 'আত তানবীর ফি মাওলিদিল বাশরিন্নাযীর'

১ আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী : লিসানুল মিযান : ৪/২৯৬ পৃ.
২ আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী : ফতহুল বারী : ৮/১২১ পৃ. হাদিস : ৪০৭২, কিতাবুল মাগাযী।
৩ ক. ইমাম যুরকানী : শরহুল মাওয়াহেব : ১/২৬২ পৃ
খ. আল্লামা শায় ইউসূফ নাবহানী : হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন : পৃ : ২৩৭-২৩৯ পৃষ্ঠা
গ. ইমাম জালালুদ্দীন সূয়তী : আল হাভিলিল ফাতওয়া : ১/২০০ পৃ :
ঘ. ইমাম সূয়তী : হুসনুল মাকাসিদ ফি আমালিল মাওলুদ : ৫-৬ পৃ

কিতাবটি বাদশাকে দেখালেন এবং তিনি নিজে তার কাছে এটা পড়লেন, তাই বাদশাহ তাকে এক হাজার দিনার (ইবনে দাহইয়া কে) পুরস্কার দিলেন। আমি ইবনে খালকান (উক্ত ইতিহাসবিদ) এটা সুলতানের কাছে ছয়টি মজলিসে শুনেছি ৬২৫ খৃষ্টাব্দে।"[১]

অতএব যারা বলে থাকেন তৎকালীন বাদশাহ কুকবুরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) নিজে তাকে টাকার লোভ দেখিয়ে এই কিতাব লিখার জন্য বলেছেন উক্ত দলীল দ্বারা তাদের মুখোশ উন্মোচন হয়ে গেল।

এখন বাতিলপন্থীদের কাছে আমার প্রশ্ন হলো যে একজন মুহাদ্দিস নিজেই যদি সিকাহ বা বিশ্বস্ত না হন তাহলে তার রায় দ্বারা কী কোন হাদিস বা রাবীর গ্রহণযোগ্যতা সিকাহ, দ্বঈফ, সত্যবাদী, মিথ্যাবাদী, ন্যায়পরায়নতা যাচাই বাছাই করা কখনো গ্রহণযোগ্য হবে? সে নিজেই সিকাহ বা গ্রহণযোগ্য নয় সে আবার অন্য মুহাদ্দিসের গ্রহণযোগ্যতা যাচাই করবে কীভাবে? এখন দেখী হক্কানী মুহাদ্দিস তার রায় গ্রহণ করেছেন কীনা।

বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর খাসায়েসুল কুবরা ১/৮৭ পৃষ্ঠায় হাদিস নং ২১৮ এ (যা দারুল ইহইয়াউত তুরাশ আল আরাবী, বয়রুত হতে প্রকাশিত) বলেন- قَالَ اِبْنِ دَحِيَّة فِيْ التَّنْوِيْرُ هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ

-"আল্লামা ইবনে দিহইয়াহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) উক্ত হাদিসটি সম্পর্কে তার তানভীর বশীরন্নাযির গ্রন্থে বলেন উক্ত হাদিসটি গরীব।"[২]

দেখুন এতবড় উঁচু একজন ইমাম, মুজাদ্দেদ তার রায় মানতে পারলে আমরা কী তাহলে ইমাম সুয়ূতির উপরে বড় মুহাদ্দিস হয়ে গেলাম? নাউযুবিল্লাহ! অপরদিকে ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর 'আসারারুল মারফূআহ' গ্রন্থে একটি হাদিস نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ

-"মুমিনের নেক নিয়ত তার উক্ত আমল থেকে উত্তম।' হাদিস প্রসঙ্গে লিখেন-

قَالَ ابْنُ دِحْيَةَ لَا يَصِحُّ

-"উক্ত হাদিসটি সম্পর্কে আল্লামা ইবনে দিহইয়াহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, 'সহিহ নয়'।"[৩]

১ ক. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী : আল হাভী লিল ফাতওয়া : প্রথম খন্ড ঃ পৃ.: ১৮৯
খ. ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ূতী : হুসনুল মাকাসিদ ফি আমানিল মাওলুদ : ৭-৮ পৃ.
গ. ইবনু খাল্লিকান : ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান : ৩/৪৪৯ পৃ.

২ ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ূতী : খাসায়েসুল কোবরা : ১/৮৭ পৃ. হাদিস : ২১৮,মাকতুবাতল তুরাস আলআরাবী.বয়রয়ত,লেবানন।

৩ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : আসরারুল মারফূআহ,১/৩৭৫পৃ.হাদিস:৫৬৮

ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী তাঁর উক্ত গ্রন্থের আরও দু'স্থানে ইবনে দাহইয়া 'র দলিল গ্রহন করেছেন।[১]

এমন অসংখ্য ইমামের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে কিন্তু কিতাব দীর্ঘ হয়ে যাবার আশংকায় বড় করলাম না। অপরদিকে শাওকানী যিনি আহলে হাদিসদের গুরুঠাকুর তার অন্যতম গ্রন্থ ফাওয়ায়িদুল মওদুআত এর ২৫০ পৃষ্ঠায় উপরের হাদিসটি প্রসঙ্গে -

قَالَ اِبْنِ دَحِيَة : لَا يُصِحُّ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : اِسْنَادُ ضَعِيْفٌ اَلْفَوَائِدُ الْمَوْضُوعَاتُ

-"উক্ত হাদিসটি আল্লামা ইবনে দাহইয়া (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, হাদিসটি সহিহ পর্যায়ের নয়, ইমাম বায়হাকী বলেন, উক্ত হাদিসটির সনদে দুর্বলতা রয়েছে।[২] অপরদিকে ইমাম বুরহান উদ্দিন হালবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সিরাতে হালবিয়্যাতে তার জ্ঞানের প্রখরতার অনেক প্রশংসা করেছেন।

অপরদিকে ইমাম যাহাবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার মিযানুল ই'তিদালের বহু স্থানে তার মতামত দিয়ে রাবীর বিশ্বস্ততা যাচাই করেছেন। বুখারী শরীফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) ওফাত.৮৫৫হি. বলেন-

وَذكر الْحَافِظ ابْن دحْيَة فِي كِتَابه (التَّنْوِير)

-"হাফেয ইমাম ইবনে দাহইয়া তাঁর 'তানবীর ফি মাওলুদীন বাশীর ওয়ান নাযির' গ্রন্থে উল্লেখ করেন।[৩]

অপরদিকে "হাদীসের নামে জালিয়াতি" বইয়ের লেখক আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর তার বইয়ের ৩৯৯ পৃষ্ঠায় লিখেন- "মীলাদের উপর প্রথম গ্রন্থ রচনাকারী আল্লামা আবুল খাত্তাব ইবনে দাহইয়া (৬৩৩ ওফাত) ঈদে মীলাদুন্নবীর উপরে লিখিত সর্বপ্রথম গ্রন্থ আত তানবীর ফী মাওলিদিল বাশির আন নাযীর এ এই মতটিকেই গ্রহণ করেছেন।" দেখুন আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর ইবনে দাহইয়া আল্লামা উপাধী দিয়েছেন এবং তার রায়কে গ্রহণ করেছেন তাহলে বুঝা গেল তিনি একজন প্রসিদ্ধ গ্রহণযোগ্য আলিম।

অপরদিকে আল্লামা আযলূনী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) উপরের হাদিসটি প্রসঙ্গে লিখেন- قَالَ اِبْنِ دَحِيَةُ لَا يُصِحُّ وَالْبَيْهَقِيُّ اِسْنَادُه ضَعِيْفٌ

১ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : আসরারুল মারফূআহ,১/৮৩পৃ.হাদিস:১৬,ও ১/২৭৪পৃ.হাদিস,৩৫৬
২ আল্লামা শাওকানী : ফাওয়াইদুল মওদুআত : ১/২৫০ : হাদিস : ৮৩
৩ আল্লামা বরমদ্দীন আইনী :উমদাতুল ক্বারী ৩/৭৮পৃ.

-"আল্লামা ইবনে দাহইয়া (রহ.) বলেন, উক্ত হাদিসটি সহিহ পর্যায়ের না ইমাম বায়হাকী (রহ.) বলেন উক্ত হাদীসের সনদ দুর্বল।[১] আযলূনী তাঁর উক্ত গ্রন্থে আরও চার স্থানে দলিল গ্রহন করেছেন।[২]

অপরদিকে ইমাম সাখাভী (রহ.) বলেন, একটি হাদিস-

- قَالَ اِبْنُ دَحِيَّةَ : لَا يُصِحُّ وَقَالَ الْبَيْهَقِي اِسْنَادُ ضَعِيْفٌ

-"মুমিনের নেক নিয়ত তার আমলের পূর্ণতায় পৌছায়। উক্ত হাদিস সম্পর্কে আল্লামা ইবনে দাহইয়া (রহ.) বলেন উক্ত হাদিসটি সহিহ পর্যায়ের নয়, আর ইমাম বায়হাকী (রহ.) বলেন, উক্ত হাদিসের সনদে দুর্বলতা রয়েছে।"[৩] সাখাবী তাঁর উক্ত গ্রন্থের আরও দু' স্থানে দলিল গ্রহন করেছেন।[৪]

তাই আপনারাই দেখলেন যে ইমাম সাখাভী (রহ.) এর মত এত বড় একজন উঁচু পর্যায়ের মুহাদ্দিস যদি তার দলীল গ্রহণ করতে পারেন তাহলে আমরা কী? অপরদিকে বিখ্যাত হানাফী মাযহাবের ফকীহ, মুহাদ্দিস এবং ইতিহাসবিদ আল্লামা বুরহান উদ্দিন হালবী (রহ.) তার বিখ্যাত সিরাত গ্রন্থ সিরাতে হালাবিয়াহ এর ১/৭৪ পৃষ্ঠায় একটি হাদিস সম্পর্কে লিখেন-

ثم رايت ابن دحية رحمة الله تعالى ذكر فى التنوير عن ابن البر.....الخ

অর্থাৎ- তারপর আমি আল্লামা ইবনে দাহিয়াহ (রহ.) এর "আত-তানবীর" এবং ইমাম ইবনুল বার (রহ.) এর সূত্রে উল্লেখ দেখেছি।[৫] উক্ত বক্তব্যের অনুরূপ তিনি কিতাবের অন্যস্থানের বলেছেন।[৬] আরেক স্থানে তিনি একটি সনদের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন وقال ابن دحية: هو حديث موضوع. -"ইমাম ইবনে দাহিয়াহ হাদিসটির সনদকে জাল বলেছেন।[৭] এমনকি তিনি তাঁর গ্রন্থের ১৬ স্থানে তাঁর দলিল গ্রহন করেছেন।[৮]

১ আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/২৯০ পৃ : হাদিস : ২৮৩৫
২ আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ১/১৭ পৃ : হাদিস : ১৭, প্রথম হাদিস, ও ২/১৬২পৃ. হাদিস,২০৩৫, হরফে লাম, ২/৩৩০পৃ. হাদিস,২৫৯৩, হরফে মীম,ও ২/৩৯৩পৃ. হাদিস,২৮৩৬, হরফে নুন,
৩ ইমাম সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ৫১৫ পৃ : হাদিস : ১২৫৮
৪ ইমাম সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ১/৪৫৮পৃ. হাদিস : ৬৯৯, হরফে আইন, ১/৫২৭পৃ. হাদিস,৮৫২,হরফে লাম।
৫ আল্লামা হালাবী : সিরাতে হালাবিয়্যাহ : ১/৭৪ পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত,প্রকাশ.১৪২৭হি।
৬ আল্লামা হালাবী : সিরাতে হালাবিয়্যাহ : ১/৬৮ পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত।
৭ আল্লামা হালাবী : সিরাতে হালা বিয়্যাহ : ১/৭৫ পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত।
৮ আল্লামা হালাবী : সিরাতে হালাবিয়্যাহ : ১/২৫পৃ. ১/২৬পৃ. ১/৮৪পৃ. এ যায়গায় দু'স্থানে,১/৮৫পৃ. ১/৯২পৃ. ১/৯৩পৃ. ১/১২৪পৃ. ১/১৫০পৃ. ১/৩৪৮পৃ. ১/৩৪৯পৃ. ১/৫১৫পৃ. ১/৫২০পৃ. ১/৫৭৬পৃ. ২/৯৩পৃ. ২/২৯৫পৃ. ৩/৪৬৯পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত।

অপরদিকে ড. আহমদ আলী সাহেব তার বিদআত ৩/১৮ পৃষ্ঠায় (প্রথম প্রকাশ ২০১৩) আল্লামা ইবনে দাহইয়াকে "রাহমাতুল্লাহি" শব্দ ব্যবহার করেছেন। আহলে হাদিস হানাফী, শাফেঈ, মালেকী ও হাম্বলী মাঝহাবের অনুসারীসহ সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি। আর তিনি হচ্ছেন আল্লামা ইবন কাসির যার অদ্বিতীয় গ্রন্থ 'আল বিদায়া ওয়ান-এিটায়া'র দ্বিতীয় খণ্ডের ২৯৯-৩০১ পৃষ্ঠায় (যা দারুল ফাযর লিল তুরাশ, কাহেরা,মিশর; প্রকাশ-২০০৩ খ্রি.)। রাসূল ﷺ বিলাদাত (জন্ম) তারিখ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি অসংখ্য স্থানে তাঁর মতামত উল্লেখ করেছেন। বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার আল্লামী বদরুদ্দীন আইনী (রহ.)ওফাত.৮৫৫হি. তাঁর কিতাবের বিভিন্ন স্থানে তার এ কিতাবের দলিল গ্রহন করেছেন। ১ আহলে হাদিসদের ইমাম ইবনে তাইমিয়া মৃত্যু.৭২৮হি. তার প্রসিদ্ধ ফাত্ওয়ার কিতাবেও বিভিন্ন স্থানে তার দলিল গ্রহন করেছেন।২ ইমাম কুরতুবী তার মতামত দিয়ে দলিল গ্রহন করেছেন।৩ এমনকি তথাকথিত আহলে হাদিসদের ইমাম আলবানীও তার দলিল তার বিভিন্ন কিতাবে দিয়েছেন।৪ ইমাম ইরাকী (রহ.) তার দলিল গ্রহন করেছেন। ৫ ইমাম ইবনে হাযার আসকালানী (রহ.) ওফাত.৮৫২হি. তার বিভিন্ন কিতাবে তার রায়কে গ্রহন করেছেন।৬

মিলাদ সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এর হাদীসের আলোচনা ঃ

"হাদীসের নামে জালিয়াতি" বইয়ের ৩৯৭ পৃষ্ঠায় (৪র্থ প্রকাশ, জুলাই, ২০১৩) উক্ত হাদিসটিকে প্রমাণবিহীনভাবে উপরের হাদীসের সাথে মিলিয়ে জাল বলে উল্লেখ করে দুঃসাহস দেখিয়েছেন।

১ আল্লামা বরুদ্দীন আইনী, উমদাতুল ক্বারী,১/২১পৃ.ও ১/২৮পৃ. ২/৬০পৃ. ২/১৫৭পৃ. ২/১৬৬পৃ. ৩/৭৮পৃ. দারুল ইহইয়াউত তুরাস আল-আরাবী,বয়রুত, লেবানন। তার অপর গ্রন্থ শরহে সুনানে আবি দাউদ,১/৩৬৪পৃ. ৩/৪১৩পৃ. ৪/৫০১পৃ. মাকতুবাতুর রাশাদ, রিয়াদ।
২ ইবনে তাইমিয়া,মাযমাউল ফাতওয়া,৪/৫০৯পৃ. ২৭/৪৯২পৃ.
৩ ইমাম কুরতুবী,তাযকিরাহ বি আহওয়ালি মাওতা,১/৮১৪পৃ. ১/৮১৭পৃ. ১/১০৫পৃ. মাকতুবাতুল দারুল মিনহাজ,রিয়াদ,সৌদি আরব।
৪ আলবানী,সিলসিলাতুল আহাদিসুদ-দ্বঈফা,৭/৩৩৬পৃ.হাদিস,৩৩২৫,তিনি এখানে তার হাওলা দিয়ে একটি হাদিসকে জাল পর্যন্ত বলেছেন। ১১/২২৩পৃ.হাদিস,৫১৩১, এখানে অনুরূপ একটি হাদিসকে তার রায়ের ভিত্তিতে জাল পর্যন্ত বলেছে, এটি দারুল মা'রিফ,রিয়াদ সৌদি হতে প্রকাশিত। এবং অন্য স্থানে ও নিয়েছেন যেমন ১৩/২২৫পৃ.হাদিস,৬০৪৬, আলবানী, মাওসা'আতিল আলবানী ফিল আকিদা,৩/৬১৯পৃ.
৫ ইমাম ইরাকী,তানযিহুস শারীয়াহ,১/৫পৃ. ও ২/১৫২পৃ., দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ,বয়রুত।
৬ ইবনে হাযার আসকালানী, তালখিসুল হবির,১/১৭১পৃ. ১/২১৮পৃ. ১/৬৫৯পৃ.ক্রমিক.৪৩৪ এখানে তিনি সরাসরি ইবনে দাহইয়ার এ কিতাবটির দলিল দিয়েছেন। ২/২৪৭পৃ. ক্রমিক.৭৩৮ ২/২৯১পৃ. ক্রমিক.৭৭৩ ৪/১২৪পৃ. ক্রমিক.১৭৩৫ আরও অনেক স্থানে তিনি দলিল দিয়েছেন সবগুলো দেয়া সম্ভব নয়।

আল্লামা ইবনে দাহইয়া (রহঃ) তার আত্তানভীর ফী মাওলিদিল বাশীরিন্নাযীর এর ৪৩ পৃষ্ঠায় উপরে উল্লেখিত হাদিসটির পর এই হাদিসটি বর্ণনা করেন এভাবে-

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ كَانَ يُحِدِّثُ ذَاتَ الْيَوْمِ فِىْ بَيْتِهِ وَقَائِعَ وِلَادَتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَلَّتْ لَكُمْ شَفَاعَتِىْ

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা তিনি হুযুর (ﷺ) এর পবিত্র জন্মের ঘটনা বর্ণনা করছিলেন। এমন সময় নবী করীম (ﷺ) সেখানে তাশরীফ আনলেন এবং তা দেখে ইরশাদ করলেন, তোমাদের জন্য কিয়ামতের দিবসে আমার শাফায়াত ওয়াযিব (বৈধ) হয়ে গেল।

উক্ত হাদীসের সনদে কোন রাবী দুর্বল নেই এবং বাতিল পন্থীগণও এই দুঃসাহস দেখাতে পারেননি আর বর্ণনাকারী আল্লামা ইবনে দাহইয়াহ (রহঃ) এর গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে আমি ইতিপূর্বের হাদীসের আলোচনায় করে এসেছি আর দ্বিতীয় বার করতে চাই না।

রাতের কিছু সময় ইলম চর্চা সারা রাত জেগে ইবাদতের চেয়ে উত্তম হাদিস পর্যালোচনা ঃ

"হাদীসের নামে জালিয়াতি" বইয়ের ৩৪০ পৃষ্ঠায় বলেন, রাসূল (ﷺ) এর নামে এ অর্থে যা কিছু বলা হয়েছে সবই জাল ও বানোয়াট।

জবাব : তার এই মিথ্যা ও ধোঁকাবাজি বক্তব্যের জবাবে বলতে চাই সে নিজেই হাদীসের নামে জালিয়াতি করেছে।

ইমাম দারেমী (রহঃ) ওফাত.২৫৫হি.সনদে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর সূত্রে বর্ণিত যে,

271 - اَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ، يَذْكُرُ عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «تَدَارُسُ الْعِلْمِ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ، خَيْرٌ مِنْ إِحْيَائِهَا» ।

-"রাত্রির এক ঘন্টা সময় পরিমাণ দ্বীনি ইলম শিক্ষা করা সমস্ত রাত্রি জাগ্রত থেকে ইবাদত করার চেয়েও ভাল।"[১]

১ ক. ইমাম দারেমী : আস-সুনান : আল-মুকাদ্দামা : ১/৩২২.পৃ. হাদিস :২৭১ও ১/৪৮৪পৃ.হাদিস,৬৩৮, ইবনুল ইরাক : তানযিহুশ-শরিয়াহ : ১/২০ পৃ. মোল্লা আলী ক্বারী : মিরকাত : কিতাবুল ইলম : ১/৪৬৯ পৃ. হাদিস : ২৫৬, খতিব তিবরিযী : মিশকাত : কিতাবুল ইলম : ১/৬৮ পৃ. হাদিস : ২৫৬, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, হাজ্জাজ মারওয়াজি, কিয়ামুল লাইল ওয়া কিয়ামু রামাদ্বান ওয়া কিতাবুল

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী, ইবনুল ইরাক (রহঃ) হাদিসটি গ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন। আমার বক্তব্য হলো হাদিসটি সহিহ না হউক কিন্তু নিঃসন্দেহ 'হাসান'। কিন্তু আহলে হাদিস আলবানী মিশকাতের টীকায় হাদিসটি যঈফ বলেছেন; আর তার কারন হিসেবে বিখ্যাত তাবেয়ী ইবনে জুরাইয (রহঃ) কে দায়ী করেছেন যে তিনি সাহাবী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর সাক্ষাত লাভ করেনে নি। আমি বলবো এতে কোন অসুবিধা নেই; কেননা তিনি যেহেতু সিকাহ আর বিশ্বস্ত রাবির তাদলীস গ্রহনযোগ্য। আর এ কারনে তো আলবানী সনদটিকে যঈফ কোনভাবে যঈফ বলতে পারে না। আর তাঁর ছাত্র 'উমর বিন হাফস বিন গিয়াস' ও সিকাহ রাবি। ইমাম আযলী,আবু হাতেম,ইবনে হিব্বান আবু যারওয়া সহ অনেকে ত কে সিকাহ বলেছেন এবং তিনি মুসলিমের রাবি।[১]

রাসূল (ﷺ) পাঁচ কুল্লি টুপি পড়তেন বলে জাল হা[...] পর্যালোচনা

এই জাল হাদিসকে কেন্দ্র করে আমাদের দেশের কিছু মানুষ ঐ পাঁচ কুল্লি টুপির ব্যবহার ব্যাপকভাবে করছে। কিছু বইয়ে এ হাদিসের দোহাই দিয়ে এ উপর আমলের জন্য তাগিদ দিয়ে থাকেন। তাই আমি এ হাদিসটির সনদ গ্রহনযোগ্যতা নিয়ে আলোচনা বা পর্যালোচনা করতে চাই।

ثنا الضَّحَّاكُ بْنُ حُجْرٍ، ثنا أَبُو قَتَادَةَ الحَرَّانِيُّ، ثنا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «رَأَيْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَنْسُوَةً خُمَاسِيَّةً طَوِيلَةً»

-" যাহ্হাক বিন হুযর তিনি কাতাদা হার্‌রানী থেকে তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) হযরত কাতাদা (রহঃ) থেকে তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে তিনি বলেন যে, আমি রাসূল (ﷺ) এর মাথায় একটি লম্বা উঁচু পাঁচ ভাগে বিভক্ত টুপি দেখেছি।"[২]

আমি এই সনদটি উল্লেখ করেছি সেই সনদে একজন রাবী 'আবু কাতাদা হার্‌রানী' এই রাবীর উপরে কঠিন অভিযোগ রয়েছে। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, তার হাদিস পরিহারযোগ্য। অপরদিকে ইমাম দারেকুতনী সহ অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ

বিত্তির,১/১১৭পৃ.বগভী,শরহে সুন্নাহ, ১/২৭৯পৃ. ইবনে হাজার আসকালানী, ইত্তিহাফুল মুহরাহ, ৮/১৮২ পৃ. আলবানী, যঈফু মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদিস,২৫৬

১ ক. ইমাম আবু হাতেম,জর্‌রাহ ওয়া তা'দিল,৬/১০৩পৃ.ক্রমিক.৫৪৪,ইবনে হিব্বান,আস্-সিকাত,৮/৪৪৫পৃ.ইবনে শাহীন,আস্-সিকাত,ক্রমিক.৭১৫,আজলী,আস্-সিকাত,১/৩৫৬পৃ.ক্রমিক.২৩৩, যাহাবী,তাহযীবুত্-তাহযীব,৭/৪৩৬পৃ.

২ ইমাম আবু নঈম ইস্পাহানী : মুসনাদুল আবু হানীফা : ১/১৩৭ পৃ.মাকতুবাতুল কাওসার,রিয়াদ,সৌদি আরব।

তাকে অত্যন্ত দুর্বল বা মিথ্যাবাদী এবং জাল হাদিস বানাতো বলে অভিযোগ করেছেন। ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন বলেন ليس بشئ -"তার হাদিস মূল্যহীন।' ইবনে মঈনের আরেক ছাত্র বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেছেন উক্ত রাবি অসংখ্য ভুল করতেন। অনুরূপ ইমাম আহমদ, আবু যারওয়া বলেছেন ইমাম আবু হাতিম বলেন ذاهب তিনি উপেক্ষিত বা বাতিল রাবী।[১] অপরদিকে ইমাম মিয্যী বলেন ইয়াকুব বিন ইসমাঈল বিন ছুবহি বলেছেন নিশ্চয় 'আবু হার্‌রানী' মিথ্যাবাদী ছিলেন।[২] ইমাম যাহাবী তাঁর অপর আরেকটি গ্রন্থে লিখেছেন যে ইমাম বুখারী তাকে মুনকারুল হাদিস বা পরিহারযোগ্য হাদিস বর্ণনাকারী,নাসাঈ তাকে মাতরুক বা পরিত্যক্ত্য হাদিস বর্ণনাকারী বলেছেন।[৩]

তাই উক্ত সনদটি জাল। অপরদিকে আবু কাতাদা হাররানী (মৃত : ২০৭ হি) ই শুধু উক্ত হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আবু হানীফা (রহ.) থেকে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর অগণিত ছাত্রের মধ্যে কেউই উক্ত সনদটি এই শব্দে বর্ণনা করেন নি, বরং এর বিপরীত শব্দে স্বয়ং ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বর্ণনা করেছেন। যেমন অন্যান্য ছাত্রদের সহিহ বর্ণনা এবং ইমাম আযমে(রহ.)'র বর্ণনা হল-

ابو حنيفة: عَنْ عَطاءٍ، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَنْسُوَةٌ بَيْضَاءُ شَامِيَّةٌ»-

-"ইমাম আবু হানিফা (রহ.) হযরত আতা (রহ.) থেকে তিনি আবু হুরায়রা (রা.) থেকে তিনি বলেন রাসূল (সা.) সাদা শাম দেশীয় টুপি পড়তেন।"[৪]

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) বলেন, আবু কাতাদা হার্‌রানী তিনি (شَامِيَّةٌ) এর স্থানে ভুল বসত (خُمَاسِيَّةٌ طويلة) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তাই একই ব্যক্তি ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর সূত্রে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা সূত্রে সহিহ বর্ণনার বিপরীতে বর্ণিত হয়েছে তা এমনেতেই গ্রহণযোগ্য নয়, অপর দিকে সনদটি জাল বা বানোয়াট। আবু কাতাদা হারানী থেকে শুধু দাহ্‌হাক ইবনু হাযারই বর্ণনা করেছেন, তার উপনাম হলো 'আবু আব্দুল্লাহ মানবিযী' এই রাবীটিও অত্যন্ত দুর্বল বর্ণনাকারী ছিলেন। তিনিও মিথ্যা হাদিস বানাতেন, তাকে ইমাম দারেকুতনী

১ ক. ইমাম বুখারী : তারীখুল কবীর : ১/৩৯৮ পৃ.
খ. ইমাম যাহাবী : মিযানুল ইতিদাল : ৪/৩১৯ পৃ. : রাভী : ৫০৫৬, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত।
গ. ইবনে হাজার আসকালানী : লিসানুল মিযান : ৭/৭২ পৃ
২ ক. ইমাম মিয্যী,তাহযিবুল কামাল,১৬/২৬০পৃ.
৩ ক. ইমাম বুখারী : তারীখুল কবীর : ১/৩৯৮ পৃ.
খ. ইমাম যাহাবী : তারিখুল ইসলাম,৫/১০৪পৃ.ক্রমিক.২২৩
৪ ক. ইমাম আবু হানিফা: মুসনাদে ইমামে আযম: ১৮০ পৃ. হাদিস : ৪২৮, ই.ফা.বা।
খ. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : শরহে মুসনাদি আবী হানীফা : পৃ: ১৪২, হাদিস : ৪২৮

(রহ.) ইবনে আদি (রহ.) সহ অন্যান্য গ্রহণযোগ্য মুহাদ্দিসগণ তাকে মিথ্যাবাদী ও জাল হাদিস বানাতো বলে অভিযোগ দিয়েছেন। ইমাম ইবনে আদি বলেন তার সব বর্ণনায় মুনকার বা বাতিল।[১]

বুঝা গেল তারা দুজন থেকে যে কোন একজনে এটা ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর নামে হাদিসটি বানিয়ে জাল হিসেবে চালিয়ে দিয়েছেন। অপরদিকে ইমাম বায়হাকী (রহ.)ও তার শু'আবুল ঈমান গ্রন্থে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) এর সূত্রে সাদা শাম দেশীয় টুপির বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন।[২] তাই প্রমাণিত হল যে, উক্ত আবু কাতাদার বর্ণনাটি জাল।

কিয়ামতে ঐ ব্যক্তিই আমার সবচেয়ে নিকটে থাকবে যে আমার প্রতি বেশী দরূদ শরীফ পড়েছেন হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা

আহলে হাদিস নাসিরুদ্দিন আলবানী সহ আমাদের দেশের কিছু আহলে হাদিস উক্ত হাদিসটিকে জাল আবার কেউ অত্যন্ত দ্বঈফ বলে চালিয়ে দেন। উক্ত হাদিসটি হল :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَوْلَى النَّاس بِي يَوْمَ القِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً.

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) ইরশাদ ফরমান : কিয়ামতের দিনে সেই ব্যক্তি আমার অতি নিকটে থাকবে যে আমার প্রতি অধিক দরূদ পড়ছে।"[৩]

১ ক. ইমাম ইবনে হাতেম : আল জারহুওয়াত তা'দিল : ৫/১৯১ পৃ.
খ. ইমাম যাহাবী : মুগনী ফী আল দুআফা : ১/৪৯৩ -৯৫ পৃ.
গ. ইমাম যাহাবী : মিযানুল ইতিদাল : ৪/৩২৫ পৃ.ক্রমিক.৩৯৩০
ঘ. ইবনে হাজার আসকালানী : লিসানুল মিযান : ৪/৩৩৬ পৃ.ক্রমিক.৩৯৫২
ঙ.ইবনে যওজী, আল-দ্বঈফাহ ওয়াল মাতরুকুনা,২/৫৯পৃ.ক্রমিক.১৭১০
২ ইমাম বায়হাকী : শু'আবুল ঈমান : ৮/২৯৩ পৃ. হাদিস : ৫৮৪৮
৩ আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/২০৭পৃ. হাদিস,৩০৬, ও ৬/৩২৫পৃ. হাদিস.৩১৭৮৭, তিরমিযী : আস্-সুনান : ২/৩৫৪ পৃ: হাদিস : ৪৮৪, ইবনে হিব্বান : আস্-সহিহ : ৩/১৯২ পৃ. হাদিস : ৯১১, যাহাবী : মিযানুল ই'তিদাল : ৪/২০৯ পৃ: রাভী : ৯৪৪০,সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ১৬০ পৃ: হাদিস : ২৬৮,সাখাভী : আল কওলুল বদী : ২৪১ পৃ: ইবনে হাজার হায়সামী : মাওরিদুয্ যামান : ১/৫৯৪পৃ.হাদিস : ২৩৮৯,ইবনে আছির,জামিউল উসূল, ৪/৪০৫পৃ. হাদিস,২৪৭৫, নাওয়াযী,খুলাসাতুল আহকাম, ১/৪৩৯পৃ. হাদিস,১৪৩৩, তিনি বলেন সনদটি হাসান,মিয্যী,তুহফাতুল আশরাফ বি মা'রিফাতুল আতরাফ, ৭/৬৯পৃ. হাদিস,৯৩৪০, ইবনুল ইরাকী, তাখরীযে আহাদিসুল ইহইয়াউল উলূম, ১/৩৬৬পৃ. সুয়ূতি, আদ্দুরল মুনতাসিরাহ, ১/৮৫পৃ. হাদিস,১৪০, শায়খ ইউসুফ নাবহানী, ফতহুল কাবীর, ১/৩৫১পৃ. হাদিস,৩৮১৯, আযলূনী : কাশফুল খাফা : ১/২৩৯ পৃ: হাদিস : ৮৩৫, সুয়ূতি : আদ দুরুরুল মুনতাসিরাহ : ৫/২১৮পৃ: ইমাম বুখারী : তারীখুল কবীর : ৫/১৭৭ পৃ: হাদিস,৫৫৯, ইমাম আদী : আল কামিল : ৬/২৪২পৃ. ইমাম দারেকুতনী : আল ইল্লল : ২৪১ পৃ. বায়হাকী : আস-সুনানুল কোবরা :

উক্ত হাদিসটি সম্পর্কে আল্লামা আযলূনী (রহ.) বলেন :

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَفَعَهُ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ غَرِيْبٌ كَشْفُ الْخَفَاءِ : ١/٢٣٩ رقم : ٨٣٥

-"ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনান গ্রন্থে, ইমাম ইবনে হিব্বান তার 'আস-সহিহ' গ্রন্থে সহিহ সূত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে মারফূ {যার সনদ রাসূল (ﷺ) পর্যন্ত পৌঁছেছে} বর্ণনা করেছেন উক্ত হাদিস সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলেন, হাদিসটি 'হাসান' ও গরীব।"[১]

আহলে হাদিস নাসিরুদ্দিন আলবানী উক্ত হাদিসটির একজন রাবী 'মুসা বিন ইয়াকুব জামাঈ আল মাদনী'-কে দ্বঈফ বলে চালিয়ে হাদিসটি দ্বঈফ বলে প্রমাণ করার অপচেষ্টা চালিয়েছেন। তার দলীল ইমাম নাসায়ী (রহ.) বলেন : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ-"সে শক্তিশালী বর্ণনাকারী নয়।"[২]

আমরা তার জবাবে বলতে চাই একজন মুহাদ্দিসের রায় দ্বারা সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে না, আসুন আমরা দেখি অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ তার সম্পর্কে কী বলেছেন।

১. ইমাম ইয়াহহিয়া ইবনে মুঈন (রহ.) বলেন তিনি ثِقَةٌ অর্থাৎ- তিনি বিশ্বস্ত ছিলেন।

২. ইমাম আবু দাউদ (রহ.) বলেন, هوَ صَالِحٌ অর্থাৎ- তিনি হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে সৎ ছিলেন।

৩/২৪৯পৃ. হাদিস : ৫৭৯১, বায়হাকী : শু'আবুল ঈমান : ৩/১২৯ পৃ. হাদিস :১৪৬২, ইমাম আবু ই'য়ালা : আল-মুসনাদ : ৮/৪২৮পৃ. হাদিস : ৫০১১, ইমাম মুনযিরী : তারগীব ওয়াত তারহীব : ২/৩২৭ পৃ. হাদিস : ২৫৭৫, খতিব তিবরিযী : মিশকাত : ১/১১৮ পৃ. হাদিস : ৯২৩, মোল্লা আলী ক্বারী : মেরকাত : ১/৮-৯ পৃ. হাদিস : ৯২৩, সুয়ুতী : জামিউস সগীর : ১/১৬৮ পৃ. হাদিস : ২২৪৯, আলবানী : দ্বঈফু তারগীব : ৩/২৮০ পৃ.হাদিস : ২৫৭৫, দায়লামী : মুসনাদিল ফিরদাউস : ১/৮১ পৃ. হাদিস : ২৫০, হাকিম নিশাপুরী : আল-মুস্তাদরাক : ২/৪২১ পৃ. দিন্নুরী মালেকী, মাযালিসে দিন্নরী, ১/৪২৯পৃ. হাদিস,১২৮, বগবী, শরহে সুন্নাহ, ৩/১৯৭পৃ. হাদিস,৬৮৬, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ১/৪৮৯পৃ. হাদিস,২১৫১, দরবেশহুত, আস্-সুনানিল মুত্তালিব, ১/৭৫পৃ. হাদিস,২৯৫, মিয্যী, তাহযীবুল কামাল, ১৫/৪৮২ ক্রমিক.৩৫০৯,

১ আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ১/২৩৯ : হাদিস : ৮৩৫

২ ক. ইমাম যাহাবী : মিযানুল ইতিদাল : ৪/২০৭-২০৮ রাভী : ৯৪৪০
খ. ইমাম সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ১৬১ : হাদিস : ২৬৮
গ. আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ১/২৩৯ : হাদিস : ৮৩৫

৩. ইমাম আদি (রহ.) বলেন : عِنْدَ لَا بَأْسَ بِهِ بِرِوَايَاتِهِ-" তার রেওয়ায়েত বর্ণনা করতে কোন অসুবিধা নেই।"[১]

সুতরাং প্রমাণিত হয়ে গেল অনেক উঁচু স্তরের ইমামগণ তাকে সিকাহ বা বিশ্বস্ত বলেছেন। আর অপরদিকে ইমাম নাসায়ী (রহ.) তো তাকে দ্বঈফ বলেননি। বরং শক্তিশালী বর্ণনাকারী নয় বলেছেন।

ইমাম সাখাভী, আল্লামা আযলূনী, ইমাম যাহাবী, আদি, আবু দাউদ, ইমাম ইবনে মুঈনের রায় গ্রহণ করে উক্ত হাদিসকে সহিহ বলা যায়। যদিও ইমাম তিরমিযী 'হাসান' বলেছেন।[২]

ইমাম সাখাভী (রহ.) ও ইমাম আযলূনী (রহ.) বলেছেন :

وَوَثَّقَهُ أَيْضًا أَبُوْدَاوُدَ وَابْنِ حِبَّانَ وَابْنِ عَدِيٍّ وَجَمَاعَة وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِيْ تَارِيْخِهُ الْكَبِيْرِ

-"তিনি একজন সিকাহ বা বিশ্বস্ত রাবি ছিলেন যেমন ইমাম আবু দাউদ, ইমাম ইবনে হিব্বান, ইমাম ইবনে আদি এবং এক জামাত ইমামগণ তাকে সিকাহ বা বিশ্বস্ত বলেছেন এবং এমনকি ইমাম বুখারী (রহ.) তার 'তারিখুল কবীর' গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।[৩] তাই সর্বশেষ সমাধান দিয়ে ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতি ও মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) বলেন হাদিসটি সহিহ।[৪] আর এ হাদিসটির যে সনদটি ইমাম আবি শায়বাহ সংকলন করেছেন সে সনদে উক্ত রাবী নেই; তবে 'আবদুল্লাহ বিন কায়সান' রাবি রয়েছেন। আর আমি বলবো ইমাম মিয্যী বলেন 'ইমাম ইবনে হিব্বান

১ ক. ইমাম যাহাবী : মিযানুল ইতিদাল : ৪/২০৮-২০৯ পৃ. রাভী : ৯৪৪০
খ. ইমাম আদি : আল কামিল : ৬/৩৪২ পৃ.
গ. আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ১/২৩৯ পৃ. : হাদিস : ৮৩৫

২ ক. ইমাম যাহাবী : মিযানুল ইতিদাল : ৪/২০৯ পৃ. : রাবী : ৯৪৪০, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত।
খ. ইমাম সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ১৬১ : হাদিস : ২৬৮
গ. আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ১/২৩৯ : হাদিস : ৮৩৫
ঘ. ইমাম সাখাভী : কওলুল বদী : ২৪১ পৃ.
ইমাম সাখাভী ও আল্লামা আযলূনী উক্ত সনদের রাভী সম্পর্কে আরও বলেন, فِيْهِ مَنْقَبَة لِأَهْلِ الْحَدِيْثِ -
"সে হাদিসবেত্তাদের নিকট একজন মহৎ বা কৃতিত্বশালী রাবী।
ঙ. ইমাম সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ১৬১ পৃ. : হাদিস : ২৬৮
চ. আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ১/২৩৯ পৃ. : হাদিস : ৮৩৫

৩ ক. ইমাম সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ১৬১ পৃ: হাদিস : ২৬৮
খ. আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ১/২৩৯ পৃ : হাদিস : ৮৩৫

৪ ক. মোল্লা আলী ক্বারী : মিরকাত : ৩/৯ পৃ. হাদিস : ৯২৩
খ. ইমাম সুয়ুতী : জামেউস সগীর : হাদিস : ২২৪৯

তাঁর সিকাহ গ্রন্থের সিকাহ রাবির তালিকায় তাকে অর্ন্তভুক্ত করেছেন।[১] আমি এ রাবির ব্যাপারে বিস্তারিত আযানের দোয়ায় শাফায়াতাহু শব্দসহ পড়ার হাদিস প্রসঙ্গে দেখুন।

আমি অনুসন্ধান করে দেখেছি যে এ হাদিসটি প্রসিদ্ধ সাহাবি হযরত আবু উমামা (রা.) হতে বর্নিত একটি সূত্র রয়েছে।[২] তাই আমরা বুঝতে পারলাম আলবানীর তার "দ্বঈফু তারগীব" গ্রন্থে উক্ত হাদিস দুর্বল বলার কোন ভিত্তি নেই।

সর্বপ্রথম আকল (বিবেক) সৃষ্টি করা হয়েছে হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা

এ প্রসঙ্গে আল্লামা আযলূনী (রাহিমাহুল্লাহ আলাইহি) বলেন :

قَالَ الصَّغَانِيُّ مَوْضُوْعٌ بِاتِّفَاقٍ وَتَقَدُّمُ بِابْسَطَ فِيْ اِنَّ اللّٰهَ كَمَا خَلَقَ الْعَقْلَ

"ইমাম সাগানী (রাহিমাহুল্লাহ আলাইহি) বলেন, উক্ত হাদিসটি যে জাল বা বানোয়াট এ ব্যাপারে সকল মুহাদ্দিস ঐক্যমত্য হয়েছেন।[৩]

ইমাম সাখাভী ও ইমাম আযলূনী আরও বলেন :

قَالَ : اِبْنُ تَيْمِيَّةُ وَتَبِعَهُ غَيْرُهُ : اِنَّهُ كَذَابٌ مَوْضُوْعٌ بِاتِّفَاقٍ

ইবনে তাইমিয়া কঠিনভাবে উক্ত হাদীসের প্রতিবাদ করে বলেন, নিশ্চয় এটা মিথ্যা, বানোয়াট এই বিষয়ে সবাই ঐক্যমত্য হয়েছেন।[৪]

যেহেতু আহলে হাদীসের গুরুও জাল বলেছে তাতে আর সন্দেহ রইলো না হাদিসটি জাল। আল্লামা আযলূনী (রাহিমাহুল্লাহ আলাইহি) আরও বলেন :

وَقَالَ الْحَافِظُ اِبْنُ حَجَرٍ : وَالْوَارِدُ فِيْ اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْقَلَمَ ، وَهُوَ اثْبَتُ مِنْ حَدِيْثُ الْعَقْلُ – كَشْفُ الْخَفَاءِ : ١/٢١١ رقم : ٧٢٢

-"আল্লামা ইবনে হাযার আসকালানী (রাহিমাহুল্লাহ আলাইহি) বলেন : (দুটি হাদিস কলম আর আকলের) এ দুটি সৃষ্টির মধ্যে সর্ব প্রথম কলমই সৃষ্টি তা ছাবেত বা দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত অর্থাৎ আকল নয়।[১]

১ মিয্যী,তাহযিবুল কামাল,১৫/৪৮২পৃ.ক্রমিক.৩৫০৯,ইবনে হিব্বান,আস্-সিকাত,৭/৪৯পৃ.
২ ইমাম বায়হাকী,আস্-সুনানিল কোবরা,৩/৩৫৩পৃ.হাদিস,৫৯৯৫
৩ আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ১/২৩৬ : হাদিস : ৮২২
৪ ক. ইমাম সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ১৪২ পৃ: হাদিস : ২৩৩
খ. আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ১/২১১ হাদিস : ৭২২

আল্লামা আযলূনী (রাহিমাহুল্লাহ আলাইহি) সর্বশেষ বলেন- وَلَا اَعْلَمُ لَهُ اَصْلًا - "এটার কোন ভিত্তি আছে বলে আমার জানা নাই।[২]

মুমূর্ষু ব্যক্তির পাশে সুরা ইয়াসিন তিলাওয়াত করা প্রসঙ্গে

বিভ্রান্তিকর একটি পুস্তক"বিদআত"এর ২/২৭পৃষ্ঠায় ড. আহমদ আলী সাহেব সাহেব, নিকৃষ্ট একজন নাপাক লোক নাসিরুদ্দীন আলবানীর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেন, "বিশিষ্ট হাদিস বিশারদ আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ আলাইহি) এর মতে মুমূর্ষু ব্যক্তির পাশে সূরা ইয়াসিন পড়া বিদআত।" নাউযুবিল্লাহ

সম্মাণিত পাঠকবৃন্দ! তিনি আর কোন দলীল খুঁজে পান নি। তার উপরোক্ত বক্তব্য ও স্বীয় গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে তার দলীল গ্রহণ এমনকি তার নামের শেষে "রাহমাতুল্লাহ আলাইহি" ব্যবহারের দ্বারাই বুঝা যায়, সে আহলে হাদিস আলবানীরই একজন উত্তরসূরী। আলবানী একজন বেয়াদবে রাসূল, কট্টর কুফুরি তার আকিদা। যারা তাকে সমর্থন করে এবং তার সাথে পূর্ণ সাদৃশ্য রাখে তারা কী? এ বিষয়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর(রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূল (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন-

«مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»

-"কোন ব্যক্তি যে জাতি বা ব্যক্তির সাথে সাদৃশ্য রাখে সে তার অন্তর্ভুক্ত।"[৩]

এ সমস্ত ভ্রান্তবাদীদের আলোচনা না করে আমি মূল বক্তব্যে যাচ্ছি। সুরা ইয়াসিন পড়া মুলত মুস্তাহাব। হুযুর (ﷺ) আদেশ দিয়েছেন; এ বিষয়ে আলোচিত নিম্নোক্ত হাদিসটি দুটি সনদে বর্ণিত হয়েছে। একটি হযরত আবু দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং অপরটি হযরত আবু যার গিফারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনায়। প্রথম সনদে 'মারওয়ান বিন সালেম' রয়েছে আর সে রাবী হিসেবে দুর্বল,কেননা ইমাম আদি,নাসায়ী,বুখারী,আবু হাতেম,ছাফ্ওয়ান বিন আমর এবং আহমদ বলেন সে দুর্বল বর্ননাকারী।[৪] আমি কিতাবের ভূমিকায় আলোচনা করে এসেছি যে, দ্বঈফ সনদের হাদিস যখন একাধিক সূত্রে বর্ণিত হবে তখন তা "হাসান"এর পর্যায়ে উপনীত হয়। তাই উক্ত হাদিসটি নিঃসন্দেহে "হাসান"। রাসূল (ﷺ) ইরশাদ ফরমান-

مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوْتُ وَيُقْرَأُ عِنْدَهُ يس اِلَّا هَوَّنَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ

১ ক. আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ১/২১১ : হাদিস : ৭২২
খ. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : আসারুল মারফুআ : ১২৪ এবং ২৮৬ পৃ.
গ. আল্লামা তাহের পাটনী : তাযকিরাতুল মওযুআত : ২৮ পৃ.
২ আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ১/২১১ : হাদিস : ৭২২
৩. ইমাম আবু দাউদ ঃ আস-সুনান; হাদিস নং ৪০৩১।
৪. আদি,আল কামিল, ৮/১১৯পৃ. যাহাবি, সিয়ারু আলামিন আন নুবালা, ৯/৩৫পৃ. রাবি.০৮, মিযানু ই'তিদাল, ৪/৯০পৃ. রাবি ক্রমিক.,৮৪২৫, মিয্যী, তাহযীবুল কামাল,৮/১১৯পৃ. রাবি,১৮৭০

-"যদি কোন মৃত ব্যক্তির (মুমূর্ষ ব্যক্তি) পাশে সুরা ইয়াসিন তিলাওয়াত করা হয় তাহলে আল্লাহ তাআলা তার সবকিছু সহজভাবে সম্পন্ন করবেন।"[১]

উক্ত দুই বর্ণনাকারীর হাদীসের সমর্থনে হযরত গুদায়ফ ইবনুল হারিছ (ﷺ) এর সূত্রেও মওকুফ বর্ণনা রয়েছে। ড. আহমদ আলী তার "বিদআত" বইয়ের ২/২৯ পৃষ্ঠায় তা স্বীকার করেছেন।[২] উক্ত হাদিসটি 'হাসান' বলেও তিনি স্বীকার করেছেন।

অপরদিকে বিশিষ্ট সাহাবী হযরত মা'কিল ইবনে ইয়াসার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আঁকা (ﷺ) ফরমান- «اقْرَءُوا يس عَلَى مَوْتَاكُمْ»

-"তোমরা তোমাদের মৃত (মুমূর্ষু) ব্যক্তির পাশে সূরা ইয়াসিন পড়ো।"[৩]

ইমাম নববী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, উক্ত হাদীসে আবু উসমান নামক রাবী দ্বঈফ থাকলেও ইমাম আবু দাউদ তা সহিহ বা বিশুদ্ধ বলেছেন।[৪]

ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতি বলেন, হাদিসটি হাসান পর্যায়ের।[৫]

তাই উক্ত হাদিস সম্পর্কে সম্মাণিত পাঠকবৃন্দকে বলতে চাই, যারা এরূপ অসংখ্য সহিহ, হাসান হাদিসগুলোকে অস্বীকার করে বিদআত বলে তারা কী মুসলমান? আল্লাহ আমাদেরকে এরূপ ধোঁকাবাজ-মুসলমানদের থেকে রক্ষা করুন। (আমিন)

১. ইমাম আবু নুঈম ইস্পাহানী; আখবারে ইস্পাহানী, ১/১৮৮পৃঃ, মুত্তাকী হিন্দী ঃ কানযুল উম্মাল, ১৫/৫৬৩ পৃ. হাদিস : ৪২১৮৬, ইবনে হাজার আসকালানী, মুত্তালিবুল আ'লিয়া, ৫/২১৫ পৃ. হাদিস, ৭৮২, তালখিসুল-হবির, ২/২১৩ পৃ. হাদিস : ৭৩৫, কেনানী, ইত্তিহাফুল খায়রাত, ২/৪৩১ পৃ. হাদিস : ১৮৩৭
২. ১। আহমদ ইবনে হাম্বলঃ আল-মুসনাদঃ হাদিসঃ ১৬৩৫৫
৩. ১। ইমাম আবু দাউদঃ আস-সুনানঃ কিতাবুল জানায়েযঃ৩/৪৮৯পৃ, হাদিসঃ ৩১২১
২। ইমাম ইবনে মাযাহঃ আস-সুনানঃ কিতাবুল জানায়েজঃ ১/৪৬৬পৃ, হাদিসঃ ১৪২৮
৩। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলঃ আল-মুসনাদঃ ৫/২৬-২৭পৃ, হাদিসঃ ১৯৪১৬
৪। ইমাম ইবনে হাজার আসকালানীঃ আত-তালখিছিল হাবীরঃ ২/৩১৯পৃ, হাদিসঃ ৭৩৫
৫। ইমাম নববীঃ আল কিতাবুল-আযকারঃ ১৪৪পৃঃ
৬। ইমাম হাকিম নিশাপুরীঃ আল-মুস্তাদরাক ঃ ১/৫৬৫পৃঃ
৭। ইমাম ইবনে হিব্বানঃ আস-সহীহ ঃ হাদিস ঃ ৩০০২
৮। ইমাম আবি শাইবাহঃ আল-মুসান্নাফ ঃ ৩/২৭৩পৃঃ
৯। ইমাম নাসাঈঃ সুনানে কোবরাঃ হাদিসঃ ১০৯১৩
১০। আহলে হাদিস নাসিরুদ্দীন আলবানীঃ আল-ইরওয়া-উল গালীলঃ ৩/১৫০পৃঃ
১১। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতীঃ শরহুস সুদূরঃ ৫৫পৃঃ
১২। খতিব তিবরিযীঃ মেশকাতঃ কিতাবুয জানায়েজঃ ১/৩০৮পৃ, হাদিসঃ ১৬২২
১৩। ইমাম সুয়ূতিঃ জামেউস সগীরঃ ১/১০১পৃ, হাদিসঃ ১৩৪৪
১৪.আবু দাউদ তায়লসী,আল-মুসনাদ,২/২৪৪পৃ.হাদিস:৯৭৩
১৫.নাসাঈ,আমালুল ইয়াওম ওয়াল লায়লী,১/৫৮১পৃ.হাদিস:১০৭৪
১৬.তাবরানী,মু'জামুল কাবীর,২০/২১৯ পৃ.হাদিস : ৫১০
১৭.বায়হাকী,শুয়াবুল ঈমান : ৪/৯২পৃ.হাদিস:২২৩০
৪. ১। ইমাম নববীঃ কিতাবুল আযকার ঃ ১৪৪পৃঃ
৫. ১। ইমাম সুয়ূতি জামেউস সগীর ঃ হাদিস ঃ ১৩৪৪

গীবত যেনার চেয়েও জঘন্য পাপ- প্রসঙ্গে

জুনাইদ বাবু নগরী লিখিত "প্রচলিত জাল হাদিস" বইয়ের ১৩৪ পৃষ্ঠায় এ হাদিসকে জাল বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

উক্ত হাদিসটি প্রথমে দুটি সনদে বর্ণিত হয়েছে। হযরত যাবের (ﷺ) এবং হযরত আবু সাঈদ খুদরী (ﷺ) হতে।[১]

'আব্বাদ বিন কাসীর' সনদে বাবী দূর্বল। ইমাম নাসাঈ তাকে মাতরুকও বলেছেন। তারপরেও উক্ত সনদগুলোর সাথে আরেকটি সনদ যুক্ত হয়ে হাদিসটি অধিক শক্তিশালী হয়ে "হাসান" পর্যায়ে উপনীত হয়েছে।[২] এ প্রসঙ্গে আল্লামা আজলুনী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন-

لكن في تخريج أحاديث الديلمي للحافظ ابن حجر قال أسنده عن جابر.
ويشهد له ما في الديلمي عن معاذ بن جبل بلفظ الغيبة أخو الزنا فتدبر.

-"তবে হাফিযুল হাদিস ইবনে হাযার (রহিমাহুল্লাহ) দায়লামীর হাদীসের তাখরীজে বলেন, হযরত যাবির (ﷺ) হতে বর্ণিত এ হাদিসটির সমার্থক হাদিস রয়েছে, যাকে মুহাদ্দিস দায়লামী হযরত মুয়ায ইবনে যাবাল (ﷺ) থেকে নিম্নোক্ত শব্দের সাথে বর্ণনা করেন-الغيبة اخو الزنا -"গীবত জিনার ভাই।"[৩]

অপরদিকে আহলে হাদীসের গুরু আলবানী যাবের (ﷺ) এর উক্ত সনদ সম্পর্কে বলেন- ضعيف جدا -"অত্যন্ত দ্বঈফ বা দূর্বল।"[৪]

তাই সর্বশেষ এটাই বলতে চাই, হাদিসটি তিনটি দূর্বল সনদ মিলে "হাসান" পর্যায়ের হাদিস হয়েছে কোন সন্দেহ নেই, যা আমি হাদীসের নীতিমালায় কিতাবের শুরুতে আলোচনা করে এসেছি।

যে নামায তরক করল সে যেন প্রকাশ্য কুফুরী করল -হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে

বর্তমানকালে আহলে হাদিসগণ উক্ত হাদীসের দ্বারা যে নামায পড়ে না তাকে কাফের বলে বেড়ায়। মূলত উক্ত হাদিসটি সহিহ নয়। হাদিসটি হল

১ ক. ইমাম বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান ঃ ৫/৩০৬পৃ, হাদিসঃ ৬৭৪১
খ. খতীব তিবরিযী ঃ মিশকাতঃ কিতাবুল আদাব ঃ ৩/১৯৮পৃ, হাদিস ঃ ৪৮৭৪ এবং ৪৮৭৫
২ ক. ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ২/২৮৬ পৃ. রাজী-৪৪৯৬
৩ ক. আজলুনী : কাশফুল খাফা ঃ হাদিস: ১৮১০,
খ. দায়লামী,আল-ফিরদাউস,৩/১১৭পৃ.হাদিস,৪৩২৩
৪ নাসির উদ্দিন আলবানী ঃ সিল..দ্বঈফাহ ঃ ৪/৩২৫পৃ, হাদিস ঃ ১৮৪৬

عَنْ انس بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ جِهَارًا» لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ إِلَّا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ

-"হযরত আনাস (রাঃ) হতে মারফূ সূত্রে এসেছে, হুজুর (ﷺ) ইরশাদ ফরমানঃ যে নামায তরক করল সে প্রকাশ্য কুফুরীর মত অন্যায় করল,তাবরানী বলেন এ হাদিসটি আবু জাফর আল-রাজী ছাড়া আর কেউই বর্ণনা করেননি।"[১] ইমাম ইবনে হাযার হাইসামী (রহঃ) তার মাযমাউদ- যাওয়াইদ গ্রন্থে বলেন- উক্ত হাদীসে একজন রাবী মজহুল (অপরিচিত) হওয়ায় হাদিসটির সনদটি দূর্বল।[২]

অপরদিকে হাইসামীর কথা বা মতানুযায়ী আহলে হাদীসের অন্যতম গুরু নাসিরুদ্দীন আলবানীও তার "সিলসিলাতুল আহাদিসুদ্-দ্বঈফাহ" এর ৫/১৪২ পৃষ্ঠায় হাদিস নং ২৫০৮ এ দ্বঈফ বা দূর্বল হাদিস বলে উল্লেখ করেছেন। তাই তাদেরকে স্বীয় গুরু আলবানী থেকে উপদেশ নেয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

এ ছাড়া আরেকটি হাদিস পাওয়া যায়, ইমাম দারেকুতনী তার ইল্লল গ্রন্থে হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, من ترك الصلوة فقد كفر -"যে ব্যক্তি নামায তরক করল সে কুফরী করল।"

উক্ত হাদিসটির প্রধান রাবী 'ক্বারী রিবিঈ বিন আনাস' তিনি সাহাবী হযরত আনাস (রাঃ) এর সাক্ষাত পাননি, তার পিতা হযরত আনাস (রাঃ) এর সাক্ষাত লাভ করেছেন, তিনি তার পিতা থেকে কিছু হাদিস বর্ণনা করেছেন, ইমাম সাখাভী ও ইমাম আজলুনী (রহঃ) বলেন, উক্ত হাদিসটি তিনি তার পিতা থেকে শুনেন নি, তবে তিনি কার থেকে উক্ত হাদিসটি শুনেছেন তা তিনি উল্লেখও করেন নি। অথচ তিনি একজন দূর্বল রাবী। কেউ কেউ তাকে জাল হাদিস প্রণেতা বলেও অভিযোগ করেছেন। তাই হাদিসটি কোন মতেই গ্রহণ করা যেতে পারে না। সুতরাং প্রতিয়মান হয় হাদিসটি দুর্বল।[৩]

যে বস্তুর প্রতি ভালোবাসা বেশী, সেটি বেশী স্মরণ করা- হাদিস প্রসঙ্গে

আহলে হাদিস আলবানী তার "দ্বঈফু জামে'" গ্রন্থের হাদিস নং ৫৩৪৭ এ উক্ত হাদিসটি দ্বঈফ বলে আখ্যায়িত করেছেন। উক্ত হাদিসটি হল-

১. (১) তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, ৩/৩৪৩পৃ, হাদিস,৩৩৪৮, (২) মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল :৭/২৮০পৃ.হাদিস : ১৮৮৭৬
২. হায়সামী, মাযমাউয যাওয়াইদ,১/২৯৫পৃ.হাদিস:১৬৩৪,মাকতুবাতুল কুদসী,কাহেরা,মিশর।
৩. ১। ইমাম সাখাভীঃ মাকাসিদুল হাসানাঃ ৪৬৫ পৃ, হাদিসঃ ১০৯৪
২। আল্লামা আজলুনীঃ কাশফুল খাফাঃ ২/৩৩০ পৃঃ
৩। তাহের পাটনী,তাযকিরাতুল মওদুআত,১/৩৮পৃ.

عن عائشة رضى الله تعالى عنها مرفوعا: من احب شيئا اكثر من ذكره- رواه الشفاء الشريف-

-"হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে মারফূ সূত্রে বর্ণিত, হুযুর (ﷺ) ইরশাদ করেন, যে বস্তুর প্রতি যার ভালবাসা হয় সে তারই অধিক আলোচনা করে থাকে।"[১]

আল্লামা আজলুনী (রহঃ) বলেন-

رواه ابو نعيم و الديلمى عن عائشة رضى الله تعالى عنها مرفوعا

অর্থাৎ- উক্ত হাদিসটি ইমাম আবু নঈম ও ইমাম দায়লামী (রহঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেছেন।[২]

আল্লামা আজলুনী (রহঃ) শুধু এতটুকুই বর্ণনা করেছেন। তার নীরবতা দ্বারা প্রমাণ হয় যে, হাদিসটি সহিহ বা হাসান। ইমাম কালাবাজী (রহঃ)যথাক্রমে ইয়াযিদা রাকসী তিনি হযরত আনাস (রাঃ) থেকে আরেকটি সূত্র বর্ণনা করেছেন।[৩] এছাড়া কুস্তলানী (রহঃ), যুরকানী শিফা শরীফের বরাতে আরো একাধিক সনদ বর্ণনা করেছেন।

কৃপন ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না- হাদিস প্রসঙ্গে

"প্রচলিত জাল হাদিস" বইয়ের ৯৪ পৃষ্ঠায় লেখক উক্ত হাদিসটি জাল বলার দুঃসাহস দেখিয়েছে, উক্ত হাদীসের সমর্থনে অন্য হাদিসও পাওয়া যায়। যেমন-

১. (১) ইমাম বায়হাকী ঃ দালায়েলুল নবুয়াত ঃ ২/৪৯পৃ. (২) ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতীঃ জামেউস সগীর ঃ ২/৬০৬পৃ, হাদিস ঃ ৮৩১২ (৩) মুত্তাকী হিন্দী ঃ কানযুল উম্মাল ঃ ১/৪২৫পৃ. হাদিসঃ ১৮২৯ (৪) আল্লামা কুস্তালানী ঃ মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া ঃ ২/৬১৫পৃ.এবং ২/৬৩৭পৃ. (৫) ইমাম যুরকানী ঃ শরহুল মাওয়াহেব ঃ ৯/৬৯ পৃঃ (৬) আহলে হাদিস নাসিরুদ্দীন আলবানী ঃ দ্বইফুল জামে ঃ হাদিস নং ৫৩৪৭ (৭) ইমাম কাযী আয়ায ঃ শিফা শরীফ ঃ ২/১১পৃ. (৮) আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী ঃ শরহে শিফা ঃ১/৪৫৯পৃ.এবং ২/৪৭পৃ. (৯) আল্লামা শফী উকাড়ভী ঃ যিকরে জামীল ঃ ২২পৃ. (১০) আল্লামা আযলুনীঃ কাশফুল খাফা ঃ ২/১৯৮ পৃ, হাদিসঃ ২৩৫০ (১১) ইমাম সূয়ূতী, মানাহিলুল সাফা : ১/১৮৪পৃ. হাদিসঃ ৯৬৫ (১২) শায়খ ইউসুফ নাবহানী : ফতহুল কাবীর : ৩/১৪০পৃ. হাদিস :১১২৪৬ (১৩) সূয়ূতী,আল-দুর্‌রুল মুনতাসিরাহ,১/১৭৯ পৃ. হাদিস : ৩৭৩ (১৪) সাখাভী, মাকাসিদুল হাসানা : ১/৬১৯পৃ. হাদিস :১০৪৯ (১৫) যারকশী, তাযকিরা ফি আহাদিসুল মুসতাহিরাঃ ১/১১৫পৃ,(১৬) আবুল আশবাল,শরহে সহিহ মুসলিম : ৪৯/২০পৃ. (১৭) বুকরী, দালিলুল ফালিহীন শরহে রিয়াযুস সালেহীন : ৩/১৯২পৃ. (১৮) মোবারকপুরী, মার'আতুল মাফাতিহ : ৭/২০২পৃ. (১৯) মানাভী, ফয়যুল কাদীর, ৪/৩২০পৃ. হাদিসঃ ৫৪৫০ এবং ৬/৮৩পৃ.: ৮৫০৯, এবং ৬/৩০পৃ,হাদিস : ৮৩১২ (২০) মোল্লা আলী ক্বারী : মিরকাত, ৪/১৪৬৬.পৃ. হাদিস : ২১২৯ (২১) মোল্লা আলী ক্বারী, মিরকাত, ৮/৩১৩৪ পৃ. হাদিসঃ ৫০০৭ (২২) মোল্লা আলী ক্বারী : মিরকাত, ৯/৩৭২২পৃ. হাদিস,৫৮৩৩ (২৩) শাফূরী,মাযালিসুল-ওয়ায়েযিয়্যাত,১/৪১০পৃ. (২৪) ইমাম ইরাকী,শরহে ত্বাকরীব, ৮/২৭২পৃ. (২৫) মুগালাতি, শরহে সুনানে ইবনে মাজাহ, ১/১৫৪১পৃ. (২৬) ইয়াকুব কালাবাজী, বাহরুল ফাওয়াইদ, ১/২৩পৃ. (২৭) যারকশী, শরহে মুস্তফা, ১/২৮পৃ. ও ১/৮৭পৃ. (২৮) শায়খ ইউসুফ নাবহানী, ওসায়েলঃ ১/৩১৮পৃ.হাদিস,২১৮,ও ৪/৩২পৃ. (২৯) খলিল বিন আলী তায়মী, হকুকুন্নবী (ﷺ),১/৩৮২পৃ.
২. . আল্লামা আজলুনীঃ কাশফুল খাফাঃ ২/১৯৮ পৃ, হাদিসঃ ২৩৫০
৩. .ইমাম কালাবাজী, বাহারুল ফাওয়াইদ,১/২৩পৃ.

عن ابن عباس مرفوعا: قَسَمٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَخِيلٌ- رواه ابن عساكر-

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে মারফু সূত্রে এসেছে, রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, আল্লাহর কসম! কৃপন ব্যক্তিবর্গ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। ইমাম ইবনে আসাকীর তার "তারীখে দামেস্কে" উক্ত হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।"[১]

শুধু তাই নয় এর সমর্থনে আরো হাদিস পাওয়া যায়-

عن ابن عمر مرفوعا: الشحيح لا يدخل الجنة- رواه الخطيب فى كتاب البخلا-

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেন, বখিলগণ জান্নাতে যাবে না। উক্ত হাদিসটি ইমাম খতীবে বাগদাদী (রহঃ) তাঁর কিতাবুল বুখালায় বর্ণনা করেছেন।"[২] এ ব্যাপারে আরেকটি সনদের হাদিস হযরত আবু বকর (রাঃ) হতে পাওয়া যায়।[৩]

পরিশেষে বলা যায়, উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা উক্ত বইয়ের জনাব লেখকের গণ্ড মূর্খতাই কেবল প্রমাণিত হয়।

****তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই উত্তম যে মানুষের উপকার করে- হাদিস প্রসঙ্গে****

হেফাজতে ইসলামের নেতা' মাওলানা জুনাইদ বাবু নগরী তার "প্রচলিত জাল হাদিস" বইয়ের ১৩৫ পৃষ্ঠায় উক্ত হাদিসকে জাল প্রমাণ করার জন্য অনেক চালবাজি করেছে। লিখেছে "জামেউস সগীর" গ্রন্থের লিখক নাকি ইমাম মানাবী (রহঃ)। (নাউযুবিল্লাহ)

কতবড় মূর্খ হলে ইমাম সুয়ূতির পরিবর্তে অন্যের নাম লিখতে পারে? চিন্তা করুন! ।এই হাদিসটি হল-

১. ১. আল্লামা মুত্তাকী হিন্দী ঃ কানযুল উম্মাল ঃ ৩/৪৪৭পৃ, হাদিসঃ ৭৩৫৮
২. জুনাইদ বাজলী,ফাওয়াইদ:১/৭৮পৃ.হাদিস:১৭৬
৩. ইবনে আসাকীর,তারীখে দামেশ্ক,৫৭/৩৭৩পৃ.হাদিস:৭৩৪৬
২. ১. আল্লামা মুত্তাকী হিন্দীঃ কানযুল উম্মালঃ ৩/৪৪৭ পৃ, হাদিসঃ ৭৩৮২
৩. ১.ইমাম আহমদ:আর-মুসনাদ:১/১৯১পৃ.হাদিস:১৩
২.বায়হাকি : শুয়াবুল ঈমান: ১৩/৩০০পৃ.হাদিস: ১০৩৬৪
৩.আবূ দাউদ তায়লসী:আল-মুসনাদ:হাদিস:৭-৮
৪.ইমাম আবু ই'য়ালা:আল মুসনাদ:হাদিস:৯৩

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ»- قال السيوطى هذا حديث حسن و قال الالبانى هذا حديث حسن-

-"হযরত যাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিরাই উত্তম যারা মানুষের উপকার করে। ইমাম কাযাঈ (রহঃ) তার "মুসনাদে সিহাব" গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহঃ) উক্ত হাদিসকে 'হাসান' বলেছেন। অপরদিকে আহলে হাদিস নাসিরুদ্দীন আলবানীও উক্ত হাদিসকে 'হাসান' বলেছে।"[১]

তাদের গুরু আলবানীর দলীল ছাড়া কিছুই বুঝে না। কিন্তু এখানে আবার মুনাফিকের পরিচয় দিয়েছেন। যে রাবীটি নিয়ে তারা অভিযোগ করেছেন তিনি হলেন 'আমর ইবনে আবু বকর আস্-সাকাফী আর রমলী'। উক্ত রাবীটি ইমাম কাযাঈ (রহঃ) এর সনদে নেই। তবে হ্যাঁ, তার অনুরূপ একটি সনদের হাদিস আছে বলে ইমাম যাহাবী তার গ্রন্থে সনদ বর্ণনা করেছেন।[২]

জুম'আ হলো নিঃস্বদের জন্য হজ্জ- প্রসঙ্গে

জুনাইদ বাবু নগরী স্বীয় "প্রচলিত জাল হাদিস" বইয়ের ১২১ পৃষ্ঠায় জাল প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়ে লিখেছেন- "জামেউস সগীর কিতাবে উক্ত হাদিসটি আল্লামা মানাবী (রহঃ) উল্লেখ করেছেন"।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! যে কিতাবের সম্মানিত লিখকের নামই জানে না, সে আবার কিসের সহিহ দ্বঈফ নির্ণয় করবে। মূলত উক্ত গ্রন্থের লিখক হলেন ইমাম সুয়ূতী (রহঃ)। উক্ত হাদিসটি হল- عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْجُمُعَةُ حَجُّ الْمَسَاكِينِ» -"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হুজুর (সাঃ) ফরমান- জুমা হল নিঃস্বদের জন্য হজ্জ স্বরূপ।"[৩]

১. ১. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতীঃ জামেউস সগীর ঃ ১/৩০২পৃ, হাদিসঃ ৪০৪৪
২. আহলে হাদিস আলবানীঃ সিলসিলাতুল.. সহীহাঃ হাদিসঃ৪২৬
৩. আল্লামা মুত্তাকী হিন্দীঃ কানযুল উম্মালঃ ১৫/৭৭৭ পৃ, হাদিসঃ ৪৩০৬৫
৪.ইমাম কদ্বয়ীঃ মুসনাদে শিহাব:২/২২৩পৃ.হাদিস:১২৩৪
২. ১। ইমাম যাহাবীঃ মিযানুল ই'তিদালঃ ৩/২৪১ পৃ, রাবী ঃ৬৭৭৭, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ,বয়রুত।
৩. ১. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতীঃ আল-জামেউস সগীরঃ ১/২৭২পৃ, হাদিসঃ ৩৬৩৫
২. ইমাম সাখাভীঃ মাকাসিদুল হাসানাঃ ২০৭পৃ, হাদিসঃ ৩৭০
৩. আল্লামা আজলুনীঃ কাশফুল খাফাঃ ১/২৯৮পৃ, হাদিসঃ ১০৭৪
৪.আলবানীঃ দ্বঈফাহ ঃ ১/৩৪৪পৃ, হাদিসঃ ১৯১,তিনি বলেন হাদিসটি দ্বঈফ।
৫. ইমাম মানাবীঃ ফয়যুল কাদীরঃ ৩/৩৫৯পৃ, হাদিসঃ ৩৬৩৫
৬. আল্লামা শাওকানীঃ ফাওয়াইদুল মওদ্বু'আতঃ ৩৭৮পৃঃ
৭.ইবনে আরাবী,মু'জাম:৩/১১০৩পৃ.হাদিস:২৩৭৮

উক্ত হাদিসটির একটি সনদ পাওয়া গেল, তবে উক্ত হাদিসটির মধ্যে একজন রাবী 'মুকাতিল' সাধারন দূর্বল থাকার কারণে সনদের ক্ষেত্রে হাদিসটি দ্বঈফ পর্যায়ের।[১]

তবে অপর আরেকটি সনদ যা ইমাম কাযাঈ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ইমাম ইবনে আসাকীর (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর সূত্রে المساكين (মাসাকিন)এর স্থলে الفقراء (ফুকারা) বর্ণনা করেন।[২]

তবে উক্ত হাদীসেও একজন রাবী দ্বঈফ বা দূর্বল।

অপরদিকে উক্ত হাদীসের সমর্থনে ইমাম দায়লামী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হযরত ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে আরেকটি দ্বঈফ সনদ বর্ণনা করেছেন।[৩]

শুধু তাই নয় ইমাম ইবনে মাযাহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) দ্বঈফ সনদে উক্ত শব্দে হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।[৪] এই হাদিসটির আরেকটি শক্তিশালী সনদ পাওয়া যায় হযরত যাহ্হাক বিন মুযাহিম (রাদিয়াল্লাহু আনহু)এর সূত্রে।[৫]

তাই উক্ত বিষয়ে সর্বমোট চারটিরও বেশি সনদ পাওয়া গেল, যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে হাদিসটি কমপক্ষে "হাসান" পর্যায়ের এবং হাদীসের মূল বিষয় বস্তু প্রমাণিত।

লাশ দাফনের পর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে তালকীনের হাদিস প্রসঙ্গে

বর্তমানকালে অনেকগুলো বই প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম যেমন " বিদআত" এর দ্বিতীয় খণ্ডের ১২০-১২২ পৃষ্ঠায় ড. আহমদ আলী সাহেব, যার কাজই রাসূল (ﷺ) এর সুন্নতকে বিদআত ফতোয়া দেয়া। এ ছাড়া তিনি সহ বাংলা অনেক বইয়ের মধ্যে উক্ত আমলকে বিদআত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এবং এ হাদিসকে জাল প্রমাণের অনেক অপচেষ্টা চালিয়েছে। হাদিসটি হল-

7979 - حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ أَنَسُ بْنُ سَلْمٍ الْخَوْلَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلَاءِ الْحِمْصِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَوْدِيِّ، قَالَ: شَهِدْتُ أَبَا أُمَامَةَ وَهُوَ فِي النَّزْعِ، فَقَالَ: إِذَا

৮.ইমাম ক্বদায়ী:মুসনাদে শিহাব : ১/৮১পৃ.হাদিস : ৭৮

১. ১. ইমাম যাহাবী ঃ মিযানুল ই'তিদালঃ ৩/২৯৮পৃ, রাবী নং-৬৯৯৩, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত।

২. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানীঃ লিসানুল মিযানঃ ৪/৪৫৪পৃঃ

২. ১. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতিঃ জামেউস সগীরঃ ১/২৭৩পৃ, হাদিসঃ ৩৬৩৬=

২. ইমাম মানাবীঃ ফয়যুল কাদীরঃ ৩/৩৫৯পৃ, হাদিসঃ ৩৬৩৬

৩.ইমাম কদ্বায়ী,মুসনাদে শিহাব;১/৮১পৃ.হাদিস:৭৯

৩. ১. ইমাম আজলুনী: কাশফুল খাফাঃ ১/২৯৮পৃ, হাদিসঃ ১০৭৪

৪. ১. আল্লামা আজলুনী: কাশফুল খাফাঃ ১/২৯৮পৃ, হাদিসঃ ১০৭৪

৫. ১.ইমাম ফিকহী: আখবারে মক্কীয়া: ১/৩৭৭পৃ.হাদিস: ৭৯৫

أَنَا مُتُّ، فَاصْنَعُوا بِي كَمَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَصْنَعَ بِمَوْتَانَا، أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ إِخْوَانِكُمْ، فَسَوَّيْتُمُ التُّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ، فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانَةَ، فَإِنَّهُ يَسْمَعُهُ وَلَا يُجِيبُ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانَةَ، فَإِنَّهُ يَسْتَوِي قَاعِدًا، ثُمَّ يَقُولُ: يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانَةَ، فَإِنَّهُ يَقُولُ: أَرْشِدْنَا رَحِمَكَ اللهُ، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. فَلْيَقُلْ: اذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا، فَإِنَّ مُنْكَرًا وَنَكِيرًا يَأْخُذُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ وَيَقُولُ: انْطَلِقْ بِنَا مَا نَقْعُدُ عِنْدَ مَنْ قَدْ لُقِّنَ حُجَّتَهُ، فَيَكُونُ اللهُ حَجِيجَهُ دُونَهُمَا ". فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ أُمَّهُ؟ قَالَ: «فَيَنْسُبُهُ إِلَى حَوَّاءَ، يَا فُلَانَ بْنَ حَوَّاءَ»

-"হযরত সাইদ বিন আব্দুল্লাহ আওয়াদী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাবেয়ী বলেন আমি একদিন হযরত আবু উমামা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর মুমূর্ষ অবস্থায় তার নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি বলেন, আমি যখন মারা যাব, তখন তোমরা আমার সাথে সে ধরণের আচরণই করবে, আমাদের মৃতদের সাথে যে রূপ আচরণ করতে রাসূল ﷺ আমাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন- তোমাদের কোন মুসলমান ভাই মারা গেলে তাকে কবরস্থ করে উপরে মাটি ঠিকঠাক করে দিয়ে তোমাদের কেউ যেন তার শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে এভাবে আহবান করে বলে, হে অমুক মহিলার পুত্র অমুক! (লোকটির মায়ের নাম এবং তার নাম ধরে ডাক দিবে।) তখন মৃত লোকটি ঐ আওয়াজ শুনতে পাবে। একইভাবে দ্বিতীয় বার ডাক দিবে। তখন সে সোজা হয়ে বসবে। তারপরে আবার ডাক দিলে সে কবরের ভিতর থেকে বলবে, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। আল্লাহ তাআলা আপনাকে রহম করুন। নবীজী ইরশাদ করেন, যদিও তোমরা তা বুঝতে পারবে না। অতঃপর শিয়রের কাছে দাঁড়ানো ব্যক্তি যেন বলে, তুমি দুনিয়া থেকে যে কালিমায় শাহাদাত নিয়ে বিদায় নিয়েছ তা স্মরণ কর। আর স্মরণ কর ঐ কথা যে আমার রব হিসেবে আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট এবং দ্বীন হিসেবে ইসলামের উপর রাজি; নবী হিসেবে হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর উপর সন্তুষ্ট এবং পথ প্রদর্শক হিসেবে পবিত্র কুরআনের উপর সন্তুষ্ট। নবীজী ইরশাদ করেন, তালকীনের পর মুনকার-নাকীর ফেরেশতাদ্বয় একে অপরের হাত ধরে বলাবলি করে চলো। যাকে নাজাতের দলীল শিক্ষা দেয়া হচ্ছে তার কাছে বসে থেকে লাভ নেই। জনৈক সাহাবী আরজ করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! যদি মৃত ব্যক্তির মায়ের নাম জানা না থাকে তবে

কার পুত্র বলব? হুযুর (ﷺ) বললেন, সকলের মা হযরত হাওয়া (عليها السلام) এর দিকে সম্পর্ক করেই বলবে হে হাওয়ার পুত্র অমুক।"[১]

উক্ত হাদিসটির ব্যাপারে একজন রাবী অপরিচিত হওয়ায় ইমাম সাখাভী, আল্লামা আজলুনী, আল্লামা ইবনে সালাহ, ইমাম নববী, ইবনে কাইয়্যুম, আল্লামা ইরাকী রহিমাহুল্লাহ এটাকে দ্বঈফ বলেছেন। এমনকি আলবানীও এটাকে দ্বঈফ বলেছেন।

অপরদিকে ইমাম ইবনে শাহীন রহিমাহুল্লাহ, ইমাম যিয়া মুকাদ্দাসী রহিমাহুল্লাহ হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنهما) এর সূত্রে অপর আরেকটি সনদ উল্লেখ করেছেন। যার দ্বারা উক্ত সনদটি আরো শক্তিশালী হয়েছে। তাই এর দ্বারা আমল এবং দলীল গ্রহণ করার অসুবিধা দূর হয়। আল্লামা ইবনে হাযার আসকালানী এজন্যই অনুরূপ বলেছেন। ইমাম সাখাভী আরো বলেন-

قواه الضياء فى احكامه ، ثم شيخنا بما له من الشواهد

অর্থাৎ- ইমাম যিয়া মুকাদ্দাসী রহিমাহুল্লাহ এর আহকাম গ্রন্থের অন্য সনদের দ্বারা উক্ত হাদিস শক্তিশালী হয়েছে। তারপর আমার শায়খ (ইবনে হাযার) আরো বলেন, উক্ত বিষয়ে অপর হাদিস দ্বারা সাক্ষ্য পাওয়া যায়।[২]

অপরদিকে ইমাম সাখাভী রহিমাহুল্লাহ এবং আল্লামা আজলুনী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

وعزى الامام احمد العمل به لأهل الشام و ابن العربى لأهل المدينة-

-"শাম দেশে হাম্বলী মাযহাবের অনুসারীরা এটার উপরে প্রতিনিয়ত আমল অব্যাহত রেখেছেন। এমনকি মদিনা শরীফে হযরত মহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী রহিমাহুল্লাহ এর অনুসারীরাও অনুরূপ আমল জারী রেখেছেন, যার দ্বারা উক্ত হাদীসের আমলটি শক্তিশালী প্রমাণিত হয়েছে।"[৩]

১. (১) ইমাম তাবরানী ঃ মু'জামুল কবীর ঃ ৮/২৪৯পৃ, হাদিসঃ ৭৯০৬ (২) ইমাম সাখাভীঃ আল-মাকাসিদুল হাসানা ঃ ১৯১পৃ, হাদিসঃ ৩৪৫ (৩) আল্লামা আজলুনী: কাশফুল খাফা ঃ ১/২৮২পৃ, হাদিসঃ ১০১৪ (৪) ইবনে হাজার আসকালানি ঃ তালখিসুল হাবির ঃ (৫) ইমাম তাবরানী ঃ আদ্ব-দোয়াতুল কবীর ঃ ২/১৪২পৃ, (৬) ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি ঃ শরহুস সুদুর ঃ ১৩৯পৃ, মাকতাবাতুত তাওফিকিয়্যাহ, কায়রো, মিশর। (৭) আল্লামা মুত্তাকী হিন্দী ঃ কানযুল উম্মাল ঃ ১৫/৭৩৭পৃ, হাদিস ঃ ৪২৯৩৪ (৮) আল্লামা ইবনে হাজার হায়সামীঃ মাযমাউদ যাওয়াইদঃ ১/৪৬৭পৃ, (৯) ইবনুল কাইয়্যুমঃ যা আ'দুল মা'আদঃ ১/৫০২পৃঃ (১০) আল্লামা সান'আনীঃ সুবুলুস সালামঃ ৩/১৫৬ পৃঃ (১১) ইবনু কুদামাঃ আশ-শরহুল কাবীরঃ ২/৩৮৫পৃঃ (১২) ইবনু কুদামাঃ আল-মুগনীঃ ৪/৪৬৫পৃঃ (১৩) ইবনুল মুফলিহ ঃ আল-ফুরূ ঃ ৩/৩১৮পৃঃ (১৪) ইবনে কাসীর : জামিউল মাসানীদ ওয়াল সুনান : ৮/৫৫৩পৃ.হাদিস:১০৮৮১

২. ১। ইমাম সাখাভী ঃ মাকাসিদুল হাসানা ঃ ১৯১পৃ, হাদিস ঃ ৩৪৫
২। আল্লামা আজলুনী: কাশফুল খাফাঃ ১/২৮২পৃ, হাদিসঃ ১০১৪

৩. ১। ইমাম সাখাভী ঃ মাকাসিদুল হাসানা ঃ ১৯১পৃ, হাদিস ঃ ৩৪৫
২। আল্লামা আজলুনী : কাশফুল খাফা ঃ ১/২৮২পৃ, হাদিস ঃ ১০১৪

অপরদিকে ফতোয়ায়ে শামীতে প্রথম খণ্ডে দাফনের পরে তালকীন করাকে মুস্তাহাব বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ তার "কিতাবুল আযকার" গ্রন্থেও মুস্তাহাব বলেছেন।[১] অপরদিকে ইমাম নাওয়াবী তাঁর ফতোয়ায়ে নববীতেও অনুরূপ মুস্তাহাব বলেছেন। (আল-মাজমূ)

আল্লামা আজলুনী আরো বলেন-

و قد اتفق علماء الحديث على المسامحة فى احاديث الفضائل و الترغيب-

-"উলামায়ে কেরামগণ ঐক্যমত্য পোষণ করেছেন যে, উক্ত তালকীনের হাদীসের উপর ভয়ভীতি সতর্কতার জন্য আমল করা মুস্তাহাব।"[২]

আল্লামা ইবনে হাযার মক্কী রহিমাহুল্লাহ বলেন- يستحب تلقين-"দ ফনের পর তালকীন করা মুস্তাহাব।"[৩]

এছাড়াও অনেক ফিকহের কিতাবে তালকীনকে মুস্তাহাব বলা হয়েছে। এমনকি দেওবন্দী আলেম মাওলানা আশরাফ আলী থানবীও তার "বেহেশতী জেওর" কিতাবের ২/২২৫ পৃষ্ঠায় (বাংলা) দাফন অধ্যায়ে অনুরূপ বক্তব্য প্রদান করেছে।

মাগরীবের পর আওয়াবিন নামাযের ফযিলত প্রসঙ্গে আলোচনা

'হাদীসের নামে জালিয়াতি' বইয়ের ৩৮১-৩৮২ পৃষ্ঠায় এ হাদিস সম্পর্কে লেখক বলেন, "ইমাম তিরমিযী এ সময় ছয় রাকাত নামায পড়লে ১২ বছরের নামায আদায়ের সাওয়াব পাওয়ার হাদিসটি উল্লেখ করে বলেন, হাদিসটি অত্যন্ত দূর্বল। কোন কোন মুহাদ্দীস হাদিসটিকে জাল ও বানোয়াট বলে উল্লেখ করেছে।" নাউযুবিল্লাহ

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! ইমাম তিরমিযীর উপর মিথ্যারোপ করা হয়েছে। ইমাম তিরমিযী কখনো একথা বলেননি। বরং শুধু হাদিসটি গরীব হওয়ার কথা তিনি বলেছেন। উক্ত হাদিসটি হল- হযরত আবু হুরায়রা রহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ صَلَّى بَعْدَ المَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ، عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً-

-"যে ব্যক্তি মাগরীবের নামায সমাপ্তি ৬ রাকআত নামায পড়বে তারপর এর মাঝে কোন অপ্রসাঙ্গিক কথা বলবে না তার এই নামায ১২ বছর (নফল) ইবাদতের সমতুল্য হিসেবে গণ্য করা হবে।"[৪]

১. আল্লামা আজলুনী : কাশফুল খাফা ঃ ১/২৮২পৃ, হাদিস ঃ১০১৪
২. আল্লামা আজলুনী : কাশফুল খাফা ঃ ১/২৮২পৃ, হাদিসঃ ১০১৪
৩. আল্লামা আজলুনী : কাশফুল খাফা ঃ ১/২৮২পৃ, হাদিসঃ ১০১৪
৪. ১. ইমাম তিরমিযী ঃ আস-সুনান ঃ ২/২৯৮পৃ, হাদিসঃ ৪৩৫

আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর তার "এহইয়াউস সুনান" গ্রন্থের ১৯১ পৃষ্ঠায় লিখেন, "এই হাদিসটির উপর আমল করা উপরোক্ত শর্ত সাপেক্ষে জায়েয।" অতএব ,তার বক্তব্য দ্বারা বুঝা গেল হাদিসটি সাধারণ দুর্বল, যার দ্বারা আমল করা যাবে। একজন রাবী 'উমর ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আবু খাছআম' হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে দুর্বল। তার জীবনীতে ইমাম যাহাবী উক্ত হাদিসটি উল্লেখ করেছেন।[১]

অপরদিকে ইমাম তিরমিযী (রহ.) ও ইবনে মাযাহ (রহ.) অন্য রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি মাগরীবের পর ২০ রাকাত নামায আদায় করবে আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করবেন।[২]

উক্ত সনদ দুটি মিলে হাদিসটি কমপক্ষে হাসান হওয়ার মর্যাদা রাখে।

তাই সর্বশেষ কথা এই যে, তাদের কথামত তা হলেও দ্বঈফ হাদীসের উপর আমল করা মুস্তাহাব, যা আমি ইতিপূর্বে কিতাবের শুরুতে আলোচনা করেছি, যা আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীরও স্বীকার করেছেন।

****হুযুর (দ.)'র প্রতি দুরূদ পড়লে, তা ফিরিশতারা পৌছে দেন প্রসঙ্গে****

হেফাজতে ইসলামের আমীর আহমদ শফী তার "সুন্নাত বিদআতের সঠিক পরিচয়" বইয়ের ৮৭ (প্রথম মুদ্রণ) পৃষ্ঠায় এ হাদিস দ্বারা দলীল দিয়েছেন যে, রাসূল (ﷺ) দূরে অবস্থানকারীর দুরূদ শুনেন না। ইতিপূর্বে আমি একটি অধ্যায়ে আলোচনা করেছি যে রাসূল(ﷺ)আমাদের দুরূদ শুনতে এবং দুরূদ পাঠকারীকে চিনতে পারেন,

২. ইমাম ইবনে হাজার হায়সামী ঃ মাযমাউদ যাওয়াইদ ঃ ২/২৩০পৃ,
৩। ইমাম ইবনে মাযাহঃ আস-সুনান ঃ ১/৪২৬ পৃ, হাদিস ঃ ১১৬৭
৪। ইমাম বায়হাকীঃ আস-সুনানুল কুবরা ঃ ৩/১৯পৃঃ
৫। ইমাম আবি শায়বাঃ আল-মুসান্নাফ ঃ ২/১৪-১৫পৃঃ
৬। ইমাম বায়হাকীঃ শুয়াবুল ঈমাণ ঃ ৩/১৩৩পৃঃ
৭। সুয়ুতী ঃ জামেউস সগীর ঃ ২/৬৩৮পৃ, হাদিস ঃ ৮৮০৩ তিনি বলেন হাদিসটি দুর্বল।
৮। আহলে হাদিস আলবানী ঃ আদ্-দ্বঈফাহ ঃ হাদিসঃ ৪৬৯, তিনি বলেন হাদিসটি দুর্বল।
৯। ইমাম খতিব তিবরিযী ঃ মিশকাতঃ ১/২৩২পৃ, হাদিসঃ ১১৭৩
১০. বায্যার : আল-মুসনাদ:১৫/২১৬পৃ.হাদিস:৮৬২৯
১১. আবু ই'য়ালা :আল-মুসনাদ : ১০/৪১৩পৃ. হাদিস : ৬০২২
১২. তাবরানী : মু'জামুল আওসাত : ১/২৫০পৃ. হাদিস : ৮১৯
১৩. বগভী : শরহে সুন্নাহ:৩/৪৭৩পৃ.হাদিস:৮৯৬
১. ১। ইমাম যাহাবী ঃ মিযানুল ই'তিদাল ঃ ৩/২০৫পৃ, রাবী নং- ৬৬০৬, দারুল ফিকর ইসলামিয়্যাহ, বয়রুত।
২. ১। ইমাম তিরমিযীঃ আস সুনানঃ ১/২৬১পৃ, হাদিসঃ ৪৩৫
২। ইমাম ইবনে মাজাহঃ আস-সুনানঃ ১/৪৩৭পৃ, হাদিসঃ ১৩৭৩
৩।বগভীঃশরহে সুন্নাহ:৩/৪৭৪পৃ.হাদিস:৮৯৬
৩। ১।ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতীঃ জামেউস সগীরঃ ২/৬৩৮পৃ, হাদিসঃ ৮৮০৫ তিনি বলেন, হাদিসটি দুর্বল।
৪। ইমাম খতিব তিবরিযী ঃ মিশকাত শরীফ ঃ ১/২৩২পৃ, হাদিস ঃ ১১৭৪

তারপরও সেগুলো এখানে দ্বিতীয়বার উল্লেখ করতে চাই না। আর দূরের দুরূদ ফিরিশতারা পৌছানোর ব্যাপারে বর্ণিত একটি হাদিসও সহিহ নয়। যেমন আহমদ শফী উক্ত হাদিসটি দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। যেমন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِي سَمِعْتُهُ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَائِيًا أُبْلِغْتُهُ

-"হযরত আবু হুরায়রা (রা.)হতে বর্ণিত হুযুর (ﷺ) ইরশাদ ফরমান, কেউ আমার রওযা এর নিকট আমার উপর দুরূদ পাঠ করলে আমি তা শুনি। আর যদি দূর থেকে আমার উপর দুরূদ পাঠ করে তাহলে তা আমার নিকট পৌছানো হয়।"[১]

সনদ পর্যালোচনাঃ উক্ত হাদিসটির সনদ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে এখানে একজন "মুহাম্মদ বিন মারওয়ান বিন আব্দুল্লাহ" রাবি মাতরুক বা পরিত্যাজ্য রাবী রয়েছেন। তাকে ইবনে হাযার আসকালানীসহ কেউ কেউ মিথ্যাবাদী বলেছেন। আর এটা আহলে হাদিস আলবানী গ্রহণ করে উক্ত হাদিসকে মওদু বা জাল বলে রায় দিয়েছেন।[২]

আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর একটি মিথ্যা বক্তব্য লিখেছেন, তা হল- "হাদিসটির একটি সনদ খুবই দুর্বল হলেও অন্য আরেকটি গ্রহণ যোগ্য সনদের কারনে ইবনে হাযার, সাখাভী, সুয়ূতি, প্রমুখ মুহাদ্দীস এই সনদটিকে সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন।"[৩]

আমি আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবকে প্রশ্ন করতে চাই, উক্ত হাদিসটির অন্য সনদটি কোথায় বা কোন সাহাবী বর্ণনা করেছেন? অপরদিকে ইমাম সূয়ূতীর নামে মিথ্যা লিখেছেন। তিনি শুধুমাত্র এই হাদিসটিকেই দুর্বলই বলেছেন।[৪]

ইবনে হাযার তার কোন গ্রন্থে তা গ্রহণযোগ্য বলেছেন, তা তিনি উল্লেখ করেন নি। আর সে আলবানীর কিতাবের উদ্ধিতি দিয়েছেন, কিন্তু আলবানী যে মওদু বা জাল

১. ১। ইমাম খতিব তিবরিযী ঃ মিশকাত শরীফঃ ১/১৯০পৃ, হাদিসঃ ৯৩৪, দারুল কুতুব ইসলামিয়্যাহ, বয়রুত।
২। ইমাম বায়হাকী ঃ শু'য়াবুল ঈমান ঃ ৩/১৪০পৃ, হাদিস ঃ ১৪৮১
৩। ইমাম বায়হাকী ঃ হায়াতুল আম্বিয়া ঃ ১০৩-১০৪পৃঃ
৪। ইমাম সাখাভী ঃ আল-কওলুল বাদী ঃ ১৫৪পৃঃ
৫। সুয়ুতী ঃ আল-জামেউস সগীরঃ ২/৬৩৮পৃ, হাদিসঃ ৮৮১২
৬। আহলে হাদিস আলবানী ঃ আয-দ্বঈফাহঃ ১/২৪২পৃ, হাদিসঃ ২০৩
২. ১। আহলে হাদিস আলবানী ঃ সিলসিলাতুস দ্বঈফাহঃ ১/২৪২ পৃ, হাদিসঃ ২০৩
৩. ১। আব্দুল্লাহ জাহা'ঙ্গীর ঃ হাদীসের নামে জালিয়াতিঃ ২৮৪ পৃঃ
৪. ১। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী ঃ জামেউস সগীরঃ ২/৬৩৮পৃ, হাদিসঃ ৮৮১২=
২। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী ঃ আল-লা আলীল মাসনূ'আঃ ১/২৮৩পৃঃ তিনি বলেন, হাদিসটি দুর্বল।

হাদিস বলেছেন তা কি তার চোখে পড়েনি? অপরদিকে সে ইমাম সাখাভীর যে কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাতে, তার গ্রহণযোগ্য কোন উক্তি আমি পাইনি।

****কবর জিয়ারতের দোয়া প্রসঙ্গে ****

আহলে হাদীসের গুরুঠাকুর নাসিরুদ্দীন আলবানী তার "দ্বঈফু সুনানে তিরমিযী" গ্রন্থে নিম্নোক্ত গ্রহণযোগ্য হাদিসটিকে দ্বঈফ বলে আখ্যায়িত করেছেন। হাদিসটি হল-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبُورِ الْمَدِينَةِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ، يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ، أَنْتُمْ سَلَفُنَا، وَنَحْنُ بِالأَثَرِ.

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- একদা আমি হুযুর (ﷺ) এর সাথে মদিনার একটি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম, অতঃপর রাসূল (ﷺ) কবরের দিকে মুখ [১] করলেন, অতঃপর এই দোয়া করলেনঃ আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবুর, ইয়াগ ফিরুল্লাহু লাকুম, ওয়া আনতুম লানা সালাফুন, নাহনু-বিলা আছার।"[২]

সনদ পর্যালোচনাঃ

উক্ত হাদিসটি বর্ণনা করে ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী বলেন, হাদিসটি হাসান, গরীব। ইমাম তিরমিযী হাজার বছর পূর্বে যেটাকে 'হাসান' বলে রায় দিয়েছেন সেটাকে দুই দিন আগের নামধারী মুহাদ্দীস দ্বঈফ, মওদ্বু ইত্যাদি বলে দাবি করার কোন অধিকার নেই। অপরদিকে ইমাম নাওয়াভী ইমাম তিরমিযীর 'হাসান' হওয়ার মতকে গ্রহন করেছেন। সর্বশেষ আলবানীর তার জাহেলিয়াত বা মুর্খতা ছাড়া কিছুই বুঝা যায় না।

উক্ত হাদিসটিকে ইমাম তিরমিযীর রায়ের উপর দিয়ে ডিঙ্গিয়ে দ্বঈফ বলার দুঃসাহস আলবানী ছাড়া কেউ দেখায় নি। ইমাম সুয়ুতী তার কিতাবে তিরমিযীর রায়কে গ্রহণ করেছেন। ইমাম তিরমিযী আরও বলেন-

১. এ হাদিস থেকে প্রমানিত হলো জিয়ারত কবরের দিকে মুখ করে করতে হবে,কেবলার দিকে নয়।
২. ১। ইমাম তিরমিযীঃ আস সুনানঃ ২/৩৭৫ পৃ, কিতাবুয যানাইয, হাদিসঃ ১০৫৩
২। ইমাম তাবরানীঃ মুজামুল কবীরঃ ১২/১০৭ পৃ, হাদিসঃ
৩। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতিঃ শরহুস সুদুরঃ ২৭১ পৃ, মাকতাবাতুত তাওফিকিয়্যাহ, মিশর।
৪। আল্লামা মুত্তাকী হিন্দীঃ কানযুল উম্মালঃ ১৫/৬৪৭পৃ, হাদিসঃ ৪২৫৬১
৫। আহলে হাদিস আলবানীঃ দ্বঈফু সুনানে তিরমিযী-১০৫৩
৬। ইমাম খত্তিব তিবরিযীঃ মিশকাতঃ ১ম খণ্ড, ২৪২পৃ, হাদিসঃ ১৭৬৫
৭।আলবানী:আহকামুল জানাইজ:পৃ-১৯৭
৮।আলবানী:তাহকীকে রিয়াদুন নাযির:হাদিস:৫৮৯
৯। যিয়া মুকাদ্দাসী:আল-মুখতার:১/১৯২পৃ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ، وَعَائِشَةَ.

-"উক্ত অধ্যায়ে (এই বিষয়ে) হযরত বুরায়দা (رضي الله عنه) থেকে এবং হযরত আয়েশা (রা.) হতে হাদিস বর্ণিত হয়েছে।"[১]

দেখুন আলবানীর দৃষ্টিতে প্রত্যেকটি সনদ দ্বঈফ হলেও অন্তত একাধিক সনদের দ্বারা হাদিসটি "হাসান" পর্যায়ের বলা অন্তত তার উচিত ছিল। সে কিভাবে বলবে, নজদীর টাকায় কেনা তার সামনে কালো পর্দা টাঙ্গানো ছিল।

অপরদিকে এই দোয়া প্রসঙ্গে আরো একাধিক সনদ পাওয়া যায়। যেমন-

وَأَخرج ابْن أبي الدُّنْيَا فِي كتاب الْقُبُور بِسَنَد فِيهِ مُبْهَم عَن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ أَنه مر بِالبَقِيعِ فَقَالَ السَّلَام عَلَيْكُم يَا أهل الْقُبُور أَخْبَار مَا........الخ

-"ইমাম আবিদ (রহ.) দুনিয়া তার "কিতাবুল জিয়ারাতুল কুবুর" এ হযরত উমর (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেন, তিনি যখন জান্নাতুল বাকী নামক কবরস্থান দিয়ে গমন করতেন অতঃপর এই দোয়া বলতেন-'আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবুর শেষ পর্যন্ত।'[২]

এ ছাড়া উক্ত বিষয়ে একাধিক সনদ রয়েছে। সবগুলো সনদ উল্লেখ করে কিতাব দীর্ঘায়িত করছি না। যেমন হযরত আলী (رضي الله عنه) এরূপ দোয়া পড়তেন এবং আরো অনেক সনদ সম্পর্কে জানতে হলে দেখুন।[৩]

**** চল্লিশটি হাদিস মুখস্তকারী কিয়ামতের দিন আমি সাক্ষী ও তাঁর শাফায়াত করব- হাদিস প্রসঙ্গে ****

আহলে হাদিস নাসিরুদ্দীন আলবানী তার "সিলসিলাতুয দ্বঈফাহ" গ্রন্থে ৮/১৪২ পৃ, হাদিস নং-৪৫৮৯ এ একটি গ্রহণযোগ্য হাদিসকে মওদ্বু বা জাল বলেছেন। অথচ হাদিসটি মুতাওয়াতিরের নিকটবর্তী।

প্রথম সনদঃ

প্রথম যে সনদটি নিয়ে নাসিরুদ্দীন আলবানী আপত্তি করেছেন তা হল-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا مِنَ السُّنَّةِ كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا وَشَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত হুযুর (ﷺ) ইরশাদ করেন, যে আমার উম্মতের মধ্যে সুন্নাত সম্পর্কে চল্লিশটি হাদিস মুখস্ত করবে তার জন্য

১. ১। তিরমিযীঃ আস সুনানঃ ২/৩৫৭পৃ, কিতাবুয-জানাইজ, হাদিসঃ ১০৫৩
২. ১। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতীঃ শরহুস সুদুরঃ ২৬১পৃ,
২। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতীঃ খাসায়েসুল কোবরাঃ
৩. ১। ইমাম সুয়ুতীঃ শরহুস সুদুরঃ ২৬১-২৬৫পৃষ্ঠা।

আমি কিয়ামতের দিন তার সাক্ষী ও সুপারিশকারী হব।"[১] উক্ত সনদে এই হাদিসটি সংকলন করেছেন ইমাম আদি তার কামিল গ্রন্থে। ইমাম সুয়ুতী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, উক্ত সনদে একজন রাবী দ্বঈফ থাকায় হাদিসটি দ্বঈফ।[২]

সম্মাণিত পাঠকবৃন্দ! সুয়ুতী একজন নবম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ও মুহাদ্দীস, আর আলবানী কী? অথচ তিনি হাদিসটিকে জাল বলেন নি। সে ক্ষেত্রে আলবানী জাল বলার অপচেষ্টায় নিমগ্ন।

দ্বিতীয় সনদঃ

উক্ত বিষয়ের দ্বিতীয় হাদিসটি হল- হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত

من حفظ على امتى اربعين حديثا من سنتى ادخلته يوم القيامة في شفاعتى-
رواه ابن نجارو قال السيوطى هذا حديث صحيح-

-"হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ ফরমান, আমার যে উম্মত আমার সুন্নত সম্পর্কিত ৪০টি হাদিস মুখস্ত করবে কিয়ামত দিবসে সে আমার সুপারিশের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হবে।" উক্ত হাদিসটি ইমাম ইবনে নাজ্জার (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বর্ণনা করেছেন। ইমাম সুয়ূতি বলেন হাদিসটি সহিহ।[৩] তাই বুঝা গেল প্রথম হাদিসটি সহিহ-বি-শাহেদ।

তৃতীয় সনদঃ

মিশকাত শরীফে "কিতাবুল ইলম" অধ্যায়ে হযরত আবু দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত-

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا حَدُّ العِلْمِ إِذَا بلغهُ الرَّجُلُ كَانَ فَقِيهًا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا مِنْ أَمْرِ دِينِهَا بَعَثَهُ اللهُ فَقِيهًا، وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ شَافِعًا وَشَهِيدًا "

-"রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! ইলমের কোন স্তর পর্যন্ত পৌছলে এক ব্যক্তি ফকীহ আলিম হয়? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, যে ব্যক্তি আমার উম্মতের জন্য তাদের দ্বীনের বিষয়ে চল্লিশটি হাদিস মুখস্ত করেছে (এবং অপর ব্যক্তির নিকট তা পৌছিয়েছে) রোজ কিয়ামতে আল্লাহ তাকে ফকীহ আলিম রূপে উঠাবেন। এছাড়াও রোজ কিয়ামতে আমি তার জন্য সাক্ষী ও শাফায়াতকারী হব। হাদিসটি

১ ১। ইবনুল বার্: জামিউল বায়ানুল ইলমি ওয়া ফাদ্বলিহী: ১/১৯৬পৃ. হাদিস:২০৮
২।ইস্কানদার:ফাওয়াইদুল তামাম:২/১৪০পৃ.হাদিস:১৩৬৮
২. ১। ইমাম সুয়ুতীঃ জামেউস সগীরঃ ২/৬২৭পৃ, হাদিসঃ ৮৬৩৬
৩. ১। সুয়ুতীঃ আল জামেউস সগীরঃ ২/৬২৭পৃ, হাদিসঃ ৮৬৩৭
ইবনে আসাকীর,আল মু'জাম:১/৫৮০পৃ.হাদিস:৭১৫ এবং ১/২৬৯পৃ, হাদিস: ৩১৬

ইমাম বায়হাকী তার শু'আবুল ঈমান গ্রন্থে সংকলন করেছেন। তিনি বলেছেন, হাদিসটির মতন মশহুর পর্যায়ের। আহলে হাদিস আলবানী বলেন, হাদিসটি দ্বঈফ।[১]

চতুর্থ সনদঃ

অপরদিকে উক্ত তিন সনদ ছাড়াও আরো সনদ সম্পর্কে আল্লামা আজলুনী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

رواه ابو نعيم بنحوه عن ابن عباس و ابن مسعود-

-"উক্ত শব্দে ইমাম আবু নুঈম ইস্পাহানী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর "হুলিয়াতুল আউলিয়া" গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত আছে।"[২]

পঞ্চম-অষ্টম সনদঃ

আল্লামা আজলুনী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) আরো বলেন-

و اخرجه ابن الجوزى في العلل المتناهية عن انس و علي و معاذ و ابى هريرة و غيرهم

-"অপরদিকে বিখ্যাত হাদিস সমালোচক ইমাম আবুল ফারাহ মুহাম্মদ ইবনে যাওজী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার "আল-ইল্লল আল মুতনাহিয়্যাহ" গ্রন্থে হযরত আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু),হযরত আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু), হযরত মুয়ায (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং হযরত আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর সূত্রে এ বিষয়ে হাদীসের সনদ বর্ণনা করেছেন। তাই হাদিসটি কমপক্ষে মাশহুরের মর্যাদা রাখে।"[৩]

অবশেষে এই হাদীসের সর্বশেষ সমাধান দেন ইমাম বায়হাকী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)। যেমন তিনি বলেন, هذا متن مشهور فيما بين الناس

-"এই হাদিসটি শব্দগতভাবে মানুষের (মুহাদ্দীসের) কাছে মাশহুর বা প্রসিদ্ধ।"[৪] এই হাদিসটির আরেকটি সনদ পাওয়া যায়-অর্থাৎ হযরত আবু দারদা (রা.) হতে

১. ১। ইমাম বায়হাকীঃ শু'আবুল ঈমানঃ ২/২৪০পৃ, হাদিসঃ ১৫৯৭
২। ইমাম খতিব তিবরিজীঃ মিশকাতঃ কিতাবুল ইলমঃ ১/৬৮পৃ, হাদিসঃ ২৫৮
৩। আল্লামা আজলুনী: কাশফুল খাফাঃ ২/২২০পৃ, হাদিসঃ ২৪৬৩
৪। আহলে হাদিস আলবানীঃ দ্বঈফু মেশকাতঃ হাদিসঃ ৬১মুল:২৫৮
৫।মোল্লা আলী ক্বারী ঃ মেরকাত ঃ কিতাবুল ইলমঃ ১/৪৭১পৃ, হাদিসঃ২৫৮
৬। আল্লামা ইবনে হাজার মক্কীঃ ফতোয়ায়ে হাদীসিয়্যাহঃ
২. ১। আল্লামা আজলুনী: কাশফুল খাফা ঃ ২/২২০পৃ, হাদিস ঃ ২৪৬৩
২।ইবনুল বার্ : জামিউল বায়ানুল ইলমে ওয়া ফাদ্বলিহী : ১/১৯২পৃ. হাদিস : ২৪১৫
৩. ১। আল্লামা আজলুনী: কাশফুল খাফা ঃ ২/২২০পৃ, হাদিস ঃ ২৪৬৩
২। বায়হাকি : শুয়াবুল ঈমান : ৩/২৩৯পৃ.হাদিস:১৫৯৬
৩। আবু নুঈম ইস্পাহানী : হুলিয়াতুল আউলিয়া:৪/১৮৯
৪. ১। ইমাম বায়হাকীঃ শু'আবুল ঈমানঃ ২/২৭০পৃ, হাদিসঃ ১৭২৬

বর্নিত রাসুল(ﷺ)ইরশাদ ফরমান,আমার যে উম্মত দ্বীন সম্পর্কীত ৪০টি হাদিস হেফ্য করবে আল্লাহ তাকে হাশরে ফকীহ হিসেবে উঠাবেন এবং আমি তার জন্য কিয়ামতে সুপারিশকারী ও সাক্ষী হব।[১] ইমাম মুযাহিদ(رضي الله عنه)হযরত আবু হুরায়রা থেকে এই শব্দে একটি হাদিস বর্নিত আছে।[২] শুধু তাই নয় হযরত না'ফে (رضي الله عنه) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর(رضي الله عنه)থেকে এই বিষয়ে একটি হাদিস বর্ননা করেছেন।[৩]

**** দাঁড়ি মোবারক এক মুষ্টির অতিরিক্ত অংশ কেটে ফেলার হাদিস প্রসঙ্গে****

বর্তমানকালে ভুল বশত নিম্নের হাদিস দ্বারা কেউ কেউ এক মুষ্টির অতিরিক্ত অংশ কেটে ফেলা সুন্নত বলে চালিয়ে দিতে চায়। কিন্তু এটা তাদের ভুল ধারণা। কারন এই হাদীসের কোন ভিত্তিই নেই। হাদিসটি হল-

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُولِهَا. هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

-"হযরত আমর ইবনে শুয়াইব (رضي الله عنه) তার পিতা থেকে তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম(ﷺ)দাড়ি মোবারকের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ কিছু কেটে ফেলতেন। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদিসটি গরীব।"[৪]

প্রথমত উক্ত হাদিসটি গরীব যা দলীলের যোগ্যতা রাখে না। শুধু তাই নয়, এই হাদীসের প্রধান রাবীর ভিত্তি সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী তিনি নিজেই বলেন-

وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ، يَقُولُ: عُمَرُ بْنُ هَارُونَ مُقَارِبُ الحَدِيثِ لاَ أَعْرِفُ لَهُ حَدِيثًا لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ، أَوْ قَالَ، يَنْفَرِدُ بِهِ، إِلاَّ هَذَا الحَدِيثَ

-"আমি ইমাম বুখারীকে বলতে শুনেছি, 'উমর ইবনে হারুন' হলেন মুকারিবুল হাদিস (কোন রকম চলনসই রাবী)। তার বর্ণিত যত হাদিস আমি জেনেছি সবগুলোরই ভিত্তি পাওয়া যায়, কিন্তু তার এই হাদিসটির কোনরূপ ভিত্তি পাওয়া যায় না। আর এই হাদিসটি উমার ইবনু হারুন ছাড়া আর কারো সূত্রে জানা যায় না।"[৫]

২। আল্লামা আজলুনী: কাশফুল খাফাঃ ২/২২০পৃ, হাদিসঃ ২৪৬৩

১. ১.ইমাম সাজারী:তারতিবুল আমালি : ১/১২পৃ.হাদিস :২
২.আবু বকর আশ্-শাফেয়ী :ফাওয়াইদুল সাহিরী : ১/৩৭০পৃ. হাদিস: ৩৮৯

২. ইমাম ইবনুল বার্:জামিউল বায়ানুল ইলমে ওয়া ফাদ্বলিহী :১/১৯৪পৃ.হাদিস:২০৬

৩. ইমাম ইবনুল বার্:জামিউল বায়ানুল-ইলমে ওয়া ফাদ্বলিহী :১/১৯৩পৃ.হাদিস : ২০৫

৪. ১। ইমাম তিরমিযী ঃ আস-সুনান ঃ ৪/২০০পৃ, হাদিসঃ ২৭০০
২.ইমাম বগভী, শরহে সুন্নাহ,১২/১০৮পৃ.

৫. ১। ইমাম তিরমিযীঃ আস-সুনানঃ ৪/২০০পৃ, হাদিসঃ ২৭০০

তাই বুঝা গেল, ইমাম তিরমিযীর কাছেই এই হাদীসের ভিত্তি নেই। উক্ত হাদীসের প্রধান রাবী উমার ইবনুল হারুন সম্পর্কে প্রসিদ্ধ মুহাদ্দীস ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (ওফাতঃ১৮১ হিঃ) (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, তিনি একজন মিথ্যাবাদী।[১]

তাই ইবনে হাযার আসকালানী উক্ত হাদিসকে মওদ্বু বা জাল বলে উল্লেখ করেছেন।[২]

তাছাড়া উক্ত রাবীকে ইমাম ইবনে মাহদী, ইমাম আহমদ, ইমাম নাসাঈ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, متروك الحديث অর্থাৎ- তিনি পরিত্যাক্ত হাদিস বর্ণনা করতেন। এছাড়া ইয়াহিয়া ইবনু সাঈদ(রহমাতুল্লাহি আলাইহি)বলেন- كذاب خبيث অর্থাৎ- সে ছিল একজন মিথ্যাবাদী এবং খবীস। ইমাম আবু দাউদ বলেন- غير ثقة অর্থাৎ- তিনি বিশ্বস্ত নন। মুহাদ্দিস আলী ও ইমাম দারেকুতনী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, ضعيف جدا-অর্থাৎ- তিনি অত্যন্ত দূর্বল রাবী। অনুরূপ ইমাম মাদনী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন। মুহাদ্দিস আবু আলী নিশাপুরী বলেন, متروك অর্থাৎ- তিনি পরিত্যক্ত রাবী। ইমাম ইবনে হিব্বান(রহমাতুল্লাহি আলাইহি)ও অনুরূপ বলেছেন। হযরত আবু আব্বাস তিনি ইয়াহিয়া ইবনে মুঈন থেকে বর্ণনা করেন, তিনি তার সম্পর্কে বলেন, ليس بشئ অর্থাৎ- সে কোন বস্তু বা তার হাদিস কিছুই নয়। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি বাতিল রাবী।[৩]

তাই সর্বোপরি বলা যায়, হাদিসটি বানোয়াট হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। অপরদিকে আহলে হাদীসের গুরুঠাকুর নাসিরুদ্দীন আলবানী তার দুই গ্রন্থে উক্ত হাদিসটিকে জাল বলেছেন।[৪]

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতিও উক্ত হাদিসকে অত্যন্ত দ্বঈফ বলেছেন।[৫]

অপরদিকে আমাদের হানাফি মাযহাবের ইমাম মুহাম্মদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ও দুইজন সাহাবী হজ্জের সময় মাথা হলকের সময় দাড়ির এলোমেলো বাইরের অংশ কেটে ফেলতেন। তারা হলেন হযরত ইবনে উমর (رضي الله عنه) এবং হযরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه), তাবেয়ী হযরত হাসান বসরী (رحمه الله) ও অনুরূপ করতেন।[৬]

---

১. ১। ইবনে হাজার আসকালানী ঃ তাহযীবুত তাহযীব ঃ ৭/৪৪১-৪৪২পৃঃ
২। ইবনে হাজার আসকালানীঃ তাক্বরীবুত তাহযীব ঃ ২/১৪৭পৃঃ

২. ১। ইবনে হাজার আসকালানীঃ তাহযীবুত তাহযীব ঃ ৭/৪৪১-৪৪২পৃঃ

৩. ১। ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী ঃ তাহযীবুত তাহযীবঃ ৭/৪৪২-৪৪৪
২। ইমাম যাহাবী ঃ মিযানুল ই'তিদালঃ ৩/২২২পৃ, হাদিসঃ ৬৬৮০, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত।

৪. ১। আহলে হাদিস আলবানী ঃ দ্বঈফু জামেঃ ৬৫৩পৃঃ
২। আহলে হাদিস আলবানী ঃ দ্বঈফাহঃ ৪/৪৫৬-৪৫৭পৃ, হাদিসঃ ৪২৫৭

৫. ১। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী ঃ জামেউস সগীরঃ ২/৫১৩পৃ, হাদিসঃ ৬৯৩৩

৬. ১। ইমাম বুখারী ঃ আস-সহীহ ঃ ৫/২২০৯ পৃঃ
২। ইমাম নাসাঈ ঃ আস-সুনানুল কোবরাঃ ২/২৫৫পৃঃ এবং ৬/৮২পৃঃ

এই কারণে তিনি এক মুষ্টির বাইরে দাঁড়ি কেটে ফেলাকে মুবাহ বলেছেন এবং তার চেয়ে কম রাখা যাবে না। তাই বলে তা সুন্নত নয়। কারণ মুবাহ আর সুন্নতের মাঝে আকাশ-জমিন পার্থক্য রয়েছে।

ওলীগণ স্বীয় মাযারে জীবিত থাকা প্রসঙ্গে

"হাদীসের নামে জালিয়াতি" বইয়ের ৩২২ পৃষ্ঠায় লেখক ওলীদের জীবীত থাকার বিষয়টি প্রমাণিত নয় এবং এ বিষয়ের হাদিসগুলো বানোয়াট বলে দাবী করেছেন। তাই আমি এ ব্যাপারে অল্প সংখ্যক রেওয়ায়েত পেশ করব নতুবা কিতাব দীর্ঘায়িত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। প্রথমে আলোচনা রাখা ভাল, নবী ছাড়া প্রত্যেক কামিল পূর্ণ মু'মিন এবং এমনকি সাহাবীগণও অলীর অন্তর্ভূক্ত।

দলীল নং ১-২

عن ابى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لشهداء احد: «اشْهَدُ انَّ هَؤُلاءِ شُهَدَاءُ عِنْدَ اللَّه يَوْمَ القِيَامَةِ، فَأْتُوهُمْ وَزُورُوهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ أحَدٌ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ إِلَّا رَدُّوا عَلَيْهِ.

-"হযরত আবু হুরায়রা رضي الله عنه রেওয়ায়েত করেন যে, রাসূল ﷺ উহুদের শহীদদের লক্ষ্য করে ইরশাদ করেনঃ আমি সাক্ষ্য দেই যে, উহুদের শহীদগণ আল্লাহর কাছে শহীদ (আর শহীদগণ জীবিত যা কুরআনে আছে, বাক্বারা-১৫৪) তোমরা যেয়ে তাদের যিয়ারত কর। সেই সত্তার কসম যার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ, কেয়ামত পর্যন্ত তাদের প্রতি যে কেউ সালাম প্রেরণ করবে তারা তাদের সালামের জবাব দিবে।"[১]

সুতরাং বুঝা গেল, রাসূল ﷺ যেমনিভাবে জীবিত থাকার কারনে তার উম্মতের সালামের জবাব দেন তেমনিভাবে তাঁরাও দেন।

দলীল নং ৩-৬

এ ধরণের বর্ণনা আরো পাওয়া যায়-

حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأعْلى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن أبي فَرْوَةَ، عَنْ أبِيهِ، أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَارَ قُبُورَ الشُّهَدَاءِ بِأُحُدٍ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّ عَبْدَكَ وَنَبِيَّكَ يَشْهَدُ أنَّ هَؤُلَاءِ شُهَدَاءُ، وَأنَّهُ مَنْ زَارَهُمْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ رَدُّوا عَلَيْهِ» «هَذَا إِسْنَادٌ مَدَنِيٌّ صَحِيحٌ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

৩। ইমাম বায়হাকী ঃ আস-সুনানুল কোবরাঃ ৫/১০৪পৃঃ
৪। ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী ঃ ফাতহুল বারী ঃ ১০/৩৫০পৃঃ
৫। ইমাম কুস্তালানী ঃ ইরশাদুস সারী শরহে বুখারী ঃ ৮/৪৫০পৃঃ
১. ১। ইমাম বায়হাকী ঃ দালায়েলুন নবুয়াত ঃ ৩/৩০৭পৃঃ
২। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি ঃ আল-খাসায়েসুল কোবরা ঃ ১/৩৮৮পৃ, হাদিস ঃ ১২১৫

-"হযরত আবুল আ'লা ইবনে আব্দুল্লাহ رحمة الله عليه তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ যখন উহুদ যুদ্ধের দিন শহীদগণের কবর যিয়ারত করেছেন এবং বলেছেনঃ হে আল্লাহ তোমার বান্দা ও তোমার নবী সাক্ষ্য দেয় এরা শহীদ। যারা তাদের যিয়ারত করবে অথবা কিয়ামত পর্যন্ত তাদের প্রতি সালাম পাঠাবে উক্ত শহীদগণ তার জবাব দিবেন।"[১]

শুধু তাই নয় ইমাম হাকিম (রহ.) বর্ণনা করেন-

قَالَ العَطَّافُ: وَحَدَّثَتْنِي خَالَتِي، أنَّهَا زَارَتْ قُبُورَ الشُّهَدَاءِ، قَالَتْ: " وَلَيْسَ مَعِي إلَّا غُلَامَانِ يَحْفَظَانِ عَلَيَّ الدَّابَّةَ، قَالَتْ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ فَسَمِعْتُ رَدَّ السَّلَامِ، قَالُوا: وَاللهِ إِنَّا نَعْرِفُكُمْ كَمَا يَعْرِفُ بَعْضُنَا بَعْضًا، قَالَتْ: فَاقْشَعْرَرْتُ، فَقُلْتُ: يَا غُلَامُ ادْنُ بَغْلَتِي فَرَكِبْتُ

-"বর্ণনাকারী আতাফ رحمة الله عليه বলেন, আমার খালা বর্ণনা করেছেন, তিনি উহুদের শহীগণের কবরস্থানের যিয়ারত করেছেন। তিনি বলেন, আমার সঙ্গে কেবল দুটি গোলাম ছিল। তারা যানবাহনের হেফাযত করছিল। আমি উক্ত উহুদের কবরবাসীগণকে সালাম করলাম। আমি সালামের জবাব শুনেছি। এরপর এই কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম- আমরা তোমাকে তেমনি চিনি, যেরূপ আমরা একে অপরকে চিনি। এরপর আমার লোমকূপ শিউরে উঠল। আমি ফিরে এলাম। উক্ত রেওয়ায়েতটি ইমাম বায়হাকী ও ইমাম আবিদ দুনিয়া رحمة الله عليه ও উক্ত সূত্রে তাদের গ্রন্থে সংকলন করেছেন।"[২]

দলীল নং- ৭-৮

শুধু তাই নয় ইমাম সুয়ূতি رحمة الله عليه এবং ইমাম বায়হাকী رحمة الله عليه আল্লামা ওয়াকেদীর সূত্রে বর্ণনা করেন-

قَالَ الوَاقِدِيُّ: وَكَانَتْ فَاطِمَةُ الخُزَاعِيَّةُ تَقُولُ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي وقد غابت الشمس بقبول الشُّهَدَاءِ وَمَعِي أخْتٌ لِي، فَقُلْتُ لَهَا: تَعَالَيْ نُسَلِّمْ عَلَى قَبْرِ حَمْزَةَ، فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَوَقَفْنَا عَلَى قَبْرِهِ فَقُلْنَا [(34)] : السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَمَّ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَمِعْنَا كَلَامًا رُدَّ عَلَيْنَا: وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّه،

-"হযরত ফাতেমা খুযায়িয়্যাহ رحمة الله عليه বর্ণনা করেন, আমি শহীদগণের সর্দার হযরত আমীর হামযা رضي الله عنه এর মাযার যিয়ারত করেছি। আমি সেখানে দাঁড়িয়ে বললাম,

১. ১। ইমাম বায়হাকী ঃ দালায়েলুন নবুয়াত ঃ ৩/৩০৭পৃঃ
২। ইমাম হাকেম নিশাপুরী ঃ আল-মুস্তাদরাক ঃ ৩/২৯পৃ,হাদিস : ৪৩২০ তিনি বলেন হাদিসটির সনদ বিশুদ্ধ।
৩। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী ঃ আল-খাসায়েসুল কোবরা ঃ ১/৩৮৮পৃ, হাদিসঃ ১২১৬
২. ১। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী ঃ আল-খাসায়েসুল কোবরা ঃ ১/৩৮৮পৃ, হাদিস ঃ ১২১৬
২।ইমাম হাকেম,আল-মুস্তাদরাক, ৩/২৯পৃ. হাদিসঃ৪৩২০

হে রাসুলাল্লাহ ﷺ এর চাচা! আপনাকে সালাম। জবাবে আমি শুনলাম, ওয়া আলাইকুম আস-সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহু।"[১] সুবহানাল্লাহ!

দলীল নং-৯

উহুদের শহীদগণ জীবিত থাকার ব্যাপারে বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন,

فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ: لَا يُنْكِرُ بَعْدَ هَذَا مُنْكِرٌ، وَوُجِدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، وَعَمْرُو بْنُ الجَمُوحِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ، فَحُوِّلَا. وَذَلِكَ أَنَّ القَنَاةَ كَانَتْ تَمُرُّ عَلَى قَبْرِهِمَا، وَوُجِدَ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ وَسَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ، فَتُرِكَا. وَلَقَدْ كَانُوا يَحْفِرُونَ التُّرَابَ، فَحَفَرُوا نَثْرَةً مِنْ تُرَابٍ، فَفَاحَ عَلَيْهِمْ رِيحُ المِسْكِ "

-"উহুদের কবর সমুহ খননের পর ব্যাপকভাবে যা প্রত্যক্ষ করা গেছে, তারপরও শহীদগণ জীবিত আছেন-এ সত্য অস্বীকার করার সাধ্য কারো নেই।.....এক বর্ণনায় আমি পেয়েছি (আবু সাঈদ খুদরী) যখন কবর সমূহ খনন করা হয়, তখন মেশকের অনুরূপ একটি খুশবু চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।"[২]

দলীল নং-১০

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত যাবের বিন আব্দুল্লাহ ﷺ তার পিতার কবরের অবস্থা সম্পর্কে বলেন

قَالَ جَابِرٌ: فَرَأَيْتُ أَبِي فِي حُفْرَتِهِ، فَكَأَنَّهُ نَائِمٌ، فَقِيلَ لَهُ: أَفَرَأَيْتَ أَكْفِنَتَهُ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا دُفِنَ فِي نَمِرَةٍ خُمِّرَ بِهَا وَجْهُهُ، وَعَلَى رِجْلَيْهِ الحَرْمَلُ، فَوَجَدْنَا النَّمِرَةَ كَمَا هِيَ وَالحَرْمَلُ عَلَى رِجْلَيْهِ عَلَى هَيْئَتِهِ، وَبَيْنَ ذَلِكَ سِتٌّ وَأَرْبَعُونَ سَنَةً، فَشَاوَرَهُمْ جَابِرٌ فِي أَنْ يُطَيَّبَ بِمِسْكٍ، فَأَبَى ذَلِكَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم.

-"হযরত যাবের ﷺ বলেনঃ আমি আমার পিতাকে যেভাবে কবরে দেখেছি তা এই- তিনি যেন নিদ্রাচ্ছন্ন আছেন (ঘুমিয়ে আছেন)। যে চাদরে তাকে কাফন দেয়া হয়েছিল তা তেমনি ছিল। তার পায়ের উপর যা রাখা হয়েছিল তাও তেমনি আকারে বিদ্যমান ছিল।..... অথচ ইতিমধ্যে চল্লিশ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। শহীদগণের মধ্যে একজনের পায়ে কোদাল লাগলে সেখান থেকে রক্ত বের হতে লাগল।[৩]

দলীল নং-১১-১৯

১. ১। ইমাম বায়হাকী ঃ দালায়েলুন নবুয়ত ঃ ৩/৩০৯ পৃঃ
২। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী ঃ আল-খাসায়েসুল কোবরা ঃ ১/৩৮৮পৃ, হাদিস ঃ ১২১৭
২. ১। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী ঃ আল-খাসায়েসুল কোবরা ঃ ১/৩৮৮পৃ, হাদিস ঃ ১২১৪
২। বায়হাকী :দালায়েলুল নবুয়ত : ৩/২৯৪পৃ.
৩. ১। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী ঃ আল-খাসায়েসুল কোবরা ঃ ১/৩৮৮পৃ, হাদিস ঃ ১২১৪

وَأخرج التِّرْمِذِيّ وَحسنه وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ ضرب بعض أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خباء على قبر وَهُوَ لَا يحْسب أنه قبر وَإِذا فِيهِ إِنْسَان يقْرَأ سُورَة الملك حَتَّى خَتمهَا فَأتى نَبِي الله فَأخْبرهُ فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هِيَ المنجية هِيَ المَانِعَة تنجيه من عَذَاب الْقَبْر

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ বর্ণনা করেনঃ জনৈক সাহাবী এক কবরের উপর তাবু স্থাপন করেন। তিনি জানতেন না এখানে কবর রয়েছে। তিনি শুনতে পেলেন কবর থেকে কোন মানুষ সূরা মুলক তিলাওয়াত করছেন এবং তিনি পূর্ণ সূরাই তিলাওয়াত করলেন। সাহাবী হুযুর (ﷺ)কে এ ঘটনা অবগত করলে তিনি ইরশাদ করেন, এ সূরাটি আযাব প্রতিরোধক ও মুক্তিদাতা।"[১]

যেহেতু আহলে হাদীসের গুরু আলবানী হাদিসটি সহিহ বলেছেন সেহেতু আহলে হাদিসদের শিক্ষা নেয়া উচিত যারা বলে থাকেন ওলীরা তো দূরের কথা কোন নবীরাও নাকি জীবীত নন।

দলীল নং- ২০-২৩

উহুদের ঘটনাটি হযরত আবু হুরায়রা ﷺ অন্য সনদে এভাবে যে রাসুল (দ.) বলেন,

قَالَ: " أَشْهَدُ أَنَّكُمْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ اللهِ، فَزُورُوهُمْ وَسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ إِلَّا رَدُّوا عَلَيْهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ» ".

-"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তোমরা আল্লাহর কাছে নিঃসন্দেহে জীবিত। (অতঃপর লোকজনদের লক্ষ্য করে ফরমালেন) সুতরাং তোমরা তাদের রওযা জিয়ারত করবে এবং তাদের প্রতি সালাম করবে। ঐ সত্তার কসম যার নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ রয়েছে, কিয়ামত পর্যন্ত যে কেউ তাদেরকে সালাম করবে এরা তার জবাব দিবে।"[২]

১.(১) ইমাম তিরমিযী ঃ আস-সুনান ঃ ফাযায়েলে তিলাওয়াতে কুরআন ঃ ৫/১৪পৃ, হাদিস ঃ ২৮৯০, তিনি বলেন হাদিসটি হাসান, গরীব। তিনি আরো বলেন, এ বিষয়ে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) এর সূত্রে হাদিস বর্ণিত হয়েছে (২). ইমাম হাকেম নিশাপুরী ঃ আল-মুস্তাদরাকঃ ২/৪৯৮পৃ, (৩) ইমাম বায়হাকী ঃ শুয়াবুল ঈমান ঃ ৪/১২৫পৃ.হাদিস : ২২৮০ (৪) সুয়ুতিঃ আল-খাসায়েসুল কোবরাঃ ১/৩৮৯ পৃ, হাদিসঃ ১২১৯, সুয়ূতি বলেন ইমাম হাকেম সহিহ সনদে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন (৫)ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতীঃ শরহে সুদুরঃ ২৩৯পৃঃ (৬) আলবানী ঃ সিলসিলাতুল..সহীহাহ ঃ হাদিস নং-১১৪০, তিনি বলেন হাদিসটি সহীহ (৭) আল্লামা শফি উকাড়ভী ঃ যিকরে জামিলঃ ১১৬পৃঃ (৮) ইমাম তাবরানীঃ মু'জামুল কবীরঃ ১২/১৭৪পৃ, হাদিসঃ ১২৮০১ (৯) ইবনে হাজার হায়সামীঃ মাযমাউদ যাওয়ায়েদ ঃ ৩/৮৫পৃ.হাদিস : ৬৭৫৬ (১০) বায়হাকী : এছবাতে আযাবিল কুবুর : ১/৯৯পৃ. হাদিস:১৫০ (১১) খতিব তিবরিযী : মিশকাত, ১/৬৬৩পৃ. হাদিস :২১৫৪

২.(১)হাকিম নিশাপুরী ঃ আল-মুস্তাদরাক ঃ ২/২৪৮পৃ,হাদিস: ২৯৭৭ তিনি বলেন হাদিসটি সহীহ, (২) ইমাম বায়হাকী ঃ দালায়েলুন নবুওয়াত ঃ ৩/৩০৮পৃঃ (৩) ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী ঃ শরহুস সুদুরঃ ২৫৫পৃ, মাকতুবাতুত তাওফিকিয়্যাহ, মিশর, তিনি বলেন, হাদিসটি সহীহ, (৪) আল্লামা শফি উকাড়ভী ঃ যিকরে

এই একই শব্দে ইমাম তাবরানী তার "মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে অন্য সনদে ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে হাদিস বর্ণনা করেছেন।[১]

দলীল নং-২৪-২৬

ইমাম সুয়ূতী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ইমাম আবু শাইখ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এবং ইমাম ইবনে হিব্বান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বর্ণনা করেন-

وَاَخرج أَبُو الشَّيْخ من مُرْسل عبيد بن مَرْزُوق قَالَ كَانَت إمرأة بِالْمَدِينَةِ تقم الْمَسْجِد فَمَاتَتْ فلم يعلم بهَا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فمر على قبرها فَقَالَ مَا هَذَا الْقَبْر فَقَالُوا أم محجن قَالَ الَّتِي كَانَت تقم الْمَسْجِد قَالُوا نعم فصف النَّاس فصلى عَلَيْهَا ثمَّ قَالَ أَي الْعَمَل وجدت أفضل قَالُوا يَا رَسُول الله أتسمع قَالَ مَا أَنْتُم بأسمع مِنْهَا فَذكر أَنَّهَا أجَابَتْهُ قُم الْمَسْجِد

হযরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে মারযুক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হতে বর্ণনা করেন, উম্মে মেহজান নামক একজন মহিলা মসজিদে নববীতে ঝাড়ু দিতেন। হঠাৎ তার ওফাত হলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অজ্ঞাতসারেই তাকে কবরস্থ করা হয়। অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবীদেরকে নিয়ে তার কবরকে সামনে রেখে জানাযা পড়ার পর বললেন-

অর্থাৎ- তুমি কোন আমলটি উত্তম পেয়েছ? সাহাবীগণ বললেন, এই মহিলা কি শুনে? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমরা তাঁর চাইতে বেশী শ্রবণ কর না।[২]

২৭। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, عَن عِكْرِمَة قَالَ قَالَ إِبْن عَبَّاس الْمُؤمن يعْطى مُصحفا فِي قَبره يقْرَأ فِيهِ

-"মু'মিনকে তার কবরে কুরআন শরীফ দেয়া হয়। তথায় সে পাঠ করে।"[৩]

তাই বলতে চাই, একজন মু'মিনের যিদি এই অবস্থা হয় তাহলে অলীদের অবস্থা কিরূপ হবে!

দলীল নং-২৮

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি আমার মালপত্র আনার ইচ্ছা করলাম যা গা'বা নামক স্থানে ছিল। পথিমধ্যে রাত হয়ে গেল।

জামীলঃ ১১৭-১১৮ পৃঃ (৫) মুত্তাকী হিন্দী : কানযুল উম্মাল, ১০/৩৮১পৃ. হাদিস : ২৯৮৯১ (৬) তাবরানী,মু'জামুল আওসাত : ৪/৯৭পৃ. হাদিস : ৩৭০০

১. (১)হায়সামী, মাযমাউদ যাওয়াইদ ঃ ৬/১২৩ পৃঃ (২) হায়সামী, মাযমাউদ যাওয়াইদ : ৩/৬০পৃ.হাদিস : ৪৩১৩ (৩) তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ২০/৩৬৪পৃ.

২. ১। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতিঃ খাসায়েসুল কোবরা ঃ ২/১১৫.পৃঃ হাদিস ঃ ১৮৩৭, তিনি বলেন হাদিসটি মুরসাল হলেও শক্তিশালী।

৩. ১। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি ঃ শরহুস সুদুর ঃ ২৪০পৃ, তিনি ইমাম খাল্লালের "কিতাবুস সুন্নাহ" এর সূত্রে বর্ণনা করেন।

فاويت إِلَى قبر عبد الله بن عَمْرو بن حرَام فَسمِعت قِرَاءَة من الْقَبْر مَا سَمِعت أحسن مِنْهَا فجِئْت إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَذكرت ذَلِك لَهُ فَقَالَ ذَلِك عبد الله

-"তখন আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হিযামের কবরের পাশে অবস্থান নিলাম। আমি তাঁর কবর হতে এমন সুন্দর কিরাত শুনলাম যা থেকে উত্তম (কিরাত) আমি আর শুনিনি। অতঃপর আমি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর খিদমতে উপস্থিত হলাম এবং তার কাছে এ ঘটনা উল্লেখ করলাম। তখন আঁকা (আলাইহিস সালাম) ফরমালেন, তিনি তো আব্দুল্লাহ (কিরাত পাঠকারী)[১]

দলীল নং- ২৯

হযরত ইব্রাহিম ইবনে সিম্মাহ মাহলবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, আমার কাছে ঐ লোকেরা বর্ণনা করেছেন যারা সকাল বেলায় "হিসন" নামক স্থান দিয়ে পথ অতিক্রম করতেন।

قَالُوا كُنَّا إِذا مَرَرْنَا بجنبات قبر ثَابت الْبنانِيّ سمعنَا قِرَاءَة الْقُرْآن অর্থাৎ- তারা বলেছেন যে, যখন আমরা হযরত সাবিত বানানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)'র কবরের পাশ দিয়ে যেতাম তখন আমরা কুরআনের তিলাওয়াত শুনতাম।[২]

দলীল নং-৩০

হযরত আসীম সাকতী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, আমরা বলখ শহরে একটি কবর খনন করলাম। এতে পার্শ্বস্থ আরেকটি কবর খুলে যায়। আমি তাতে দৃষ্টিপাত করলাম।

فَإِذا شيخ فِي الْقَبْر مُتَوَجّه إِلَى الْقبْلَة وَعَلِيهِ إِزَار أَخْضَر واخضر مَا حوله وَفِي حجره مصحف وَهُوَ يقْرَأ-

-"তখন দেখলাম যে, যে বৃদ্ধ লোকটি কিবলামুখী হয়ে বসে আছেন তার পরনে রয়েছে সবুজ রঙের চাদর এবং আশ-পাশেও সবুজ। তার কোলে একখানা কুরআন শরীফ রয়েছে এবং তিনি তা পড়ছেন।"[৩]

দলীল নং- ৩১

ইমাম রাফেয়ী মক্কী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

وَقَالَ وَمن الْمَشْهُور أن الْفَقِيه الْكَبِير الْوَلِيّ الشهير أَحْمد بن مُوسَى بن عجيل سَمعه بعض الْفُقَهَاء الصَّالِحين من قرائه يقْرَأ سُورَة النُّور فِي قَبره

১. ১। ইমাম জলালুদ্দীন সুয়ূতি ঃ শরহুস সুদুরঃ ২৪০পৃঃ

২. ১। ইমাম যারীর তাবারীঃ তাহযীবুল আছারঃ

২। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতীঃ শরহুস সুদুরঃ ২৩৮পৃঃ

৩। ইমাম আবু নঈম ইস্পাহানীঃ হুলিয়াতুল আউলিয়াঃ ২/৩১৯পৃঃ

৩. ১। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতীঃ শরহুস সুদুরঃ ২৪১পৃঃ

"-আর এটা প্রসিদ্ধ কথা যে, একদল ধার্মিক ফকীহ মহান ফিকহবিদ, বিখ্যাত ওলী, আহমদ ইবনে মুসা ইবনে আযীল (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) কে তার কবরে সূরা নুর পাঠ করতে শুনেছেন।"[১]

দলীল নং-৩২

ইমাম আব্দুল্লাহ শাফেয়ী(রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তার "কিফায়াতুল মু'তাকাদ" গ্রন্থে জনৈক বুজুর্গ থেকে বর্ণনা করেন-

وَقَالَ اليافعي فِي كِفَايَة المعتقد أخبرنَا بعض الأخيار عَن بعض الصَّالِحين أنه كَانَ يَأْتِي قبر وَالِده فِي بعض الْأَوْقَات ويتحدث مَعَه-

-"তিনি কোন কোন সময় তার পিতার কবরে আগমন করতেন এবং তার সাথে কথা বলতেন।"[২]

উক্ত বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে ইমাম সুয়ুতীর "শরহুস সুদুর" গ্রন্থ দেখা যেতে পারে।

সলাতুস তাসবীহ নামায বিষয়ক হাদিসের গ্রহনযোগ্যতা

আহলে হাদিসদের তথাকথিত মুফতি উছাইমীন তার "ফাতওয়ায়ে আরকানুল ইসলাম' তে একটি প্রশ্নের জবাবে লিখেছেন "সলাতুস তাসবীহ এর নামাজ রাসূল (ﷺ)থেকে প্রমানিত নয়।" নাউযুবিল্লাহ! আহলে হাদিসদের আরও বিভিন্ন পুস্তকে এই নিকৃষ্ট বক্তব্যটি আমি দেখেছি। আমরা এখন হাদিসটির গ্রহনযোগ্যতা সম্পর্কে আলোকপাত করবো ইনশাআল্লাহ!

1387 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الحَكَمِ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ قَالَ: حَدَّثَنَا الحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ: " يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ أَلَا أُعْطِيكَ، أَلَا أَمْنَحُكَ، أَلَا أَحْبُوكَ، أَلَا أَفْعَلُ لَكَ عَشْرَ خِصَالٍ، إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَقَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ وَخَطَأَهُ وَعَمْدَهُ وَصَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ وَسِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ عَشْرُ خِصَالٍ: أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُورَةٍ، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ القِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ قُلْتَ وَأَنْتَ قَائِمٌ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَالحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً، ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُ، وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَهْوِي سَاجِدًا فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ

১ ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতিঃ শরহুস সুদুরঃ ২৬১পৃঃ
২ ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতিঃ শরহুস সুদুরঃ ২৬১পৃঃ

تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، فَذَلِكَ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، تَفْعَلُ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمُرِكَ مَرَّةً

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্নিত ,একদা হুযুর (ﷺ) আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রা.)-কে বলিলেন, হে আব্বাস! হে আমার চাচা আমি কী আপনাকে শিক্ষা দিব না দশটি তাসবীহ? আপনি এগুলো আদায় করলে আল্লাহ আপনার মাফ করে দিবেন আপনার আগের, পরের, পুরাতন, নতুন, ইচ্ছাকৃত, অনিচ্ছাকৃত, ছোট, বড়, প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য গুনাহ। আপনি চার রা'কআত নামায পড়বেন। তার প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতেহার সাথে অপর এ কটি সূরা তেলাওয়াত করবেন। প্রথম রাকাআ'তের কিরাতের পড় আপনি দাঁড়ানো অবস্থায় বলিবেন, সুবহানাল্লাহ ওয়াল হামদুল্লিাহ ওয়া লা ইলাহা ইল্লালাহু ওয়াল্লাহু আকবার ১৫ বার। তারপর রূকু করিবেন, এবং দোয়াটি ১০ পুনরায় দশ বার পড়িবেন ,তারপর রুকু হইতে মাথা উঠাইবেন, সামিয়াআল্লাহু লিমান হামিদা বলার পর আবার দশবার দোয়াটি বলিবেন তারপর সিজদায় গিয়ে সিজদার তাসবীহর পর সিজদার মধ্যে দোয়াটি দশবার পড়িবেন, তারপর সিজদা হইতে মাথা উঠাইবেন এবং আবার দশবার বলিবেন। তারপর দ্বিতীয় সিজদায় গিয়ে পূর্বের ন্যায় দোয়াটি দশবার পড়বেন। তারপর সিজদা হইতে মাথা উঠাইয়া সোজা হয়ে বলিবেন দশবার। এই মোট ৭৫ বার বলা হল। এভাবে মোট চার রাকাআত পড়বেন। যদি প্রত্যহ একবার এই নামায পড়িতে পারেন তাহলে পড়িবেন; তা না পারিলে প্রত্যেক সপ্তাহে একবার, যদি তাহাও না পারেন, তবে বছরে একবার হলেও পড়বেন। আর তাও না পারিলে অন্তত: সমগ্র জীবনে একবার উহা আদায় করিবেন।"[১]

উক্ত সনদের ব্যাপারে আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) বলেন,

رواه ابن خزيمة فى صحيحه وغيرهم من حديث ابن عباس ورواه الحاكم وابن حبان عن ابن عباس على ما فى حصن

১ ইমাম ইবনে মাজাহ, আস্-সুনান, ১/৪৪২পৃ. হাদিস:১৩৮৭, আবূ দাউদ, আস্-সুনান, ২/২৯পৃ. হাদিস:১২৯৭, খতিব তিবরিযী, মিশকাতুল মাসাবীহ, সলাতুস তাসবীহ, ১/২৮২পৃ. হাদিস:১৩২৮, হাকেম নিশাপুরী, আল-মুস্তাদরাক, ১/৪৬৩পৃ.হাদিস:১১৯২, মোল্লা আলী ক্বারী, মিরকাত,২/৩৭৫পৃ. হাদিস:১৩২৮ এবং ১৩২৯, ইবনে খুযায়মা, আস্-সহিহ, ২/২২৩পৃ. হাদিস:১২১৬,ইমাম বায়হাকি, সুনানে কোবরা, ৩/৭৩পৃ. হাদিস:৪৯১৬, দাওয়াতুল কাবির, ২/২২পৃ. হাদিস:৪৪৪, তাবরানী, মু'জামুল কাবির, ১১/২৪৩পৃ. হাদিস:১১৬২২, যিয়া মুকাদ্দাসি,আহাদিসুল মুখতার, ১১/৩২৮পৃ.হাদিস:৩৩২, এবং ১১/৩২৯পৃ. অন্য আরেক সনদে,ইবনে শাহিন,আত্-তারগীব ফি ফাযায়েলে আ'মাল,১/৪২পৃ. হাদিস:১০৫, যাকারিয়া বাগদাদী, আল-মুখাল্লিসিয়্যাত, ৪/১৪০পৃ. হাদিস:৩১২৪, মুকতি আমিমুল ইহসান, ফিকহুস সুনানি ওয়াল আছার,১/৩১১পৃ. হাদিস:৮৬৮,ই.ফা.বা।

-"ইমাম ইবনে খুযায়মা (রহ.)তার আস্-সহিহ গ্রন্থে সহিহ সনদে ইবনে আব্বাস (রা.) এর সনদে এবং হাকিম নিশাপুরী ও ইমাম ইবনে হিব্বান ও সুরক্ষিত সনদে বর্ননা করেছেন।"[১] আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রা) ইমাম ইবনে হাযার আসকালানী এর কওল নকল করে লিখেন صححه ابن خزيمة والحاكم وحسنه جماعة অর্থাৎ ইমাম খুযাইমা ও হাকিম নিশাপুরী বিশুদ্ধ সনদে এবং এক জামাত মুহাদ্দিসগন হাসান সনদের বর্ণনা করেছেন। মোল্লা আলী ক্বারী আরও একটু সামনে অগ্রসর হয়ে লিখেন قال العسقلانى هذا حديث حسن

আল্লামা ইবনে হাযার আসকালানী (রহ.) বলেন হাদিসটি হাসান।[২] উক্ত সুত্র সর্ম্পকে আল্লামা মুফতি আমিমুল ইহসান বলেন আবু দাউদ,ইবনে মাযাহ,ইবনে খুযাইমা বর্ণনা করেছেন। ইব্নুস সাকান ও হাকিম হাদিসটি সহিহ বলেছেন।[৩] বাংলাদেশের তথা কথিত আহলে হাদিস আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর তার হাদিসের নামে জালিয়াতি বইয়ের ২৬৫ পৃষ্ঠায় লিখেন, সলাতুত তাসবীহ বিষয়ক একটি বর্ণনাকে কোনো কোনো মুহাদ্দিস সহিহ বা হাসান বলেছেন। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! এ পর্যন্ত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এর হাদিসের সনদ সর্ম্পকে আলোকপাত করা হলো এবার অন্য সনদের হাদিসের অবস্থা সর্ম্পকে আলোকপাত করা হবে। ইমাম তিরমিযী সলাতুত তাসবীহ এর হাদিস হযরত আবু রাফি (রা) এর থেকে সংকলণ করেছেন এভাবে-

عن ابى رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس.....وفيه ثم ارفع راسك فقلها عشرا قبل ان تقوم فتلك خمس و سبعون فى كل ركعة هى ثلاثة مائة فى اربع ركعة

-"হযরত আবু রাফি থেকে বর্ণিত রাসুল (সা) আব্বাস কে বলেন ..... ।এই হাদিসে বলা হয়েছে প্রথম রাকাআতের দ্বিতীয় সিজদার পর আপনি আপনার মাথা উঠাইবেন। তখন আপনি দাড়ানোর পূর্বে বাক্যগুলো দশবার উচ্চারণ করবেন। এতে প্রত্যেক রাকআতে পঁচাত্তরবার হবে এবং চার রাকআতে (মোট) তিনশতবার হবে।[৪] উক্ত ইমাম তিরমীযির নিজের গ্রন্থের উক্ত সাহাবীর হাদিস সর্ম্পকে বলেন هذا حديث غريب من حديث ابى رافع. হযরত আবি রাফে এর হাদিসটি গরীব। আমি বলবো উক্ত হাদিসটি ও সনদগত ভাবে হাসান এর মর্যাদা রাখে। তবে উক্ত সনদের সাঈদ বিন আবি সাঈদ এর ব্যাপারে অনেকে আপত্তি তুলেছেন ইবনে হাযার আসকালানী

১ মোলল্লা আলী ক্বারী,মেরকাত,২/৩৭৬পৃ.হাদিস:১৩২৮
২ মোলল্লা আলী ক্বারী,মেরকাত,২/৩৭৭পৃ.হাদিস:১৩২৯
৩ ফিকহুস-সুনানি ওয়াল আছার,১/৩১১পৃ.হাদিস:৮৬৮,ই.ফা.বা।
৪ ইমাম তিরমিজি,আস্-সুনান,২/৩৫০পৃ,হাদিস,৪৮২, খতিব তিবরিযী, মিশকাত,২/২৮২পৃ,হাদিস:১৩২৯, মোলল্লা আলী ক্বারী,মেরকাত,২/৩৭৭পৃ.হাদিস:১৩২৯, আমিমুল ইহসান,ফিকহুস-সুনানি ওয়াল আছার,১/৩১১পৃ. হাদিস:৮৬৯

তাক্বরীবুত তাহযীব গ্রন্থে তিনি অপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন। আমি এ আপত্তির জবাবে বলবো স্বয়ং ইবনে হাযার আসকালানী তার উক্ত গ্রন্থেই উল্লেখ করেছেন ইমাম ইবনে হিব্বান স্বয়ং তাকে সিকাহ রাবিদের অর্ন্তভুক্ত করেছেন।[১] সম্মানিত পাঠকবৃন্দ ! এ পর্যন্ত দুটি সুত্রের আলোচনা করা হলো। ইমাম তিরমীযি তাবঈ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক এর একটি সুত্র বর্ণনা করেছেন যেখানে একটি দোয়া ও নিয়ম পদ্ধতি ভিন্নতা পাওয়া যায়। উক্ত সুত্রগুলো ব্যতীত আরো অনেক সুত্র আছে বলে ইমাম তিরমীযি উল্লেখ করেন وفى الباب عباس ابن و عبد الله بن عمرو والفضل بن عباس وابى رافع. -"এই বিষয়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.), ফদ্বল ইবনে আব্বাস (রা.) এবং হযরত আবি রাফে (রা.) এর হাদিস বর্ণিত আছে।"[২] প্রথমত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এর হাদিসটি প্রথমেই উল্লেখ করেছি। আর আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস এর বর্ণনাটি সুনানে আবু দাউদে পাওয়া যায়। আর তৃতীয় সনদ হযরত ফদ্বল ইবনে আব্বাস (রা.) হতে সুত্রটি সংকলন করেন ইমাম আবু নুঈম ইস্পাহানী (রহ.) তার কিতাবুল কোরবান গ্রন্থে তবে তার সনদটি হলো موسى بن اسماعيل عن عبد الحميد بن عبد الرحمن الطائى عن ابيه عن ابى رافع عن الفضل ابن عباس ইমাম আবু নুঈম তার শায়খ মুসা বিন ইসমাঈল হতে তিনি আবদুল উমাইদ বিন আবদুর রহমান তাঈ থেকে তিনি তার পিতা থেকে তিনি আবি রাফে থেকে তিনি হযরত ফদ্বল ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেন। আর চতুর্থ বর্ণনাটি হযরত আবি রাফে (রা.) হতে আমি ইমাম তিরমীযি (রহ.) এবং ইমাম ইবনে মাযাহ (রহ.) তাদের গ্রন্থে বর্ণন করেছেন তার বর্ণনা আমি ইতিপুবে দিয়ে এসেছি।[৩]

এ হাদিসের ব্যাপারে মাতাল আলবানীর ভূয়া তাহক্বীক :

এ হাদিসের তাহক্বীকে আলবানীর নেশায় কাতরের মত মনে হয়,কেননা সে এই সনদের হাদিসকে মিশকাতের তাহক্বীকে দ্বঈফ বলেছেন বলেছেন[৪] আবার সুনানে আবু দাউদের ও জামেউস সগীরের তাহক্বীক করতে গিয়ে সে হাদিসটিকে সহিহ বলেছে।[৫] তার এ রকম ভূয়া তাহক্বীকের দৃষ্টান্ত অসংখ্য দেয়া যেতে পারে।

নামায মু'মিনদের জন্য মি'রাজ স্বরূপ হাদিস প্রসঙ্গ

১ মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজি,২/৫৯৫পৃ.হাদিস:৪৭৯,ইবনে হাজার আসকালানী,তাক্বরীবুত-তাহযীব,২/৭২৬পৃ. রাবি,৮৪১, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ,বয়রুত।
২ তিরমিযী,আস্-সুনান,২/৩৫০পৃ,হাদিস:৪৮১
৩ মোলল্লা আলী ক্বারী, মিরকাত,২/৩৭৮পৃ.
৪ আলবানী, দ্বঈফুল মিশকাত,মুল হাদিস:১৩২৮
৫ আলবানী, সহিহুল জামেউস সগীর, হাদিস:৩০৩১, মুল হাদিস:৭৯৩৭

হাদিসটি আমাদের সমাজে খুবই প্রসিদ্ধ,অনেক সিরাত,হাদিসের শরাহ এবং অনেক ফিকাহ গ্রন্থে হাদিসটি সনদবিহীন ভাবে বর্ণিত আছে। তবে তার মমার্থ বা ভাব অর্থ সঠিক। ড.আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর তার বইয়েও এ হাদিসটির মমার্থ সঠিক বলে মেনে নিয়েছেন।

কারও সম্মানে না দাঁড়ানো প্রসঙ্গে রাসূল (দ.) এর হাদিস পর্যালোচনা

বিভিন্ন বাতিল পন্থীদের পুস্তকে কিছু হাদিস খুড়া যুক্তি হিসেবে উল্লেখ করেন। যে রাসূল (দ.) সম্মানি কোন মানুষের তা'জিমের জন্য দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন। তরা তাদেও স্ব-পক্ষে কিছু হাদিস উল্লেখ করতে চান তাই আমি এ বিষয়ে তাদের কিছু হাদিসের আমি পর্যালোচনা করতে চাই।

প্রথম হাদিস ঃ

-"হযরত আবু উমামা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবি করীম (দ.) লাঠিতে ভর দিয়ে আমাদের নিকট আসলেন অতঃপর আমরা সাহাবাগন তাঁর সম্মানার্থে দাড়ালাম। তখন নবি (দ.) আমাদেরকে বললেন তোমরা অনারবগন (পারস্যদেশী) যেভাবে একে অপরকে কিয়াম করে সম্মান করে তোমরা আমাকে তদ্রুপ দাঁড়িয়ে সম্মান করো না।[১]

সনদ পর্যালোচনা ঃ

পাঠকবৃন্দ! হাদিসটির সনদ অত্যন্ত দুর্বল তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ বিষয়ে কওমী ও আহলে হাদিসদের হাদিস বিশারদ নাসিরুদ্দীন আলবানী তার ৫টির বেশী গ্রন্থে হাদিসটি অত্যন্ত দুর্বল সনদ বলে উল্লেখ করেছেন।[২] আলবানীর বক্তব্যের পাশাপাশি আমাদের বক্তব্য হলো হাদিসটি (اضطراب شديد) অত্যন্ত বিশৃঙ্খলাপূর্ন এবং 'আবু মারযূক তাজীবী' রাবি দুর্বল। কেননা ইমাম যাহাবী ও ইমাম আসকালানী তাদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে এ রাবি সম্পর্কে ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) তার সম্পর্কে বলেন-(لا يجوز الاحتجاج بما انفرد به) একক তার হাদিস দ্বারা দলিল

১ ইবনে মাযাহ, আস্-সুনান,২/৪৩১পৃ. হাদিস,৩৮৩৬, আবু দাউদ, আস্-সুনান, ৪/৩৫৮পৃ. হাদিস,৫২৩০,আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ৫/২৩৩পৃ. হাদিস,২৫৫৮১, আহমদ,আল-মুসনাদ, ৩৬/৫১৫পৃ. হাদিস,২২১৮০, বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, ১১/২৭৫পৃ. হাদিস,৮৫৩৮ ও আল-মাদখাল,১/৪০২পৃ. হাদিস,৭১৯, মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/১০৭পৃ. হাদিস,১৬২২, খতিব তিবরিযী, মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল আদাব, ইবনে হাজার আসকালানী, ফতহুল বারী,১১/৫০পৃ.

২ আলবানী , দ্বঈফু সুনানে ইবনে মাযাহ, ২/৪৩১পৃ. হাদিস,৩৮৩৬,ও দ্বঈফু সুনানে আবু দাউদ,হাদিস,৫২৩০, দ্বঈফু তারগীব ওয়াত তারহীব,হাদিস,১৬২২, দ্বঈফু মিশকাতুল মাসাবীহ,কিতাবুল আদাব, ইবনে হাজার আসকালানী, ফতহুল বারী,১১/৫০পৃ.

দেয়া বৈধ নয়।[১] অপরদিকে তার ছাত্র (ابو العدبس)আবুল আদাব্বাস এর ব্যাপারে ইমাম যাহাবী বলেন (فيه جهالة) "সে রাবি হিসেবে অন্ধকারাচ্ছন্ন।[২] অপরদিকে ইমাম ইবনে হাযার আসকালানী,ইমাম মিযৃযী,ইমাম যাহাবী বলেন "সে 'আবু মারযুক" থেকে কিছুই শুনেনি।[৩] তাই সহজেই বুঝা যায় যে হাদিসটি জাল বা বানোওয়াট। এ বিষয়ে হযরত আনাস (রা.) থেকে মওকুফ হাদিস দলিল হিসেবে পেশ করেন। অথচ তা মারফূ নয়। অসংখ্য হাদিস রয়েছে যে রাসূল (দ.) মা ফাতেমা (রা.) 'র জন্য নিজে দাড়িয়েছেন। হযরত সা'দ বিন মুয়ায (রা.)'র সম্মানের জন্য সাহাবীদের দাঁড়াতে আদেশ দিয়েছিলেন। বুখারীতে প্রথম খন্ডে অনেক হাদিস রয়েছে যে রাসূল (দ.) মৃত লাশ দেখলে তাদের সম্মানে দাঁড়াতে আদেশ করেছেন। এমনকি সেটা ইহুদীর লাশ হউক। তাই অসংখ্য মারফূ হাদিসের মুকাবেলায় মাকতু হাদিস আমলযোগ্য নয়।

ইকামত প্রক্কালে সালাতের (নামাযের) জন্য উঠার সময়ের হাদিস প্রসঙ্গে

উক্ত নিম্নের হাদিস প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর লিখেন, "হাইসামী, যাহাবী, সুয়ূতি, মুনাবী (রহিমাহুমুল্লাহ) প্রমুখ মুহাদ্দিস উল্লেখ করেছেন যে, হাদিসটির সনদ অত্যন্ত দ্বঈফ।"[৪]

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! উক্ত ইমামগণ তাদের কোন গ্রন্থে বা অত্যন্ত দুর্বল বলেছেন তা কিন্তু তিনি উল্লেখ করেন নি।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أبِي أوْفَى قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا قَالَ بِلَالٌ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ نَهَضَ فَكَبَّرَ».-

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবু আউফা (রা.) বলেন, বেলাল যখন "ক্বাদ কামাতিস সালাহ" বলতেন, তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মুসল্লায় উঠে দাঁড়িয়ে অতঃপর তাকবীরে তাহরীমা বলতেন।"[৫]

১ ইবনে হিব্বান,মাজরুহীন, ৩/৫৭১পৃ.যাহাবী,মিযানুল ই'তিদাল,৪/৫৭১পৃ.ক্রমিক.১০৫৯১, আসকালানী, তাক্বরীবুত-তাহযীব,১/১৫১পৃ.ক্রমিক,১১০৫

২ যাহাবী,মিযানুল ই'তিদাল, ৪/৫৫১পৃ.ক্রমিক.১০৪১২,

৩ যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল,৪/৫৫১পৃ.ক্রমিক.১০৪১২,ও মিযযী,তাহযীবুল কামাল,৪/৩০৯পৃ.ক্রমিক.৭৯৫, আসকালানী, তাক্বরীবুত-তাহযীব,১/৫০৭পৃ. ক্রমিক,৯৪৪ ও লিসানুল মিযান,৭/৪৭৪পৃ.ক্রমিক.৫৫৮৫

৪ আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর : ফিকহুস-সুনানিল ওয়াল আছার (অনুবাদ): ১/১৫৮পৃ. হাদিস:৩৮৬, হাশিয়া নং- ৬৩

৫ ইমাম বায্যার : আল-মুসনাদ : ৮/২৯৮ পৃ. হাদিস : ৩৩৭১ (২) ইমাম সুয়ূতী : জামিউস-সগীর : ২/৫০২ পৃ. হাদিস : ৬৭৬২ (৩) মুফতি আমিমুল ইহসান : ফিক্হুস সুনানি ওয়াল আছার : ১/১৫৮, হাদিস : ৩৮৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, (৪) ইমাম মানাবী : ফয়যুল কাদীর : ৩/২৮২ পৃ. হাদিস : ৬৭৬২ (৫) মুফতি শফি : যাওয়াহিরুল ফিক্হ : ১/৩১৩ পৃ. মাকতাবায়ে দারুল উলূম, করাচী, (৬) ইমাম আদি : আল-কামিল : ২/৬৫০ পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, (৭) ইমাম বায়হাকী :

উক্ত হাদিস সম্পর্কে কেউ অত্যন্ত দুর্বল না সাধারণ দুর্বল বলেছেন তা নিম্নে আলোকপাত করা হবে ইমাম হাইসামী (রহঃ) বলেন-

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ حَجَّاجِ بْنِ فَرُّوخَ وَهُوَ ضَعِيفٌ

-"উক্ত হাদিসটি ইমাম বায্যার বর্ণনা করেছেন উক্ত হাদিসে "হাজ্জাজ বিন ফুররুখ" তিনি দুর্বল রাবী।"[১]

উক্ত রাবী থাকার কারণে ইমাম সুয়ূতি, ইমাম মানাবী, যাহাবী হাদিসটির সনদকে দুর্বল (মতন দুর্বল নয়) বলেছেন। এমনকি আহলে হাদিসদের গুরু নাসিরুদ্দীন আলবানী তার 'দ্বঈফাহ' গ্রন্থের হাদিস নং- ৪২১০ এ হাদিসটিকে সাধারণ দুর্বল বলেছেন। তবে ضعيف جدا অর্থাৎ- অত্যন্ত দুর্বল কেও বলেন নি, তাই তার এই লিখা দ্বারা তিনি যে একজন মিথ্যাবাদী তা প্রমাণিত হয়েছে। হ্যাঁ, উক্ত রাবীকে ইমাম নাসায়ী ও ইবনে মুঈন (রহঃ) দুর্বল বলেছেন।[২] তা হলো দুইজন মুহাদ্দিসের অভিমত। অপরদিকে ইমাম ইবনে হিব্বান (রহঃ) তাকে সিকাহ বা বিশ্বস্ত বলেছেন।[৩] তাই হাদিসটি কমপক্ষে "হাসান" হওয়ার মর্যাদা রাখে। তাই দেওবন্দের শাইখুল হাদিস জাফর আহমদ উসমানী লিখেন-

قلت ذكر ابن حبان فى الثقات كما السان (٢/١٧٩) فهو حسن الحديث.

অর্থাৎ- আমি বলি ইমাম ইবনে হিব্বান (রহঃ) তাকে সিকাহ বা বিশ্বস্ত বলেছেন, আর তা ইবনে হাযার তার লিসান গ্রন্থের ২/১৭৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। তাই হাদিসটি "হাসান" পর্যায়ের।[৪]

তাই প্রমাণিত হলো হাদিসটি "হাসান"। অপরদিকে হাদিসটির আরও সনদ রয়েছে এ প্রসঙ্গে ইমাম যাহাবী বলেন-

حد ثنا حجاج بن فروخ .... عن ابن ابى اوفى أو غيره

-"হাদিসটি হাজ্জাজ বিন ফুররুখ হতে .... তিনি উক্ত হাদিসটি আব্দুল্লাহ ইবনে আউফা (রাঃ) হতে অথবা অন্যান্য সাহাবী থেকেও সংকলন করেন।"[১]

আস-সুনানিল কোবরা : ২/৩৫ পৃ. হাদিস : ২২৯৭, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, (৮) মাওলানা জাফর আহমদ উসমানী : এ'লাউস সুনান : ৪/২১২ পৃ. (৯) আল্লামা হায়সামী : মাযমাউদ-যাওয়াইদ : ২/১০৩ পৃ.(১০) আহলে হাদিস আলবানী : দ্বঈফাহ : হাদিস নং- ৪২১০ (১১) ইমাম যাহাবী : মিযানুল ই'তিদাল : ১/৪৬১ পৃ. রাবী : ১৯৬৮, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ্, বয়রুত, লেবানন, (১২) আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী : লিসানুল মিযান : ২/১৭৯ পৃ.

১ আল্লামা হায়সামী : মাযমাউদ-যাওয়াইদ : ২/১০৩ পৃ. বাব : তাকবীর, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত।
২ যাহাবী : মিযানুল ই'তিদাল : ১/৪৬১ পৃ. রাবী : ১৯৬৮
৩ ইবনে হাজার আসকালানী : লিসানুল মিযান : ২/১৭৯ পৃ.
৪ জাফর আহমদ উসমানী : এ'লাউস-সুনান : ৪/২১২ পৃ. করাচী হতে প্রকাশিত।

উক্ত হাদিসের সমর্থনে ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহঃ) আরেক "হাসান" সনদ সংকলন করেন-

1851 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنِ الصَّلْتِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كَانَ فِي بَيْتِهَا فَسَمِعَ الْمُؤَذِّنَ فَقَالَ كَمَا يَقُولُ: فَلَمَّا قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، نَهَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلَاةِ "

-"হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন- রাসূল (ﷺ) তার হুজরা মোবারকে অবস্থান করতেন। আর মুয়াজ্জিন যখন "হাইয়্যা আলাস সালাহ" বলতেন তিনি তখন নামাযের স্থানে দাঁড়িয়ে যেতেন।"[২]

উক্ত সনদটিতে "ছলত-বিন দিনার" একজন বিতর্কিত রাবী রয়েছেন। ইমাম বুখারী বলেন তার হাদিস কোন রকম গ্রহণযোগ্য। তবে ইমাম আহমদ, ইমাম নাসায়ী, দারে কুতনী, তাকে সাধারণ দুর্বল বলেছেন। ইমাম যাহাবী বলেন- بصرى لين অর্থাৎ- তিনি বসরায় অবস্থান করতে তার বর্ণনা কিছুটা নরম প্রকৃতির।[৩]

এই রাভীটি ইবনে লাহিয়াহ রাভীর মত তাই হাদিসটি "হাসান লিগাইরিহী" হওয়ার মর্যাদা রাখে।

হাত উঠিয়ে দোয়ার পরে মুখমণ্ডল মাসেহ করা হাদিস প্রসঙ্গে

আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর তার "এহইয়াউস সুনান" গ্রন্থের ৩৩৭ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে দুটি হাদিস উল্লেখ করেছেন এবং দাবি করেছেন এই বিষয়ে শুধু এই দুটি হাদিসই নাকি রয়েছে। সে প্রথম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর হাদিস প্রসঙ্গে বলেন, "হাদিসটি আবু দাউদ সংকলিত করে হাদিসটি দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন।" দেখুন ইমাম আবু দাউদ হাদিসটি দুর্বল তার কিতাবে বলেন নি বরং সে আলবানীর গানই গাইলো। কেননা আলবানী তার দ্বঈফু মিশকাত গ্রন্থের ২২৪৬ নং হাদীসে উক্ত হাদিসকে ضعيف جدًا অর্থাৎ- অত্যন্ত দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন। আমাদের নিকট ভ্রান্ত আহলে হাদিস আলবানীর কথার কর্ণপাত করার সময় নেই।

সনদ পর্যালোচনা ঃ উক্ত হাদিসটির তিনটির বেশী সনদ পাওয়া যায়।

প্রথম সনদ ঃ

১ যাহাবী : মিযানুল ই'তিদাল : ১/৪৬১, রাবী : ১৯৬৮
২ ক.আব্দুর রায্যাক : আল-মুসান্নাফ : ১/৪৮১ পৃ. হাদিস : ১৮৫১,মাকতাবাতুল ইসলামী, বয়রুত।
খ. ইমাম তাবরানী : মু'জামুল কাবীর : / ২৩/২৪৪ পৃ. হাদিস : ৪৮৫
গ. মুত্তাকী হিন্দী : কানযুল উম্মাল : ৮/৩৬২ পৃ. হাদিস : ২৩২৭৩
৩ ইমাম যাহাবী : মিযানুল ই'তিদাল : ২/২৪৪ পৃ. রাবী নং- ৪২৬১, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত।

عن عبد الله بن عباسَ ..... فَإِذَا فَرَغْتُمْ فَامْسَحُوا بِهَا وُجُوهَكُمْ»

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন- অতঃপর যখন দোয়া যখন শেষ হবে, হাত দুইখানা চেহারায় বুলিয়ে নেবে।"[১]

উক্ত সনদে একজন রাবী দুর্বল হওয়ায় আলবানী দাবী হলে হাদিসটি দুর্বল। তার মতে উক্ত সনদ দুর্বল হলেও আমাদের কোন অসুবিধা নেই কারণ হাদিসটির অন্য একাধিক সনদে বর্ণিত হাদিসটি বিশুদ্ধ হিসেবে প্রমানিত।

দ্বিতীয় সনদ ঃ দ্বিতীয় সনদটি ইমাম তাবরানী, ইমাম আবি শায়বাহ সহ আরও অনেক মুহাদ্দীস বর্ণনা করেছেন।[২]

উক্ত সনদ প্রসঙ্গে আল্লামা হাইসামী (রহঃ) বলেন- رواه الطبرانى ورجاله ثقات -"ইমাম তাবরানী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন উক্ত হাদিসের সমস্ত রাবী সিকাহ বা বিশ্বস্ত।"[৩] তাই বুঝা গেল উক্ত সনদটি বিশুদ্ধ বা সহিহ, আর উপরের হাদিসটি সহিহ বিস্ শাহেদ।

তৃতীয় সনদ : হাদিসটির তৃতীয় সনদটিও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে এসেছে যা ইমাম ইবনে মাযাহ ও ইমাম মুকরিজী এবং ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহঃ) সংকলন করেছেন।[৪]

উক্ত হাদিসটিকে ইমাম কেনানী, ইমাম মুকরিজী, ইমাম সুয়ূতি তাদের স্ব-স্ব গ্রন্থে "হাসান" বা গ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন।

১ ক. ইমাম আবু দাউদ : কিতাবুস-সালাত : ২/৭৮ পৃ. হাদিস : ১৪৮৫
খ. ইমাম হাকেম নিশাপুরী : আল-মুস্তাদরাক : ১/৭১৯ পৃ. হাদিস : ১৯৬৮
২ ক. ইমাম তাবরানী : আল-মু'জামুল কাবীর : ১০/৩১৯ পৃ. হাদিস : ১০৭৭৯
খ. ইমাম আবি শায়বাহ : আল-মুসান্নাফ : ৬/৫২ পৃ. হাদিস : ২৯৪০৫
গ. ইমাম তাবরানী : মুসনাদে শামীন : ২/৪৩২ পৃ. হাদিস : ১৬৩৯
ঘ. শায়বানী : আল-আহাদ ওয়াল মাসানী : ৪/৪১০ পৃ.
ঙ. ইমাম দায়লামী : আল ফিরদাউস : ২/২৩৬ পৃ. হাদিস : ৩৩৮৩
চ. ইমাম মুকরিযী : মুখতাসার কিতাবুল বিতর : ১/১৫২ পৃ.
ছ. ইমাম হায়সামী : মাযমাউদ-যাওয়াইদ : ১০/১৬৯ পৃ.
জ. ইমাম কুরতুবী : তাফসীরে আহকামুল কোরআন : ১১/৩৩৭ পৃ.
৩ হায়সামী : মাযমাউদ-যাওয়াইদ : ১০/১৬৯ পৃ.
৪ ক. ইমাম ইবনে মাজাহ : কিতাবুদ্-দোয়া : باب رفع اليدين فى الدعاء : ২/১২৭২ পৃ. হাদিস : ৩৮৬৬
খ. ইমাম ইবনে মাজাহ : কিতাবু ইকামাতিস সালাতে ওয়াস সুন্নাতে ফিহা : ১/৩৭৩ পৃ. হাদিস : ১১৮১
গ. ইমাম কেনানী : মিসবাহুয-জুজ্জাহ : ১/১৪১ পৃ. হাদিস : ৪২২
ঘ. ইমাম মুকরিজী : মুখতাসারু কিতাবুল বিতর : ১/১৫১ পৃ. হাদিস : ৬৫
ঙ. ইমাম জালালুদ্দীন সূয়তী : শরহে সুনানে ইবনে মাজাহ : ১/২৭৫ পৃ. হাদিস : ৩৮৬৬

তাই আমরা বুঝলাম তিনটি সনদ দ্বারা হাদিসটির গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ পাওয়া যায় সেহেতু আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর ও আলবানীর মুর্খ বক্তব্যের কোন ভিত্তি নেই।

দোয়ার শেষে মুখ মাসেহ এর উত্থাপিত দ্বিতীয় হাদিস

উক্ত নিম্নের হাদিসটিকে আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর তার এহইয়াউস সুনান গ্রন্থের ৩৩৭ পৃষ্ঠায় লিখেন, "এই হাদিসটিও অত্যন্ত দুর্বল সনদের। প্রথম যুগের অনেক মুহাদ্দিস একে মওদ্বু বা ভিত্তিহীন বলে গণ্য করেছেন।" নাউযুবিল্লাহ! আমি তাকে বলতে চাই আলবানীর ছাড়া কোন হক্কানী গ্রহণযোগ্য মুহাদ্দিস হাসিদটিকে অত্যন্ত দুর্বল বা জাল হাদিস বলেছেন তার কাছে কী বিষয়ে গ্রহনযোগ্য প্রমাণ আছে কী?

সনদ পর্যালোচনা : হাদিসটি হল-

عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ، لَمْ يَحُطُّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ

-"হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত- আঁকা (সাঃ) সব সময় যখন দোয়াতে হাত উঠাতেন, তা নিজের চেহারা মোবারকে বুলিয়ে নেয়ার পূর্বে হাত নামিয়ে নিতেন না।"[১]

ইমাম হাকিম নিশাপুরী (রহঃ) বলেন হাদিসটি বিশুদ্ধ। ইমাম নাওয়াবী বলেন হাদিসটি হাসান বা গ্রহণযোগ্য। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহঃ) উক্ত হাদীসের ক্ষেত্রে নিরবতা পালন করেছেন। ইবনে হাযার আসকালানী হাদিসটির সনদ সুন্দর বলে গ্রহণ করেছেন।

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন, হাদিসটি গরীব। তবে সনদে কোন দুর্বল রাবী নেই তাই সনদটি সহিহ। আর আলবানীর উক্ত সনদের "হাম্মাদ বিন ঈসা" রাবী নিয়ে

১ ক. ইমাম তিরমিযী : আস-সুনান : কিতাবুদ-দাওয়াত : ৫/৪৬৩ পৃ. হাদিস নং- ৩৩৮৬
খ. ইমাম আব্দুর রাজ্জাক : আল মুসান্নাফ : ২/২৪৭ পৃ. হাদিস : ৩২৩৪
গ. ইমাম হাকেম : আল-মুস্তাদরাক : ১/৭১৯ পৃ. হাদিস : ১৯৬৭
ঘ. ইমাম বাজ্জার : আল-মুসনাদ : ১/২৪৩ পৃ. হাদিস : ১২৯
ঙ. ইমাম তাবরানী : আল মু'জামুল আওসাত : ৭/১২৪ পৃ. হাদিস : ৭০৫৩
চ. ইমাম ইবনে হুমাইদ : আল-মুসনাদ : ১/৪৪ পৃ. হাদিস : ৩৯
ছ. ইমাম জালালুদ্দীন সূয়তী : জামেউস-সগীর : ১/৪৯৬ পৃ. হাদিস : ৬৭০৫
জ. ইমাম মানাবী : ফয়যুল কাদীর : ৫/১৩৮ পৃ. হাদিস : ৬৭০৫
ঝ. ইমাম নববী : কিতাবুল আযকার : পৃ. ৫৬৯
ঞ. ইবনে হাজার আসকালানী : বুলুগুল মারাম : পৃ. ২৮৪
ট. খতিব তিবরিযী : মেশকাত : কিতাবুদ দাওয়াত : হাদিস : ২২৪৫
ঠ. আল্লামা আযলুনী : কাশফুল খাফা : ২/১৮৫ হাদিস : ২২৯৫

তার আপত্তি। অথচ ইমাম তিরমিযীই স্বয়ং হাদিসটি বর্ণনা করে হাম্মাদ সম্পর্কে বলেছেন-

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى. وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهِ وَهُوَ قَلِيلُ الحَدِيثِ، وَقَدْ حَدَّثَ عَنْهُ النَّاسُ، وَحَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ الجُمَحِيُّ هُوَ ثِقَةٌ، وَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ.

-"ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী বলেন হাদিসটি বর্ণনার দিক থেকে গরীব। হাম্মাদ ইবনে ঈসা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর রেওয়ায়েত ছাড়া এটার সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। তিনি এই রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে একক। তিনি খুব কম রেওয়ায়েত করেছেন। তার সূত্রে বহু লোক (মুহাদ্দিস) হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন। রাবী হানযালা ইবনে আবু সুফিয়ান নির্ভরযোগ্য। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ কাত্তান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাহার সম্পর্কে "নির্ভরযোগ্য" বলে মন্তব্য করেছেন।"[১]

অতএব বুঝা গেল ইমাম তিরমিযী সহ অন্যান্য মুহাদ্দীসগণ তাকে সিকাহ বলেই জানতেন।

অপরদিকে ইমাম যাহাবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন তিনি বিখ্যাত ইমাম ও আওলাদে রাসূল ইমাম জাফর সাদেক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর সহচারী এবং তার থেকে হাদিস বর্ণনা করতেন। এছাড়া বিখ্যাত মুহাদ্দীস ইমাম ইবনে জুরাইজ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সহ অনেক মুহাদ্দীসগণ থেকে তিনি হাদিস বর্ণনা করতেন। ইমাম যাহাবী আরও বলেন-

وابو حاتم . والدارقطنى . لم يتركه.

-"ইমাম আবু হাতেম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি), ইমাম দারে কুতনী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার হাদিস ত্যাগ করতেন না।[২]

সর্বশেষ এটাই চলতে চাই শুধুমাত্র আলবানীর ভূয়া তাহকীকের উপরে ভিত্তি করে যারা সহিহ হাদিসকে যারা অত্যন্ত দ্বঈফ বলে উড়িয়ে দেয় তারা আলেম নামের কলঙ্ক।

আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীরের জঘন্য মিথ্যা উক্তি ঃ

আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর তার উক্ত বিভ্রান্তিকর পুস্তক "এহইয়াউস সুনান" গ্রন্থের ৩৩৭ পৃষ্ঠায় বলেন, "সর্বাবস্থায়, আমরা বুঝতে পারি যে, মুনাজাত বা দোয়া শেষে হাত দুটি দিয়ে মুখমণ্ডল মুছা প্রমাণিত বিষয় নয়। এ বিষয়ে দু'একটি দুর্বল হাদিস আছে"।

১ ইমাম তিরমিযী : আস-সুনান : কিতাবুদ-দাওয়াত : ৫/৪৬৩ পৃ. হাদিস : ৩২৩৪
২ ইমাম যাহাবী : মিযানুল ই'তিদাল : ১/৫৮৩ পৃ. রাবী নং : ২৫১৪, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

নাউযুবিল্লাহ! সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! মিথ্যার একটু সীমা থাকার দরকার। অথচ এ বিষয়ে অসংখ্য হাদিস বর্ণিত হয়েছে, যা কিতাব দীর্ঘায়িত হওয়ার আশংকায় আমি উল্লেখ করতে ইচ্ছুক নই। তারপরও কয়েকটি হাদিস উল্লেখ করবো। সর্বপ্রথম হাদিসের তিনটিরও বেশী সনদ ইতিপূর্বে আমি উল্লেখ করেছি যা অসংখ্য মুহাদ্দীসগণ সংকলন করেছেন তাছাড়া আরও হাদিস পাওয়া যায়।

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ، مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ»-

-"হযরত সায়িব বিন ইয়াযীদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) স্বীয় পিতা হতে বর্ণনা করেন- যখনই নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দোয়া করতেন, তখনই (দোয়ার উদ্দেশ্যে) আপন দুই মোবারক হাত উত্তোলন করতেন এবং (দোয়া শেষে) হাত দুইখানি তার নূরানী চেহারা মোবারকে বুলাতেন।[১]

উক্ত হাদিসকে ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, হাদিসটি "হাসান"। আজ পর্যন্ত কোন মুহাদ্দীস ইমাম আহমদ ও ইমাম আবু দাউদের সনদকে দুর্বল বলেন নি আহলে হাদিস আলবানী ব্যতীত।

এছাড়া আরও হাদিস বর্ণিত হয়েছে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দোয়া শিক্ষা দিতে গিয়ে এক পর্যায়ে বলেন-

ثم إذا رد يديه فليفرغ ذلك الخير إلى وجهه-

অর্থাৎ- অতঃপর যখন সে নিজের হাত নামিয়ে ফেলবার ইচ্ছা করবে, তখন এই মঙ্গলময়তা তার হাত চেহারায় বুলিয়ে দিবে।[২]

১ ক. ইমাম আবু দাউদ : আস-সুনান : কিতাবুস সালাত : ২/৭৯ পৃ. হাদিস : ১৪৯২
খ. ইমাম আহমদ : আল-মুসনাদ : ২/২২১ পৃ.
গ. ইমাম তাবরানী : আল মু'জামুল কাবীর : ২২/২৪১ পৃ. হাদিস : ৬৩১
ঘ. ইমাম বায়হাকী : শুয়াবুল ঈমান : ২/৪৫ পৃ.
ঙ. ইমাম জালালুদ্দীন সূয়তী : আল-জামে উসসগীর : ২/৪৯৭ পৃ. হাদিস নং : ৬৬৮৫
চ. ইমাম মুকরিযী : মুখতার কিতাবুল বিতর : ১/১৫২ পৃ.
ছ. আহলে হাদিস নাসিরুদ্দীন আলবানী : যঈফু জামে : হাদিস নং : ৪৪০৬
২ ক. ইমাম ইবনে হিব্বান : আস-সহীহ : ৩/১০৬ পৃ. হাদিস : ৮৭৬
খ. ইমাম আবু ইয়ালা : আল-মুসনাদ : ৩/৩৯১ পৃ. হাদিস : ১৮৬৭
গ. ইমাম মুত্তাকী হিন্দী : কানযুল উম্মাল : ২/৮৭ পৃ. হাদিস : ৩২৬৬
ঘ. ইমাম তাবরানী : মুজামুল কাবীর : ১২/৪২৩ পৃ.হাদিস : ১৩৫৫৭
ঙ. ইমাম দায়লামী : আল ফিরদাউস : ১/২২১ পৃ. হাদিস : ৮৪৭
চ. ইমাম ইবনে রাসাদ : আল জামে : ১০/৪৪৩ পৃ.
ছ. ইমাম কাযাঈ : মুসনাদুস শিহাব : ২/৩১৫ পৃ. হাদিস : ১১১১
জ. ইমাম মুনযির : আত-তারগীব ওয়াত তারহীব : ২/৩১৫ পৃ. হাদিস : ২৫২৭
ঝ. ইমাম হায়সামী : মাযমাউদ-যাওয়াইদ : ১০/১৬৯ পৃ.

উক্ত হাদিসটিকে ইমাম ইবনে হিব্বান সহিহ বলেছেন। ইমাম কুদাঈ (রহ.) সহিহ সনদে, ইমাম মুনযিরী (রহ.) ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.)'র সহিহ সূত্রে সংকলন করেছেন এবং আল্লামা আযলূনী গ্রহণযোগ্য সনদ বলে উল্লেখ করেছেন।

অপরদিকে উক্ত হাদিসটির অপর আরেকটি সূত্র রয়েছে তাহা হলো হযরত সালমান ফারসী (রা.) হতে আর তা সংকলন করেছেন।[১]

আরও যেমন আবুদ দাউদ শরীফে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে-

عن ابن أبي بريدة: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا دعا رفع يديه ومسح وجهه بيديه".

-"হযরত ইবনে আবি বুরাইদা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল (ﷺ) সবসময় যখন দোয়াতে হাত উত্তোলন করতেন দোয়া শেষে দুহাত মুখমণ্ডলে মাসেহ করতেন।[২]

আল্লামা আযলূনী (রহ.) বলেন উক্ত হাদিসটির সনদ গ্রহণযোগ্য। আল্লামা আযলূনী (রহ.) আরেকটি সনদ সংকলন করেন-

عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث معضلا إذا دعا أحدكم فرفع يديه فإن الله جاعل في يديه بركة ورحمة فلا يردهما حتى يمسح بهما وجهه.

-"হযরত ওয়ালীদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আবি মুগীস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- কোন ব্যক্তি যখন হাত দুই খানা দোয়ার জন্য আল্লাহর দরবারে উত্তোলন করে তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের হাতকে রহমতের ও বরকতের হাত বানিয়ে দেন, ততক্ষন পর্যন্ত যতক্ষন না (দোয়ার শেষ পর্যায়) হাত দ্বারা মুখ না মুছে ফেলে।"[৩] এছাড়া আরও অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া বিখ্যাত তাবেয়ী ইমাম যুহরী (রহ.) বিশুদ্ধ সনদে মুরসাল রূপে হাদিস বর্ণনা করেন-

3234 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ صَدْرِهِ فِي الدُّعَاءِ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ»

-"তাবেয়ী ইমাম যুহরী (রহ.) বলেন- রাসূল (ﷺ) সবসময় দোয়ার সময় আপন উভয় হাত মোবারক পবিত্র বক্ষ পর্যন্ত উত্তোলন করতেন। দোয়া শেষে হাত দুইখানা

এ. ইমাম আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/২৭১ পৃ. হাদিস : ২২৯৫
১ ক. ইমাম বাজ্জার : আল মুসনাদ : ৬/৪৭৮ পৃ. হাদিস নং : ২৫১১
খ. মুত্তাকী হিন্দী : কানযুল উম্মাল : ২/৮৮ পৃ. হাদিস : ৩২৬৮
২ ক. ইমাম আবু দাউদ : আস-সুনান :
খ. [illegible] আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/১৮৫ পৃ. হাদিস : ২২৯৫
[illegible] কাশফুল খাফা : ২/১৮৫ পৃ. হাদিস : [illegible]

নিজের নূরানী চেহারায় বুলিয়ে নিতেন।[১] উক্ত হাদিসের সনদটি সংক্ষিপ্ত সনদে খুবই শক্তিশালী। ইমাম আব্দুর রায্‌যাক (রহ.) (ওফাত ২১১ হি.) আরও বলেন-

3235 - وَرُبَّمَا رَأَيْتُ مَعْمَرًا يَفْعَلُهُ «وَأَنَا أَفْعَلُهُ»

-"আমি আমার শায়খ হযরত মা'মার (রহ.) কে অনুরূপ করতে আমি দেখেছি এবং আমিও তাই করি।"[২] দেখুন তাদের মত হাফেযুল হাদিসরা হাত উঠিয়ে দোয়া করতে পারেন, কিন্তু আমরা করলেই এ আমলের ভিত্তি নেই আহলে হাদিসদেও পক্ষ থেকে ফাতওয়া আসে।

তাই সর্বশেষ বলতে চাই যারা সত্যকে গোপন করে তারা হলেন এক প্রকার জালেম। আল্লাহর কাছে এই সমস্ত জালেমদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য প্রার্থনা জানাই। উক্ত বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন।[৩]

রাসূল (ﷺ) সাদা টুপি পড়া প্রসঙ্গে

আহলে হাদীসের অন্যতম আলেম নাসিরুদ্দীন আলবানী তার সিলসিলাতুল .. দ্বঈফাহ গ্রন্থের ৬/১১ পৃ. হাদিস নং ২৫৩৮ এ উক্ত নিম্নের হাদিসটিকে দ্বঈফ বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল।

উক্ত হাদিস হল-

13920 - حدثنا عَبْدان بن أحمد، ثنا زيدُ بن الحَرِيش، ثنا عبد الله بن خِراش، عن العَوَّام بن حَوْشَب، عن إبراهيم التَّيْمِي، عن ابن عمر، قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَلْبَسُ قَلَنسُوَةً بيضاءَ.

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত- রাসূল (ﷺ) সবসময় সাদা রংয়ের টুপি পরিধান করতেন।"[৪] উক্ত হাদিসটির দুটি থেকেও আরও বেশী সনদ রয়েছে।

---

১ ইমাম আব্দুর রাজ্জাক : আল-মুসান্নাফ : ২/২৪৭ পৃ. হাদিস : ৩২৩৪, হাদিসটির সনদ সহিহ।
২ ক. ইমাম আব্দুর রাজ্জাক : আল-মুসান্নাফ : ২/২৪৭-২৫১ পৃ. হাদিস : ৩২৩৫ এবং ৩/১২৩ পৃ. হাদিস : ৫০০৩
খ. আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/১৮৫ পৃ. হাদিস : ২২৯৫
৩ ক. ইমাম আব্দুর রাজ্জাক : আল-মুসান্নাফ : ২/২৪৭-২৫১ পৃ. হাদিস : ৩২৩৫ এবং ৩/১২৩ পৃ. হাদিস : ৫০০৩
খ. আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/১৮৫ পৃ. হাদিস : ২২৯৫
৪ ক. ইমাম তাবরানী : মু'জামুল কাবীর :হাদিস : ১৩৯২০
খ. আল্লামা ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ূতী : জামেউস-সগীর : ২/৫২৭ পৃ. হাদিস : ৭১৬৬
গ. আল্লমা মোবারকপুরী : তুহফাতুল আহওয়াজী : ৫/১৮৬ পৃ.
ঘ. আল্লামা ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউদ-যাওয়াইদ : ৫/১২১ পৃ.
ঙ. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : মেরকাত : কিতাবুল লিবাস : ৮/২১০ পৃ. হাদিস :

প্রথম সনদ : ইমাম তাবরানী, ইমাম আবু শায়খ, ইমাম আবু ই'য়ালা সহ অন্যান্য মুহাদ্দীসগণ সংকলন করেছেন। আল্লামা হাইসামী (রহ.) প্রথম সনদ সম্পর্কে বলেন-

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خِرَاشٍ، وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَقَالَ: رُبَّمَا أَخْطَأَ، وَضَعَّفَهُ جُمْهُورُ الْأَئِمَّةِ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.– مجمع الزوا ند ١٢١/٥ باب : فى فلنسوة.

-"উক্ত হাদিসটি ইমাম তাবরানী তার মু'জামুল কাবীর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদীসে "আব্দুল্লাহ ইবনে খার্‌রাস" রয়েছে যার সম্পর্কে ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) তাকে সিকাহ বা বিশ্বস্ত বলেন ও ইমাম রব্বামা বলে তার হাদিস বর্ণনায় কিছুটা ভুল হতো এবং অনেক ইমামগণ তাকে দুর্বল বলেছেন। তবে তিনি ছাড়া বাকী সমস্ত রাবী সিকাহ বা বিশ্বস্ত রয়েছে।"[১]

তাই বুঝা গেল উক্ত রাবীর সিকাহ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে, ইমাম ইবনে হিব্বানের সহ অনেকের দৃষ্টিতে এই রাভী সিকাহ এবং হাদিসটি সহিহ। আল্লামা ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহ.) বলেন হাদিসটি "হাসান" পর্যায়ের।[২]

ইমাম সুয়ূতির উক্ত রায়কে গ্রহণ করেছেন, মোল্লা আলী ক্বারী, আল্লামা মোবারকপুরী, ইবনে সালেহ, ইমাম মানাবী ও অন্যান্য ইমামগণ তাদের গ্রন্থে।

وروى الدمياطى عن عائشة رضى الله عنها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كمه بيضاء بطحاء-

-"ইমাম দিমইয়াত্বী (রহ.) বর্ণনা করেছেন যা আয়েশা (রা.) হতে তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) এর মাথা মোবারকের সাথে লেগে থাকে এমন সাদা রংয়ের গোলটুপি ছিল।[৩]

উক্ত হাদিসের কোন রাবী দুর্বল আছে কিনা তা সম্পর্কে কোন মুহাদ্দিসের মতামত আমি পাই নি। তাই অতএব সবগুলো সনদ দ্বারা হাদিসটি "সহিহ লিগাইরিহী" প্রমাণিত হয়। রাসূল (ﷺ) এর সাদা টুপির বর্ণনার উপর পাঁচ কুল্লি টুপির জাল হাদীসের আলোচনায় আমি এ বিষয়ে আরও একাধিক হাদিস উল্লেখ করেছি।

চ. আহলে হাদিস আলবানী : দ্বঈফাহ : ৬/১১ পৃ. হাদিস : ২৫৩৮
ছ. ইমাম জালালুদ্দীন সূয়তী : আল হাভীলিল ফাতওয়া : ১/৯১ পৃ.
জ. আল্লামা মানাবী : ফয়যুল কাদীর : ৪/১৩৮ পৃ. হাদিস : ৭১৬৬
ঝ. ইমাম বায়হাকী : শুয়াবুল ঈমান :
ঞ. আল্লামা ইবনে সালেহ : সবলুল হুদা : ৭/২৮৫ পৃ.
ট. ইমাম আবু শাইখ : তবকাতে ইস্পাহানী :
ঠ. মুত্তাকী হিন্দী : কানযুল উম্মাল : ৭/১২১ পৃ. হাদিস ১৮২৮৪

১ আল্লামা ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউদ-যাওয়াইদ : ৫/১২১ পৃ.
২ আল্লামা ইমাম সূয়তী : জামেউস-সগীর : ২/৫২৭ পৃ. হাদিস : ৭১৬৬
৩ সালেহ শামী : সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ : ৭/২৮৫ পৃ.

এছাড়া রাসূল (ﷺ) সাদা কিস্তি টুপির ব্যবহারের ব্যাপারেও অনেক হাদিস বর্ণিত রয়েছে।

দ্বিতীয় সনদ : দ্বিতীয় সনদটিও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) যার শব্দ হলো নিম্নরূপ-

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَلْبَسُ كُمَّةً بَيْضَاءَ».

-"রাসূল (ﷺ) সদা সর্বদা সাদা রংয়ের গোল টুপি পরিধান করেছেন।[১]

উক্ত সনদ সম্পর্কে আল্লামা ইবনে হাযার হাইসামী (রহ.) বলেন-

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ شَيْخِهِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنِيفَةَ الْوَاسِطِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.– مجمع الزوائد : 121/5

অর্থাৎ- উক্ত হাদিসটি ইমাম তাবরানী তার মু'জামুল আওসাত গ্রন্থে বর্ণনা করেন। উক্ত হাদিসটি তার শায়খ মুহাম্মদ বিন হানীফা হতে বর্ণনা করেন, আর তিনি হচ্ছেন দুর্বল রাবী এবং মজবুত বর্ণনাকারী নন।[২]

অপরদিকে উক্ত রাবী সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বর্ণনা করেন ইমাম দারে কুতনী বলেন- ليس بالقوى অর্থাৎ- তিনি মজবুত রাবী নন। এছাড়া কেউ কেউ তাকে চলনসই রাবীও বলেছেন।[৩]

অতএব এই সনদটিও কিছুটা দুর্বল বলে বুঝা গেল, রাভীটির সাধারণ দুর্বলতা দ্বারা হাদিসটি 'হাসান' পর্যায়ের বুঝা যায়।

তৃতীয় সনদ : উক্ত হাদিসটি তৃতীয় সনদটি ইমাম বায়হাকী তার শুয়াবুল ঈমান গ্রন্থে, ইমাম বাজ্জার, ইমাম আবু ই'য়ালা (রহ.) তাদের মুসনাদে সংকলন করেছেন। উক্ত সনদটি প্রথম সনদের মত শব্দগতভাবে। উক্ত সনদের ব্যাপারে আমি কিছু জানতে পারি নি। তবে আহলে হাদিস মোবারকপুরী বলেন- اسناده : قال العزيزى حسن অর্থাৎ- ইমাম আযিযী (রহ.) বলেন হাদিসটি "হাসান"।

চতুর্থ সনদ : উক্ত হাদিসটি হল-

১ ক. আল্লামা ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউদ-যাওয়াইদ : ৫/১২১ পৃ.
খ. ইমাম কুস্তালানী : যাওয়াহেবে লাদুন্নীয়া : ২/৪৩৬ পৃ.
গ. ইমাম তাবরানী : মু'জামুল আওসাত :
ঘ. ইমাম যুরকানী : শরহুল মাওয়াহেব :
২ আল্লামা ইবনে হায়সামী : মাযমাউদ-যাওয়াইদ : ৫/১২১ পৃ.
৩ ইমাম যাহাবী : মিযানুল ই'তিদাল : ৩/৫১১ পৃ. রাবী নং- ৭৯২০, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

عن عائشة قالتْ: كانَ لرسول اللهِ صلى الله عليه وسلم قلنسوةٌ بيضاءُ لاطيةٌ يلبَسُها

-"হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত- তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) নিচু বা মাথার সাথে লেগে থাকে এমন সাদা রংয়ের টুপি সর্বদা ব্যবহার করতেন।[১]

উক্ত সনদটির মধ্যে একজন রাবী দুর্বল হওয়াতে ইমাম সুয়ূতি দুর্বল বলেছেন এবং আহলে হাদিস আলবানীও দুর্বল বলেছেন।[২] তাই উক্ত সনদটি দুর্বল বুঝা যায়।

পঞ্চম সনদ : উক্ত বিষয়ের পাঁচ নম্বর সনদটি আল্লামা ইবনে সালেহ শামী (রহঃ) এর সংকলিত হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত।[৩]

ওযুতে ঘাড় মাসেহ করা প্রসঙ্গে হাদিসের সনদ তাত্ত্বিক আলোচনা

বর্তমান প্রচলিত একটি ভয়ংকর ফিত্না আহলে হাদিস পন্থীরা দাবী করছে ওযুর সময় ঘাড় মাসেহ করা প্রসঙ্গে কোন হাদিস নেই এবং যদি বর্ণিত হয়ে থাকে তা জাল বানোয়াট হাদিস।

তাদের উক্ত মূর্খ বক্তব্যের জবাবে বলতে চাই তারা হাদিস শাস্ত্র সম্পর্কে জাহেল বলে এই কথা বলতে পারে। আল্লামা আযলূনী এবং আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) ইমাম দায়লামী (রহঃ) এর বরাতে বলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন :

عن ابن عمر: "من توضأ ومسح عنقه وقى الغل يوم القيامة

-"যে ওযু করার সময় তার স্বীয় হাত দ্বারা ঘাড় মাসেহ করবে সে কিয়ামতের ময়দানে নিরাপত্তায় প্রবেশ করবে।"[৪]

উক্ত হাদিসটি সংকলন করে উভয় মুহাদ্দিস বলেন সনদে কিছুটা দুর্বলতা আছে তারপর সিদ্ধান্ত দেন এভাবে আল্লামা আযলূনী-

ولذا قال أئمتنا: مسح الرقبة مستحب أو سنة

১ ক. ইমাম ইবনে আসাকীর : তারীখে দামেস্ক :
খ. ইমাম জালালুদ্দীন সূয়তী : জামেউস-সগীর : ২/৫২৭ পৃ. হাদিস : ৭১৬৭
গ. ইমাম কুস্তালানী : মাওয়াহেবে লাদুন্নীয়া : ২/৪৩৬ পৃ.
ঘ. ইমাম যুরকানী : শরহুম মাওয়াহেব :
ঙ. আহলে হাদিস আলবানী : দ্বঈফু জামে : হাদিস : ৪৬২৫
চ. আল্লামা ইবনে সালেহ : সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ : ৭/২৮৪ পৃ.
ছ. মুত্তাকী হিন্দী : কানযুল উম্মাল : ৭/১২১ পৃ. হাদিস : ১৮২৮৫
২ ক. ইমাম সূয়তী : জামেউস-সগীর : ২/৫২৭ পৃ. হাদিস : ৭১৬৭
খ. নাসিরুদ্দীন আলবানী : যঈফু জামে : হাদিস নং- ৪৬২৫
৩ ক. ইমাম ইবনে আসাকীর : তারীখে দামেস্ক :
৪ ক. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : মওদ্বুআতুল কবীর : ১০৮ পৃ.
খ. আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/১৮৬ পৃ. হাদিস : ২২৯৮

অর্থাৎ- উক্ত বিষয়ের ব্যাপারে আইয়্যাম্মায়ে কেরামগণ বলেছেন- "ওজুতে ঘাড় মাসেহ করা মুস্তাহাব অথবা সুন্নত হিসেবে স্বীকৃত।"[১]

অপরদিকে আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন-

لكن بسند ضعيف والضعيف يعمل به فى فضا ئل الاعمال اتفا قا ولذا قال انمتنا مسح الرقبة مستحب أو سنة-

-"তবে ইমাম দায়লামীর হাদীসে সনদে দুর্বলতা রয়েছে, আর যঈফ হাদিস ফাযায়েলে আমলের জন্য গ্রহণযোগ্য।"

আর এই বিষয়ের ব্যাপারে সমস্ত ওলামা, ইমামগণ ঐক্যমত হয়েছেন যে ওজুতে ঘাড় মাসেহ করা মুস্তাহাব অথবা সুন্নাত হিসেবে স্বীকৃত।[২]

আল্লামা আযলূনী ও মোল্লা আলী (রহঃ) উভয়েই আ... আবু ওবায়দুল্লাহ কাসেম তাবরানী (রহঃ) তিনি হযরত তালহা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন-

لكن روى ابو عبيد عن موسى بن طلحة: "أنه قال من مسح قفاه مع راسه وقي من الغل". وهو موقوف

-"নিশ্চয় যে মাসেহ করবে তার মাথার সাথে ঘাড়, আর তাহলে তার ঘাড় নিরাপদে থাকবে।"[৩] আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন যে উক্ত হাদিসটি মওকুফ অথাৎ যা সাহাবী থেকে বর্ণিত।

আহলে হাদিসদের ইমাম শাওকানী এবং আল্লামা ইবনে হাযার আসকালানী (রহঃ) বর্ণনা করেন,

98 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ انَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عُنُقَهُ وُقِيَ الْغُلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". وقال ان شاءالله هذا حديث حسن صحيح-

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত নিশ্চয় আঁকা (সাঃ) ইরশাদ ফরমান যে ব্যক্তি ওযু করার সময় তার দুই হাত দ্বারা ঘাড় মাসেহ করবে তার ঘাড় কিয়ামতের দিন জিঞ্জির বা বন্দী থেকে মুক্ত থাকবে। ইনশাআল্লাহ উক্ত হাদিসটি হ সান ও সহিহ।[৪]

তাই আহলে হাদিসদের তাদের গুরু থেকে শিক্ষা নেয়ার জন্য অনুরোধ রইলো। ইমাম তাবরানী (রহঃ) এ প্রসঙ্গে একটি মারফূ সূত্রে আরেকটি হাদিস পেশ করেন এভাবে-

১ আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/১৮৩ পৃ. হাদিস নং- ২২৯৮
২ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : মওদ্বুআতুল কবীর : ১০৮ পৃ. আসারুল মারফূ পৃষ্ঠা নং- ১১২
৩ ক. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : মওদ্বুআতুল কবীর : ১০৮ পৃ.
খ. আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/১৮৬ হাদিস : ২২৯৮
৪ ক. আল্লামা শাওকানী : নায়লুল আওতার : ১/২০৩ পৃ. ঘাড় মাসেহ অধ্যায়।
খ. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী : তালখীসুল হবির : ১/৯২ পৃ.হাদিস:৯৮ মাস্তবায়ে মদীনাতুল মুরওয়ারা

عن طلحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، يَأْخُذُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مَاءً جَدِيدًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، فَلَمَّا مَسَحَ رَأْسَهُ قَالَ: «هَكَذَا» ، وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ مِنْ مُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى بَلَغَ بِهِمَا إِلَى أَسْفَلِ عُنُقِهِ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ

-"হযরত তালহা বিন মুসরাফ (رضي الله عنه) তিনি তার পিতা থেকে তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন তারপর নিশ্চয় রাসূল (ﷺ) যখন ওজু করতেন তখন তিনবার কুলি করতেন, তারপর মুখমণ্ডল ধৌত করতেন এবং তিনবার মুখে পানি প্রবাহিত করতেন। আর যখন মাথা মাসেহ করতেন আর তা ঘাড়ের পিঠ পর্যন্ত পৌছে যেতো।"[১]

অপরদিকে আল্লামা ইবনে হাযার আসকালানী (رحمه الله) তার গ্রন্থে সনদ সহ এ প্রসঙ্গে একটি হাদিস সংকলন করেন এভাবে-

رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الطُّهُورِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: "مَنْ مَسَحَ قَفَاهُ مَعَ رَأْسِهِ وُقِيَ الْغُلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" 2.

قُلْتُ: فَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ هَذَا وَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا فَلَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ لِأَنَّ هَذَا لَا يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ فَهُوَ عَلَى هَذَا مُرْسَلٌ.

-"ইমাম আবু হুমাইদ (রহ.) তাঁর কিতাবুত তুহুর গ্রন্থে তিনি যথাক্রমে আবদুর রাহমান মাহদী .....হযরত মূসা বিন তালহা (رضي الله عنه) বলেন, যে ব্যক্তি মাথার সাথে ঘাড় মাসেহ করবে তাহলে তা কিয়ামতে নিরাপদ থাকবে। (ইবনে হাযার আসকালানী, তালখিসুল হবির,১/৯২পৃ.)

রযব আল্লাহর মাস, শাবান আমার মাস, আর রমযান আমার উম্মতের মাস হাদিসের গ্রহণযোগ্যতা

আহলে হাদিস নাসিরুদ্দীন আলবাণী তার সিলসিলাতুয্-দ্বঈফাহ গ্রন্থে উক্ত হাদিসটিকে জাল বলে দুঃসাহস দেখিয়েছেন। উক্ত হাদিসটি হযরত আনাস বিন মালেক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন-

رَجَبُ شَهْرُ اللَّهِ وَشَعْبَانُ شَهْرِي وَرَمَضَانُ شَهْرُ أُمَّتِي

১ ক. ইমাম তাবরানী : মু'জামুল কবীর : ১৯/১৮০ পৃ. হাদিস : ৪০৯
খ. আল্লামা ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউদ-যাওয়াইদ :
গ. আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/১৮৬ পৃ. হাদিস : ২২৯৮

উক্ত হাদিসটি সংকলন করে আল্লামা আযলূনী ও ইমাম সাখাভী (رحمه الله) বলেন- رواه الد يلمى غيره عن أنس مرفوعًا উক্ত হাদিসটি ইমাম দায়লামী ও আরও অন্যান্য মুহাদ্দীসগণ মারফূ সূত্রে হযরত আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন।[১] হাদিসটি সংকলন করে উক্ত হাদিসটি জাল বা বানোয়াট কিছুই বলেন নি বলেছেন مَرْفُوْعًا অর্থাৎ যার সনদ রাসূল (ﷺ) পর্যন্ত পৌছেছে।

উক্ত দুই মুহাদ্দিস ইমাম দায়লামী (رحمه الله) এর বর্ণিত হযরত আনাস (رضي الله عنه) সূত্র ছাড়াও হাদিসটি আরও অনেকগুলো সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

১. হযরত আনাস বিন মালেক (رضي الله عنه) এর সূত্রে
২. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (رضي الله عنه) এর সূত্রে
৩. হযরত আয়েশা (رضي الله عنها) এর সূত্রে এবং
৪. হযরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) এর সূত্রে।

উক্ত চারটি সনদে উক্ত হাদিসটি সংকলিত হয়েছে। তাই আমি অধম বলতে চাই উক্ত হাদিসটি যেহেতু অনেকগুলো সনদে বর্ণিত হয়েছে, তাই প্রত্যেকটি সনদ দ্বঈফও যদি ধরে নেয়া হয় তাহলেও হাদিসটি "হাসান" হওয়াতে অসুবিধা নেই। আর উক্ত সনদ চারটি রয়েছে ইমাম দায়লামী ও ইমাম আবু শাইখ তার "তবকাতে ইস্পাহানী"তে।[২] তাই উক্ত হাদিসগুলোকে কোন মুহাদ্দীসগণ দ্বঈফ পর্যন্তও বলেননি। অপরদিকে হাদিসটি মশহুর পর্য়ায়ের। তাই আলবানী অনেক যুক্তি দিয়ে মওদ্বু প্রমাণ করার জন্য অনেক অপ্রচেষ্টা চালিয়েছেন, তাই তার এই প্রচেষ্টার কোন মূল্য নেই দলীলবিহীনভাবে।

আমার পরে নবী কেউ হলে ফারুকে আযম হযরত উমর (رضي الله عنه) হতো হাদিস প্রসঙ্গ

হযরত উকবা বিন আমের (رضي الله عنه) হতে যে- রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন,

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ".

১ ক. আল্লামা ইমাম সাখাভী : আল-মাকাসিদুল হাসানা : ২৬২ পৃ. হাদিস : ৫০৮
খ. আল্লামা ইমাম আযলূনী : কাশফুল খাফা : ১/৩৭৪ পৃ. হাদিস : ১৩৫৬
গ. মুত্তাকী হিন্দী : কানযুল উম্মাল : হাদিস : ৩৫১৭২
ঘ. ইমাম সূয়তি : আদ্-দুররুল মানসূর : ৩/২৩৬ পৃ.
২ ক. আল্লামা ইমাম সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ২৬২ হাদিস : ৫০৮
খ. আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ১/৩৭৪ হাদিস : ১৩৫৬

-"যদি আমার পরে কেউ নবী হতো তাহলে সে হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা.)-ই হতো।"[১]

উক্ত হাদিস সম্পর্কে বাতিল পন্থীগনের দাবী হলো আল্লামা আযলূনী (রহ.) বলেন- بسنده ضعيف -"উক্ত সনদটি দুর্বল পর্যায়ের।[২] আমি বলবো এটি তার একক সিদ্ধান্ত । আর এটি বাস্তবতার বিপরীত। কেননা ইমাম হাকিম সহিহ বলেছেন, আর যাহাবী তার সাথে একমত পোষন করেছেন।

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদিসটি হাসান, গরীব। ইমাম রুহানী, মোল্লা আলী ক্বারী, এমনকি আলবানী হাদিসটিকে 'হাসান' বলেছেন।[৩]

তাই হাদিসটি আহলে হাদিস পর্যন্ত বিশুদ্ধ বলতে আর সহিহ হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ রইলো না। ইমাম তাবরানী (রহ.) হযরত ইছমত ইবনে মালেখ (রা.) হতে মারফূ সূত্রে অনুরূপ আরও একটি সনদ বর্ণনা করেছেন তবে তার সনদে "ফদ্বল ইবনে মুখতার" দুর্বল রাভী। তাবরানী তাঁর মুজামূল আওসাত গ্রন্থে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে আরেকটি সূত্র বর্ণনা করেছেন সেই সনদে "আবদিল মানআম বিন বাশীর" দুর্বল রাভী।[৪]

যখন সালেহীনদের যিকির করা হয় তখন রহমত বর্ষণ হয় হাদিস প্রসঙ্গ

উক্ত হাদিসটি সমাজে বহুল প্রচলিত রয়েছে। এটা হাদিস কিনা তাহা নিয়ে কয়েকটি মতামত পাওয়া যায়। অনেকের মতে এটা তাবেয়ী ইমাম সুফিয়ান বিন উয়াইনা (রহ.) এর বাণী।[৫] এটি মাকতু হিসেবে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত।

১ ক. ইমাম তিরমিযী : আল-জামে : হাদিস : ৩৬৮৬
খ. ইমাম হাকেম নিশাপুরী : আল-মুস্তাদরাক : ৩/৮৫ পৃ. হাদিস :
গ. ইমাম তাবরানী : মুজামূল কাবীর : ১৭/২৯৮ পৃ. হাদিস : ৮২২
ঘ. ইমাম হায়সামী : মাযমাউদ-যাওয়াইদ : ৯/৬৮ পৃ. হাদিস : ১৪৪৩৩
ঙ. মুত্তাকী হিন্দী : কানযুল উম্মাল : হাদিস : ৩২৭৪৫
চ. খতিব তিবরিযী : মিশকাত : হাদিস : ৬০৩৫, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত।
ছ. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল : আল-মুসনাদ : ৪/১৫৪ পৃ.
জ. ইমাম তিরমিযী : আস-সুনান : হাদিস : ৩৭৬৯
ঝ. ইমাম ইবনে আসাকির : তারিখে দামেস্ক : ৩/২১০ পৃ.
ঞ. ইমাম রুহাইনী : আল-মুসনাদ : ১/১৫০ পৃ.
ট. ইমাম যাহাবী : সিয়ারু আলামি আন-নুবালা : ২/৫১৫ পৃ., দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত।

২ আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/১৩৯ পৃ. হাদিস : ২০৯২

৩ ক. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : মেরকাত : ১১/১৯৪ পৃ, হাদিস : ৬০৪৭
খ. আলবানী : সিলসিলাতুস-আহাসিসুস-সহিহা : হাদিস : ৩২৭

৪ হায়সামী : মাযমাউদ যাওয়াইদ : ৯/৬৮ পৃ.

৫ আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/৬৫ পৃ. হাদিস : ১৭৭০

অপরদিকে আল্লামা ইবনে সালেহ (রহ.) উসূলে হাদীসের গ্রন্থ علوم الحديث গ্রন্থে রয়েছে আবি উমর (রহ.) তিনি ইসমাঈল বিন মাজিদ (রহ.) হতে তিনি আবু জাফর আহমদ বিন হামদান (রহ.) কে প্রশ্ন করলেন, عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة উহা কী হাদিস? উত্তরে আবু জাফর (রহ.) বলেন যে, (প্রশ্নকারী বিশিষ্ট ওলী ইসমাঈল বিন মাজিদ)-কে যে তুমি কী দেখনা যখন সালেহীনদের যিকির করা হয় তখন রহমত বর্ষন হয়? অতঃপর তিনি বললেন "হ্যা" আমি দেখে থাকি, তারপর আবু জাফর (রহ.) বলেন-

قال فرسول الله صلى الله عليه وسلم رئيس الصالحين-

-"তিনি বলেন রাসূল (ﷺ) হলেন সকল সালেহীনদের সরদার।[১] আল্লামা আযলূনী (রহ.) আরও বলেন-

وقال الزمخشري في خطبه "رسالة في فضائل العشرة": ورد في صحيح الآثار المسندة عن العلماء الكبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة". انتهى، والله أعلم.

আল্লামা যামাখশারী তার "রেসালায়ে ফাযায়েলে আশূরা" লিখেন সহিহ সূত্রে বর্ণনায় পাওয়া যায়। বড় বড় হক্কানী মুহাদ্দীসগণ বর্ণনা করেছেন যে, নিশ্চয় রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন যে, যখন সালেহীনদের জিকির করা হয় তখন রহমত বর্ষন হয়।[২]

দেখুন, আল্লামা যামাখশারী তিনি অধিকাংশ আলেমের নিকটই গ্রহণযোগ্য তাফসীরকারক ও মুহাদ্দীস ছিলেন এমনকি আল্লামা আযলূনী ও তার রায় বা মতামত গ্রহণ করেছেন আমাদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। তাই প্রমাণিত হয়ে গেল এটি রাসূল (ﷺ) এর হাদিসও।

কবরে বাতি জ্বালানোর হাদিস প্রসঙ্গে সনদ পর্যালোচনা

কামেল ওলীদের মাজারে বাতির ব্যবস্থা না থাকলে বাতির ব্যবস্থা করলে কোন অসুবিধা নেই, বরং মুস্তাহাব। তবে সাধারণ কবরে রাতে অকারণে আলো বা বাতি জ্বালানো মাকরূহ। হ্যাঁ, তবে এ প্রসঙ্গে যে হাদিসটি বর্ণিত হয়ে তা দুর্বল সনদের। হাদিসটি হল-

عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ، وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ.

১ ক. আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/৬৫ পৃ. হাদিস : ১৭৭০
খ. খতিবে বাগদাদী : তারিখে বাগদাদ : ৩/২৪৯ পৃ., দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত।

২ আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/৬৫ পৃ. হাদিস : ১৭৭০

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) কবর জিয়ারতকারী মহিলা ও কবরের উপর মসজিদ নির্মাণকারী ও বাতি (বিনা কারণে) জ্বালানোকারীদের প্রতি অভিসম্পাত করিয়াছেন।"[১]

উক্ত হাদীসে একজন রাবী "আবু সলেহ বাযাম" রয়েছে তার সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন তিনি "দুর্বল" রাবী। ইমাম নাসায়ী ليس بثقة অর্থাৎ- তিনি বিশ্বস্ত নয়, ইসমাঈল বিন আবি খালিদ (রাঃ) বলেন, كذاب অর্থাৎ তিনি মিথ্যাবাদী। আল্লামা কালবী (রাঃ) বলেন, كلما حدثتك كذاب অর্থাৎ তার বর্ণিত হাদিসগুলোর মধ্যে মিথ্যা বা জাল রয়েছে।

মুগীরা (রাঃ) বলেন তার হাদিস দুর্বল। ইয়াহহিয়া ইবনে মুঈন বলেন, ليس بشىء অর্থাৎ তার হাদিস কিছুই নয়। মুহাদ্দিস আব্দুল হক বলেন ضعيف جدا অর্থাৎ তিনি শক্তিশালী রাবী নয়।[২]

তাই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় হাদিসটি অত্যন্ত দুর্বল,এমনকি মওদ্বু বা জাল।

ইমাম তিরমিযী হাদিসটি "হাসান লিগাইরিহী" বললেও কেউ তার এ মতকে গ্রহণ করেননি। এমনকি আহলে হাদিসদের গুরু ঠাকুর নাসিরুদ্দীন আলবানী তার 'সিলসিলাতুল আহাদিসুদ্-দ্বঈফা ওয়াল মাওদ্বুআহ' গ্রন্থের ১/২৮০ পৃষ্ঠায় হাদিস : ২২৫ এ বলেন হাদিসটি অত্যন্ত দুর্বল।

হাশরের ময়দানে তিন ধরনের ব্যক্তি সুপারিশ করবে হাদিস প্রসঙ্গ

হযরত উসমান (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (সাঃ) ইরশাদ ফরমান-

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَشْفَعُ يَوْمَ القِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ: الأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ العُلَمَاءُ، ثُمَّ الشُّهَدَاءُ

-"কিয়ামতের ময়দানে তিন ধরনের মানুষই সুপারিশ করবে, নবীগণ, তারপর আলেমগণ এবং তারপর আল্লাহর রাস্তায় শহীদগণ।"[৩]

১ ক. ইমাম তিরমিযী : আস-সুনান : অনুচ্ছেদ : ২১ : ১/১০৮ পৃ. হাদিস : ৩২০
খ. ইমাম আহমদ ইবনে : আল-মুসনাদ : ১/২২৯ পৃ. হাদিস : ২০৩০
গ. খতিব তিবরিযী : মিশকাত : কিতাবুস্-সালাত : ১/১৫৫ পৃ. হাদিস : ৭৪০
ঘ. আবু দাউদ : আস-সুনান : ৩/৫৫৮ পৃ. হাদিস নং- ৩২৩৬
ঙ. ইমাম নাসায়ী : আস-সুনান : ৪/৯৪ পৃ. হাদিস : ২০৪৩
চ. ইবনে মাজাহ : আস-সুনান : ১/৫০২ পৃ. হাদিস : ১৫৭৫
ছ. আহলে হাদিস আলবানী : সিলসিলাতুল.. দ্বঈফাহ : হাদিস : ১/২৮০ পৃ. হাদিস : ২২৫

২ ক. ইমাম যাহাবী : মিযানুল ই'তিদাল : ১/৩১০ পৃ. রাবী নং : ১৩০৬, ১০৭৪৬ দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত।
খ. ইমাম আদি : আল-কামিল : ২/৬৮ পৃ. রাবী : ৫৭ এবং ৩০০

৩ ক. ইমাম ইবনে মাজাহ : আস-সুনান : ২/১৪৪৩ পৃ. হাদিস : ৪৩১৩
খ. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়তী : জামেউস-সগীর : ২/৭১৪ পৃ. হাদিস : ১০০১১

উক্ত হাদিসটিকে নবম শতাব্দীর মুজাদ্দেদ ইমাম হাফেয জালালুদ্দীন সুয়ূতি বলেন হাদিসটি "হাসান"। অনুরূপভাবে আল্লামা আযলূনী, ইমাম বায়হাকীও গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নিয়েছেন। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আহলে হাদীসের গুরু নাসিরুদ্দীন আলবানী হাদিসটিকে সমস্ত হক্কানী ইমামদের রায়কে উপেক্ষা করে মওদ্বু বা জাল বলে দিলো।

রাসূল (সাঃ) কে যে দেখলো তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না হাদিস প্রসঙ্গ ঃ

আহলে হাদিস নাসিরুদ্দীন আলবানী তার দ্বঈফু মিশকাত গ্রন্থের ৬০০৪ নং হাদিস হিসেবে উক্ত সহিহ হাদিসকে দ্বঈফ বলে উল্লেখ করেছেন।

হাদিসটি হল-

جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لاَ تَمَسُّ النَّارُ مُسْلِمًا رَآنِي او رَأَى مَنْ رَآنِي

-"হযরত যাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (সাঃ) কে ইরশাদ করতে শুনেছি যে, মুসলিম ব্যক্তি আমাকে দেখবে (স্বপ্নে বা বাস্তবে হউক) অথবা আমাকে যাহারা দেখিয়াছে তাহাদেরকে যে দেখিয়াছে, তাহাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করিবে না।"[১]

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রাঃ) উক্ত হাদিসটি সংকলন করে বলেণ হাদিসটি সহিহ। আর ইমাম সুয়ূতি ইমাম যিয়া মুকাদ্দাসী (রাঃ) এর সংকলিত সনদের উপর ভিত্তি করে এই রায় দিয়েছেন।

অপরদিকে ইমাম তিরমিযী (রাঃ) বলেন হাদিসটি 'হাসান' ও গরীব।

গ. আহলে হাদিস আলবানী : দ্বঈফাহ : হাদিস : ১৯৭৮
ঘ. আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/৩৬৫ পৃ. হাদিস : ৩২৫৯
ঙ. খতিব তিবরিযী : মেশকাত : বাবুল হাওজওয়া শাফায়াত : ৩/৩১৮ পৃ. হাদিস নং : ৫৬১১
চ. ইমাম বায়হাকী : শুয়াবুল ঈমান : ২/২৬৫ পৃ. হাদিস : ১৭০৭
ছ. আল্লামা মুত্তাকী হিন্দী : কানযুল উম্মাল : ১০/১৫৯ পৃ. হাদিস : ২৮৭৭০

১ ক. ইমাম তিরমিযী : আস-সুনান : ৫/৬৫১ পৃ. হাদিস : ৩৮৫৮
খ. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়তী : আল-জামেউস-সগীর : ২/৭০৫ পৃ. হাদিস : ৯৮৬৭
গ. খতিব তিবরিযী : মিশকাত : মানাবিকে সাহাবা : ৪/৪১৩ পৃ. হাদিস : ৬০১৩, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত।
ঘ. ইমাম যিয়া মুকাদ্দাসী : ইত্তিবাউস-সুনান :
ঙ. আলবানী : দ্বঈফুল মিশকাত : হাদিস নং : ৬০০৪
চ. ইমাম তাবরানী : মু'জামুল কাবীর : ১৭/৩৫৭ পৃ. হাদিস : ৯৮৩
ছ. ইমাম তাবরানী : মু'জামুল আওসাত : ১/৩০৮ পৃ. হাদিস : ১০৩৬
জ. ইমাম দায়লামী : আল-মুসনাদিল ফিরদাউস : ৫/১১৬ পৃ. হাদিস : ৭৬৫৯
ঝ. ইমাম আবি আছেম : আস-সুন্নাহ : ২/৬৩০ পৃ.হাদিস : ১৪৮৪
ঞ. আল্লামা ইবনে হাযার হায়সামী : মাযমাউদ-যাওয়াইদ : ১০/২১ পৃ.

অপরদিকে ইমাম তিরমিযীর সনদে কোন রাবী দুর্বল নেই তাই উক্ত হাদিসটি নিঃসন্দেহে সহিহ। তাই আমরা এই বিজ্ঞ ইমামদের কথা শুনব না আহলে হাদিস আলবানীর?

আমার সাহাবীগণকে গালি দাতার ক্ষমা নেই হাদিস প্রসঙ্গ

"প্রচলিত জাল হাদিস" (মাওলানা জুনাইদ বাবুনগরীর লেখা) এর ১৯৫ পৃষ্ঠায় এই বিষয়ক হাদিস প্রসঙ্গে লিখেছে তবুও জালিয়াতরা এ বিষয়ে হাদিস জাল না করে আর পারল না।

আমি বলতে চাই তার মিথ্যা ধোকাবাজীর জবাবে যে সাহাবীদেরকে গালি দেয় সে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত থেকে খারেজী এবং জাহান্নামী ৭২ দলের অর্ন্তভুক্ত।

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহ.) তাবরানীর 'মু'জামুল কবীর' গ্রন্থ হতে একটি হাদিস সংকলন করেন সহিহ সনদে যেমন-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي»– قال السيو طى : هذا حد يث صحيح الجما مع الصغير : 536/2 الرقم الحد يث : 7278

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত আঁকা (ﷺ) ইরশাদ ফরমান : যে ব্যক্তি আমার সাহাবীগণকে গালি দিল, তাহার উপর আল্লাহর লা'নত। ইমাম সুয়ূতি বলেন হাদিসটির সনদ সহিহ।"[১]

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! যার উপর আল্লাহ লা'নত দেন সে কী ক্ষমাপ্রাপ্ত? অপরদিকে আহলে হাদীসের গুরু ঠাকুর নাসিরুদ্দীন আলবানী তার "সিলসিলাতুল আহাদিসুস্ সহিহাহ" এর হাদিস নং ২৩৪০ এ উক্ত হাদিসকে "হাসান" বলেছেন।

রাসূল (ﷺ) রওযা মোবারকের নূরানী মাটির সৃষ্টির হযরত কা'বুল আহবার (রহ.) এর হতে বর্নিত হাদিসের গ্রহনযোগ্যতা ঃ

এই নিম্মের হাদিসটি থেকে কিছু মুনাফিকগন রাসূল (ﷺ) কে রওযা মোবারকের নূরানী মাটির দ্বারা সৃষ্টি বলে থাকেন। অথচ উক্ত হাদিসটি একদিকে মাকতু[২] যা মারফূ হযরত যাবের (রা.) এর হাদিসের বিপরীত,অপরদিকে এই সনদটি জাল। সকল উসূলে হাদিসের কিতাবে রয়েছে মাকতু হাদিস যখন মারফূ হাদিসের বিপরীত হবে তা পরিত্যাজ্য বলে বিবেচিত হবে। হাদিসটি হলো:

عن كعب الاحبارقال لما اراد الله تعالى ان يخلق محمد صلى الله عليه وسلم امر جبريل عليه السلام ان ياتيه فاتاه بالقبضة البيضاء التى هى موضع قبر رسول

১ ইমাম জালালুদ্দীন সূয়তী : আল-জামিউস-সগীর : ২/৫৩৬ হাদিস : ৭২৭৮
২ তাবেয়ীদের নিজের কথাকে মাকতু হাদিস বলা হয়

الله صلى الله عليه وسلم فعجنت بماء التسنيم ثم غمست فى انهار الجنة او طيف بها فى السموات والارض فعرفت الملائكة محمدا و فضله قبل ان تعرف ادم ثم كان نور محمد صلى الله عليه وسلم يرى فى غزة جبهة ادم وقبل له يا ادم هذا سيد ولدك من الانبياء والمرسلين فكما حملت حواء بشيث انتقال عن ادم الى حواء وكانت تلد فى كل بطن ولدين الا بشيثا فانها ولدتها وحده كرامة لمحمد صلى الله عليه وسلم -

-"কা'বুল আহবার (রহ.) হতে বর্নিত ,তিনি বলেন" আল্লাহ তা'য়ালা যখন রাসূল (ﷺ) এর জিসিম মোবারককে সৃষ্ট করার ইচ্ছা পোষন করলেন তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) কে আদেশ করলেন তাঁর রওযা মোবারক থেকে এক মুষ্টি(البيضاء) আলোকোজ্জল বা আলোকিত কারীবস্তু[১] নিতে। যা রাসূল (ﷺ) এর রওযা মোবারকে রাখা ছিল। তারপর সেখান থেকে মুষ্টি পরিমান অংশটুকু জান্নাতের বিশেষ নহর তাসনীমের পানি দিয়ে খামির করা হল। আর তা আসমান ,যমীন তাওয়াফ করানো হল। আর ফেশেতারা রাসূল (ﷺ) এর মর্যাদা বুঝতে এবং তাকে চিনতে পারলো আদম (আ.) এর সৃষ্টির বহু পূর্বেই। তারপর নূরে মুহাম্মাদী (ﷺ) আদম (আ.) এর পৃষ্ঠদেশে রাখলে তারা তা দেখতে লাগলো। কেউ কেউ বর্ননা করেছেন আল্লাহ তা'য়ালা আদম (আ.) কে বললেন হে আদম! সে তোমার সন্তানদের মধ্যে সর্বশেষ ও সর্বশেষ্ঠ নবী হবেন। আদম ও তার বিবি হাওয়ার ওফাতের পূর্বে যখন তাদের সর্বশেষ সন্তান শীস (আ.) গর্ভধারন করলেন। আর আদম (আ.) এর সব সন্তানই এক সাথে দুজন করে জন্মগ্রহন করেতেন। কিন্তু সর্বশেষ শুধু শীষ (আ.)'ই একক জন্ম গ্রহন করলেন। আর এটাও হচ্ছে রাসূল (ﷺ) এর একটি মু'জিযা।"[২]

হাদিসটির সনদ গ্রহনযোগ্যতা ঃ

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! একটি হাদিসের পরিপূর্ন বিশ্বাস স্থাপন তখনই করা হবে যখন প্রমানিত হবে হাদিসটির সনদ সহিহ বা বিশুদ্ধ। কিন্তু আমরা উল্লেখিত উপরের হাদিসটির দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় হাদিসটির মতন এবং সনদ উভয়ই জাল। বিখ্যাত হাদিস সমালোচক ইমাম ইবনুল যওযী(রহ.) ওফাত ৫৮৬হি. হাদিসটি সম্পর্কে বলেন,

هذا حديث موضوع قد وضعه بعض القصاص وهناد لا يوثق به ولعله من وضع شيخه او من شيخ شيخه على ان على بن عاصم قد قال فيه يزيد بن هارون

১ হাদিসে মাটি কোন শব্দই নেই।
২ ইমাম ইবনে আসাকীর, তারীখে দামেস্ক, ১/৩৪৯পৃ. ইবনে জওজী, কিতাবুল মওযুআত, ১/২৮১পৃ. ইমাম সূয়তী, লা-আলীল মাসনু,১/২৬৪পৃ. কাস্তালানী, মাওয়াহেবে লাদুন্নীয়া, ১/৬৮পৃ. মাকতুবাতুল ইসলামী বয়রুত,লেবানন, যুরকানী, শরহুল মাওয়াহেব, ১/৮২পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ বয়রুত,লেবানন, বুরহানুদ্দীন হালবী, সিরাতে হালবিয়্যাহ,১/৩৪২পৃ. আল ওয়াফা বি আহওয়ালি মুস্তফা,২৭পৃ.

যা হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্নিত।[১] এ বিষয়ে হযরত যায়েদ বিন ছাবেত (রা.) এর সূত্রে আরেকটি সনদ বর্নিত আছে।[২] এ বিষয়ে সবচেয়ে বিশুদ্ধ হাদিস হলো সাহাবী হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) থেকে বর্ণিত 'সহিহ মুসলিমে'র হাদিস। তাই এ বিষয়টি বিশুদ্ধ প্রমানিত হলো।

দ্বিতীয় বিষয় ঃ

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো রাসূল (দ.) হতে বর্ণিত আছে যে রাসূল (দ.) কুরআনের পরে সুন্নাহ রেখে যাচ্ছেন বর্ণনার হাদিস। মুয়াত্তায়ে মালেকের সূত্রে মিশকাতুল মাসাবীহতে 'কিতাবুল ই'তিসাম বি সুন্নাহ' অধ্যায়ে মুরসাল সূত্রে হযরত মালেক বিন আনাস (রহ.) থেকে বর্ণিত। এ সনদটি সহিহ তবে তা মুরসাল। কিন্তু আমরা অনুসন্ধান করে দেখেছি যে এ বিষয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে 'মুস্তাদরাক লিল হাকেমে' আরেকটি সহিহ সূত্র রয়েছে। এ সনদটিকে হাকিম নিশাপুরী সহিহ বলেছেন,আর ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষন করেছেন। তাই দু'টি বিষয়ই সহিহ হিসেবে প্রমানিত হলো। তবে আহলে বায়াতের হাদিসটিই সর্বাধিক গ্রহনযোগ্য। আর তার অন্যতম কারন হলো সেটি অনেক সাহাবীগন বর্ণনা করেছেন এবং সহিহ মুসলিম শরীফে রয়েছে। তাই বুঝা গেল দুই বর্ণনা হাদিসই সহিহ দুটিই,তবে আহলে বায়াতেরটি খুবিই শক্তিশালী।

১ মুসনাদে আহমাদ, ১৭/১৭০পৃ. হাদিস : ১১১০৪, ও ১৭/৩০৯পৃ. হাদিস, ১১২১২ ও ১৮/১১৪ পৃ. হাদিস, ১১৫৬০, ও ১৭/৩০৮পৃ.হাদিস,১১২১১, ইমাম আহমাদ,ফাযায়েলুল ছাহাবা:২/৫৮৫পৃ. হাদিস,৯৯০, ইমাম আছেম, আস্-সুন্নাহ, ২/৬৪৩পৃ. হাদিস,১৫৫৩,

২ আহমাদ, ফাযায়েলুল ছাহাবা,২/৭৮৬পৃ.হাদিস,১৪০৩,তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ৫/১৫৩পৃ. হাদিস,৪৯২১,

-ঃ প্রমাণপঞ্জী ঃ-

১. আল কুরআনুল হাকীম;

হাদিসের কিতাবের নাম ঃ

২. বুখারী ঃ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (১৯৪হি-২৫৬হি.) : আস্-সহিহ, আমি যেখানে শুধু মাত্র পৃষ্ঠা নাম্বার দিয়েছি সেটি কাদীমী কুতুবখানা, করাচী, পাকিস্তানের প্রকাশনা। আর হাদিস নাম্বার দিয়ে যেখানে তথ্য সূত্র দিয়েছি সেটি দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন হতে প্রকাশিত।

৩. বুখারী ঃ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী : আত্-তারিখুল কাবীর, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ।

৪. বুখারী ঃ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী : আদাবুল মুফরাদাত : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।

৫. আহমদ ঃ আহমদ ইবনে হাম্বল : আবু আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (১৬৪-২৪১ হি./৭৮০-৮৫৫ ইং) : আল ইলাল ওয়া মা'আরিফাতুর রিযাল, বয়রুত, লেবানন, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৮ হি. / ১৯৮৮ ইং;

৬. বায্যার : আবু বকর আহমদ ইবনে ওমর ইবনে আবদুল খালেক বসরী (২১০-২৯২ হি. / ৮২৫-৯০৫ ইং) : আল মুসনাদ, বয়রুত, লেবানন, মুআস্সাসাতু উলুমিল কুরআন, ১৪০৯ হিজরী;

৭. বাগভী : আবু মুহাম্মদ হোসাইন ইবনে মাসউদ ইবনে মুহাম্মদ (৪৩৬-৫১৬ হি. / ১০৪৪-১১২২ ইং) : শরহে সুন্নাহ , বয়রুত, লেবানন, দারুল মা'আরিফ, ১৪০৭ হি / ১৯৮৭ ইং।

৮. বায়হাকী : আবু বকর আহমদ ইবনে হোসাইন ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মূসা (৩৮৪-৪৫৮ হি. / ৯৯৪-১০৬৬ ইং) : দালায়িলুন নবুয়ত, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪০৫ হি. / ১৯৮৫ ইং।

৯. বায়হাকী : আবু বকর আহমাদ ইবনে হোসাইন ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মূসা (৩৮৪-৪৫৮ হি. / ৯৯৪-১০৬৬ ইং) : আস-সুনানুল কুবরা, মক্কা, সৌদি আরব, মাকতাবা দারুল বায, ১৪১৪ হি. / ১৯৯৪ ইং।

১০. বায়হাকী : আবু বকর আহমাদ ইবনে হোসাইন ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মূসা (৩৮৪-৪৫৮ হি. / ৯৯৪-১০৬৬ ইং) : শু'আবুল ঈমান, বয়রুত লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪১০ হি. / ১৯৯০ ইং।

১১. তিরমিযী : আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সওরাহ ইবনে মূসা (২১০-২৭৯ হি. ৮২৫-৮৯২ ইং) : আল-জামেউস সহিহ, বয়রুত, লেবানন, দারুল গুরাবিল ইসলামী, ১৯৯৮ ইং।

১২. ইবনে জা'আদ : আবুল হাসান আলী ইবনে জা'আদ ইবনে 'উবাইদী জাওহারী, বাগদাদী (১৩৩-২৩০ হি. / ৭৫০-৮৪৫ ইং) : আল-মুসনাদ, বয়রুত, লেবানন, আল মুয়াস্সাসায়ে নাদের, ১৪১০ হি. / ১৯৯০ ইং।

১৩. হাকিম : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (৩২১-৪০৫ হি. ৯৩৩-১০১৪ ইং) : আল-মুস্তাদরাক আলাস সহিহাইন, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪১১ হি. ১৯৯০ ইং।

১৪. ইবনে হিব্বান : আবু হাতেম মুহাম্মদ ইবনে হিব্বান ইবনে আহমাদ ইবনে হিব্বান (২৭০-৩৫৪ হি. ৮৮৪-৯৬৫ ইং) : আস্-সিকাত, বয়রুত, লেবানন, দারুল ফিক্র, ১৩৯৫ হি. / ১৯৭৫ ইং।

১৫. হাকিম তিরমিযী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হাসান ইবনে বশীর, নওয়াদিরুল উসূল ফি আহাদিসির রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম : বয়রুত, লেবানন, দারুল জীল, ১৯৯২ ইং।

১৬. হুমাইদী : আবু বকর আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (২১৯ হি. / ৮৩৪ ইং), আল-মুসনাদ : বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া + কায়রো, মিসর, মাকতাবাতুল মুতানাব্বি।

১৭. ইবনে খুযায়মা : আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (২২৩-৩১১ হি. / ৮৩৮-৯২৪ ইং) আস-সহিহ, বয়রুত, লেবানন, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৩৯০ হি. / ১৯৭০ ইং।

১৮. খতীবে বাগদাদী : আবু বকর আহমাদ ইবনে আলী ইবনে সাবেত ইবনে আহমাদ ইবনে মাহদী ইবনে সাবেত (৩৯২-৪৬০ হি. / ১০০২-১০৭১ ইং) : তারিখে বাগদাদ, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া।
১৯. খাওয়ারযামী : আবদুল মু'আয়্যিদ মুহাম্মদ ইবনে মাহমুদ (৫৯৩-৬৬৫ হি.) : জা'মিউল মাসানিদ লি ইমাম আবী হানিফা, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া।
২০. দারে কুতনী : আবুল হাসান আলী ইবনে ওমর ইবনে আহমদ ইবনে মাহাদী মাসউদ ইবনে নু'মান (৩০৬-৩৮৫ হি. / ৯১৮-৯৯৫ ইং) : রু'ইয়াতুল্লাহি, কায়রো, মিসর, মাকতাবাতুল কুরআন।
২১. দারে কুতনী : আবুল হাসান আলী ইবনে ওমর ইবনে আহমদ ইবনে মাহাদী মাসউদ ইবনে নু'মান (৩০৬-৩৮৫ হি. / ৯১৮-৯৯৫ ইং) : আস সুনান, বৈরুত, লেবানন, দারুল মা'আরিফ, ১৩৮৬ হি. / ১৯৬৬ ইং।
২২. দারেমী : আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান (১৮১-২৫৫ হি. / ৭৯৭-৮৬৯ ইং) : আস-সুনান, বয়রুত, লেবানন, দারুল কিতাবিল আরবী, ১৪০৭ হি.।
২৩. আবু দাউদ : সুলাইমান ইবনে আসআছ সাজিসতানী (২০২-২৭৫ হি. / ৮১৭-৮৮৯ ইং) : আস-সুনান, বয়রুত, লেবানন, দারুল ফিকর, ১৪১৪ হি. / ১৯৯৪ ইং।
২৪. দায়লামী : আবু সূজা শেরওয়াই ইবনে শহরদার ইবনে শেরওয়াই হামদানী (৪৪৫-৫০৯ হি. / ১০৫৩-১১১৫ ইং) : আল ফিরদাউস বি মা'সুরিল খিতাব, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৯৮৬ ইং।
২৫. রুইয়ানী : আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে হারুন (৩০৭ হি.) : আল-মুসনাদ, কায়রো, মুয়াসসিসাতু কুরতুবী, ১৪১৬ হি.।
২৬. ইবনে সা'দ : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ (১৬৮-২৩০ / হি. ৭৮৪-৮৪৫ ইং) : আত্ব ত্বাবক্বাতুল কুবরা, বয়রুত, লেবানন, দারে ছদীর।
২৭. সা'ঈদ বিন মানসূর : আবু ওসমান খোরাসানী (২২৭ হি.) : আস্-সুনান, ভারত, দারুস্ সালাফিয়া, ১৪০৩ হি.।
২৮. ইবনে আবী শায়বা : আবু বকর আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে উসমান কুফী (১৫৯-২৩৫ হি. / ৭৭৬-৮৪৯ ইং) : আল মুসান্নাফ, রিয়াদ, সৌদি আরব, মাকতাবাতুর রুশদ, ১৪০৯ হি.।
২৯. তাবরানী : আবুল কাসেম সুলাইমান ইবনে আহমদ ইবনে আইয়ুব (২৬০-৩৬০ হি. / ৮৭৩-৯৭১ ইং) : মুসনাদুশ শামিয়্যিন, বয়রুত, লেবানন, মুয়াসসিসাতুর রিসালাহ, ১৪০৫ হি. / ১৯৮৫ ইং।
৩০. তাবরানী : আবুল কাসেম সুলাইমান ইবনে আহমদ ইবনে আইয়ুব (২৬০-৩৬০ হি. / ৮৭৩-৯৭১ ইং) : আল-মু'জামুল আওসাত, রিয়াদ, সৌদি আরব, মাকতাবাতুল মা'রিফ, ১৪০৫ হি. / ১৯৮৫ ইং।
৩১. তাবরানী : আবুল কাসেম সুলাইমান ইবনে আহমদ ইবনে আইয়ুব (২৬০-৩৬০ হি. / ৮৭৩-৯৭১ ইং) : আল-মু'জামুস সগীর, বয়রুত, লেবানন, দারুল ফিক্‌র, ১৪১৮ হি. / ১৯৯৭ ইং।
৩২. তাবরানী : আবুল কাসেম সুলাইমান ইবনে আহমদ ইবনে আইয়ুব (২৬০-৩৬০ হি. / ৮৭৩-৯৭১ ইং) : আল-মু'জামুল কবির, মুসিল, ইরাক, মাতবাআতুল উলুম ওয়াল হিকম, ১৪০৪ হি. / ১৯৮৪ ইং।
৩৩. তাবারী : আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবনে যারীর ইবনে ইয়াযীদ (২২৪-৩১০ হি./৮৩৯-৯২৩ ইং) : তারিখুল উমুমি ওয়াল মুলুক, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৪০৭ হি.।
৩৪. তাবারী : আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবনে যারীর ইবনে ইয়াযীদ (২২৪-৩১০ হি./৮৩৯-৯২৩ ইং) : জামিউল বয়ান ফী তাফসীরিল কুরআন, বয়রুত, লেবানন, দারুল মা'আরিফ,১৪০০ হি./১৯৮০ ইং।
৩৫. তাহাবী : আবু জাফর আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সালামাহ ইবনে সালমা ইবনে আবদুল মালিক ইবনে সালমা (২২৯-৩২১ হি. / ৮৫৩-৯৩৩ ইং) শরহু মা'আনিল আসার, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৩৯৯ ইং।
৩৬. তাহাবী : আবু জাফর আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সালামাহ ইবনে সালমা ইবনে আবদুল মালিক ইবনে সালমা (২২৯-৩২১ হি. ৮৫৩-৯৩৩ ইং), মাশ্‌কালুল আসার, হায়দারাবাদ, ভারত,

মাতবুআয়ে মজলিসে দায়েরা আল মা'আরিফ আন-নিযামিয়া, ১৩৩৩ হি. / বয়রুত, লেবানন, দারুস সাদের।
৩৭. তায়ালসী : আবু দাউদ সুলায়মান ইবনে দাউদ জারুদ (১৩৩-২০৪ হি / ৭৫১-৮১৯ ইং), আল মুসনাদ, বয়রুত, লেবানন, দারুল মা'আরিফ।
৩৮. ইবনে আবী আসেম : আবু বকর আহমদ ইবনে 'আমর দাহ্হাক ইবনে মুখাল্লাদ শায়বানী (২০৬-২৮৭ হি. / ৮২২-৯০০ ইং) : আল আহাদ ওয়াল মাছানী, রিয়াদ, সৌদি আরব, দারুল রিয়াইয়িয়া, ১৪১১ হি. / ১৯৯১ ইং।
৩৯. ইবনে আবী আসেম : আবু বকর আহমদ ইবনে 'আমর দাহ্হাক ইবনে মুখাল্লাদ শায়বানী (২০৬-২৮৭ হি. / ৮২২-৯০০ ইং) : আস্ সুন্নাহ, রিয়াদ, সৌদি আরব, আল মাকতাবাতুল ইসলামিয়া, ১৪০০ হি.।
৪০. ইবনে আবদুল বার : আবু ওমর ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (৩৬৮-৪৬৩ হি. / ৯৭৯-১০৭১ ইং) : আল ইসতিয়াবু ফী মা'আরিফাতিল আসহাব, বয়রুত, লেবানন, দারুল জীল।
৪১. ইবনে আবদুল বার : আবু ওমর ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (৩৬৮-৪৬৩ হি. / ৯৭৯-১০৭১ ইং) : আত-তামহীদ, মাগরীব (মারক্কো) ওয়াজরাতু উমুল আওকাফ, ১৩৮৭ হি;
৪২. ইবনে আবদুল বার : আবু ওমর ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (৩৬৮-৪৬৩ হি. / ৯৭৯-১০৭১ ইং) : জামি'উল বয়ানিল ইলমি ওয়া ফাদ্বলি, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৩৯৮ হি. / ১৯৭৮ ইং।
৪৩. আবদু ইবনে হুমাইদ : আবু মুহাম্মদ ইবনে নসর আল-কাসী (২৪৯ হি. / ৮৬৩ ইং) : আল মুসনাদ, কায়রো, মিসর, মাকতুবাতুস সন্নাহ, ১৪০৮ হি. / ১৯৮৮ ইং।
৪৪. 'আবদুর রায্‌যাক : আবু বকর ইবনে হুম্মাম ইবনে নাফে' সুনআনী (১২৬-২১১ হি. / ৭৪৪-৮২৬ ইং) : আল-মুসান্নাফ, বয়রুত, লেবানন, আল মাকতুবাতুল ইসলামী, ১৪০৩ হি.।
৪৫. আবদুল্লাহ বিন মুবারক : আবু আবদুর রহমান আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াদ্বেহ আল মারওয়াযী (১১৮-১৮১ হি. / ৭৩৬-৭৯৮ ইং) কিতাবুয যুহদ, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া।
৪৬. আসকালানী : আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আহমাদ ইবনে কিনানী (৭৭৩-৮৫২ হি. / ১৩৭২-১৪৪৯ ইং) : আল ইসাবাতু ফী তামীযিস সাহাবা, বয়রুত, লেবানন, দারুল জীল, ১৪১২ হি. / ১৯৯২ ইং।
৪৭. ইবনে কানে'ঈ : আবুল হোসাইন আব্দুল বাকী (২৬৫-৩৫১ হি.) : মু'জামুস সাহাবা, মদীনা, সৌদি আরব, মাকাতাবায়ে গুরবা আল-আসারিয়া, ১৪১৮ হি.।
৪৮. কদ্বায়ী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে সালামাহ ইবনে জা'ফর (৪৫৪ হি.) : মুসনাদুশ শিহাব, বয়রুত, লেবানন, মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ১৪০৭ হি.।
৪৯. ইবনে মাযাহ : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ কাযভীনি (২০৯-২৭৩ হি. / ৮২৪-৮৮৭ ইং) : আস্ সুনান, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪১৯ হি. / ১৯৯৮ ইং।
৫০. মালেক : ইবনে আনাস ইবনে মালেক ইবনে আবী 'আমর ইবনে হারেছ আসবাহী (৯৩-১৭৯ হি. / ৭১২-৭৯৫ ইং) : আল মুআত্তা, বয়রুত, লেবানন, দারুল ইহইয়াউত আত তুরাসুল আরবিয়্যাহ, ১৪০৬ হি. / ১৯৮৫ খ্রিঃ।
৫১. মুহাম্মদ শায়বানী : আবু আবদুল্লাহ ইবনে হাসান ইবনে ফিরকাদ কুফী (১৩২-১৮৯ হি.) : কিতাবুল আসার, করাচী, পাকিস্তান, ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলুমুল ইসলামিয়া, ১৪০৭ হি.;
৫২. মুসলিম : মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরি (২০৬-২৬১ হি. / ৭২১-৮৭৫ ইং) : আস-সহিহ, বয়রুত, লেবানন, দারু ইহয়ায়ি আত-তুরাসিল আরাবি।
৫৩. মনযুরী : আবু মুহাম্মদ আবদুল আযীম ইবনে আবদুল কাভী ইবনে আবদুলুল্লাহ ইবনে সালামাহ ইবনে সা'দ (৫৮১-৬৫২ হি. / ১১৮৫-১২৫৮ ইং) আত তারগীব ওয়াত তারহীব মিনাল হাদীসিশ শরীফ, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪০৭ হি.।
৫৪. নাসায়ী : আহমদ ইবনে মাআ'ঈব (২১৫-৩০৩ হি. / ৮৩০-৯১৫ ইং) : আস-সুনান, হালব, শাম, মাকতুবুল মাতবু'আত, ১৪০৬ হি. / ১৯৮৬ ইং।

৫৫. আবু নাঈম : আহমাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে ইসহাক ইবনে মূসা ইবনে মেহরান ইসবাহানী (৩৩৬-৪৩০ হি. / ৯৪৮-১০৩৮ ইং) : হিলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবকাতুল আসফিয়া, বয়রুত, লেবানন, দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৪০০ হি. / ১৯৮০ ইং;

৫৬. হিন্দি : হুসামুদ্দীন, আলা উদ্দিন আলী মুত্তাকী (৯৭৫ হি.) : কানযুল উম্মাল ফি সুনানিল আকওয়ালি ওয়াল আফ'আল, বয়রুত, লেবানন, মুআস্সাসাতুর রিসালা, ১৩৯৯ হি. / ১৯৭৯ ইং।

৫৭. হাইসামী : আবুল হাসান নূরুদ্দিন আলী ইবনে আবু বকর ইবনে সুলাইমান (৭৩৫-৮০৭ হি. / ১৩৩৫-১৪০৫ ইং) : মাজমাউজ যাওয়ায়িদ ওয়া মানবা'উল ফাওয়ায়িদ, কায়রো, মিসর, দারুর রায়আন লিত তুরাছ + বয়রুত, লেবানন, দারুল কিতাবিল আরবী, ১৪০৭ হি. / ১৯৮৭ ইং।

৫৮. হাইসামী : আবুল হাসান নূরুদ্দিন আলী ইবনে আবু বকর ইবনে সুলাইমান (৭৩৫-৮০৭ হি. / ১৩৩৫-১৪০৫ ইং) : মাওয়ারিদুয জামআন ইলা যাওয়ায়েদে ইবনে হিব্বান, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া।

৫৯. আবু ই'য়ালা : আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুসান্ন ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে ঈসা ইবনে হেলাল মুসিলী, তামিমী (২১০-৩০৭ হি. / ৮২৫-৯১৯ ইং) আল-মুসনাদ, দামিশক, সিরিয়া, দারুল মামুন লিত্ তুরাস, ১৪০৪ হি. / ১৯৮৪ ইং।

৬০. আবু ই'য়ালা : আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুসান্ন ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে ঈসা ইবনে হেলাল মুসিলী, তামিমী (২১০-৩০৭ হি. / ৮২৫-৯১৯ ইং) : আল মু'জাম, ফয়সালাবাদ, পাকিস্তান, ইদারাতুল 'উলুম আল আসারিইয়া, ১৪০৭ হি.।

৬১. আবু ইউসুফ : ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম ইবনে আনসারী (১৮২ হি.) : কিতাবুল আসার, সানগালা হাল, শেখপুরা, পাকিস্তান, আল মাকতাবুল আসারিয়া / বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ।

৬২. শাফেয়ী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রীস ইবনে আব্বাস ইবনে ওসমান ইবনে শাফেয়ী কারশী (১৫০-২০৪ হি. / ৭৬৭-৮১৯ ইং) : আল-মুসনাদ, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ।

৬৩. সীরাজী : আবু বকর আহমদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মূসা (৪০৭ হি.) : আল আলকাব।

-ঃ শরহে হাদিস গ্রন্থ ঃ-

৬৪. বদরুদ্দীন আইনী : আবু মুহাম্মদ মাহমুদ ইবনে আহমদ ইবনে মূসা ইবন আহমদ ইবনে হুসাইন ইবনে ইউসুফ ইবনে মাহমুদ (৭৬২-৮৫৫ হি. / ১৩৬১-১৪৫১ ইং) : 'উমদাতুল ক্বারী শরহু সহীহিল বুখারী, বয়রুত, লেবানন, দারুল ফিক্‌র, ১৩৯৯ হি. / ১৯৭৯ ইং।

৬৫. যুরকানী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল বাকি ইবনে ইউসুফ ইবনে আহমাদ ইবনে দআল-ওয়ান মিসরী, আযহারী মালেকী (১০৫৫-১১২২ হি. / ১৬৪৫-১৭১০ ইং) : শরহুল মু'আত্তা, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪১১ হি.।

৬৬. সুয়ূতি : জালালুদ্দিন আবুল ফজল আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর ইবনে উসমান (৮৪৯-৯১১ হি. / ১৪৪৫-১৫০৫ ইং) : শরহুস সুনান ইবনে মাযাহ, করাচী, পাকিস্তান, কুদীমি কুতুবখানা।

৬৭. আসকালানী : আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আহমাদ ইবনে কিনানী (৭৭৩-৮৫২ হি. / ১৩৭২-১৪৪৯ ইং) : ফাতহুল বারী বি শরহে সহীহুল বুখারী, বয়রুত, লেবানন, দারুল মা'আরিফ।

৬৮. কুস্তালানী : আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে আবদুল মালিক ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হোসাইন ইবনে আলী (৮৫১-৯২৩ হি. / ১৪৪৮-১৫১৭ ইং) : ইরশাদুস্ সারী শরহু সহীহিল বুখারী< বয়রুত, লেবানন, দারুল ফিকর, ১৩০৪ হি.।

৬৯. মুবারকপুরী : আবুল 'উলা মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবদুর রহীম (১২৭৩-১৩৫৩ হি.) : তুহফাতুল আহ্ওয়াযী বি শরহে জামে'উত তিরমিযী, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া।

৭০. মোল্লা আলী ক্বারী : নুরুদ্দীন ইবনে সুলতান মুহাম্মদ হারভী হানাফী (১০১৪-১২০৬ ইং) : মিরকাতুল মাফাতিহ শরহে মিশকাতুল মাফাতিহ, মোম্বাই, ভারত।

৭১. মুনাভী : আবদুর রউফ ইবনে তাজুল আরেফিন ইবনে আলী ইবনে যায়নুল আবেদীন (৯৫২-১০৩১ হি. / ১৫৪৫-১৬২১ ইং) : ফয়জুল কাদির শরহিল জামেউস সগীর, মিসর, মাকতাবা তিজারিয়া কুবরা, ১৩৫৬ হি.।

৭২. নাওয়াভী : আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে শরফ ইবনে মুরী ইবনে হাসান ইবনে হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুম'আহ ইবনে হাযাম (৬৩১-৬৭৭ হি. / ১২৩৩-১২৭৮ ইং) : শরহুন নাওয়াভী আলা সহীহিল মুসলিম, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া।

-ঃ ফিকাহ ঃ-

৭৩. ইবনে হাজর হায়তমী : আবুল আব্বাস আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন আলী বিন মুহাম্মদ বিন আলী বিন হাজর মক্কী (৯০৯-৯৭৩ হি. / ১৫০৩-১৫৬৬ ইং) : আস সাওয়ায়িকুল মুহরকাতু 'আলা আহলির রাফদ্বি ওয়াদ্ব দ্বালালা ওয়ায যুনদাক্বা, বয়রুত, লেবানন, মুআস্সাসাতুর রিসালা, ১৯৯৭ ইং।

৭৪. হাসফকী : সদরুদ্দীন মূসা ইবনে যাকারিয়া (৬৫০ হি.) : মুসনাদুল ইমামিল আ'যম, করাচি, পাকিস্তান, মীর মুহাম্মদ কুতুব খানা।

৭৫. খতীবে বাগদাদী : আবু বকর আহমাদ ইবনে আলী ইবনে সাবেত ইব আহমাদ ইবনে মাহদী ইবনে সাবেত (৩৯২-৪৬৩ হি. / ১০০২-১০৭১ ইং) : আল জামেউল আখলাকির রাবী ওয়া আদাবুস সামিঈ' রিয়াদ, সৌদি আরব, মকতুবাতুল মা'আরিফ, ১৪০৩ হি.।

৭৬. খতীবে বাগদাদী : আবু বকর আহমাদ ইবনে আলী ইবনে সাবেত ইবনে আহমাদ ইবনে মাহদী ইবনে সাবেত (৩৯২-৪৬৩ হি. / ১০০২-১০৭১ ইং) : আল কিফায়াহ্ ফী ইলমির রিওয়াইয়াহ্, মদীনা, সৌদি আরব, আল-মকতুবাতুল ইলমিয়া।

৭৭. খাওয়ারযামী : আবদুল মু'আয়্যিদ মুহাম্মদ ইবনে মাহমূদ (৫৯৩-৬৬৫ হি.) : জা'মিউল মাসানিদ লি ইমাম আবী হানিফা, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া।

৭৮. শাহ ওয়ালী উল্লাহ : মুহাদ্দিস দেহলভী (১১১৪-১১৭৪ হি. / ১৭০৩-১৭৬২ ইং) : হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪১৫ হি. / ১১৯৫ ইং;

৭৯. শা'রানী : আবুল মাওয়াহিব আবদুল ওয়াহ্হাব ইবনে আলী আনসারী শাফেয়ী (২১০-২৭৯ হি. / ৮২৫-৮৯২ ইং) : আল মিযানুল কুবরা, কায়রো, মিসর, মাকতাবাই মুস্তাফা, আল বাবীল হালবী, ১৩৫৯ হি. / ১৯৪০ ইং;

৮০. ইবনে নুযায়ম মিসরী : যাইন ইবনে ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে বকর হানাফী (৯২৬-৯৭০ হি.) : আল বাহরুর রায়িক শরহে কানযুদ দাকায়িক, বয়রুত, লেবানন, দারুল মা'আরিফ।

৮১. ইমাম ইবনে আবেদীন শামী : রুদ্দুল মুখতার, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত।

৮২. ইবনে হাযার মক্কী (ওফাত ৭৯৪ হি.) : ফাতোয়ায়ে হাদিসিয়্যাহ, মীর মোহাম্মদ কারখানা, করাচী, পাকিস্তান।

৮৩. ইবনে তাইমিয়া (ওফাত ৭২৮ হি.) : মাজমাউল ফাতাওয়া : মাকতুবাতুল ইসলামী, বয়রুত, লেবানন।

-ঃ আসমাউর রিযাল ঃ-

৮৩. আহমদ্ ইবনে হাম্বল : আবু আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (১৬৪-২৪১ হি. / ৭৮০-৮৫৫ ইং) : ফাদ্বায়িলুস সাহাবা, বয়রুত, লেবানন, মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৪০৩ হি. / ১৯৮৩ ইং।

৮৪. বুখারী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহিম ইবনে মুগীরাহ (১৯৪-২৫৬ হি./৮১০-৮৭০ ইং) আত্-তারীখুস সগীর : ক্বাহেরা, মিসর, মাকতাবাতু দারিত তুরাস, ১৩৯৭ হি.।

৮৫. বুখারী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহিম ইবনে মুগীরাহ (১৯৪-২৫৬ হি. / ৮১০-৮৭০ ইং) : আত্-তারীখুল কাবির, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া;

৮৬. ইবনে হিব্বান : আবু হাতেম মুহাম্মদ ইবনে হিব্বান ইবনে আহমাদ ইবনে হিব্বান (২৭০-৩৫৪ হি. / ৮৮৪-৯৬৫ ইং) : আস্ সিকাত, বয়রুত, লেবানন, দারুল ফিক্‌র, ১৩৯৫ হি. / ১৯৭৫ ইং।

৮৭. খতীবে বাগদাদী : আবু বকর আহমাদ ইবনে আলী ইবনে সাবেত ইবনে আহমাদ ইবনে মাহদী ইবনে সাবেত (৩৯২-৪৬৩ হি. / ১০০২-১০৭১ ইং) : তারিখে বাগদাদ, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া।

৮৮. ইবনে খল্লিকান : আবুল আব্বাস শামসুদ্দীন আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আবী বকর ইবনে খল্লিকান (৬০৮-৬৭১ হি.) : ওয়াফিয়াতুল আ'ইয়ান ওয়া আনবাউয যমান, বয়রুত, লেবানন, দারুস সাকাফ, ১৯৬৮ ইং।

৮৯. যাহাবী : শামসুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ (৬৭৩-৭৪৮ হি.) : তাযকিরাতুল হুফফায, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া।

৯০. যাহাবী : শামসুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ (৬৭৩-৭৪৮ হি.) : সীয়ারু আ'লামুন আন্-নুবালা, বয়রুত, লেবানন, মুয়াস্সাসাতুর রিসালা, ১৪১৩ হি.।

৯১. ইবনে সা'দ : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ (১৬৮-২৩০ হি. / ৭৮৪-৮৪৫ ইং) : আত্ব ত্বাবক্বাতুল কুবরা, বয়রুত, লেবানন, দারে ছদীর।

৯২. সুবকী : তাজুদ্দীন ইবনে আলী ইবনে আবদুল কাফী (৭২৭-৭৭১ হি.) : ত্বকাতুশ শাফিআতিল কুবরা, হাজর লিত্ তাবাআতি ওয়ান নাশার, ১৪১৩ হি.।

৯৩. সুয়ূতি : জালালুদ্দিন আবুল ফজল আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে উসমান (৮৪৯-৯১১ হি. / ১৪৪৫-১৫০৫ ইং) : ত্বকাতুল হুফ্ফায, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪০৩ হি.।

৯৪. ইবনে 'আদী : আবদুল্লাহ ইবনে দআদী ইবনে আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে মুবারক, আবু আহমদ জুরযানী (২৭৭-৩৬৫ হি.) আল কামিল ফী মাআরিফাতি দ্বো'ফায়িল মুহাদ্দিসীন, কায়রো, মিসর, মাকতুবাতু ইবনে তাইমিয়া, ১৯৯৩ ইং।

৯৫. আসকালানী : আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আহমাদ ইবনে কিনানী (৭৭৩-৮৫২ হি. / ১৩৭২-১৪৪৯ ইং) : আল ইসাবাতু ফী তামীযিস সাহাবা, বয়রুত, লেবানন, দারুল জীব, ১৪১২ হি. / ১৯৯২ ইং।

৯৬. আসকালানী : আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আহমাদ ইবনে কিনানী (৭৭৩-৮৫২ হি. / ১৩৭২-১৪৪৯ ইং) : তাকরীবুত তাহযীব, শাম, দারুর রশীদ, ১৪০৬ হি. / ১৯৮৬ ইং।

৯৭. আসকালানী : আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আহমাদ ইবনে কিনানী (৭৭৩-৮৫২ হি. / ১৩৭২-১৪৪৯ ইং) : তাহযীবুত তাহযীব, বয়রুত, লেবানন, দারুল ফিকর আল-ইলমিয়্যাহ, ১৪০৪ হি. / ১৯৮৪ ইং।

৯৮. আসকালানী : আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আহমাদ ইবনে কিনানী (৭৭৩-৮৫২ হি. / ১৩৭২-১৪৪৯ ইং) : লিসানুল মিযান, বয়রুত, লেবানন, মুয়াস্সাসাতুল আলামী, ১৪০৬ হি. / ১৯৮৬ ইং।

৯৯. মিয্যী : আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ ইবনে যকি আবদুর রহমান ইবনে ইউসুফ ইবনে আবদুল মালিক ইবনে ইউসুফ ইবনে আলী (৬৫৪-৭৪২ হি. / ১২৫৬-১৩৪১ ইং) : তাহযিবুল কামাল, বয়রুত, লেবানন, মুআস্সাসাতুর রিসালা, ১৪০০ হি. / ১৯৮০ ইং।

১০০. মুসলিম : মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরি (২০৬-২৬১ হি. / ৭২১-৮৭৫ ইং) আল কুনিয়া ওয়াল আসমাআ, মদিন, সৌদি আরব, আল জা'মিয়াতুল ইসলামিয়া, ১৪০৪ হি.।

১০১. ইবনে মানজুভীয়া : আবু বকর আহমদ ইবনে আলী আল ইসবাহানী (৩৪৭-৪২৮ হি.) : রিযালু মুসলিম, বয়রুত, লেবানন, দারুল মা'আরিফ, ১৪০৭ হি.।

১০২. আবু নাঈম : আহমাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে ইসহাক ইবনে মূসা ইবনে মেহরান ইসবাহানী (৩৩৬-৪৩০ হি. / ৯৪৮-১০৩৮ ইং) : তারিখে ইসবাহান, বয়রুত, লেবানন, দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৪১০ হি. / ১৯৮৯ ইং।

-ঃ সিরাত গ্রন্থ ঃ-

১০৩. আহমদ ইবনে হাম্বল : আবু আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (১৬৪-২৪১ হি. / ৭৮০-৮৫৫ ইং) : ফাদ্বায়িলুস সাহাবা, বয়রুত, লেবানন, মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৪০৩ হি. / ১৯৮৩ ইং।

১০৪. বায়হাকী : আবু বকর আহমদ ইবনে হোসাইন ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মূসা (৩৮৪-৪৫৮ হি. / ৯৯৪-১০৬৬ ইং) : দালায়িলুন নবুয়ত, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪০৫ হি. / ১৯৮৫ ইং।

১০৫. বায়হাকী : আবু বকর আহমদ ইবনে হোসাইন ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মূসা (৩৮৪-৪৫৮ হি. / ৯৯৪-১০৬৬ ইং) : আয্ যুহদুল কাবীর, বয়রুত, লেবানন, মুআস্সাসাতুল কুতুবুছ ছাক্বাফিয়া, ১৯৯৬ ইং।

১০৬. জুরজানী : আবুল কাসেম হামযা ইবনে ইউসুফ সাহামী (৪২৮ হি.) : তারিখে জুরজান, বয়রুত, লেবানন, 'আ-লামুল কুতুব, ১৪০১ হি. / ১৯৮১ ইং।

১০৭. ইবনে জাওযী : আবুল ফরয আবদুর রহমান ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে উবাইদুল্লাহ (৫১০-৫৭৯ হি. / ১১৬-১২০১ ইং) : সিফাতুস সাফওয়াত, বয়রুত, লেবানন, দারুল মা'আরিফ, ১৩৯৯ হি. / ১৯৭৮ ইং।

১০৮. ইবনে জাওযী : আবুল ফরয আবদুর রহমান ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে উবাইদুল্লাহ (৫১০-৫৭৯ হি. / ১১৬-১২০১ ইং) : আল 'ইলালুল মুতানাহিয়া ফীল আহাদীসিল ওয়াহীয়্যা, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪০৩ হি.।

১০৯. ইবনে হাজর হাইতমী : আবুল আব্বাস আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন আলী বিন মুহাম্মদ বিন আলী বিন হাজর মক্কী (৯০৯-৯৭৩ হি. / ১৫০৩-১৫৬৬ ইং) : আল খায়রাতুল হাসান ফী মানাক্বিবিল ইমামিল আ'যম আবী হানিফা আন-নু'মান, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪০৩ হি. / ১৯৮৩ ইং।

১১০. হাসকাফী : সদরুদ্দীন মূসা ইবনে যাকারিয়া (৬৫০ হি.) : মুসনাদুল ইমামিল আ'যম, করাচি, পাকিস্তান, মীর মুহাম্মদ কুতুবখানা।

১১১. খতীবে বাগদাদী : আবু বকর আহমাদ ইবনে আলী ইবনে সাবেত ইবনে আহমাদ ইবনে মাহদী ইবনে সাবেত (৩৯২-৪৬৩ হি. / ১০০২-১০৭১ ইং) : তারিখে বাগদাদ, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া।

১১২. দিয়ারু বকরী : হোসাইন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাসান মালেকী (৯৬৬ হি.) : তারীখুল খামীস ফি আহওয়ালি আনফুসিন নাফীস, বয়রুত, লেবানন, মুআস্সাসাতুশ শ্বুবান, ১২৮৩ হি.।

১১৩. যাহাবী : শামসুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ (৬৭৩-৭৪৮ হি.) : সীরুল ও আ'লামুন আন নুবালা, বয়রুত, লেবানন, মুয়াস্সাসাতুর রিসালা, ১৪১৩ হি.;

১১৪. ইবনে সা'দ : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ (১৬৮-২৩০ হি. / ৭৮৪-৮৪৫ ইং) : আত্ব ত্বাবক্বাতুল কুবরা, বয়রুত, লেবানন, দারে ছদীর।

১১৫. সুয়ূতি : জালালুদ্দিন আবুল ফজল আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে উসমান (৮৪৯-৯১১ হি. / ১৪৪৫-১৫০৫ ইং) : ত্বকাতুল হুফ্ফায, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪০৩ হি.।

১১৬. ইবনে কাসীর : আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে ওমর (৭০১-৭৭৪ হি. / ১৩০১-১৩৭৩ ইং) : আল বেদায়াতু ওয়ান বেদায়া, বয়রুত, লেবানন, দারুল ফিকর, ১৪০১ হি.।

১১৭. মিয্যী : আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ ইবনে যকি আবদুর রহমান ইবনে ইউসুফ ইবনে আবদুল মালিক ইবনে ইউসুফ ইবনে আলী (৬৫৪-৭৪২ হি. / ১২৫৬-১৩৪১ ইং) : তাহযিবুল কামাল, ভৈরুত, লেবানন, মুআস্সাসাতুর রিসালা, ১৪০০ হি. / ১৯৮০ ইং।

১১৮. ইমাম আবু নাঈম : দালায়েলুল নবুয়ত, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত;

১১৯. ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ূতি : খাসায়েসুল কোবরা : দারুল মাকতুবাতুশ-তুরাশ আল আরাবী, বয়রুত, লেবানন।

১২০. ইমাম যওযী : আল-ওফাত বি-আহওয়ালি মুস্তফা : দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত।

১২১. ইমাম ইবনে ইউসুফ সালেহী (ওফাত ৯৪২ হি.) : সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ,দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ,বয়রুত,লেবানন।

১২২. ইমাম যুরকানী : (ওফাত ৯২৩ হি.) : শরহুল মাওয়াহেব : দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন;
১২৩. মাওলানা শিবলী নোমানী : সীরাতুন্নবী : হোযাইফা একাডেমী, লাহোর;
১২৪. মাওলানা আশরাফ আলী থানবী মৃত্যু (১৩৬২ হি.) মাকতাবায়ে হাকিমুল উম্মত, দেওবন্দ;

-ঃ মওদ্বু বা জাল হাদিস বিষয়ক ঃ-

১২৫. ইমাম আবুল ফরয আব্দুর রহমান ইবনুল যওযী (৫৯৭ হি.) কিতাবুল মওদ্বুআত : দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।
১২৬. ইমাম হাসান ইবনে মুহাম্মদ সাগানী ওফাত (৬৫০ হি.) : রিসালাতুল মওদ্বুআত, মাকতাবায়ে বারোনিয়া, মিশর।
১২৭. ইমাম জালালুদ্দীন সূয়তি (ওফাত ৯১১ হি.) : আল-লাআলিল মাসনূআ : দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত।
১২৮. ইমাম জালালুদ্দীন সূয়তি (ওফাত ৯১১ হি.) : যাইলুল লা আলিল মাসনূআ : আল মাকতাবাতুল আসারিয়া, সাঙ্গলাহল, শাইখপুরা, পাকিস্তান।
১২৯. মোল্লা আলী ক্বারী (ওফাত ১০১৪ হি.) : নূর মুহাম্মদ কারখানায়ে তেজারতে কুতুব, আরামবাগ, করাচী। এই গ্রন্থটি আমি এই প্রকাশনারটিই সংগ্রহ করতে পেরেছি। এটি দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত। ১ম সংস্করণ ১৯৭৫ ইং;
১৩০. ইমাম ইবনুল ইররাক (ওফাত : ৯০৭-৯৬৩ হি.) তানযীহুশ শরীয়াতিল মারফ'আ আনিল আখবারে শানী আতিল মাওদ্বুআ : দারুল কুতুব ইলমিয়া, বয়রুত, লেবানন;
১৩১. আল্লামা তাহের পাটনী (৯৮৬ হি.) : তাযকিরাতুল মাওদ্বুআত : দারু হইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, বয়রুত;
১৩২. মুহাম্মদ ইবনে আলী শাওকানী (মৃত্যু ১২৫০ হি.) : আল-ফাওয়াহিদুল মাজমূআ ফিল আহাদীসিয ওয়াল মওদ্বুআ : দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত;
১৩৩. আব্দুল হাই লাখনৌভী (ওফাত ১৩০৪ হি.) আসারুল মারফূ'আহ, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন;
১৩৪. আহলে হাদিস নাসিরুদ্দীন আলবানী (মৃত ১৯৯৯ ইং) : সিলসিলাতুল আহাদীসিয দ্বঈফা:

-ঃ লোকমুখে প্রসিদ্ধ হাদিস বিষয়ক ঃ-

১৩৫. আল্লামা বদরুদ্দীন যারকশী (ওফাত ৭৯৪ হি.) : আত্-তাযকিরা ফিল আহাদীসিল মুশতাহিরা : দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত;
১৩৬. ইমাম মুহাম্মদ আব্দুর রহমান সাখাবী (ওফাত ৯০২ হি.) : আল-মাকাসিদুল হাসানা : দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত;
১৩৭. ইমাম জালালুদ্দীন সূয়তি (ওফাত ৯১১ হি.) : আদ্দুররাকল মুনতাসিরা ফিল আহাদিসিলি মুশতাহিরা : আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, বয়রুত, লেবানন;

-ঃ তাফসীর ও উলুমুল কোরআন ঃ-

১৩৮. ইসমাঈল ইবনে কাসীর (ওফাত ৭৭৪ হি.) : তাফসীরে কুরআনুল আজীম : দারুল খায়ের, বয়রুত;
১৩৯. আল্লামা মাহমুদ আলূসী (ওফাত ১২৭০ হি.) : রুহুল মায়ানী, এমদাদিয়া, মুলতান, পাকিস্তান;
১৪০. ফিরযাবাদী : তাফসীরে ইবনে আব্বাস : দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত।
১৪১. ইমাম খাযেন (ওফাত :) : তাফসীরে খাযেন, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত।
১৪২. ইমাম কাযী নাসিরুদ্দীন বাযযাভী : তাফসীরে বায়যাভী, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত;
১৪৩. আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী : তাফসীরে রুহুল বায়ান : দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত;
১৪৪. ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী : তাফসীরে কাবীর : দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

আমার এই গ্রন্থে প্রায় এক হাজার গ্রন্থের হাওলা , সম্মানিত রচয়িতার নামসহ উল্লেখ করেছি। একেক করে সংক্ষেপে প্রত্যেক গ্রন্থের পরিচয় লিখলে অনেক পৃথক একটি গ্রন্থ হয়ে যাবে। তাই আমি কেবল খুব প্রয়োজনীয় কিছু খ্যাতমান কিতাবের নাম ও প্রকাশনার স্থল বর্ণনা করেছি।

-ঃ প্রথম খন্ড সমাপ্ত ঃ

আমার সম্মানিত উস্তাদ আল্লামা মুফতি আলী আকবর (মু.জি.আ.)'র প্রকাশিত কিতাব সমূহের তালিকা ঃ

১."ঈদে মিলাদুন্নবী (ﷺ) ই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ঈদ"।

২.রাসূল (ﷺ)হাযির নাযির, ইলমে গায়ব জানেন এবং আল্লাহর জাতি নুরের জ্যোতি হতে সৃষ্টি ইত্যাদি আক্বীদার দলীল ও প্রমান।

৩.বাতিল মতবাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব।

৪.প্রচলিত তাবলীগ জামাতের স্বরূপ উন্মোচন।

৫.তাবাররুকাত।

৬.আকায়েদে আরবায়াহ্।

৭.হাদিসুল আরবাঈন।

৮.ইকামতের সময় দাঁড়ানোর নিয়ম।

৯.আহকামুল মাওতা ওয়াল কুবুর ওয়া যিয়ারাতি রাওযাতিন্নাবী (ﷺ)।

১০.আযানের দোয়ার মধ্যে "ওয়ার জুকনা শাফা'আতাহু ইয়াওমাল কিয়ামাহ্" বলা বৈধ।

১১.ইসলামী সঠিক দল ও ভ্রান্তদল সমূহের পরিচয়।

১২.ইসলামী ভ্রান্ত দল সমূহের পরিচয় ও সঠিক আক্বিদার প্রমান।

১৩.দুটি মাসআলার সমাধান {রাসূল (ﷺ)'র নাম মোবারক শ্রবণ করত বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয়ের নখ চুম্বন করে চোখে লাগানো এবং ইকামতের সময় দাঁড়ানোর নিয়ম।}

১৪.দরুদ ও সালামের ফযিলত এবং আযানের পূর্বে ও পরে তা পাঠের বৈধতার প্রমান।

উপরে উল্লেখিত কিতাবগুলো সংগ্রহ করে নিজে পড়ুন, অপরকে পড়ার জন্য উৎসাহ করে ঈমান আক্বিদা হিফাযত করুন।

শুভ সংবাদ ঃ

অচিরেই প্রকাশিত হচ্ছে আহলে হাদিসদের কবলে পড়া অসংখ্য হানাফিদের দলিলের গ্রহনযোগ্য হাদিসকে জাল বলার জবাবে লেখকের এ কিতাবের দ্বিতীয় খন্ড অপেক্ষায় থাকুন।

sahihaqeedah.com

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

PDF by (Masum Billah Sunny)

-ঃ তাফসীর ও উলুমুল কোরআন ঃ-

১৩৮. ইমাম আবদুর রায্যাক ঃ ওফাত.২১১ হি.ঃ আত্-তাফসীর ঃ মাকতুবাতুল ইসলামী,বয়রুত,লেবানন।
১৩৯. ইমাম আবু হাতেম ঃ আত-তাফাসীর ঃ দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ,বয়রুত,লেবানন।
১৪০. ইমাম জালুদ্দীন সুয়ূতী ঃ ওফাত.৯১১হি.ঃ তাফসীরে আব্দুররুল মানসুর ঃ দারুল ইহইয়াউল তুরাস আলআরাবী,বয়রুত, লেবানন।
১৪১. ইমাম জালুদ্দীন সুয়ূতী ঃ ওফাত.৯১১হি.ঃ আল-ইতকান ফি উলূমুল কোরআন ঃ দারুল ইহইয়াউল তুরাস আলআরাবী,বয়রুত, লেবানন।
১৪২. ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর (ওফাত ৭৭৪ হি.) : তাফসীরে কুরআনুল আজীম : দারুল খায়ের, বয়রুত।
১৪৩. আল্লামা মাহমুদ আলূসী (ওফাত ১২৭০ হি.) : রুহুল মা'য়ানী, এমদাদিয়া, মুলতান, পাকিস্তান;
১৪৪. ফিরোযাবাদী : তাফসীরে ইবনে আব্বাস : দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত।
১৪৫. ইমাম খাযেন ঃ ওফাত :৭৪১হি. : তাফসীরে খাযেন, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত।
১৪৬. ইমাম কাযী নাসিরুদ্দীন বাযযাভী : ওফাত.৬৮৫হি. ঃ তাফসীরে বায়যাভী, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত।
১৪৭. আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী : ওফাত.১১২৭হি. ঃ তাফসীরে রুহুল বায়ান : দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত।
১৪৮. ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী : ওফাত.৬০৬ হি. তাফসীরে কাবীর : দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।
১৪৯. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী ঃ ওফাত.৯১১ হি.ঃ দারুল হাদিস, কাহেরা, মিশর।
১৫০. আবুল বারাকাত নাসাফী ঃ তাফসীরে মাদারিকুত তানযিলঃ ওফাত.৭১০ হি.ঃ দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ,বয়রুত,লোবানন।
১৫১. কাযি সানাউল্লাহ পানিপথি ঃ তাফসীরে মাযহারী ঃ
১৫২. সাভী আল-মালেকী ঃ ওফাত.১২৪১হি.ঃ তাফসীরে সাভী আলাল হাশীয়ায়ে জালালাইন ঃ
১৫৩. ইমাম বগভী ঃ ওফাত.৫১০হি.ঃ তাফসীরে মা'লিমুত তানযিল ঃ দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ,বয়রুত,লেবানন।
১৫৪. ইমাম ইবনে জারীর ত্বারী ঃ ওফাত. ৩১০ হি. ঃ জামেউল বায়ান ফি তাফসীরুল কোরআন ঃ মুয়াস্সাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবানন।
১৫৫. ইমাম সামসুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আহমদ খতিব শরবীনী ঃ ওফাত.৯৭৭হি. ঃ তাসীরে সিরাজুম মুনীর ঃ
১৫৬. মোল্লা মুঈন কাশেফী ঃ তাফসীরে হুসাইনী ঃ
১৫৭. ইমাম কুরতুবী আল-মালেকীঃ তাফসীরে কুরতুবী ঃ ওফাত.৭৬১হি.ঃ দারুল মিসরিয়্যাহ, কাহেরা,মিশর।
১৫৮. কায শাওকানী ঃ ওফাত. ১২৫০হি.ফতহুল ক্বদীর ঃ মাকতুবাতুল ইসলামী, বয়রুত, লেবানন।
১৫৯. ইমাম আবুল ফারাহ যওজী ঃ ওফাত.৫৯৭ হি.ঃ যাদুল মাইসীর ফি উলূমুত তাফসীর ঃ মাকতুবাতুল ইসলামিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।
১৬০. ইমাম আবুস সউদ উমাদী ঃ ওফাত.৯৮২হি.ঃ তাফসীরে আবিস সউদ ঃ দারুল ইহইয়াউত তুরাস আল-আরাবী,বয়রুত,লেবানন।
১৬১. ইমাম আলী বিন আহমদ আল-ওয়াহেদী নিশাপুরী আশ্-শাফেয়ী ঃ ওফাত.৪৩৮হি.ঃ তাফসীরে ওয়াহেদী ঃ মাকতাবায়ে আদ দুরারুস সামীয়া,দামেস্ক, বয়রুত।
১৬২. ইমাম আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মদ মাখলুফ ছা'লাভী ঃ ওফাত.৪২৭হি.ঃ তাফসীরে ছা'লাভী : দারুল ইহইয়াউল-তুরাস আল আরাবী,বয়রুত,লেবানন।
১৬৩. আল্লামা ড.শায়খ মুস্তফা জুহাইলী ঃ তাফসীরে আল-মুনীর ঃ দারুল ফিকর আল মা'সির,দামেস্ক।
১৬৪. ইমাম আবি বকর আল-বাকী ওফাত.৮৮৫হি.ঃ তাফসীরে নাযমুদদুরার ঃ দারুল কিতাব আরাবী,বয়রুত,লেবানন।
১৬৫. মাওলানা আবদুল কাদের দেহলভী ঃ তাফসীরে মুক্কিহুল কোরআন।
১৬৬. মাওলানা আমিনুল ইসলাম ঃ তাফসীর নূরুল কোরআন ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন,বাংলাদেশ।
১৬৭. মুফতি শফি ঃ তাফসীরে মা'রেফুল কুরআন ঃ ইদারাতুল মা'রিফ, করাচী।
১৬৮. মাওলানা আব্দুল মজিদ দরিয়াবাদী ঃ তাফসীরে মাজেদী ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন হতে ,বাংলাদেশ প্রকাশিত।
১৬৯. ইমাম নিযামুদ্দীন নিশাপুরী ঃ ওফাত ৮৫০হি.ঃ তাফসীরে নিশাপুরী ঃ দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ,বয়রুত,লেবানন।
১৭০. ইমাম কুরতুবী ঃ ওফাত ৪৩৭হি. ঃ হেদায়া ইলা বুলুগুল-নিহায়া ঃ মাকতুবাতুল শামেলা।
১৭১. ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম মাতুরিদী ঃ ওফাত.৩৩৩হি.ঃ তাফসীরে মাতুরীদী ঃ দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ,বয়রুত,লেবানন।
১৭২. ইমাম আবু লাইস সমরকন্দী ঃ ওফাত.৩৭৩হি.ঃ তাফসীরে বাহারুল উলুমঃ মাকতুবাতুল শামেলা।

১৭৩. ইমাম আবুল হাসান মাওয়ারিদী ঃ ওফাত.৪৫০হি. ঃ তাফসীরে মাওয়ারীদী ঃ দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ,বয়রুত,লেবানন।
১৭৪. ইমাম আবু মুজাফ্ফার মারওয়াজী সামআ'নী তায়মী হানাফী ঃ ওফাত.৪৮৯হি. ঃ তাফসীরে সামআ'নী ঃ দারুল ওয়াত্বন,রিয়াদ,সৌদি আরব।
১৭৫. ইমাম ইযুদ্দীন বিন আবদুস্ সালাম দামেস্কী ওফাত ৬৬০হি. ঃ তাফসীরে আল আয বিন আব্দুস্ সালাম ঃ দারুল ইবনে হাযম,বয়রুত,লেবানন।
১৭৬. ইমাম জুযী কালবী ঃ ওফাত.৭৪১হি.ঃ তাফসীরে আল-তাহসীল লিল উলূমুল তানযীলঃ দারুল আরকাম বিন আবি আরকাম,বয়রুত,লেবানন।
১৭৭. আল্লামা মাহদী আল ফাসী সুফী ঃ ওফাত ১২২৪ হি.ঃ আল-বাহারুল মুদিদ ফি তাফসীরে কুরআনুল মাজিদ।
১৭৮. আল্লামা মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী ঃ তাফসীরে নাঈমী ঃ আবিদ দুনিয়া, দিল্লী শাহী জামে মসজিদ,ভারত।
১৭৯. নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী ঃ তাফসীরে খাযায়েনুল ইরফান ঃ
১৮০. পীর করম শাহ আযহারী ঃ তাফসীরে যিয়াউল কুরআন ঃ
১৮১. আলী ছাবুনী ঃ তাফসীরে সাফাওয়াতুত তাফাসীর ঃ
১৮২. মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী ঃ তরজুমানুল কোরআন ঃ
১৮৩. আশরাফ আলী থানবী ঃ বয়ানুল কোরআন ঃ
১৮৪. আবুল আ'লা মওদূদী ঃ তাফহিমুল কোরআন ঃ

-ঃ হাদিস ও ফিকাহ ঃ-

১৮৫. তাহতাভী হানাফী ঃ ওফাত.১২৯০হি. ঃ নাহায়াতুল ইযায ঃ দারুল যাখায়ের, কাহেরা,মিশর।
১৮৬. ইমাম কুরতুবী আল-মালেকী ঃ ওফাত.৬৭১হি.ঃ তাযকিরাহ বি আহওয়ালি মওতা ঃ মাকতুবাতুল দারুল মিনহাজ্ব ঃ রিয়াদ, সৌদি আরব।
১৮৭. জালালুদ্দীন সুয়ূতী ঃ ওফাত.৯১১হি.ঃ আল-হাভীলিল ফাতওয়া ঃ দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।
১৮৮. শাওকানী ঃ ওফাত. ১২৫০হি. ঃনায়লুল আউতার ঃ দারুল হাদিস, কাহেরা,মিশর।
১৮৯. ইমাম যয়নুদ্দীর ইরাকী ঃ ওফাত.৮০৬ হি.ঃ তাখরীযে ইহইয়াউল উলূম ঃ দারুল বিস্সাসুল নসর,রিয়াদ।
১৯০. আলাউদ্দিন মুত্তাকী হিন্দী ঃ ওফাত.৯৭৫ হি.ঃওফাত.ঃ কানযুল উম্মাল ঃ মুয়াস্সাতুর রিসালা ঃ বয়রু,লেবানন।
১৯১. ইমাম ইবনুল মুলাক্বীন শাফেয়ী ঃ ওফাত.৮০৪ হি.ঃ বদরুল মুনীর ঃ দারুল হিযরাহ লিল নসর,রিয়াদ,সৌদি.প্রকাশ.২০০৪খৃ.।
১৯২. ইমাম যায়লঈ ঃ নাসবুর রায়্যাহ ঃ মুয়াস্সাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবানন।
১৯৩. আল্লামা ইবনে কাসীর ঃওফাত.৭৭৪হি. ঃ জামিউল মাসানীদ ঃ
১৯৪. ইবনে হাজার আসকালানী ঃ তালখিসুল হবির ঃ দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ,বয়রুত, লেবানন।
১৯৫. ইবনে হাজার আসকালানী ঃ ইত্তিহাফুল মুহরাহ ঃ দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ,বয়রুত, লেবানন।
১৯৬. ইবনে রযব হাম্বলী ঃ জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম ঃ দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ,বয়রুত, লেবানন।
১৯৭. মুফতি আমিমুল ইহসান ঃ ফিকহুস সুনানি ওয়াল আছার ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।
১৯৮. যাফর আহমদ উসমানী ঃ এ'লাউস সুনান ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।
১৯৯. নূরুদ্দীন হায়সামী ঃ মাযমাউদ যাওয়াইদ ঃ ওফাত.ঃ মাকতুবাতুল কুদসী, কাহেরা, মিশর।
২০০. ইমাম বায়হাকী ঃ ওফাত.৪৫৮ হি.ঃ মা'রিফাতুল সুনানি ওয়াল আছার ঃ দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ,বয়রুত, লেবানন।
২০১. ইমাম আহমদ রেযা খাঁন ঃ ওফাত.১৯২১খৃ.ঃ জামিউল আহাদিস ঃ রেযা একাডেমী,দিল্লী।
২০২. ইউসুফ বাহলুভী ঃ আদিল্লাতুল হানাফিয়্যাহ ঃ দারুল হাদিস, কাহেরা, মিশর।
২০৩. ইমাম ইবনুল হাজ্জ মালেকী ঃ আল-মাদখাল ঃ দারুল ইহইয়াউত তুরাস আল-আরাবী, বয়রু, লেবানন।
২০৪. শায়খ ইউসুফ নাবহানী ঃ ফতহুল কবীর ঃ দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

-ঃকোরআন, হাদিস, ফিকাহ,সিরাত ঃ-

২০৫. আল্লামা আবদুর রাহমান ছাফ্রী আশ্-শাফেয়ী ঃ নুযহাতুল মাযালিস ঃ মাকতুবাতুল কাস্তালিয়া,কাহেরা, মিশর।
২০৬. আল্লামা আবদুর রাহমান জামী ঃ শাওয়াহিদুন নবুয়ত ঃ আল-মদিনা প্রকাশনী ঃ বাংলাবাজার,ঢাকা।
২০৭. শায়খ ইউসুফ নাবহানী ঃ আনোওয়ারে মুহাম্মাদিয়া ঃ দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ,বয়রুত, লেবানন।
২০৮. শায়খ ইউসুফ নাবহানী ঃ হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন ঃ দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ,বয়রুত, লেবানন।
২০৯. শায়খ ইউসুফ নাবহানী ঃ যাওয়াহিরুল বিহার ফি ফাযায়েলুল নাবিয়্যিল মুখতার ঃ মারকাযে আহলে সুন্নাত বি বারকাতে রেযা,গুজরাট,ভারত।
২১০. ইমাম আবুল ফারাহ যওজী ঃ মওলুদুল আরুস ঃ মাকতাবয়ে সাকাফিয়্যাহ, মিশর।

২১১. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী ঃ মাদারেযুন নবুয়ত ঃ মীর মুহাম্মদ কারখানা, পাকিস্তান।
২১২. ইমাম আহমদ রেযা খাঁন ফাযেলে বেরলভী ঃ ওফাত. ১৯২১খৃ.ঃ নূরুল মোস্তফা ঃ আবিদ দুনিয়া, দিল্লী শাহী জামে মসজিদ,ভারত।
২১৩. ইমাম আহমদ রেযা খাঁন ফাযেলে বেরলভী ঃ ওফাত. ১৯২১খৃ.ঃ আহকামে শরীয়ত ঃ আবিদ দুনিয়া, দিল্লী শাহী জামে মসজিদ,ভারত।
২১৪. ইমাম আহমদ রেযা খাঁন ফাযেলে বেরলভী ঃ ওফাত. ১৯২১খৃ.ঃ ফতোওয়ায়ে আফ্রিকা ঃ মাকতাবায়ে রেযভিয়া, দিল্লী শাহী জামে মসজিদ,ভারত।
২১৫. ইমাম সামসুদ্দীন সাখাভী ঃ আল- কওলুল বদী ঃ দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রু, লেবানন।
২১৬. মাওলানা নুরুল হক ঃ নুরে মুজাস্সাম ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।

-ঃদেওবন্দী মতবাদের কিতাব ঃ-

২১৭. হুসাইন আহমদ মাদানী ঃ আস্-সিহাবুস সাকিব ঃ
২১৮. রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী ঃ ফতোয়ায়ে রশিদীয়া ঃ
২১৯. আশরাফ আলী থানভী ঃ নশরুত্তীব ফি যিকরিন্নবীঈল হাবীব ঃ মাকতাবায়ে থানভী,দেওবন্দ, ভারত।
২২০. আশরাফ আলী থানভী ঃ শুকরুন নি'আমাতি বি যিকরির রাহমাতি ঃ মাকতাবায়ে থানভী,দেওবন্দ, ভারত।
২২১. ইসমাঈল দেহলভী ঃ রেসালায়ে ইয়াকরোযী ঃ
২২২. খলিল আহমদ আম্বেটবী ঃ বারাহেনে কাতেআ ঃ
২২৩. কাশেম নানুতবী ঃ তাহযিরুন্নাস ঃ হরফ প্রকাশনী, ইসলামী, টাওয়ার ,বাংলাবাজার।
২২৪. নুরুল ইসলাম ওলীপুরী ঃ মাওয়ায়েজে ওলীপুরী ঃ আনোওয়ার লাইব্রেরী, ইসলামী টাওয়ার,১১/১ বাংলাবাজার,ঢাকা।
২২৫. নুরুল ইসলাম ওলীপুরী ঃ সুন্নি নামের অন্তরালে ঃ আনোওয়ার লাইব্রেরী, ইসলামী টাওয়ার,১১/১ বাংলাবাজার,ঢাকা।
২২৬. নুরুল ইসলাম ওলীপুরী ঃ বিভ্রান্তির অবসান ঃ ইসলামী টাওয়ার,১১/১ বাংলাবাজার,ঢাকা।
২২৭. সরফ রায খান সফদর ঃ নুর ও বাশার ঃ থানভী লাইব্রেরী , হাটহাজারী, চট্টগ্রাম ।
২২৮. সরফ রায খান সফদর ঃ রাহে সুন্নাত ঃ থানভী লাইব্রেরী , হাটহাজারী, চট্টগ্রাম ।
২২৯. হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী ঃ কুল্লিয়াতে এমদাদিয়্যাহ ঃ মাকতাবায়ে থানবী, দেওবন্দ,ভারত।
২৩০. মুফতি ইব্রাহিম খান ঃ শরিয়ত ওপ্রচলিত কুসংস্কার ঃথানভী লাইব্রেরী, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
২৩১. আমিরুল ইসলাম ফরদাবাদী (সাবেক মুহাদ্দিস ধামতী আলিয়া) ঃ তাওহীদ, রেসালাত ও নূরে মুহাম্মদী (দ.) সৃষ্টি রহস্য ঃ
২৩২. মাওলানা ইলিয়াস মেওয়াতি ঃ মালফুযাতে ইলিয়াস ঃ সৌদিয়া কুতুব খানা, ইসলামি টাওয়ার,বাংলাবাজার।

-ঃতাসাউফ ও আকায়েদ ঃ-

২৩৩. মাওলানা রুমী ঃ মসনবী শরীফ ঃ বাংলাদেশ তাজ কম্পানী,বাংলাবাজার,ঢাকা।
২৩৪. ড.ফকির আবদুর রশিদ ঃ সূফি দর্শন ঃ প্রগসিভ প্রকাশনী,খিলখেত।
২৩৫. ইমাম শা'রানী ঃ ইয়াকুতুল জাওয়াহির ঃ
২৩৬. ইমাম আহমদ রেযা খাঁন বেরলভী ঃ আহকামে বায়াত আওর খিলাফত ঃ
২৩৭. ড. তাহের আলকাদেরী.ঃ মিলাদুন্নবী ঃ আবি দুনিয়া,দিল্লী ।
২৩৮. মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবী ঃ ফতহাতে মক্কীয়া ঃ দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রু, লেবানন।
২৩৯. মুজাদ্দেদে আল-ফেসানী ঃ মকতুবাত শরীফ,
২৪০. ইমাম কুশাইরী ঃ আর্-রিসালা ঃ
২৪১. ইমাম গায্যালী ঃকানযুদ্দাকায়েক ঃ রশীদ বুক হাউস,বাংলাবাজার,ঢাকা।
২৪২. শায়খ আবদুল কাদের জিলানী ঃ গুনিয়াতুত-ত্বলীবিন ঃ মাকতুবাতুত তাওফিকহিয়্যাহ, কাহেরা, মিশর।
২৪৩. শায়খ আবদুল কাদের জিলানী ঃ সিররুল আসরার ঃ মাকতুবাতুত তাওফিকহিয়্যাহ, কাহেরা, মিশর।
২৪৪. ইবনুল কাইয়্যম যওজী ঃ আর-রূহ ঃ দারুল হাদিস ,কাহেরা,মিশর।
২৪৫. ইমাম গায্যালী ঃ দাখায়েরুল আকবার ঃ রশীদ বুক হাউস,বাংলাবাজার,ঢাকা।
২৪৬. অধ্যক্ষ হাফেয আবদুল জলিল ঃ নুরনবী ঃ
২৪৭. মুফতি মুহাম্মদ আলী আকবার ঃ আকায়েদে আরবায়াহ ঃ
২৪৮. যিয়াউল্লাহ কাদেরী ঃ ওহাবী মাযহাব ঃ
২৪৯. ড. আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর ঃ ইহইয়াউস সুনান ঃ আস্-সুন্নাহ পাবলিকেন্স,ঝিনাইদাহ।
আহলে হাদিস আলবানীসহ অন্যান্যদের গ্রন্থাবলী ঃ

২৫০. শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী ঃ মৃত্যু ১৯৯৯ খৃ. ঃ সিলসিলাতুল আহাদিসুদ্-দ্বঈফাহ ওয়াল মাওদুআহ ঃ মাকতুবাতুল ইসলামী,বয়রুত,লেবানন।
২৫১. শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী ঃ সিলসিলাতুল আহাদিসুস সহিহাহ ঃ মাকতুবাতুল ইসলামী,বয়রুত,লেবানন।

আমার এই গ্রন্থে প্রায় **এক হাজার গ্রন্থের হাওলা** , সম্মানিত রচয়িতার নামসহ উল্লেখ করেছি। একেক করে সংক্ষেপে প্রত্যেক গ্রন্থের পরিচয় লিখলে অনেক পৃথক একটি গ্রন্থ হয়ে যাবে। তাই আমি কেবল খুব প্রয়োজনীয় কিছু খ্যাতমান কিতাবের নাম ও প্রকাশনার স্থল বর্ণনা করেছি।

-ঃ প্রথম খন্ড সমাপ্ত ঃ

আমার সম্মানিত উস্তাদ আল্লামা মুফতি আলী আকবর (মু.জি.আ.)'র প্রকাশিত কিতাব সমূহের তালিকা ঃ

১."ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.)ই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ঈদ"।

২.রাসূলহাযির নাযির, ইলমে গায়ব জানেন এবং আল্লাহর জাতি নুরের জ্যোতি হতে সৃষ্টি ইত্যাদি আক্বীদার দলীল ও প্রমান। ৩.বাতিল মতবাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব। ৪.প্রচলিত তাবলীগ জামাতের স্বরূপ উন্মোচন। ৫.তাবাররুকাত। ৬.আকায়েদে আরবায়াহ্। ৭.হাদিসুল আরবাঈন। ৮.ইকামতের সময় দাঁড়ানোর নিয়ম।

৯.আহকামুল মাওতা ওয়াল কুবুর ওয়া যিয়ারাতি রাওযাতিন্নাবী (দ.)। ১০.আযানের দোয়ার মধ্যে "ওয়ার জুকনা শাফা'আতাহু ইয়াওমাল কিয়ামাহ্" বলা বৈধ। ১১.ইসলামী সঠিক দল ও ভ্রান্তদল সমূহের পরিচয়। ১২.ইসলামী ভ্রান্ত দল সমূহের পরিচয় ও সঠিক আক্বিদার প্রমান। ১৩.দুটি মাসআলার সমাধান {রাসূল (দ.)'র নাম মোবারক শ্রবণ করত বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয়ের নখ চুম্বন করে চোখে লাগানো এবং ইকামতের সময় দাঁড়ানোর নিয়ম।}

১৪.দরুদ ও সালামের ফযিলত এবং আযানের পূর্বে ও পরে তা পাঠের বৈধতার প্রমান। উপরে উল্লেখিত কিতাবগুলো সংগ্রহ করে নিজে পড়ুন, অপরকে পড়ার জন্য উৎসাহ করে ঈমান আক্বিদা হিফাযত করুন।

শুভ সংবাদ ঃ

অচিরেই প্রকাশিত হচ্ছে আহলে হাদিসদের কবলে পড়া অসংখ্য হানাফিদের দলিলের গ্রহনযোগ্য হাদিসকে জাল বলার জবাবে লেখকের এ কিতাবের দ্বিতীয় খন্ড অপেক্ষায় থাকুন।

sahihaqeedah.com

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

PDF by (Masum Billah Sunny)